সিগমা ফোর্স

ব্ল্যাক অর্ডার

জেমস রোলিন্স

রূপান্তর: সাঈম শামস্

জেমস রোলিন্স

বর্তমান সময়ের একজন বিশ্ববিখ্যাত জনপ্রিয় লেখক। মূলত অ্যাডভেঞ্চার ও থ্রিলারধর্মী বই লেখার জন্য তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। লেখালেখি শুরু করার আগে তিনি পেশায় পশু চিকিৎসক ছিলেন। প্রায় ১০ বছর চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার পর লেখালেখির জন্য সেখান থেকে অবসর নেন।

অ্যাডভেঞ্চার বই লেখার পাশাপাশি বাস্তব জীবনেও তিনি বেশ অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী। রোলিন্স একজন সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত স্কুবা ডাইভার; বিভিন্ন উপন্যাসে পানির নিচের বর্ণনা তিনি নেহাত কল্পনা থেকে উপস্থাপন করেন না। এব্যাপারে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। এছাড়াও শিক্ষানবিশ হিসেবে বিভিন্ন গুহায় অভিযান চালিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অভিযান করে তিনি তাঁর উপন্যাসের জন্য বাস্তবধর্মী স্থান নির্বাচন করে থাকেন। যার ফলে রোলিন্সের উপন্যাসগুলোতে বাড়তি মাত্রা যোগ হয়।

তাঁর লেখা *সিগমা ফোর্স* সিরিজ পুরো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। **ব্ল্যাক অর্ডার** এই সিরিজের তৃতীয় বই। সিরিজ হলেও এই সিরিজের প্রতিটি বইয়ের কাহিনি আলাদা, তাই যে-কোনো বই নিশ্চিন্তে পড়া যায়। ৪০টির বেশি ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বাস করছেন।

অলংকরণ : সামিউল ইসলাম অনিক

নিউ ইয়র্ক টাইমস্ বেস্টসেলার

জেমস রোলিন্স-এর

ব্ল্যাক অর্ডার

নিউ ইয়র্ক টাইমস্ বেস্টসেলার

জেমস রোলিন্স-এর

ব্ল্যাক অর্ডার

রূপান্তর : সাঈম শামস্

সিগমা ফোর্স # ৩

বাতিঘর

ব্ল্যাক অর্ডার
জেমস রোলিন্স
রূপান্তর : সাঈম শামস্

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট-২০১৬

রোদেলা ৪০৩

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০।
সেল: ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
সামিউল ইসলাম অনিক

অনলাইন পরিবেশক
http://rokomari.com/rodela

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭, ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ৪৬০.০০ টাকা মাত্র

BLACK ORDER By James Rollins
Translated by Sayeem Shams
First Published *August 2016*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, Paridas Road, (Banglabazar) Dhaka-1100.
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price: Tk. 460.00 Only US $ 10.00
ISBN: 978-984-91701-8-1 Code: 403

উৎসর্গ

ডেভিড-কে
সব অ্যাডভেঞ্চারের জন্য

অনুবাদকের উৎসর্গ

লেখালেখির সাথে জড়িয়েছি বলে আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে যাঁর দুশ্চিন্তার শেষ নেই..

আমার শ্রদ্ধেয় বাবা
মোঃ শফিকুল ইসলাম-কে

সংকোচের কারণে একটা কথা কখনই বলা হয়ে ওঠেনি—আব্বু, তোমার হাসিটা আমার খুবই পছন্দের। হাসির সাথে চোখ দু'টোও হাসে, দেখতে দারুণ লাগে।

জীববিজ্ঞানের মেরুদণ্ড হলো বিবর্তনবাদ। এই অংশ বিজ্ঞানের একটি উন্নত থিওরির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এখন প্রশ্ন হলো, বিবর্তনবাদ বিজ্ঞান নাকি বিশ্বাস?

—চার্লস ডারউইন

বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম পঙ্গু, ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান অন্ধ।

—আলবার্ট আইনস্টাইন

কে বলে আমি ঈশ্বরের বিশেষ নিরাপত্তায় নেই?

—অ্যাডলফ হিটলার

সূচি

ইতিহাস থেকে

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের শেষ কয়েক মাসে যখন জার্মানির অবস্থা একেবারে শোচনীয় তখন কে কার আগে নাৎসি বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন প্রযুক্তি লুঠ করবে তা নিয়ে মিত্রবাহিনীর মধ্যে নতুন এক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। এই লুঠ প্রতিযোগিতায় নেমেছিল ব্রিটিশ, আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ এবং রাশিয়ানরা। যে যার মতো করে নিজের দেশের জন্য লুঠ-পাট চালিয়েছিল। অনেক পেটেন্ট লুণ্ঠিত হয়েছিল তখন। যেমন নতুন ভ্যাকুয়াম টিউব, চমকপ্রদ কেমিক্যালস্, প্লাস্টিকস্ এমনকী ইউ ভি লাইটসহ পাস্তুরিত তরল দুধ! কিন্তু স্পর্শকাতর অনেক পেটেন্ট স্রেফ গায়েব হয়েছিল। যেমন অপারেশন পেপার ক্লিপ; একশ' নাৎসি ভি-২ রকেট বিজ্ঞানীদেরকে গোপনে নিযুক্ত করে আমেরিকায় নিয়ে আসা হয়েছিল তখন। পরে অপারেশন পেপার ক্লিপ সম্পর্কে তেমন কিছু আর জানা যায়নি।

তবে নিজেদের প্রযুক্তি বিনা যুদ্ধে সপে দেয়নি জার্মানরা। গোপন প্রযুক্তি ও পরবর্তী রাইখ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য তারা অনেক চেষ্টা করেছিল। বিজ্ঞানীদের খুন করা, রিসার্চ ল্যাব ধ্বংস করে দেয়া থেকে শুরু করে গুহায় ব্লুপ্রিন্ট লুকিয়ে রাখা, লেকের পানিতে ডুবিয়ে দেয়া, ভূগর্ভস্থ কোটরে পুঁতে দেয়ার মতো নানান পদক্ষেপ নিয়েছিল তারা। আর এসবই ছিল মিত্রবাহিনীর হাত থেকে নিজেদের প্রযুক্তি রক্ষা করার বিভিন্ন কৌশল।

নির্বিচারে লুণ্ঠন অভিযান চলেছিল। নাৎসিদের রিসার্চ এবং অস্ত্রের ল্যাব ছিল সংখ্যায় শত শত। কতগুলো ছিল মাটির নিচে, বাকিগুলো জার্মানের বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো-ছিটানো। এছাড়াও অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া এবং পোলান্ডেও তাদের অস্তিত্ব ছিল। তারমধ্যে সবচেয়ে রহস্যময় ছিল ব্রিসলাউ শহরের বাইরে অবস্থিত একটি রূপান্তরিত খনি। রিসার্চ ফ্যাসিলিটির কোড নাম ছিল "দ্য বেল"। এই রিসার্চ ফ্যাসিলিটির আশেপাশের এলাকার বাসিন্দারা বিভিন্ন সময় রিপোর্ট করেছিলেন, অদ্ভুতুড়ে আলো দেখা, রহস্যময় মৃত্যু ও বিভিন্ন অজানা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তারা।

রাশিয়ান ফোর্স খনিতে পৌঁছেছিল সবার আগে। তারা গিয়ে রিসার্চ ফ্যাসিলিটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পায়। এই প্রজেক্টের সাথে জড়িত ৬২ জন বিজ্ঞানীর সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। আর ফ্যাসিলিটির বাদ বাকি সব সরঞ্জাম কোথায় গায়েব হয়েছিল সেটা এক ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ জানে না।

সে যা-ই হোক, তবে এতটুকু নিশ্চিত "দ্য বেল"-এর অস্তিত্ব সত্যি সত্যিই ছিল।

মানব জীবন কাল্পনিক গল্পের চেয়েও বেশি বৈচিত্র্যময়।

এই উপন্যাসে উত্থাপিত কোয়ান্টাম মেকানিক্স, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন এবং বিবর্তনবাদ সংক্রান্ত সকল আলোচনা তথ্যগতভাবে সত্য।

প্রস্তাবনা

১৯৪৫
৪ঠা মে,
সকাল ৬:২২ মিনিট।
ফরট্রেস সিটি অফ ব্রিসলাউ, পোল্যান্ড

পয়ঃনিষ্কাশন পাইপের ভেতরে থাকা নোংরা পানিতে একটা ছেলের লাশ ভাসছে। ফুলে ফেঁপে উঠেছে লাশটা। জুতোর ফিতে, প্যান্ট, শার্ট এগুলোতে দাঁত বসাচ্ছে ইঁদুর। সেনাবাহিনী হামলার স্বীকার এ-শহরের কোনকিছুই অপচয় হয় না।

লাশটার পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় নাক কুঁচকালো জ্যাকব স্পোরেনবার্গ। নাড়ি-ভূড়ি, বিষ্ঠা, রক্তের দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ওয়েট মাস্ক নাকে-মুখে জড়িয়ে রেখেছে। যুদ্ধের তিক্ত স্বাদ পাচ্ছে ও। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় পয়ঃনিষ্কাশন পাইপ দিয়ে এখন তুলনামূলক কম লাশ যাচ্ছে। জ্যাকবের এখানে কিছু করার নেই। কিন্তু ওপর থেকে নির্দেশ দেয়া আছে, থাকতে হবে।

মাথার ওপরে এক জোড়া রাশিয়ান কামান শহরের বারোটা বাজিয়ে দেয়ার কাজ করছে। প্রতিটি গোলা বিস্ফোরণের সময় পুরো শরীরসহ নাড়ি-ভূড়ি কেঁপে উঠছে জ্যাকবের। রাশিয়ানরা গেট ভেঙ্গেছে, বোমা মেরেছে এয়াপোর্টে। কাইসারট্র্যাসে সাধারণ পরিবহন নেমে গেছে এমন অবস্থাতেও তাদের ট্যাংকগুলো সড়কগুলোতে দুলকিচালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রধান সড়ককে রূপান্তর করা হয়েছে ল্যান্ডিং স্ট্রিপে। আড়াআড়ি তেলের ব্যারেল বসিয়ে ব্যারেল থেকে ধোঁয়া তৈরি করে করা হচ্ছে কাজটা। ব্যারেলগুলো থেকে বেরুনো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে ভোরের সকাল। আকাশ আজকে ভোর থেকে আর সকালে রূপান্তরিত হতে পারছে না। প্রতিটি রাস্তায়, গলিতে যুদ্ধ হচ্ছে। প্রতিটি বাড়ির বেসমেন্ট থেকে শুরু করে চিলেকোঠা পর্যন্ত যুদ্ধে জর্জরিত।

প্রতিটি বাড়ি যেন একেকটি দূর্গে পরিণত হয়।

সাধারণ জনতার উদ্দেশে গাউফিফটার হ্যাঙ্কস-এর শেষ নির্দেশ ছিল এটা। শহরকে যতক্ষণ সম্ভব নিজেদের কব্জায় রাখতে হবে। এর ওপর জার্মানির তৃতীয় প্রজন্ম নির্ভর করছে।

জ্যাকব স্পোরেনবার্গের ওপরেও নির্ভর করছে অনেক কিছু।

নিজের পেছনে থাকা অধীনস্থদের ওপরে গর্জে উঠল জ্যাকব। ওর ইউনিট হলো—স্পেশাল ইভ্যাক্যুয়েশন কমান্ডো। অর্থাৎ, জরুরি মুহূর্তে কোনো কিছু স্থানান্তর কিংবা অপসারণ করার কাজে ওর টিম দক্ষ।

হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাওয়ায় নোংরা পানি ঠেলে টিমের সদস্যরা জ্যাকবের পেছন পেছন আসছে। সংখ্যায় ওরা ১৪ জন। সবাই সশস্ত্র। সবার পোশাক কালো। ভারী প্যাক বইছে সবাই। টিমের মাঝখানে অবস্থান করছে চারজন দীর্ঘাকায় সদস্য, এরা সবাই ইউরোপীয় সাবেক ডকম্যান, অতীতে বিভিন্ন জাহাজ ও বন্দরে পণ্য খালাস করার কাজ করে এসেছে। এদের কাঁধে রয়েছে ছিদ্রকারী পোল। বেজায় ওজন পোলগুলোর।

জার্মানি ও পোল্যান্ডের মধ্যে সাডেটেনে অবস্থিত এই নিঃসঙ্গ শহরে রাশিয়ানদের আক্রমণ করার একটা বিশেষ কারণ আছে। হাইল্যান্ডে যাওয়ার প্রবেশদ্বারে কড়া নিরাপত্তা পাহারা হিসেবে কাজ করছে ব্রিসলাউ'র দুর্গগুলো। বিগত দু'বছর ধরে নানান শ্রমিকদেরকে ধরে একটা পাহাড়ে গর্ত খোঁড়ার কাজে জড়ো করা হয়েছে গ্রোস-রোজেন ক্যাম্পে। তাদেরকে দিয়ে ১০০ কিলোমিটার টানেল খুঁড়িয়ে তারপর সেটাকে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এসব কাণ্ড করা হয়েছে একটা গোপন প্রজেক্টকে মিত্রবাহিনীর লোলুপ চোখ থেকে আড়াল করার জন্য।

ডাই রেইজ... দ্য জায়ান্ট।

কিন্তু এত কাজ করেও ঘটনা পুরোপুরি গোপন করা যায়নি। ওয়েনসেলস্ মাইনের বাইরের কোনো এক গ্রামের বাসিন্দারা অদ্ভুত সব রোগ নিয়ে কানাঘুষা করেছিল। রহস্যময় রোগগুলো শুধু সেই বিশেষ এলাকার বাসিন্দাদেরকেই ভোগায়নি, যারা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাস করতো তাদেরকেও ভুগিয়েছে।

যদি প্রজেক্টের বিজ্ঞানীরা তাদের রিসার্চ সম্পন্ন করার জন্য আরও সময় পেতেন...

জ্যাকবের মনের এক অংশে এখন সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। গোপন সেই প্রজেক্ট সম্পর্কে সে আসলে সবকিছু জানতে পারেনি। অধিকাংশই হলো কোড নেম। যেমন : ক্রোনস। তবে সে যতটুকু জানতে পেরেছে সেটাও নেহাত কম নয়। প্রজেক্টের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত বডি দেখেছে সে। তাদের চিৎকার শুনেছে।

বিভীষিকা!

জ্যাকবের মনে ওই একটা শব্দ এলো। পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা ভাবতেই যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল ওর রক্ত।

বিজ্ঞানীদের পরপারে পাঠাতে ওর কোনো সমস্যা হয়নি। ৬২ জন পুরুষ ও এক নারীকে বাইরে নিয়ে গিয়ে দু'বার করে মাথায় বুলেট ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। ওয়েনসেলস্ মাইনের গভীরে কী হচ্ছিল... কিংবা এখানে এসে কী পাওয়া গিয়েছিল সেটা কারো জানা চলবে না। শুধু একজন গবেষককে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

ডক্টর টোলা হিরজফিল্ড।

জ্যাকব শুনতে পেল ওর পেছন পেছন আসতে টোলা হিরজফিল্ড গাঁইগুঁই করছে। অনেকটা টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে আসা হচ্ছে তাকে। দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। ডক্টর টোলা মেয়ে হিসেবে বেশ লম্বা। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। ওর স্তনগুলো ছোট হলেও প্রশস্ত কোমর আর পা দুটো বেশ সুগঠিত। চুলের রং কালো, মসৃণ। তিন মাস মাটির

নিচে, সংরক্ষিত দুধের মতো ফ্যাঁকাসে রঙের ত্বক ওর। অন্য সবার সাথে ওকেও মেরে ফেলা হতো কিন্তু বাবা হিউগো হিরজফিল্ডের কারণে বেঁচে যাচ্ছে ও। প্রজেক্টের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কর্মরত ছিলেন হিউগো। কিন্তু তার রক্তে দুর্নীতির কণা বইছে, একদম শেষ মুহূর্তে এসে সেটা প্রমাণ করে দিয়েছেন। ইহুদির রক্ত বইছে তার শরীরে। নিখাঁদ ইহুদি হলে এক কথা ছিল কিন্তু তিনি হলেন শংকর জাতের ইহুদি। যাকে বলে, আধা-ইহুদি। নিজের রিসার্চের যাবতীয় ফাইল ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিলেন হিউগো কিন্তু অফিসে আগুন লাগানোর আগেই একজন গার্ড তাকে গুলি করে। তার মেয়ের কপাল ভাল, এই রিসার্চ সম্পর্কে পুরো জ্ঞান আছে ওর। ডক্টর টোলা রিসার্চের কাজগুলো চালিয়ে যেতে পারবে। বাবার মতো মেয়েও অনেক মেধাবী। এখানকার অন্য কোনো বিজ্ঞানীর চেয়ে টোলা ওর বাবার রিসার্চ সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখে।

কিন্তু ওকে ভয় না পাইয়ে প্রলোভন দেখিয়ে এখান থেকে নিয়ে গেলেই বরং ভাল হতো।

যখনই টোলার দিকে তাকাচ্ছে তখনই ওর চোখে ঘৃণার আগুন দেখতে পাচ্ছে জ্যাকব। ওর সেই ঘৃণার উত্তাপ জ্যাকাব বেশ ভাল করে টের পাচ্ছে। সমস্যা নেই, মেয়েটা ঠিক ওর বাবার মতো সহযোগিতা করবে। ইহুদিদের সাথে কীভাবে চলতে হয় সেটা জ্যাকবের ভাল করেই জানা আছে। বিশেষ করে এরকম আধা-ইহুদিদের ব্যাপারে সে একজন বিশেষজ্ঞ।

শংকর জাত।

আধা-ইহুদি, এরা সবচেয়ে জঘন্য। জার্মানির সেনাবাহিনীতে প্রায় লাখ খানেক আধা-ইহুদি আছে। ইহুদিদের চেয়ে আধা-ইহুদিদের একটু বেশিই খাটতে হয়। কোনো ক্ষেত্রে জীবন দেয়ার প্রয়োজন হলে সেখানে এইসব আধা-ইহুদিদেরকে পাঠানো হয়ে থাকে। সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার সময়ও বাড়তি পরীক্ষা দিয়ে ঢুকতে হয় আধা-ইহুদিদের। তাদেরকে প্রমাণ করতে হয়, সৈন্য হিসেবে তারা অনেক কঠোর ও হিংস্র, জার্মান সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য ইহুদিদের চেয়েও বেশি।

যতই আনুগত্যের পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে আসুক না কেন, জ্যাকব কখনো এসব আধা-ইহুদিদেরকে বিশ্বাস করে না। টোলার বাবা-ই জ্যাকবের অবিশ্বাসকে সঠিক প্রমাণ করে দিয়েছেন। হিউগোকে রিসার্চের যাবতীয় তথ্য ধ্বংস করার চেষ্টা করতে দেখে জ্যাকব মোটেও অবাক হয়নি। ইহুদিদের কখনো বিশ্বাস করতে নেই, ওদেরকে শেষ করে দিতে হয়।

কিন্তু হিউগো হিরজফিল্ডকে হত্যা করার অর্ডারে স্বয়ং ফাহরির সাইন করেছেন। সেই অর্ডারে শুধু এই আধা-ইহুদি বাবার মেয়েই নয় জার্মানের মাঝখানে কোনো এক জায়গায় বসবাসরত একজোড়া বুড়ো বাবা-মা'কেও বাঁচিয়ে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শংকর জাতের ইহুদিদের প্রতি জ্যাকবের যতই অবিশ্বাস থাক না কেন ফাহরির নির্দেশ তাকে পালন করতেই হবে। অর্ডার পেপারে পরিষ্কার লেখা ছিল পুরো মাইন খালি করতে হবে। রিসার্চের কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় রির্সোস রেখে বাকি সবকিছু ধ্বংস করতে হবে।

তারমানে ডক্টর টোলাকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখতেই হচ্ছে।

এবং একটা শিশুকেও বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

কাপড়ে প্যাঁচিয়ে একটা প্যাকে রাখা হয়েছে নবজাতকটিকে। ইহুদি শিশু। বয়স সর্বসাকুল্যে এক মাসের বেশি হবে না। বাচ্চাটিকে চুপ করিয়ে রাখার জন্য হালকা সিডেটিভ দেয়া হয়েছে।

বাচ্চাটি জ্যাকবের ঘৃণা ভরা মনে আকস্মিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এই ইহুদি বাচ্চার ক্ষুদে হাতের ওপর নির্ভর করছে তৃতীয় নাৎসি প্রজন্ম। যদিও এধরনের চিন্তা একটু কঠিন। তারচেয়ে বরং বাচ্চাটাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলাই ভাল ছিল। কিন্তু জ্যাকবের এখানে কিছু করার নেই। সে নির্দেশ পালন করছে মাত্র।

ডক্টর টোলা বাচ্চাটির দিকে কীভাবে তাকাচ্ছে সেটা খেয়াল করেছে জ্যাকব। টোলার চোখে সে একই সাথে আগুন ও দুর্দশার ছাপ দেখতে পেয়েছে। বাবার রিসার্চ চালিয়ে নেয়ার পাশাপাশি ওকে বাচ্চাটির পালক মায়ের দায়িত্বও পালন করতে হবে। ইতোমধ্যে বাচ্চাকে ঘুম পাড়ানো, খাওয়ানো এসব কাজ করতে হচ্ছে ওকে। এই বাচ্চাটির মুখের দিকে তাকিয়েই জ্যাকবের টিমের সাথে সহযোগিতা করছে টোলা। বাচ্চার প্রাণনাশের হুমকি দেয়ার পরেই টোলা ওদেরকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে।

ওদের মাথার উপরে মর্টার শেল বিস্ফোরিত হলো। হাঁটু টলে উঠল সবার। বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। সিমেন্টের পলেস্তরায় ফাটল ধরল, চুন-সুরকি পড়ল ড্রেনের নোংরা পানিতে।

কম্পনের ধাক্কা থেকে নিজেকে সামলে নিল জ্যাকব। পাশে এসে দাঁড়িয়ে পয়ঃনিষ্কাশন পাইপের সামনের দিকে থাকা একটা শাখার দিকে নির্দেশ করল তার সেকেন্ড ইন কমান্ড, অসকার হেনরিকস।

'স্যার, আমরা ওই টানেল ধরে এগোব। ওটা স্টর্ম ড্রেন, বেশ পুরোনো। মিউনিসিপ্যালের ম্যাপ বলছে, এটা নদীতে গিয়ে মিশেছে। ক্যাথেড্রাল আইল্যান্ড থেকে জায়গাটা খুব বেশি দূরে নয়।'

সায় দিয়ে মাথা নাড়ল জ্যাকব। আইল্যান্ডের কাছাকাছি কোথাও একজোড়া ছদ্মবেশী গানবোট অপেক্ষায় রয়েছে। ওখানে রয়েছে আরেকটা কমান্ডো ইউনিট। দূরত্বের হিসেবে এখান থেকে খুব একটা বেশি নয়।

মাথার উপরে মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ করে রীতিমতো তুলকালাম চালাচ্ছে রাশিয়ানরা। জ্যাকব খুব দ্রুত সবাইকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল। সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ করতে শহরে রাশিয়ানরা পাগলের মতো আক্রমণ করছে। শহরের বাসিন্দাদেরকে আত্মসমপর্ণ করতেই হবে, তাছাড়া কোনো উপায় নেই।

শাখা টানেলের কাছে পৌঁছেই জ্যাকব জলকপাটের নোংরা মই বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। ওপরে ওঠার সময় তার জুতো থেকে প্যাচ-প্যাচ শব্দ হচ্ছে। টানেলের ভেতরে থাকা তীব্র দুর্গন্ধে জ্যাকবের নাড়ি-ভূড়ি গলা দিয়ে উঠে আসে আসে অবস্থা। দুর্গন্ধ যেন মই বেয়ে ওর পেছন পেছন তাড়া করছে।

ইউনিটের বাকি সবাই ওর পথ অনুসরণ করল।

জ্যাকব ওর হ্যান্ড-টর্চ জ্বালিয়ে সিমেন্ট ড্রেনের দিকে তাক করল।

বাতাস থেকে এখনো দুর্গন্ধ কমেনি নাকি?

টর্চের আলোর রশ্মিকে সামনে রেখে নতুন উদ্যমে এগিয়ে গেল সে। আর একটু গেলেই পালানোর রাস্তা, মিশন প্রায় কমপ্লিট। রাশিয়ানরা ওয়েনসেলস্ মাইনে থাকা ইঁদুর দর্শন করতে পারার আগেই ওর ইউনিট সিলেসিয়ার অর্ধেক পথে থাকবে। রাশিয়ানদের স্বাগতম জানানোর জন্য জ্যাকব ল্যাবরেটরির প্যাসেজগুলোতে বুবি ট্র্যাপ বোম সেট করে এসেছে। যমদূতের দর্শন ছাড়া ওখানে রাশিয়ান আর তাদের মিত্রবাহিনীরা কিছুই পাবে না।

নিজের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাজা বাতাস টানতে টানতে এগিয়ে চলল জ্যাকব। এই সিমেন্ট টানেল তির্যকভাবে ঢাল তৈরি করে ধীরে ধীরে নেমে গেছে। জ্যাকবের ইউনিট এগোচ্ছে আগের চেয়ে আরও দ্রুতগতিতে। ওদের এগোনোর ফাঁকে ফাঁকে বোমা ফাটাচ্ছে রাশিয়ান সেনাবাহিনী। রাশিয়ানরা তাদের পুরো শক্তি নিয়ে হাজির হয়ে গেছে। নদী কতক্ষণ ফাঁকা থাকবে সেটা বলা যাচ্ছে না।

বাচ্চাটি মৃদু স্বরে কান্না শুরু করল। হালকা ডোজের সিডেটিভের প্রভাব কেটে গেছে। জ্যাকব তার টিমের মেডিক্যাল সদস্যকে সাবধান করে দিয়েছিল, বাচ্চাটিকে যেন কড়া ডোজের সিডেটিভ না দেয়া হয়। বাচ্চার জীবন ঝুঁকিতে ফেলা চলবে না। কিন্তু হয়তো ওদের ভুল ছিল...

কান্নার আওয়াজ ধীরে ধীরে শক্তিশালী হচ্ছে।

উত্তর দিকে কোথাও একটা মর্টার শেল বিস্ফোরিত হলো।

বাচ্চার কান্নার ভলিউম এখন তুঙ্গে। টানেলের ভেতরে প্রতিধ্বনি করছে ওর কান্নার আওয়াজ।

'বাচ্চাটাকে চুপ করাও!' যে সৈনিক বাচ্চাটিকে নিয়ে এগোচ্ছিল তাকে নির্দেশ দিল জ্যাকব।

বাচ্চা রাখার প্যাকটা কাঁধ থেকে দ্রুত নামাতে গিয়ে হালকা গড়নের সৈনিকের মাথায় থাকা কালো ক্যাপ পড়ে গেল। বাচ্চাটিকে শান্ত করতে গিয়ে আরও কাঁদিয়ে ফেলল সে।

'দাও... দেখি,' বলল টোলা। ওর কনুই ধরে ছিল একজন, তার কাছ থেকে জোর করে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল ও। 'বাচ্চাটাকে আমার কাছে দিন।'

জ্যাকবের দিকে তাকাল সৈনিক। ওদের মাথার ওপরে চলা বিস্ফোরণের বহর এখন থেমেছে। সব চুপচাপ। কিন্তু নিচে বাচ্চাটা কেঁদেই চলেছে। মুখ কুঁচকে সায় দিল জ্যাকব।

টোলার কব্জিতে থাকা বাঁধন খুলে দেয়া হলো। নিজের আঙুলগুলোতে রক্ত সঞ্চালন করার জন্য ডলতে ডলতে বাচ্চাটির কাছে গেল ও। বাচ্চাকে টোলার কাছে দিয়ে ভারমুক্ত হলো সৈনিক। বাচ্চটিকে কোলে তুলে আস্তে আস্তে দোল খাওয়াতে শুরু করল টোলা। বাচ্চার দিকে ঝুঁকে ওকে আরও কাছে নিল ও। শিশুটির কানের কাছে টোলা ফিসফিস করে কী যেন বলতে শুরু করল। টোলার পুরো শরীর নরম হয়ে উষ্ণ আবেশে জড়িয়ে নিল বাচ্চাটিকে।

ধীরে ধীরে কান্নার আওয়াজ থেমে গেল। বাচ্চাটি এখন চুপচাপ কাঁদছে।

সন্তুষ্ট হয়ে টোলার গার্ডের দিকে মাথা ঝাঁকাল জ্যাকব। টোলার পিঠে লুগ্যার ঠেকিয়ে ধরল গার্ড। বাচ্চার কান্না থেমেছে। এবার চুপচাপ ব্রিসলাউের ভূগর্ভস্থ টানেলের ভেতর দিয়ে এগোতে শুরু করল সবাই।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ড্রেনের নোংরা দুর্গন্ধের জায়গায় স্থান করে নিল ধোঁয়ার গন্ধ। জ্যাকবের হ্যান্ড-টর্চ স্টর্ম ড্রেনের শেষ প্রান্ত আলোকিত করল। কামান থেকে গোলাবর্ষণ থামলেও প্রায়ই গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসছে পূর্বদিক থেকে। ধারে-কাছে পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পেছনে থাকা সদস্যদের দিকে তাকাল জ্যাকব। ওদেরকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিয়ে রেডিওম্যানকে বলল, 'বোটগুলোকে সিগন্যাল দাও।'

কেতাদুরস্তভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে সামনে এগোল রেডিওম্যান। ধোঁয়ার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। কয়েক মুহূর্তের ভেতরে লাইটের ফ্ল্যাশ ব্যবহার করে পার্শ্ববর্তী আইল্যান্ডে সিগন্যাল আদান-প্রদান করা হয়ে গেল। জলপথটুকু পেরিয়ে জায়গামতো বোট পৌঁছুতে মিনিট খানেক সময় লাগবে।

টোলার দিকে তাকাল জ্যাকব। মেয়েটা এখনো বাচ্চাটিকে কোলে রেখেছে। চুপচাপ চোখ বন্ধ করে রয়েছে বাচ্চাটি।

জ্যাকবের চোখে চোখ পড়ল টোলার, দৃঢ়ভাবে বলল, 'আপনি জানেন, আমার বাবা-ই ঠিক ছিলেন,' এতটুকু বলে হঠাৎ চুপ মেরে গেল ও। সৈনিকদের কাছে থাকা বিভিন্ন সিলমারা বাক্সের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে আবার জ্যাকবের দিকে ফিরল টোলা। 'আপনি আপনার চেহারা দেখেই সেটা বুঝতে পারছি। আমরা... আমরা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলাম।'

'আমি বা আপনি, আমাদের কেউ-ই ওরকম বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো অধিকার রাখি না,' জ্যাকব জবাব দিল।

'তাহলে কে রাখে?'

মাথা নাড়ল জ্যাকব, অন্যদিকে ঘুরতে শুরুল। স্বয়ং হেনরিক হিমল্যার ওকে এই অর্ডার দিয়েছেন। এখানে জ্যাকবের কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ ছিল না। ও বুঝতে পারছে, টোলা এখনো ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'এটা ঈশ্বর ও প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিল,' ফিসফিস করে বলল টোলা।

'বোট চলে এসেছে,' রেডিওম্যানের এই ঘোষণা জ্যাকবকে কোনো জবাব দেয়া থেকে বাঁচিয়ে দিল। রেডিওম্যান স্টর্ম ড্রেনের মুখ থেকে ফিরে আসছে।

নিজের লোকদের শেষবারের মতো নির্দেশ দিল জ্যাকব। সবাইকে জায়গামতো দাঁড় করালো। সামনে থেকে সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ও। এই টানেল ওদেরকে রিভার ওডের একটা ঢালু তীরে পৌঁছে দেবে। অন্ধকার ধীরে ধীরে কমতে শুরু করছে। মিশনের জন্য এই অন্ধকার ওদের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে উঠছে পুব আকাশ। তবে নদীর ওপরে ঝুলে থাকা ধোঁয়ার মেঘ পানিকে এখনো সূর্যের আলো থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই ধোঁয়ার ভারী চাদর ওদেরকে সাহায্য করতে পারে।

কিন্তু সেটা কতক্ষণ?

একটানা গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। ওগুলোকে পটকাবাজির মতো শোনাচ্ছে। যেন ব্রিসলাউ শহরের ধ্বংস উপলক্ষে ফোটানো হচ্ছে ওগুলো।

দুর্গন্ধের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে জ্যাকব তার ওয়েট মাস্ক খুলে ফেলল। ফুসফুসে ভরে নিল তাজা বাতাস। সীসার মতো ধূসর পানিতে চোখ বুলাল ও। বিশ ফুটি দুটো বোট নদীর পানি কেটে তরতর করে এগিয়ে আসছে। মৌমাছির গুঞ্জনের মতো একটানা শব্দ করছে ওগুলোর ইঞ্জিন। বোট দুটোর অগ্রভাগে সবুজ তেরপলের নিচে কোনমতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে একজোড়া এমজি-৪২ মেশিন গান।

বোটের পেছনে এইমাত্র আইল্যান্ডের একটা কালো অবয়ব ফুটে উঠল। ক্যাথেড্রাল আইল্যান্ড আসলে আক্ষরিক অর্থে কোনো দ্বীপ নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাটি দিয়ে ভরাট করে এই দ্বীপের সাথে তীরের সংযোগ করে দেয়া হয়েছে। ওই শতাব্দীতেই ঢালাই লোহা দিয়ে তৈরি সবুজ রঙের একটা ব্রিজ তীরের সাথে দ্বীপের সংযোগ আরও উন্নত ও সহজ করে দিয়েছে। সেই ব্রিজের নিচ দিয়ে দুটো গানবোট এগিয়ে আসছে।

চার্চের দুটো টাওয়ারের চূড়োর দিকে তাকাল জ্যাকব। সূর্যের আলো এসে পড়ছে ওগুলোতে। এই গির্জার কারণেই দ্বীপের নাম ক্যাথেড্রাল আইল্যান্ড নামকরণ করা হয়েছিল। এই আইল্যান্ডে আধ ডজন চার্চ আছে।

টোলা হিরজফিল্ডের কথাগুলো এখনো জ্যাকবের কানে বাজছে।

এটা ঈশ্বর ও প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিল।

সকালের ঠাণ্ডা জ্যাকবের ভেজা কাপড়ের ভেতর সেঁধিয়ে পড়ছে। চামড়ায় গিয়ে বিঁধছে কাঁটার মতো। এখান থেকে চলে গিয়ে এই দিনগুলো ভুলে যেতে পারলে তৃপ্তি পাবে সে।

প্রথম বোট তীরে পৌঁছে গেছে। নিজের ভাবনার জাল ছিঁড়ে যাওয়ায় খুশিই হলো জ্যাকব। ইউনিটের সদস্যদেরকে চটজলদি দুটো বোটে উঠে পড়ার জন্য তাগাদা দিল সে।

কোলে বাচ্চাটিকে নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে টোলা। ওর পাশে একজন গার্ড পাহারা দিচ্ছে। সূর্যের আলোতে ঝকমকিয়ে ওঠা চার্চের চূড়ো দুটো ওর চোখেও পড়েছে। গোলাগুলি চলছে এখনো। ধীরে ধীরে গোলাগুলির আওয়াজ আরও কাছে আসছে। ট্যাংকগুলো এগোচ্ছে ধীর গতিতে, সেই শব্দও শোনা যাচ্ছে। চিৎকার ও কান্নার আওয়াজ মিলেমিশে একাকার।

টোলা যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণের কথা বলে ভয় পাচ্ছিল সেই ঈশ্বর কোথায়?

নিশ্চয়ই এখানে নয়।

বোট ভরে যাওয়ার পর টোলার দিকে এগোল জ্যাকব। 'বোটে উঠুন।' কথাটা সে আরও কঠিনভাবে বলতে চাইলেও টোলার চেহারায় কিছু একটা ছিল যার কারণে ততটা কঠোরভাবে বলতে পারল না।

নির্দেশ মতো কাজ করল টোলা। দৃষ্টি এখনো ক্যাথেড্রালের দিকে। ওর চিন্তা-ভাবনার সীমানা আকাশকেও ছাড়িয়ে গেছে।

ঠিক এই সময়ে জ্যাকব খেয়াল করে দেখল ডক্টর টোলা নারী হিসেবে কত সুন্দরী। হোক না আধা-ইহুদি। টোলা বোটে পা রাখল। একটু টলে উঠলেও সামলে নিল নিজেকে। বাচ্চার ব্যাপারে খুব সতর্ক রয়েছে। ধূসর পানি আর ধোঁয়ার চাদরের দিকে আবার তাকাল টোলা। পাথরের মতো শক্ত হলো ওর চোখ-মুখ। নিজের বসার জন্য সিট দেখার সময়ও ওর চোখে স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল।

স্টারবোর্ড বেঞ্চে গিয়ে বসল টোলা। ওর সাথে সাথে গার্ডও এগোল।

ওদের থেকে একটু তফাতে বসল জ্যাকব। বোটের পাইলটকে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিল। 'দেরি করা চলবে না।' নদীতে চোখ বুলাল সে। পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করছে ওরা। সূর্য উদয়ের দিক থেকে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে।

ঘড়ি দেখল জ্যাকব। এতক্ষণে নিশ্চয়ই এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে একটা পরিত্যক্ত এয়ারফিল্ডে জার্মান জাঙ্কার জু-৫২ ট্রান্সপোর্ট প্লেন ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জার্মান রেড ক্রস দিয়ে মেডিক্যাল ট্রান্সপোর্টের ছদ্মবেশ দেয়া হয়েছে ওটাকে।

বোট দুটো গভীর পানিতে নেমে গেল, ইঞ্জিনের গুঞ্জন বাড়ছে। রাশিয়ানরা এখন ওদেরকে আর আটকাতে পারবে না। মিশন কমপ্লিট।

বোটের দূরবর্তী প্রান্তে কিছু একটা নড়াচড়া করায় জ্যাকবের দৃষ্টি ফিরল ওদিকে।

সামনে ঝুঁকে বাচ্চাটির মাথায় গুচ্ছ খানেক চুলে আলতো করে চুমো দিল টোলা। মুখ তুলে জ্যাকবের চোখে চোখ রাখল ও। জ্যাকব ওর চোখে ঘৃণা কিংবা রাগ দেখতে পেল না। টোলার চোখের ভাষায় ছিল দৃঢ়সংকল্প।

টোলা এখন কী করতে যাচ্ছে সেটা জ্যাকব বুঝতে পেরেছিল। 'না...।'

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

পেছনে থাকা নিচু রেইলের দিকে ঝুঁকে পা ছুড়ে নিজেকে ওপরে তুলে দিল টোলা। বাচ্চাটাকে বুকের ভেতরে নিয়ে উল্টো দিকে ডিগবাজি খেয়ে ঠাণ্ডা পানিতে পড়ল।

আচমকা এরকম ঘটনায় একেবারে হকচকিয়ে গেছে টোলার গার্ড। হতভম্ব হয়ে পানিতে অন্ধের মতো গুলি করতে শুরু করল সে।

দ্রুত সামনে এগিয়ে এসে গার্ডকে থামাল জ্যাকব। 'বাচ্চাটার গায়ে লেগে যাবে তো।'

বোটের কিনারায় গিয়ে পানির ওপর সে অনুসন্ধানী দৃষ্টি বুলাল। ওর ইউনিটের সদস্যরা উঠে দাঁড়াতেই দুলে উঠল বোট। জ্যাকব ধূসর পানিতে নিজের প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। বোটের পাইলটকে বৃত্ত রচনা করে পানির ওপর চক্কর দেয়ার নির্দেশ দিল সে।

কিছুই পাওয়া গেল না।

পানির নিচ থেকে ভেসে আসা বুদবুদ খুঁজছিল জ্যাকব, কিন্তু বোট বেশি ওজন হয়ে যাওয়ার ফলে পানিতে অতিরিক্ত ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। বুদবুদ চোখে পড়ল না। রাগে, হতাশায় রেইলে ঘুষি মারল জ্যাকব।

যেমন বাবা... তেমন মেয়ে...

একমাত্র আধা-ইহুদিরাই এরকম দুঃসাহসিক কাজ করতে পারে। জ্যাকব এর আগেও এরকম ঘটনা দেখেছে। মা তাঁর নিজের সন্তানকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে, যাতে সন্তানকে সামনে আরও বেশি কষ্ট ভোগ করতে না হয়। জ্যাকব ভেবেছিল, টোলা ওরকম নয়। মেয়েটার মন হয়তো আরও শক্ত। কিন্তু যা হওয়ার তা তো হলোই। হয়তো টোলার আর কোনো উপায় ছিল না। বাধ্য হয়ে কাজটা করেছে সে।

নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনেক সময় নিয়ে চক্রাকারে ঘুরল জ্যাকবের বোট। ওর ইউনিটের লোকেরা দু'পাশের তীরে সতর্ক দৃষ্টি রাখল। নেই। মাথার ওপর থেকে হু-উ-স করে একটা মর্টার শেল উড়ে যেতে দেখে আর বেশি দেরি করল না ওরা।

ইউনিটের সবাইকে যার যার সিটে বসার নির্দেশ দিল জ্যাকব। পশ্চিম দিক দেখাল সে, ওখানে প্লেন অপেক্ষা করছে। ওদের কাছে এখনো প্রয়োজনীয় বাক্স ও কাগজ-পত্র আছে। টোলা আর বাচ্চাটা হাতছাড়া হওয়ায় দুটো ক্ষতি হয়েছে। টোলার বিকল্প না পাওয়া গেলেও বাচ্চার ক্ষতি হয়তো পুষিয়ে নেয়া যাবে। আরেকটা বাচ্চা নিয়ে গেলেই হলো।

'চলো।' অর্ডার দিল জ্যাকব।

বোট দুটো আবার রওনা হয়ে গেল। ইঞ্জিন গর্জে উঠল পূর্ণ শক্তিতে।

ব্রিসলাউ পুড়ে তৈরি হওয়া ধোঁয়ার চাদরের ভেতরে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল।

●●●●

টোলা শুনতে পেল বোটের শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ক্যাথেড্রাল ব্রিজের একটা মোটা পিলারের আড়ালে পানিতে ভাসছে ও। এক হাতে বাচ্চাটির মুখ শক্ত করে চেপে ধরে আছে, যাতে কোনো শব্দ না হয়। মনে মনে আশা করছে, ছোট বাচ্চাটি যেন নাক দিয়ে যথেষ্ট বাতাস নিতে পারে। কিন্তু বাচ্চাটি বেশ দুর্বল।

দুর্বল টোলাও।

টোলার গলার একপাশ ভেদ করে বুলেট বেরিয়ে গেছে। টকটকে লাল রক্ত নিঃশব্দে মিশে যাচ্ছে পানিতে। দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে টোলার। পানির ওপরে বাচ্চাটিকে ধরে রাখার জন্য রীতিমতো নিজের সাথে যুদ্ধ করছে।

কিছুক্ষণ আগে, বাচ্চাসহ ও যখন পানিতে লাফ দিয়েছিল তখন ইচ্ছে ছিল ওরা দু'জনই পানির নিচে মারা যাবে। সোজা কথায়, বাচ্চাটিকে নিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল টোলা। কিন্তু বরফ শীতল পানি আর গলায় বুলেটের আঘাত পাওয়ায় ওর পরিকল্পনায় পরিবর্তন আসে। চার্চের চূড়ো এসে পড়া সূর্যের আলোর কথা মনে পড়ল ওর। না, ও ধর্মের কথা স্মরণ করেনি। আলোর কথা মনে পড়ায় ও উপলব্ধি করতে পেরেছিল "মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে।" পৃথিবীর অনেক জায়গা এরকম আছে যেখানে ভাই ভাইয়ের সাথে লড়াই করে না। মায়েরা তাদের বাচ্চাদেরকে খুন করে না।

পানির আরও গভীরে সাঁতরে গিয়েছিল টোলা। স্রোত ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ব্রিজের দিকে, আপত্তি করেনি ও, স্রোতের মর্জিমতো ভেসে গিয়েছে। পানির নিচ দিয়ে ডুব-সাঁতার দেয়ার সময় নিজের ফুসফুসে থাকা বাতাস বাচ্চাকে দিয়ে বাঁচিয়েছিল টোলা। হাত দিয়ে বাচ্চাটির নাক চেপে মুখে মুখ লাগিয়ে বাতাস দিয়েছিল ও। যদিও ওর ইচ্ছে ছিল আত্মহত্যা করবে কিন্তু সিদ্ধান্ত বদল করার পর যখন বাঁচার জন্য সংগ্রাম শুরু করল তখন টোলা হয়ে উঠল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ছেলেটির কোনো নাম রাখা হয়নি।

নামবিহীন অবস্থায় কারো মারা যাওয়া উচিত নয়।

বাচ্চার মুখে আবার বাতাস ভরল ও। অন্ধের মতো পানির নিচে সাঁতরে এগোল। নিতান্তই ভাগ্যগুণে মোটাপিলারের আড়ালে আশ্রয় পেয়ে গেল টোলা।

বোট দুটো চলে গেছে, ওর আর দেরি করা চলবে না। রক্তক্ষরণ হচ্ছে ওর। টোলা বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছে, ঠাণ্ডা পানির কারণেই এখনো বেঁচে আছে ও। কিন্তু সেই ঠাণ্ডা দুর্বল বাচ্চাটির জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

তীরের দিকে সাঁতারাতে শুরু করল টোলা। উন্মত্তভাবে পা ছুড়ছে। দুর্বলতার কারণে সঠিকভাবে এগোতে পারছে না। বাচ্চাটিকে নিয়ে পানির নিচে ডুবে গেল টোলা।

না।

ডুব-সাঁতার দিয়ে এগোচ্ছে। হঠাৎ করে যেন খুব ভারী হয়ে গেছে পানি। বেশ যুদ্ধ করতে হচ্ছে পানির সাথে।

টোলা হার মানার পাত্রী নয়।

হঠাৎ একটা পাথরের সাথে বেমক্কা ধাক্কা খেল ওর পা। চিৎকার করে উঠল টোলা। ভুলে গিয়েছিল সে এখন পানির নিচে। হড়হড় করে নদীর পানি ওর মুখে ঢুকে গেল। পানির ভেতরে আরেকটু তলিয়ে গেল ও। শেষবারের মতো টোলা পা ছুড়তে শুরু করল। পানির নিচ দিয়ে তরতর করে এগিয়ে চলল ও।

খাড়া তীরের ছোঁয়া পেল পায়ের নিচে।

এক হাত আর হাঁটুর ওপর ভর করে পানি থেকে উঠে আসার চেষ্টা করল টোলা। গলার কাছে বাচ্চাটাকে ধরে রেখেছে। তীরে পৌঁছে মুখ থুবড়ে পড়ল ও। আর এক ইঞ্চিও সামনে এগোনোর শক্তি পাচ্ছে না। ওর রক্তে বাচ্চাটির শরীরে মাখামাখি হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে বাচ্চাটির দিকে তাকাল ও।

কোনো নড়াচড়া করছে না বাচ্চাটি। শ্বাসও নিচ্ছে না। একদম চুপচাপ।

চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করল টোলা।

কাঁদো, বাবু, একটু কাঁদো...

●●●●

আওয়াজটা প্রথম শুনতে পান ফাদার ভেরিক।

তিনি আর তাঁর ব্রাদাররা সেন্টস পিটার অ্যান্ড পল চার্চের একটা ভূগর্ভস্থ ওয়াইন সেলারে আশ্রয় নিয়েছেন। গতকাল রাতে যখন ব্রিসলাডৈ বোমা হামলা শুরু হয়েছিল তখন এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা। হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করেছেন, তাঁদের আইল্যান্ড যেন নিরাপদ থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই চার্চ নির্মাণ করা হয়েছিল। শহরের সীমানা নির্ধারণ করার সময় ভাগ্যগুণে রক্ষা পেয়েছিল চার্চটি। এখন আবার সেই স্বর্গীয় সৌভাগ্যের প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয়েছে।

সেই আওয়াজ এবার দেয়ালে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করল।

ফাদার ভেরিক উঠে দাঁড়ালেন। বয়স হয়ে গেছে তাঁর, উঠে দাঁড়াতে বেশ বেগ পেতে হলো।

'কোথায় যাচ্ছেন?" জানতে চাইল ফ্রান্জ।

'আমি একটু দেখে আসি বিড়ালগুলো বোধহয় ডাকছে,' ফাদার জবাব দিলেন। গত দুই দশক ধরে নদীর পাড়ে থাকা বিড়াল ও বিভিন্ন সময় চার্চের আশেপাশে ঘুরে বেড়ানো কুকুরদেরকে এটা সেটা খাইয়ে আসছেন ফাদার।

'এখন সঠিক সময় না,' আরেকজন ব্রাদার সতর্ক করলেন, তাঁর কণ্ঠে ভয়।

মৃত্যুকে এখন আর ফাদার ভেরিক ভয় পান না। সেলার পেরিয়ে ছোট প্যাসেজে পা রাখলেন তিনি। প্যাসেজটা নদীর সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। অন্যসময় এই প্যাসেজে কয়লা দিয়ে সবুজ বোতল স্টোর করে রাখা হয়। যদিও বোতলগুলো এখন ওক গাছ আর ধুলোবালির ভেতর গড়াগড়ি খাচ্ছে।

পুরোনো দরজার কাছে পৌঁছে খিল তুলে দিলেন ফাদার।

কাজটা করার সময় এক কাঁধ দিয়ে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে আর্তনাদ করে উঠল পুরোনো দরজা।

প্রথমেই ধোঁয়া এসে তাঁর মুখে আঘাত হানল। আবার হলো আওয়াজটা। শব্দের উৎসের খোঁজে নিচ দিকে তাকালেন ফাদার। "Mein Gott im Himmel"

একজন নারী দেহ পড়ে রয়েছে। কোনো নড়াচড়া নেই। তাড়াতাড়ি নারীর কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। নতুন এক প্রার্থনা করতে করতে হাঁটু গেড়ে বসলেন।

নারীর গলায় হাত দিয়ে পরীক্ষা করলেন, এখনো বেঁচে আছে কি-না। কিন্তু ভেজা রক্ত ছাড়া আর কোনো সাড়া পেলেন না ফাদার। শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঠাণ্ডায় পাথর হয়ে গেছে।

মৃত।

আওয়াজটা আবার হলো। কান্নার আওয়াজ। নারী দেহের ওপাশ থেকে এসেছে।

নারীর নিচে বাচ্চাটির দেহ অর্ধেক চাপা পড়ে আছে। সারা গায়ে রক্ত।

বাচ্চাটি ভিজে ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে, বেঁচে আছে এখনো। নারী দেহের নিচ থেকে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করলেন ফাদার। ভেজা বাচ্চাটিকে নিজের গায়ের কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নিলেন তিনি।

ছেলে শিশু।

তিনি দ্রুত বাচ্চাটির পুরো শরীর পরীক্ষা করলেন। দেখলেন রক্ত বাচ্চার শরীর থেকে ঝরেনি। মায়ের শরীরের রক্ত বাচ্চাটির শরীরে মেখে গিয়েছিল।

দুঃখ মাখা দৃষ্টিতে বাচ্চার মায়ের দিকে তাকালেন তিনি। এত মানুষ মারা যাচ্ছে। নদীর ওপারে তাকালেন। পুড়ছে শহর, ধোঁয়া দলা পাকিয়ে উঠে আকাশে আশ্রয় নিচ্ছে। গুলিবর্ষণ চলছে এখনো। এই নারী কী বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্য পুরো নদীপথ পাড়ি দিয়ে এসেছিল?

'শান্তিতে থাকো,' নারীকে উদ্দেশ্য করে বললেন ফাদার। 'শান্তিই তোমার প্রাপ্য, তুমি এটা অর্জন করে নিয়েছ।'

ফাদার ভেরিক প্যাসেজের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। রক্ত, পানি মুছে দিলেন বাচ্চার শরীর থেকে। বাচ্চার মাথার চুলগুলো তুষারের মতো সাদা; বেশ নরম, পাতলা। বয়সে এক মাসের বেশি হবে না।

ফাদারের পরিচর্যা পেয়ে বাচ্চার কান্না আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। চোখ বন্ধ করে খুব জোর দিয়ে কাঁদছে বাচ্চাটি, ওর ছোট্ট চেহারায় সেটার ছাপ ফুটে উঠল। যদিও এখনো ও দুর্বল, ঠাণ্ডায় কাতর।

'বাবু, তুমি কাঁদছো।'

ফাদারের কণ্ঠ শুনে বাচ্চাটি চোখ খুলল। কেঁদে চোখ দুটো ফুলিয়ে ফেলেছে। সুন্দর নীল চোখ মেলে তাকাল ফাদারের দিকে। নীল চোখ বুদ্ধিমত্তা ও সততার পরিচয় বহন করে। যদিও এখানকার অধিকাংশ নবজাতক নীল চোখ নিয়েই জন্ম নেয়। তবুও, ফাদারের মনে হলো, এই চোখ জোড়া নীল চোখের সুনাম রাখবে।

শরীরের উষ্ণতা দেয়ার জন্য বাচ্চাটিকে আরও কাছে নিলেন ফাদার। একটা রং তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। *আরে কী ওটা?* বাচ্চাটির পা দেখলেন তিনি। গোড়ালির ওপর কে যেন একটা চিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

না, আঁকেনি। ঘষে নিশ্চিত হয়ে নিলেন ফাদার।

গাঢ় লাল কালি দিয়ে ট্যাটু করা হয়েছে।

তিনি ট্যাটুটা ভাল করে দেখলেন। দেখতে একটা কাকের থাবার মতো লাগছে।

ফাদার ভেরিক তাঁর তরুণ সময়ের একটা বড় অংশ ফিনল্যান্ডে কাটিয়ে এসেছেন। সেই সূত্রে, এই চিহ্ন চিনতে পারলেন তিনি। নরওয়েজীয় প্রাচীন বর্ণমালার একটা হলো এই চিহ্ন। কিন্তু এই বর্ণ দিয়ে ঠিক কী বুঝানো হয়েছে তা সম্পর্কে ফাদারের কোনো ধারণা নেই।

মাথা নাড়লেন তিনি। *এরকম বোকামি কে করল?*

তিনি বাচ্চার মায়ের দিকে আবার তাকালেন।

পিতার পাপের বোঝা সন্তানকে বইতে হবে না।

বাচ্চার মাথায় লেগে থাকা রক্তের শেষ ফোঁটাটুকু মুছে দিলেন ফাদার। নিজের উষ্ণ গাউনের ভেতরে বাচ্চাটিকে জড়িয়ে নিলেন।

'ছোট বাচ্চা... পৃথিবীতে এসেই কী কঠিন পরিস্থিতির মুখেই না পড়েছে।'

প্রথম খণ্ড

এক.

রুফ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড

বর্তমান সময়
১৬ মে, সকাল ৬:৩৪ মিনিট।
হিমালয়
এভারেস্ট বেজ ক্যাম্প, ১৭ হাজার ৬০০ ফিট।

বাতাসের পিঠে মৃত্যু ভর করেছে।

প্রধান শেরপা তাসকি তাঁর পেশাদারিত্বের গাম্ভীর্য বজায় রেখে ঘোষণা করলেন। এই ব্যক্তি বেশ খাটো। মাথায় থাকা কাউবয় হ্যাটসহ তাঁর উচ্চতা টেনে-টুনে পাঁচ ফুট হতে পারে। কিন্তু যেভাবে পাহাড় বেয়ে তরতর করে উঠে এসেছেন তাতে মনে হয়, তিনিই বুঝি এখানকার সবার চেয়ে লম্বা ব্যক্তি। আড়চোখে প্রেয়ার পতাকাগুলোর দাপাদাপি দেখছেন তিনি।

ডা. লিসা কামিংস ওর নিকন ডি-১০০ ক্যামেরার ঠিক মাঝখানে আনল তাসকিকে। ছবি তুলল। তাসকি এই গ্রুপের গাইড হিসেবে কাজ করলেও লিসার কাছে তিনি একটা সাইকোমেট্রিক টেস্ট সাবজেক্ট। লিসা বর্তমানে যে বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করছে সেটার জন্য একদম মোক্ষম ব্যক্তি এই তাসকি।

অক্সিজেনের কোনো বাড়তি সরবরাহ ছাড়া এভারেস্টে উঠতে গেলে মানব শরীরে কী কী প্রভাব পড়ে সেসব নিয়ে গবেষণা করার জন্য নেপালে এসেছে লিসা। ১৯৭৮ সালের আগে কেউ-ই বাড়তি অক্সিজেন সরবরাহ ছাড়া এভারেস্ট জয় করতে পারেনি। এখানকার বাতাস খুবই পাতলা। অবস্থা এতটাই নাজুক যে, প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পর্বতারোহীরা বোতলজাত অক্সিজেনের সাহায্য নিয়েও বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। যেমন : দুর্বল হয়ে যাওয়া, বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয়তার অভাব, একজন মানুষকে দুজন দেখা, দৃষ্টিভ্রম ইত্যাদি। ধরে নেয়া হয়েছিল, এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়া অর্থাৎ আট হাজার মিটার উচ্চতায় বোতলজাত অক্সিজেনের সহায়তা ছাড়া পৌঁছুনো অসম্ভব।

তারপর ১৯৭৮ সালে দু'জন আনাড়ী পর্বতারোহী এই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখালেন। হাঁপাতে থাকা ফুসফুস নিয়ে তাঁরা পৌঁছে গেলেন এভারেস্টের চূড়ায়। পরবর্তী কয়েক বছরে প্রায় ৬০জন নারী-পুরুষ সেই দু'জন পর্বতারোহীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এভারেস্ট জয় করে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

নিম্ন-চাপযুক্ত বায়ুমণ্ডলে মানব শরীর কেমন আচরণ করে সেটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য এরচেয়ে আর ভাল পরিবেশ পাওয়া লিসার পক্ষে সম্ভব নয়।

এখানে আসার আগে উচ্চ-চাপে মানব শরীর কেমন আচরণ করে—এর ওপর পাঁচ বছর পড়াশোনা করেছে লিসা। পড়ার পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ডিপ ফ্যাদম নামের এক রিসার্চ শিপে চড়ে গভীর সমুদ্রে গিয়ে ডুবুরিদের পর্যবেক্ষণ করেছে। তারপর ওর ব্যক্তিগত ও পেশাগত দুটো জীবনেই পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ায় এনএসএফ-এর প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল ও। এবার ওর গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ উল্টো : নিম্ন-চাপযুক্ত বায়ুমণ্ডলে মানব শরীর কেমন আচরণ করে তা পর্যবেক্ষণ।

আর এই গবেষণার কাজেই ডা. লিসা পৃথিবীর ছাদ অর্থাৎ এভারেস্টে এসেছে।

শেরপা তাসকি'র আরেকটা ছবি তোলার জন্য তৈরি হলো লিসা। অন্যান্য শেরপার মতো তাসকি তাঁর দলকে নিজের নামের মতো আগলে রেখেছেন।

পতপত করে উড়তে থাকা প্রেয়ার পতাকাগুলোর কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে দাঁড়ালেন তাসকি। ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। হাতের দুই আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট ধরে এভারেস্টের চূড়ার দিকে তাক করে আছেন। 'দিনটা ভাল না। এই বাতাসের পিঠে মৃত্যু ভর করেছে।' একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। হাত নামিয়ে সরে গেলেন। নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন তাসকি।

যদিও দলে থাকা অন্যান্যের মতামত এখনো নেয়া হয়নি।

দলের সদস্যদের মাঝে আপত্তিসূচক গুঞ্জন শোনা গেল। মুখ তুলে মেঘবিহীন নীল আকাশ দেখল সবাই। দশ জনের এই দলটি বিগত নয় দিন যাবত অনুকূল আবহাওয়াপূর্ণ একটা ভাল দিনের অপেক্ষায় রয়েছে। এর আগে, ঠিক গত সপ্তাহে যখন ঝড় হয়েছিল তখন পাহাড়ে না ওঠার ব্যাপারে অবশ্য কেউ কোনো আপত্তি তোলেনি। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট সাইক্লোনের কারণে এখানকার পরিবেশ একদম খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একশ' মাইলেরও বেশি বেগে আসা ঝড়ো হাওয়া নাজেহাল করেছিল ক্যাম্পকে। রান্নার জন্য খাটানো তাবু উড়ে গিয়েছিল, মানুষজনকে শুইয়ে ফেলেছিল উন্মত্ত হাওয়া। তার ওপর তুষার ঝরার ফলে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছিল। তুষার এসে যেন ত্বক ডলে দিচ্ছিল সিরিশ কাগজের মতো।

পরদিন ভোরটা হলো পর্বতারোহীদের আশার মতো উজ্জ্বল। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল কুম্বু হিমবাহ আর বরফের দেয়াল থেকে। সবার মাথার উপরে তুষারাবৃত এভারেস্ট অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এভারেস্টের আশেপাশে রয়েছে আরও কয়েকটা পাহাড়ের চূড়া। দেখে মনে হচ্ছে, সাদা পোশাকে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে।

একশ'র মতো ছবি তুলল লিসা। দিনের আলো পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশেরও যে সৌন্দর্যের পরিবর্তন ঘটে সেটা ধরা পড়ল ওর ক্যামেরায়। এভারেস্টের স্থানীয় নামের মর্ম বুঝল ও। চোমোলাংমা, চীনা ভাষা। অর্থ করলে দাঁড়ায়—পৃথিবীর স্বর্গীয় দেবী। নেপালিতে বলে সাগারমাতা। অর্থাৎ, আকাশের দেবী।

মেঘের মাঝে অবিচল দাঁড়িয়ে থাকা বরফ ও চূড়া সমৃদ্ধ এই পর্বত যেন সত্যিই এক দেবী। ওগুলো যেন এভারেস্টের পূজো করতে এসেছে, আকাশকে ছুঁয়ে চুমো খাওয়ার জন্য নিজেদেরকে প্রমাণ করছে ওরা। জনপ্রতি খরচা হয়েছে পয়ষট্টি হাজার

ডলার। ক্যাম্পের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, কুলি, শেরপা, ইয়াক (চমরি গাই); এসব কিছুর ব্যবস্থা হয়েছে ওই পয়ষট্টি হাজার টাকার মধ্যে। খাটো সাইজের একটা মাদি ইয়াক ডাক ছাড়ল, ওর ডাক প্রতিধ্বনি হলো উপত্যকার গায়ে। পর্বতারোহীদের কাজের জন্য দুই ডজন ইয়াক আছে এখানে। ওগুলোর লাল-হলুদ রঙ ক্যাম্পের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। ঝড়ের দেবতা কবে এখান থেকে ফিরে যাবেন এই আশায় আরও পাঁচটা ক্যাম্প এই পাথুরে পাহাড়ি ঢালে অপেক্ষা করছে।

তবে ওদের প্রধান শেরপার ভাষ্য অনুযায়ী, ঝড়ের দেবতা আজ ফিরে যাচ্ছেন না।

'একদম বিরক্ত হয়ে গেলাম,' বোস্টন স্পোর্টিং কোম্পানির ম্যানেজার ঘোষণা করলেন। তাঁর পরনে লেটেস্ট ডাউন-ডুভেট ওয়ান পিস। নিজের ভারি প্যাকের পাশে দাঁড়িয়ে দু'হাত আড়াআড়ি অবস্থায় রেখেছেন তিনি। 'বসে বসে দিন প্রতি ছয়শ' ডলারেরও বেশি অপচয় করছি। ওরা আমাদেরকে ঠকাচ্ছে। আকাশে তো মেঘের কোনো ছিঁটে-ফোঁটাও নেই!

বিরক্ত হলেও নিজের গলার স্বর যতদূর সম্ভব নিচু রেখেই কথাগুলো বললেন তিনি। অসন্তোষ প্রকাশ করে সবার সামনে খারাপ হওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই।

লিসা এরকম স্বভাবের লোক আগেও দেখেছে। এই স্বভাবের লোকগুলো খচ্চর টাইপের হয়। লোকটার সাথে এক বিছানায় রাত কাটানো ঠিক হয়নি, ভাবল লিসা। স্মৃতি হাতড়াতে শুরু করল ও। স্টেটস্-এ একটা সাক্ষাতের কথা মনে পড়ল। সেট্ল-এর হ্যায়াটে একটা প্রাতিষ্ঠানিক মিটিঙের পর বেশ খানিকটা হুইস্কি খেয়ে ওখানে গিয়েছিল লিসা। লিসা যদি একটা জাহাজ হয় তাহলে বোস্টন বব হলো এক বন্দরের নাম। এই অঞ্চলে বব ছাড়া হয়তো আরও বন্দর আছে। কিন্তু লিসা একটা ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত, ভবিষ্যতে কখনো বোস্টন ববের বন্দরে নোঙ্গর করবে না ও।

ওর এরকম ভাবনার অন্যতম কারণ হলো এই লোকটার বিরক্তিকর স্বভাব। লোকটা সবসময় উল্টো কথা বলে। মেজাজটা এমন, যেন যুদ্ধ করবে।

অন্যদিকে মুখ ঘোরাল লিসা। রাগ করে শক্তি নষ্ট করার দরকার নেই। ছোট ভাইয়ের দিকে তাকাল ও। জশ; লিসার ছোট ভাই। বিগত দশ বছর ধরে পর্বতারোহণ করছে সে। অভিজ্ঞতা প্রচুর। বোনের টিমে সে একজন পথ প্রদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বছরে কম করে হলেও দুবার এরকম পর্বত অভিযানে দায়িত্ব পালন করে জশ।

জশ কামিংস ওর এক হাত উঁচু করল। বোনের মতো সে-ও স্বর্ণকেশী, হালকা-পাতলা। পরনে কালো জিন্স, ওর স্পোর্টস বুটের ভেতরে গরম পরিধেয় গুঁজে রাখা। গায়ে দিয়েছে ধূসর রঙের থার্মাল শার্ট। বিভিন্ন অভিযানের জন্য এই শার্টগুলো বিশেষভাবে তৈরি হয়ে থাকে।

গলা খাঁকারি দিল ও। 'তাসকি বারো বার এভারেস্টে উঠেছেন। পাহাড়ের মতি-গতি ভাল বোঝেন তিনি। যদি তিনি বলেন, সামনে এগোনোর জন্য আবহাওয়া সুবিধের নয় তাহলে আমরা এখানে আরও একটা দিন থাকব। আমাদের সময় পার করব দক্ষতার চর্চা করে। আর যদি কেউ অন্য কোথাও ঘুরে আসতে চায়, সেক্ষেত্রে আমি তাঁদেরকে দুটো গাইড দিয়ে দিতে পারি। একদিনের জন্য তাঁরা রডোডেনড্রন বনের কুম্বু উপত্যকা থেকে ঘুরে আসতে পারে।'

দলের ভেতর থেকে একজন হাত তুলল। 'আচ্ছা, এভারেস্ট ভিউ হোটেলে একটা চক্কর মেরে আসলে কেমন হয়? গত ছয় দিন ধরে আমরা এই ছাতামার্কা তাবুতে ক্যাম্প করে সময় কাটাচ্ছি। ওখানে গিয়ে একটু গরম পানিতে গোসল করতে পারলে কিন্তু মন্দ হয় না।'

প্রস্তাবের সপক্ষে গুঞ্জন শোনা গেল।

'আমার মনে হয় না, কাজটা খুব একটা ভাল হবে,' সাবধান করল জশ। 'ওই হোটেলে যেতেই লাগবে এক দিন। হোটেলে রুমগুলোতে উচ্চতা জনিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা আছে। কিন্তু ওখানে থাকলে আপনাদের এই বর্তমান সহ্য শক্তি দুর্বল হয়ে যাবে। মোটের ওপর, আমাদের অভিযানের দেরি হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ! আমরা তো খুব দ্রুত এগোচ্ছি! কোনও দেরি হচ্ছে না!' ফোড়ন কাটল বোস্টন বব।

জশ ববকে পাত্তা দিল না। লিসা খুব ভাল করেই জানে, তাঁর ছোট ভাইকে বৈরি আবহাওয়ার ব্যাপারে কোনো বিষয়ে জোর করে লাভ হবে না। জশ অহেতুক কোনো ঝুঁকি নেবে না। যদিও এখন আকাশ একদম ঝকঝকে নীল দেখাচ্ছে। কিন্তু লিসা এ-ও জানে, আকাশের এই রূপ বদলাতে বড়জোর কয়েক মিনিট লাগে। ক্যাটালিনা কোস্টের সাগরের পাশে বড় হয়েছে ও আর জশ। ওরা দু'জনই জানে ঝকঝকে মেঘমুক্ত আকাশ কী করে রুদ্র মূর্তি ধারণ করে। আকাশের ভাব-গতি ওদের চেনা আছে। আবহাওয়ার নাড়ি-নক্ষত্র বোঝার জন্য শেরপা'র মতো অত দক্ষ চোখ হয়তো জশের নেই কিন্তু একজন শেরপা'র সিদ্ধান্তকে সে সম্মান দিতে জানে।

এভারেস্টের চূড়ায় ভাসমান তুষার পুচ্ছের দিকে তাকাল লিসা। তুষার পুচ্ছের ধারা শিখরের ওখান দিয়ে ঘণ্টায় দুইশ' মাইলেরও বেশি গতিতে ছুটছে। পুচ্ছটির লেজ বেশ দীর্ঘ। দেখে মনে হচ্ছে আট হাজার মিটার উপরের ওই জায়গায় তুষার ঝড় বেশ ভালই তাণ্ডব চালাচ্ছে। এই ঝড় যে-কোনো মুহূর্তে ওদের দিকে ধেয়ে আসতে পারে।

'আচ্ছা, আমরা অন্তত ক্যাম্প ওয়ান পর্যন্ত তো যেতে পারি,' নিজের মত দাঁড় করানোর চেষ্টা করল বোস্টন বব। 'ওখানে গিয়ে তারপর নাহয় আবহাওয়ার মতি-গতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।'

আমতা আমতা করে যতটা সম্ভব সাবধানে নিজের অভিমত দিল স্পোর্টস-স্টোরের ম্যানেজার। এখানে আরও সাত দিন বসে থাকতে হবে ভেবে হতাশায় তার চেহারা লাল হয়ে গেছে।

এই লোকটার প্রতি লিসা আগে অনেক আকর্ষণবোধ করতো।

ববের কথার জবাবে উঁচু গলায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল জশ। কিন্তু নতুন একটা আওয়াজ ওকে বাধা দিল। ড্রাম থেকে উৎপন্ন থাম্প-থাম্প ধরনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শব্দের উৎস, পুব দিকে চোখ ঘোরাল সবাই। উদীয়মান সূর্যকে পেছনে রেখে একটা কালো হেলিকপ্টার এগিয়ে আসছে। দেখতে অনেকটা ভীমরুলের মতো, বি-টু স্কুইরেল এ-স্টার ইকুইরেল। উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার। এভারেস্টের মতো বিশালাকৃতির পাহাড়ের গায়ে নির্বিঘ্নে উদ্ধার অভিযান চালানোর জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে একে।

দলের মাঝে পিনপতন নীরবতা।

এক সপ্তাহ আগে, সর্বশেষ ঝড় শুরু হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে একটা দল নেপালের সাইড দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। রেডিও যোগাযোগের মাধ্যমে ওরা পৌঁছে গেছিল ক্যাম্প টু-তে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে একুশ হাজার ফিটের বেশি উচ্চতায়।

সূর্যের আলো থেকে নিজের চোখ আড়াল করল লিসা। ওই দলের কোনো বিপদ হয়েছে নাকি?

ফিরিচের হিমালয় রেসকিউ অ্যাসোসিয়েশনের হেলথ্ ক্লিনিকে (এইচ.আর.এ) গিয়েছিল লিসা। পাহাড়ে উঠতে গিয়ে বিভিন্ন রোগে ও অসুস্থতায় পড়ে পবর্তারোহীরা এখানে ভর্তি হয়। হাড় ভাঙ্গা, ফুসফুস ও মস্তিষ্ক সংক্রান্ত সমস্যা, মাংসে বরফের পচন ধরাসহ, হৃদরোগ, আমাশয়, তুষার অন্ধতা, বিভিন্ন রকমের জখম এবং এসটিডি নিয়ে এই ক্লিনিকের কাছে দারস্থ হয় পর্বতারোহীরা। এমনকী যৌনরোগ নিয়েও এখানে অনেকে ভর্তি হয়।

কিন্তু এখন কী হয়েছে? রেডিওর জরুরি ব্যান্ডে তো কোনো বিপদ সংকেত পাওয়া যায়নি। একটা হেলিকপ্টার বেজ ক্যাম্পের চেয়ে একটু উঁচু পর্যন্ত উড্ডয়ন করতে পারে। পাতলা বায়ুর কারণে তারপর আর এগোতে পারে না। যার মানে, হেলিকপ্টারটা নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চালাতে সক্ষম। পঁচিশ হাজার ফিটের উপরে কোনো লাশ থাকলে সেটাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। এভারেস্টের বরফ শীতল কবরে সেই লাশের ঠাঁই হয়। পরিত্যক্ত গিয়ার, শূন্য অক্সিজেন সিলিন্ডারের সাথে লাশের সলিল সমাধি ঘটে। বরফে শক্ত হয়ে মমির মতো রয়ে যায় এভারেস্টের গায়ে।

হেলিকপ্টারের আওয়াজে একটু পরিবর্তন এলো।

'ওটা এই দিকে আসছে,' বলল জশ। সবাইকে স্টর্ম তাবুর কাছে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল। হেলিকপ্টারকে নামার জন্য সামনে থাকা সমতল ফাঁকা করল ও।

আকাশ থেকে অবতরণ করল কালো হেলিকপ্টার। রোটরের বাতাসে বরফের টুকরো এদিক-সেদিক ছিটকে গেল। কী যেন সাঁই করে ছুটে গেল লিসার নাকের ঠিক নিচ দিয়ে। প্রেয়ার পতাকাগুলো বাতাসের ঝাপটায় উন্মাদের মতো নৃত্য শুরু করেছে। ইয়াকগুলো চেঁচিয়ে উঠল। পাহাড়ের গায়ে অনেক দিনের জমে থাকা সুনসান নীরবতা আজ কেটে গেল।

স্কিডের ওপর ভর দিয়ে নামল হেলিকপ্টার। দরজা খুলে বেরিয়ে এল দু'জন। একজনের পরনে সবুজ ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম, কাঁধে অটোমেটিক ওয়েপন, রয়েল নেপালিজ আর্মির একজন সৈন্য সে। আরেকজন বেশ লম্বা, পরনে লাল রঙের গাউন কোমরের ওখানটায় শার্শির রশি বাঁধা, পুরো মাথা পরিষ্কার করে কামানো। বুদ্ধ সন্ন্যাসী।

দু'জন সামনে এগোতে এগোতে শেরপাদের সাথে নেপালী ভাষায় দ্রুত কী যেন বলল। বিভিন্ন রকম অঙ্গ-ভঙ্গি শেষে নির্দেশ করল এক হাত দিয়ে।

হাতটা লিসার দিকে তাক করা।

সন্ন্যাসী লিসার দিকে পা বাড়ালেন। পঁয়তাল্লিশের মতো বয়স তাঁর, গায়ের রং ফর্সা কিন্তু ফ্যাকাসে, চোখ বাদামি।

সৈনিকের ত্বক অবশ্য একটু কালো। তার দু'চোখের অবস্থান স্বাভাবিকের চেয়ে

কাছাকাছি। লিসার বুকের ওপর দৃষ্টি আটকে রয়েছে ওর। জ্যাকেটের চেইন খুলে রেখেছে লিসা। লোমশ ওভারকোটের নিচে থাকা স্পোর্টস ব্রা দেখা যাচ্ছে। নেপালিজ সৈনিকের দৃষ্টি ঠিক ওখানেই আটকে রয়েছে।

অন্যদিকে সন্ন্যাসী তাঁর চোখ সংযত রেখেছেন, লিসাকে উদ্দেশ্য করে একটু মাথা নোয়ালেন তিনি। ব্রিটিশ উচ্চারণে নিখুঁত ইংলিশে বললেন, 'ডা. কামিংস, এভাবে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। কিন্তু বিষয়টা জরুরি। এইচ.আর.এ থেকে জানতে পারলাম, আপনি একজন মেডিক্যাল ডাক্তার।'

ভ্রুঁ কুঁচকে মুখ হাঁড়ি করে লিসা জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

'কাছের এক মঠে রহস্যময় রোগ দেখা দিয়েছে। অসুস্থ হয়ে পড়েছে ওখানে থাকা সবাই। পাশের গ্রাম থেকে এক লোক তিন দিন পায়ে হেঁটে খুন্ডি হাসপাতালে গিয়ে খবরটা পৌঁছে দিয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম খবরটা জানার পর এইচ.আর.এ থেকে কোনো একজন ডাক্তার ওখানে হাজির হবে। পরে জানতে পারলাম ক্লিনিকেই ডাক্তার সংকট চলছে। ডা. সোরেনসন আপনার কথা বললেন, বেজ ক্যাম্পে আছেন আপনি।'

সাইজে ছোট-খাটো কানাডিয়ান ডাক্তারের কথা মনে পড়ল ওর। মহিলা ডাক্তার। এক সন্ধ্যায় লিসা ও সেই ডাক্তার একসাথে চা খেয়েছিল। 'আমি কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি?' লিসা প্রশ্ন করল।

'আমাদের সাথে ওখানে যাবেন? মঠটা দুর্গম জায়গায় হলেও এই হেলিকপ্টারে করে যাওয়া যাবে।'

'কতক্ষণ...?' প্রশ্ন করে জশের দিকে তাকাল ও। দলের অন্য সদস্যদের কাছ থেকে এদিকে এগিয়ে আসছে সে।

সন্ন্যাসী মাথা নাড়লেন। কিছুটা লজ্জা ও কুণ্ঠাবোধ তাঁর চোখে দেখা গেল। 'যেতে ঘণ্টা তিনেক লাগবে। ওখানে গিয়ে কী অবস্থা দেখতে পাব সেটা আগেভাগে বলা যাচ্ছে না।' দুশ্চিন্তায় আবার মাথা নাড়লেন।

'আমরা এখানে একদিন আছি, সমস্যা নেই।' বলল জশ। বোনের কনুই ধরে কাছে এল ও। 'কিন্তু আমি তোমার সাথে যাব।'

জশের প্রস্তাব লিসার খুব একটা পছন্দ হলো না। নিজের খেয়াল কীভাবে রাখতে হয় সেটা লিসা ভাল করেই জানে। অন্যদিকে ওকে নেপালের রাজনৈতিক অবস্থাও মাথায় রাখতে হবে। ১৯৯৬ সাল থেকে এখানে বিভিন্ন সময় চোরাগুপ্ত হামলা হয়ে আসছে। মাওবাদীরা মঠগুলোকে ভেঙ্গে সেখানে সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। বিভিন্ন সময় লোকজনদেরকে ধরে কৃষি কাজে ব্যবহৃত কাস্তে দিয়ে একটা একটা করে অঙ্গ কেটে নেয়ার জন্য তারা কুখ্যাত। যদিও এখন যুদ্ধবিরতি চলছে। কিন্তু নৃশংস ঘটনাগুলো ঘটছে মাঝেমাঝেই।

সৈনিকের হাতে থাকা তেল চিকচিকে রাইফেলের দিকে তাকাল লিসা। সন্ন্যাসীর মতো একজন পবিত্র মানুষের সাথে সশস্ত্র প্রহরী! ছোট ভাইয়ের প্রস্তাবটা হয়তো আরেকবার ভেবে দেখা উচিত।

'আমার কাছে মনিটরিঙের জন্য কিছু ইকুইপমেন্ট আর সামান্য ফার্স্ট এইড কিট ছাড়া তেমন কিছুই নেই।' ইতস্তত করে সন্ন্যাসীকে বলল লিসা। 'গুরুতর পরিস্থিতি হলে একাধিক রোগীর জন্য আমি হয়তো খুব একটা সাহায্যে আসতে পারব না।'

মাথা নেড়ে হেলিকপ্টার দেখালেন বুদ্ধ। ওটার রোটর এখনো ঘুরছে। 'ডা. সোরেনসন আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু সংগ্রহ করে রেখেছেন। আপনাকে আমরা একদিনের বেশি আটকে রাখব না। আপনি ওখানে গিয়ে কীরকম পরিস্থিতি বুঝলেন সেটা পাইলটের স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে প্রয়োজনমতো জায়গায় জানিয়ে দিতে পারবেন। এমনও হতে পারে পরিস্থিতি এখন অনেকটা অনুকূলে। সেক্ষেত্রে দুপুর নাগাদ আমরা ফিরে আসতে পারব।'

শেষ বাক্যটা বলার সময় তাঁর মুখের ওপর দিয়ে কেমন যেন এক ছায়া দেখা গেল। শেষ কথাটা তিনি নিজে বিশ্বাস করেন না। তাঁর শব্দগুলোতে চিন্তার রেশ ছিল... সাথে ভয়ও।

বুক ভরে পাতলা বাতাস টেনে নিল লিসা। ওতে ওর ফুসফুস কোনমতে ভরল। একটা শপথ করেছিল লিসা। অনেক ছবি তোলা হয়েছে। আসল কাজে নেমে পড়তে হবে ওকে।

বুদ্ধ সন্ন্যাসী লিসার চেহারা দেখে কিছু একটা বুঝতে পারলেন। 'তাহলে আপনি আসছেন?'

'হ্যাঁ।'

'লিসা...' সতর্ক করল জশ।

'আমি ভাল থাকব।' ভাইয়ের হাত চেপে ধরল ও। 'পাহাড়ে ওঠার জন্য তোমাকে একটা টিমের নেতৃত্ব দিতে হবে।'

বোস্টন ববের দিকে ফিরে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জশ।

'অতএব আমি না আসা পর্যন্ত এখানে নিজের দায়িত্ব পালন করো।'

বোনের দিকে তাকাল জশ। সন্তুষ্ট হতে পারলেও আর কথা বাড়াল না ও। নিজের চোখ-মুখ শক্ত করে বলল, 'সাবধানে থেকো।'

'রয়্যাল নেপালিজ আর্মি আমার নিরাপত্তা দেবে, সমস্যা নেই।'

সৈনিকের অস্ত্রের দিকে তাকাল জশ। 'সেজন্যই তো চিন্তা হচ্ছে।' কথাটা যতটুকু সম্ভব হালকা করে বলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল ও। কিন্তু তিক্ততা প্রকাশ হয়েই গেল।

লিসা জানে এরচেয়ে ভাল কোনো উপায়ে জশকে পটানো যেতো না। চট করে ভাইকে জড়িয়ে ধরল ও। নিজের তাবু থেকে যাবতীয় মেডিক্যাল ব্যাকপ্যাক আনলো। তারপর ঘুরন্ত রোটরের ঝাপটা বাঁচিয়ে চড়ে বসল হেলিকপ্টারের ব্যাকসিটে।

পাইলট ওর দিকে ফিরেও তাকাল না। কোপাইলটের সিটে বসল সৈনিক। বুদ্ধ সন্ন্যাসী, নিজেকে আং গেলু নামে পরিচয় দিয়েছেন, লিসার সাথে ব্যাকসিটে বসলেন তিনি।

কানে শব্দ নিরোধক হেডফোন পরল লিসা। হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের গর্জন বাড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে রোটর ঘোরার গতি বেড়ে গেল। হালকা বাতাসে ভর দিয়ে উঠতে গিয়ে দ্রুত উপর-নিচ দুলে উঠল যান্ত্রিক পাখি। সাবসনিক ধরনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে অবশেষে পাথুরে ভূমি ছাড়ল হেলিকপ্টার। দ্রুত উপর দিকে উঠতে লাগল।

গিরিসঙ্কটের ওপর দিয়ে হেলিকপ্টারটা যখন বাঁক নিচ্ছিল তখন লিসার মনে হলো ওর পাকস্থলী বোধহয় নাভির নিচে নেমে গেছে! জানালা দিয়ে নিচে তাকাল ও। তাবু ও ইয়াকগুলোকে দেখতে পেল। জশকে দেখল, একটি হাত উঁচু করে

রেখেছে। বিদায় জানাচ্ছে নাকি সূর্যের আলো থেকে চোখ আড়াল করার জন্য হাত তুলেছে? জশের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাসকি শেরপা। কাউবয় হ্যাটের কারণে তাঁকে হেলিকপ্টার থেকেও সহজে চিহ্নিত করা গেছে।

কিছুক্ষণ আগে শেরপা আকাশ দেখে যা বলেছিলেন সেটা আবার মনে হতেই লিসার চিন্তা-ভাবনাগুলো যেন বরফে জমে গেল।

বাতাসের পিঠে মৃত্যু ভর করেছে।

এই মুহূর্তে চিন্তাটা মোটেও সুখকর নয়।

লিসার পাশে ঠোঁট নাড়িয়ে নীরবে প্রার্থনা করছেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। কীসের ভয়ে প্রার্থনা করছেন তিনি? এই হেলিকপ্টারে চড়ার ভয় নাকি মঠে গিয়ে কী অবস্থা দেখবেন সেটার ভয়?

পেছনে হেলান দিল লিসা। শেরপার কথাটা এখনও ওর কানে বাজছে।

আজকের দিনটা সত্যিই খারাপ।

সকাল ৯টা ১৩ মিনিট।
উচ্চতা : ২২ হাজার ২৩০ ফিট।

বড় বড় পা ফেলে গভীর ফাটলযুক্ত অঞ্চল অনায়াসে পেরিয়ে যাচ্ছে সে। স্টিলের ক্রাম্পনগুলো সেঁধিয়ে যাচ্ছে তুষার ও বরফের গভীরে। নগ্ন পাথর নিয়ে গড়ে উঠেছে পাহাড়ের দু'পাশে থাকা উপত্যকা। ওখানটা শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদে ছেয়ে গেছে। খাড়া হয়ে উঠে গেছে এই গিরিসঙ্কট।

তার লক্ষ্যের দিকে।

পরনে ওয়ান-পিস গুজ-ডাউন স্যুট। সাদা-কালো রঙের রেখায় ক্যামোফ্লেজ করা। তার মাথা ঢাকা রয়েছে লোমশ হুডি দিয়ে, স্নো-গগলস পরার কারণে আড়াল হয়ে গেছে চোখ দুটো। একটা প্যাক নিয়ে উঠছে সে। ওটার ওজন একুশ কেজি। ওর মধ্যে বিভিন্ন রকম জিনিস আছে। যেমন বরফ আকড়ে ধরার কুঠার, সেই কুঠারের এক মাথায় আবার প্যাঁচানো রয়েছে পলি রোপ (দড়ি)। এছাড়াও আছে হেকলার অ্যান্ড কচ অ্যাসল্ট রাইফেল, অতিরিক্ত বিশ রাউন্ড ম্যাগাজিন এবং একটা ব্যাগে রয়েছে নয়টি অগ্নি-সংযোগকারী গ্রেনেড।

বাড়তি কোনো অক্সিজেন প্রয়োজন নেই তার। এমনকি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এত উঁচুতে উঠেও নয়। বিগত চুয়াল্লিশ বছর ধরে এই পাহাড়কে সে নিজের ঘর-বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে। যেকোনো শেরপার সাথে পাল্লা দেয়ার মতো জ্ঞান রাখে। তবে এই ব্যক্তি কিন্তু শেরপাদের ভাষায় কথা বলে না। এর চোখ দুটোও ভিন্ন রঙের। একটা হিম শীতল নীল অন্যটা ধবধবে সাদা! এরকম ভিন্ন ধরনের দুটো চোখ থাকার কারণে তাকে সহজেই আলাদা করে লক্ষ করা যায়। আরেকটা বিষয় তাকে আলাদা করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। সেটা হলো, তার ঘাড়ে থাকা ট্যাটু।

কানে থাকা রেডিও বেজে উঠল।

'মঠে পৌঁছেছ?'

নিজের গলা ছুঁয়ে নিল সে। 'চোদ্দ মিনিট লাগবে।'

'দুর্ঘটনা সম্পর্কে কিন্তু একটা শব্দও ফাঁস হওয়া চলবে না।'

'সব সামাল দেয়া হবে।' নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেয়ার মধ্যেও নিজের কণ্ঠস্বর অক্ষত রাখল সে। নির্দেশদাতার কণ্ঠে ভয়ের সুর ছিল, বিষয়টা তার কান এড়ায়নি। কত ভয় পায়। আসলে এই গ্রানাইট ক্যাসলের এদিকে ও খুব একটা আসে না। তাই নির্দেশদাতা ভয় পাচ্ছেন। একদম কোনো এক প্রান্তে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সে।

কেউ তার কাছে এসে কিছু জানতে চায় না। না চাওয়াটাই ভাল।

তবে যখন প্রয়োজন পড়ে তখন ওকে ডেকে নেয়া হয়।

ওর ইয়ারপিস আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'ওরা খুব শীঘ্রি মঠে পৌঁছে যাবে।'

জবাব দেয়ার কোনো প্রয়োজনবোধ করল না ও। দূর থেকে ভেসে আসা হেলিকপ্টার রোটরের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। মগজকে হিসেবের কাজে লাগিয়ে দিল ও। তাড়াহুড়োর কোনো প্রয়োজন নেই। পাহাড় ওকে ধৈর্য ধরতে শিখিয়েছে।

ফুসফুসের গতিকে অক্ষুণ্ন রেখে লাল-টাইলের ছাদযুক্ত পাথুরে ভবনের দিকে এগিয়ে চলল সে। টেম্প অচ মঠের অবস্থান উপত্যকার কিনারায়। নিচ থেকে এখানে সহজে উঠে আসার রাস্তা একটাই। মঠের সন্ন্যাসী ও তাঁদের শিষ্যরা বাইরের দুনিয়া নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না।

তবে সেটা বজায় ছিল তিন দিন আগ পর্যন্ত।

ওই দুর্ঘটনা।

তার কাজ ছিল পুরো কাজ একদম পরিষ্কারভাবে শেষ করা।

হেলিকপ্টারের আওয়াজ বেড়ে যাচ্ছে। নিচ থেকে উঠে আসছে ওটা। আপন গতিতে এগোল সে। হাতে যথেষ্ট সময় আছে। হেলিকপ্টারে যারা আছে ওদের মঠে পৌঁছুনো প্রয়োজন।

সবক'টা একসাথে খুন করতে সুবিধে হবে।

সকাল ৯টা ৩৫ মিনিট।

হেলিকপ্টার থেকে নিচের পৃথিবীকে দেখে মনে হচ্ছে এটা যেন পুরোদস্তুর একটা ছবির ফটোগ্রাফিক নেগেটিভ। রঙহীন, সাদা-কালো। তুষার ও পাথরে মাখামাখি। কুয়াশা ঢেকে রেখেছে পর্বতের চূড়োগুলোকে, ছায়ায় ঢাকা পড়েছে গিরিসঙ্কটগুলো। বরফ আচ্ছাদিত উপত্যকা থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে সূর্যরশ্মি। প্রতিফলিত রশ্মির দাপটে চোখ প্রায় তুষার অন্ধতায় আক্রান্ত হওয়ার দশা।

এত উজ্জ্বল আলো থেকে বাঁচতে চোখ পিট পিট করল লিসা। মূল দুনিয়াকে ছেড়ে এসে এখানে বাস করে কারা? এরকম বৈরি পরিবেশে কারা থাকে? আরাম ও ভাল জায়গা থাকা সত্ত্বেও মানুষ কেন এরকম দুর্গম এলাকাকে বেছে নেয়?

এই প্রশ্ন লিসাকে ওর মা প্রায়ই জিজ্ঞেস করত। কেন এত কষ্ট করা? রিসার্চ শিপে পাঁচ বছর কাটানো, তারপর পাহাড়ের কঠিন পরিস্থিতিতে টিকে থাকার জন্য এক বছর ট্রেনিং নেয়া আর এখন নেপালে এভারেস্টে ওঠার পায়তারা! আরামের জীবনকে পায়ে ঠেলে এত ঝুঁকি নেয়া কেন?

একদম সাদামাটা জবাব ছিল লিসার *কারণ এখানে চ্যালেঞ্জ আছে।* পর্বতারোহণের কিংবদন্তী জর্জ ম্যালোরিকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেন তিনি এভারেস্টে চড়েছেন, তখন কী তিনি এরকম জবাব দেননি? *এভারেস্ট ছিল তাই চড়েছি।* প্রশ্নাঘাত করতে ওস্তাদ সাংবাদিকের মুখের ওপর এই বিখ্যাত লাইনকে জবাব হিসেবে ছুড়ে দিয়েছিলেন তিনি। মায়ের প্রশ্নের বিপরীতে লিসার জবাবও কী একেবারে মোক্ষম ছিল না? এখানে কী করছে লিসা? জীবনে প্রতিদিন নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ আসে। জীবিকা নির্বাহ করা, অবসরের জন্য সঞ্চয় করা, ভালবাসার মানুষকে খুঁজে বের করা, বিপদ-আপদকে মোকাবিলা করা, সন্তান মানুষ করা ইত্যাদি।

ভাবনার ঘুড়ি উড়ানো বন্ধ করল লিসা। হঠাৎ এক ধরনের উপলব্ধি হলো ওর। *প্রকৃত জীবনকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আমি কোনো ভিন্ন জীবনের পেছনে ছুটছি না তো? এজন্যই কী আমার জীবনে এত পুরুষ আসা সত্ত্বেও কেউ নোঙর ফেলেনি?*

লিসার বয়স এখন তেত্রিশ। একা, কোনো বাঁধন নেই, প্রত্যাশা নেই। একজন মানুষ ঘুমাতে পারবে এরকম স্লিপিং ব্যাগে একা একা রাত কাটিয়ে কোম্পানির জন্য গবেষণা করে যাচ্ছে। মাথার চুল কামিয়ে এরকম একটা পাহাড়ি মঠে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়াটাই বোধহয় ওর জন্য ভাল হবে!

কেঁপে উঠল হেলিকপ্টার, একটু খাড়া হয়েছে।

চিন্তার জাল ছিড়ে বাস্তবে ফিরল লিসা।

ওহ, শিট...

দম আটকে ফেলল ও। পাহাড়ের বিপজ্জনক রিজ্ এর ওপর দিয়ে আলতো করে ভেসে গেল হেলিকপ্টার। কোনোমতে পাশের একটা গিরিসঙ্কটের সাথে সংঘর্ষ এড়াল এটা।

সিটের হাতলকে শক্ত করে চেপে ধরছে ওর আঙুলগুলো। আঙুলের চাপ হালকা করার চেষ্টা করল ও। হঠাৎ ওর মনে হলো, তিন বেডরুমের একটা কটেজ আর আড়াইটা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে জীবন কাটালে মন্দ হয় না!

লিসার পাশে থাকা আং গেলু সামনে ঝুঁকে পাইলট আর সৈনিকের দিকে তাকিয়ে নিচের দিকে ইশারা করে নির্দেশ দিলেন। রোটরের আওয়াজে তাঁর মুখের কথা ঢাকা পড়ল।

বাইরের দৃশ্য দেখার জন্য জানালার কাঁচের সাথে নিজের গাল ঠেকাল লিসা। আলতো করে বাঁকানো প্লেক্সিগ্লাস ওর নরম গালে চুমো খেল। প্রথমবারের মতো নিচে একটু রঙের আভাস দেখা যাচ্ছে। লাল টাইলের ছাদ। আটটা পাথরের ভবন চোখে পড়ল। ওটার তিনদিকে দাঁড়িয়ে আছে বিশ হাজার ফুটি পাহাড়। আর একদিক আগলে রেখেছে পাহাড়ের খাড়া কিনারা।

টেম্প ওচ মঠ।

অত্যন্ত খাড়াভাবে ভবনের দিকে নামতে শুরু করল হেলিকপ্টার। লিসা খেয়াল করল একপাশে একটা আলুর ক্ষেত আছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু গবাদি পশু আর গোলাঘর চোখে পড়ল। সব কেমন চুপচাপ। যান্ত্রিক পাখিতে চড়ে আসা অতিথিদেরকে স্বাগত জানাতে কেউ এগিয়ে এল না।

তারচেয়েও অলক্ষুণে ব্যাপার খেয়াল করল লিসা, কিছু ছাগল আর নীল রঙের ভেড়া রয়েছে গবাদি পশুর মধ্যে। ওগুলোও নড়াচড়া করছে না। মনে হচ্ছে,

হেলিকপ্টারের শব্দ শুনে ঘাবড়ে গিয়ে ভয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছে। ভূমিতে পড়ে আছে ওগুলো, পাগুলো মোচড় খেয়ে রয়েছে, ঘাড় বাঁকা, একদম অস্বাভাবিক অবস্থা।

আং গেলু-ও এসব দেখে নিজের সিটে বসলেন। লিসার চোখে চোখ পড়ল তাঁর। কী হয়েছে? সামনে পাইলট আর সৈনিকটির মধ্যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে মত-বিরোধ চলছে। পাইলট এরকম জায়গায় হেলিকপ্টার নামাতে চাইছে না। কিন্তু জয় হলো সৈনিকের। কারণ সে পাইলটের পাছায় রাইফেলের নল ঠেসে ধরেছে। ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের নাকে-মুখে অক্সিজেন মাস্ক আরো জোরে চেপে ধরল পাইলট। মাস্ক চেপে ধরার পেছনে রাগ আর বাতাসের প্রয়োজনের চেয়ে ভয়ের প্রভাবটাই বেশি।

সৈনিকের কথা মতো চলছে পাইলট। কন্ট্রোলের গলা টিপে ধরে হেলিকপ্টারকে ভূমিতে নামাতে শুরু করল। গবাদি পশুরগুলোর কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে নামবে সে। মঠের পাশে থাকা আলু ক্ষেতের প্রান্তকে স্থির করল লক্ষ্য হিসেবে।

চারদিকে পাহাড়বেষ্টিত সমতল ভূমিতে সারি সারি অবস্থায় ক্ষেতটা গড়ে উঠেছে। সদ্য গজানো সবুজ অঙ্কুরে সেজেছে ক্ষেত। পাহাড়ের এত উঁচুতে আলু চাষ করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল ব্রিটিশরা, ঊনবিংশ শতাব্দীতে। তারপর থেকে আলু এরকম অঞ্চলের জন্য একটি অপরিহার্য শস্যে পরিণত হয়।

বেমক্কা ঝাঁকি খেয়ে পাহাড়ি ভূমিতে অবতরণ করল হেলিকপ্টার। নামতে গিয়ে বেশ কয়েকটা চারা গাছ নষ্ট করেছে, সেটা বলাই বাহুল্য। রোটরের বাতাসের তোপে অঙ্কুরগুলো থরথর করে কাঁপছে।

এখনও কেউ তাদের আগমন সম্পর্কে হাজিরা দেয়নি। মৃত গবাদি-পশুর কথা ভাবল লিসা। বাঁচানোর মতো কেউ কী এখানে আছে? নাকি সবাই মরে গেছে? কী হয়েছে এখানে? সম্ভাব্য বিভিন্ন কারণ ওর মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। খাদ্যে বিষক্রিয়া, বিষাক্ত বাতাস, ছোঁয়াচে কোনো রোগ কিংবা কোনো সংক্রামক? জানতে হলে ওর আরও তথ্য প্রয়োজন।

'আপনি বরং এখানেই থাকুন,' সিট বেল্ট খুলতে খুলতে লিসাকে বললেন আং গেলু। 'আমরা মঠ পরীক্ষা করে আসি।'

নিজের মেডিক্যাল প্যাক তুলে নিল লিসা। মাথা নেড়ে বলল, 'আমি ভয় পাই না। আর আপনাদের সাথে গেলে হয়তো আমি কিছু প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারব।'

নড করলেন আং গেলু, হড়বড় করে কী যেন বললেন সৈনিককে। সশব্দে হেলিকপ্টারের পেছনের হ্যাচ খুলে নিচে নামলেন। এক হাত বাড়িয়ে দিলেন লিসার দিকে।

রোটরের ঝাপটার সহায়তায় ঠাণ্ডা হাওয়া হেলিকপ্টারের উষ্ণ শরীরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। মাথায় পারকা'র হুড তুলে দিয়ে লিসা টের পেল এখানে যতই ঠাণ্ডা পড়ুক অক্সিজেন এখনও আছে। তবে এমনও হতে পারে, ভয়ে ঠাণ্ডা লাগছে ওর। খানিক আগে ওর মুখ থেকে বেরোনো কথাটা একটু বাড়িয়েই বলা ছিল।

সন্ন্যাসীর হাত ধরল ও। পশমি হাতমোজা থাকার পরও টের পেল সন্ন্যাসী বেশ শক্তিশালী এবং হাত বেশ উষ্ণ। পরিষ্কার করে কামানো মাথা ঢাকার কোনো প্রবণতা দেখা গেল না তাঁর মধ্যে। এরকম হিম শীতল ঠাণ্ডায় তিনি অভ্যস্ত।

হেলিকপ্টার থেকে নামার পরও রোটরের বাতাসের নিচে দাঁড়িয়ে রইল লিসা। সবশেষে নামল সৈনিক। পাইলট নামেনি। নির্দেশ অনুযায়ী বাধ্য হয়ে এখানে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করিয়েছে ঠিকই কিন্তু ককপিট ছাড়তে রাজি নয়।

হ্যাচ বন্ধ করে দিলেন আং গেলু। আলুর ক্ষেত পেরিয়ে পাথুরে ভবনগুলোর দিকে দ্রুত এগোল ওরা তিন জন।

ওপর থেকে লাল টালিঅলা ভবনগুলো দেখতে যতটা লম্বা মনে হচ্ছিল নিচে নেমে দেখা গেল ওগুলো তারচেয়েও লম্বা। মাঝের ভবনটাকে দেখে মনে হচ্ছে ওটা তিন তলার মতো উঁচু। প্যাগোডার মতো ছাদ আছে ওতে। সব ভবন বেশ সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো। দরজা, জানালার কাঠামোর চিত্রে রংধনুর রং ব্যবহার করা হয়েছে। সোনালি রঙের লতা-পাতা আঁকা আছে দরজার সরদলে। ছাদের কোণা থেকে নেমে এসেছে পাথরের ড্রাগন আর পৌরাণিক পাখি। ছাদযুক্ত দ্বার-মণ্ডপ আরও কয়েকটা ভবনের সাথে সংযোগ স্থাপন করে একটু উঠোন ও ব্যক্তিগত জায়গা করে দিয়েছে। কাঠের তৈরি প্রার্থনার চাকায় খোদাই করা রয়েছে প্রাচীন হরফ। বিভিন্ন রঙের প্রার্থনা পতাকা ঝুলছে ছাদ থেকে। বাতাসের কারণে থেমে থেমে দুলছে ওগুলো।

সাঙরিলা নামের পাহাড়ের চূড়োয় অবস্থিত এই ভবনগুলো দেখতে অনেকটা রূপকথার মতো মনে হচ্ছে। লিসা খেয়াল করে দেখল এসব দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে পা ফেলছে ও। কোনোকিছু নড়ছে না। বন্ধ করা রয়েছে অধিকাংশ জানালা। নীরবতা একদম জেঁকে বসেছে।

বাতাসে কেমন যেন একটু দুর্গন্ধ পাওয়া গেল। গবেষক হওয়ার আগে লিসা যখন মেডিক্যাল স্টুডেন্ট ছিল তখন থেকেই মৃত জিনিসগুলোর সাথে তার ওঠা-বসা। মৃত জিনিসের দুর্গন্ধ সে এখনও ভোলেনি। ও প্রার্থনা করল, গন্ধটা যেন মাঠের ওই গবাদি পশুদের হয়। কিন্তু এখানে কারও চিহ্ন না দেখে খুব একটা আশাবাদী হতে পারল না লিসা।

সৈনিককে সাথে নিয়ে আং গেলু পথ দেখাচ্ছেন। ওদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য দ্রুত পা চালাল লিসা। দুটো ভবন পার হয়ে ওরা এখন মাঝখানে দাঁড়ানো ভবনের দিকে এগোচ্ছে।

মূল উঠোনে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি কেমনভাবে যেন ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ফেলে গেছে কেউ। দু'চাকার একটা গাড়ির সাথে বাঁধা অবস্থায় রয়েছে ইয়াক। গাড়ি উল্টো হয়ে রয়েছে, মারা গেছে জন্তুটা। এটার পা-গুলোও শক্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে, ফুলে গেছে পেট। দুধ সাদা চোখ মেলে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে প্রাণহীন দেহ। কালো দুই ঠোঁটের ভেতর দিয়ে ওর ফোলা জিহ্বা বেরিয়ে এসেছে।

লিসা খেয়াল করে দেখল মৃতদেহের কাছে মাছি কিংবা অন্য কোনো ছোট কীট-পতঙ্গের আনাগোনা নেই। পাহাড়ের এত উঁচুতে কী মাছি থাকে? ও সঠিক জানে না। আকাশের দিকে তাকাল লিসা। কোনো পাখি নেই। বাতাসের শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই।

'এই দিকে,' বললেন আং গেলু।

কয়েকটা লম্বা দরজার দিকে এগোলেন সন্ন্যাসী। দরজাগুলো পেরিয়ে ভবনের মাঝখানে অর্থাৎ মঠের মূল কেন্দ্রে যাওয়া যাবে। হাতল ধরে পরীক্ষা করে দেখলেন ওটা তালাবন্ধ নয়, খোলা। তিনি দরজা খুললেন, কব্জাগুলো কঁকিয়ে উঠল।

দরজার ওপাশে প্রথম প্রাণের চিহ্ন মিলল। দরজার দু'পাশে ব্যারেল সদৃশ বাতি জ্বলছে। ডজনখানেক মোমবাতিও জ্বলছে ওগুলোর সাথে। বাতিগুলো মাখনের সাহায্যে জ্বলে। ইয়াকের মাখন। কিন্তু ভেতরে সুগন্ধের বদলে আরও বেশি দুর্গন্ধ পাওয়া গেল। এটা কোনো শুভ লক্ষণ নয়।

এমনকী সৈনিকটিও এখন দরজার চৌকাঠের কাছ থেকে পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার অটোমেটিক ওয়েপনকে এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে স্থান বদল করল, নিজেকে নিশ্চিত করল আরকী। সন্ন্যাসী অবলীলায় ভেতরে পা চালালেন। শব্দ করে ডাকলেন তিনি। প্রতিধ্বনিত হলো তাঁর আওয়াজ।

আং গেলুর পেছন পেছন প্রবেশ করল লিসা। সৈনিকটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

আরও কয়েকটা ব্যারেল বাতি জ্বলে উঠে আলোকিত করল মন্দিরের ভেতরটা। ঘরের দু'পাশের দেয়ালে প্রার্থনার চাকা সারিবদ্ধ করে রাখা। জুনিপারের সুগন্ধীযুক্ত মোমবাতি আর ধূপকাঠি জ্বলছে সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরি আট ফুট উঁচু বুদ্ধ মূর্তির কাছে। বাকি দেবতাগণ তাঁর কাঁধের পেছনে জায়গা করে নিয়েছে।

মন্দিরের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে নিজের চোখগুলোকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে লিসা। ও খেয়াল করে দেখল, কাঠের গায়ে এবং দেয়ালে আঁকা চিত্রে এমন কিছু দৃশ্য দেখানো হয়েছে যেগুলো দেখতে খুব একটা ভাল লাগছে না। মোমবাতির অল্প আলোতে পৈশাচিক লাগছে ওগুলোকে। উপরের দিকে তাকাল ও। কাঠের খুঁটি দোতলা পর্যন্ত উঠে গেছে। ওপর থেকে ঝুলে থাকা এক গুচ্ছ বাতিকে ধরে রেখেছে ওগুলো। তবে বাতিগুলো জ্বলছে না। সব বন্ধ ও ঠাণ্ডা।

আবার হাঁক ছাড়লেন আং গেলু।

ওদের মাথার উপরে কোনো এক স্থানে কিছু একটা শব্দ করে উঠল।

হঠাৎ শব্দ হওয়ায় ভড়কে গেল ওরা। সৈনিক একটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে ওপরের দিকে তাকাল। লাইটের আলো আর তার পাশে ছায়া ছাড়া আর কোনোকিছু চোখে পড়ল না।

কাঠের ওপর আবার শব্দ হলো। ওপরের তলায় কে যেন নড়াচড়া করছে। কেউ বেঁচে আছে এরকম সংকেত পাওয়া সত্ত্বেও ভয়ে লিসার রোম দাঁড়িয়ে গেল।

মুখ খুললেন আং গেলু। 'মন্দিরের দেখাশোনা করার জন্য একটা ব্যক্তিগত মেডিটেশন রুম আছে। সিঁড়ি পেছন দিকে। আমি যাচ্ছি। আপনি থাকুন।'

লিসা তাঁর কথা মেনে নিতে চাচ্ছিল কিন্তু মেডিক্যাল ব্যাকপ্যাক আর দায়িত্ব, দুটোর প্রয়োজনীয় উপলব্ধি করল ও। গবাদি পশুগুলোর মৃত্যুর জন্য মানুষ দায়ী নয়। সেটা লিসা বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছে। যদি কেউ এখনও বেঁচে থাকে তাহলে সে হয়তো বলতে পারবে, এখানে আসলে কী ঘটেছিল। আর এ-কাজে লিসা-ই সবচেয়ে উপযুক্ত।

নিজের ব্যাকপ্যাকটাকে আরও ভাল করে কাঁধে রাখল লিসা। 'আমি আসছি।'

কথাটা জোর গলায় বললেও আং গেলু'র পেছনেই রইল ও।

বুদ্ধ মূর্তির পেছনে গেলেন সন্ন্যাসী। ওদিকে একটা দরজা আছে। স্বর্ণখচিত পর্দা পেরিয়ে এগোলেন তিনি। একটা ছোট হলওয়ে ভবনের আরও গভীরে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিল। বন্ধ জানালাগুলোর ফাঁক-ফোকর দিয়ে অল্প করে রুপোলি আলো ভেতরে আসছে। ভেতরটা অন্ধকারাচ্ছান্ন, ধূলিময়। সাদা চুনকাম করা দেয়ালের দিকে আলো ফেলল ওরা। টকটকে লাল রক্ত আর নোনতা গন্ধেই যা বোঝার বোঝা গেল। আরও কাছে গিয়ে পরীক্ষা না করলেও চলবে।

রক্ত।

এক জোড়া নির্জীব নিথর পা হলের মাঝখানের একটা দরজার সামনে পড়ে রয়েছে। আং গেলু লিসাকে মন্দিরে ফিরে যাওয়ার জন্য ইশারা করলেন। মাথা নাড়ল লিসা, সন্ন্যাসীকে পেরিয়ে এগোল। যে পড়ে আছে তাকে বাঁচানোর কোনো আশা নেই, এটা লিসা জানে। কিন্তু অভ্যাসবশত এগোচ্ছে সে। পাঁচবার লম্বা লম্বা পা ফেলে লাশের কাছে পৌঁছে গেল লিসা।

দৃশ্য দেখে বুক ছলকে উঠল ওর। পিছিয়ে এলো।

পা দুটো ওখানে আছে কিন্তু কোনো শরীর নেই। শুধুই একজোড়া কাটা পা, উরুর কাছ থেকে কেটে নেয়া হয়েছে। সাহস করে রুমের ভেতরে তাকাল ও। কাঠের ডাল-পালার মতো মানুষের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হাত-পা জড়ো করা রয়েছে রুমের মাঝখানে। এ যেন এক কসাইখানা।

শুধু তাই-ই নয়। কয়েকটা কাটা মুণ্ডুও আছে। দেয়াল ঘেঁষে সুন্দর করে সাজানো আছে ওগুলো। সব মুণ্ডুর চোখ খোলা অবস্থায় ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। ভয়ঙ্কর।

লিসার পাশে এলেন আং গেলু। এরকম দৃশ্য দেখে তাঁর চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেল। মুখ দিয়ে কী যেন বলতে শুরু করলেন বিড়বিড় করে। শুনে মনে হলো ওগুলোর অর্ধেক প্রার্থনা, অর্ধেক অভিশাপ।

তাঁর আওয়াজ শুনেই বোধহয় রুমের ভেতরে কিছু একটা নড়ে উঠল। হাত-পা'র স্তূপ থেকে একটু দূরে একটা নগ্ন দেহ চোখে পড়ল। পুরো মাথা কামানো। সদ্যজাত শিশুর মতো সারা শরীরে রক্ত। ইনি মন্দিরের একজন সন্ন্যাসী।

নগ্ন দেহের কণ্ঠ থেকে হিস-হিস শব্দ ভেসে এলো পাগলের প্রলাপের মতো। তার চোখে অল্প আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হচ্ছে, রাতের আঁধারে থাকা নেকড়ের মতো লাগছে তাকে।

নগ্ন দেহটা ওদের দিকে এগোতে শুরু করল। হাতে ধরে নিয়ে আনছে একটি তিন ফুটি ধারালো কাস্তে। কয়েক কদম পিছিয়ে গেল লিসা। আগন্তুককে থামানোর জন্য হাত তুলে আং গেলু নরম কণ্ঠে বললেন, 'রেলু নাআ, রেলু নাআ।'

লিসা বুঝতে পারল আং গেলু এই পাগলকে চেনেন। এই মঠে আসার আগে থেকেই একে চিনতেন আং গেলু। হাত তুলে নাম ধরে ডাকার ফলে পাগল সন্ন্যাসীর পাগলামো থামল। কিন্তু এতে পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল।

বিকট চিৎকার জুড়ে দিয়ে পাগল সন্ন্যাসী ঝাপিয়ে পড়ল তার জ্ঞাতি ভাইয়ের ওপর। আং গেলু তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। শরীরের সাথে সাথে পাগল সন্ন্যাসীর মানসিক অবনতিও ঘটেছে। তাকে জড়িয়ে ধরে দরজার কাঠামোর একপাশে বসালেন আং গেলু।

চটপট কাজে লেগে পড়ল লিসা। প্যাক নামিয়ে জিপার খুলল ও। মেটাল কেস বের করে খুলল ওটা।

ভেতরে এক সারি প্লাস্টিক সিরিঞ্জ আছে। আপদকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ওষুধ ভরা রয়েছে ওগুলোতে। যেমন ব্যথার জন্য মরফিন, শ্বাসকষ্টের জন্য ইপিনিফিরিন, ফুসফুস সংক্রান্ত সমস্যার জন্য ল্যাসিক্স ইত্যাদি। প্রত্যেকটা সিরিঞ্জের গায়ে নাম লেখা থাকলেও লিসা ওগুলোর অবস্থান মুখস্থ করে রেখেছে। কারণ জরুরি মুহূর্তে প্রতিটি সেকেন্ড অনেক মূল্যবান। মেটাল কেসের ভেতরে থাকা সর্বশেষ সিরিঞ্জটা বের করল লিসা।

মিডাজোলেম। স্নায়বিক উত্তেজনা কমায়। এরকম উচ্চতায় পাগলামো ও দৃষ্টিভ্রম মোটামুটি সাধারণ ঘটনা। ওষুধের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়।

নিজের দাঁত ব্যবহার করে সিরিঞ্জের সুঁচ উন্মুক্ত করল লিসা। তাড়াতাড়ি হাত চালাল।

আং গেলু এখনও লোকটাকে ধরে রেখেছেন। কিন্তু পাগল সন্ন্যাসী তাঁর হাত থেকে ছোটার জন্য ছটফট করছে। ঠোঁট ফেটে গেছে আং গেলুর। তিনি গলার একপাশে কাস্তে ধরে রেখেছেন।

'ওকে শক্ত করে ধরে রাখুন!' চিৎকার করে বলল লিসা।

আং গেলু তাঁর সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে-সময়, সম্ভবত ডাক্তারের মতি-গতি বুঝতে পেরে পাগল সন্ন্যাসী খেপে গেল। আং গেলুর গালে গভীরভাবে কামড় বসাল সে। আং গেলু আর্তনাদ করে উঠলেন। তাঁর গালের মাংস উঠে হাড় বেরিয়ে পড়েছে।

কিন্তু পাগলকে এখনও ছাড়েননি। শক্ত করে ধরে রেখেছেন।

লিসা তার সিরিঞ্জের সুঁচ ঢুকিয়ে দিল পাগলের গলায়। ঠেলে দিল প্লাঞ্জার। 'ছেড়ে দিন ওকে!'

পাগলকে দরজার কাঠামোর সাথে শক্ত করে ঠেসে ধরলেন আং গেলু। পাগলের মাথার খুলি কাঠের সাথে বাড়ি লেগে আওয়াজ করে উঠল। ধাক্কা দিয়ে পেছনে সরল ওরা।

'এক মিনিটের মধ্যে সিডেটিভ ওর শরীরে কাজ করবে।' ইনজেকশনটা পাগলের শিরদাঁড়ায় দিতে পারলে বেশি ভাল হতো। কিন্তু যেরকম আক্রমণ চলছিল তাতে গলায় না দিয়ে কোনো উপায় ছিল না। আশা করা যায়, এতেই কাজ হয়ে যাবে। একবার শান্ত হয়ে গেলে তারপর সেবা করা যাবে। হয়তো কিছু প্রশ্নের জবাবও মিলবে তখন।

যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল নগ্ন সন্ন্যাসী, গলায় হাত দিয়ে রেখেছে। সিডেটিভ পুশ করা হয়েছে ওখানে। আবার ওদের দিকে ফিরল সে। মেঝে থেকে সেই কাস্তেটা তুলে দাঁড়াল সোজা হয়ে।

আং গেলুকে হেঁচকা টান দিয়ে সরাল লিসা। 'থামো...'

ধ্রাস!

সরু হল কাঁপিয়ে রাইফেল গর্জে উঠল। রক্তের ফোয়ারা বইয়ে ফেটে গেল পাগল সন্ন্যাসীর মাথা। নিজের মাথার টুকরো টুকরো অংশের ওপর ধপাস করে পড়ে গেল সে।

গুলি নিক্ষেপকারীর দিকে তাকাল লিসা ও আং গেলু।

নেপালিজ সৈনিকের কাঁধে অস্ত্র ঝুলানো রয়েছে। ধীরে ধীরে নিচে নামিয়ে আনল ওটা। সৈনিকের সাথে আবার আঞ্চলিক ভাষায় ভর্ৎসনা করতে শুরু করলে আং গেলু। সৈনিকের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে নিলেন।

লাশের কাছে গিয়ে পালস চেক করল লিসা। নেই। লাশের দিকে তাকিয়ে কিছু উত্তর খোঁজার চেষ্টা করল ও। পাগলামোর মূল কারণ বের করার জন্য একটা মর্গ ও সাথে ফরেনসিক সংক্রান্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন। তবে সেই লোকের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, এখানে যা কিছু হয়ে থাকুক না কেন সেটা কেবল মাত্র একজনকে আক্রান্ত করেনি। বিভিন্ন মাত্রায় ভুগিয়েছে সবাইকে।

কিন্তু কী সেটা? ওদের পানিতে কোনো ভারী ধাতু ছিল, ভূগর্ভস্থ বিষাক্ত গ্যাস কিংবা কোনো বিষাক্ত ছত্রাক, খাদ্যশস্য? নাকি তারচেয়েও বড় কিছু, যেমন ইবোলা? নাকি নতুন কোনো ধরনের রোগ? গরুর পাগলামো সংক্রান্ত কিছু? ইয়াকগুলোর কথা মনে করল লিসা। পেট ফোলা মৃত গবাদি পশুগুলোর কথা ভাবল ও। কিছুই বুঝতে পারছে না।

আং গেলু ওর কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর গাল রক্তে ভেসে যাচ্ছে তবে তিনি সেটাকে পাত্তাই দিচ্ছেন না। তাঁর যত কষ্ট এই মৃত দেহটাকে নিয়ে।

'ওর নাম রেলু নাআ হাভারসি।'

'আপনি ওকে চিনতেন।'

সম্মতি সূচক মাথা নাড়লেন সন্ন্যাসী। 'আমার বোনের বরের চাচাতো ভাই ছিল ও। বড় হয়েছিল এক অজোপাড়ায়। মাওবাদী বিদ্রোহীদের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল ও। কিন্তু ওদের ওরকম সহিংস আচরণ ওর পছন্দ হয়নি। ওখান থেকে পালিয়ে গেল। আর মাওবাদীদের দল থেকে কারও পালানো মানে হলো মৃত্যুর টিকেট কেটে নেয়া। ওকে লুকানোর জন্য আমি মঠের একটা পদে বসিয়েছিলাম। মাওবাদীরা ওকে কোনোদিনও খুঁজে পেত না। এখানে ও বেশ শান্তিতেই ছিল... আর ওর জন্য এরকমই প্রার্থনা করেছিলাম আমি। আর এখন তো ও নিজের শান্তির পথ খুঁজে পেয়েছে।'

'আমি দুঃখিত।'

দাঁড়াল লিসা। পাশের রুমে থাকা বিচ্ছিন্ন হাত-পায়ের দৃশ্য আবার কল্পনা করল। কোনো আঘাতের ফলে কী ওরকম পাগলামোর সূচনা হয়েছিল? ওসবের ভয়েই ওমন পাগলামো করছিল সন্ন্যাসী?

আরেকবার শব্দ হলো মাথার ওপরে।

সব চোখ ওপর দিকে তাকাল।

ওরা সবাই কীসের জন্য ওপরে এসেছিল, ব্যাপারটা লিসা ভুলেই গিয়েছিল। সরু ঢালু একটা সিঁড়ি দিকে নির্দেশ করলেন আং গেলু। ওটা লিসার চোখে পড়েনি। তবে ওটাকে সিঁড়ি না বলে মই বলাই ভাল।

'আমি যাব,' বললেন তিনি।

'একসাথে থাকব আমরা,' আপত্তি তুলল লিসা। ব্যাগের কাছে গিয়ে আরেকটা সিরিঞ্জ তুলে নিল ও। এটাতেও সিডেটিভ লোড করা আছে। সিরিঞ্জটা হাতে রাখল। 'আপনার তুখোড় সৈনিককে বলুন, সে যেন অস্ত্রের ট্রিগার থেকে আঙুল দূরে সরিয়ে রাখে।'

মইয়ে সবার আগে পা রাখল সৈনিক। দ্রুত ওপরে উঠে গিয়ে ওদেরকে ইশারা করল সে। লিসা মই বেয়ে উপরে উঠে দেখল এটা একটা ফাঁকা রুম। এক কোণায় পাতলা বালিশের স্তূপ দেখা গেল। রজন আর নিচ থেকে ভেসে আসা ধূপের গন্ধ পাওয়া গেল রুমে।

সৈনিকটি দূর প্রান্তে থাকা কাঠের দরজার দিকে অস্ত্র তাক করে রেখেছে। দরজার নিচ দিয়ে আলো আসছে। কেউ কাছে এগোবার আগেই একটা ছায়া আলোর ওপর দিয়ে চলে গেল।

কেউ আছে ওখানে।

আং গেলু সামনে এগিয়ে গিয়ে দরজায় নক্ করলেন।

শব্দ থামল।

দরজার এপাশ থেকে ডাকলেন তিনি। লিসা তাঁর কথাগুলো বুঝতে না পারলেও কেউ একজন বুঝতে পারল। শব্দ হলো কাঠের সাথে ঘষা খাওয়ার। খিড়কি তোলা হয়েছে। একটু ফাঁক হলো দরজা... ওই পর্যন্তই।

দরজায় হাত রাখলেন আং গেলু।

'সাবধান!' ফিসফিস করে বলল লিসা। নিজের হাতে থাকা সিরিঞ্জকে আরও শক্ত করে চেপে ধরল। এটাই ওর একমাত্র অস্ত্র।

ওর পাশে থাকা সৈনিকটিও একই আচরণ করল তার অস্ত্রের সাথে।

আং গেলু দরজা পুরোপুরি খুলে ফেললেন। সরু গলির সাইজের রুম দেখা গেল। মেঝেতে পাতা বিছানা রয়েছে রুমের এক কোণায়। একটা ছোট্ট সাইড টেবিলের পাশে জায়গা করে নিয়েছে তেলবাতি। প্রসাবের তীব্র কটু গন্ধ আর বিছানার নিচে রাখা খোলা পট থেকে আসা মলের গন্ধে রুমের বাতাস পুরোপুরি দুর্গন্ধ হয়ে আছে। এখানে যে-ই থাকুক না কেন, এরকম ব্যক্তি আজকের দিনে বিরল!

এক কোণায় এক লোক ওদের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আং গেলুর মতো তার পরনেও লাল গাউন কিন্তু গাউনটা নোংরা, ছিড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। লোকটা গাউনের নিচের অংশ ঊরুর ওপরে বেঁধে রেখেছে। তার নগ্ন পা দুটো দেখা যাচ্ছে। দেয়ালে লেখার কাজ করছে সে। আঙুল দিয়ে আঁকছে।

রং হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার নিজের রক্ত!

আগেরটার চেয়েও বেশি পাগলামো!

তার অন্য হাতে একটা ছোরা ধরা আছে। নগ্ন পা দুটোর বিভিন্ন জায়গায় গভীর ক্ষত। তার রঙের উৎস ওগুলো। আং গেলু রুমে ভেতরে ঢোকার পরও তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সে আপনমনে নিজের কাজ করে যাচ্ছে।

'লামা খেমসার,' বললেন আং গেলু, তাঁর কণ্ঠে উদ্বেগ।

তাঁর পেছন পেছন ঢুকল লিসা, ওর হাতে সিরিঞ্জ একদম তৈরি। আং গেলু ওর দিকে তাকাতেই মাথা নাড়ল ও। সৈনিকের দিকে ফিরে ইশারা করল লিসা। নিচে যেটা ঘটেছে এখানেও সেটা পুনরাবৃত্তি হোক এটা চায় না ও।

ঘুরল লামা খেমসার। তার চেহারা নির্জীব, চোখগুলো কাঁচের মতো এবং একটু দুধ সাদা ধাঁচের। কিন্তু মোমের আলো তার চোখ থেকে খুব উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হলো, খুবই উজ্জ্বলভাবে।

'আং গেলু,' বিড়বিড় করল বুড়ো সন্ন্যাসী, মাথা ঘুরিয়ে চার দেয়ালে আঁকা হাজার হাজার রেখার দিকে তাকাল। রক্তমাখা আঙুল তুলল সে, আবার কাজ শুরু করবে।

একদম স্বাভাবিকভাবে সন্ন্যাসীর দিকে এগোলেন আং গেলু। এই সন্ন্যাসী হলো মঠের প্রধান ব্যক্তি। এর অবস্থা এখনও অত খারাপ হয়নি। হয়তো তার কাছ থেকে কিছু উত্তর পাওয়া যাবে। স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন আং গেলু।

মাথা নাড়ল লামা খেমসার, যদিও তার রক্ত শিল্পকর্ম এখনও বন্ধ হয়নি। বুড়ো সন্ন্যাসীর সাথে কথা বলার চেষ্টা করছেন আং গেলু, এই ফাঁকে লিসা দেয়ালের দিকে নজর দিল। এই ধরনের লেখার সাথে লিসার কোনো পরিচিতি নেই, তবে ও লক্ষ করল দেয়ালে প্রায় একই ধরনের চিহ্ন বারবার লেখা হয়েছে, প্রায় কাছাকাছি দেখতে ওগুলো।

নিশ্চয়ই কোনো অর্থ আছে ওগুলোর। ব্যাগ থেকে এক হাত দিয়ে ক্যামেরা বের করল লিসা। কোমরের কাছে ক্যামেরা রেখে দেয়ালের দিকে তাক করে ছবি তুলল ও। কিন্তু ফ্ল্যাশলাইটের কথা ওর খেয়াল ছিল না।

ফ্ল্যাশের আলোয় ঝলসে উঠল পুরো রুম।

চিৎকার করে উঠল বুড়ো সন্ন্যাসী। হাতে ছোরা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বাতাসে চালাল ছোরাটাকে। চমকে উঠে পিছু হটলেন আং গেলু। কিন্তু তাঁকে লক্ষ্য করে ছোরা চালানো হয়নি। অস্পষ্ট শব্দ করে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল লামা খেমসার, ছোরা চালিয়ে দিল নিজের গলায়। টকটকে লাল রক্তের ধারা গড়াতে শুরু করল। শ্বাসনালী কেটে গেছে। রক্তে বুদবুদ তৈরি করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল বুড়ো সন্ন্যাসী।

শরীর ঘুরিয়ে ছোরার খোঁচা এড়িয়ে ছিলেন আং গেলু। লামা খেমসারকে ধরে মেঝে শুইয়ে দিলেন তিনি। রক্তে আং গেলুর গাউন, হাত ও কোল ভিজে গেল। আঘাতপ্রাপ্ত স্থান থেকে রক্ত ঝরা বন্ধ করার চেষ্টা করলেন আং গেলু কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা।

'ওকে নিচে নিয়ে যেতে হবে, আমাকে সাহায্য করুন।' বলল লিসা। 'ওনার শ্বাসকার্য চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

মাথা নাড়লেন আং গেলু। তিনি জানেন, আর কোনো লাভ হবে না। বুড়ো সন্ন্যাসীর দেহকে একটু নড়ালেন তিনি। রক্তের সাথে বের হওয়া বুদবুদগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছিল বুড়ো সন্ন্যাসী শ্বাস নিচ্ছে। ইতোমধ্যে সেই বুদবুদগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। বয়স, রক্তক্ষরণ ও পানিশূন্যতার কারণে লামা খেমসার এমনিতেই দুর্বল ছিল।

'আমি দুঃখিত,' বলল লিসা। 'আমি ভেবেছিলাম...' দেয়ালের দিকে দেখাল ও। 'আমি ভেবেছিলাম ওগুলো গুরুত্বপূর্ণ।'

আং গেলু মাথা নাড়লেন। 'কিছুই না। স্রেফ পাগলের পাগলামো।'

আর কী বলবে ভেবে পেল না লিসা। স্টেথোস্কোপ বের করে বুড়ো সন্ন্যাসীর বুক পরীক্ষা করতে শুরু করল। ব্যস্ততার মুখোশ পড়ে নিজের অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করল ও। ভাল করে কানপাতল ও। কোনো হার্টবিট নেই। কিন্তু সন্ন্যাসীর পাজরে অদ্ভুত ক্ষত আবিষ্কার করল। আস্তে করে গাউন সরিয়ে বুকের ক্ষতগুলো উন্মুক্ত করল লিসা।

নিচের দিকে তাকালেন আং গেলু, দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

দেখা গেল শুধু দেয়ালে লিখেই ক্ষান্ত হয়নি লামা খেমসার। সন্ন্যাসীর বুকে একটা চূড়ান্ত চিহ্ন আঁকা রয়েছে। ওই একই ছোরা দিয়ে এবং সম্ভবত সন্ন্যাসী তার নিজ হাতেই কাজটা করেছে। তবে দেয়ালে আঁকা চিহ্নগুলোর মতো ভাঙ্গা ক্রসের এই চিহ্নটা অপরিচিত নয়।

একটা স্বস্তিকা।

হঠাৎ ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রথম বিস্ফোরণের ধাক্কায় ভবন কেঁপে উঠল।

সকাল ৯ টা ৫৫ মিনিট।

আতঙ্ক নিয়ে জেগে উঠল সে।

বজ্রপাতের শব্দ তাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। না বজ্রপাত নয়। বিস্ফোরণ। নিচু সিলিং থেকে প্লাস্টারের ধূলি নেমে এলো। উঠে বসল সে। কোথায় আছে সে, বুঝতে পারছে না। ওর সামনে থাকা রুম যেন একটু চক্কর মেরে উঠল। শরীর থেকে পশমি কম্বল ফেলে দিল ও। অদ্ভুত ধরনের খাটে রয়েছে সে, পরনে শুধু লিনেনের একটা ব্রিচক্লাউট। এক হাত উঁচু করল ও। হাত কাঁপছে। গরম পেস্টের মতো স্বাদ পেল মুখের ভেতর। পুরো রুম প্রায় অন্ধকারই বলা চলে, চোখ জ্বালা করলো ওর। আকস্মিক কাঁপুনিতে কেঁপে উঠল শরীর।

এখন কোথায় আছে, আগে কোথায় ছিল সে-সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই তার।

বিছানা থেকে পা নামিয়ে ওঠার চেষ্টা করল সে। উচিত হয়নি। ওর পৃথিবী আবার অন্ধকার হয়ে গেল। ধপ করে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারাতে যাচ্ছিল কিন্তু গুলির আওয়াজ সেটা হতে দিল না। অটোমেটিক ফায়ার। কাছেই হয়েছে। গুলির শব্দ মিলিয়ে গেল।

আবার চেষ্টা করল ও। আগের চেয়ে জোরদারভাবে। কিন্তু ওর স্মৃতিশক্তি এমনভাবে ধরা দিল যেন ও একটা দরজার দিকে এগোচ্ছে। আঘাত করছে দরজায়, হাত দিয়ে টানছে, নব ধরে ঘোরানোর চেষ্টা করছে কিন্তু...

সেটা তালাবন্ধ।

সকাল ৯ টা ৫৭ মিনিট।

'হেলিকপ্টার,' বললেন আং গেলু। 'ধ্বংস হয়ে গেছে ওটা।'

উঁচু জানালার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে লিসা। কিছুক্ষণ আগে বিস্ফোরণ হয়েছে। প্রাথমিক ধাক্কা কেটে যাওয়ার পরই জানালা খুলে বাইরে তাকিয়েছে ওরা। সৈনিকটা বলছে, সে হয়তো নিচে উঠোনের ওদিকে কাউকে নড়াচড়া করতে দেখেছিল।

এখান থেকে গুলি ছোড়া হলেও জবাবে ওদিক থেকে কোনো গুলি ছোড়া হয়নি।

'কাজটা কী পাইলট করেছে?' প্রশ্ন করল লিসা। 'হয়তো ইঞ্জিনে কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছিল, ভয়ে কাজটা করেছে সে।'

সৈনিকটি এখনও জানালার কাছে নিজের পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একচোখ স্কোপে রেখে নজর রাখছে।

আলু ক্ষেতের ওদিক থেকে উঠে আসা ধোঁয়ার দিকে নির্দেশ করলেন আং গেলু। হেলিকপ্টার ওখানেই পার্ক করা ছিল। 'ওটা কোনো যান্ত্রিক দুর্ঘটনা ছিল, আমি বিশ্বাস করি না।'

'তাহলে আমরা এখন কী করব?' লিসা জানতে চাইল। আরেকজন পাগল সন্ন্যাসী হেলিকপ্টার উড়িয়ে দিয়েছে নাকি? যদি দিয়ে থাকে তাহলে এই মঠে এরকম কতজন ম্যানিয়াক ঘুরে বেড়াচ্ছে? কাস্তে হাতে থাকা সন্ন্যাসী ও নিজের গলায় ছোরা ঢুকিয়ে দেয়া সন্ন্যাসীর কথা মনে করল ও। হচ্ছেটা কী এখানে?

'আমাদের যেতে হবে?' বললেন আং গেলু।

'কোথায়?'

'এখান থেকে হাঁটা পথে একদিন লাগবে, ছোট্ট একটা গ্রাম আছে। এখানে যা-ই হয়ে থাকুক না কেন সেটা আমাদের তিনজন ছাড়াও আরও লোকজনের জানা দরকার।'

'এখানে থাকা বাকিরা কোথায়? সবাই আপনার আত্মীয়ের মতো অতটা অসুস্থ নাও হয়ে থাকতে পারে। আমাদের তো তাদেরকে সাহায্য করা উচিত, তাই না?'

'ডা. কামিংস, আমার প্রথম কাজ হলো আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তারপর এই ঘটনাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানানো।'

'কিন্তু যদি এখানে সংক্রামক জীবাণু থেকে থাকে? ভ্রমণের ফলে আমরা তো তাহলে ওগুলোকে ছড়িয়ে দেব।'

জখম হওয়া গালে আঙুল বুলালেন সন্ন্যাসী। 'হেলিকপ্টার ধ্বংস হয়ে গেছে, যার মানে দাঁড়াচ্ছে আমাদের যোগাযোগ মাধ্যম নেই। যদি এখানে থেকে যাই তাহলে আমরাও মারা যাব। বাইরের দুনিয়া এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না।'

আং গেলু উচিত কথা বলেছেন।

'যতক্ষণ না আরও বিস্তারিত না জানতে পারছি ততক্ষণ বাইরের মানুষদের কাছে আমরা আমাদের উপস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।' বললেন তিনি। 'সাহায্য চাইব ঠিকই কিন্তু সেটা করব নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে।'

'কোনো শারীরিক সংযোগ নয়' বিড়বিড় করল লিসা।

মাথা নাড়লেন সন্ন্যাসী। 'আমরা যে তথ্য বহন করছি, সেটার জন্য এতটুকু ঝুঁকি নেয়া যেতেই পারে।'

লিসা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। নীল আকাশের দিকে যাত্রা করা কালো ধোঁয়ার দিকে তাকাল ও। এখানে যে কতজন আক্রান্ত হয়েছে সেটা এখনও অজানা। ওরা নিশ্চয়ই বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছে। যদি ওদের তিনজনকে পালাতেই হয় তাহলে খুব দ্রুত পালানো উচিত।

'চলুন।' বলল লিসা।

তীক্ষ্ণভাবে সৈনিককে কিছু বললেন আং গেলু। মাথা নেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। জানালার কাছ থেকে পজিশন বদলে নিজের অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হলো।

রুম ও সন্ন্যাসীর দিকে শেষবারের মতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাল লিসা। ধরে নিল, সম্ভাব্য সংক্রামক জীবাণু আছে। ওরা কী ইতোমধ্যে ওতে আক্রান্ত হয়ে গেছে। নিজেকে বিচার বিশ্লেষণ করতে করতে রুম থেকে বেরিয়ে মই বেয়ে নামল লিসা। ওর

মুখ শুকিয়ে গেল, শক্ত হয়ে গেল চোয়ালের মাংস, হৃদপিণ্ড যেন উঠে এল গলার কাছে। কিন্তু এগুলো তো হচ্ছে ভয়ের কারণে, তাই না? উড়ে এসে এরকম পরিস্থিতিতে পড়ার ফলে এরকম প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। নিজের কপালে হাত দিল ও। একটু ভেজা, তবে জ্বরের কোনো লক্ষণ নেই। নিজেকে সামলে নেয়ার জন্য গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিল ও। বোকামীর কথা চিন্তা করল। যদি সংক্রামক জীবাণুগুলো আক্রমণ করে থাকে তাহলে ওটার প্রভাব এক ঘণ্টার মধ্যেই দেখা দেবে।

মন্দিরে থাকা বুদ্ধ ও তাঁর পার্শ্ববর্তী দেবতাদের অতিক্রম করে এগোল ওরা। দরজার ওখানে দিনের আলো একদম জ্বলজ্বল করছে।

এক মিনিট ধরে উঠোন পরীক্ষা করল সৈনিক। সন্তুষ্ট হয়ে ওদের ইশারা করল। এগিয়ে গেল লিসা ও আং গেলু।

উঠোনে পা দিয়েই ওখানকার অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণাগুলোর দিকে তাকাল লিসা। আশা করছিল, কাউকে হয়তো নড়াচড়া করতে দেখবে। কিন্তু সব চুপচাপ, সুনসান। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়...

ও আরেকটু সামনে এগোতেই দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটল। ভবন বিস্ফোরিত হলো এবার। তার ধাক্কা পৌঁছে গেল উঠোন পর্যন্ত। বিস্ফোরণের ধাক্কায় হাত-পা ছড়িয়ে ছিটকে পড়ল লিসা। কাঁধের ওপর ভর করে গড়িয়ে পড়ল, ওর দৃষ্টি পেছন দিকে।

আগুনের লেলিহান শিখাকে সাথে নিয়ে আকাশের দিকে যাত্রা করেছে লাল টাইলগুলো। জানালাগুলোকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে বেরিয়ে এল বিস্ফোরণের আগুন। দরজাগুলো টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। আরও ধোঁয়া ও আগুনের জন্ম হলো। এক পশলা গরম বাতাস বয়ে গেল লিসার ওপর দিয়ে।

কয়েক পা সামনে এগিয়ে থাকা সৈনিকটির পেছনে এসে ধাক্কা দিয়েছিল শকওয়েভ। অস্ত্রের সাথে তার আঙুলগুলো জড়িয়ে ছিল আষ্টেপৃষ্ঠে। হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে আকাশ থেকে ফিরতি পথ ধরে নেমে আসা টাইলগুলোর কবলে পড়ল সে।

ধাক্কা কাটিয়ে আং গেলু উঠে দাঁড়িয়ে লিসার দিকে এক হাত বাড়িয়ে দিলেন।

এটাই ছিল তাঁর শেষ কাজ।

আগুনের গর্জন ও টাইল ভাঙ্গার আওয়াজকে ছাপিয়ে আরেকটা আওয়াজ শোনা গেল। একটা গুলির আওয়াজ। সন্ন্যাসীর চেহারার ওপরের অংশ রক্তে ভেসে গেল।

কিন্তু এবার ওই সৈনিকটি গুলি করেনি।

সৈনিকের কাঁধ থেকে স্ট্রাপের সাহায্যে অস্ত্রটি ঝুলে আছে। টাইলগুলোর কবল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল সৈনিক। গুলির আওয়াজ হয়তো ওর কানে যায়নি, কিন্তু আং গেলুকে লুটিয়ে পড়তে দেখে ওর চোখ বড়বড় হয়ে গেল। খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাল সে। ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী ভবনের ছায়ায় আশ্রয় নিল। লিসার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করল ও, আতঙ্কিত হওয়ায় ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারল না।

মন্দিরের দরজার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে গেল লিসা। পাথুরে উঠোনে আরেকটা গুলির আওয়াজ হলো। লিসার পায়ের আঙুলের কাছে এসে মুখ থুবড়ে পড়ল বুলেট। নিজেকে রীতিমতো উড়িয়ে নিয়ে গেল লিসা। দরজা পেরিয়ে অন্ধকারে প্রবেশ করল।

কোণায় দাঁড়িয়ে ও খেয়াল করল, সৈনিকটি দেয়াল ঘেঁষে এগোচ্ছে। এখানেই কোথাও স্নাইপার দিয়ে গুলি চালাচ্ছে কেউ। তাই স্নাইপারের দৃষ্টি বাঁচাতে সতর্কতা অবলম্বন করছে সে।

লিসা জানে না কীভাবে শ্বাস নিচ্ছে ও। ওর চোখ দুটো বড় হয়ে গেছে। ছাদের প্রান্ত আর জানালাগুলোয় সন্ধানী দৃষ্টি বুলাল ও। আং গেলু'কে গুলি করল কে?

তারপর একজনকে দেখতে পেল লিসা।

অন্য ভবনের ধোঁয়ার চাদর থেকে একটা ছায়া বেরিয়ে এলো। লোকটা দৌড় দেয়ায় আগুনের ঝলসানিতে তার হাতে থাকা ধাতব কিছু একটা ঝকমক করে উঠল। অস্ত্র। স্নাইপার তাহলে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে নতুন জায়গায় যাচ্ছে।

পিছু হটল লিসা। প্রার্থনা করল ছায়া যেন ওকে পুরোপুরি লুকিয়ে রাখে। ইশারা করে সৈনিককে ডাকল ও। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, আস্তে আস্তে লিসার দিকে এগিয়ে আসছে, মন্দিরের দিকে। তার দৃষ্টি ও অস্ত্র দুটোই ছাদের দিকে তাক করা। স্নাইপারের দৌড় ওর চোখে পড়েনি।

চিৎকার করল লিসা। 'গেট আউট!' সৈনিকটি হয়তো ওর ভাষা বুঝতে পারবে না কিন্তু কী বোঝাতে চাচ্ছে সেটা তো বুঝতে পারবে। সৈনিকের চোখে চোখ পড়ল ওর। নিজের লুকোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেই ইশারা করল লিসা। স্নাইপার কোন পথ দিয়ে গেছে সেটার একটা রাস্তা ইশারায় বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ওই লোক গেল কোথায়? এতক্ষণে কী নিজের পজিশন নিয়ে নিয়েছে?

'দৌড়াও!' চিৎকার করল লিসা।

লিসার দিকে এক পা এগোল সৈনিক। তার কাঁধের পেছনে ঝলসে উঠল কী যেন। ভুল প্রমাণিত হলো লিসার ধারণা। পাশের ভবনের একটা জানালার পেছনে আগুন নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। আরেকটা বোম।

হায় ঈশ্বর...

সৈনিকটি এগোনোর মাঝপথে বিস্ফোরিত হলো ওটা। তার পেছনে থাকা দরজা হাজার টুকরো হয়ে ছিটকে গেল, সৈনিকটিকেও ছাড়ল না। তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল উঠোনের ওপর। মুখের ওপর ভর করে আছড়ে গড়াতে শুরু করল সে।

গড়ানো থেমে গেলেও সৈনিকটি আর নড়ল না। ওর পোশাকে আগুন ধরে যাওয়ার পর নিথর হয়ে পড়ে রইল সে।

মূল মন্দিরের আরও ভেতরে চলে গেল লিসা, দরজা খুঁজছে। পেছনের পথের দিকে গিয়ে সরু হলে পা রাখল ও। ওর কোনো পরিকল্পনা নেই। সত্যি বলতে, কী করছে কী ভাবছে সেটার উপরে ওর নিজেরই কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

তবে ও একটা ব্যাপারে নিশ্চিত। আং গেলু আর ওদের সৈনিককে যে খুন করেছে সে কোনো পাগল সন্ন্যাসী নয়। প্রতিটা বিস্ফোরণ খুব হিসেব করে ঘটানো হয়েছে, পুরো ব্যাপারটা দক্ষ হাতের কাজ।

লিসা এখন একা।

সরু হলওয়ে দেখল ও। রেলু নাআ'র রক্তাক্ত লাশ চোখে পড়ল ওর। ওটা ছাড়া হলওয়ের বাকিটুকু একদম পরিষ্কার। মৃত সন্ন্যাসীর কাস্তেটা যদি ও নিতে পারতো... তাহলে অন্তত একটা অস্ত্র হতো হাতে...

হলের দিকে পা বাড়াল লিসা।

এক পা ফেলে দ্বিতীয় পা ফেলতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে বাধাগ্রস্ত হলো ও। একটা নগ্ন বাহু ওর গলা প্যাঁচিয়ে ধরল। কর্কশ কণ্ঠে ওর কানের কাছে ঘেউ করে উঠল সে। 'নড়বে না।'

অবশ্যই নড়বে! লিসা আক্রমণকারীর পেটে কনুই চালিয়ে দিল।

উফ শব্দ করে মালিক তার বাহু সরিয়ে নিল। কারুকার্য খচিত পর্দার ওপর গিয়ে পড়ল সে। ওজন সইতে না পেরে পর্দা খসে পড়ল। পাছার ওপর ভর করে আছড়ে পড়ল সে।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে লিসা, দৌড় দেয়ার জন্য একদম তৈরি।

লোকটার পরনে জাঙ্গিয়া ছাড়া কিছুই নেই। তার চামড়ার রং তামাটে তবে এখানে সেখানে পুরোনো কাটা-ছেঁড়ার দাগ আছে। কালো লম্বা চুলগুলো এলোমেলো, চেহারার প্রায় অর্ধেক ঢেকে দিয়েছে। আকার আকৃতিতে লোকটা বেশ পেশিবহুল, চওড়া কাঁধের অধিকারী। তাকে দেখতে তিব্বতিয়ান সন্ন্যাসী নয়, আমেরিকান মনে হচ্ছে।

কিংবা পরনে থাকা জাঙ্গিয়ার জন্যও এরকম মনে হতে পারে।

গুঙিয়ে লিসার দিকে তাকাল সে। তার নীল চোখ দুটোতে বাতির আলো প্রতিফলিত হলো।

'কে তুমি?' প্রশ্ন করল লিসা।

'পেইন্টার,' গোঙানির সাথে জবাব দিল সে। 'পেইন্টার ক্রো।'

দুই.

ডারউইন'স বাইবেল

১৬ মে,
সকাল ৬ টা ৫ মিনিট।
কোপেনহ্যাগেন, ডেনমার্ক।

বইয়ের দোকানের সাথে বিড়ালের কীসের সম্পর্ক?

হোটেল ন্যাভন থেকে বের হওয়ার পর আরও একটি চুষে খাওয়ার ক্লেরিটিন ট্যাবলেটকে কচকচ করে গুঁড়ো করে ফেলল কমান্ডার গ্রেসন পিয়ার্স। গতকাল কোপেনহ্যাগেনের বইপড়ুয়া কমিউনিটিতে গবেষণা করার পর আজ শহরের আধ ডজন বই সংক্রান্ত স্থানে ঢুঁ মারতে হয়েছে তাকে। প্রতিটি বইয়ের দোকানে বিড়াল নিজেদের থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কাউন্টারগুলোতে ঘুরোঘুরি, বুকশেলফে রাখা বইয়ের ওপরে জমে থাকা ধূলোর ওপর দিয়েও তাদের অবাধ যাতায়াত।

বিড়ালগুলোর জন্য এখন ওকে ভুগতে হচ্ছে। একটা হাঁচি দিল ও। তবে এই হাঁচি ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করার কারণেও হতে পারে। কোপেনহ্যাগেনের বসন্ত কাল নিউ ইংল্যান্ডের শীতকাল একই কথা। পিয়ার্স যথেষ্ট গরম কাপড় সাথে আনেনি।

হোটেলের পাশে থাকা এক বুটিকের দোকান থেকে কেনা একটি সোয়েটার পরে আছে ও। গলা কাটা দাম রেখেছে দোকানে। সোয়েটারের উঁচু কলারটা ভেড়ার পশমে মোড়ানো। কোনো রং করা নেই। পশমগুলো চুলকালেও ভোরের ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করছে বেশ ভালভাবেই। অবশ্য ভোর হয়েছে আরও ঘণ্টাখানেক আগে। কালচে-ধূসর আকাশে সূর্যের যেরকম নোনা তেজ দেখা যাচ্ছে তাতে আজ তাপমাত্রা বাড়ার কোনো আশা নেই। কলারের ওখানটায় একটু চুলকে নিল পিয়ার্স। সেন্ট্রাল রেল স্টেশনের দিকে এগোচ্ছে ও।

শহরের একটি খালের পাশে ছিল ওর হোটেল। সুন্দর করে রং করা এক সারি ঘর ছিল ওটা। পানির দু'ধারে বিভিন্ন ধরনের দোকান, ছাত্রাবাস ও ব্যক্তিগত বাড়ি ছিল। এরকম দৃশ্য দেখে আমসটার্ডামের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল ওর। দুই পাড়ে নোঙর করা ছিল হরেক রকম জলযান। কম আকর্ষণীয় নিচু ছাদের পাল তোলা নৌকা থেকে শুরু করে চমৎকার প্রমোদতরী, কাঠের তৈরি স্কুনার, ঝলমলে ইয়ট; সবই ছিল ওখানে। মাথা নেড়ে একটি ইয়টের পাশ দিয়ে চলে এলো গ্রে। ওটাকে দেখতে

ভাসমান ওয়েডিং কেকের মতো লাগছিল। এত সকালেও ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে কিছু দর্শনার্থী এখানে হাজির হয়ে গেছে। এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে কিংবা ব্রিজের রেইলের ওখানে গিয়ে ছবি তুলছে মনের সুখে।

পাথরের খাম পেরিয়ে খালের তীর ধরে হাফ ব্লক পর্যন্ত এগোল গ্রে। ইটের পাঁচিলের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পানির দিকে তাকাল ও। স্থির পানিতে ওর প্রতিবিম্ব দেখা দিল। একটু চমকে উঠল গ্রে। নীল চোখের ওপর দিয়ে কুচকুচে কালো চুল ঝুলে আছে, একটু বাঁকা অংশ দু'ভাগে আলাদা করেছে থুতনিকে। চেহারার মসৃণতা ও তীক্ষ্ণ বাঁকগুলো বলে দিচ্ছে ও যুক্তরাজ্যে ওয়েলস প্রদেশের অধিবাসী। বাবার মতোই হয়েছে গ্রে। একটা ব্যাপার গ্রেসনের মাথায় প্রায়ই ঘুরপাক খায়, রাতে ঘুম হয় না ওর।

বাবার কাছ থেকে আর কী কী পেয়েছে ও?

এক জোড়া ব্ল্যাক সোয়ান ওর পাশ দিয়ে সাঁতরে গেল। পানিতে আলোড়ন তৈরি হওয়ায় প্রতিবিম্ব আর ঠিক থাকল না। হাঁস দুটো ব্রিজের দিকে এগোচ্ছে। গলা নড়িয়ে নির্লিপ্তভঙ্গিতে সাঁতরাচ্ছে ওরা।

গ্রে ওদের দেখে শিখল। সোজা হয়ে নোঙর করে রাখা নৌকাগুলোর ছবি তোলার ভান করল ও। তবে ওর মূল উদ্দেশ্য হলো এইমাত্র পেরিয়ে আসা ব্রিজ পর্যবেক্ষণ করা। কোনো একাকী ব্যক্তি, পরিচিত মুখ কিংবা সন্দেহজনক কাউকে দেখা যায় কি-না দেখল ও। খালের পাশে অবস্থান নেয়ার একটা সুবিধা আছে। কেউ পিছু নিয়েছে কি-না সেটা ব্রিজ থেকে সহজেই খেয়াল করা যায়। কারণ, ক্রস করে রাখা পাথরের খামের পর পিছু নেয়া ব্যক্তিকে নিজের অস্তিত্বের জানান দিতেই হবে। কোনো উপায় নেই। এক মিনিট ধরে পর্যবেক্ষণ করার পর সন্তুষ্ট হলো গ্রে। যাদেরকে দেখল তাদের সবার চেহারা আর হাঁটার ভঙ্গি মাথায় গেঁথে নিল। এগোল নিজের পথে।

এরকম ছোটো অ্যাসাইনমেন্টে এত সতর্কতার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু ওর গলায় দায়িত্বের বোঝা আছে। জিনিসটি হলো একটি চেইন। রূপোর ছোট একটি ড্রাগন ঝুলছে ওতে। আড়ালে থাকা এক খেলোয়ারের কাছ থেকে উপহার পেয়েছে এটা। মনে রাখার জন্য গলায় পরে ও। সতর্ক থাকার জন্য কাজে দেবে।

সামনে এগিয়েছে এমন সময় পকেটে পরিচিত কম্পন অনুভব করল গ্রেসন পিয়ার্স। সেল ফোন বের করল ও। এত সকাল সকাল কে ফোন করল ওকে?

'পিয়ার্স বলছি,' বলল ও।

'গ্রে, যাক, তোমাকে পাওয়া গেল।'

সকালের ঠাণ্ডার মধ্যেও পরিচিত মসৃণ কণ্ঠস্বর শুনে উষ্ণতাবোধ করল গ্রে। ওর কঠোর চেহারায় এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। 'র‍্যাচেল...?' কথা বলতে গিয়ে একটু ধীরে পা ফেলল ও। 'কোনো সমস্যা হয়েছে?'

গ্রেসন পিয়ার্সের আটলান্টিক পেরিয়ে এই ডেনমার্ক আসার পেছনে মূল কারণ হলো এই র‍্যাচেল ভেরোনা। এখানে বর্তমানে যে তদন্ত চলছে সেটা সিগমা'র কোনো লো-লেভেল রিসার্চ অ্যাসিসটেন্টকে দিয়ে করিয়ে নেয়া যেত। কিন্তু এই মিশন হাতে নিলে কালো চুলের অধিকারিণী সুন্দরী ইটালিয়ান লেফটেন্যান্টের সাথে দেখা করার মোক্ষম সুযোগও পাওয়া যায়। ওদের দু'জনের প্রথম দেখা হয়েছিল রোমে, সর্বশেষ একটি কেস নিয়ে। তখন থেকে দু'জন দেখা করার জন্য মুখিয়ে আছে, কিন্তু উপযুক্ত

সুযোগ পাচ্ছে না। র‍্যাচেল ইউরোপে নিজের কাজ নিয়ে বন্দী থাকে অন্যদিকে সিগমা ফোর্সের হয়ে কাজ করার সুবাদে ওয়াশিংটন থেকে সরার খুব একটা সময় পায় না গ্রে।

ওদের শেষ দেখা হওয়ার পর প্রায় আট সপ্তাহ কেটে গেছে। দু'জন একসাথে ছিল ওরা।

আট সপ্তাহ। অনেক দিন পার হয়ে গেছে।

ওদের সর্বশেষ দেখা হওয়ার ঘটনা মনে পড়ল গ্রেসন পিয়ার্সের। ভেনিসের এক ভিলায় ছিল ওরা। সূর্যের আলো পেছনে থাকায় বেলকুনির খোলা দরজার সামনে র‍্যাচেলের দেহ কাঠামো ফুটেছিল। পুরো সন্ধ্যায় বিছানায় কাটিয়েছিল দু'জন। স্মৃতির জোয়ারে ভাসতে শুরু করল গ্রে। র‍্যাচেলের ঠোঁটের সেই দারুচিনি ও চকোলেটের স্বাদ, ভেজা চুলের ঘ্রাণ, ঘাড়ে পড়া উষ্ণ নিঃশ্বাস, আলতো গোঙানি, দু'জনের জড়ানো শরীর, নরম আদর...

ব্ল্যাক টেডি বিয়ারটাকে প্যাক করার কথা যেন র‍্যাচেলের মনে থাকে, প্রার্থনা করল গ্রে।

'আমার ফ্লাইট টাইম পিছিয়ে গেছে। লেট।' বলল র‍্যাচেল। ওকে কল্পনা থেকে বাস্তবে নিয়ে এল।

'কী?' খালের পাশে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। গলার স্বরের হতাশা লুকোতে ব্যর্থ হয়েছে।

'কেএলএম ফ্লাইটে চড়ে আসব আমি। রাত দশটায় ল্যান্ড করব।'

দশটায়! ভ্রু কুঁচকালো গ্রে। তার মানে মধ্যযুগীয় এক মঠ ভল্টের পাশে অবস্থিত সেন্ট জারট্রাডস ক্লোসটার-এর ডিনার রিজারভেশনটা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট দিনের পাক্কা এক সপ্তাহ আগে বুকিং দিয়েছিল গ্রেসন।

'আমি দুঃখিত,' পিয়ার্সের নীরবতা বুঝে বলল র‍্যাচেল।

'না... কোনো সমস্যা নেই। তুমি এসো। তোমার আসাটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার।'

'আমি জানি। আমি তোমাকে অনেক মিস করি।'

'আমিও।'

র‍্যাচেলকে এত সাদামাটাভাবে জবাব দেয়ার কারণে গ্রেসন দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল। কত কিছু ভেবে রেখেছিল ও কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। কেন কেমন হয়? প্রত্যেক প্রেমিক-প্রেমিকার প্রথম মিলনের দিনে একটি কঠিন ধাপ উত্তীর্ণ হতে হয়। সেটা হলো অস্বস্তিকর লজ্জা। দু'জনে দু'জনার প্রেমে ডুবে বাহুডোরে বাঁধা পড়ল... এরকম কাব্যিক কথা বলা সহজ হলেও বাস্তবতা ভিন্ন। অতীতের স্মৃতিকে পুঁজি করে প্রথম এক ঘণ্টা ওরা প্রায় অপরিচিত মানুষের মতো আচরণ করেছিল। জড়িয়ে ধরে, চুমো খেয়ে, আসল কথা বলে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু গভীর প্রণয় জমতে একটু সময়ের প্রয়োজন। আটলান্টিকের দুই তীরে বসবাসরত দুই মানব-মানবীর একে অপরকে বোঝার জন্য এক ঘণ্টা লেগে গিয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, ছন্দ খুঁজে পেয়েছিল ওরা। কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠস্বরের উঁচু-নিচু হয়ে যাওয়া ওদেরকে আরও আবেগপ্রবণ করে দিয়েছিল।

আর গ্রেসন প্রতিবারই ভয় পাচ্ছিল ওরা হয়তো শেষপর্যন্ত মূল লক্ষ্য খুঁজে পাবে না।

'তোমার বাবা কেমন আছে?' নাচতে শুরু করার প্রথম স্টেপ দেয়ার সময় জিজ্ঞেস করেছিল র‍্যাচেল।

প্রয়োজনীয় হোক বা না হোক ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা শুরু হওয়ায় আপত্তি ছিল না গ্রেসনে'র। আর যেহেতু ওর কাছে ভাল খবর আছে, তাহলে আর সমস্যা কীসের। 'সে খুব ভাল আছে। সময়ের সাথে সাথে তাঁর উপসর্গগুলো কমে যাচ্ছে। এখন আর কয়েকটি অনিশ্চয়তার ধাপ আছে এই আরকী। আমার মায়ের ধারণা বাবার এই উন্নতির পেছনে তরকারির প্রভাব আছে।'

'তারকারি? ঝাল দেয়া?'

'একদম। কোনো আর্টিকেলে সে পড়েছিল হলুদ তরকারি নাকি এরকম রোগে ভাল কাজে দেয়।'

'আচ্ছা। তারপর?'

'তারপর থেকে আমার মা সবকিছুতে তরকারি দেয়া শুরু করল। এমনকি আমার বাবার সকালের ডিমও রেহাই পেল না। ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের মতো ঘ্রাণ বের হয় পুরো বাড়ি থেকে।

র‍্যাচেলের নরম হাসি নিরানন্দ সকালকে মিষ্টি করে তুলল। 'যাক। তিনি অন্তত রান্নাটা করছেন।'

চওড়া হাসি দিল গ্রে। ওর মা জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির বায়োলজির প্রফেসর। ঘরের কাজে তাঁর কোনো দক্ষতা ছিল বলে ইতিপূর্বে জানা ছিল না। একটি ইন্ডাসট্রিয়াল দুর্ঘটনায় স্বামী অচল হয়ে যাওয়ার পর নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে বিগত বিশ বছর ধরে অনেক ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন তিনি। এখন তাঁর পরিবারে নতুন এক সমস্যার উদয় হয়েছে। গ্রে'র বাবার অ্যালঝেইমার-এর প্রাথমিক অবস্থা চলছে। ইউনিভার্সিটি থেকে অল্প কিছুদিনের ছুটি নিয়ে স্বামীর সেবা করছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর ক্লাসে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসছে, তাগাদা দেয়া হচ্ছে ভার্সিটি থেকে। ওয়াশিংটন থেকে গা বাঁচিয়ে এই ঝটিকা ভ্রমণে গ্রে'র সবকিছু বেশ ভালই কেটেছিল।

নতুন করে কিছু বলার আগেই আরেকটি কলের ধাক্কায় কেঁপে উঠল ওর ফোন। কে ফোন করেছে, দেখল গ্রে। *ধুর...*

'র‍্যাচেল, সেন্ট্রাল কমান্ড থেকে ফোন করেছে। ফোনটা ধরতে হচ্ছে। আমি দুঃখিত।'

'ওহ, আচ্ছা। ঠিক আছে, রাখো।'

'দাঁড়াও, র‍্যাচেল। তোমার নতুন ফ্লাইট নাম্বার।'

'কেএলএম ফ্লাইট ফোর জিরো থ্রি।'

'ঠিক আছে। আজ রাতে দেখা হচ্ছে।'

'হুঁ, আজরাতে।' পুনরাবৃত্তি করে লাইন কেটে দিল র‍্যাচেল। ফ্ল্যাশ বাটন চেপে অন্য কল ধরল গ্রে। 'পিয়ার্স বলছি।'

'কমান্ডার পিয়ার্স।' নিউ ইংল্যান্ডীয় উচ্চারণেই বোঝা গেল বক্তার নাম লোগান গ্রেগর, সিগমা ফোর্সের সেকেন্ড ইন কমান্ড। ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো'র সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাজ করেন তিনি। বরাবরের মতো লোগান এবারও কোনো আলগা কথা বলে সময় নষ্ট করলেন না।

'আমরা এমন একটা খবর পেয়েছি যেটার সাথে হয়তো তোমার কোপেনহ্যাগেন অনুসন্ধানের কোনো সম্পর্ক আছে। ইন্টারপোল থেকে বলা হয়েছে আজকের নিলাম অনুষ্ঠানের প্রতি হঠাৎ সবাই অনেক আগ্রহী হয়ে উঠেছে।'

আরেকটি ব্রিজ পেরিয়ে আবার থামল গ্রে। দশ দিন আগে, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি কয়েকজন কালো বাজারিকে চিহ্নিত করেছে, যাদের সবাই ভিক্টোরিয়ান-যুগের বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিলাদি বেচা-কেনার সাথে জড়িত। কেউ পাণ্ডুলিপি, প্রতিলিপি, আর কেউ আবার দলিল, চিঠি আর ডায়েরি সংগ্রহ করে থাকে। সেই ভিক্টোরিয়ান-যুগের সময় থেকে বিভিন্ন লোকের হাত বদল হয়ে তাদের কাছে এসে পৌঁছে ওগুলো। এরকম বিষয়ে সিগমা ফোর্স একটু আগ্রহ দেখালে দেখাতে পারে যদি সেটা নিরাপত্তার জন্য কোনো প্রকার হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এনএসএ বলছে এগুলো থেকে প্রাপ্ত অর্থ সন্ত্রাস গোষ্ঠীদের কাছে যাচ্ছে। অথচ এরকম প্রতিষ্ঠানের অর্থ কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে সেটার ওপর সবসময় নজরদারি করা হয়ে থাকে।

কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে এরকম ঐতিহাসিক দলিলপত্র অর্থ বিনিয়োগের জন্য ভাল জিনিস, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এগুলোর সাথে তো সন্ত্রাস গোষ্ঠীদের সম্পর্ক থাকে না। কে জানে, দিনকাল বদলেছে। কত কিছুই তো হতে পারে।

এই ব্যাপারের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রধান বিষয়গুলো অনুসন্ধানে নেমেছে সিগমা ফোর্স। আজ সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিতব্য নিলাম অনুষ্ঠানের ব্যাপারে যত বেশি সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করাই হচ্ছে গ্রে'র অ্যাসাইনমেন্ট। স্থানীয় সংগ্রাহক ও দোকানগুলো কোন কোন জিনিস নিয়ে বেশি আগ্রহী সেটাও জানতে হবে ওকে। এজন্যই গত দুই দিন কোপেনহ্যাগেনের বিভিন্ন সরু গলি-ঘুপচিতে থাকা ধূলো ভর্তি বইয়ের দোকান ও অ্যান্টিকশপগুলোতে ঢুঁ মেরেছে। তাদের মধ্যে হজব্রো প্ল্যাডস-এর একটি দোকান ওর সবচেয়ে বেশি কাজে এসেছে। জর্জিয়ার এক সাবেক-আইনজীবীর দোকান ওটা। তাঁর সাহায্য পেয়ে গ্রে ভেবেছিল, ও এখন কাজের জন্য প্রস্তুত। পিয়ার্সের আজকের প্ল্যান ছিল অনেকটা এরকম :

সকালে উঠে নিলামের এলাকাটা দেখে অনুষ্ঠানে ঢোকা আর বের হওয়ার রাস্তায় কয়েকটি বাটনহোল ক্যামেরা বসাবে, ব্যস। নিলামে গিয়ে ওর কাজ হবে নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা এবং সুযোগ পেলে ছবি তুলে নেয়া। ছোট অ্যাসাইনমেন্ট।

'আকর্ষণীয় কী উঠছে আজ?' জিজ্ঞেস করল গ্রে।

'নতুন আইটেম। আমরা যাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান করছি ওটা তাদের অনেকের আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে। একটা পুরোনো বাইবেল। কোনো এক প্রাইভেট পার্টি নিলামে তুলেছে।'

'এতে এত উত্তেজনার কী আছে?'

'আইটেমের বিবরণে লেখা আছে, বাইবেলটা ডারউইনের।'

'চার্লস ডারউইন, বিবর্তনবাদের জনক?'

'হ্যাঁ।'

ব্রিজের রেলিঙে আঙুল ঠুকল গ্রে। চার্লস ডারউইন, ইনিও ভিক্টোরিয়ান-যুগের বিজ্ঞানী। বিষয়টা ভাবতে ভাবতে পাশের ব্রিজের ওপর চোখ বুলাল ও।

গ্রে দেখল হুড তোলা গাঢ় নীল সোয়েটার জ্যাকেট পরা এক অল্প বয়সী মেয়ে ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সতের... আঠারো বয়স। মসৃণ চেহারা, ত্বকের রং রোদে পোড়া। হুডের একপাশ দিয়ে বেরিয়ে আসা চুলের লম্বা বিণুনি দেখে ভাবল ও... ভারতীয়? নাকি পাকিস্তানি? মেয়েটির বাম কাঁধে একটি সবুজ রঙের ব্যাগ রয়েছে। কলেজ পড়ুয়া অনেক ছাত্র-ছাত্রীর কাছে এরকম ব্যাগ থাকে।

কিন্তু ঘটনা হলো, গ্রে এই মেয়েকে এর আগেও দেখেছে... প্রথম ব্রিজ পার হওয়ার সময়। প্রায় ১৫০ ফুট সামনে দাঁড়ানো মেয়েটির চোখে চোখ পড়েছিল ওর। চট করে অন্যদিকে ঘুরেছিল মেয়েটি। অস্বাভাবিক ব্যাপার।

মেয়েটি ওকে ফলো করছিল।

লোগান বলে যাচ্ছে, 'তোমার ফোনের ডাটাবেসে আমি বিক্রয়কারীর ঠিকানা আপলোড করে দিয়েছি। নিলাম শুরু হওয়ার আগে তার সাথে কথা বলার জন্য যথেষ্ট সময় পাবে তুমি।'

ফোনের স্ক্রিনে ভেসে ওঠা ঠিকানায় চোখ বুলাল গ্রে। শহরের ম্যাপে নির্দিষ্ট স্থান নির্দেশ করা রয়েছে। এখান থেকে আট ব্লক দূরে, স্ট্রোগেটের পাশেই। বেশি দূরে নয়।

কিন্তু প্রথমে...

চোখের কোণা দিয়ে গ্রে এখনও ব্রিজের নিচে থাকা খালের পানির প্রতিবিম্বের দিকে নজর রেখেছে। ও দেখল মেয়েটি কাঁধ কুঁজো করে তার ব্যাকপ্যাক উঁচু করল, নিজের শরীর আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা।

মেয়েটি বুঝতে পেরেছে সে ধরা পড়ে গেছে?

'কমান্ডার পিয়ার্স?' বললেন লোগান।

ব্রিজের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে মেয়েটি। লম্বা লম্বা পা ফেলে পাশের রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু অপেক্ষা করল গ্রে। মেয়েটি যদি আবার উল্টো দিকে ফিরে আসে!

'কমান্ডার পিয়ার্স, ঠিকানা পেয়েছ?'

'হ্যাঁ। আমি ওখানে এখুনি যাচ্ছি।'

'ভেরি গুড।' লোগান সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

ওই মেয়ে কিংবা সন্দেহজনক অন্য কাউকে দেখার আশায় রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের চারদিকে চোখ বুলাল গ্রে। হোটেলের সেফে নিজের নাইম এমএম গ্লক রেখে আসার জন্য আক্ষেপ করল। কিন্তু অকশন হাউজ থেকে প্রদত্ত নির্দেশনাবলিতে বলা ছিল ওখানে ঢোকার সময় সবাইকে মেটাল ডিটেকটর দিয়ে সার্চ করা হবে। তাই বাধ্য হয়ে অস্ত্র রেখে এসেছে গ্রেসন। বুটের ভেতর লুকোনো একটি কার্বনাইজড চাকু-ই এখানে ওর একমাত্র অস্ত্র।

অপেক্ষা করল গ্রে।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে ওর আশেপাশে মানুষের আনাগোনাও বেড়ে গেল। ওর পেছনে একটি মাছ-মাংসের দোকানদার রাস্তার পাশে বরফের টুকরো নামিয়ে ঝুড়ি থেকে টাটকা মাছ বের করে আনছে। সৌল, কড, স্যান্ড ইল এবং আরও নানা রকম সামুদ্রিক মাছ।

ওগুলোর গন্ধে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হলো গ্রেসন। নিজের পেছনে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগিয়ে গেল ও।

হয়তো গ্রে একটু বেশিই খুঁতখুঁতে কিন্তু ও যে পেশায় আছে এখানে এরকম স্বভাবকে গুণ হিসেবে ধরা হয়। গলায় ঝুলোনো ড্রাগন ছুঁয়ে দেখল পিয়ার্স। এগিয়ে চলল শহরের ভেতরে।

কয়েক ব্লক পার হওয়ার পর নিরাপদ বুঝে একটি নোটপ্যাড বের করল ও। আজকে হতে যাওয়া নিলাম অনুষ্ঠানে কোন কোন জিনিসের প্রতি সংগ্রাহকদের বেশি আগ্রহ আছে সেগুলোর নাম লিস্ট করতে শুরু করল।

১. ১৮৬৫ সালে জেনেটিক্সের ওপর লেখা গ্রেগর মেন্ডেল-এর একটি পেপার।
২. ফিজিক্সের ওপর লেখা ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কস-এর দুটো বই। নাম : *Thermodynamik* (১৮৯৭) এবং *Theorie der Warmestrahlung* (১৯০৬)। দুটো বই-ই লেখক কর্তৃক স্বাক্ষরিত।
৩. উদ্ভিদবিজ্ঞানী হিউগো ডি ভ্রিসেস-এর উদ্ভিদ রূপান্তরের ওপর লেখা ডায়েরি।

   গতকাল এই জিনিসগুলো সম্পর্কে যত তথ্য জেনেছে সবটা টীকা আকারে লিখে রাখল গ্রে। তারপর এই তালিকায় আরও একটি নতুন নাম যোগ করল।
৪. চার্লস ডারউইন-এর পারিবারিক বাইবেল।

   নোটপ্যাড বন্ধ করল গ্রেসন। এখানে আসার পর থেকে যে ব্যাপারটা নিয়ে এপর্যন্ত প্রায় ১০০ বার চিন্তাটা করেছে সেটা নিয়ে আবার ভাবল ও। *সম্পর্কটা কোথায়?*

হয়তো এই প্রশ্নের উত্তর সিগমা'র অন্য কেউ দিতে পারবে। গ্রে ভাবছে লোগানকে এই তথ্যগুলো ওর সহকর্মী মন্‌ক কক্যালিস ও ক্যাথরিন ব্রায়ান্টকে দিতে বলবে কি-না। আগেই প্রমাণিত হয়ে গেছে, এই যুগল বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে ওস্তাদ। এমনকি আদৌ যদি কোনো কিছু নাও থাকে তবুও ওরা ঠিকই একটা প্যাটার্ন দাঁড় করিয়ে দিতে সক্ষম! যা-ই হোক, হয়তো এই কেসে সত্যিই কোনো প্যাটার্ন নেই। এত তাড়াতাড়ি ওদের জানানো ঠিক হবে না। গ্রে'কে মাথা খাঁটিয়ে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বিশেষ করে ৪ নম্বর জিনিসটির ব্যাপারে।

ততক্ষণ পর্যন্ত ওই দুই টোনা-টুনি'কে নিজেদের মতো থাকতে দেয়া যায়।

রাত ৯ টা ৩২ মিনিট।
ওয়াশিংটন, ডি.সি.।

'সত্যি?'

প্রেয়সীর উন্মুক্ত পেটে হাতের তালু রেখেছে মন্‌ক। কমলা-কালো রঙের নাইক সোয়েটপ্যান্ট পরে বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে ও। সন্ধ্যাবেলার জগিং শেষ করে এসে ভেজা শার্ট কাঠের মেঝেতে ফেলে রেখেছে। চোখের ভ্রু ছাড়া ওর মাথায় আর কোনো চুল নেই। পুরো মাথা পরিষ্কার করে কামানো। ইতিবাচক উত্তরের আশায় আছে মন্‌ক।

'হ্যাঁ,' ক্যাট নিশ্চিত করল। আস্তে করে মন্‌কের হাত সরিয়ে বিছানার অপর পাশে চলে গেল ও।

চওড়া হাসি ফুটল মন্‌কের ঠোঁটে। 'তুমি শিওর?'

বড় বড় পা ফেলে বাথরুমের দিকে এগোল ক্যাট। সাদা পেন্টি আর ঢোলা জর্জিয়া টেক টি-শার্ট ওর পরনে। কাঁধের ওপর দিয়ে ফেলে রেখেছে ওর লালচে বাদামি সোজা চুলগুলো। 'আমার পাঁচ দিন দেরি হয়েছিল,' গোমড়ামুখে বলল ও। 'গতকাল ইপিটি টেস্ট করিয়েছি।'

উঠে দাঁড়াল মন্ক। 'গতকাল? আমাকে বলোনি কেন?'

বাথরুমের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল ক্যাট, দরজাটা আধখোলা।

'ক্যাট?'

শাওয়ার ছাড়ার শব্দ শুনল মন্ক। ঘুরে বিছানা পেরিয়ে বাথরুমের দিকে এগোল ও। আরও জানতে চায় মন্ক। জগিং থেকে ফিরে আসতে না আসতেই ওর কানে বোমা ফাটিয়েছিল ক্যাট। ফোলা ফোলা চোখ আর মলিন মুখ করে বিছানায় শুয়েছিল ও। কাঁদছিল। সারাদিন কোন বিষয়টি ওকে কষ্ট দিচ্ছিল সেটা বের করতে মন্কের অনেক তেল খরচ করতে হয়েছে।

দরজায় থাবা মারল ও। যতটা শব্দ করতে চেয়েছিল তারচেয়েও জোরে শব্দ হলো দরজায়। বেহায়া হাতের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল মন্ক। ডারপা (ডিএআরপিএ)-এর আধুনিক গেজেট হলো ওর এই কৃত্রিম হাত। একটি মিশনে নিজের হাত হারানোর পর এই হাত-ই ওকে সঙ্গ দিয়ে আসছে। কিন্তু প্লাস্টিক ও ধাতু তো আর মাংস নয়। দরজায় টোকা মারতে গিয়ে এমন আওয়াজ হলো যেন ও দরজা ভেঙে ফেলতে চাইছে!

'ক্যাট, কথা বলো,' নরম সুরে বলল ও।

'আমি চট করে গোসল সেরে আসছি।'

শব্দের পেছনে লুকিয়ে থাকা টানটান ভাবটা বুঝতে পারল মন্ক। বাথরুমের ভেতর উঁকি দিল ও। বিগত এক বছর ধরে একে অন্যকে দেখছে ওরা। আর এখন তো ক্যাটের অ্যাপার্টমেন্টে নিজের জায়গা করে নিয়েছে মন্ক। তবে ওরা একটি নির্দিষ্ট মাত্রার শালীনতা বজায় রাখে।

বন্ধ করা হাই কমোডের ওপর বসে আছে ক্যাট। হাতের ওপর মাথা রেখেছে।

'ক্যাথরিন...'

মাথা তুলে চাইল ও। মন্কের এরকম অনুপ্রবেশে চমকে উঠেছে। 'মন্ক!' দরজার খোলা অংশটুকু বন্ধ করার চেষ্টা করল।

পা দিয়ে দরজা ঠেকিয়ে দিল মন্ক। 'তুমি তো বাথরুম *ব্যবহার* করছ না।'

'শাওয়ারের পানি গরম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

বাথরুমে ঢোকার সময় আয়নায় বাষ্প জমতে দেখেছে মন্ক। জেসমিনের সৌরভ ছড়িয়ে আছে বাথরুমের ভেতরে। ঘ্রাণটি মন্কের ভেতরে থাকা আকুতিকে জাগিয়ে তুলল। ক্যাটের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল ও।

ক্যাট পেছন দিকে হেলান দিল।

ক্যাটের দুই হাঁটুতে নিজের দু'হাত রাখল মন্ক। ওর চোখে চোখ রাখছে না ক্যাট, মাথা পেছন দিকে ঝুলিয়ে রেখেছে।

ওর হাঁটু একটু আলাদা করে ওদুটোর ভেতরে ঢুকল মন্ক। ঊরুর বাইরের অংশ দিয়ে হাত নিয়ে ক্যাটের পশ্চাৎদেশ জড়িয়ে ধরল। নিজের দিকে টেনে নিল ও।

'আমি...' শুরু করতে যাচ্ছিল ক্যাট।

‘তুমি আমার কাছে আসবে।’ ক্যাটকে উঁচু করে নিজের কোলে বসাল মন্‌ক। ও এখন দুই পা ফাঁক করে বসে আছে। ক্যাটের নিঃশ্বাস এসে পড়ছে ওর মুখে।

অবশেষে মন্‌কের চোখে চোখ রাখল ও। ‘আমি... আমি দুঃখিত।’

ক্যাটের আরও কাছে ঝুঁকল ও। ‘কীসের জন্য?’ দু’জন দু’জনার ঠোঁটে ঠোঁট ঘষল।

‘আমার আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।’

‘আমি কোনো অভিযোগ করেছি বলে তো মনে পড়ছে না।’

‘কিন্তু এরকম ভুল...’

‘চুপ।’ ওকে শক্ত করে চুমো খেল মন্‌ক। রাগে নয়, ওকে নিশ্চিত করতে। ‘আর কখনও এ-কথা বলবে না।’ ওদের দুই জোড়া ঠোঁটের মাঝে মন্‌ক উচ্চারণ করল।

ক্যাট ওর ওপর মোমের মতো গলে পড়ল। মন্‌কের গলা প্যাঁচিয়ে ধরল ওর দুই হাত। ওর চুল থেকে জেসমিনের সৌরভ আসছে। ‘আমরা কী *করতে* যাচ্ছি?’

‘আমি হয়তো সবকিছু জানি না তবে তোমার প্রশ্নের উত্তরটা জানি।’

একবার গড়ান দিয়ে ক্যাটকে নিজের নিচে একটি তোয়ালের ওপর রাখল ও।

‘ওহ্,’ বলল ক্যাট।

সকাল ৭টা ৫৫ মিনিট।
কোপেনহ্যাগেন, ডেনমার্ক।

ছোট্ট অ্যান্টিকশপটির বিপরীতে থাকা একটি ক্যাফেতে বসে আছে গ্রে। রাস্তার ওপাশে থাকা ভবনটিকে পর্যবেক্ষণ করছে।

জানালায় লেখা রয়েছে *SJAELDEN BOGER*, দুষ্প্রাপ্য বই। লাল টাইলের ছাদযুক্ত দোতলা ভবনের দোতলায় এই বইয়ের দোকানের অবস্থান। প্রতিবেশীদের কাছে ভবনটি বেশ পরিচিত। বিত্ত-বৈভবের কমতি থাকায়, শহরের এদিকটা আধুনিকায়ন হয়নি। উপর তলার জানালায় তক্তা মারা রয়েছে। এমনকী স্টিলের ড্রপ-গেট বসিয়ে দোতলায় থাকা দোকানটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

দোকান এখন বন্ধ।

দোকান খোলার অপেক্ষায় আছে গ্রে। তরল হারশিস’র বারের মতো পুরু ডেনমার্কের হট চকোলেটে চুমুক দিতে দিতে ভবনটিকে আরও ভাল করে পর্যবেক্ষণ করছে ও। তক্তা মারা জানালা ছাড়িয়ে দৃষ্টি মেলল গ্রে। ভবন পুরোনো হয়ে গেলেও এর পুরোনো সৌন্দর্য এখনও বজায় আছে। দোতলার খাম বাইরে বেরিয়ে গেছে, ছাদের এক ঢালু অংশে জমে আছে অনেকদিনের জমাট বাঁধা বরফ, ছাদের পলেস্তরা প্যাঁচার চোখের মতো কুঁতকুঁতে দৃষ্টিতে বাইরে উঁকি দিচ্ছে। এমনকি এককালে জানালার নিচে রাখা ফুলের বাক্স রাখার ফুটোও গ্রে’র নজরে পড়ল।

গ্রে মনে মনে ভবনটিকে তার অতীত সৌন্দর্যে সাজাতে চেষ্টা করল। ইঞ্জিনিয়ারিং ও সৌন্দর্যের মিশেলে এটা একধরনের মানসিক অনুশীলন।

কল্পনা করতে করতে করাতের গুঁড়োর গন্ধ পর্যন্ত নিতে পারছে গ্রে।

শেষ জিনিসটি ওর কল্পনার জাল ছিঁড়ে ফেলল। অনাহুত এক স্মৃতি এসে ঝেটিয়ে বিদায় করল কল্পনাগুলোকে। ওর বাবার কাঠের গ্যারেজ ছিল, স্কুল শেষ করে ওখানে

তাঁর সাথে কাজ করত গ্রে। ওখানে ওরা দু'জন একসাথে হওয়ার পর ছোট কথা দিয়ে পরিস্থিতি খারাপ হলেও সেটা শেষ হতো অনেক কঠিন ও তিক্ত শব্দ দিয়ে। যেটা মেনে নেয়া অনেক কষ্টের ছিল। সেই তিক্ততার ফলস্বরূপ হাই স্কুল ছেড়ে মিলিটারিতে যোগ দিতে হয়েছিল গ্রে'কে। পরবর্তীতে অনেক দিন পর বাপ-বেটা একে অপরের সাথে ভাল মুখে কথা বলা রপ্ত করতে পেরেছে। দু'জনের ভিন্নতাগুলোকে মেনে নিয়ে মিলগুলো গ্রহণ করতে শিখেছে ওরা।

এখনও গ্রে'কে ওর মায়ের একটি প্রশ্ন তাড়া করে বেড়ায়। বাপ-বেটার মধ্যে এত অমিল থাকা সত্ত্বেও এখন দু'জনের মধ্যে মিল হলো কীভাবে। এতদিন পরে এসে কেন গ্রে'র এই প্রশ্ন মনে আসছে? মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তার মেঘকে দূরে ঠেলে দিল ও।

কল্পনার রথ থামিয়ে ঘড়ি দেখল গ্রে। আজকের দিন নিয়ে বেশ চিন্তিত। ইতোমধ্যে নিলাম অনুষ্ঠানে ঢোকার সামনের ও পেছনের অংশে দুটো ক্যামেরা বসিয়ে এসেছে ও। এবার ওর কাজ হচ্ছে বাইবেলের মালিকের সাথে কথা বলে জিনিসটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জেনে নেয়া। এই কাজগুলো শেষ হলেই ও র‍্যাচেলের সাথে একটা লম্বা ছুটি কাটাতে যাবে।

র‍্যাচেলের হাসিমুখের কথা মনে পড়তেই কাঁধ শিথিল হয়ে গেল গ্রে'র। গলায় থাকা নটে ঢিল পড়ল।

অবশেষে রাস্তার অপর পাশে একটি ঘণ্টা বেজে উঠল। দোকানের দরজা খুলে গেল, সরতে শুরু করল নিরাপত্তা গেট।

গ্রে আরও সোজা হয়ে বসল। দোকান যে খুলছে তাকে দেখে অবাক হয়েছে ও। বিণুনি করা কালো চুল, আরবদের মতো তামাটে রং, কাঠবাদামের মতো চওড়া চোখের অধিকারিণী দোকান খুলছে। এই মেয়েটি ওকে তখন ফলো করছিল। এমনকি এখনও সে ওই একই সোয়েটার-জ্যাকেট আর সবুজ ব্যাগ নিয়ে রয়েছে।

ক্যাফের টেবিলে বিল রেখে বেরিয়ে পড়ল গ্রে। কল্পনার সাগরে হাবুডুবু খাওয়া বন্ধ করে কাজে নামতে পেরে ও বরং খুশিই হয়েছে।

বড় বড় পা ফেলে সরু রাস্তা পার হলো ও। মেয়েটি তখন মাত্র গেট খোলা শেষ করেছে। গ্রে'র দিকে তাকাল মেয়েটি। মোটেও অবাক হয়নি।

'আচ্ছা বন্ধু, দাঁড়াও আন্দাজ করি...' ব্রিটিশ উচ্চারণে কেতাদুরস্ত ইংরেজিতে বলল মেয়েটি। গ্রে'র পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিলে বলল, 'আমেরিকান।'

ওর এরকম অপ্রত্যাশিত আচরণ দেখে ভ্রু কুঁচকাল গ্রে। ওকে এখনও একটি শব্দও বলতে দেয়া হয়নি। তবে যতটুকু সম্ভব চেহারায় আগ্রহ ফুটিয়ে রাখল ও। একটু আগে যে মেয়েটি ওকে ফলো করছিল আর ও-ও সেটা ধরে ফেলেছে ব্যাপারটা বুঝতে দিতে চাচ্ছে না। 'তুমি কীভাবে জানলে?'

'তুমি যেভাবে হাঁটো, পাছা উঁচু করো, ওতেই বুঝেছি।'

'তাই?'

গেট আটকিয়ে দিল ও। গ্রে খেয়াল করল মেয়েটির জ্যাকেটে কয়েকটা পিন আছে। রংধনুঅলা সবুজ পতাকা, রুপোর কেল্ট চিহ্ন, একটি সোনার ইজিপশিয়ান ক্রস ও বাহারি রঙিন বোতামগুলোতে ডেনিশ এবং ইংরেজিতে স্লোগান লেখা রয়েছে। ওর হাতে সাদা রঙের একটি রাবারের ব্রেসলেট আছে, "আশা" শব্দটি লেখা রয়েছে ওতে।

সামনে সরে যাওয়ার জন্য গ্রে'কে ইশারা করল ও। কিন্তু গ্রে চট করে সরে না যাওয়ায় দু'জনের একটু ধাক্কা লাগল। রাস্তার ওপাশে চলে গেল মেয়েটি। 'আরও এক ঘণ্টা পর দোকান খুলবে। দুঃখিত, বন্ধু।'

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একবার দরজা আরেকবার মেয়েটির দিকে তাকাল গ্রে। মেয়েটি ক্যাফের দিকে এগোচ্ছে। গ্রে একটু আগে যে টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়েছে সেই টেবিলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গ্রে'র রেখে যাওয়া নোটগুলো থেকে একটি নোট তুলে নিল মেয়েটি। অপেক্ষা করল গ্রে। জানালা দিয়ে দেখল মেয়েটি দুটো কফির অর্ডার করে চুরি করা টাকা দিয়ে বিল পরিশোধ করে দিল।

দুই হাতে দুটো লম্বা সাইজের স্টাইরোফোম কাপ নিয়ে ফিরল ও।

'এখনও দাঁড়িয়ে আছো?' গ্রে'কে প্রশ্ন করল।

'এই মুহূর্তে অন্য কোথাও যাওয়ার মতো জায়গা নেই আমার।'

'আহারে!' দু'হাত উঁচু করে বন্ধ দরজা খুলে দেয়ার ইশারা করল মেয়েটি।

'খুশি?'

'ওহ।' দরজা খুলে দিল গ্রে।

ভেতরে ঢুকল মেয়েটি। 'বারটেল!' হাঁক ছাড়ল ও। পেছন দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভেতরে ঢুকবেন নাকি দরজা আটকাবো?'

'আমি ভেবেছিলাম...'

'আজব!' চোখ পাকিয়ে বলল ও। 'অনেক ঢং করেছ। এমন একটা ভাব করছ যেন আমাকে আগে দেখইনি।'

ভাবল গ্রে। আচ্ছা, তাহলে ওটা কাকতালীয় ছিল না। মেয়েটা ওকে ফলো করছিল।

দোকানের আরও ভেতরে গিয়ে আবার হাঁক ছাড়ল ও। 'বারটেল! কোথায় তুমি?' দ্বিধা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে মেয়েটির পেছন পেছন দোকানে ঢুকল গ্রে। অবশ্য বেশি ভেতরে ঢুকল না, দরজার কাছেই থাকল। প্রয়োজন বুঝে কেটে পড়বে।

দোকানটা সরু গলির মতো চাপা সাইজের। দোকানের দু'পাশে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বুকশেলফ আছে। বিভিন্ন ধরনের বই আছে ওতে। ভ্যলিউম, ধর্মগ্রন্থ, পুস্তিকা সবই আছে। কয়েক পা সামনে এগিয়ে চোখে পড়ল দুটো গ্লাস কেবিনেট রয়েছে দোকানের মাঝখানে। চামড়ায় বাঁধানো বই আছে ওগুলোর ভেতর।

গ্রে আরও ভেতরে চোখ বুলাল।

সকালের সূর্যের আলোতে দেখা গেল পাতলা ধূলো উড়ছে। বাতাসে পুরোনো বোঁটকা গন্ধ। বইয়ের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে গন্ধটাও বাড়ছে। এখানটা একদম ইউরোপের মতো। বয়সের ভার আর প্রাচীন ঐতিহ্য এখানকার প্রতিদিনের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

অবশ্য ভবনের জীর্ণদশা ছাড়া দোকানের ভেতরটা বেশ ভাল অবস্থাতেই আছে। গ্লাস ওয়ালের সাথে পর্যাপ্ত মই ঠেক দিয়ে রাখা আছে। ওগুলো দিয়ে বুকশেলফে উঠে প্রয়োজনীয় বই নামিয়ে নেয়া যাবে। দোকানের ভেতরে বেশি লোক হয়ে গেলে যাতে বাইরে লোকজন বসতে পারে তার জন্য সামনের জানালার আছে অতিরিক্ত দুটো চেয়ারও আছে।

আর সবচেয়ে ভাল দিক হচ্ছে...
গভীরভাবে শ্বাস নিল গ্রে।
কোনো বিড়াল নেই।
আর কেন নেই সেটারও জবাব হাজির হয়ে গেল।

একটি শেলফের পাশে এক উস্কখুস্ক আকৃতি চোখে পড়ল। আকৃতির মালিকটির চোখ দুটো থলথলে, বাদামি রঙের। হঠাৎ করে কুকুরটি ওদের দিকে পা টেনে টেনে এগোতে শুরু করল। বাম পায়ের সামনের অংশ লেংচিয়ে এগোচ্ছে। বাম পায়ের থাবার ওই অংশটুকু নেই।

'এই যে, বারটেল।' সামনে ঝুঁকে কফি কাপ থেকে তরলটুকু মেঝেতে রাখা একটি সিরামিকের বাটিতে ঢালতে শুরু করল মেয়েটি। কুকুরটি এগিয়ে এসে খুব আগ্রহ নিয়ে বাটিতে জিহ্বা ডুবাতে শুরু করল।

'কুকুরের জন্য কফি বোধহয় খুব একটা ভাল জিনিস নয়,' সতর্ক করল গ্রে।

উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। কাঁধের পাশ দিয়ে বিণুনি করা চুল সরিয়ে দিল। 'চিন্তার কিছু নেই। এই কফিতে ক্যাফেইন নেই।' দোকানের আরও ভেতরে এগোল ও।

'আচ্ছা, ওর পায়ে কী হয়েছিল?' পরিস্থিতির সাথে ধাতস্থ হওয়ার ফাঁকে একটু আলাপ করে নিতে চাইছে গ্রে। পাশ দিয়ে আসার পর গ্রে গায়ে একটু আদর করার বিনিময়ে লেজ নাড়ানো উপহার পেল কুকুরের কাছ থেকে।

'বরফে পচন ধরে ছিল। ফ্রস্টবাইট। মাট্টি ওকে অনেক দিন আগে নিয়ে গিয়েছিল।'

'মাট্টি?'

'আমার নানু। তোমার জন্য অপেক্ষা করছে সে।'

দোকানের শেষ প্রান্ত থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে এল। '*Er det ham der vil kobe bogerne, ফিওনা?*'

'Ja, মাট্টি! ক্রেতা আমেরিকান। ইংরেজিতে বলো।'

'*Send ham ind paa mit kontor.*'

'মাট্টি তোমার সাথে তাঁর অফিসে দেখা করবে।' ফিওনা নামের মেয়েটি গ্রে'কে দোকানের পেছনের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। কুকুরটি তার সকালের কফি খাওয়া শেষ করছে। এবার সে গ্রে'র পিছু পিছু হাঁটা ধরল।

দোকানের মাঝখানে এসে একটি ছোট ক্যাশ-রেজিস্টার ডেস্কের পাশ দিয়ে এগোল ওরা। ডেস্কের ওপর সনি কম্পিউটার ও প্রিন্টার রাখা আছে। এই পুরাকীর্তি ধাঁচের দোকানে কম্পিউটার দেখে মনে হলো, যাক, তাহলে আধুনিকতার ছোঁয়া পৌঁছেছে এখানে!

'আমাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে,' গ্রে'র মনের কথা আন্দাজ করে বলল ফিওনা।

রেজিস্টার পেরিয়ে দোকানের পেছন দিকে খোলা দরজা দিয়ে একটি রুমে ঢুকল। তবে এটাকে অফিস না বলে ড্রয়িংরুম বলাই শ্রেয়। একটি সোফা, টেবিল আর দুটো চেয়ার আছে এখানে। রুমের এক কোণে থাকা ডেস্কটিকে অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালনা করার চেয়ে গরম প্লেট আর চায়ের কেটলি রাখার কাজেই বেশি ব্যবহার

করা হয় বলে মনে হলো। দেয়ালে এক সারি কালো কেবিনেট আছে। ওগুলোর ওপরে আছে একটি শিকঅলা জানালা। ওটা দিয়ে সকালের মিষ্টি আলো অফিস রুমে ঢুকছে।

বয়স্কা মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'ড. সয়্যার,' এই মিশনে গ্রে যে ছদ্মনাম ব্যবহার করছে সেটা সম্বোধন করে বললেন তিনি। বোঝা গেল, ভদ্রমহিলা গ্রে'র ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে নিয়েছেন। 'আমি গ্রিট্টি নেয়াল।'

মহিলার হাতের মুঠো বেশ শক্ত-পোক্ত। হালকা-পাতলা গড়ন, ত্বকের রং ফ্যাকাসে। তাঁর শরীর স্বাস্থ্য দেখে আবারও প্রমাণিত হলো এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের শরীর কতটা অদম্য, কতটা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এরা। গ্রে'কে একটি চেয়ারে বসার ইশারা করলেন তিনি। মহিলার আচরণ বেশ স্বাভাবিক, এমনকি তাঁর পোশাকও; নেভি জিন্স, ফিরোজা রঙের ব্লাউজ আর কালো পাম্প স্যু। মাথার রুপোলি চুলগুলো সোজা করে চিরুণি করা। দেখে মনে হতে পারে তিনি খুব সিরিয়াস। কিন্তু চোখ দুটো হাসি হাসি।

'আমার নাতনির সাথে আপনার দেখা হয়েছে।' বেশ নিখাঁদ ইংরেজিতে বললেন গ্রিট্টি তবে তাঁর উচ্চারণভঙ্গিতে ডেনিশের ছোঁয়া আছে। অবশ্য নাতনির এই সমস্যা নেই।

ফ্যাকাসে রঙের বয়স্কা মহিলা আর কালো মেয়েটির মধ্যে চোখ বুলাল গ্রে। এদের দু'জনকে দেখে মনে হচ্ছে না, এদের কোনো পারিবারিক সম্পর্ক আছে। তবে গ্রে এটা নিয়ে কোনো কথা বলল না। এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ নিয়ে কথা বলতে হবে তাকে।

'হ্যাঁ, দেখা হয়েছে।' গ্রে জবাব দিলো। 'আসলে, আজকে আপনার নাতনির সাথে আমার দু'বার দেখা হয়েছে।'

'ওহ, ফিওনার এত কৌতূহলী স্বভাব একদিন সত্যিই ওকে বিপদে ফেলবে।' হাসি দিয়ে রাগ আড়াল করে বললেন গ্রিট্টি। 'আপনার ওয়ালেট ফিরিয়ে দিয়েছে তো?'

গ্রে'র কপালে ভাঁজ পড়ল। পেছন পকেটে হাত দিয়ে দেখল, খালি।

নিজের প্যাকের সাইড পকেট থেকে গ্রে'র বাদামি রঙের চামড়ার ওয়ালেট বের করে দিল ফিওনা।

ওর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল গ্রে। ওর মনে পড়ল, একটু আগে মেয়েটির সাথে ধাক্কা খেয়েছিল। মাত্রাতিক্ত অভদ্রতা এটা!

'আপনি বিষয়টাকে খারাপভাবে নেবেন না, প্লিজ,' গ্রে'কে শান্ত করার জন্য বললেন গ্রিট্টি। 'আমার নাতনি এভাবেই "হ্যালো" বলে থাকে।'

'ওর সব আইডি চেক করেছি।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ফিওনা।

'ফিওনা, তাহলে ওনার পাসপোর্টটাও ফিরিয়ে দাও।'

নিজের আরেকট পকেট চেক করল গ্রে। নেই! ওহ খোদা!

কভারে আমেরিকান ঈগলের ছবিযুক্ত নীল রঙের ছোট্ট বইটি ওর দিকে ছুড়ে দিল ফিওনা।

'শেষ? নাকি আরও আছে?' নিজেকে সামলে নিতে নিতে বলল গ্রে।

শ্রাগ করল ফিওনা।

'নাতনির এরকম আচরণের জন্য আমি আবারও ক্ষমা চাচ্ছি। মাঝে মধ্যে ও একটু বেশিই সতর্কতা অবলম্বন করে।'

ওদের দু'জনের দিকে তাকাল গ্রে। 'আচ্ছা, আপনারা দয়া করে বলবেন এখানে কী হচ্ছে?'

'আপনি দ্য ডারউইন বাইবেল সম্পর্কে খোঁজ নিতে এসেছেন।' বললেন গ্রিট্টি।

'বাইবেল! দ্য বাইবেল!' শুধরে দিল ফিওনা।

নাতনির দিকে মাথা নেড়ে সায় দিলেন ভদ্রমহিলা। মাঝেমাঝে জিহ্বা ফসকে যায়।

'আমি একজন আগ্রহী ক্রেতার পক্ষ হয়ে কাজ করছি।' বলল গ্রে।

'হ্যাঁ। আমরা জানি সেটা। এও জানি, গতকাল সারাটা দিন আপনি নিলামে উঠতে যাওয়া অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে কাটিয়েছেন, তাই না?'

বিস্ময়ে গ্রে'র ভ্রু উঁচু হয়ে গেল।

'কোপেনহ্যাগেনে বইপড়ুয়াদের কমিউনিটিটা খুবই ছোট। আমাদের মধ্যে কথা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।'

ভ্রুকুটি করল গ্রে। আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

'আপনার ওরকম খোঁজ-খবর নেয়ার ব্যাপারটা আমার ডারউইন বাইবেলটিকে নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সাহায্য করেছে। পুরো কমিউনিটি ভিক্টোরিয়ান-যুগের বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক গ্রন্থের জন্য মুখিয়ে আছে এখন।'

'বিক্রি করার জন্য এটাই ভাল সময়।' কঠিন গলায় বলল ফিওনা। মনে হলো কোনো একটি যুক্তি-তর্কের ইতি টানল ও। 'ফ্ল্যাটের ইজারা এক মাস...'

ওর কথা আর এগোল না। 'সিদ্ধান্তটা বেশ কঠিন ছিল। ১৯৪৯ সালে বাইবেলটি কিনেছিলেন আমার বাবা। ডারউইন পরিবারের পেছনে প্রথিতযশা চার্লস—পর্যন্ত মোট দশ প্রজন্মের নাম হাতে লেখা রয়েছে ওতে। কিন্তু বাইবেলটিতে ইতিহাসও আছে। এইচএমএস বিগলে চড়ে এক ব্যক্তি পৃথিবী ভ্রমণের কথা দিয়ে শুরু হয়েছে ওটা। আপনি এটা জানেন কি-না জানি না কিন্তু চালর্স ডারউইন একবার ক্যাথলিক যাজকদের কলেজে ঢুকেছিলেন। এই বাইবেলে আপনি ধার্মিক ও বিজ্ঞানী হিসেবে একই ব্যক্তির অবস্থান পাশাপাশি দেখতে পাবেন।'

মাথা নাড়ল গ্রে। মহিলা ওকে পটানোর চেষ্টা করছে। এসব করছে যাতে ও নিলামে এই বাইবেল কিনতে যায়? বেশি মূল্য দিয়ে কেনে? তবে এই তথ্যগুলোকে গ্রে তার নিজের সুবিধার্থে কাজে লাগাতে পারে, সমস্যা নেই।

'এজন্যই ফিওনা আমাকে ফলো করছিল?' গ্রে প্রশ্ন করল।

গ্রিট্টিকে একটু ক্লান্ত দেখাল। 'ওরকম কাজের জন্য আমি আবারও ক্ষমা চাচ্ছি। একটু আগে যেমনটা বললাম, ভিক্টোরিয়ান-যুগের এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলের প্রতি অনেকেরই আগ্রহ আর আমাদের কমিউনিটিটাও ছোট। কালো বাজারিদের কথা তো আমরা সবাই জানি... তাই আরকী!'

'হ্যাঁ, আমিও গুজব শুনেছি।' বিনয় দেখিয়ে বলল গ্রে। আরও তথ্য জানতে চায়।

'অনেক ক্রেতা আছে যারা নিলামের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে কথা রাখে না, অবৈধভাবে টাকা দেয়, ভুয়া চেক দেয় ইত্যাদি। ফিওনা ওইদিক নিয়ে সতর্ক থাকার চেষ্টা করছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ও অনেক বেশিদূরে চলে যায় যে কাছে থাকা জিনিসটাও দেখতে পায় না।' নাতনির দিকে এক চোখের ভ্রু উঁচু করে তাকালেন তিনি।

ফিওনা হঠাৎ করে তার পুরো মনোযোগ মেঝেতে দিয়ে দিল।

'এক ভদ্রলোক বছর খানেক আগে প্রায় এক মাসে আমার ফাইল-পত্র ঘেঁটে দেখেছেন ওটা আমাদেরই কি-না।' দেয়ালে থাকা কেবিনেটের দিকে ইশারা করলেন তিনি। 'ডারউইন বাইবেলের টাকা পরিশোধের জন্য তিনি চুরি করা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।'

'তবুও আমাদের সতর্কতার অবলম্বন করা যাবে না, তাই না?' খোঁচা মারল ফিওনা।

'লোকটিকে চেনেন?'

'না, তবে আবার দেখলে চিনতে পারব। অদ্ভুত লোক, ফ্যাঁকাসে চেহারা।'

ফিওনা আবার জ্বলে উঠল। 'ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ওর পেছনে অনুসন্ধান করে নাইজেরিয়া থেকে সাউথ আফ্রিকা পর্যন্ত গিয়েছিল। তারপর শেষ। বেজন্মা হারামিটা পেছনে কোনো সূত্র ফেলে যায়নি।'

ভ্রুকূটি করলেন গ্রিট্টি। 'মুখের ভাষা সামলে কথা বলো, ফিওনা।'

'তো ওরকম একজন বাজে লোকের পেছনে এত অনুসন্ধান করার কারণ?' গ্রে প্রশ্ন করল।

আবারও মেঝেতে মনোযোগ দিল ফিওনা।

গ্রিট্টি চট করে নাতনির দিকে তাকালেন। 'ওনার বিষয়টা জানার অধিকার আছে।'

'মাট্টি...' মাথা নাড়ল ফিওনা।

'কী জানব?'

ফিওনা একবার গ্রে'র দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। 'ও গিয়ে অন্য সবাইকে বলে দেবে। তখন আমরা অর্ধেক দাম পাব।'

এক হাত উঁচু করল গ্রে। 'আমি সতর্ক থাকব।'

এক চোখ সরু করে গ্রে'কে পর্যবেক্ষণ করলেন গ্রিট্টি। 'কিন্তু আপনি কতখানি সত্যবাদী... সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে, ড. সয়্যার।'

দুই নারীর সামনে নিজেকে চোর চোর লাগল গ্রে'র। ওর ছদ্মবেশ কী এখনও টিকে আছে। দুই নারীর চোখা দৃষ্টি ওকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে।

অবশেষে গ্রিট্টি মুখ খুললেন। 'আপনার জানা উচিত। সেই লোক এখান থেকে পালানোর কিছু দিন পরেই দোকান ভেঙে কারা যেন ঢুকেছিল। কিছুই চুরি যায়নি তবে ডারউইন বাইবেল আমরা সাধারণত যে শোকেসে রাখি ওটা খোলা হয়েছিল। কপাল ভাল, বাইবেলটি আমাদের জন্য অনেক মূল্যবান তাই রাতে ওটাকে মেঝের ভল্টে রেখেছিলাম। অ্যালার্মের আওয়াজ শুনে পুলিশ বেশ চটপট হাজির হয়ে তাদের পিছুও নিয়েছিল কিন্তু ডাকাতি করতে কারা এসেছিল সেটা রহস্যই থেকে গেল।'

'ওই শালা...' বিড়বিড় করল ফিওনা।

'সেই রাত থেকে বাইবেলটিকে আমরা পাশের ব্যাংকের সেফ-ডিপোজিটে রাখি। এরপরও আমাদের এখানে গত বছর দু'বার ডাকাতির চেষ্টা করা হয়েছিল। অ্যালার্ম অকেজো করে পুরো দোকান খোঁজা হয়েছিল তন্ন তন্ন করে।'

'কেউ একজন বাইবেলটিকে খুঁজছে।' বলল গ্রে।

'আমাদেরও তা-ই ধারণা।'

গ্রে বুঝতে শুরু করল। অর্থের সংকট-ই শুধু মূল কারণ নয়, এরা বাইবেলের বোঝা থেকে নিজেদেকে হালকা করতে চাচ্ছে। কেউ একজন বাইবেলের পেছনে লেগেছে। সামনে হয়তো বাইবেলটিকে হাতানোর জন্য তারা আরও হিংস্র ও হন্য হয়ে উঠবে। বাইবেল হাত বদলের পর যে নতুন মালিকের কাছে যাবে এই হুমকি হয়তো তার ওপর গিয়েও পড়বে।

চোখের কোণা দিয়ে ফিওনাকে দেখে নিল গ্রে। মেয়েটি এপর্যন্ত যা যা করেছে সবই ওর নানুকে বাঁচানোর জন্য, ওদের আর্থিক দিক রক্ষার জন্য। গ্রে এখনও মেয়েটির চোখে আগুন দেখতে পাচ্ছে। মেয়েটি চায়, ওর নানু যেন কথা চেপে রাখে।

'বাইবেলটি হয়তো আমেরিকার কোনো এক ব্যক্তিগত সংগ্রহে নিরাপদ থাকবে।' বললেন গ্রিট্টি। 'এরকম সমস্যা হয়তো সাগর পেরিয়ে ওপারে পৌঁছাবে না।'

মাথা নাড়ল গ্রে। টের পেল বাইবেল বিক্রি করার জন্য কথাগুলোর পেছনে তেল মাখানো আছে।

'আচ্ছা, আপনি বুঝতে পেরেছেন কেন বাইবেলের পেছনে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা উঠে পড়ে লেগেছে?' ও জিজ্ঞেস করল।

নাতনির পর এবার নানু প্রথমবারের মতো অন্যদিকে মনোযোগ দিলেন।

'তথ্যটা পেলে বাইবেলটি আমার ক্লায়েন্টের কাছে হয়তো আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।' গ্রে জোর করল।

গ্রে'র দিকে চট করে তাকালেন গ্রিট্টি। কোনো একভাবে তিনি গ্রে'র কথার পেছনে লুকিয়ে থাকা মিথ্যের আঁচ করতে পেরেছেন। গ্রে'কে আবার পর্যবেক্ষণ করলেন। সত্য জানার চেষ্টা করছেন তিনি।

এমন সময় অফিসে বারটেল প্রবেশ করল। ডেস্কে থাকা কেটলির পাশে কয়েকটি কেক আছে ওগুলোর কাছ দিয়ে একবার নাক টেনে ঘুরে মেঝেতে ধপ করে বসল সে। ওর মুখের কিছু অংশ গ্রে'র বুটের ওপর রইল। দোকানে আগত অতিথির সাথে বেশ খাতির হয়ে গেছে ওর।

পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট হয়েছে ভেবে ক্ষান্ত হলেন গ্রিট্টি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করলেন তিনি। একটু নরম হয়ে বললেন, 'আমি নিশ্চিত জানি না। তবে কিছু অনুমান করতে পারি।'

'আপনি বলুন, আমি শুনছি।'

'যুদ্ধের পর খণ্ড খণ্ড করে বিক্রি হওয়া এক লাইব্রেরির সম্পর্কে খোঁজ নিতে সেই লোকটি এখানে এসেছিল। আজকের সন্ধ্যার নিলামে যে জিনিসগুলো উঠতে যাচ্ছে ওগুলোর খবরই চাচ্ছিল সে। হিউগো ডি ভ্রিসেস-এর ডায়েরি, গ্রেগর মেন্ডেল-এর পেপার এবং ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কস-এর লেখা দুটো বই।

গ্রে জানে ওর নোটপ্যাডে এই একই তালিকা আছে। এই জিনিসগুলো সবার নজর কেড়েছে। কে কিনতে চায় ওগুলো? কেন কিনতে চায়?

'এই পুরোনো লাইব্রেরি কালেকশন সম্পর্কে আরও কিছু জানাতে পারেন? এর শিকড় কোথায়? কোনো বিশেষ অর্থ বহন করে কি-না, এসব?'

গ্রিট্টি উঠে তাঁর ফাইলগুলোর দিকে এগোলেন। 'আমার বাবা ১৯৪৯ সালে কিনেছিলেন। ওটার মূল রিসিপ্ট আমার কাছে আছে। একটা গ্রাম আর ছোট এলাকার নাম দেয়া আছে ওতে। দাঁড়ান দেখি তো পাই কিনা।'

পেছনের জানালা দিয়ে আসা সূর্যালোকের একটি বিম পেরিয়ে মাঝের ড্রয়ার খুললেন তিনি। 'আমি আপনাকে মূল কপি দিতে পারব না। তবে ফিওনা আপনাকে এটা ফটোকপি করে দিলে খুশি মনে দেব।'

বয়স্কা মহিলা তাঁর ফাইলের ভেতরে ডুবে যেতেই গ্রে'র পায়ের কাছ থেকে নাক তুলল বারটেল। কিছু একটা পেয়েছে সে। মৃদু স্বরে গরগর করে উঠল।

তবে ওটা গ্রে'র জন্য করেনি।

প্লাস্টিকের হাত মোজা পরে একটি হলুদ কাগজ তুলে ধরলেন গ্রিট্টি। 'এই যে, পেয়েছি।'

মহিলার হাতের দিকে না তাকিয়ে পায়ের দিকে মনোযোগ দিল গ্রে। সূর্যালোকের ভেতর দিয়ে ছোট্ট একটি ছায়া সুড়ুৎ করে চলে গেল।

'বসে পড়ুন!'

সোফার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বয়স্কা মহিলার দিকে এগোলো গ্রে।

ওর পেছনে গর্জে উঠল বারটেল। গ্লাস ভাঙ্গার আওয়াজ ওর গর্জনের নিচে প্রায় চাপা পড়ে যাচ্ছিল।

এখনো এগোচ্ছে গ্রে কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। গ্রিট্টির কাছে পৌঁছুনোর আগেই রক্ত আর হাড়ের সম্মিলিত বিস্ফোরণে তাঁর চেহারা বিলীন হয়ে গেল। গ্রিট্টির পেছন থেকে গুলি ছুড়েছে স্নাইপার।

গ্রে তাঁর শরীর ধরে সোফায় শুইয়ে দিল।

চিৎকার করে উঠল ফিওনা।

পেছনের জানালার কাঁচ ভাঙ্গার পাশাপাশি দুটো "ঠকাস" শব্দ হলো। কালো রঙের দুটো ক্যানিস্টার অফিস রুমে ঢুকে অপর প্রান্তের দেয়ালে আঘাত হানল। ড্রপ খাচ্ছে ওদুটো।

সোফা থেকে লাফিয়ে নামল গ্রে, কাঁধ দিয়ে ফিওনাকে আড়াল করল। অফিস থেকে ফিওনাকে সরিয়ে এক কোণায় নিয়ে চলল ও।

ওদের পেছন পেছন খুড়িয়ে খুড়িয়ে এগোল বারটেল।

গ্রে ফিওনাকে বুককেসের পেছনে অর্ধেক ঢুকিয়েছে এমন সময় ক্যানিস্টার দুটো অফিস রুমে বিস্ফোরিত হলো। দেয়ালকে প্লাস্টারের মতো চূর্ণ করে দিল ওটা।

বুককেস লাফিয়ে উঠে পাশে হেলে পড়ল। ফিওনাকে নিজের নিচে নিয়ে ঢেকে ফেলল গ্রে।

বিভিন্ন কাগজপত্রে আগুন ধরে ওদের মাথার ওপরে ছাই হয়ে বৃষ্টির মতো পড়তে লাগল।

বৃদ্ধ কুকুরটিকে দেখল গ্রে। বেচারা পঙ্গু পা নিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। বিস্ফোরণের ধাক্কা ওকে ওপাশের দেয়ালের ওপর নিয়ে আছড়ে ফেলেছে। নড়ছে না একটুও। ওর লোমে আগুন জ্বলছে দপদপ করে।

দৃশ্যটা যেন ফিওনার চোখে না পড়ে তাই ওদিকটা আড়াল করল গ্রে। 'আমাদেরকে সরতে হবে।'

হেলে পড়া বুককেসের নিচ থেকে হকচকিয়ে যাওয়া ফিওনাকে বের করল ও। আগুন আর ধোঁয়ায় দোকানের পেছনের অর্ধেক প্রায় ভরে গেছে। মাথার ওপরে অগ্নি

নির্বাপক যন্ত্র থেকে পানি ঝরছে। দেরি হয়ে গেছে অনেক আর পরিমাণেও অল্প। এই আগুনকে থামানোর জন্য এতটুকু পানির ছিটা যথেষ্ট নয়।

'সামনে চলো!' তাড়া দিল গ্রে।

হোঁচট খেতে খেতে ফিওনাকে নিয়ে এগোল ও।

ওদের সামনে বাইরের সিকিউরিটি গেট ভেঙ্গে পড়ল। বন্ধ হয়ে গেল সামনের দরজা, জানালা। গেটের দু'পাশে অনেক ছায়ার আগাগোনা খেয়াল করল গ্রে। আরও অস্ত্রধারী আসছে।

গ্রে পেছনে তাকাল। দোকানের পেছনটা গুঁড়ো হওয়া দেয়াল, আগুন আর ধোঁয়ায় ভর্তি।

ফাঁদে আটকা পড়েছে ওরা।

রাত ১১টা ৫৭ মিনিট।
ওয়াশিংটন, ডি.সি.।

স্বর্গীয় সুখানুভূতি নিয়ে আধো ঘুমে ডুবে আছে মন্‌ক। বাথরুমের মেঝে থেকে শুরু হওয়া ভালবাসা ঠাঁই পেয়েছিল বিছানায়। প্রেমে মত্ত হয়ে উঠেছিল দু'জন। ফিসফিস করে উচ্চারিত কিছু শব্দ আর আলতো নরম ছোঁয়ায় ওরা সমৃদ্ধ হয়েছিল। চাদর ওদের দু'জনের নগ্ন শরীরকে ঢেকে রেখেছে। জড়াজড়ি ধরে শুয়ে আছে ওরা। এখন একে অপরকে ছাড়ার কোনো ইচ্ছেই নেই। শারীরিকভাবে নয়, কোনোভাবেই নয়।

ক্যাটের নগ্ন বুকের বাঁকে আস্তে করে আঙুল বুলাল মন্‌ক। ওর ছোঁয়ায় কামনার চেয়ে ভালবাসার স্পর্শ বেশি ছিল। ক্যাট ওর পা দিয়ে মন্‌কের পায়ে আলতো করে স্পর্শ করল।

নিখুঁত সাড়া। নিখাঁদ ভালবাসা।

ওদের এই মাখামাখি অক্ষুণ্ন থাকবে, কেউ ভাঙতে পারবে না...

হঠাৎ ওদের দু'জনকে হকচকিত করে রুমের ভেতরে রিং বেজে উঠল।

বিছানার পাশ থেকে শব্দ আসছে। ওখানে প্যান্ট খুলে রেখেছে মন্‌ক। ঠিক খুলে নয় শরীর থেকে রীতিমতো হেঁচকা টান মেরে প্যান্টটি ওখানে রেখেছিল। মন্‌কের পেজার এখনও প্যান্টের রাবারের কোমরের সাথে লাগানো রয়েছে। ওর মনে আছে, জগিং শেষ করে ফেরার পর যন্ত্রটিকে ভাইব্রেশন মোডে সেট করে রেখেছিল। তাহলে এভাবে রিং হওয়ার একটাই মানে হতে পারে।

জরুরি কিছু।

বিছানার আরেকপাশ থেকে দ্বিতীয় পেজার বেজে উঠল।

এটা ক্যাটের।

দু'জনই উঠল, চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া।

'সেন্ট্রাল কমান্ড বোধহয়,' বলল ক্যাট।

নিচ থেকে নিজের প্যান্ট ও পেজার তুলে নিল মন্‌ক। ক্যাটের ধারণা সঠিক।

মেঝেতে পা নামিয়ে তাড়াতাড়ি ফোনের কাছে গেল মন্‌ক। ক্যাট ওর পাশে এল। চাদর দিয়ে ও নিজের উন্মুক্ত স্তন দুটোকে ঢেকে নিয়েছে। সেন্ট্রাল কমান্ডের

সাথে কথা বলবে, তাই এই ভদ্রতা। হোক ফোনে, তাতে কী। সরাসরি সিগমা ফোর্সে ডায়াল করল মন্‌ক। ওপাশ থেকে সাথে সাথে ফোন রিসিভ হলো।

'ক্যাপ্টেন ব্রায়ান্ট?' বললেন লোগান গ্রেগরি।

না, স্যার। আমি মন্‌ক কক্যালিস। তবে ক্যাট... ক্যাপ্টেন ব্রায়ান্ট আমার কাছেই আছেন।'

'আমি তোমাদের দু'জনকে জরুরি ভিত্তিতে কমান্ডে চাই।' চটপট আসল কথা জানিয়ে দিলেন লোগান।

মাথা নেড়ে সায় দিল মন্‌ক। 'আমরা এখুনি বেরোচ্ছি।' ফোন কেটে দিল।

ক্যাটের চোখে চোখ পড়ল ওর। ক্যাট ভ্রূঁ জোড়া কুঁচকে রেখেছে। 'কী সমস্যা?'

'বিরাট সমস্যা।'

'গ্রে'র কিছু হয়েছে?'

'না। আমি নিশ্চিত সে ঠিক আছে।' প্যান্ট পরে নিল ও। 'হয়তো র‍্যাচেলের সাথে দারুণ সময় পার করছে।'

'তাহলে...?'

'ডিরেক্টর ক্রো। নেপালে কিছু একটা হয়েছে। বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। তবে প্লেগ টাইপের কিছু একটা হবে।'

'ডিরেক্টর ক্রো কী রিপোর্ট করেছেন?'

'এপর্যন্তই করেছেন। তাঁর সর্বশেষ রিপোর্ট ছিল তিন দিন আগের। কিন্তু ঝড় এসে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তবে ওটা তেমন চিন্তার বিষয় ছিল না। কিন্তু আজ ঝড় থেমে গেছে অথচ এখনও তাঁর কোনো খবর নেই। আর এখন গুজব শোনা যাচ্ছে প্লেগ, মৃত্যু আর এরচেয়ে কোনো বড় কিছু একটা হচ্ছে ওখানে। মাওবাদীদের হামলাও হতে পারে।

চোখ বড় বড় করল ক্যাট।

'লোগান সবাইকে কমান্ডে ডেকেছেন।'

বিছানা ছেড়ে নিজের পোশাকের দিকে এগোল ক্যাট। 'ওখানে কী হতে পারে?'

'ভাল কিছু হচ্ছে না, সেটা নিশ্চিত।'

সকাল ৯টা ২২ মিনিট।
কোপেনহ্যাগেন, ডেনমার্ক।

'উপরে যাওয়ার কোনো রাস্তা আছে?' গ্রে জিজ্ঞাসা করল।

বন্ধ গেটের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে ফিওনা। গ্রে বুঝতে পারল মেয়েটি ঘটনার আকস্মিকতার ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি।

'ফিওনা...' মেয়েটির কাছে এগিয়ে এল গ্রে। নাকের সামনে নাক এনে ওর দৃষ্টিপথ ঢেকে দিল। 'ফিওনা, আগুন থেকে আমাদের পালাতে হবে।'

ফিওনার পেছনে আগুনের তাণ্ডবলীলা দ্রুত বাড়ছে। আগুনের লেলিহান শিখাকে রসদ যোগাচ্ছে শুকনো কড়কড়ে বই আর বুকশেলফ। আগুনের শিখা উঁচু হয়ে সিলিং ছুঁয়ে ফেলেছে। ধোঁয়া পাকাচ্ছে ছাদের নিচে। অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র থেকে পানি ছিটে

বেরোচ্ছে ঠিকই কিন্তু একটু ধোঁয়া তৈরি করা ছাড়া কাজের কাজ কিছুই করতে পারছে না।

প্রতিবার নিঃশ্বাসের সাথে গরমের আঁচ বাড়ছে। ফিওনার হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে গ্রে খেয়াল করল মেয়েটি কাঁপছে, পুরো শরীর কাঁপছে ওর। তবে হাত ধরায় মেয়েটি এবার ওর দিকে তাকাল।

'উপর তলায় যাওয়ার কোনো সিঁড়ি আছে?'

ফিওনা উপর দিকে চোখ মেলল। ধোঁয়ার চাদরে সিলিং আড়াল হয়ে গেছে।

'কিছু পুরোনো রুম। একটা চিলেকোঠা...'

'বেশ। আমরা ওখানে যেতে পারব?'

প্রথমে ধীরে মাথা নাড়লেও পরে বিপদের হিসেব কষে জোরালোভাবে না-সূচক মাথা নাড়ল ও। 'না। একটাই সিঁড়ি আছে আর ওটা...' আগুনের দিকে নির্দেশ করল ফিওনা। 'বিল্ডিঙের পেছন দিকে।'

'মানে—বাইরে?'

মাথা নাড়ল ও। আগুনের লেলিহান দেয়াল আরও সামনে এগোতেই ওদের মাথার উপরে ছাইয়ের কুণ্ডলী এসে আঘাত হানল।

দাঁতে দাঁত পিষল গ্রে। উপরের রুমগুলো থেকে নিচতলাকে আলাদা করে দোকান বানানোর আগে নিশ্চয়ই ভেতরে একটি সিঁড়ির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এখন নেই। পথ খুঁজে বের করতে হবে।

'তোমাদের এখানে কোনো কুড়াল আছে?' গ্রে প্রশ্ন করল।

ফিওনা মাথা নাড়ল।

'ক্রোবার (ভারি জিনিস তোলার জন্য বাঁকা প্রান্ত বিশিষ্ট লোহার দণ্ড) নেই? বক্স কিংবা ঝুড়ি খোলার মতো কিছু?'

মাথা নাড়ল ও। 'ক্যাশ রেজিস্টারের ওখানে।'

'এখানে থাকো।' হাতের বাঁ পাশে থাকা দেয়াল ঘেঁষে এগোল গ্রে। এদিক দিয়ে এগোলে তরতর করে সেন্ট্রাল ডেস্কে পৌঁছুনো যাবে। আগুন এখনও এদিকটায় আসেনি।

গ্রে'র পিছু নিল ফিওনা।

'আমি তোমাকে ওখানে থাকতে বলেছি।'

'ক্রোবারটা কোথায় আছে জানি আমি,' গ্রের ওপর তেঁতে উঠল ও।

ফিওনার রাগের পেছনে লুকিয়ে থাকা ভয় টের পেল গ্রে। তবে কিছুক্ষণ আগে হতভম্ব হয়ে থাকা ফিওনার চেয়ে রাগী ফিওনা ঢের ভাল। তাছাড়া এরকম রাগী স্বভাব গ্রে'র সাথে যায় ভাল। মেয়েটি এর আগে পিছু নিয়েছিল, ওটা খারাপ হলেও এখন তো পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। অজ্ঞাত আততায়ী গ্রে'কে কোণঠাসা করে ফেলেছে। র‍্যাচেলের চিন্তা করতে করতে মিশন সম্পর্কে তুলনামূলক কম সজাগ ছিল গ্রে। যার ফলস্বরূপ এবার ওর জীবন হুমকির মুখে।

গ্রে'কে ধাক্কা দিল ফিওনা। ধোঁয়ায় বেচারির চোখ লাল হয়ে গেছে, কাশছে। 'এই যে, এখানে।' ডেস্কের পেছন থেকে সবুজ রঙের একটি স্টিলের বার বের করল ও।

'চলো।' বাড়তে থাকা আগুনের দিকে এগোল গ্রে। নিজের উলের সোয়েটারের বিনিময়ে ক্রেবার নিল ও।

'যন্ত্র থেকে ছিটে আসা পানিতে ভাল করে সোয়েটারকে ভিজাও।' ক্রোবার দিয়ে উপরের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র দেখাল ও। 'এবং পারলে নিজেকেও ভিজিয়ে নাও।'

'তুমি কী করতে যাচ্ছো...?'

'আমাদের জন্য একটা সিঁড়ি বানানোর পায়তারা করছি।'

বুকশেলফের জন্য রাখা একটি মইয়ে উঠল গ্রে। ওর মুখের ওপর ধোঁয়া পাক খেল। বাতাস পুড়ে গেল যেন। ক্রোবার দিয়ে টিনের সিলিং টাইলসে গুঁতো দিল গ্রে। সহজেই নিজের স্থান থেকে সরে গেল ওটা। গ্রে যেমনটা ধারণা করেছিল, দোকানের ছাদে নিচে একটি ড্রপ সিলিং আছে। এই সিলিং উপর তলার মেঝেতে থাকা কাঠ-তক্তার স্তর ঢেকে রেখেছিল।

মইয়ের একদম উঁচুতে উঠল গ্রে। ওখান থেকে বুককেসের শেষ কয়েক তাকে চড়ল ও। বুককেসের উপরে রীতিমতো চড়ে বসে ক্রোবার দিয়ে দুটো তক্তার ভেতরে ঢুকাল গ্রে। ক্রোবার বেশ গভীরে চলে গেল। এবার নিজের গায়ের জোর খাটাল ও। স্টিলের বার পুরোনো কাঠ চিরে দিল। কিন্তু ওটার আকার একটি ইঁদুরের গর্তের মতো।

চোখ জ্বালাপোড়া করে পানি পড়ছে। নিচ দিকে ঝুঁকল গ্রে। কাশল। অবস্থা ভাল নয়। ধোঁয়ার সাথে প্রতিযোগিতা করে ক্রোবার চালাতে হবে ওকে। পেছন ফিরে আগুনের দিকে তাকাল গ্রে। আগুনের হিংস্রতা বাড়ার সাথে সাথে ধোঁয়াও বেড়ে চলেছে।

এই গতিতে কাজ করতে থাকলে কিছুই হবে না।

কিছু একটা নড়ে ওঠায় গ্রে নিচ দিকে তাকাল। মই বেয়ে উঠছে ফিওনা। এক টুকরো কাপড় পেয়ে ওটাকে ভিজিয়ে নিজের নাক-মুখে বেঁধেছে ও। গ্রে'র উলের সোয়েরটা সে উপরে তুলে ধরল। এটাকেও ভিজিয়ে এনেছে, ভিজে সাইজে ছোট হয়ে গেছে সোয়েটার, দেখতে কুকুরের ছোট্ট বাচ্চার মতো লাগছে। গ্রে অনুধাবন করল মেয়েটির বয়স ১৭ নয় তারচেয়েও কম। ওর আগের ধারণা ভুল ছিল। এই মেয়ের বয়স ১৫'র বেশি হতে পারে না। আতঙ্কে ওর চোখ দুটো লাল হলেও ওখানে আশার আলো আছে, গ্রে'র ওপর অন্ধের মতো ভরসা করছে মেয়েটি।

কেউ যখন ওকে এভাবে অন্ধের মতো ভরসা করে, বিশ্বাস করে গ্রে'র তখন রাগ হয়। কারণ, ও তাদের ভরসা না রেখে পারে না।

সোয়েটারের দুই হাতা নিজের গলায় বেঁধে বাকি অংশ পিঠের ওপর ফেলে রাখল গ্রে। ছাইযুক্ত বাতাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হাতার এক অংশ তুলে নিয়ে নিজের নাক-মুখ ঢাকল।

গ্রে'র শার্টের পেছনের অংশ ভিজে যাচ্ছে ভেজা সোয়েটারের কারণে। এতে বরং ভালই হচ্ছে। ঘাড়ত্যাড়া কাঠের তক্তাগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য আবার যুদ্ধে নামল ও। ওর নিচে ফিওনা দাঁড়িয়ে আছে, গ্রে নিজের দায়িত্ব আঁচ করতে পারল।

ড্রপ সিলিং আর কাঠের তক্তার স্তরের মধ্যকার ফাঁকা জায়গাটুকুতে চোখ বুলাল গ্রে। যদি পালানোর জন্য বিকল্প কোনো রাস্তা পাওয়া যায়। চারিদিকে পাইপিং আর ওয়্যারিঙের ছড়াছড়ি। নিচের অংশ দোকান আর ওপরের অংশ রুম হিসেবে আলাদা হওয়ার পর বাড়তি অনেক কিছু যোগ হয়েছে এখানে। নতুন যুক্ত হওয়া পাইপিংগুলো

দেখতে বিশ্রী লাগছে। পুরোনো ওয়্যারিং ও পাইপিংগুলো সুন্দর গোছানোভাবে করা হলেও নতুনগুলো করা হয়েছে একদম যা-তা ভাবে।

গ্রে খুঁজতে খুঁজতে সারি সারি কাঠের তক্তার মাঝে একটি জায়গায় বক্স আকৃতির ভিন্নতা লক্ষ করল। জায়গাটির আকার তিন বর্গ ফুট, পুরু করে চিহ্ন দেয়া। সাথে সাথে চিনতে পারল ও। ওর ধারণাই সঠিক। উপরতলার সাথে নিচ তলার যোগাযোগের জন্য আগে এখানে একটি সিঁড়ির ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু এটাকে এরকম সুন্দর করে বন্ধ করা হয়েছে কীভাবে?

সেটা জানার মাত্র একটাই রাস্তা আছে।

বুককেসের একদম ওপরে উঠে দাঁড়াল ও। বক্স আকৃতির জায়গাটির কাছে যাওয়ার জন্য বুককেসের ওপর দিয়ে এগোল, ওটাকে খুলবে। খুব বেশি দূরে নয়, মাত্র কয়েক ফুট কিন্তু সমস্যা হলো যেদিকে আগুন জ্বলছে ওকে সেই দিকে যেতে হবে।

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' মইয়ের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা ফিওনা প্রশ্ন করল।

জবাব দেবার মতো অবস্থায় নেই গ্রে। ওর প্রতি পদক্ষেপে ধোঁয়া আরও ভারি হয়ে উঠছে। তাপমাত্রাও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। অবশেষে ও বন্ধ করে দেয়া সিঁড়ির ওখানটায় গিয়ে পৌঁছুল।

নিচ দিকে তাকাল ও। বুককেসের নিচের তাকে ইতোমধ্যে আগুন ধরে গেছে। আগুনে চূড়োর কাছাকাছি চলে এসেছে গ্রে।

কোনভাবেই সময় নষ্ট করা চলবে না।

নিজেকে তৈরি করে ক্রোবারকে কাজে লাগাল ও।

পাতলা কাঠের তক্তার ভেতর দিয়ে সহজেই ক্রোবার ঢুকে পড়ল। ঠিক তক্তা নয়, পাতলা ফাইবারবোর্ড আর ভিনাইল টাইলস। বর্তমান যুগের জিনিসগুলো যেমন হালকা পাতলা হয়, সেরকম। গ্রে'র ধারণা এবারও সঠিক প্রমাণিত হলো। আধুনিক যুগের এরকম হালকা-পাতলা জিনিস দিয়ে কাজ সারার নীতির জন্য মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল গ্রে।

বাতাসে তাপ বাড়ছে। হাতে ধরা ক্রোবারকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করে উপরে ওঠার মতো যথেষ্ট জায়গা তৈরি করল ও।

সদ্য খোলা জায়গা দিয়ে ক্রোবারটিকে উপরে ছুঁড়ে দিল গ্রে। উপরে আছড়ে পড়ে ঠনঠন আওয়াজ করল ওটা।

ফিওনার দিকে তাকিয়ে ওর কাছে আসার ইশারা করল।

'পারবে বুকশেলফের উপরে উঠে তারপর...?'

'আমি দেখেছি, তুমি কীভাবে ওখানে উঠেছ।' বুককেসে চড়তে শুরু করল ফিওনা।

নিচ দিক থেকে ভেসে আসা একটি শব্দ গ্রে'র দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ওর নিচে থাকা বুককেস কেঁপে উঠল থরথর করে।

এই সেরেছে...

গ্রে'র ওজন আর বুককেসের নিচে আগুন ধরে যাওয়ার কারণে বুককেসের নিচের অংশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। তৈরি করা গর্তে নিজের অর্ধেক তুলে দিয়ে শেলফের ওপর থেকে ওজন কমাল ও।

'তাড়াতাড়ি,' মেয়েটিকে তাড়া দিল।

ভারসাম্য রক্ষার জন্য হাত ছড়িয়ে রেখে ফিওনা বুককেসের ওপরে চড়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রে'র কাছ থেকে প্রায় তিন ফুট দূরে আছে ও।

'তাড়াতাড়ি করো,' গ্রে আবার তাড়া দিল।

'প্রথম যখন বলেছ তখনই শুনেছি তো...!'

গ্রে'র নিচে থাকা বুককেস সশব্দে ধসে পড়ল। বুককেস ধসে পড়তে দেখে গর্তের কিনারা আরও শক্ত করলে ধরল গ্রে। এক পশলা টাটকা ছাই, আগুন আর তাপমাত্রা উপরে উঠে এল।

ফিওনার পায়ের নিচে থাকা বুককেসের অংশ কেঁপে উঠতেই চিৎকার করে উঠেছিল তবে সামলে নিয়েছে।

হাতে ঝুলে থাকা অবস্থায় মেয়েটিকে ডাকল ও। 'লাফ দাও। আমার কাঁধ ধরবে।'

আর কিছু বলে সাহস যোগাতে হয়নি গ্রে'র, বুককেস আবার কেঁপে উঠতেই লাফ দিল ফিওনা। গ্রে'কে জাপটে ধরল। গ্রে'র গলায় হাত আর কোমরে পা প্যাঁচিয়ে ধরেছে। ফিওনার লাফের দমকে আর একটু হলেই গ্রে'র হাত ফসকে গিয়েছিল।

'আমার শরীরকে ব্যবহার করে গর্তের ভেতরে উঠে যেতে পারবে?' টান টান অবস্থায় বলল গ্রে।

'ম...মনে হয় পারব।'

চুপচাপ গ্রে'কে ধরে ঝুলে থাকল ও। নড়ল না।

গর্তের এবড়োখেবড়ো কিনারা গ্রে'র আঙুলে আঘাত করছে। 'ফিওনা...'

একটু কেঁপে উঠে গ্রে'র পিঠের ওপর কাজ শুরু করল ও। নড়তে শুরু করেই এক পা গ্রে'র বেল্টে বাধিয়ে কাঁধে ভর দিয়ে মাকড়সা ও বানরসুলভ যৌথ দক্ষতার সমন্বয়ে চটপট উপরে উঠে গেল মেয়েটি।

নিচে বইয়ে লাগা আগুন দাবানলে রূপ নিয়েছে।

ফিওনার পর গ্রে নিজেও গর্তের ভেতর দিয়ে উপরে উঠে এল। একটি হলওয়ের মাঝখানে এসে উঠেছে ওরা। ওর দু'পাশে রুম ছড়ানো আছে।

'আগুন এখানেও চলে এসেছে,' ফিসফিস করে বলল ফিওনা, যেন ওর কথা শুনতে পেলে আগুন এদিকে আরও বেশি করে ধেয়ে আসবে। গর্তের ভেতর থেকে পা উঠিয়ে গ্রে খেয়াল করল অ্যাপার্টমেন্টের পেছনের দিক থেকে উজ্জ্বল শিখার আভাস দেখা যাচ্ছে। এখানে ধোঁয়াও আছে, তবে নিচের চেয়ে কম।

'চলো,' বলল গ্রে। দৌড় এখনও শেষ হয়নি।

আগুনের উল্টো দিকে দ্রুত এগোল ও। উপরের দিকে বসানো একটি জানালার কাছে এসে থামল। দুই পাতের ভেতর দিয়ে উঁকি দিল গ্রে। দূর থেকে সাইরেনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। লোকজন জড়ো হয়েছে নিচের রাস্তায়। লাজুক দর্শক এরা। তবে এদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে দু-একজন আততায়ীও ঘাপটি মেরে আছে।

জানালা দিয়ে বেয়ে ওঠার চেষ্টা করলে ওরা দু'জনই সবার চোখে পড়ে যাবে।

ফিওনা-ও লোকজনের দিকে তাকাল। 'ওরা আমাদেরকে বেরোতে দেবে না, তাই না?'

'আমরা আমাদের নিজেদের পথ বের করে নেব।'

পেছনে হটে খুঁজতে শুরু করল গ্রে। রাস্তা থেকে বিল্ডিঙের যা যা দেখেছিল মনে করার চেষ্টা করল। ছাদে যেতে হবে ওদের।

গ্রে'র মতলব বুঝল ফিওনা। 'পাশের রুমে একটা মই আছে।' পথ দেখিয়ে এগোল ও। 'আমি এখানে এসে মাঝে মাঝে পড়তাম যখন মাম্‌মি...' ওর কণ্ঠ ভেঙে গেল। শব্দগুলো আর বেরোল না।

গ্রে জানে, মেয়েটিকে ওর নানুর মৃত্যু অনেকদিন তাড়া করে বেড়াবে। মেয়েটির কাঁধে এক হাত রাখল ও কিন্তু রেগে কাঁধ ঝাঁকিয়ে গ্রে'কে সরিয়ে দিল ফিওনা।

'এখানে' এককালে বসার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত রুমে ঢুকে বলল ও। এখন এই রুমে কয়েকটি বাক্স আর ফাটা-ছেঁড়া সোফা ছাড়া কিছুই নেই।

সিলিং থেকে ঝুলে থাকা একটি ক্ষয়প্রাপ্ত রশি দেখাল ফিওনা, ছাদের একটি ট্রাপডোরের সাথে ওটা লাগানো রয়েছে।

গ্রে রশি ধরে টান দিতেই একটি কাঠের মই ওপর থেকে মেঝেতে নেমে এল। মই বেয়ে প্রথম উঠল গ্রে, ওর পেছন পেছন উঠল ফিওনা।

চিলেকোঠাটির নির্মাণ কাজ শেষ না করে অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছিল। এখানে থাকা দুটো জানালা দিয়ে ভেতরে আলো আসছে। একটি জানালার মুখ রয়েছে সামনের রাস্তার দিকে আর অন্যটি পেছন দিকে। ধোঁয়া এখানেও হাজির হয়েছে তবে কোনো আগুন নেই।

গ্রে প্রথমে পেছনের জানালা দিয়ে চেষ্টা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। পশ্চিম দিকে মুখ করে রয়েছে ওটা, দিনের এসময়টায় ওখানে ছাদের ছায়া পাওয়া যাবে। এছাড়াও বিল্ডিঙের ওদিকেই আগুন লেগেছে। তাই হামলাকারীরা হয়তো ওদিকে কম নজর দেবে। কাঠের তক্তার ওপর দিয়ে লাফিয়ে এগোল গ্রে। নিচ থেকে উঠে আসা তাপের আঁচ ও এখানেও অনুভব করতে পারছে।

জানালার কাছে পৌঁছে নিচ দিকে তাকাল গ্রে। নিচ তলার ছাদের বাড়তি অংশ এমনভাবে রয়েছে যে ও দোকানের পেছন দিকটা দেখতে পারছে না। যদি গ্রে হামলাকারীদের দেখতে না পারে তাহলে হামলাকারীরাও গ্রে'কে দেখতে পাবে না। তার ওপর নিচের ভাঙ্গা জানালাগুলো থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে এসে এদিকটাকে আড়াল করে দিয়েছে।

একবারের জন্য হলেও আগুন ওদের উপকারে এলো!

জানালার পাল্লা খুলে দেয়ার পরও গ্রে ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অপেক্ষা করছে। না, কোনো গুলি হলো না। তবে রাস্তার ওপাশে জড়ো হওয়া সাইরেনগুলোর আওয়াজ শোনা গেল।

'আমি আগে যাচ্ছি,' ফিওনাকে ফিসফিস করে বলল গ্রে। 'যদি সব ঠিক থাকে তাহলে...'

ওদের পেছনে ছোট গর্জনের মতো শব্দ হলো।

দু'জনই ঘুরল ওরা। আগুনের একটি জিহ্বা এসে কাঠের তক্তায় আঘাত হেনে ওটার সর্বনাশ করে দিয়েছে। সশব্দে ভেঙে, ধোঁয়া তৈরি করল ওটা। ওদের হাতে সময় খুব কম।

'আমাকে দেখো,' বলল গ্রে।

জানালার বাইরে গেল ও, নিচু হয়ে আছে। একটানা শ্বাসরুদ্ধকর তাপমাত্রায় থাকার পর ছাদের এ-অংশের বাতাসকে সুন্দর ঠাণ্ডা মনে হলো ওর।

পালানোর স্বার্থে ছাদের টাইলসগুলো পরীক্ষা করল গ্রে। জায়গাটি বেশ খাড়া ও ঢালু তবে ওর জুতোয় বেশ ভাল গ্রিপ আছে। সাবধানে হাঁটলে, সম্ভব। জানালার কাছ থেকে সরে উত্তরদিকের ছাদের কিনারার দিকে এগোল ও। সামনে দুটো বিল্ডিঙের মাঝে প্রায় ফুট তিনেক ফাঁকা জায়গা আছে। সমস্যা নেই, এটুকু ওরা লাফিয়ে পার হয়ে যেতে পারবে।

সন্তুষ্ট হয়ে জানালার দিকে ফিরল ও। 'ঠিক আছে, ফিওনা... সাবধানে।'

ফিওনা জানালা দিয়ে আগে মাথা বের করে চারিদিক দেখে নিল, তারপর নামল ছাদে। নিচু হয়ে প্রায় বসে বসে এগোচ্ছে ও।

মেয়েটির জন্য গ্রে অপেক্ষা করছে। 'বেশ দারুণ করছ তুমি।'

কথা শুনে গ্রে'র দিকে তাকাল মেয়েটি। মনোযোগ সরে যাওয়া একটি ভাঙ্গা টাইলের ওপর পা পড়ল ওর। টাইল ভেঙ্গে যাওয়ায় ফিওনার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল। পেটের ওপর ভর দিয়ে আছড়ে পড়ল বেচারি। ঢালু ছাদ দিয়ে পিছলে নামতে শুরু করল।

হাত-পা দিয়ে নিজেকে থামাতে চেষ্টা করলেও ফিওনা আকড়ে ধরার মতো কিছু পেল না।

গ্রে ওকে বাঁচানোর জন্য সামনে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না।

টাইলসগুলোর ওপর দিয়ে পিছলে যেতে যেতে ওর গতি বাড়তে লাগল। আরও টাইলস ভাঙ্গল হাত-পা ছোড়ার কারণে। ওর সামনে থাকা টাইলস ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে "টাইলসধস"-এর মতো অবস্থা হলো।

উপুড় হয়ে পড়ে রইল গ্রে। কিছুই নেই ওর।

'গাটার! (ছাদ থেকে পানি গড়ানোর জন্য পাইপ বা নালী)' মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বলল গ্রে। 'গাটার ধরো!'

ফিওনা দেখে মনে হলো ও কিছুই শুনতে পায়নি। টাইলস ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে নিচে চলে যাচ্ছে সে। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে এবার গড়াতে শুরু করল ও। একটি আর্তচিৎকার বেরিয়ে এলো ওর গলা দিয়ে।

প্রথমে ভেঙ্গে যাওয়া কয়েকটি টাইলস কিনারা থেকে ছিটকে পড়ল। আগুনের চিরবির শব্দের সাথে পাথুরে উঠোনে ওগুলো আছড়ে পড়ার শব্দও শুনতে পেল গ্রে।

ফিওনাও ওগুলোর অনুসরণ করল, হাত ছড়িয়ে ছাদের কিনারা থেকে খসে পড়ল বেচারি।

চলে গেল ফিওনা।

তিন.

উকুফা

সকাল ১০টা ২০ মিনিট।
হুলুহুলুই-আমফলোজি গেম প্রিজার্ভ
জুলুল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা।

কোপেনহ্যাগেন থেকে ছয় হাজার মাইল দূরে, একটি খোলা জিপ আফ্রিকার বুনো পথ মাড়িয়ে এগোচ্ছে।

গরমে গলদঘর্ম অবস্থা, আফ্রিকার উষ্ণ উদোম প্রান্তরে মরীচিকা ঝিকমিক করছে। রিয়্যার ভিউ আয়নায় দেখা যাচ্ছে, সূর্যের তাপে দারুণভাবে সেদ্ধ হচ্ছে সমতল ভূমি। তবে সূর্যের এই মহৎ কাজে মাঝে মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাঁটাঅলা ঝোপ-ঝাড় আর হালকা লাল কাঠের গাছপালা। জিপের সামনে দুম করে একটি ছোট ঢিবির উদয় হলো। বাবলাজাতীয় গাছের কাণ্ড, গুল্ম পাতার পুরু স্তরে ঢাকা ওটা।

'ডক্টর, এটাই কী সেই জায়গা?' শুকনো নদীর ওপর দিয়ে ঝাঁকি খেয়ে স্টিয়ারিং ঘুরাতে ঘুরাতে খামিশি টেইলর জানতে চাইল। জিপের পেছনে মোরগের লেজের মতো ধূলো উড়ছে। পাশে থাকা নারীর দিকে তাকাল সে।

যাত্রী সিটে ড. মারসিয়া ফেয়ারফিল্ড প্রায় দাঁড়িয়ে আছে। ঝাঁকি সামাল দিতে এক হাত দিয়ে উইন্ডশিল্ডের কিনারা ধরে আছে ও। আরেক হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'পশ্চিম দিকে। ওখানে একটা গভীর গহ্বর আছে।'

খামিশি গিয়ার নামিয়ে ডান দিকে গাড়ি চালাল। হুলুহুলুই-আমফলোজি গেম প্রিজার্ভের বর্তমান গেম ওয়ার্ডেন (প্ররক্ষক) হিসেবে তাকে কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলতেই হয়। বেআইনিভাবে পশু-পাখি শিকার করা দণ্ডনীয় অপরাধ, তবুও শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে পার্কের নির্জন অংশে।

এমনকি ওর নিজের লোকজন, কিছু জুলু উপজাতির বাসিন্দারাও মাঝে মাঝে তাদের ঐতিহ্য চর্চা করতে গিয়ে পশু-পাখি মেরে ফেলে। এই কাজ করার জন্য ওকে ওর দাদার বয়স্ক বন্ধুদেরকেও জরিমানা করতে হয়েছে। ওরা খামিশির নাম পড়িয়ে "ফ্যাট বয়"। উপহাসের সুরেই এই নামে ডাকেন তাঁরা। খামিশি বুঝতে পারে ওনারা ওকে এখনও পছন্দ করে উঠতে পারেননি। ওকে এখনও একজন সাদা চামড়াধারী লোকের চাকরি করার যোগ্য বলে মানেন না তাঁরা। খামিশি এখনও এখানে বেশ

পরিচিত। ওর যখন ১২ বছর বয়স তখন বাবা ওকে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে গিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলে ডারউইন শহরের বাইরে জীবনের একটি অংশ দারুণভাবে কাটিয়ে এসেছে ও। ওখান থেকে ফিরে এসে গেম ওয়ার্ডেন পদে চাকরি নিশ্চিত করে এখানে থিতু হয়েছে।

"ফ্যাট বয়" উপাধি বাগিয়ে নিয়েছে শিকারিদের শান্তি নষ্ট করে।

'আরেকটু জোরে যাওয়া যাবে?' ওর যাত্রী তাড়া দিল।

ড. মারসিয়া ফেয়ারফিল্ড ক্যামব্রিজ থেকে পাস করা জীববিজ্ঞানী। গণ্ডার সম্পর্কিত অপারেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত অংশ হিসেবে সে কাজ করছে। মারসিয়ার সাথে কাজ করতে খামিশির বেশ ভালই লাগে। ড. মারসিয়া খুব সাদামাটাভাবে চলা ফেরা করে, পরনে খাকি সাফারি জ্যাকেট, মাথার রুপোলি ধূসর চুলগুলো মাথার পেছনে গোছা করে বেঁধে রেখে দিব্যি ঘুরছে ও। কোনো ছলনা নেই, ভনিতা নেই। হয়তো এই কারণেই খামিশি তাকে পছন্দ করে।

কিংবা হয়তো মারসিয়ার পছন্দের বিষয়ের জন্য।

'বাচ্চা জন্ম দিতে গিয়ে যদি মা গণ্ডার মারা যায় তাহলে বাচ্চাটি হয়তো বাঁচবে কিন্তু সেটা কতক্ষণ?' উইন্ডশিল্ডের কিনারায় থাবা মারল ড.। 'ওদের দু'জনকে হারানো চলবে না।'

গেম ওয়ার্ডেন হিসেবে মারসিয়ার কথার মর্মার্থ বুঝতে পারল খামিশি। ১৯৭০ সাল থেকে কালো রাইনো (গণ্ডার) এর সংখ্যা আফ্রিকা থেকে ৯৬% কমে গেছে। কালো রাইনোর এই বিলুপ্তি রোধ করার চেষ্টা করছে হুলুহুলুই-আমফলোজি। এখানে সাদা রাইনো আছে। এই পার্কের অন্যতম প্রধান চেষ্টা হলো কালো রাইনোর বিলুপ্তি বন্ধ করা।

প্রত্যেকটি কালো রাইনো গুরুত্বপূর্ণ।

'ট্রাকিং ইমপ্ল্যান্ট (কারও অবস্থান জানার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র) ব্যবহারের কারণে আমরা ওর অবস্থান জানতে পেরেছি, নইলে এটা সম্ভব হতো না।' বলল ড. ফেয়ারফিল্ড। 'হেলিকপ্টার দিয়ে ওকে দেখলাম ঠিকই কিন্তু যদি বাচ্চার জন্ম দিয়ে দেয় তাহলে তো সেই বাচ্চার আর হদিস জানার উপায় থাকবে না।'

'কেন, মায়ের সাথেই তো বাচ্চার থাকার কথা, তাই না?' খামিশি জানতে চাইল। এর আগে এরকম ঘটনা সে নিজে দেখেছে। দুই বছর আগের কথা, এক জোড়া সিংহের বাচ্চা ওদের মায়ের ঠাণ্ডা পেটের কাছে গাদাগাদি করে বসেছিল। ওদের মা মারা গিয়েছিল শৌখিন শিকারির গুলিতে।

'এতিমদের কপালে কী জোটে তা তো জানেন। শিকারি প্রাণীগুলো হামলে পড়বে। যদি বাচ্চাটি ইতোমধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়ে রক্তমাখা শরীর নিয়ে...'

খামিশি মাথা নাড়ল। গ্যাস পেডালে চাপ দিয়ে জিপকে খাড়া পাথুরে ঢালে লাফিয়ে নিয়ে গেল ও। এলোমেলো অবস্থায় কিছু নুড়ি-পাথর পড়ে রয়েছে, ও সেগুলোর তোয়াক্কা করল না।

পাহাড় পেরিয়ে সামনে এগিয়ে দেখা গেল ওদের সামনের ভূমি গভীর উপত্যকায় দুই ভাগ হয়ে গেছে। এই দুই ভাগ করার কাজটি করে দিয়েছে নদীর ক্ষীণকায় জলধারা। এখানে গাছপালার পরিমাণ বেশি ডুমুর, মেহগনি ও নায়লা গাছ রয়েছে।

এই পার্কের অন্যতম "ভেজা" অঞ্চল এটি। সাধ্যরণত পর্যটকরা যেদিক দিয়ে চলাচল করে সেখান থেকে এই জায়গাটির অবস্থান বেশ দূরে, একটু তফাতে। এখানে অনুমতিপ্রাপ্ত স্বল্প সংখ্যক কিছু লোক প্রবেশ করতে পারে এবং সেই প্রবেশেরও সময়সীমা বেঁধে দেয়া আছে। যেমন : দিনের আলোতে আসা যাবে, কোনোভাবেই রাত কাটানো যাবে না ইত্যাদি। পার্কের পশ্চিম সীমান্ত ঘেঁষে এই অঞ্চলের অবস্থান।

খাড়া ঢাল থেকে জিপ নামানোর সময় দিগন্তে চোখ বুলাল খামিশি। মাইল খানিক দূরে, গেম ফেন্সিং (বেড়া) ভেঙ্গে গেছে। দশ ফুট উঁচু এই বেড়াটি পার্শ্ববর্তী সংরক্ষিত ব্যক্তিগত এলাকা থেকে আলাদা করেছে পার্ককে। এরকম সংরক্ষিত এলাকায় সব সময় পার্কের সীমানা থাকে যাতে পর্যটকরা পার্কের বন্য পরিবেশকে একদম কাছ থেকে উপভোগ করতে পারে।

কিন্তু এটা কোনো সাধারণ সংরক্ষিত এলাকা নয়।

১৮৯৫ সালে হুলুহুলুই-আমফলোজি পার্ক স্থাপন করা হয়। পুরো আফ্রিকার সবচেয়ে পুরোনো অভয়ারণ্য এটা। এর পাশে থাকা সংরক্ষিত এলাকাটি এর চেয়েও পুরোনো। জমির মালিক ওয়ালেনবার্গ, এরা একদম খাঁটি বোয়্যার পরিবার। সাউথ আফ্রিকার রাজবংশের লোক বলা যায় এদের, সেই সতেরশ শতাব্দী থেকে এদের প্রজন্ম চলে আসছে। পার্ক স্থাপনের আগে থেকেই এই জমির মালিক তাঁরা। পার্কের আকারের চার ভাগের তিন ভাগ হলো এই সংরক্ষিত এলাকা। এখানে প্রচুর পরিমাণে বন্য প্রাণী আছে। হাতি, গণ্ডার, চিতা, সিংহ ও কেইপ মহিষই নয় বিভিন্ন প্রজাতির শিকারি প্রাণীও আছে এখানে নাইল কুমির, জলহস্তি, চিতা, হায়েনা, হরিণ, শিয়াল, জিরাফ, জেব্রা, কুডু, ওয়াটারবাক, রিডবাক, শুয়োর, বেবুন ইত্যাদি। বলা হয়ে থাকে এখানে নাকি মালিকদের অজান্তে বেশকিছু দুর্লভ ওকাপি (আফ্রিকার রোমন্থক প্রাণী) বাস করছে। ১৯০১ সালে জিরাফের আত্মীয়র কাতারে পড়া এই প্রাণী আবিষ্কৃত হয়।

ওয়ালেনবার্গের এই সংরক্ষিত এলাকা নিয়ে বরাবরই বিভিন্ন গুজব চালু রয়েছে। পার্কে ছোট প্লেন কিংবা হেলিকপ্টার নিয়ে প্রবেশ করা যায়। বনে যাওয়ার আগ পর্যন্ত অবশ্য রাস্তা ধরেই এগোনো সম্ভব। আর এখানকার দর্শনার্থীরা মামুলি কেউ নন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা আসেন এখানে। কথিত আছে, টেডি রুজভেল্ট এখানে এসে শিকার করে যাওয়ার পর আমেরিকার ন্যাশনাল পার্কের সিস্টেম গড়ে ছিলেন।

এই পার্কে একটি দিন কাটানোর জন্য খামিশি ওর সামনের দুটো দাঁত দিতেও রাজি!

কিন্তু হুলুহুলুই-এর প্রধান ওয়ার্ডেন-ই শুধু সেটা করার অধিকার রাখেন। ওয়ালেনবার্গ স্টেটে একবার ঘুরে এসে এই পার্কের বিভিন্ন গোপনীয়তা জানার ভীষণ কৌতূহল জেগেছে খামিশির। ও আশা করে, একদিন নিজের কৌতূহল মেটাতে পারবে।

কিন্তু আশা করলেই তো সব আশা পূরণ হয় না।

ওর এই কালো চামড়ায় তো নয়-ই।

জুলু বংশের লোক আর শিক্ষাগত যোগ্যতা ওকে হয়তো এই চাকরি পাওয়া পর্যন্ত সাহায্য করতে পেরেছে কিন্তু ওর সীমানা এপর্যন্তই। যদিও এখানে আর আগের মতো

বর্ণবৈষম্য নেই। তবে ঐতিহ্য মেনে এগোতে গেলে চামড়া কালো হোক বা সাদা কঠিন পথ পাড়ি দিতেই হবে। তার ওপর খামিশির বর্তমান পদটি খুব একটা শক্ত-পোক্ত নয়। এখানকার বিভিন্ন স্থানীয় গোত্রের বাচ্চাদেরকে সাধারণত অল্প শিক্ষা কিংবা অশিক্ষিত করে গড়ে তোলা হয়। শিক্ষার এরকম দশা হওয়ার পেছনে বিভিন্ন কারণ আছে। যেমন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের গাফিলতি, অর্থ সঙ্কট, পৃথককরণ ও অস্থিরতা ইত্যাদি। সংক্ষেপে বললে, এই প্রজন্মের তেমন কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তাই খামিশি ওর সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে। নিজে শিক্ষিত হয়েছে এবং পরবর্তী প্রজন্মের সুবিধার জন্য যতদূর সম্ভব সুযোগ-সুবিধা করে দিয়ে যেতে চায় সে।

ফ্যাট বয় হিসেবে থাকতে ওর কোনো আপত্তি নেই, যদি এভাবে থেকে ওর উদ্দেশ্য হাসিল হয়...

'ওই যে!' ড. ফেয়ারফিল্ড চিৎকার করে উঠল। খামিশির পেছনে থাকা প্যাঁচানো রাস্তার দিকে নির্দেশ করে বলল, 'বাওবাব গাছের বাঁ দিক দিয়ে পাহাড়টির নিচে চলুন তো।'

প্রাগৈতিহাসিক বিরাটাকার গাছটি চোখে পড়ল খামিশির। গাছটির প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখা থেকে বড় বড় সাদা ফুল ফুটে রয়েছে। গোলাকার বাটি আকৃতির রাস্তা নেমে গেছে গাছের বাম দিক দিয়ে। পানিতে যেন চিকচিক করে উঠল, খেয়াল করল খামিশি।

ডোবা।

পুরো পার্কে এরকম ডোবা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কোনোটা প্রাকৃতিক আবার কোনোটা কৃত্রিম। বুনো জীবজন্তু দেখার সেরা জায়গা হলো ওই জলাধারগুলো তবে পায়ে হেঁটে গেলে ব্যাপারটা অনেক বিপজ্জনক।

'আমাদেরকে তো এখান থেকে হেঁটে যেতে হবে।' গাছের কাছে গিয়ে একটু গলা চড়িয়েই বলল খামিশি।

ড. মাথা নাড়ল। রাইফেল তুলে নিল দু'জন। ওরা দু'জনই বন্য প্রাণী রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য কাজ করলেও দক্ষিণ আফ্রিকার বুনো পরিবেশে কীরকম বিপদ ওঁত পেতে থাকে সে সম্পর্কে জানে।

জিপ থেকে নেমে একটি বড়-বোর ডাবল রাইফেল .৪৬৫ নিট্রো হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ড রয়্যাল নিজের কাঁধে ঝোলাল খামিশি। তেড়ে আসা পাগলা হাতিকে থামানোর ক্ষমতা রাখে এই অস্ত্র। বুনো পরিবেশে এরকম করিৎকর্মা রাইফেল খামিশির বেশি পছন্দ।

ঝোপ-ঝাড় ও ঘাস মাড়িয়ে ঢাল বেয়ে ওরা নামতে শুরু করল। ওদের মাথার ওপরে একটি গাছের ডাল-পালা সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করলেও গভীর ছায়া তৈরি করল নিচে। সামনে এগোতে এগোতে খামিশি খেয়াল করল চারিদিক বেশ নিশ্চুপ। কোনো পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে না। বানরের চেঁচামেচি নেই। কিছু পোকামাকড়ের ঝিঁঝি আওয়াজ ছাড়া কোনো শব্দ নেই এখানে। এরকম নীরবতা দেখে দাঁতে দাঁত পিষল খামিশি।

ওর পাশে, ড. মারশিয়া তার জিপিএস ট্রাকার চেক করছে।

এক হাত উঁচিয়ে নির্দেশ করল ড.। একটি কর্দমাক্ত ডোবার পাশ নির্দেশ করা হয়েছে। খামিশি নল-খাগড়ার ভেতর গিয়ে এগোতেই পচা মাংসের দুর্গন্ধ এসে ধাক্কা মারল। এরকম উৎকট দুর্গন্ধের উৎস খুঁজে বের করতে খুব একটা সময় লাগল না।

কালো গণ্ডারটির ওজন হবে প্রায় তিন হাজার পাউন্ড। রীতিমতো দানবাকৃতির।

'ওহ ঈশ্বর,' নাকে-মুখে রুমাল চেপে বিস্ময় প্রকাশ করল ড. মারশিয়া। 'হেলিকপ্টার থেকে যখন রবার্টো দেহের অবশিষ্টাংশ দেখিয়েছিল...'

'সবসময় মাঠে নামলে দেখা যায় অবস্থা আরও জঘন্য,' বলল খামিশি।

ফুলে ওঠা দেহাবশেষের দিকে এগোল ও। বাঁ কাত হয়ে পড়ে রয়েছে ওটা। ওরা এগোতেই মাছি কালো মেঘ তৈরি করে উড়াল দিল। গণ্ডারটির পেট চিড়ে দেয়া হয়েছে। পাকস্থলী থেকে মলদ্বার পর্যন্ত খাদ্যনালীর নিচের অংশ বেরিয়ে এসেছে, গ্যাসে ফুলে উঠেছে। ফুলে যাওয়ায় এইসব কিছু গণ্ডারটির পেটে কীভাবে ছিল, কীভাবে জায়গা করে নিয়েছিল ভাবতে অসম্ভব মনে হচ্ছে। দেহের অন্যান্য অঙ্গ গড়াগড়ি খাচ্ছে ধূলোয়। রক্তের দাগ দেখে মনে হচ্ছে পাশে থাকা জঙ্গলের ভেতরে এখান থেকে কিছু একটা টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মাছিগুলো উড়াউড়ি বন্ধ করে আবার যে যার জায়গায় বসে পড়ল।

কামড়ে খাওয়া লাল কলিজার কাছে এগোল খামিশি। গণ্ডারটির পেছনের অংশ দেখে মনে হচ্ছে ঊরুর অংশ থেকে রীতিমতো ফেড়ে ফেলা হয়েছে। চোয়ালে কতটা শক্তি থাকলে এরকম কাজ করা সম্ভব...

এমনকী একটি প্রাপ্তবয়স্ক সিংহের পক্ষেও এরকম অবস্থা করা কঠিন।

গণ্ডারের মাথার কাছে যাওয়ার আগ পর্যন্ত খামিশি ঘুরে ঘুরে দেখল খামিশি।

গণ্ডারের খাটো-মোটা গোছের একটি কান কামড়ে ছিড়ে নেয়া হয়েছে। গলা চিরে দেয়া হয়েছে নৃশংসভাবে। প্রাণহীন কালো চোখ দুটো নিথর তাকিয়ে রয়েছে খামিশির দিকে। আতঙ্কে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে। ভয়ে কিংবা যন্ত্রণায় ঠোঁট দুটো উঠে গেছে পেছন দিকে। মুখ থেকে চওড়া জিহ্বা বেরিয়ে এসেছে, শরীরের নিচে যেন রক্তের পুকুর। কিন্তু এগুলোর কিছুই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

খামিশি জানে, ওকে কী পরীক্ষা করতে হবে।

ফেনা ও ছোট ছোট ফুটকিঅলা নাকের ওপরে থাকা গণ্ডারের শিংটি একদম অক্ষত অবস্থায় আছে।

'একাজ কোনো শিকারি করেনি, নিশ্চিত।' বলল খামিশি।

শিকারির কাজ হলে এই শিং আর থাকতো না। এই শিং-এর কারণেই গণ্ডারের সংখ্যা এখনও আশংকাজনক হারে কমছে। এশিয়ার বাজারে এই শিঙের গুঁড়োকে পুরুষাঙ্গের বলবর্ধক হিসেবে বিক্রি করা হয়ে থাকে। গণ্ডারের একটি শিঙের দাম নেহাত কম নয়।

খামিশি সোজা হয়ে দাঁড়াল।

গণ্ডার দেহের অন্য পাশে গিয়ে বসল ড. মারশিয়া। শরীরের সাথে ঠেস দিয়ে রাইফেলটিকে দাঁড় করিয়ে রেখে হাতে প্লাস্টিকের গ্লোবস পরে নিয়েছে ও। 'গণ্ডারটা কোনো বাচ্চা প্রসব করেছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'তাহলে কোনো বাচ্চাও এতিম হচ্ছে না।'

জীববিজ্ঞানী মারশিয়া দেহাবশেষের গর্ভের কাছে আবার এগিয়ে গেল। সামনে ঝুঁকে কোনো সংকোচ না করে ফেড়ে দেয়া গর্ভের এক অংশ খুলে ভেতরে হাত দিল।

অন্যদিকে ঘুরল খামিশি।

'শকুন কিংবা অন্য কোনো প্রাণী এখনও এই দেহাবশেষ চেটে-পুটে খায়নি কেন?' কাজ করতে করতে প্রশ্ন করল মারশিয়া।

'গণ্ডারের মাংস তো আর কম নয়,' খামিশি বিড়বিড় করল। পেছনে গোল হয়ে হাঁটছে ও। এখানকার এরকম সুনসান নীরবতা ওর অস্বস্তি হচ্ছে। ওপর থেকে সূর্যের তাপ যেন ঠেসে ধরেছে ওদের।

মারশিয়া তার পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। 'উঁহুঁ, আমার তা মনে হয় না। গতরাত থেকে এই লাশ এখানে পড়ে আছে। কাছেই জলাধার। আর কিছু না হোক, গণ্ডারের ভেতরের সবকিছু তো শিয়ালেরই পরিষ্কার করে ফেলার কথা।'

দেহাবশেষের উপর আবার চোখ বুলাল খামিশি। পেছনে ছেঁড়া পা আর ফেড়ে যাওয়া গলা দেখল ও। বড় কোনো প্রাণী গণ্ডারটিকে কাবু করেছিল এবং সেটা করেছিল খুব দ্রুত।

ওর গলার পেছনে কেমন যেন এক খচখচানি শুরু হলো।

মরা দেহ খাওয়ার প্রাণীগুলো ছিল কোথায়?

এই রহস্যের গভীরে চিন্তা করার আগেই ড. খামিশিকে বলল 'বাচ্চা নেই। চলে গেছে।'

'কী?' এদিকে ঘুরে দাঁড়াল খামিশি। 'আপনি না বললেন গণ্ডার কোনো বাচ্চা জন্ম দেয়নি।'

ড. মারশিয়া উঠে দাঁড়িয়ে হাত থেকে গ্লোভস খুলে রাইফেল তুলে নিল। ভূমিতে চোখ রেখে গণ্ডারের লাশের কাছ থেকে সরে যেতে লাগল ও।

খামিশি খেয়াল করল ড. রক্তের সেই দাগ অনুসরণ করছে। আয়েশ করে খাওয়া জন্য গণ্ডারের পেট থেকে কিছু একটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওদিক দিয়ে।

ওহ, ঈশ্বর...

মারশিয়ার পিছু নিল ও।

ঝোপ-ঝাড়ের কাছে গেল ড. ফেয়ারফিল্ড। ওর রাইফেলের ডগা দিয়ে কিছু খাটো ডালপালা সরিয়ে দেখতে পেল, পেট থেকে কী বের করে আনা হয়েছে।

একটি গণ্ডারের বাচ্চা।

হাড্ডিসার শরীরটিকে বিভিন্ন অংশে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে, দেখে মনে হয়েছে এর সাথে কেউ রীতিমতো কুস্তি লড়েছে।

'আমার মনে হয়, মায়ের পেট থেকে যখন বাচ্চাটিকে বের করা হচ্ছিল ওখনও জীবিত ছিল বাচ্চাটি।' ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রক্তের দাগের দিকে ইঙ্গিত করে বলল ড. ফেয়ারফিল্ড, 'বেচারা।'

পিছু হটল খামিশি। মারশিয়ার করা শেষ প্রশ্নটি ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। দেহাবশেষটুকু বিভিন্ন মাংসভোজী প্রাণীরা খেয়ে শেষ করল না কেন? শকুন, শিয়াল, হায়েনা, এমনকী সিংহ; এদের কেউ-ই কেন গণ্ডারের দেহাবশেষ খেয়ে শেষ করল না? ড. মারশিয়ার প্রশ্নটি একদম যৌক্তিক। এত মাংস তো মাছি আর লার্ভার জন্য পড়ে থাকার কথা নয়।

কেন এমন হলো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

যদি না...

খামিশির বুকে ধুকপুকানি বেড়ে গেল।

যদি না সেই প্রাণীটি এখনও এখানে থাকে। প্রাণীটি যদি এখানে এখনও থেকে থাকে তাহলে অন্য কেউ এদিকে আসার সাহস না-ও পেতে পারে। নিজের রাইফেল উঁচু করে ধরল খামিশি। ও লক্ষ করল, ছায়া ভরা ঝোপ-ঝাড়ের ভেতরে এখনও সুনসান নীরবতা। গণ্ডারটিকে যে প্রাণী মেরে থাকুক, মনে হচ্ছে পুরো জঙ্গল সেটার ভয়ে সিটিয়ে রয়েছে।

বাতাসে ঘ্রাণ শুঁকে, কান পেতে আর তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করল খামিশি। ওর চারপাশের ছায়া যেন ধীরে ধীরে আর গভীর হয়ে যাচ্ছে।

সাউথ আফ্রিকায় নিজের ছোটবেলা কাটানোর ফলে খামিশি এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে দাপিয়ে বেড়ানো বিভিন্ন অলৌকিক ধারণা, দানবের ফিসফিসানি সম্পর্কে ওর জানাশোনা আছে। দ্য *ndalawo,* উগান্ডার জঙ্গলের গর্জন করা এক নরখাদক; দ্য *mbilinto,* কঙ্গোর হাতির মতো বিরাটাকার জলহস্তী; দ্য *mngwa,* সমুদ্রতীরের নারিকেল বাগানে ওঁত পেতে থাকা লোমশ দানব ইত্যাদি।

কিন্তু আফ্রিকায় কখনও কখনও পৌরাণিক কাহিনিগুলো বাস্তবে হাজির হয়ে যায়। যেমন: *nsui-fisi,* রোডেশিয়ার নরখাদক, যার গায়ে ডোরা কাটা দাগ আছে। সাদা চামড়ার লোকদের মুখ থেকে ওটার নানান শোনা কাহিনি থেকে জানা যায়। তবে তার এক দশক পর আবিষ্কার হলো ওটা ছিল চিতার একটি নতুন জাত। চিতার শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী ওটাকে *Acinonyx rex* গোত্রে ফেলা হয়েছে।

জঙ্গলে চোখ বুলাতে বুলাতে আরেকটি কিংবদন্তি দানবের কথা মনে পড়ল খামিশির। পুরো আফ্রিকা জুড়ে পরিচিতি ছিল তার। নানান রকম নাম ছিল : দ্য *dubu,* দ্য *lumbwa,* দ্য *kerit,* দ্য *getet* ইত্যাদি। স্থানীয় লোকজনদের মনে এই নামগুলো ত্রাসের সৃষ্টি করতো। গরিলার মতো বিরাটাকৃতির দানবটি ছিল দ্রুতগামী, ভীষণ চালাক এবং হিংস্র। সাক্ষাৎ যমদূত বলতে যা বোঝায় আরকী! প্রায় এক শতাব্দী জুড়ে বিভিন্ন সময় সাদা ও কালো চামড়ার নানান লোক দাবি করেছে, ওই দানবকে এক নজর হলেও দেখেছে তারা। এখানকার সব বাচ্চাদেরকে ওই দানবের বিশেষ গর্জন সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে বড় করা হয়ে থাকে। এই জুলু সম্প্রদায়ও সেটার ব্যতিক্রম নয়।

'উকুফা...' বিড়বিড় করল খামিশি।

'কিছু বললেন?' ড. মারশিয়া জিজ্ঞেস করল। গণ্ডারের মৃত বাচ্চার পাশে বসে রয়েছে সে।

জুলু সম্প্রদায় ওই দানবকে এই নামে ডেকে থাকে।

উকুফা।

মৃত্যু।

ওই দানবের কথা খামিশির এই মুহূর্তে মনে পড়ার একটি কারণ আছে। পাঁচ মাস আগে, উপজাতির এক বুড়ো বলেছিল সে নাকি এইখানে কোথাও একটি উকুফা দেখেছে। অর্ধেক পশু, অর্ধেক ভূত, চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলছিল ওটার, কোনোমতে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরতে পেরেছিল সে।

কিন্তু আজ এখানে এই গভীর ছায়ার ভেতরে...

'আমাদের চলে যাওয়া উচিত,' বলল খামিশি।

'কিন্তু আমরা তো এখনও জানি না গণ্ডারটাকে কীসে মেরে ফেলেছিল?'

'কোনো শিকারির কাজ নয় এটা।' এই মুহূর্তে খামিশির এরচেয়ে বেশি জানার কোনো প্রয়োজন নেই। জিপের দিকে রাইফেল তাক করল ও। প্রধান ওয়ার্ডেনকে রেডিওতে পুরো বিষয়টি জানিয়ে দিতে পারে খামিশি। বুনো জানোয়ারের আক্রমণে মৃত্যু, কোনো শিকারির কাজ নয়। আর এই দেহাবশেষকে বিভিন্ন প্রাণীর খাবার হিসেবে রেখে গেলেই ল্যাঠা চুকে যায়। তাতে খাদ্যশৃঙ্খল বজায় থাকে। বুনো জীবন তো এভাবেই চলে আসছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল ড. ফেয়ারফিল্ড।

ছায়ায় ঢাকা জঙ্গলের বুক চিরে ঠিক ওদের ডান দিক থেকে উঁচু লয়ের বুনো চিৎকার —*হুউউ ইইইই ওওওও*—ভেসে এলো।

নিজের জায়গায় দাঁড়ানো অবস্থায় টলে উঠল খামিশি। এই চিৎকার ওর চেনা। শুধু স্মৃতিশক্তি কিংবা মগজ দিয়ে নয় মেরুদণ্ডের শিরশিরে অনুভূতি দিয়েও চেনে এই চিৎকার। গভীর রাতে করা ক্যাম্পফায়ার, রক্ত আর ভয়ের গল্প কিংবা আদিকালের কাহিনিতেও এই চিৎকার শোনা যায়।

উকুফা।

মৃত্যু।

চিৎকার ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে যেতেই আবার নীরবতা নেমে এলো।

মনে মনে ওদের দু'জনের কাছ থেকে জিপের দূরত্ব আন্দাজ করল খামিশি। ওদের এখান থেকে কেটে পড়তে হবে তবে সেটা তাড়াহুড়ো করে নয়। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালাতে গেলে দানবের রক্ততৃষ্ণা বাড়বে, কাজের কাজ কিছুই হবে না।

জঙ্গলের বাইরে আরেকটি চিৎকার শোনা গেল।

তারপর আরও একটি।

আরেকটি।

সব ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে আসছে।

পরমুহূর্তেই খামিশি বুঝতে পারল মাত্র একটি সুযোগ আছে ওদের হাতে। 'দৌড় দিন।'

সকাল ৯ টা ৩১ মিনিট।
কোপেনহ্যাগেন, ডেনমার্ক।

ছাদের টাইলসের ওপর পেটে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে গ্রে। মাথা নিচু করে ফিওনাকে ধরতে ব্যর্থ হওয়ার স্থানে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে ও। মেয়েটির ছাদের কিনারা দিয়ে পড়ে যাওয়ার দৃশ্য বারবার ওর মানসপটে ভেসে উঠছে। বুকের ভেতর লাফাচ্ছে হৃদপিণ্ডটা।

ওহ, খোদা... এ কী করলাম আমি...?

ওর কাঁধের ওপরে চিলেকোঠা দিয়ে আগুনের নতুন লেলিহান শিখার বিস্ফোরণ হলো। উপরি হিসেবে ধেয়ে এলো ধোঁয়া আর তপ্ত হাওয়া। হতাশা সরিয়ে রেখে নড়তে হলো ওর।

কনুইতে ভর দিয়ে উঠতে শুরু করল গ্রে। একটু পর পর আগুন যেখান দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ওদিকে ঝুঁকল ও। পিছু হটল একটু পরেই। নিচ থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। লুকোচুরি করে তাগাদা দিচ্ছে কণ্ঠগুলো। গ্রে'র একদম কাছে... একটু গোঙানি শোনা গেল। ছাদের ঠিক নিচেই।

ফিওনা...?

গ্রে আবার নিজের পেটের ওপর ভর দিল। ছাদের কিনারা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত গতিতে পিছলে নামল ও। নিচের জানালাগুলো থেকে ভকভক করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। গ্রে এই ধোঁয়ার চাদরকে নিজের আড়াল হিসেবে ব্যবহার করল। ছাদ থেকে পানি গড়ানোর পাইপের কাছে পৌঁছে নিচে তাকাল ও।

ঠিক ওর নিচেই একটি লোহার বারান্দা... না ঠিক বারান্দা নয়। এটা সিঁড়িতে নামার একটি জায়গা। ফিওনা বলেছিল বিল্ডিঙের বাইরে একটি সিঁড়ি আছে, এই হলো সেই সিঁড়ি।

সিঁড়ির ল্যান্ডিঙের ওপর একটি মেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে।

দ্বিতীয়বারের মতো গুঙিয়ে রেলিং ধরে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল ফিওনা।

অন্যরা ওর নড়াচড়া লক্ষ করছে।

নিচের উঠোনে গ্রে দু'জনকে দেখতে পেল। তাদের একজন ফুটপাতের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কাঁধে রাইফেল। আয়েশ করে গুলি করার সুযোগ খুঁজছে সে। অ্যাপার্টমেন্টের ভাঙ্গা জানালা থেকে বেরুনো কালো ধোঁয়া ফিওনাকে আড়াল করে রেখেছে। রেলিঙের ওপরে ফিওনার মাথা ওঠার জন্য অপেক্ষা করছে অস্ত্রধারী।

'নিচু হয়ে থাকো,' ফিসফিস করে ফিওনাকে বলল গ্রে।

ওপর দিকে তাকাল ফিওনা। ওর কপালের ওপর দিয়ে তাজা রক্ত গড়াচ্ছে।

দ্বিতীয় অস্ত্রধারী ঘুরে দাঁড়াল। কালো পিস্তল লোড করে সিঁড়ির দিকে তাক করল সে। ওর মতলব হলো এই বিল্ডিং থেকে পালানোর সব রাস্তা বন্ধ করা।

গ্রে ফিওনাকে ইশারা করে বলল, ও যেন নিচু হয়ে থাকে। তারপর গ্রে ছাদের কিনারা ঘেঁষে নিজের শরীর গড়িয়ে দিল। পৌঁছে গেল দ্বিতীয় অস্ত্রধারীর ওপরে। ধোঁয়ার চাদর এখনও ওকে আড়াল দিয়ে যাচ্ছে। সিঁড়ির দিকেই অস্ত্রধারীর মনোযোগ বেশি। নিজের পজিশনে থেকে অপেক্ষা করল গ্রে। ওপর থেকে গড়িয়ে নামার সময় ফিওনার ধাক্কায় আলগা হয়ে যাওয়া ছাদের একটি টাইল ডান হাতে তুলে নিল ও।

আঘাত করার জন্য হয়তো মাত্র একবারই সুযোগ পাবে।

নিচে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি হাতের পিস্তল দিয়ে সিঁড়িতে আগত যেকোনো লোককে পরপারে পাঠানোর জন্য একদম তৈরি হয়ে আছে।

ছাদের কিনারায় গিয়ে ঝুঁকল গ্রে, হাত উঁচু করে রেখেছে।

শিস বাজাল তীক্ষ্ণ শব্দে।

ওপরে তাকাল অস্ত্রধারী, হাতের অস্ত্র ঘুরিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল সে; চোখ ধাঁধানো দ্রুতগতিতে...

কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের গতি তার চেয়ে বেশি।

হাতে থাকা টাইল ছুড়ে মারল গ্রে। কুড়ালের মতো বাতাস কেটে একদম অস্ত্রধারীর চেহারায় গিয়ে আঘাত হানল ওটা। ছিটকে রক্ত বেরুল লোকটির নাক দিয়ে। ঠাস করে ফুটপাতে আছড়ে পড়ল সে। রাস্তার ওপর ওর মাথা ড্রপ খেল। শেষ, আর কোনো নড়াচড়া নেই।

ফিওনার কাছে ফিরল গ্রে।

চিৎকার করে উঠল আরেক অস্ত্রধারী।

গ্রে তার ওপর দৃষ্টি রাখল। গ্রে ভেবেছিল সহযোগীকে লুটিয়ে পড়তে দেখে এই ব্যাটা বোধহয় সাহায্য করতে এগিয়ে যাবে কিন্তু কপাল খারাপ। অস্ত্রধারী বিপরীত দিকে দৌড় দিল। ডাস্টবিনের আড়ালে নিজেকে লুকোনোর চেষ্টা করলেও গ্রে'র আক্রমণ করার রাস্তা এখনও খোলা আছে। ওর পজিশন হলো পুড়ে দোকানের পেছনের অংশে। এবার পাশের জানালা থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার সুবিধে পাচ্ছে ও।

ফিওনার দিকে ফিরে নিচু হয়ে থাকার জন্য আবারও ইশারা করল গ্রে। ফিওনাকে ওপরে উঠিয়ে আনতে গেলে মৃত্যু ঝুঁকি নিতে হবে ওদের। বেশ কিছুক্ষণ ওদেরকে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকতে হবে।

মাত্র একটি উপায় আছে।

ছাদের পানি গড়ানোর পাইপ ধরে সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে নামল গ্রে। লোহার ল্যান্ডিঙে নামামাত্র টং করে শব্দ হলো। নিচু হলো গ্রে।

ওর মাথার ওপরে থাকা একটি ইটের দফারফা হয়ে গেল।

রাইফেল থেকে গুলি করা হয়েছে।

পায়ের গোড়ালিতে হাত দিয়ে ছোরা বের করে নিল গ্রে।

ফিওনা দেখে বলল, 'আমরা কী করতে...'

'তুমি এখানেই থাকবে,' গ্রে আদেশ করল।

রেলিঙের ওপর হাত রাখল গ্রে। প্রতিপক্ষকে চমকে দিতে চাচ্ছে। কোনো ঢাল বা আর্মার নেই, অস্ত্রও নেই। আছে শুধু একটি ছোরা।

'আমি যখন বলব তখন দৌড় দেবে,' বলল গ্রে। 'সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে পাশের বাড়ির বেড়া ডিঙিয়ে পালাবে। তারপর পুলিশ কিংবা ফায়ার সার্ভিসের কাউকে খুঁজে বের করবে, পারবে তো?'

ফিওনা গ্রে'র চোখের দিকে তাকাল। দেখে মনে হলো ফিওনা আপত্তি করবে কিন্তু চোখ-মুখ শক্ত করে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

লক্ষ্মী মেয়ে।

হাতে ছোরা নিয়ে ভারসাম্য ঠিক করে নিল গ্রে। আবার মাত্র একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। বড় করে শ্বাস নিল ও। রেলিঙে লাফিয়ে উঠে নিচে ঝাঁপ দিল। ফুটপাতে ল্যান্ডিং করার আগে শূন্যে থাকা অবস্থায় একই সময়ে দুটো কাজ করল গ্রে।

'দৌড়াও!' চিৎকার করে বলল সে। একই সাথে লুকিয়ে থাকা অস্ত্রধারীকে তাক করে ছোরা ছুড়ে মারল। খুন করে ফেলার ইচ্ছে নেই, স্রেফ মনোযোগ ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা। এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে একজন লোক রাইফেল তাক করে থাকলে কেমন যেন লাগে।

ভূমিতে অতরণ করে দুটো জিনিস লক্ষ করল ও।

একটি ভাল, অন্যটি মন্দ।

গ্রে ধাতব সিঁড়ি দিয়ে ফিওনার দৌড়ে যাওয়ার আওয়াজ পেল।

মেয়ে পালাচ্ছে।

ভাল।

অন্যদিকে গ্রে'র ছুড়ে দেয়া ছোড়াটি ধোঁয়ার চাদরের ভেতর দিয়ে গিয়ে ডাস্টবিনের গায়ে আঘাত হেনে ছিটকে পড়েছে। কাজের কাজ তেমন কিছুই হয়নি।

খারাপ কথা।

ঘাপটি মেরে থাকা লোকটি নিজের রাইফেল তুলে নিয়ে সোজা গ্রে'র বুক বরাবর তাক করল।

'না!' সিঁড়ির নিচে পৌঁছে চিৎকার করল ফিওনা।

ট্রিগার টানার সময় অস্ত্রধারী লোকটা হাসল না পর্যন্ত।

সকাল ১১টা ৫ মিনিট।
হুলুহুলুই-আমফলোজি গেম প্রিজার্ভ।
জুলুল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা।

'দৌড় দিন!' খামিশি আবার তাড়া দিল।

ড. মারশিয়াকে আর তাড়া দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। জিপের দিকে ছুটে চলেছে ওরা দু'জন। জলাধারের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। ড. মারশিয়াকে আগে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ইশারা করল খামিশি। নল-খাগড়ার ভেতরে ঢুকল মারশিয়া, তবে তার আগে খামিশির চোখে চোখ পড়ল ওর। দু'জনের চোখেই আতঙ্ক।

জঙ্গলের ভেতরে যে প্রাণী চিৎকার জুড়ে দিয়েছিলে ওটা বোধহয় বেশ বড়সড় হবে। শব্দে তো সেরকমই মনে হলো। আর সম্প্রতি খুন করে ওটা বোধহয় আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। পেছন ফিরে গণ্ডারের দেহাবশেষের দিকে তাকাল খামিশি। দানব আসছে কি-না, এই তথ্য ছাড়া এই বনের আর কোনো তথ্য আপাতত তার কোনো প্রয়োজন নেই।

চারিদিক দেখে নিয়ে জীববিজ্ঞানীকে অনুসরণ করে এগোচ্ছে খামিশি।

একটু পর পর নিজের কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাচ্ছে, কান খুলে রেখেছে, কেউ ধাওয়া করছে কি-না সেটা জানার জন্য। পাশের জলাশয়ে কিছু একটা ঝপাৎ করে পড়ল। খামিশি ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিল না। পানিতে ঝপাৎ করে পড়ার শব্দটা বেশ কমই ছিল। ওটাকে আমলে না নিলেও চলে। পোকামাকড়ের ঝিঁ ঝিঁ শব্দ আর নল-খাগড়া ভাঙ্গা শব্দগুলোকে এড়িয়ে গেল ও। তবে প্রকৃত বিপদ সংকেত সম্পর্কে সজাগ রয়েছে। খামিশির বয়স যখন ৬ বছর তখন ওর বাবা ওকে শিকার করা শিখিয়েছে। গাছপালার ভেতর দিয়ে কীভাবে শিকারকে খুঁজে নিতে হয় সেসব শিখিয়েছে ছিল ওর বাবা।

কিন্তু এখন ও শিকারি নয়, শিকার।

আতঙ্কিত হয়ে ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ ওর চোখ ও কান দুটোরই মনোযোগ আকর্ষণ করল।

একটু নড়াচড়া।

আকাশে।

শ্রাইক নামের একটি পাখি ডানা মেলেছে।

কিছু একটা ভয় পাইয়ে দিয়েছে ওকে।

কিছু একটা নড়ছে, এগোচ্ছে।

নল-খাগড়া পেরিয়ে আসার পর ড. মারশিয়ার সাথে নিজের দূরত্ব কমিয়ে নিল খামিশি। 'জলদি।' ক্লান্তিতে ফিসফিস করে বলল ও।

রাইফেল লাফিয়ে উঠতেই নিজের ঘাড় টান দিল ড. মারশিয়া। ওর চেহারা ফ্যাঁকাসে হয়ে গেছে, শ্বাস নিচ্ছে কষ্ট করে। ড.-কে পেরিয়ে সামনে তাকাল খামিশি। ওদের জিপ ঢালু অংশের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাওবাব গাছের ছায়ায় পার্ক করা হয়েছিল ওটাকে। নিচে নামার সময় ঢালটিকে এত বড় আর খাড়া মনে হয়নি এখন যতটা মনে হচ্ছে।

'এগোতে থাকুন।' খামিশি তাড়া দিল।

ও পেছনে তাকিয়ে দেখল তামাটে রঙের একটি হরিণ বড় বড় লাফ দিয়ে জঙ্গলের কিনারা দিয়ে ধূলো উড়িয়ে গায়েব হয়ে গেল।

হরিণকে দেখে ওদের দু'জনের পালানো শেখা উচিত।

ঢাল বেয়ে উঠছে ড. মারশিয়া। তার পাশে পাশে এগোচ্ছে খামিশি। পেছনে থাকা জঙ্গলের দিকে দো-নলা রাইফেল তাক করে রেখেছে।

'খাওয়ার জন্য খুন করেনি ওরা,' সামনে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ড. মারশিয়া।

গভীর জঙ্গলের দিকে খামিশি আবার ফিরে তাকাল। ড. ঠিক বলছে কি-না সেটা ও কীভাবে বুঝবে?

'ক্ষুধা ওদেরকে হিংস্র করেনি,' জীববিজ্ঞানী বলে যাচ্ছে। কথা বলে নিজের আতঙ্ক একটু কমানোর চেষ্টা হয়তো। 'গণ্ডারের তেমন কিছুই খায়নি। দেখে মনে হলো, ওরা আনন্দের জন্য খুন করেছে। বাড়ির বিড়াল যেভাবে ইঁদুর শিকার করে, অনেকটা সেরকম।'

অনেক জানোয়ারের সাথে পরিচয় আছে খামিশির। জানোয়াররা তো এরকম আচরণ করে না। সিংহরা খাওয়ার পর কালেভদ্রে ভয় দেখায়। সাধারণত খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে ওরা আরাম করে। তখন ওদের বেশ কাছেও যাওয়া যায়। তবে সেটা একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত। একটি পরিতৃপ্ত প্রাণী কখনই স্রেফ আনন্দের জন্য এরকম একটা গণ্ডারকে ফেড়ে ফেলে না, পেট থেকে ওটার বাচ্চাকে টেনে বের করে নেয় না।

ড. ফেয়ারফিল্ড তার ভাষণ দিয়েই যাচ্ছে। বর্তমান বিপদটি যেন একটি ধাঁধা, ভেবে চিন্তে এটার সমাধান করতে হবে! 'বাড়িতে থাকা বিড়ালকে বেশ ভাল খাবার-দাবার দেয়া হয়ে থাকে। তারপরও ওরা কিন্তু ইঁদুর ধরে। ইঁদুর ধরার খেলা খেলার জন্য যথেষ্ট শক্তি ও সময়ও থাকে বিড়ালগুলোর।

খেলা?

খামিশির ঠিক বিশ্বাস হলো না।

'সামনে এগোন তো,' বলল ও। মারশিয়ার ভাষণ আর শুনতে চায় না।

ড. মাথা নাড়ল কিন্তু শব্দগুলো ঘুরঘুর করতে লাগল খামিশির মাথায়। কোন ধরনের প্রাণী এভাবে খুন করে থাকে স্রেফ আনন্দের জন্য? উত্তর একটাই।

মানুষ।

কিন্তু গণ্ডারের যা হাল, ওটা তো কোনো মানুষের কাজ হতে পারে না।

কিছু একটা নড়াচড়া আবার খামিশির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এক মুহূর্তের মধ্যে একটি ধূসর অবয়ব জঙ্গলের কিনারার পেছনে গেল। চোখের কোণা দিয়ে বিষয়টা খেয়াল করল ও। সেদিকে ভাল করে তাকাতেই দেখা গেল সাদা ধোঁয়ার মতো বাতাসে মিলিয়ে গেছে ওটা।

সেই জুলু বৃদ্ধের কথাগুলো মনে পড়ল ওর।

অর্ধেক পশু, অর্ধেক ভূত...

এত গরমের ভেতরেও খামিশির শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। গতি বাড়িয়ে দিল সে। সামনে থাকা জীববিজ্ঞানীর প্রায় বরাবর চলে এল খামিশি। আলগা ধূলো-বালু উড়ল ওর দৌড়ের চোটে। প্রায় উপরে উঠে এসেছে ওরা। জিপ আর মাত্র ত্রিশ মিটার দূরে।

হঠাৎ ভারসাম্য হারাল ড. মারশিয়া।

হাঁটুর ওপর আছড়ে পেছনে খামিশির সাথে ধাক্কা লাগল তার।

হকচকিয়ে যাওয়ায় খামিশিও নিজের ভারসাম্য হারিয়ে পেছনে আছড়ে পড়ল। ঢালের খাড়া ঢালু অংশ নিচের দিকে গড়িয়ে নিয়ে চলল ওকে। প্রায় অর্ধেক পথ এভাবে গড়িয়ে যাওয়ার পর রাইফেল বাট ও পায়ের সাহায্যে খামিশি নিজের পতনরোধ করল।

অবশ্য ড. মারশিয়া গড়াগড়ি খায়নি। সে যেখানে পড়েছিল ওখানেই আছে। উঠে বসেছে। বড় বড় চোখ করে নিচ দিকে তাকিয়ে আছে ও।

উঁহুঁ, খামিশি নয়।

ওর দৃষ্টি জঙ্গলের দিকে।

খামিশি হাঁটুর ওপর ভর করে উঠতে যেতেই ওর গোড়ালিতে ব্যথা অনুভব করল। মচকে গেছে কিংবা ভেঙ্গে গেছে। সে-ও তাকাল কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। তবে রাইফেল উঁচিয়ে ধরেছে।

'যান!' চিৎকার করল খামিশি। জিপে চাবি রেখেই এসেছে ও। 'যান আপনি!'

নরম মাটির দলা মাড়িয়ে ড. মারশিয়া উঠে দাঁড়াল।

আবার সেই চিৎকার শোনা গেল জঙ্গলের কিনারা থেকে।

কিছু না দেখেই ট্রিগার টেনে দিল খামিশি। রাইফেলের শব্দে যেন এলাকা কেঁপে উঠল। চমকে উঠে ড. মারশিয়া চিৎকার করে উঠল। খামিশি আশা করল, রাইফেলের আওয়াজ ওই জানোয়ারকেও চমকে দেবে।

'জিপে উঠে পড়ুন!' নিচ থেকে চিৎকার করল খামিশি। 'চলে যান! সময় নষ্ট করবেন না!' উঠে দাঁড়াল ও। আহত গোড়ালির ওপরে ভর কম দিল। রাইফেল দিয়ে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করছে। পুরো বন আবার সুনসান হয়ে গেছে।

ঢালের ওপরে পৌঁছে ড. মারশিয়া ডাকল, 'খামিশি...'

'জিপে উঠুন!'

কাঁধের ওপর দিয়ে নিজের পেছনে ঝুঁকি নিয়ে তাকাল ও।

ঢাল ওঠা শেষ করে ড. ফেয়ারফিল্ড জিপের দিকে এগোচ্ছে। তার ওপরে থাকা বাওবাব গাছের ডাল খামিশির দৃষ্টি আর্কষণ করল। গাছের কয়েকটি সাদা ফুল আস্তে করে দুলে উঠল।

অথচ এখানে কোনো বাতাস নেই।

'মারশিয়া!' গলা ফাটাল খামিশি। 'না...!'

খামিশির পেছনে হঠাৎ করে বুনো চিৎকার হলো। মারশিয়ার উদ্দেশে করা সতর্কবার্তা ঢাকা পড়ে গেল সেই চিৎকারের আড়ালে। তবে ড. ফেয়ারফিল্ড ঠিকই ওর দিকে এক পা বাড়িয়ে ছিল।

না...

বিশাল গাছের গভীর ছায়া থেকে ওটা লাফিয়ে নামল, অস্পষ্ট ফ্যাকাসে একটি অবয়ব। জীববিজ্ঞানীকে ধরে নিয়ে ওটা খামিশির চোখের আড়ালে চলে গেল। রক্ত হিম করা আর্তনাদ করে উঠল মারশিয়া, কিন্তু দুম করেই যেন সেটাকে থামিয়ে দেয়া হলো।

চারিদিকে আবার সুনসান নীরবতা।

জঙ্গলের দিকে তাকাল খামিশি।

ওপরেও মরণ, নিচেও মরণ।

খামিশির হাতে রাস্তা একটাই।

গোড়ালির ব্যথা উপেক্ষা করে দৌড় দিল ও।

খামিশি ঢালের নিচু অংশের দিকে নেমে যাচ্ছে।

মাধ্যাকর্ষণের ওপর নিজের শরীরের ভার তুলে নিয়ে গড়গড় করে নেমে গেল ও। তবে ব্যাপারটি এত সহজ নয়। ওকে সোজা করে রাখতে পা দুটো রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছে। নিচে পৌঁছুতে পৌঁছুতে জঙ্গলের দিকে তাক করে দ্বিতীয় বারের মতো ওর ডাবল ব্যারেল থেকে গুলি ছুড়ল খামিশি।

বুম।

শিকার করা ওর লক্ষ্য নয়। ও স্রেফ নিজের জীবনের জন্য বাড়তি কিছু সময় জোগাড় করার চেষ্টা করছে। গুলির ফলে রাইফেলের পেছন দিকে ধাক্কা দেয়, সেই ধাক্কায় ওর বরং উপকারই হলো। না হলে হয়তো মুখ থুবড়ে পড়ত খামিশি। ওর গোড়ালিতে যেন আগুন ধরে গেছে, হৃদপিণ্ডটা লাফাচ্ছে তবুও দৌড় বন্ধ করল না।

জঙ্গলের প্রান্তে বেশ বড় কিছুর নড়াচড়া দেখল কিংবা অনুভব করল খামিশি। ফ্যাকাসে ধাঁচের ছায়া।

অর্ধেক জানোয়ার, অর্ধেক ভূত...

না দেখেও, সত্য জানতো ও।

উকুফা।

মৃত্যু।

আজ যেন ওটা না হয়... প্রার্থনা করল খামিশি... আজ যেন না হয়।

নল-খাগড়ার ভেতরে সেঁধে গেল ও...

মাথা সামনে দিয়ে জলাধারে ঝাঁপ দিল।

সকাল ৯টা ৩২ মিনিট।
কোপেনহ্যাগেন, ডেনমার্ক।

ফিওনার চিৎকার অস্ত্রধারীর রাইফেল থেকে গুলি ছোড়ার কাজে একটু বাধা সৃষ্টি করল।

নিজেকে বাঁকিয়ে ফেলল গ্রে, মরণঘাতী আঘাত থেকে বাঁচার চেষ্টা আরকি। ও ঘুরতেই দোকানের ধোঁয়াময় জানালা ভেঙ্গে বড় একটা কিছু নামল বাইরে।

অস্ত্রধারীর চোখেও ব্যাপারটি ধরা পড়েছে তবে সেটা গ্রে দেখার আগেই। আর সেজন্য একটু হলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে সে।

বাঁ হাতের নিচ দিয়ে গরম বুলেট যাওয়ার তাপ অনুভব করল গ্রে।

ও একদম পয়েন্ট-ব্ল্যাংক রেঞ্জে ছিল, এরকম বিপজ্জনক অবস্থান থেকে নিজেকে বাঁচাতে আরও পাক খেল ও।

জানালা থেকে লাফ দেয়া অবয়বটি অবতরণ করল ডাস্টবিনের ওপর। সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল অস্ত্রধারীর দিকে।

'বারটেল!' চিৎকার করল ফিওনা।

বুড়ো কুকুরটির চামড়া ভিজে গেছে। দাঁত দিয়ে অস্ত্রধারীর হাতের নিচের অংশ কামড়ে ধরেছে ও। এরকম আচমকা আক্রমণে লোকটি হকচকিয়ে গেল। ডাস্টবিনের পাশে তৈরি হওয়া ছায়ায় আছড়ে পড়ল সে। পাথুরে ফুটপাতে ঠকাস শব্দে তার রাইফেল পড়ে গেল।

অস্ত্রটি বাগানোর জন্য সামনে ঝুঁকল গ্রে।

একদম কাছেই কুকুর গোঙানির আওয়াজ হলো। গ্রে কিছু বুঝে ওঠার আগেই অনেক উঁচুতে লাফিয়ে উঠল আক্রমণকারী। গ্রে'র কাঁধে বুটের তলা দিয়ে লাথি মেরে একেবারে রাস্তায় ফেলে দিল। পালাল সে।

হাতে রাইফেল তুলে নিয়ে পলায়নরত লোকটির দিকে লক্ষ্য স্থির করল গ্রে। কিন্তু আক্রমণকারী হরিণের মতো দ্রুত গতিতে দৌড়ে একটি বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে পগার পার হয়ে গেল। তার পরনে ছিল একটি কালো ট্রেঞ্চ কোট, দৌড়ানোর সময় উড়ছিল ওটা। গলি ধরে পালিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল গ্রে।

'হারামজাদা...'

গ্রে'র দিকে ফিওনা দৌড়ে এলো। ওর হাতে একটি পিস্তল। 'অন্য লোকটি...' নিজের পেছন দিক নির্দেশ করল ও। 'আমার মনে হয় সে মরে গেছে।'

রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে ফিওনার হাত থেকে পিস্তল নিল গ্রে। মেয়েটি কোনো আপত্তি করল না। ওর মনোযোগ অন্যদিকে।

'বারটেল...'

বেরিয়ে এলো কুকুরটি, খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছে, বেশ দুর্বল, একপাশ আগুনের তাপে ঝলসে গেছে ওর।

পুড়তে থাকা দোকানের দিকে তাকাল গ্রে। এই কুকুর ওখান থেকে বেঁচে বেরোল কীভাবে? সর্বশেষ কুকুরটিকে কী অবস্থায় দেখেছিল গ্রে সেটা মনে করার চেষ্টা করল বিস্ফোরণের ধাক্কায় পেছনের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল বারটেল।

ফিওনা আহত ভেজা কুকুরটিকে জড়িয়ে ধরল।

কুকুরটি নিশ্চয়ই কোনো অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রের নিচে পড়েছিল। তাই ভিজে গেছে।

কুকুরটির মুখ ধরে মুখোমুখি হলো ফিওনা। 'লক্ষ্মী।'

গ্রে-ও একমত হলো। ও বারটেলের কাছে ঋণী। 'যা খেতে চাও পাবে, বন্ধু,' খুশি হয়ে বলল ও।

বারটেলের শরীর কাঁপতে লাগল। টলে পড়ল পাথুরে ফুটপাতের ওপর। শক্তি যা একটু বাকি ছিল সেটাও ফুরিয়ে গেছে বেচারার।

ওদের বাঁ দিক থেকে ড্যানিশ ভাষায় গলা ফাটানো আওয়াজ এলো। দ্রুতগতির পানির ফোয়ারা ছুটল ওপর দিকে। ফায়ার সার্ভিসের লোকজন দোকানের অন্যপাশের আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে।

গ্রে আর এখানে থাকতে পারবে না।

'আমাকে যেতে হবে।'

ফিওনা উঠে দাঁড়াল। একবার গ্রে আরেকবার কুকুরের দিকে তাকাল ও।

'তুমি বারটেলের সাথে থাকো,' এক কদম পিছিয়ে গিয়ে গ্রে বলল। 'ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।'

চোখ-মুখ শক্ত করে তাকাল ফিওনা। 'তুমি চলে যাচ্ছ...'

'আমি দুঃখিত।' একটু আগে যেসব ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেছে সেগুলোর পর এরকম "দুঃখিত" বলা কেমন যেন খেলো শোনায়। ফিওনার নানুর খুন হয়ে যাওয়া, দোকান পুড়ে যাওয়া, কোনমতে জীবন বাঁচানো। কিন্তু "দুঃখিত" ছাড়া আর কী বলবে গ্রে সেটা খুঁজে পেল না। এছাড়া বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার মতো সময়ও নেই ওর।

পেছনে থাকা বাগানের বেড়ার দিকে এগোল গ্রে।

'হ্যাঁ, যাও, যাও, ভাগো!' ফিওনা চিৎকার করল।

বেড়া ডিঙালো গ্রে। ওর মুখমণ্ডল জ্বালা করছে।

'দাঁড়াও!'

গ্রে দাঁড়াল না। দ্রুত সরু গলিতে নেমে গেল। ফিওনাকে ওভাবে রেখে আসতে ওর ভাল লাগছিল না... কিন্তু আর কোনো উপায় নেই। ওকে একা রেখে আসাই ভাল হয়েছে। ওখানে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশের লোকদের সাথে ও নিরাপদে থাকবে, আশ্রয় পাবে। গ্রে এখন যে জায়গায় যাচ্ছে ওখানে ১৫ বছর বয়সি মেয়ের কোনো স্থান নেই। এখনও গ্রে'র মুখ জ্বালাপোড়া করছে। যতই অজুহাত দিক না কেন, মনের গভীরে স্বার্থপরতার আঁচ পাচ্ছে ও। মেয়েটিকে একা রেখে আসতে পেরে ভার মুক্ত হয়েছে। বেঁচে গেছে দায়িত্ব নেয়া থেকে।

যা-ই হোক... যা হওয়ার হয়েছে।

সরু গলি দিয়ে দ্রুত এগোল ও। কোমরে পিস্তল গুঁজে রাইফেল থেকে সব গুলি বের করে ফেলল। তারপর রাইফেলটিকে একটা করাতকলের পেছনে ফেলে দিল গ্রে। এই অস্ত্র সাথে রাখা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এগোতে এগোতে সোয়েটার খুলে নিল ও। হোটেল ছেড়ে দিয়ে নিজের পরিচয় বদলে ফেলতে হবে। এখানে ঘটে যাওয়া খুনোখুনির তদন্ত হবে সেটা বলাই বাহুল্য। "ড. সয়্যার"-এর জীবনের এখানে সমাপ্তি।

তবে তার আগে আরও একটি কাজ করতে হবে।

পেছনের পকেট থেকে সেল ফোন বের করে সেন্ট্রাল কমান্ডে ডায়াল করল গ্রে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে লাইনে পেল লোগান গ্রেগরিকে। গ্রেগরি ওর এই মিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

'সমস্যা হয়েছে।' বলল গ্রে।

'কী সমস্যা?'

'আমরা যা ভেবেছিলাম তারচেয়েও অনেক বড় কিছু হতে যাচ্ছে। খুনোখুনি হওয়ার মতো বড়।' সকালের ঘটনাটুকু বর্ণনা করল গ্রে।

লম্বা নীরবতা।

অবশেষে মুখ খুললেন লোগান। তাঁর কণ্ঠে উদ্বেগ। 'তাহলে মাঠপর্যায়ে আরও তথ্য ও জনবল না পাওয়া পর্যন্ত এই মিশন আপাতত স্থগিত রাখা হোক। সেটাই ভাল হবে।'

'ব্যাকআপের জন্য অপেক্ষা করলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। নিলাম শুরু হয়ে যাবে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।'

'তোমার কভার ভেস্তে গেছে, ছদ্মবেশ ফাঁস হয়ে গেছে, কমান্ডার পিয়ার্স।'

'কভার ভেস্তে গেছে কি-না সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। এখানে আমি একজন আমেরিকান ক্রেতা, অনেক প্রশ্ন করে বেড়াচ্ছি, এই তো। ওরা এসব নিয়ে ঘাটবে বলে মনে হয় না। নিলাম অনুষ্ঠানে অনেক লোকজন আসবে, কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে ওখানে। তবে আমি এখন হয়তো ওই জায়গাটুকু ভাল করে ঘুরে দেখে কে বা কারা এত বড় ঘটনা ঘটাচ্ছে সে-সম্পর্কে কোনো সূত্র পেয়ে যেতে পারি। তারপর নাহয় ব্যাকআপ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

অন্যান্যের মতো গ্রে'র নিজেরও ওই বাইবেলটিকে হাতে নেয়ার অনেক ইচ্ছে আছে। অবশ্য শুধু পরীক্ষা করার জন্য, অন্য কিছু নয়।

'আমার মনে হয়, ওতে খুব একটা ভাল হবে। সম্ভাব্য অর্জনের চেয়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি বেশি হয়ে যায়। বিশেষ করে এরকম একা একা মিশনে থাকার ব্যাপারটা।' বললেন লোগান।

উত্তেজিত হয়ে গেল গ্রে। 'এই হারামজাদারা আমাকে এভাবে হেনস্থা করল... আর আপনি বলছেন আমি যাতে চুপ করে বসে থাকি?'

'কমান্ডার।'

গ্রে'র আঙুলগুলো ফোনের গায়ে শক্ত করে চেপে বসল। সিগমায় কাগজপত্র চালাচালির কাজ অনেকদিন ধরে করে আসছেন লোগান। যে-কোনো রিসার্চ মিশনের জন্য লোগান একজন ভাল লিডার... কিন্তু এরকম একটি ঘটনা সংক্রান্ত মিশনে ততটা নয়। সিগমা ফোর্সের অপারেশন শাখার মান-সম্মানের প্রশ্ন এখানে। প্রয়োজন হলে গ্রে এই লোগানের চেয়েও যোগ্য লোকের নেতৃত্ব চাইবে।

'আমাদের হয়তো ডিরেক্টর ক্রো'কে বিষয়টা জানানো উচিত।' বলেই ফেলল গ্রে।

আবার নীরবতা। সম্ভবত কথাটা বলা ঠিক হয়নি। উপরস্তরের লোকের সাথে যোগাযোগ করতে চেয়ে ও কিন্তু আসলে লোগানকে অপমান করতে চায়নি। কিন্তু মাঝে মাঝে পরিস্থিতি এরকম আচরণ করতে বাধ্য করে।

'এমুহূর্তে সেটা অসম্ভব বলে মনে করি, কমান্ডার পিয়ার্স।'

'কেন?'

'ডিরেক্টর ক্রো এখন নেপালে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছেন।'

ভ্রু কুঁচকালো গ্রে। 'নেপালে? তিনি নেপালে কী করছেন?'

'কমান্ডার, তাঁকে তুমিই পাঠিয়েছ।'

'কী?'

গ্রে এবার বুঝতে পারল।

এক পুরোনো বন্ধুর কাছ থেকে ফোন এসেছিল সপ্তাহখানেক আগে।

অতীতে ডুব দিল গ্রে। সিগমা ফোর্সে ওর প্রথম দিকের দিনগুলোর কথা মনে পড়ল। অন্য সিগমা এজেন্টের মতো গ্রে'রও স্পেশাল ফোর্স ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল। ১৮ বছর বয়সে আর্মিতে যোগ দেয়া, ২১ বছরে কমান্ডো হওয়া। কিন্তু ঊর্ধ্বতন অফিসারের সাথে গণ্ডগোল করায় কোর্ট-মার্শাল হয়েছিল ওর। তারপর ওখান থেকে সিগমা ফোর্সে যোগ দেয়। তবে এখনও আড় চোখে দেখা হয় ওকে। কিন্তু সেই অফিসারকে আঘাত করার পেছনে উপযুক্ত কারণ ছিল। অফিসারের অযোগ্যতার ফলে সে-বার বসনিয়ায় অযথা অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছিল, অনেক শিশু মারা পড়েছিল। তবে গ্রে'র রাগের কারণ ছিল আরও গভীরে। যা-ই হোক, কর্তৃপক্ষের সাথে এই বিষয় নিয়ে সমস্যা হওয়ায় বাবার কাছে ফিরে গিয়েছিল গ্রে। অনেকদিন হয়ে যাওয়ার পরও যখন সমস্যার সমাধান হলো না যখন এক জ্ঞানী ব্যক্তি গ্রে'কে পথ বাতলে দিয়েছিলেন।

সেই ব্যক্তির নাম আং গেলু।

'আপনি বলতে চাচ্ছেন, আমার বন্ধু বুদ্ধ সন্ন্যাসীর জন্য ডিরেক্টর ক্রো নেপালে গিয়েছেন?'

'পেইন্টার ক্রো জানতেন বুদ্ধ সন্ন্যাসী তোমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।'

হাঁটা বন্ধ করে ছায়ায় দাঁড়াল গ্রে।

সিগমার ট্রেইনিঙের পাশাপাশি আং গেলুর সাথে নেপালে চার মাস দীক্ষা নিয়েছিল ও। আং গেলুর মাধ্যমেই গ্রে ওর নিজের পড়ার জন্য দারুণ এক সিলেবাস তৈরি করে নিয়েছিল। জীবজিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যা, দুটো ডিগ্রি একসাথে নিয়েছিল গ্রে। ওকে মানসিক দীক্ষা দিয়েছিলেন আং গেলু। সবকিছুর মধ্যে ভারসাম্য খোঁজা শিখিয়ে ছিলেন তিনি। বিপরীত দুটো জিনিসের মধ্যকার মিল, দ্য *Taoist yin* অ্যান্ড *yang*, শূন্য ও এক ইত্যাদি।

এধরনের অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞান গ্রে'র অতীতকে মোকাবেলা করার জন্য সাহায্য করেছিল।

বয়স বাড়তে বাড়তে গ্রে বুঝতে পারল সে সবসময় বিপরীত জিনিসের মধ্যে আটকে যাচ্ছে। ওর মা এক ক্যাথলিক স্কুলে পড়াতেন। সেখান থেকে গ্রে'র জীবনে ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক বিশ্বাস গভীরভাবে শেকড় গেড়েছিল। জীববিজ্ঞানেও দখল ছিল ওর মা'র। ধর্মপ্রাণ মহিলা ছিলেন তিনি। বিবর্তনবাদও মানতেন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে তিনি যতটা মন থেকে বিশ্বাস করতে ভক্তি করতেন, ধর্মকেও সেরকম ভক্তি করতেন।

অন্যদিকে গ্রে'র বাবা থাকতেন টেক্সাসে। পেশায় তেলকর্মী, স্বভাবে ঘাড় ত্যাড়া। মাঝ বয়সে এসে অচল হয়ে পড়েন তিনি। যার ফলে গৃহিণীর মতো ঘরে থাকতে হলো

তাঁকে। আর এরকম একজন পুরুষ হয়ে ঘরে থাকতে গিয়ে তাঁর মেজাজ খিটেখিটে হয়ে গেল।

যেমন বাবা, তেমন ছেলে।

তবে ছেলে বদলে যায় আং গেলুর সংস্পর্শে আসার পর।

দুই বিপরীতের মধ্যে থাকা একটি পথ বাতলে দিয়েছিলেন তিনি। এ পথ ছোট নয়। অতীত ও ভবিষ্যৎ দু'দিকের মতো এই পথও বিশাল। গ্রে এখনও এই পথ বুঝে ওঠার জন্য সংগ্রাম করছে।

তবে আং গেলু গ্রে'কে এই পথে চলার জন্য প্রথম কয়েকটি পদক্ষেপ রাখতে সাহায্য করেছিলেন। এজন্য বুদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছেও ঋণী। তাই এক সপ্তাহ আগে যখন ওর কাছে সাহায্য চেয়ে একটি ফোন এলো তখন সেটাকে অবজ্ঞা করতে পারল না গ্রে। আং গেলু জানিয়ে ছিলেন, চীন সীমান্তের কাছে অদ্ভুতভাবে মানুষ গায়েব হচ্ছে, অচেনা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে।

এই ব্যাপারগুলো কাকে জানালে ভাল হবে সেটা বুঝে উঠতে পারছিলেন না আং গেলু। তাঁর দেশের সরকার মাওবাদী বিদ্রোহীদের নিয়ে বেশি ব্যস্ত। আং গেলু জানতেন গ্রে একটি গোপন সংস্থার অপারেশন ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। তাই ওর কাছেই সাহায্য চেয়ে ছিলেন। কিন্তু গ্রে বর্তমান মিশনে আগে থেকেই ব্যস্ত থাকায় আং গেলুর ডাকে সাড়া দিয়ে নেপালে আসা সম্ভব ছিল না। তাই ব্যাপারটা তখন পেইন্টার ক্রো'কে জানিয়েছিল ও।

ফাইল চালাচালির মতো হয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা...

'পেইন্টার ক্রো'কে জানিয়েছিলাম যাতে উনি একজন জুনিয়র এজেন্টকে পাঠিয়ে দেন,' আমতা আমতা করল গ্রে। 'নেপালে আসলে কী হচ্ছে সেটা...'

লোগান বাধা দিলেন। 'এখানে স্লো ছিল।'

একটু গুঙিয়ে উঠল গ্রে। লোগানের সাংকেতিক ভাষা ও বুঝতে পেরেছে। গ্রে যেরকম বিশ্বের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে এরকম কিছুর পেছনে লেগে ডেনমার্কে চলে এসেছে তেমনি অন্য এজেন্টরাও বিভিন্ন জায়গায় ব্যস্ত আছে।

'তাই বলে ক্রো নিজেই চলে গেলেন।'

'তুমি তো ডিরেক্টরকে চেনোই। হাতেনাতে কাজ করার জন্য মুখিয়ে থাকেন তিনি।' রেগে দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোগান। 'এখন সমস্যা হয়ে গেছে। ঝড়ের কারণে গত কয়েকদিন যাবত তাঁর সাথে আমাদের যোগাযোগ বন্ধ। তখন থেকে এখন পর্যন্ত ডিরেক্টরের কাছ থেকে একটি আপডেটও পাইনি আমরা। তবে আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে গুজব শুনতে পেরেছি। তোমার সন্ন্যাসী বন্ধুটির বলা কাহিনির সাথে মিল আছে ওগুলোর। অসুস্থতা, প্লেগ, মৃত্যু, বিদ্রোহীদের সম্ভাব্য হামলা ইত্যাদি। গুজব বেড়েই যাচ্ছে।'

লোগানের কণ্ঠের থমথমে ভাবটা কেন ছিল সেটা এবার বুঝতে পারল গ্রে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শুধু গ্রে'র মিশনই ভজকট হয়নি, অন্য মিশনও বেগতিক অবস্থায় পড়েছে।

বিপদ যখন আসে, সবদিক থেকেই আসে।

আমি তোমার কাছে মনককে পাঠাতে পারি,' বললেন লোগান। 'সে আর ক্যাপ্টেন ব্রায়ান্ট রওনা হয়ে গেছে। আগামী ১০ ঘণ্টার মধ্যে মনক মাঠে নামবে। ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি শান্ত থাকো।'

'কিন্তু নিলাম তো শেষ হয়ে যাবে...'

'কমান্ডার পিয়ার্স, তোমাকে যা অর্ডার দেয়ার দেয়া হয়ে গেছে।'

দ্রুত বলতে শুরু করল গ্রে, ওর কণ্ঠস্বর কঠিন, রূঢ়। 'স্যার, আমি ইতোমধ্যে প্রবেশ-বাইর হওয়ার পথে ছোট বোতাম ক্যামেরা বসিয়ে দিয়ে এসেছি। এখন যদি সরে যাই তাহলে ওগুলোকে অপচয় করা হবে।'

'ঠিক আছে। নিরাপদ স্থান থেকে ক্যামেরা পর্যবেক্ষণ করো। রেকর্ড করো সবকিছু। কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। বোঝা গেছে, কমান্ডার?'

রাগ হচ্ছে গ্রে'র, কিন্তু লোগানের আর কিছু করার নেই। 'ভেরি গুড, স্যার। সৌজন্যবশত বলল ও।

'নিলামের শেষে রিপোর্ট করবে।' লোগান বললেন।

'জ্বী, স্যার।'

সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কোপেনহ্যাগেনের রাস্তা ধরে আবার এগোতে শুরু করল গ্রে। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। কিন্তু ওর মনে দুশ্চিন্তা খচ খচ করছে।

পেইন্টারের জন্য, আং গেলুর জন্য...

নেপালে হচ্ছেটা কী?

চার.

গোস্ট লাইটস্

সকাল ১১টা ১৮ মিনিট।
হিমালয়।

'তুমি নিশ্চিত আং গেলুকে খুন করা হয়েছে? উনি মারা গেছেন?' পেছনে তাকিয়ে প্রশ্ন করল পেইন্টার।

ইতিবাচক মাথা নেড়ে জবাব দিল একজন।

লিসা কামিংস পুরো ঘটনা বলে শেষ করেছে। এভারেস্টে চড়ার একটি দল থেকে কী করে এই মঠের অসুস্থতা তদন্ত করতে এলো সব জানিয়েছে ও। কয়েকটি ভয়ঙ্কর বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পেল লিসা। পাগলামো, বিস্ফোরণ, স্নাইপার।

মঠের ভূগর্ভস্থ সেলারে গোটা দুই গুঁতো খাওয়া মাথায় লিসার পুরো গল্প চিন্তা করে দেখল পেইন্টার। তবে এখানকার এই পাথুরে সরু গোলকধাঁধার মতো জায়গাটুকু ওর মতো উচ্চতাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য নয়। ওকে মাথা নিচু করে থাকতে হচ্ছে। তারপরও ওর মাথা ছুঁয়ে দিচ্ছে জুনিপারের ডালপালা। এই সুগন্ধময় ডালগুলোকে উপরের মন্দিরে বিভিন্ন বিশেষ দিনে পোড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে সেই মন্দির নিজেই এখন পুড়ছে, জ্বলে-পুড়ে আকাশের বুকে ধোঁয়া পাঠাচ্ছে।

নিরস্ত্র অবস্থায় আগুনের হাত থেকে বাঁচতে পালিয়ে এসে এই সেলারে আশ্রয় নিয়েছে ওরা। মাঝে একবার থেমে পোশাকের রুম থেকে গায়ে পরার জন্য একটি পনচো আর পায়ের জন্য একজোড়া লোমশ বুট নিয়েছে পেইন্টার। ওই পোশাকে ওকে পেকুয়োট ইন্ডিয়ানদের মতো দেখাচ্ছে। যদিও ওর শরীরে ভিন্ন দুটি জাতির রক্ত বইছে। যা-ই হোক, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ওর নিজের কাপড়-চোপড় কিংবা ব্যাকপ্যাক কোথায় আছে সেটা মনে করতে পারছে না।

তিন তিনটে দিন ওর জীবন থেকে গায়েব হয়ে গেছে।

সেই সাথে ওর শরীর থেকে খোয়া গেছে দশ কেজি ওজন।

একটু আগে গায়ে পনচো (আলখাল্লা) পরার সময় নিজের পাজরের অবনতি লক্ষ করেছে ও। এমনকী ওর কাঁধও চিকন হয়ে গেছে। এখানকার অসুখ থেকে ও রক্ষা পায়নি ঠিকই তবে ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে পাচ্ছে, উন্নতির লক্ষণ।

এটার প্রয়োজন ছিল।

বিশেষ করে বাইরে যখন আততায়ী ঘুরে বেড়ায় তখন তো শক্তির প্রয়োজন পড়তেই পারে।

নিচে পালিয়ে আসার সময় থেমে থেমে বন্দুকের আওয়াজ হতে শুনেছে পেইন্টার। আগুন লাগা মঠ থেকে যে-ই বের হচ্ছিল না কেন তাকে মেরে ফেলেছে স্নাইপার। আক্রমণকারী সম্পর্কে বর্ণনা দিল ড. কামিংস। আক্রমণকারী একজনই। তবে তার সাথে নিশ্চয়ই আরও লোক আছে। ওরা কি মাওবাদী বিদ্রোহী? কিন্তু তাতে তো কিছুই মিলছে না। তারা এই হত্যাযজ্ঞ করে কী ফায়দা পাবে?

হাতে পেনলাইট নিয়ে পথ দেখাল পেইন্টার।

ওর কাছাকাছি থেকে ড. কামিংসও পিছু পিছু এগোলো।

পেইন্টার জেনেছে লিসা আমেরিকান ডাক্তার এবং একটি পর্বতারোহণ দলের সদস্য। লিসার দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করছে ক্রো, মেপে নিচ্ছে। লম্বা লম্বা পা, অ্যাথলেটিক শরীর, পেছনে ঝুঁটি করে রাখা চুল, বাতাসের তোপে গোলাপি হয়ে যাওয়া গাল ইত্যাদি। তবে লিসা বেশ ভয় পেয়েছে। ক্রো'র কাছে কাছে থাকছে। উপর থেকে হঠাৎ হঠাৎ মটমট আওয়াজ আর আগুনের চিড়বিড় শব্দে লাফিয়ে উঠছে। তবে হ্যাঁ, যত যা-ই হোক এখনও একবারের জন্যও থামেনি বেচারি। কাঁদেনি, অভিযোগ করেনি। মনের জোর কাজে লাগিয়ে আতঙ্কের কাছে হার স্বীকার করছে না সে।

কিন্তু এভাবে কতক্ষণ?

মুখের ওপর থেকে ঘাস সরাতে গিয়ে দেখা গেল ওর আঙুলগুলো কাঁপছে। সামনে এগোচ্ছে ওরা দু'জন। সেলারের গভীরে যেতেই ভেতরের বাতাস বিভিন্ন সুগন্ধী ডাল-পালার গন্ধে ভারি হয়ে উঠল। রোজমেরি, আর্টেমিসিয়া, পাহাড়ি পুষ্প, খেনপা ইত্যাদি। এগুলোর সবক'টা ধূপ কাঠি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য একদম প্রস্তুত।

মঠের প্রধান, লামা খেসমার পেইন্টারকে ১০০ টি ঔষধি বিদ্যা শিখিয়েছিলেন। পরিশুদ্ধিকরণ থেকে শুরু করে স্বর্গীয় শক্তি লাভ, মনোঃযোগ ধরে রাখা, হাঁপানি ও সাধারণ সর্দি-ঠাণ্ডাজনিত সমস্যার সমাধান ছিল সেই বিদ্যায়। কিন্তু এখন ওই বিদ্যার কোনো দরকার নেই। পেইন্টার এই মুহূর্তে সেলারের পেছনের দরজায় যাওয়া সম্ভব সেটা মনে করার চেষ্টা করছে। সবকটা মঠের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে এই সেলার। শীতকালে যখন ভারি তুষারপাত হয় তখন সন্ন্যাসিগণ এই সেলার ব্যবহার করে নিজেদের মধ্যে যাতায়াত করতেন।

এছাড়াও এই সেলার ব্যবহার করে গোলাবাড়ি ও মাঠের প্রান্তদেশে পৌঁছুনো যায়। আগুনের আক্রমণ কিংবা কারও সরাসরি দেখে ফেলার ভয় নেই এদিকে।

যদি ওরা পৌঁছে যেতে পারে... তারপর ওখান থেকে নিচের গ্রামে গেলেই...

ক্রো'র সিগমা কমান্ডে যোগাযোগ করা দরকার।

সম্ভাবনায় ওর মন দুলে উঠল। সেইসাথে সেলারের রাস্তাও দুলে উঠল।

সেলারের দেয়ালে এক হাত ঠেস দিয়ে দাঁড়াল পেইন্টার, নিজেকে সামলে নিচ্ছে। মাথা ঘোরাচ্ছে ওর।

'তুমি ঠিক আছো তো?' পেইন্টারের কাঁধের কাছে এগিয়ে গিয়ে লিসা জানতে চাইল। মাথা নাড়ার আগে কয়েকবার শ্বাস নিল ক্রো। জেগে ওঠার পর থেকেই

আশেপাশের পরিস্থিতি ওকে শান্তি দেয়নি। যদিও খারাপ ঘটনাগুলো একটু বিরতি দিয়ে দিয়ে ঘটেছে... নাকি ভুল হলো?

'আচ্ছা, উপরে আসলে কী হয়েছে?' জানতে চাইল লিসা। ক্রো'র কাছ থেকে ও পেনলাইট নিয়ে নিল। আসলে এই পেনলাইটটি লিসার। ওর মেডিক্যাল কিটে ছিল। লাইট নিয়ে ক্রো'র চোখে ধরল লিসা।

'আমি জানি... নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারব না... তবে আমাদের এগোতে হবে। থামলে চলবে না।'

দেয়ালে ভর দিয়ে সরে আসার চেষ্টা করল ক্রো কিন্তু লিসা ওর বুকে একটি হাত রেখে থামিয়ে দিল। ক্রো'র চোখ পরীক্ষা করছে। '*prominent nystagmus* দেখা যাচ্ছে।'

'কী?'

ঠাণ্ডার পানির বোতল ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে ইশারায় নিচে থাকা খড়ের ওপর বসতে বলল লিসা। ক্রো কোনো আপত্তি করল না। খড় একদম সিমেন্টের মতো শক্ত হয়ে রয়েছে।

'তোমার চোখে অনুভূমিক *nystagmus* এর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কেমন যেন টান পড়েছে চোখের মণিতে। মাথায় আঘাত পেয়েছিলে নাকি?'

'না মনে হয়। সিরিয়াস কিছু হয়েছে?'

'বলা কঠিন। তবে এটা তোমার চোখ কিংবা মস্তিষ্কের কোনো ক্ষতির ফলও হতে পারে। মাথায় একটা বাড়ি লাগা, কিংবা একাধিক শক্ত আঘাত থেকে এরকমটা হতে পারে। তোমাকে দেখে মনে হলো তোমার মাথা ঘোরাচ্ছিল, সে হিসেবে বলতে হয়, তোমার শরীরের ওপর দিয়ে বেশ ধকল গিয়েছে হয়তো। ক্ষতি হয়েছে কোথাও। হতে পারে কানের ভেতরের অংশে কিংবা নার্ভাস সিস্টেমে। তবে যা-ই হোক, খুব সম্ভবত সেটা স্থায়ী হবে না।' শেষের শব্দগুলো কেমন যেন বিড়বিড় করে উচ্চারিত হলো।

'*খুব সম্ভব* বলে তুমি কী বুঝাতে চাইছ, ডক্টর কামিংস?'

'আমাকে লিসা বলে ডাকো।' বলল ও। 'প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা।'

'ঠিক আছে। লিসা। তাহলে ওগুলো কী স্থায়ী হতে পারে?'

অন্যদিকে তাকাল লিসা। 'আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। আগের ইতিহাস জানতে হবে।' বলল ও। 'তোমার এসব কী করে হলো, বলো। এগুলো দিয়েই শুরু করা যাক।'

বোতল থেকে পানি খেল ক্রো। সবকিছু মনে করতে গিয়ে ওর চোখের পেছনে কেমন একটা ব্যথা অনুভূত হলো। শেষ দিনগুলো ঝাপসা লাগছে।

'এক প্রত্যন্ত গ্রামে ছিলাম আমি। মাঝ রাতে পাহাড়ের উপরে অদ্ভুত আলোর উদয় হয়েছিল। তবে আমি ওগুলো দেখিনি। ঘুম থেকে জেগে দেখি ওগুলো নেই। কিন্তু সকালে উঠে গ্রামের সবাই বলল, ওদের নাকি মাথাব্যথা হচ্ছে, বিতৃষ্ণা লাগছে। আমারও একই রকম লাগছিল। একজন বয়স্ক মানুষকে সেই আলোর কথা জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, এই আলো নাকি মাঝে মধ্যেই দেখা যায়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ওরা এটা দেখে আসছে। গোস্ট লাইটস্, ভূতুড়ে আলো। ওই আলো নাকি পাহাড়ের গভীরে থাকা খারাপ আত্মাদের প্রতীক।'

'খারাপ আত্মা?'

'আলোগুলো যেখানে দেখা যায় ওদিকে নির্দেশ করে দেখিয়েছিল সে। পাহাড়ের এক দূরবর্তী অঞ্চল ছিল ওটা। গভীর গিরি সঙ্কট, বরফ ঝরণা বিস্তৃত হয়ে চলে গেছে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত। দুর্গম পথ। এই মঠের অবস্থান সেই জনমানব শূন্য অঞ্চলের কাছেই।'

'তার মানে এই মঠ সেই আলোগুলোর বেশ কাছে ছিল?'

মাথা নাড়ল পেইন্টার। '২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব ভেড়া মারা গেছে। কতগুলো যেখানে দাঁড়িয়েছিল ঠিক ওখানেই দুম করে মরে গেছে। আর বাকিরা ওদের মাথা ঠুকেছে পাথরের সাথে। নিজের ইচ্ছায় বারবার মাথা ঠুকেছে। পরদিন আমি এখানে আসি। লামা খেমসার আমাকে চা খেতে দিয়েছিলেন। আমার এই পর্যন্তই মনে আছে। আর কিছু মনে নেই।'

'তোমার কপাল ভাল,' বোতল ফিরিয়ে নিতে নিতে বলল লিসা।

'কীভাবে?'

দু'হাত শক্ত করে আড়াআড়িভাবে রাখল লিসা। 'মঠ থেকে দূরে ছিলে সেজন্য। আলোর কাছে থাকার ফলে বিভিন্ন প্রাণীদের এখানে এরকম হাল হয়েছিল।' উপরের দিকে চোখ মেলল ও, যেন দেয়াল ভেদ করে উপরের দৃশ্য দেখতে চাইছে। 'এটা হয়তো কোনো ধরনের রেডিয়েশন। তুমি বলেছিলে না, চীনের সীমান্ত বেশ কাছেই? হয়তো ওটা কোনো নিউক্লিয়ার পরীক্ষণ।'

পেইন্টারও ক'দিন ঠিক একই জিনিস ভেবেছিল।

'তুমি মাথা ঝাঁকাচ্ছ কেন?' প্রশ্ন করল লিসা।

পেইন্টার নিজেও জানে ওর মাথা ঝাঁকাচ্ছে। নিজের কপালে হাত রাখল ও।

লিসা ভ্রু কুঁচকিয়ে বলল, 'মিস্টার ক্রো, তুমি এখানে ঠিক কী করছিলে সেটা কিন্তু এখনও বলোনি।'

'পেইন্টার বলে ডাকলেই হবে।' লিসাকে বাঁকা হাসি উপহার দিয়ে বলল ও।

অবশ্য লিসা ওতে মুগ্ধ হয়নি কিংবা পটেও যায়নি।

কতখানি বলবে, কী বলবে সেটা নিয়ে দ্বিধায় ভুগল পেইন্টার। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সততার পথ অবলম্বন করাই ভাল। অন্তত যতটুকু সৎ ও হতে পারে আরকি।

'সরকারি চাকরি করি। DARPA নামের বিভাগে...'

আঙুল নাড়িয়ে ওকে থামিয়ে দিল লিসা। 'DARPA সম্পর্কে আমার ধারণা আছে। আমেরিকার মিলিটারি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন। একবার তাদের সাথে রিসার্চে অংশ নিয়েছিলাম। তো এখানে তাদের কী কাজ?'

'বেশ। আং গেলু শুধু তোমাকেই ডেকে আনেননি, এক সপ্তাহ আগে তিনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করেছিলেন। এখানকার অদ্ভুত অসুখের ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য। আমি মাত্রই পরিকল্পনা করছিলাম, এখানে কোন কোন বিশেষজ্ঞদের লাগতে পারে... ডাক্তার, ভূতাত্ত্বিক, মিলিটারি... কিন্তু ঝড় চলে এলো। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে এতদিন থাকতে হবে, এটা আমার ধারণা ছিল না।'

'কিছু বুঝে উঠতে পেরেছ?'

'প্রাথমিকভাবে যা বুঝলাম, মাওবাদী বিদ্রোহীরা হয়তো কোনো নিউক্লিয়ার বর্জ্যের নাগাল পেয়েছে। হয়তো কোনো বোমা বানানোর চেষ্টা করছে ওরা। চীনের সীমান্ত কাছে থাকলে এরকম ধারণা তো করাই যায়। তাই ঝড়ের সময়টুকুতে আমি বিভিন্ন রেডিয়েশন পরীক্ষা করে দেখেছি। অস্বাভাবিক কিছু পাইনি।'

পেইন্টারের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাল লিসা। যেন ও একটা গুবরে পোকা।

'তোমাকে যদি ল্যাবে নিয়ে যাওয়া যায়,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল ও, 'তাহলে হয়তো কিছু উত্তর পাওয়া যাবে।'

গুবরে পোকা নয়, লিসা ওকে গিনি পিগ হিসেবে দেখছিল!

যাক, বিবর্তন প্রক্রিয়ার একটু উপরের স্তরের প্রাণী হিসেবে ভাবছে!

'আগে আমাদেরকে বাঁচতে হবে।' লিসাকে বাস্তবতা মনে করিয়ে দিয়ে বলল ক্রো।

লিসা সেলারের সিলিঙের দিকে তাকাল। সর্বশেষ গুলির আওয়াজ হয়েছে অনেকক্ষণ হয়ে গেল। 'হয়তো ওরা ভাবছে, সবাই মরে গেছে। যদি আমরা এখানে থাকি...'

পেইন্টার উঠে দাঁড়াল। 'তোমার কথা শুনে যা বুঝেছি, হামলা করা হয়েছে বেশ হিসেব করে। সবকিছু পূর্বপরিকল্পিত। ওরা এই টানেলের কথাও জানে হয়তো। একসময় এখানে সার্চও করতে আসবে। তবে আগুন নেভা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে, এতটুকু আশা আমরা রাখতে পারি।'

লিসা মাথা নাড়ল। 'তাহলে আমরা এগোই।'

'হ্যাঁ। আমরা এই জায়গা থেকে বেরিয়ে যাব। পারব আমরা।' লিসাকে আশ্বস্ত করল ক্রো। দেয়ালে এক হাত রেখে নিজেকে সামলে নিল ও। 'আমরা পারব।' লিসাকে নয় যেন নিজেকে শুনিয়ে বলল এবার।

রওনা হলো ওরা। কয়েক পা এগোতেই পেইন্টার কিছুটা শক্তি ফিরে পেল।

ভাল খবর।

এখান থেকে বেরোবার রাস্তা খুব একটা দূরে নয়।

করিডর দিয়ে হাওয়া বয়ে এসে ভেতরের শুকনো তৃণলতাকে দুলিয়ে দিয়ে সেটারই প্রমাণ দিল। মুখে ঠাণ্ডা লাগল ক্রো'র। হঠাৎ করে জমে গেল ও। শিকারির সহজাত প্রবৃত্তি ওকে থামিয়ে দিয়েছে... এছাড়াও ওর ভেতরে স্পেশাল অপারেশন ট্রেইনিং তো আছেই। পেছনে লিসার কনুইতে হাত দিল ক্রো। চুপ করিয়ে দিল।

অফ করল পেনলাইট।

সামনে ভারি কিছু একটা মেঝেতে আঘাত করছে। ওটার প্রতিধ্বনি আসছে প্যাসেজে। বুট। একটি দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। হাওয়াও গায়েব।

ওরা এখানে আর একা নয়।

গুটিসুটি মেরে ভূগর্ভস্থ সেলারে ঢুকল আততায়ী। সে জানে, এখানে ওরা আছে। কত জন? কাঁধ থেকে হেকলার অ্যান্ড কচ MK23 নামাল ও। আঙুলের অংশ কাটা পশমি গ্লোভস তার হাতে। নিজের পজিশনে, শুনছে।

হালকা দুপদাপ, ঘষটে যাওয়ার শব্দ।

পালাচ্ছে।

কমপক্ষে দু'জন... তিনজনও হতে পারে।

উপরের গোলাঘরে যাওয়ার ট্রাপডোর বন্ধ করে দিল আততায়ী। ঠাণ্ডা বাতাস আসা বন্ধ হয়ে গেল, অন্ধকার নেমে এলো ওর ওপর। নাইট ভিশন গগলস চোখে পরল ও। কাঁধে থাকা আল্ট্রা ভায়োলেট ল্যাম্প অন করে দিল। সামনে থাকা প্যাসেজটি জ্বলে উঠল ছায়াময় রুপোলি সবুজ আলোয়।

খুন করতে হবে, সবক'টাকে।

এ-কাজে সে সিদ্ধহস্ত।

দ্য বেল খুব জোরে বেজে গিয়েছিল।

দুর্ঘটনা ছিল ওটা। পুরোনো বিভিন্ন দুর্ঘটনার মধ্যে একটি।

গত মাস থেকে সে দেখে আসছে *Granitschloft* আর অন্যদের মধ্যে বেশ জোর আলোচনা হচ্ছে। এমনকী দুর্ঘটনাটি ঘটার আগে থেকে চলছে এই আলোচনা। প্রাসাদে কিছু একটা হয়েছে। এখান থেকে বহু দূরে নিজের বাড়িতে বসেও সেটার আঁচ পাচ্ছিল সে। তবে বিষয়টিকে ও এড়িয়ে গিয়েছিল। ও এসব ভেবে কী করবে?

তারপর হলো সেই দুর্ঘটনা... ওটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল ওর। এবার ওকে তাদের সেই ভুলের দাগ পরিষ্কার করতে হবে।

টিকে থাকা শেষ *Sonnekonige* হিসেবে এটা তার দায়িত্ব।

ওর আজকের এখানকার দায়িত্ব প্রায় শেষের দিকে। সেলার অভিযান শেষ করে নিজেদের কুটিরে ফিরে যাবে ও। মঠে ঘটে যাওয়া সবকিছুর দোষ পড়বে মাওবাদীদের ওপর। ঈশ্বরহীন মাওবাদীরা ছাড়া মঠে আর কেইবা আক্রমণ করতে যাবে?

ঠিকভাবে ভাওতা দেয়ার জন্য, বিদ্রোহীদের সাথে মিলিয়ে গুলি এনেছে ও। এমনকী অস্ত্রও মিল রেখেছে।

অস্ত্র রেডি রেখে ওক গাছের খোলা পিপার পাশ দিয়ে এগোল সে। খাদ্যশস্য, রাই, আটা এবং শুকনো আপেল পর্যন্ত মজুদ করা আছে এখানে। সাবধানে এগোচ্ছে ও। যেকোন ধরনের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত। সন্ন্যাসীরা সাধু হতে পারে, মনোবল ভেঙে যেতে পারে কিন্তু বিপদে পড়লে বিড়ালও বাঘের মতো আচরণ করে, সাবধান থাকা ভাল।

সামনে প্যাসেজ বাম দিকে মোড় নিয়েছে। ডান দিকের দেয়াল ধরে থামল। কান পাতল ও। পায়ের শব্দ শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। কপালে তুলে নাইট-ভিশন গগলস।

আলকাতরার মতো কুচকুচে অন্ধকার।

চশমা আবার চোখে দিল সে। সামনের প্যাসেজ সবুজ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কেউ ওঁত পেতে থাকলে সেই ব্যক্তি দেখার আগেই তাকে দেখে ফেলবে ও। লুকোনোর কোনো উপায় নেই। কেউ যদি পালাতে চায় তো ওকে পার হয়ে তবেই পালাতে পারবে।

একটু কোণা ঘেঁষে এগোল ও।

প্যাসেজে খড় ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে তাড়াহুড়োর ফলে পায়ের ধাক্কায় ছড়িয়ে গেছে ওগুলো। সেলারের ভেতরে সন্ধানী দৃষ্টি বুলাল আততায়ী। এখানে আরও ব্যারেল আছে। শুকনো ডালপালা ঝুলছে ছাদ থেকে।

কোনো নড়াচড়া নেই, শব্দ নেই।

খড়ের গায়ের ওপর দিয়ে সামনে এগোল ও।

মটমট শব্দে জুনিপারের ডাল ভাঙ্গল ওর বুটের নিচে।

চট করে নিচ দিকে তাকাল ও। পুরো মেঝে জুড়ে খড়ের পাশাপাশি ডালপালাও বিছানো রয়েছে।

ফাঁদ।

'এখন!'

উপরের দিকে চোখ তুলতেই ওর সামনের দুনিয়া যেন উজ্জ্বলতায় ঝলসে উঠল। গগলসের বর্ধিত সিস্টেমের কারণে আলোর মাত্রা অনেক বেড়ে ওর মস্তিষ্কে আঘাত করল, অন্ধ হয়ে গেল ও।

ক্যামেরার ফ্ল্যাশ লাইট।

সে মুহূর্তের মধ্যে গুলি ছুড়ল।

সরু সেলারে গুলির আওয়াজ যেন তালা লাগিয়ে দিল কানে। ওরা নিশ্চয়ই অন্ধকারে ঘাপটি মেরে শুয়ে ছিল। ডালে পা পড়ে মটমট শব্দ শোনার আগপর্যন্ত অপেক্ষা করেছে, একদম ওদের কাছে আসতে দিয়েছে ওকে, তারপর আক্রমণ চালিয়েছে। এক কদম পিছে হটল সে। খড়ের সাথে পা আটকে প্রায় হোচট খাচ্ছিল।

পিছু হটতে হটতে আরেকটি গুলি ছুড়ল ও।

ভুল করল।

সুযোগ পেয়ে কেউ একজন ওকে ব্যারেল দিয়ে নিচে আঘাত করল। পায়ে আঘাত হেনে খড়ের ওপর আছড়ে ফেলল ওকে। পাথুরে মেঝেতে পিঠ দিয়ে পড়ল ও। কিছু একটা ওর ঊরুর মাংসের ভেতরে ঢুকে পড়ল। হাঁটু ছুড়ল সে, ওকে যে আক্রমণ করেছে সে ঘোঁতঘোঁত শব্দ করল।

'যাও!' ওর পিস্তল হাতে নিয়ে আক্রমণকারী চিৎকার করল। 'চলে যাও!'

আক্রমণকারী ইংরেজিতে কথা বলছে। সন্ন্যাসী নয়।

দ্বিতীয় একজন উদয় হলো। ওদের দু'জনের শরীরের ওপর দিয়ে লাফ দিল সে। ওর দৃষ্টিশক্তি এখন ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। ও শুনল গোলাবাড়ি যাওয়ার সেই ট্রাপডোরের দিকে এগোচ্ছে দ্বিতীয় ব্যক্তি।

'*Scheifie*' বলল ও।

নিজের শরীর মুচড়িয়ে উপরে থেকে আক্রমণকারীকে কাপড়ের পুতুলের মতো ছুড়ে ফেলল ও। *Sonnekonige* রা অন্য সাধারণ মানুষদের মতো নয়। ওর ওপর যে আক্রমণ করেছিল সে দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেল। একটু আগে যে পালিয়েছে তার মতো করে পালানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু ক্যামেরার ফ্ল্যাশের আলোয় হারানো দৃষ্টি শক্তি খুব দ্রুত ফিরে এসেছে। রেগে গিয়ে আক্রমণকারীর পায়ের গোড়ালি ধরে পেছনে টান দিল ও।

কিন্তু আক্রমণকারী তার আরেক পা দিয়ে লাথি কষাল ওকে।

গর্জে উঠে লোকটির পায়ের স্পর্শকাতর জায়গায় নিজের বুড়ো আঙুল চালাল ও। চিৎকার করে উঠল আক্রমণকারী। ও জানে লোকটি কতখানি ব্যথা অনুভব করছে। লোকটির মনে হচ্ছে, ওর গোড়ালি ভেঙে গেছে। পায়ের উপর উঠে দাঁড়িয়ে লোকটির মুখোমুখো হওয়ার চেষ্টা করল ও।

যেই উঠতে যাবে তখুনি ওর মাথা ঘুরে গেল। পুরো পৃথিবী যেন ঘুরছে। ওর সব শক্তি যেন ফাটা বেলুনের মতো বেরিয়ে গেছে। জ্বালা করছে উরুর উপরের অংশ। কী যেন ঢুকেছে ওখানে। নিচ দিকে তাকাল। না, ঢোকেনি। ফুঁটেছে। একটি সিরিঞ্জ এখনও ওর উরুর মাংস থেকে ঝুলে আছে। ওটার সূঁচ ফুটেছে ওর উরুতে।

ড্রাগ দেয়া হয়েছে ওকে।

আক্রমণকারী ওর দুর্বল বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে পালাতে শুরু করল।

লোকটিকে পালাতে দেয়া যাবে না।

পিস্তল উঁচু করল ও... পাথরের মতো ভারী লাগছে ওটাকে। গুলি ছুড়ল। গুলি গিয়ে মেঝেতে বিঁধল। খুব দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ছে ও। আবার গুলি ছুড়ল... কিন্তু লোকটি ওর চোখের আড়ালে চলে গেছে।

ও শুনতে পেল আক্রমণকারী পালিয়ে যাচ্ছে।

শরীর ভারি হয়ে আসছে ওর। হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছে বুকের ভেতর। ওর হৃদপিণ্ড স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে আকারে প্রায় দ্বিগুণ তবে *Sonnekonig* হিসেবে ঠিকই আছে।

নিজেকে সামলে নিতে কয়েকবার বড় করে দম নিল ও।

Sonnekonig রা অন্য আট-দশটা সাধারণ মানুষের মতো নয়।

নিজের পা টান করল আস্তে করে।

ওর একটি কাজ শেষ করা বাকি আছে।

ওর জন্মই হয়েছে এর জন্য।

সেবা করার জন্য। কাজ করার জন্য।

দড়াম করে ট্রাপডোর বন্ধ করল পেইন্টার।

'আমাকে একটু সাহায্য করো তো,' এক পা টেনে টেনে বলল ও। ওর পায়ে ব্যথা হচ্ছে। কয়েকটা বাক্স দেখিয়ে বলল, 'এগুলোকে ট্রাপডোরের ওপর রাখতে হবে।'

সবার ওপরে থাকা বাক্সটি টেনে নিল ক্রো। উঁচু করে নিতে গিয়ে দেখে বাক্স খুবই ভারি। তাই মেঝের সাথে ঘষটে ঘষটে দরজার কাছে টেনে নিল ও। ক্রো জানে না এই বাক্সগুলোর ভেতরে কী আছে, শুধু জানে এগুলো ভারী, অনেক ভারী।

ট্রাপডোরের ওপরে নিয়ে বসালো বাক্সটি।

দ্বিতীয় বাক্স নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল লিসা। তৃতীয় বাক্স টানতে টানতে ক্রো ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। দু'জনে মিলে ভারী বাক্সগুলো দরজার ওপর রাখল।

'আর একটা,' বলল পেইন্টার।

দরজার ওপরে রাখা বাক্সগুলোর দিকে তাকাল লিসা। 'এগুলো ঠেলে কেউ বেরোতে পারবে না তো।'

'বললাম তো, আর একটা।' জোর দিয়ে বলল ক্রো, হাঁপাচ্ছে। 'আমার ওপর আস্থা রাখো।'

দু'জন মিলে শেষ বাক্সটিকে জায়গামতো বসালো ওরা। এই বাক্সটিকে ওরা দু'জনে মিলে উঁচু করে নিয়েছে। কারণ, তিনটি বাক্স রাখাতে ভরে গিয়েছে ট্রাপডোরের নিচের অংশ।

‘যে ওষুধ দিয়েছি, ওতে সে এক ঘণ্টার জন্য চুপ মেরে পড়ে থাকবে।’ বলল লিসা।

লিসার কথাকে ভুল প্রমাণিত করল একটি গুলির আওয়াজ। একটি রাইফেলের গুলি বোঝা চাপিয়ে দেয়া ট্রাপডোরকে ছিদ্র করে গোলাঘরের ছাদে থাকা কাঠের তক্তায় গিয়ে বিঁধল।

‘তোমার কথা মানতে পারলাম না,’ বলল ক্রো। লিসাকে দূরে টেনে নিয়ে গেল।

‘সিডেটিভে থাকা পদার্থের পুরোটা পুশ করেছিলে তো?’

‘হ্যাঁ, করেছিলাম।’

‘তাহলে কীভাবে...’

‘আমি জানি, আর এখন ওটা জেনে কোনো লাভও হবে না।’

গোলাঘরের খোলা দরজার দিয়ে ওকে নিয়ে এগোল ক্রো। বাইরে অস্ত্রধারী আর কেউ আছে কি-না সেটা দেখে নিয়ে ওখান থেকে বাইরে বেরোল ওরা। বাম দিকে আগুন আর ধোঁয়ার খেলা চলছে। আগুনের শিখা থেকে উৎপন্ন হওয়া ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশে।

ধূসর মেঘরাজি পাহাড়ের ওপরের অংশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে।

‘তাসকি ঠিক বলেছিলেন,’ পারকা’র হুড তুলতে তুলতে বিড়বিড় করল লিসা।

‘কে?’

‘শেরপা গাইড। তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন আজকে আরেকটা ঝড় আঘাত হানতে পারে।’

ধোঁয়ার গমন পথের দিকে তাকিয়ে দেখল ওরা প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে মেঘের দিকে এগোচ্ছে। ভারি তুষার কণা নামছে আকাশ থেকে। ছাইয়ের কালো বৃষ্টির সাথে মিশে যাচ্ছে ওগুলো। আগুন ও বরফ। এই মঠে ডজনখানেক সন্ন্যাসী বাস করতেন যারা এখন শুধুই অতীত। এখানে তাঁদের জন্য স্মৃতিসৌধ হয়ে গেল।

এখানে যারা নিজেদের বাসস্থান গড়ে তুলেছিল তাদের ভদ্র মুখগুলো মনে পড়ল পেইন্টারের। ওর বুকের ভেতর ক্রোধ টগবগ করে উঠল। কে বা কারা এই সন্ন্যাসীদেরকে নৃশংস, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল?

কে করেছে সেটার উত্তর ক্রো’র জানা নেই, তবে ও জানে কেন করেছে।

এখানকার অসুখ।

কিছু একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে... আর এখন সেটাকে ধামাচাপা দিতে চাচ্ছে কেউ।

একটি বিস্ফোরণ ওর চিন্তার জাল ছিড়ে দিল। আগুন আর ধোঁয়া বেরিয়ে এল গোলাঘরের দরজা দিয়ে। উঠোনে একটি বাক্সের ঢাকনা ছিটকে এসে পড়ল।

লিসার হাত ধরল পেইন্টার।

‘নিজেকে উড়িয়ে দিল নাকি?’ লিসা প্রশ্ন করল, বিস্ময়ে গোলাঘরের দিকে তাকিয়ে আছে।

ওকে নিয়ে বরফ ঢাকা মাঠ দিয়ে এগোল ক্রো। ছাগল-ভেড়ার জমে যাওয়া লাশগুলোকে এড়িয়ে গেল ইচ্ছে করেই। বাইরের দরজার দিকে এগোচ্ছে ওরা।

তুষারপাত বাড়ছে। এর ফল ভাল এবং মন্দ, দুটোই। পেইন্টারের পরনে আছে একটি মোটা পশমি আলখাল্লা, পায়ে মোটা লোমঅলা বুট। মন্দ দিক, ভয়ঙ্কর তুষারঝড়কে

মোকাবেলা করার মতো এগুলো তেমন কিছুই নয়। ভাল দিক, তুষারপাতের কারণে ওদের পদচিহ্ন ঢাকা পড়ে যাবে এবং দূর থেকে ওদেরকে কেউ দেখতেও পাবে না।

নিচের গ্রামের দিকে নেমে যাওয়া একটি পাহাড়ি রাস্তা ধরে এগোল ক্রো। কয়েকদিন আগে ও ওই গ্রাম থেকে এখানে এসেছিল।

'দেখ!'

নিচে ধোঁয়ার একটি কলাম আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। মঠের ধোঁয়ার চেয়ে এই ধোঁয়া তুলনামূলক ছোট সাইজের।

'গ্রামটা...' হাতের মুঠো শক্ত করল পেইন্টার।

শুধু মঠই নয়, নিচের গ্রামে থাকা ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরেও বোমা মারা হয়েছে। হামলাকারীরা কোনো সাক্ষী রাখছে না।

পাহাড়ি রাস্তা থেকে সরে গেল পেইন্টার। এই রাস্তা একদম উদোম, নগ্ন। রাস্তার ওপরে নিশ্চয়ই নজর রাখা হচ্ছে, হয়তো নিচে আছে হামলাকারীরা।

ক্রো ধূমায়িত মঠের দিকে পিছু হটতে শুরু করল।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' জানতে চাইল লিসা।

আগুনের পেছনে থাকা জায়গা নির্দেশ করে পেইন্টার জবাব দিল, 'জনমানব শূন্য জায়গায়।'

'কিন্তু ওখানে তো...?'

'হ্যাঁ, ওখানে আলো দেখা যায়,' বলল ক্রো। 'কিন্তু লুকোনোর জন্য ওই জায়গাটাই আমাদের ঠিক হবে। আশ্রয় খোঁজা যাবে ওখানে। ঝড় পার না হওয়া পর্যন্ত আমরা হয়তো ওখানে থাকতে পারব। এখানকার আগুন আর ধোঁয়ার ব্যাপারে কেউ তদন্ত করতে আসার আগপর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা।'

পুরো মোটা ধোঁয়ার কলামের দিকে তাকাল পেইন্টার। যেন কালো রঙের ধোঁয়ার পিলার। কয়েক মাইল দূর থেকেও এটা চোখে পড়বে। ধোঁয়ার সংকেত, আমেরিকার পূর্বপুরুষেরা একসময় এরকম ধোঁয়া ব্যবহার করে সংকেত দিত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কী কারও চোখে পড়বে? আরও উপরে তাকাল ও, মেঘের দিকে দৃষ্টি দিল। মেঘ পেরিয়ে নিজের দৃষ্টিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল ও। এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে এমন একজনের কাছে প্রার্থনা করল ক্রো।

ততক্ষণ পর্যন্ত...

ওর হাতে একটি রাস্তা খোলা আছে।

'চলো, যাওয়া যাক।'

রাত ১টা ২৫ মিনিট।
ওয়াশিংটন, ডি.সি.।

ক্যাটকে সাথে নিয়ে অন্ধকার ক্যাপিটল প্লাজা পেরোল মন্‌ক। ওরা দু'জন একটু লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছে। তবে এত রাতে ডাকা হয়েছে বলে মোটেও বিরক্ত নয়।

'আমি মনে করি আমাদের অপেক্ষা করা উচিত,' বলল ক্যাট। 'একটু তাড়াহুড়ো হয়ে যাচ্ছে। যে-কোনো কিছুই হতে পারে।

ক্যাটের শরীর থেকে ভেসে আসা জেসমিনের সৌরভ পেল মন্‌ক। লোগান গ্রেগরির কাছ থেকে ফোন পেয়ে দু'জন একসাথে চট করে গোসল সেরে রওনা হয়েছে ওরা। গরম পানিতে গোসল করার সময় একে অন্যকে আদর-সোহাগ করে ছুঁয়েছে, চুমো খেয়েছে। কিন্তু তারপর বাথরুম থেকে তোয়ালে প্যাঁচিয়ে আলাদা আলাদাভাবে বেরিয়েছে ওরা। পোশাক পরে নিজেদের ভালবাসার জগৎ থেকে বাস্তব জগতে ফিরে এসেছে। রাতের হিম শীতল ঠাণ্ডা বাড়ার সাথে নিজেদের কামনার আগুনকে নিভিয়ে ঠাণ্ডা করে ফেলেছে ওরা।

ক্যাটের দিকে তাকাল মন্‌ক।

নেভি ব্লু রঙের ট্রাউজার, সাদা ব্লাউজ আর আমেরিকান নৌ-বাহিনীর প্রতীক খচিত একটি উইন্ডব্রেকার রয়েছে ওর পরনে। বরাবরের মতোই এবার ক্যাটের পোশাক-পরিচ্ছদে পেশাদারিত্বের ছাপ স্পষ্ট। অন্যদিকে মন্‌কের পরনে আছে রিবকের কালো জিন্স, যবের গুঁড়ো রঙের একটি উঁচু গলাঅলা সোয়েটার। মাথায় পরেছে শিকাগো কাবস বেসবল দলের ক্যাপ।

'আমি যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছি,' বলল ক্যাট, 'ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই প্রেগনেন্সির ব্যাপারে চুপচাপ থাকাই ভাল।'

'*আমি যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছি* বলে তুমি কী বোঝাতে চাইছ? বাচ্চাটাকে রাখবে কি-না সেটার কথা বলছ? আমাদের ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত কি-না সেটা?'

ক্যাটের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে লোগানের অফিসের চত্বরে পৌঁছা পর্যন্ত তর্ক করল ওরা। রাতের বেলা হাঁটতে বেরিয়ে এই অল্প রাস্তাকে কেমন অন্তহীন বলে মনে হচ্ছে।

'মন্‌ক...'

মন্‌ক থামল। এক হাত বাড়িয়ে ক্যাটকে ধরল ও, তারপর ছেড়ে দিল। ক্যাটও দাঁড়িয়ে পড়ল।

ক্যাটের চোখে চোখ রেখে বলল, 'বলো, ক্যাট।'

'আমি এই প্রেগনেন্সির ব্যাপারটা নিশ্চিত হয়ে নিতে চাই... স্টিকগুলো... আমি জানি না। অন্য কাউকে জানানোর আগে আমি নিশ্চিত হতে চাচ্ছি।' চাঁদের আলোতে ওর চোখ চিকচিক করে উঠল। কান্না করবে করবে ভাব।

'বেবি, এজন্যই তো আমাদের উচিত সবাইকে বিষয়টা জানিয়ে দেয়া।' ক্যাটের কাছে এসে এক হাত ওর পেটের ওপর রেখে বলল মন্‌ক। 'এখানে যেটা বড় হচ্ছে ওটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সবাইকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেয়া উচিত।'

অন্যদিকে ঘুরল ক্যাট। মন্‌কের হাত ক্যাটের পিঠের অল্প একটু অংশে ছুঁয়ে আছে।

'হয়তো তুমিই ঠিক বলেছিলে। আমার ক্যারিয়ার... হয়তো এটা সঠিক সময় নয়।'

মন্‌ক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'সব বাচ্চা সঠিক সময়ে জন্ম নিলে পৃথিবীটাই অনেক ফাঁকা থেকে যেত।'

'মন্‌ক, তুমি অন্যায় করছ কিন্তু। এটা তোমার ক্যারিয়ার নয়।'

'কচু! আচ্ছা, তোমার কী মনে হয় না, একটা বাচ্চা আমার জীবন বদলে দিতে পারে। আমার সবকিছু বদলে যাবে তখন।'

'ঠিক। আর এই কারণেই আমি ভয় পাচ্ছি।' মন্‌কের দিকে পিঠ দিয়ে হেলান দিল ক্যাট। মন্‌ক ওকে দু'হাতে জড়িয়ে নিল।

'আমরা দু'জনে মিলে বিষয়টা সামাল দেব,' ফিসফিস করে বলল মন্‌ক। 'কথা দিলাম।'

'তারপরও আমার আরও কয়েকটা দিন চুপ থাকা উচিত। এখনও কোনো ডাক্তারের কাছে যাইনি। হয়তো প্রেগনেন্সি টেস্টে ভুল ছিল।'

'কয়বার টেস্ট করেছ?'

মন্‌কের মুখোমুখি হল ও।

'বলো বলছি।'

'পাঁচবার।' নিচুস্বরে বলল ক্যাট।

'পাঁচবার!' মন্‌ক ওর কণ্ঠ থেকে হাসির রেশটুকু লুকোতে ব্যর্থ হলো।

ওর বুকে ঘুঁষি মারল ক্যাট। ব্যথাও লাগল। 'অ্যাই! আমাকে নিয়ে মজা করবে না।' ক্যাটের বলার ভঙ্গির আড়ালে থাকা হাসিটুকু মন্‌কও টের পেল।

ক্যাটকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ও। 'ঠিক আছে। আপাতত আমরা এটাকে গোপন রাখব।'

মন্‌ককে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল ক্যাট। আবেগে ভরা গভীর চুমো নয়, স্রেফ ধন্যবাদস্বরূপ। জড়িয়ে রাখা বাঁধন খুলল ওরা। তবে একে অন্যের আঙুল ধরে রইল। এগিয়ে চলল সামনে।

উজ্জ্বল আলোয় এসে পড়ল ওরা। স্মিথসোনিয়ান ক্যাসল, এখানেই ওদের আসার কথা। পাথুরে লাল ছাদ, টাওয়ার, টাওয়ারের চূড়ো এগুলো অন্ধকারের মধ্যে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে। শহরের সেকেলে চেহারার পরিচয় বহন করছে এই ভবন। মূল ভবনটিকে স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউশন-এর ইনফরমেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করা হলেও ওটার ঠিক নিচেই সিগমা ফোর্সের সেন্ট্রাল কমান্ডের ঘাঁটি। এর আগে নিচের এই অংশটিকে বোমা হামলার সময় মানুষজনের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করা হতো। DARPA'র গোপন মিলিটারি ফোর্সকে আড়াল করছে ভবনের এই অংশ। স্মিথসোনিয়ান-এর এই প্রাণকেন্দ্রে মিলিটারি বৈজ্ঞানিকরা ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে।

ভবনের নিচতলায় পৌঁছুতেই মন্‌কের হাত থেকে নিজের আঙুল ছাড়িয়ে নিল ক্যাট।

ওকে লক্ষ করল মন্‌ক, দুশ্চিন্তা এখনও ওর মনে খুঁতখুঁত করছে।

সবকিছু মিটমাট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এখনও ক্যাটের আচরণে একধরনের নিরাপত্তাহীনতাবোধ লক্ষ করছে ও। বাচ্চার চেয়েও বড় কোনো বিষয় আছে কী?

আমি যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছি।

কীসের নিশ্চিত?

বিষয়টি সিগমা কমান্ডের ভূগর্ভস্থ অফিসে যাওয়ার পথ জুড়ে মন্‌কের মনে খচখচ করতে লাগল। তবে দুশ্চিন্তার নতুন বহর যোগ হলো লোগান গ্রেগরি'র বক্তব্য শোনার পর।

'ওই এলাকা এখনও ঝড়ের কবলে ডুবে আছে। বজ্রসহ ঝড়ের তাণ্ডব চলছে পুরো বঙ্গোপসাগরে।' একটি ডেস্কের পেছনে বসে লোগান ব্যাখ্যা করলেন। দেয়ালে একসারি এলসিডি কম্পিউটার স্ক্রিন শোভা পাচ্ছে। ওগুলোর মধ্যে দুটোতে তথ্য দেখাচ্ছে। এশিয়ার উপরে থাকা স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ছবি সরাসরি দেখাচ্ছে এটা।

স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত একটি ফটো ক্যাটের কাছে দিল মন্‌ক।

'আশা করা যায়, সূর্য উদয়ের আগেই আমরা আরও কিছু জানতে পারব।' বললেন লোগান। 'ভোরের দিকে আং গেলু একজন মেডিক্যাল স্টাফকে নিয়ে মঠের দিকে রওনা করেছিলেন। ঝড় শুরু হওয়ার আগেই গিয়েছিল তাঁরা। এখনও অনেক বেলা বাকি। ওখানে মাত্র দুপুর। তাই আশা করা যায়, শীঘ্রি আমরা আরও কিছু জানতে পারব।'

ক্যাটের দিকে এক পলক তাকাল মন্‌ক। ডিরেক্টরের তদন্ত সম্পর্কে ব্রিফ করা হলো ওদের। বিগত তিন দিন যাবত পেইন্টার ক্রো'র সাথে কমান্ডের কোনো যোগাযোগ নেই। লোগান সাহেবের চোখ-মুখের হাল দেখে বোঝা যাচ্ছে এই ব্যক্তি পুরোটা সময় জেগে কাটিয়ে দিয়েছে। বরাবরের মতো তাঁর পরনে নীল স্যুট আছে, তবে কনুই আর হাঁটুর অংশটুকু একটু দুমড়ে গেছে ওটার। সিগমার সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে ব্যাপারটিকে একটু দৃষ্টিকটু বলা চলে। শুকনো সোনালি চুল আর পেটা শরীরে সবসময় তাঁকে তরুণ মনে হলেও আজ রাতে বোঝা যাচ্ছে তাঁর বয়স চল্লিশেরও বেশি। ঘোলা চোখ, ফ্যাঁকাসে মুখ আর কুঁচকে থাকা চামড়ার কারণে তাঁর বয়স ফুটে উঠেছে আজ।

'গ্রে'র কী খবর?' ক্যাট প্রশ্ন করল।

দৃঢ় টেপে মোড়া একটি ফাইলকে ডেস্কের ওপর রাখলেন লোগান। ভঙ্গিটা এমন, আগের প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর আর কিছুই বলার নেই। দক্ষতার সাথে দ্বিতীয় আরেকটি ফাইল নিয়ে সেটা খুললেন লোগান। 'এক ঘণ্টা আগে কমান্ডার পিয়ার্সের জীবনের ওপর হামলা হয়েছিল।'

'কী?' সামনে ঝুঁকল মন্‌ক, অনেকটা হঠাৎ করেই। 'তাহলে এসব আবহাওয়ার রিপোর্ট কীসের জন্য?'

'শান্ত হও। পিয়ার্স নিরাপদে আছে, ব্যাকআপের জন্য অপেক্ষা করছে।' লোগান বললেন। কোপেনহ্যাগেনে ঘটে যাওয়া ঘটনার উল্লেখযোগ্য অংশগুলো শোনালেন তিনি। গ্রে কীভাবে বেঁচেছে সেটাও জানিয়ে দিলেন। 'মন্‌ক, আমি ঠিক করেছি, তুমি কমান্ডার পিয়ার্সের সাথে যোগ দেবে। ডালস-এ একটি জেট প্লেন তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। ৯২ মিনিট পর ফ্লাইট।'

মন্‌ককে মানতেই হবে, লোগান সাহেব একজন দক্ষ লোক। মিনিট বলে দিলেন অথচ ঘড়ির দিকে একবার তাকানোরও প্রয়োজনবোধ করলেন না।

'ক্যাপ্টেন ব্রায়ান্ট,' ক্যাটের দিকে ফিরে বললেন লোগান। 'আর এই সময়টুকু তোমাকে এখানে চাই। আমরা এখান থেকে নেপালের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করব। কাঠমাণ্ডুতে আমাদের অ্যাম্বাসিতে ফোন করতে হবে। সেক্ষেত্রে তোমার আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা প্রয়োজন পড়বে।'

'অবশই, স্যার।'

ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে ক্যাটের পদবী উন্নতি হওয়ার কারণে মন্‌ক হঠাৎ তৃপ্তিবোধ করল। ক্যাট এরকম সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে লোগানের ডান হাত হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবে। বাইরে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার চেয়ে স্মিথসোনিয়ান ক্যাসলের এই ভূগর্ভস্থ অফিসে নিরাপদে থাকবে ক্যাট। দুশ্চিন্তা করার একটি জায়গা কমল।

মন্‌ক দেখল ক্যাট ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর তাকানোর ভঙ্গিতে রাগের ছটা, মনে হচ্ছে ও মন্‌কের মন পড়তে পারছে। মন্‌ক নিজের চেহারা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল।

লোগান উঠে দাঁড়ালেন। 'তাহলে তোমরা দু'জনে নিজেদের কাজ বুঝে নাও।' অফিসের দরজা খুলে বিদেয় করলেন ওদের।

ওদের পেছনে দরজা বন্ধ হওয়া মাত্র ক্যাট মন্‌কের হাত শক্ত করে প্যাঁচিয়ে ধরল। 'তুমি ডেনমার্কে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, তো?'

'তাহলে ওটার...?' ক্যাট ওকে মেয়েদের ওয়াশরুমে ওকে টেনে নিল। এত রাতে এখানে কেউ নেই। একদম ফাঁকা। 'বাচ্চার কী হবে?'

'আমি বুঝতে পারছি না। কীজন্য...?'

'যদি তোমার কিছু হয়ে যায়?'

চোখ পিটপিট করে ক্যাটের দিকে তাকাল ও। 'কিছুই হবে না।'

মন্‌কের আরেক হাতের হাতা সরিয়ে যান্ত্রিক হাত বের করে দেখাল ক্যাট। 'তুমি তো সুপারম্যান নও।'

মন্‌ক নিজের হাত টেনে নিয়ে পেছনে আড়াল করল। ওর মুখ গরম হয়ে উঠেছে। 'মাছি মারার মতো সহজ অপারেশন এটা। গ্রে ওর কাজ করবে আমি ওকে সাহায্য করব। ওদিকে র‍্যাচেলও আসছে। ওদের দু'জনের মাঝে আমাকে হয়তো *কাবাব মে হাড্ডি হতে হবে*। আর তারপর দিন প্রথম ফ্লাইট ধরে আমরা ফিরে আসব, ব্যস।'

'অপারেশন যদি এত সহজই হয় তাহলে অন্য কেউ যাক। আমি লোগানকে বলব, এখানে তোমার সাহায্য লাগবে।'

'হ্যাঁ, তুমি বললেই তিনি শুনবে!'

'মন্‌ক...'

'আমি যাচ্ছি, ক্যাট। প্রেগনেন্সির ব্যাপারটা তুমিই গোপন রাখতে চাচ্ছ। আমি তো পুরো দুনিয়াকে জানিয়ে দিতে চাই। যা-ই হোক, আমাদের দু'জনেরই ডিউটি আছে। তুমি তোমারটা করো, আমি আমারটা। বিশ্বাস রাখো, আমি বেপরোয়া কিছু করব না।' ক্যাটের পেটের ওপর হাত রাখল মন্‌ক। 'আমাদের তিনজনের জন্য নিজেকে সাবধানে রাখব।'

ক্যাট ওর হাতের ওপর হাত রেখে শ্বাস ফেলল। 'হুঁ।'

হাসল মন্‌ক। ক্যাটও হাসল। কিন্তু ক্যাটের চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া ঠিকই দেখতে পেল মন্‌ক। দুশ্চিন্তার বিপরীতে ওর কাছে মাত্র একটি জবাব আছে।

কাছে এগিয়ে এল ও। দু'জোড়া ঠোঁট পরস্পরকে চুমো খেল। ফিসফিস করল ওরা। 'কথা দিলাম।'

'কীসের কথা দিলে?' ক্যাট জানতে চাইল।

'সবকিছু।' জবাব দিল মন্‌ক। আরও গভীরভাবে চুমো খেল।

একদম মন থেকে কথা দিয়েছে ও।

'তুমি এটা গ্রে'কে জানাতে পারো,' চুমো শেষ করে বলল ক্যাট। 'তবে হ্যাঁ, ওকে বলো আর কাউকে যেন না বলে।'

'সত্যি?' মন্‌কের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সন্দেহে সরু হয়ে গেল ও দুটো। 'কেন?'

ওর পেছনে গিয়ে আয়নামুখী হলো ক্যাট। মন্‌কের পাছায় চাপড় মেরে বলল, 'যাতে সে-ও তোমার খেয়াল রাখে।'

'ঠিক আছে।'

আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিল ক্যাট। 'আচ্ছা, এখন আমি তোমার সাথে কী করব?'

ওর কোমর জড়িয়ে ধরে মন্‌ক বলল, 'মিস্টার গ্রেগরি সাহেবের মতে আমার হাতে এখনও ৯২ মিনিট সময় আছে।'

দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট।
হিমালয়।

পেইন্টারের পর হামাগুড়ি দিল লিসা।

পাহাড়ি ছাগলের মতো দক্ষতা প্রদর্শন করে ঢাল ও বরফ শিলার ভেতর দিয়ে লিসাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ক্রো। ভারি তুষারপাত হচ্ছে ওদের ওপর। মাথার ওপরে মেঘের স্তূপ থাকার কারণে আলো কমে গেছে, কয়েক ফুট পরে কী আছে দেখা যাচ্ছে না। দিনের বেলাতেই কীরকম অদ্ভুত ধূসর জ্যোৎস্নার মতো আলো। তবে ওরা অন্তত বরফঅলা দমকা বাতাসের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। ওরা যে গিরিপথ ধরে নিচে নামছে বাতাস বইছে ঠিক তার উল্টো দিকে।

বাতাসের কবল থেকে বাঁচতে পারলেও এই হিমশীতল ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। পারকা আর গ্লোভস থাকা সত্ত্বেও লিসা কাঁপছে। ওরা রওনা হয়েছে এক ঘণ্টাও হয়নি। মঠে আগুন লাগায় ওখানকার তাপমাত্রা একটু গরম ছিল, তবে সেটা এখন অতীত। ওর মুখের কয়েক ইঞ্চি চামড়া বেরিয়ে আছে, ঠাণ্ডা বাতাস যেন ওইটুকু জায়গাতেই ঝামা ঘষে দিচ্ছে!

পেইন্টারের অবস্থা আরও খারাপ। এক জোড়া মোটা প্যান্ট, পশমি দস্তানা পরেছে ও। এক মৃত সন্ন্যাসীর শরীর থেকে খুলে নিয়েছে এগুলো। ওর মাথায় কোনো হুডও নেই। মুখের নিচের অংশে একটি স্কার্ফ বেঁধে রেখেছে, ব্যস। ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে ওর শ্বাস সাদা ধোঁয়া হয়ে বেরোচ্ছে।

আশ্রয় খুঁজতে হবে ওদের।

দ্রুত।

লিসা ঢালে একটু পিছলে যেতেই ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ক্রো। ওরা গিরিপথের নিচে পৌঁছে গেছে। ঢালু দেয়াল দিয়ে ফ্রেমবন্দীর মতো হয়ে আছে জায়গাটি।

টাটকা তুষার জমেছে এখানে। ওগুলোর গভীরে পা ডুবে যাচ্ছে। স্নো-শু ছাড়া এই বরফ মাড়িয়ে যাওয়া অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

লিসার উদ্বেগ আঁচ করতে পেরে একদিকের সরু অংশ দেখাল পেইন্টার। ঢালের একটি অংশ সামনে বেরিয়ে ঝুলে আছে। ওখানে গেলে এই বৈরি আবহাওয়ার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। পা টেনে টেনে ওটার দিকে এগোল ওরা।

ঝুলন্ত অংশের নিচে যাওয়ার পর পরিস্থিতি কিছুটা সহজ হয়ে গেল।

পেছনে তাকাল লিসা। ইতোমধ্যে তুষার এসে ওদের পায়ের ছাপ ঢেকে দিতে শুরু করেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে কোনো পায়ের ছাপ আর দেখা যাবে না। কেউ ওদের খুঁজতে এলে, এই বিষয়টি ওদের সাহায্যই করবে। তারপরও লিসার কেমন যেন অস্বস্তি লাগল। মনে হলো, ওদের অস্তিত্বই যেন মুছে যাচ্ছে।

সামনে ঘুরল ও। 'আমরা কোথায় যাচ্ছি সে-সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে?' লিসা দেখল ওর গলার আওয়াজ ফিসফিসিয়ে বেরোচ্ছে। অবশ্য নিজেরা কোন অজানার উদ্দেশে যাচ্ছে সেই ভয়ে নয়, ঝড়ের ভয়ে আপনা আপনি ফিসফিস করে বলেছে ও।

'খুব বেশি কিছু জানি না,' বলল পেইন্টার। 'সীমান্তের এই অংশটুকু ম্যাপে ওভাবে চিহ্নিত করা নেই। এর অধিকাংশ জায়গায় এখনও মানুষের পা পড়েনি।' হাত নেড়ে বলল ও। 'এখানে যখন প্রথম এসেছিলাম তখন স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত কিছু ছবিতে চোখ বুলিয়েছি। কিন্তু ওগুলো বাস্তব পরিস্থিতিতে তেমন কাজে আসবে না। এখানকার ভূমি খুব বেশি অসমতল। পর্যবেক্ষণ করা কঠিন।'

ওরা চুপচাপ কয়েক পা সামনে এগোল।

ঘুরে লিসার দিকে তাকাল পেইন্টার। 'তুমি কী জানো ১৯৯৯ সালে এখানে ওরা সাংরি-লা আবিষ্কার করেছিল?'

ক্রো'কে খেয়াল করল ও। স্কার্ফে ঢাকা মুখের আড়ালে ক্রো হাসছে কি-না সেটা ও বুঝতে পারছে না। হয়তো লিসার ভয় দূর করার চেষ্টা করছে। 'সাংরি-লা... মানে হারানো দিগন্ত, *লস্ট হরাইজন?*' একটি সিনেমা ও বইয়ের কথা মনে পড়ল ওর। হিমালয়ে অবস্থিত বরফে মোড়া উটোপিয়ান স্বর্গ, যেটা হারিয়ে গিয়েছিল।

লিসাকে বুঝাতে শুরু করল ক্রো। 'এখান থেকে কয়েকশ' মাইল দক্ষিণে দু'জন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক অভিযাত্রী বিরাটাকার, গভীর গিরিসঙ্কট আবিষ্কার করেছিলেন। পাহাড়ের পার্শ্বদেশের নিচে ছিল ওটা। তাই স্যাটেলাইট ম্যাপে দেখা যেত না। ওটার তলায় একটা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় স্বর্গ বিছানো ছিল। ঝরনা, দেবদারু ও পাইন গাছ, তৃণভূমি জুড়ে রডোডেনড্রন ফুলের ছড়াছড়ি, জলপ্রবাহের পাশে সারি সারি ফার ও চিরহরিৎ গাছপালা। সবমিলিয়ে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা একটা বুনো বাগান ছিল ওটা। প্রাণসম্পদে ভরপুর জায়গাটির চারদিকে ছিল তুষার আর বরফ।

'সাংরি-লা?'

শ্রাগ করল পেইন্টার। 'প্রকৃতি যেটাকে লুকোতে চায় সেটাকে স্যাটেলাইট দিয়ে বের করা সম্ভব না, সাংরি-লা সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে।'

দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগছে ওর। কথা বলার কারণে অযথা শ্বাস-প্রশ্বাস ও তাপের অপচয় হয়েছে। ওদের নিজেদের জন্য একটি সাংরি-লা খুঁজে বের করতে হবে।

চুপচাপ এগোল ওরা। তুষার পড়ার পরিমাণ বেড়ে গেছে।

আরও দশ মিনিট পর ওরা দেখল গিরিপথ একদিকে এঁকেবেঁকে সরে গেছে। কোণায় পৌঁছুতেই ওদের মাথার ওপরে থাকা ঢালের ঝুলন্ত অংশ শেষ হয়ে আসছে।

থেমে আলাদা হয়ে তাকাল ওরা।

এখান থেকে ঢাল খুব খাড়াভাবে নিচে নেমে গেছে। প্রসারতাও বেড়েছে। ওদের সামনে পর্দার মতো তুষার পড়ছে, যেন তুষারে ভরে যাচ্ছে পৃথিবী। দমকা বাতাস আর গভীর উপত্যকা দেখে যা মনে হলো এটা সাংরি-লা নয়।

বরফে ঢেকে যাওয়া খাঁজ কাটা পাহাড়ের সারি সামনে বিস্তৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রশি ছাড়া ওখানে পা দেয়া খুব কঠিন হবে, খুব ঢালু ওগুলো। এক সারি ঝরনা দেখা গেল—তবে ওগুলো বরফে জমে স্থবির হয়ে আছে।

তুষার আর বরফের ধোঁয়াশা যুক্ত একটি গভীর গিরিসঙ্কট চোখে পড়ল। মনে হচ্ছে ওটার কোনো তল নেই। ওটা দিয়ে পৃথিবীর শেষ মাথা পর্যন্ত যাওয়া যাবে।

'আমরা নিচে গিয়ে কোনো একটা রাস্তা খুঁজে বের করব।' বলল ক্রো। তুষার পাতের ভেতরে পা বাড়ল ও। তুষার জমতে জমতে এখন পায়ের গোড়ালি ছাড়িয়ে আরও উপরে উঠে এসেছে। লিসার জন্য পথ দেখাল ক্রো।

'দাঁড়াও,' বলল লিসা। ও জানে এখানে ক্রো আর বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না। ওকে নিয়ে এতদূর এসেছে ঠিকই কিন্তু সামনে যাওয়ার মতো ওদের অবস্থা নেই, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও নেই।

'এখানে...'

ক্রো'কে একটি উপত্যকার দেয়ালের দিকে নিয়ে চলল ও। বাতাসের প্রকোপ থেকে জায়গাটি মুক্ত।

'কোথায়...?' ক্রো প্রশ্ন করতে চাইল কিন্তু ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁত বাড়ি লাগায় করতে পারল না।

উপর থেকে নেমে জমাট বাঁধা ঝরনাধারা দেখাল লিসা। তাসকি শেরপা ওদেরকে বেঁচে থাকার জন্য কিছু টেকনিক শিখিয়েছিলেন। আশ্রয় খোঁজার এই টেকনিকগুলো শেখা ছিল কঠোরভাবে বাধ্যতামূলক।

লিসা খুব ভাল করেই জানে কীভাবে সেরা জায়গাটিকে খুঁজে বের করতে হবে।

জমাট বাঁধা ঝরনাধারা ওদের যেখানে এসে পৌঁছেছে সেটা পেরিয়ে গেল লিসা। তাসকির শিখিয়ে দেয়া জ্ঞান অনুযায়ী, কালো পাথর কোথায় গিয়ে নীল-সাদা বরফের সাথে মিশেছে সেটা খুঁজতে লাগল ও। টেকনিক বলে, গ্রীষ্মকালে হিমালয়ে থাকা বরফ গলার ফলে এই ঝরনায় পানির প্রবাহ শুরু হয়। পাহাড়ের বিভিন্ন গভীর অংশের বরফও গলে পানিতে পরিণত হয় তখন। অন্যদিকে যখন ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করে তখন চলমান ঝরনাধারা আস্তে আস্তে বরফ হয়ে জমাট বেঁধে যায়। আর মজার ব্যাপার হলো এই জমাট বাঁধা জলধারার পেছনে সবসময় ফাঁকা জায়গা থাকে।

লিসা স্বস্তির সাথে খেয়াল করল, এই ঝরনাও সেটার ব্যতিক্রম নয়। তাসকি আর তাঁর পূর্বপুরুষদেরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল ও। কনুই ব্যবহার করে বরফ আর পেছনের দেয়ালের মধ্যকার কালো ফাঁকা অংশ চওড়া করল ও। পেছনে একটি ছোট গুহার দেখা মিলল।

লিসার সাথে যোগ দিল ক্রো। 'দাঁড়াও দেখে আসি ভেতরটা নিরাপদ কি-না।'

ফাঁকা জায়গা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ পর ছোট্ট একটি আলো জ্বলে উঠল, আলোকিত হলো জমাট বাঁধা ঝরনাধারা।

লিসা ফাঁকা অংশ দিয়ে উঁকি দিল।

কয়েক পা দূরে পেইন্টার দাঁড়িয়ে আছে, হাতে পেনলাইট। আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছোট কোটর পরীক্ষা করছে ও। 'দেখে নিরাপদ মনে হচ্ছে। ঝড়ো আবহাওয়ার সময়টুকু আমরা এখানে কাটিয়ে দিতে পারব।'

গুহায় ঢুকল লিসা। বাইরের বাতাস আর তুষারপাত এখানে নেই। এখনই বেশ উষ্ণবোধ হচ্ছে।

ক্রো পেনলাইট বন্ধ করে দিল। এখানে আলো জ্বালানোর কোনো প্রয়োজন নেই। বাইরে যে দিনের আলো আছে সেটাকে পুরোপুরি চুষে নিয়ে বর্ধিত করে জমাটবাঁধা ঝরনাধারা ভেতরের গুহাকে আলোকিত করে রেখেছে। আলোর বিকিরণ হচ্ছে বরফ থেকে।

লিসার দিকে তাকাল পেইন্টার। ওর চোখগুলো একদম নীল রঙের, জ্বলজ্বলে বরফের সাথে মিলে গেছে। ওর চেহারায় ফ্রস্টবাইট (বরফপচন)-এর লক্ষণ আছে কি-না দেখল লিসা। বাতাসের তোপে ওর চামড়া একদম নীল হয়ে গেছে। ক্রো'র চেহারার হাল দেখে বুঝল এই ব্যক্তি সত্যিই আমেরিকার আদিবাসী। খাঁটি আমেরিকান।

'ধন্যবাদ,' বলল পেইন্টার। 'এইমাত্র তুমি হয়তো আমাদের জীবন বাঁচালে।'

শ্রাগ করল লিসা, অন্যদিকে তাকাল। 'তোমার কাছে আমি ঋণী ছিলাম।'

মুখে যতই গম্ভীরভাবে জবাব দিক না কেন ক্রো'র কথাগুলো ওর কাছে কেমন যেন উষ্ণ মনে হলো... ও যতখানি আশা করেনি তার চেয়েও বেশি ছুঁয়ে গেল কথাগুলো।

'তুমি কীভাবে জানলে এভাবে খুঁজলে...' বাক্য শেষ করতে পারল না সজোরে হাঁচি দিল ক্রো। 'ওউ।'

লিসা নিজের প্যাক নামাল। 'প্রশ্ন পরে হবে। আমাদের দু'জনের উষ্ণতা বাড়ানো দরকার।'

মেডিক্যাল প্যাক খুলে একটি এমপিআই ইনস্যুলেটিং কম্বল বের করল ও। জিনিসটা পাতলা হলেও এর অ্যাস্ট্রলার কাপড় শরীর থেকে নির্গত তাপের নব্বই শতাংশ তাপমাত্রা ধরে রাখতে পারে। তবে লিসা অবশ্য শুধু নিজেদের শরীরের তাপমাত্রার ওপরেই নির্ভর করছে না।

ছোট একটি হিটার বের করল ও, পর্বতারোহণের জন্য এই জিনিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'বোসো,' পেইন্টারকে নির্দেশ করল লিসা। ঠাণ্ডা পাথরের ওপর কম্বলটিকে বিছিয়ে দিল।

ঠাণ্ডায় পেইন্টারের অবস্থা শোচনীয়, কোনো আপত্তি করল না।

লিসাও ওর সাথে যোগ দিয়ে ওদের দু'জনের ওপরে কম্বল টেনে নিল। কম্বলের ভেতরে বসেই কোলম্যান স্পোর্ট-ক্যাট হিটারের ইলেকট্রনিক সুইচ অন করল ও। বুটেন গ্যাসের ছোট্ট সিলিন্ডার দিয়ে চলবে এই হিটার। ১৪ ঘণ্টার মতো টিকবে।

পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করলে এই সিলিন্ডার দিয়ে সামনের দুই/তিন দিন থাকতে পারবে ওরা।

হিটার গরম হচ্ছে। লিসার পাশে থাকা পেইন্টার কেঁপে উঠল।

'জুতো আর গ্লোভস খোলো,' ক্রো'কে খুলতে বলে নিজেও খুলল। 'হিটারের গরমে হাতগুলোকে সেঁকে নাও, হাতের আঙুল, পায়ের আঙুল, নাক, কান ম্যাসাজ করো।

'ফ্র... ফ্রস্টবাইট থেকে বাঁচার জন্য...'

মাথা নাড়ল লিসা।

'নিজের শরীর আর পাথরের মাঝে যতটা সম্ভব কাপড় রাখো, যাতে শরীরের তাপমাত্রা পাথরে চলে না যায়।'

আস্তে আস্তে গুহার তাপমাত্রা সুন্দর উষ্ণ হতে লাগল।

'আমার কাছে কয়েকটা পাওয়ারবার আছে,' বলল লিসা। 'তুষার গলিয়ে পানি পেতে পারি আমরা।'

'একদম পাক্কা খেলোয়ার!' বলল পেইন্টার। শরীর উষ্ণ হতেই কথায় জোর ফিরে পাচ্ছে।

'কিন্তু এসবের কিছুই কিন্তু বুলেট ঠেকাতে পারবে না।' লিসা বলল। পেইন্টারের দিকে তাকাল ও। কম্বলের নিচে নাকের সাথে নাক ছুঁই ছুঁই অবস্থা।

শ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল ক্রো। ওরা ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে রক্ষা পেলেও বিপদ থেকে এখনও উদ্ধার পায়নি। কিন্তু কীভাবে কী করবে? যোগাযোগ করার কোনো রাস্তাই নেই ওদের। হাতে কোনো অস্ত্রও নেই।

'আমরা লুকিয়ে থাকব,' বলল পেইন্টার। 'মঠে যারা বোমা মেরে আগুন ধরিয়েছে ওরা আমাদেরকে এতদূর পর্যন্ত খুঁজে বের করতে পারবে না। ঝড় কেটে গেলে উদ্ধারকারীরা আসবে। আশা করা যায় হেলিকপ্টার থাকবে তাদের সাথে। রোড ফ্লেয়ার দিয়ে আমরা তাদেরকে সংকেত দিতে পারব। তোমার ইমার্জেন্সি প্যাকে রোড ফ্লেয়ার আছে, আমি দেখেছি।

'কামনা করি, অন্যরা আসার আগেই যেন উদ্ধারকারীরা এখানে পৌঁছায়।'

লিসার হাঁটুতে হাত রাখল ক্রো। লিসা ওর এই আচরণে খুশি। ক্রো ওকে অন্তত কোনো মিথ্যে আশ্বাস দেয়ার চেষ্টা করেনি। ওরা ফুলশয্যায় নেই, ঘোর বিপদে আছে। ক্রো'র হাত ধরল লিসা, শক্ত করে। আশ্বাস দেয়ার চেষ্টা।

চুপচাপ রইল ওরা, যে যার নিজস্ব চিন্তায় ডুবে গেছে।

'তোমার কী মনে হেয়, ওরা কারা?' নরম স্বরে জানতে চাইল লিসা।

'জানি না। তবে ওই লোকটিকে শুইয়ে ফেলার সময় শুনলাম সে জার্মান ভাষায় কী যেন শপথ করল।'

'জার্মান? তুমি নিশ্চিত?'

'আমি কোনো কিছুতেই নিশ্চিত নই। তবে লোকটা হয়তো ভাড়া করা সৈনিক। অবশ্যই ওর কিছু মিলিটারি ট্রেইনিং নেয়া ছিল।'

'দাঁড়াও,' লিসা বলল। নিজের প্যাক নাড়াচাড়া করল ও। 'আমার ক্যামেরা।'

ক্রো সোজা হয়ে বসে রইল। কম্বলের এক অংশ সরে যাওয়ায় কাঁপছে। কম্বল টেনে নিয়ে লিসার আরেকটু কাছ ঘেঁষে বসল। যাতে কম্বল দিয়ে দু'জনেই নিশ্চিন্তভাবে ঢেকে থাকা যায়। 'তোমার কী মনে হয়, তুমি ওর কোনো ছবি তুলেছ?'

'ঘন ঘন ফ্ল্যাশ করার জন্য আমি ক্যামেরাকে একের পর এক ছবি তোলার অপশনে সেট করেছিলাম। ওই মোডে ডিজিটাল এসএলআর ক্যামেরা প্রতি সেকেন্ডে ৫টা করে ফ্রেম তোলে। জানি না, কী উঠেছে।' ক্যামেরা ঠিকঠাক করতে করতে বলল ও।

ওদের দু'জনের কাঁধের সাথে কাঁধ ঠেকে আছে। ক্যামেরা এলসিডি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। লিসা শেষ ছবিগুলো ওপেন করল, অধিকাংশই অস্পষ্ট। ছবিগুলো একের পর এক দেখে যাওয়ার ফলে মনে হলো ওরা ওদের পালানোর স্লো-মোশন ভিডিও দেখছে। বিস্মিত আক্রমণকারী ফ্ল্যাশের আলো থেকে নিজের চোখ বাঁচানোর জন্য নিজের হাত তুলল, ব্যারেলের আড়ালে লিসা লুকিয়ে পড়তেই গুলি ছুড়ল সে, পেইন্টার ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

কয়েকটি ছবিতে লোকটির চেহারার অংশ বিশেষ উঠেছে। ওগুলোকে জোড়া দিয়ে মোটামুটি যে চেহারা পাওয়া গেল: সোনালি-সাদা চুল, কপালটা দেখতে পাশবিক, চোয়াল উন্নত। আক্রমণকারী আর পেইন্টার যখন শুয়ে ধস্তাধস্তি করছিল শেষ কয়েকটি ছবি সম্ভবত তখন উঠে যায়। লোকটির চোখের ক্লোজ-আপ ছবি পেল লিসা। নাইট-ভিশন চশমা কানের উপরে সরে গেছে। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে লাল চোখ তাকিয়ে আছে ক্যামেরা ফ্ল্যাশের দিকে।

আং গেলুকে বড় কাস্তে নিয়ে আক্রমণ করা রেলু নাআ'র কথা মনে পড়ল লিসার। সেই পাগল সন্ন্যাসীর চোখেও এই একই অবস্থা দেখেছিল ও। ঠাণ্ডা শিরশিরে স্রোত বয়ে গেল ওর অনাবৃত চামড়া দিয়ে।

লোকটির অন্য চোখ লক্ষ করল লিসা। দুটো চোখ দু'রকম।

একটির মণি নীল।

অন্যটি ধবধবে সাদা।

হয়তো ক্যামেরার ফ্ল্যাশের জন্য এটা কেমন দেখাচ্ছে।

শুরুর দিকে তোলা ছবিগুলোর দিকে এগোল লিসা।

ভূগর্ভস্থ সেলারের ছবিগুলোর আগে তোলা সর্বশেষ ছবি এটা। রক্ত দিয়ে লেখা একটি দেয়ালের ছবি। ও এই ছবিটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'কী এটা?' জানতে চাইল ক্রো।

লামা খেমসারের দুঃখজনক ঘটনা ইতোমধ্যে ওকে জানিয়েছে লিসা। 'বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এগুলো দেয়ালে লিখেছিলেন। কয়েকটি চিহ্নকে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

পেইন্টার একটু সামনে ঝুঁকল। 'জুম করো তো।'

লিসা জুম করল।

ভ্রু কুঁচকালো পেইন্টার। 'এটা তিব্বতিয়ান কিংবা নেপালি অক্ষর নয়। চিহ্নগুলো কেমন যেন আড়ষ্ট। দেখে মনে হচ্ছে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান প্রাচীন বর্ণ কিংবা ওরকম কিছু একটা হতে পারে।'

'তোমার তা-ই মনে হয়?'

'বললাম তো, হতে পারে।' ক্লান্ত হয়ে পিঠ টান দিল ক্রো। 'তাছাড়া, হয়তো লামা খেমসার যা জানতে চেয়েছিলেন তার চেয়েও বেশি জানতেন।'

পেইন্টারকে একটি ব্যাপার জানাতে ভুলে গিয়েছিল ও। 'বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নিজের গলা কেটে ফেলার পর আমরা তাঁর বুকে একটি অঙ্কিত চিহ্ন দেখেছিলাম। পাগলামী কিংবা কাকতালীয় ভেবে আমি ওটাকে গুরুত্ব দেইনি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে...'

'ওটা দেখতে কেমন ছিল? এঁকে দেখাতে পারবে?'

'অত কিছুর দরকার হবে না। স্বস্তিকা চিহ্ন ছিল।'

ভ্রু উঁচু করল পেইন্টার। 'স্বস্তিকা?'

'তাই তো দেখলাম। এমনও তো হতে পারে তিনি অতীত রোমন্থন করছিলেন। যে জিনিসটা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল সেটা প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিলেন, হতে পারে না?'

আং গেলুর আত্মীয় রেলু নাআ'র কাহিনি শুনাল লিসা। মাওবাদী বিদ্রোহীদের কাছ থেকে কীভাবে পালিয়েছিল, নিরপরাধ চাষীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নিয়েছিল তারা, রেলু তাদের বর্বরতা মেনে নিতে পারেনি। অথচ পরবর্তী রেলু নাআ সেই কাজই করেছিল। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অপ্রকৃতিস্থের মতো আচরণ করেছিল সে।

লিসার বলা শেষ হলে ভ্রুঁ কুঁচকে রইল পেইন্টার। 'লামা খেমসারের বয়স আনুমানিক ৭৫ বছর হবে। সে হিসেবে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি কিশোর ছিলেন। ওদিক দিয়ে বিচার করলে স্বস্তিকার ব্যাপারটা ঠিকই আছে। নাৎসিরা হিমালয়ে রিসার্চ অভিযান চালিয়েছিল।'

'এখানে? কেন?'

শ্রাগ করল পেইন্টার। 'হেনরিক হিমল্যারকে দিয়ে কাহিনি শুরু করতে হবে। এসএস এর প্রধান, গুপ্ত কিছুর ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিল সে। হাজার বছরের পুরোনো লিপি ঘেঁটে জেনেছিল এটা আর্যদের জন্মস্থান। সেই বিশ্বাস নিয়ে হারামজাদা নাৎসি এখানে অভিযান পাঠালো, প্রমাণ সংগ্রহ করবে। ঘোড়ার ডিম ছাড়া আর কিছু পায়নি সেটা বলাই বাহুল্য।'

হাসল লিসা। 'হয়তো বৃদ্ধ লামা তখন সেই অভিযানের সাথে কোনোভাবে জড়িত ছিলেন। হয়তো গাইড হিসেবে কাজ করেছিলেন কিংবা অন্যকিছু।'

হতে পারে। কিন্তু আমরা আর সেটা জানতে পারব না। গোপন যা-ই কিছু হয়ে থাক, তিনি মারা যাওয়ার সাথে সাথে সেগুলোও হারিয়ে গেছে।'

'হয়তো না। হয়তো তিনি তাঁর রুমে কিছু একটা করার চেষ্টা করছিলেন। ভয়ঙ্কর কিছু। হতে পারে তাঁর অজ্ঞাতেই তাঁর মন তাঁকে দিয়ে গোপন কিছু প্রকাশ করতে চাচ্ছিল।'

'অনেক "হয়তো" রয়ে যাচ্ছে,' কপালে হাত বুলাল ক্রো। 'আমি আরও একটা "হয়তো" যোগ করি। হয়তো এগুলোর সবই স্রেফ পাগলামী।'

এর বিপরীতে আপত্তি তোলার মতো কিছু পেল না লিসা। শ্বাস ফেলে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার চেষ্টা করল। 'যথেষ্ট গরম হয়েছ তো?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

হিটার বন্ধ করল ও। 'বুটেন গ্যাস অপচয় করা যাবে না।'

মাথা নাড়ল ক্রো, হাই উঠছিল ওর, ঠেকানো চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো।

'আমরা বরং একটু ঘুমিয়ে নিই,' বলল লিসা। 'পালা করে ঘুমাব।'

কয়েক ঘণ্টা পর উঠল পেইন্টার। কেউ একজন ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে। দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়েছিল, সোজা হয়ে বসল এখন। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সামনে থাকা বরফের দেয়ালে যেন আলকাতরা মেখে দেয়া হয়েছে।

তবে ঝড় মনে হয় থেমে গেছে।

'কী সমস্যা?' ক্রো প্রশ্ন করল।

কম্বলের এক অংশ ফেলে দিল লিসা।

এক হাত দিয়ে ইশারা করে ফিসফিস করে বলল, 'দাঁড়াও।'

ঘুম তাড়িয়ে লিসার আরও কাছে ঘেঁষল ও। আধা মিনিট অপেক্ষা করল। ঝড় থেমে গেছে, নিশ্চিত। বাতাসের গর্জনও নেই। গুহার বাইরে পর্বত আর উপত্যকা জুড়ে সুনসান নীরবতা। সন্দেহজনক কোনো কিছু শোনার জন্য কান খাড়া করল ও।

নিশ্চয়ই কিছু একটা লিসাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

ক্রো ওর মনের ভয় অনুভব করতে পারল। কারণ লিসা ভয়ে রীতিমতো কাঁপছে।

'লিসা, কী হয়েছে...”

হঠাৎ করে বরফের দেয়াল উজ্জ্বল আলোয় জ্বলে উঠল। মনে হলো বাইরের আকাশে আতশবাজির খেলা হচ্ছে। তবে কোনো আওয়াজ নেই। আলোর ঝালর কিছুক্ষণ থেকে তারপর বিলীন হয়ে গেল। সব আবার অন্ধকার।

'ভূতুড়ে আলো...' ফিসফিস করল লিসা। তাকাল ক্রো'র দিকে।

তিন রাত আগের কথা ভাবল ক্রো। তখন থেকেই তো শুরু। গ্রামের অসুস্থতা, মঠে পাগলামী। লিসার অনুমানের কথা মনে পড়ল ওর। এই আলোর সাথে অসুস্থতার লক্ষণের সরাসরি সম্পর্ক আছে।

আর এখন ওরা সেই অভিশপ্ত ভূমিতেই অবস্থান করছে।

একদম কাছে।

পেইন্টার দেখল চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতায় বরফ জমা ঝরনাধারা আবার প্রজ্জ্বলিত হলো। ভূতুড়ে আলো ফিরে এসেছে।

পাঁচ

সামথিং রটেন

সন্ধ্যা ৬টা ১২ মিনিট।
কোপেনহ্যাগেন, ডেনমার্ক।

ইউরোপে কোনো কিছুই কী সঠিক সময়ে শুরু হয় না?

হাতঘড়ি দেখল গ্রে।

নিলাম শুরু হওয়ার কথা ৫ টায়।

এখানে বাস, ট্রেন বেশ ভালই পাওয়া যায় কিন্তু যদি ঠিক সময়ে কোনো অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ আসে তখন ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এক ঘণ্টা লেট। ৬টারও বেশি বাজে এখন। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, অনুষ্ঠান শুরু হবে সাড়ে ৬টায়। উত্তর সাগরে ঝড় হওয়ার কারণে অনেকে দেরি করে আসছে। সাগরের বৈরি আবহাওয়ার কারণে কোপেনহ্যাগেনে আসতে দেরি হয়েছে প্লেনগুলোর।

নিলামে অংশগ্রহণকারী বিডাররা (ক্রেতা) এখনও আসছে ধীরে ধীরে।

সূর্য কোপেনহ্যাগেনের আকাশ থেকে বিদেয় নিতেই স্ক্যানডিক হোটেল ওয়েবারস-এর তিনতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াল গ্রে। *Ergenschein Auction House* এর রাস্তার অপর পাশেই এটার অবস্থান। চার তলা ভবনের এই নিলাম অফিসটিকে আর্ট গ্যালারি বলে মনে হয়। আধুনিক ডেনিশ ছিমছাম স্টাইল, সবকিছু গ্লাস আর সাদা রঙের কাঠ দিয়ে সাজানো। চার তলা ভবনের নিচতলায় নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।

শীঘ্রি শুরু হবে, আশা করা যায়।

হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল গ্রে।

কিছুক্ষণ আগে ওর আগের হোটেলে গিয়ে নজরদারির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছে। আসার সময় চেক-আউট করেছে হোটেল থেকে। তারপর নতুন নাম আর মাস্টারকার্ড নিয়ে এই হোটেলে রুম বুক করেছে ও। এই রুম থেকে কোপেনহ্যাগেনের সিটি স্কয়ারের বিস্তৃত দৃশ্য দেখা যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো পার্কগুলোর মধ্যে অন্যতম টিভোলি গার্ডেনস এই হোটেল থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ওখান থেকে ভেসে আসা গান ও হাসাহাসি শোনা যায় ওর বারান্দা থেকে।

রাস্তার পাশের দোকান থেকে একটি হট ডগ কিনে এনেছিল গ্রে। খোলা ল্যাপটপের পাশে ওটা আধ-খাওয়া অবস্থায় পড়ে আছে। সারাদিনে এই হট ডগ ছাড়া

আর কিছু খায়নি ও। মানুষ মনে করে, ওর মতো এজেন্টরা বিভিন্ন অভিজাত ক্যাসিনো ঘুরে বেড়ায় আর রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া করে। ভুল। ওগুলো স্রেফ গুজব। হট ডগ কিনতে গিয়ে আমেরিকান ডলারে ওর খরচ হয়েছে ৫ ডলার। গলা কাটা দাম নিলেও খেতে ভালই ছিল।

মোশন সেনসেটিভ ক্যামেরা দ্রুত কয়েকটি ছবি তুলতেই ল্যাপটপের স্ক্রিন কেঁপে উঠল। নিলামে অংশগ্রহণকারী প্রায় দুই ডজন ব্যক্তির ছবি ও ইতোমধ্যে তুলে ফেলেছে। যেমন ব্যাংকার, হাস্যউজ্জ্বল ইউরোপীয়, চকচকে স্যুট পরা তিন জন ভদ্রলোক—দেখেই বোঝা গেল এরা মাফিয়া, এক বেঁটে-খাটো মহিলা—অধ্যাপিকা হবে হয়তো এবং সাদা রঙের দামি পোশাক পরা চার জোড়া ব্যক্তি—ওদের প্রত্যেকের মাথায় নাবিকদের মতো ক্যাপ আছে। শেষের কয়েকজন আমেরিকান ভাষায় কথা বলল। বেশ উচ্চস্বরে।

গ্রে মাথা নাড়ল।

সম্ভবত লোকজন যা আসার এসে পড়েছে। আর খুব একটা বাকি নেই।

নিলাম ভবনের সামনে একটি লম্বা লিমুজিন এসে থামল। নামল দু'জন। দু'জনই হালকা-পাতলা, বেশ লম্বা। ম্যাচিং করে দু'জন আরমানি কালো স্যুট পরেছে। একজন পুরুষ অন্যজন নারী। পুরুষটি রবিন পাখির ডিমের ছবিঅলা নীল টাই পরে আছে। অন্যদিকে তার সঙ্গিণীর পরনে আছে সিল্কের ব্লাউজ, ওটাও নীল। দু'জনের বয়সই কম, ঊর্ধ্বে ২৫ বছর হবে। কিন্তু তাদের হাবভাব দেখে মনে হলো তারা নিজেদেরকে তারচেয়েও বেশি বয়স্ক হিসেবে উপস্থাপন করতে চাচ্ছে। ওদের দেখতে নির্বাক যুগের সিনেমার তারকার মতো লাগল। টগবগে বয়স। মুখে কোনো হাসি নেই, আবার গম্ভীর করেও রাখেনি। ছবিতে দেখা গেল তাদের চোখে স্বাভাবিক সৌহার্দ্যপূর্ণ ছাপ আছে।

ডোরম্যান ওদের জন্য দরজা টেনে ধরল।

ডোরম্যানকে মাথা ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদ দিল ওরা... পরিমিত ভঙ্গিতে, কোনোরকম আদিখ্যেতা ছাড়া। ভেতরে ঢুকল ওরা। ওদের পেছন পেছন ডোরম্যানও ঢুকে পড়ল। বোঝা গেল, এই দম্পতির পর আর কেউ আসবে না। এমনও হতে পারে, এদের জন্যই নিলাম অনুষ্ঠান এতক্ষণ দেরি করা হয়েছে।

এরা কারা?

কৌতূহল দমন করল গ্রে। লোগান গ্রেগরি মানা করেছেন।

গ্রে তোলা ছবিগুলো আবার চেক করল। দেখে নিল অংশগ্রহণকারী সবার চেহারা স্পষ্টভাবে উঠেছে কি-না। সন্তুষ্ট হয়ে ফাইলগুলো একটি পেন-ড্রাইভে নিয়ে ওটা পকেটে রেখে দিল। এখন ওকে এই নিলাম অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যেসব জিনিস বিক্রি হয়ে যাবে সেগুলোর নাম ও ক্রেতার তালিকা যোগাড় করার ব্যবস্থা লোগান করে রেখেছেন। ওর মধ্যে কয়েকটি ছদ্মনাম থাকবে, বলাই বাহুল্য। তবে এই তথ্যগুলো ইউ.এস টাস্ক ফোর্স ও প্রয়োজনে ইউরোপোল ও ইন্টারপোলকে দেয়া হবে। এখানকার আসল ঘটনা হয়তো গ্রে'র আর কখনও জানা হবে না।

যেমন : কেন ওকে আক্রমণ করা হয়েছিল? গ্রিট্রি নেয়াল কেন খুন হয়ে গেলেন?

নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিল গ্রে। পুরো বিকেল লেগে গেল এই কাজে, কিন্তু মনের অস্থিরতা কমল। লোগান ওকে শান্ত থাকতে বলেছেন, বিষয়টি মেনে নিতে

শুরু করল ও। এখানে কী হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে ওর কোনো ধারণা নেই। অন্ধের মতো কিছু করতে গেলে হয়তো আরও লোকজন মারা পড়বে।

কিন্তু তবুও একটা অপরাধবোধ ওকে ভোগাচ্ছে, শান্ত-স্থির হতে দিচ্ছে না। বিকেলের অধিকাংশ সময় নিজের রুমে হাঁটাহাঁটি করে কাটিয়েছে ও। বিগত দিনগুলো বারবার ওর মানসপটে ফুটে উঠেছে। শুরু থেকেই আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল... আর সাবধানতা অবলম্বন...

পকেটে গ্রে'র সেল ফোন কেঁপে উঠল। বের করে নাম্বার চেক করল ও। *বাঁচা গেল*। ফোন রিসিভ করে বারান্দার রেইলিঙের কাছে গেল ও।

'র‍্যাচেল... তুমি ফোন করেছ দেখে খুশি হয়েছি।'

'তোমার মেসেজ দেখলাম। তুমি ঠিক আছো তো?'

র‍্যাচেলের কণ্ঠে ব্যক্তিগত ও পেশাদার দুটো বিষয় নিয়েই আগ্রহের সুর পেল ও। মেসেজে লিখেছিল, ওদের হয়তো সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দেখা হবে। বিস্তারিত কিছু লেখেনি। যতই প্রেম করুক, পেশাদারিত্বের খাতিরে নিরাপত্তাজনিত কিছু জিনিস মেনে চলতেই হয়।

'আমি ভাল আছি। কিন্তু কথা হলো, মন্‌ক আসছে। মাঝরাতের পর পর এখানে এসে পৌঁছুবে।'

'আমি এইমাত্র ফ্রান্‌কফুর্টে এলাম,' বলল র‍্যাচেল। 'কোপেনহ্যাগেনে ল্যান্ড করেই মেসেজ চেক করেছি।'

'আমি সত্যিই দুঃখিত...'

'তাহলে আমি ফিরে যাব?'

র‍্যাচেলকে কোনোভাবেই এখানে জড়ানো যাবে না। 'সেটাই ভাল হবে। আমরা নাহয় অন্য কোনো সময় দেখা করব। এখানকার পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হোক। আচ্ছা, ফেরার পথে আমিই নাহয় একবার রোমে নামব। তোমার সাথে দেখা করব তখন।'

'খুশি হব।'

র‍্যাচেলের কণ্ঠে হতাশার সুর পরিষ্কার টের পেল গ্রে।

'কথা দিলাম... দেখা করব,' গ্রে বলল। মনে মনে আশা করল, এই প্রতিজ্ঞা যেন সে রাখতে পারে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল র‍্যাচেল, বিরক্তিতে নয়, পরিস্থিতি মেনে নিয়ে। ওদের সম্পর্কটা বেশ দূরের। দু'জন দুই দেশে থাকে, দুটো ভিন্ন ক্যারিয়ার। কিন্তু তবুও ওরা সম্পর্কটা চালিয়ে যেতে চায়। দেখতে চায়... এই সম্পর্ক কোথায় নিয়ে যায় ওদের।

'আমি ভেবেছিলাম আমরা একটু কথা বলার সুযোগ পাব,' র‍্যাচেল বলল।

র‍্যাচেলের এই শব্দগুলোর পেছনে থাকা গভীর অর্থ গ্রে অনুধাবন করতে পারল। ওরা দু'জন একে অন্যের বেশ কাছাকাছি সময় কাটিয়েছে, দু'জন দু'জনার ভাল দিক, মন্দ দিক সম্পর্কে জানে। তবে দূরত্বযুক্ত এই রোমান্টিক সম্পর্কে কেউ আগবাড়িয়ে নিজের মনের "আসল" কথা বলতে রাজি নয়। ওরা দু'জনই জানে পরবর্তী ধাপ নিয়ে ওদের আলোচনা করা উচিত।

আলোচনা ওদের এই দূরত্ব কমিয়ে আনতে পারে।

ওদের সর্বশেষ দেখা হয়েছে অনেক দিন আগে, মাঝের এতদিনের দেখা না হওয়াটাই হয়তো এই ধরনের আড়ষ্টতার জন্য দায়ী। কিছু না বলা কথা নিয়ে ওরা দু'জনই ভেবেছে। এখন সময় এসেছে, এগুলো জানাতে হবে।

আরও সামনে এগোবে নাকি এগোবে না।

আচ্ছা, গ্রে নিজের উত্তর জানে তো? র‍্যাচেলও ভালবাসে। ওকে নিয়ে জীবন শুরু করতে একদম প্রস্তুত। এমনকী ওরা বাচ্চা নিয়েও কথা বলেছে। কিন্তু তবুও... কী যেন ওকে বাগড়া দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, ওদের আর এসবের সময় নেই, দেরি হয়েছে। অনুভূতিটা কেমন যেন অদ্ভুত, আলাদা। পার্থিব অন্য অনুভূতির সাথে একদমই মেলে না।

হয়তো ওদের দু'জনের কথা বলা উচিত।

'রোমে আসব,' বলল গ্রে। 'প্রমিস করলাম।'

'ঠিক আছে, আমি কিন্তু তোমার জন্য চুলোয় রান্না তুলে দিয়ে অপেক্ষা করব!' গ্রে টের পেল র‍্যাচেলের কণ্ঠ থেকে দুশ্চিন্তার সুর মিলিয়ে যাচ্ছে। 'আমি তোমাকে মিস করি গ্রে। আমরা...'

গাড়ির কর্কশ হর্নের কারণে ওর কথার বাকি অংশ গ্রে শুনতে পেল না।

নিচের রাস্তার দিকে তাকাল গ্রে। একজন নারী চলমান গাড়ির ভেতর দিয়ে দুই লেন দৌড়ে পার হচ্ছে। পরনে কাশ্মিরী জ্যাকেট ও পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলে থাকা পোশাক। চুল খোঁপা করা। গ্রে প্রায় চিনতেই পারছিল না। কিন্তু হর্ন বাজানো ড্রাইভারের দিকে ঘুরে তাকাতেই চিনতে পারল।

ফিওনা।

এই মেয়ে এখানে কী করছে?

'গ্রে...?' র‍্যাচেল ফোনে বলল।

হড়বড় করে জবাব দিল গ্রে। 'আমি দুঃখিত... র‍্যাচেল... আমাকে যেতে হচ্ছে।'

ফোন কেটে দিয়ে পকেটে ভরল।

নিচে ফিওনা নিলাম ভবনের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। নিজের ল্যাপটপের কাছে ফিরল গ্রে। ওর ক্যামেরা মেয়েটির ছবি তুলে নিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ভেতরে ডোরম্যানের সাথে তর্ক করছে ফিওনা। ডোরম্যানের হাতে একটি কাগজ ধরিয়ে দিল সে। লোকটি কাগজ পরীক্ষা করল, ভ্রুঁকুটি করে ভেতরে যাওয়ার জন্য ইশারা করল ওকে।

ডোরম্যানকে পেরিয়ে ঝড়ের বেগে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল ফিওনা। তারপর ক্যামেরায় সব অন্ধকার।

একবার ল্যাপটপ আরেকবার রাস্তার দিকে তাকাল গ্রে।

ধেৎ...

আচ্ছা, পেইন্টার ক্রো হলে কী করতেন?

ভেতরে ঢুকে নিজের পোশাক বের করল ও। ওর স্যুট জ্যাকেট বিছানায় রাখা আছে। জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য রেখে দিয়েছিল।

এরকম পরিস্থিতিতে পেইন্টার নিশ্চয়ই চুপচাপ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতেন না।

সকাল ১০টা ২২ মিনিট।
হিমালয়।

'আমাদেরকে শান্ত থাকতে হবে,' বলল পেইন্টার। 'চুপ করে বসে থাকো।'

ওদের সামনে ভূতুড়ে আলো উদয় হলো... আবার নিভে গেল। জমাট বাঁধা ঝরনাধারাকে প্রবল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আবার ঢেকে দিল ঘন কালো অন্ধকারে। চারদিকে ঠাণ্ডা, সুনসান নীরবতা।

পেইন্টারের আরও কাছে ঘেঁষল লিসা। হাত ধরল ক্রো'র। এতটাই শক্ত করে ধরল যে ক্রো'র হাতের তালুতে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটল।

'ভাবনার কিছু নেই, আমাদেরকে ওরা খুঁজবে না,' ভয়ে ঠিকমতো শ্বাস নিতে পারছে না লিসা। ফিসফিস করে বলল, 'এই ঝড়ের ভেতরে কেন আমাদের খুঁজতে আসবে? ওই ভয়ঙ্কর আলো দিয়েই তো আমাদেরকে শেষ করে দিতে পারবে। আলো থেকে তো আর আমরা বাঁচতে পারব না।'

পেইন্টার বুঝল, লিসা ঠিকই বলেছে। ওরা কোনোভাবেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না। আর এরকম বিরান অঞ্চলে চাপ আর প্রাণঘাতী ঠাণ্ডায় ওরা এমনিতেও মারা যাবে। স্নাইপারের গুলি খেলেও মরতো, এখানেও মরবে।

কিন্তু পেইন্টার আশা ছাড়তে রাজি নয়।

পাগলামো শুরু হতে দুই ঘণ্টা সময় লাগে। যদি ও সেই দুই ঘণ্টা নষ্ট না করতো। যদি সময়মতো সাহায্যের ব্যবস্থা করা যেত তাহলে হয়তো কাজ হতো।

'আমরা এটার ভেতর দিয়ে যাব।' হালকা স্বরে বলল পেইন্টার।

লিসা বিরক্ত হলো।

'কীভাবে?'

ভূতুড়ে আলো আবার উদয় হতেই ক্রো'র দিকে তাকাল ও। আলোর উজ্জ্বলতায় গুহা একদম হীরের মতো জ্বলে উঠল। ক্রো' যতটা আংশকা করেছিল লিসার চোখে ঠিক ততটা ভয়ের ছাপ ছিল না। তবে লিসা ভয় পেয়েছে কোনো সন্দেহ নেই... বেশ ভালই ভয় পেয়েছে... শক্ত করে তাকিয়ে আছে।

'আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে কথা বলবে না, বলে দিলাম।' ক্রো'র হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল লিসা।

ক্রো মাথা নাড়ল। 'যদি তাদের বিশ্বাস মতে, এই আলো আমাদের না মেরে ফেলে... তাহলে হয়তো আশা আছে। আর ওরা হয়তো ওই দেয়াল থেকে এই পাহাড়ের ওপর নজরও রাখছে না। ঝড় শেষ হয়ে গেলে আমরা হয়তো...'

হঠাৎ বন্দুকের শব্দে শীতের সুনসান নীরবতা খান খান হয়ে গেল।

লিসার চোখে চোখ পড়ল ওর।

শব্দটা বেশ কাছ থেকেই এসেছে।

সেটার প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি গুলি এসে বরফের দেয়ালে হুমড়ি খেল। কম্বল ছেড়ে পিছু হটল ওরা। গুহার পেছন দিকে এগোল। কিন্তু পালানোর কোনো রাস্তা নেই।

এবার পেইন্টার একটি জিনিস খেয়াল করল।

অন্যবারের মতো ভূতুড়ে আলো এবার আর নিভে যায়নি। চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতা নিয়ে জমাট বাঁধা ঝরনাধারা দীপ্তি ছড়াচ্ছে। স্থির করে আলো ধরা আছে ওদের দিকে।

বুলহর্ন (হ্যান্ড মাইক) থেকে আওয়াজ ভেসে এলো। 'পেইন্টার ক্রো! আমরা জানি আপনি আর সেই মহিলা ওখানে লুকিয়ে আছেন!' নারীকণ্ঠ থেকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। উচ্চারণে বিদেশি টান।

'হাত উঁচু করে বেরিয়ে আসুন!'

লিসার কাঁধে চাপ দিয়ে যতটুকু সম্ভব ভরসা দেয়ার চেষ্টা করল পেইন্টার। 'এখানেই থাকো।'

খুলে রাখা পোশাকের দিকে ইশারা করে দেখাল ও, পোশাক পরে নিতে বলল লিসাকে। ক্রো নিজের জুতো পরে বরফের দেয়ালের ভাঙ্গা অংশ দিয়ে মাথা বের করল।

পাহাড়ি অঞ্চলে যেমনটা হয়ে থাকে, ঝড় এই হামলে পড়ে আবার এই নেই! এখানেও একই অবস্থা। কালো আকাশে যেন তাঁরার হাট বসেছে।

রাতের অন্ধকারকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করেছে হাতের কাছে থাকা একটি স্পটলাইট। জমাট বাঁধা বরফের দেয়ালের ঠিক মাঝ বরাবর ওটাকে তাক করে রাখা হয়েছে। ১৫০ ফুট দূরে একটি নিচু উপত্যকায় স্নোমোবাইলের (বরফের ওপর দিয়ে চলাচলের জন্য বিশেষ বাহন, অনেকটা জেট স্কি'র মতো) উপরে একটি অবয়ব বসে আছে। সার্চলাইট চালাচ্ছে সে। একদম সাধারণ লাইট। তবে এর তীব্রতা আর আভা দেখে মনে হয় গ্যাস ব্যবহার করে এটাকে জ্বালানো হয়।

এটা কোনো রহস্যময় ভূতুড়ে আলো নয়।

স্বস্তির পরশ পেল পেইন্টার। এই আলোই তো জ্বলত সবসময়, বাহনগুলো আসার জন্য সংকেত দিন? ৫টি বাহন আছে, গুনল ও। সাদা পারকা পরা লোকজনগুলোকেও গুনে ফেলল। দু'পাশেই ছড়িয়ে সবাই। সবার হাতে রাইফেল।

কোনো উপায় না দেখে... নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পেইন্টার গুহা থেকে হাত উঁচু করে বেরিয়ে এলো। কাছে থাকা রাইফেলধারী লোকটি রীতিমতো দৈত্যাকার। অস্ত্র তাক করে ওর দিকে এগিয়ে এলো। আলোর ছোট্ট বিম এসে পড়ল পেইন্টারের বুকে। লেজার লাইট, গুলি ছুড়লে ওখানে এসেই লাগবে।

পেইন্টার নিরস্ত্র অবস্থায় এদের সাথে পেরে উঠতে পারবে না। রাইফেলধারী ব্যক্তিকে মনে মনে মেপে নিল ও।

না, সুবিধে হলো না।

লোকটির চোখে চোখ পড়ল ওর।

এক চোখ বরফ নীল, অন্য চোখ ধবধবে সাদা।

মঠের সেই আক্রমণকারী!

এই লোকের গায়ে অসুরিক শক্তি আছে, ওর মনে পড়ল। না, এরকম অস্বাভাবিক ঘটনা তো ভাল নয়। তার ওপর এরা সংখ্যায় অনেক বেশি। সফল হওয়া তো দূরে থাক পেইন্টারের কিছু করারই সুযোগ নেই।

লোকটির পেছন থেকে একজন সামনে এগিয়ে এল। মহিলা। হয়তো ইনিই একটু আগে বুলহর্নে কথা বলেছিলেন। সামনে এগিয়ে মাত্র এক আঙুল ব্যবহার করে

রাইফেলকে নিচু করে দিলেন তিনি। মহিলার এরকম ক্ষমতা দেখে পেইন্টার অবাক হলো।

তিনি সামনে এগিয়ে এলেন, পেইন্টার তাঁকে স্পটলাইটের তীব্র আলোতেই দেখে নিল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কালো চুল, বব-কাট দেয়া, চোখগুলো সবুজ। পশমি হুডঅলা ভারী পারকা পরে আছেন তিনি। পোশাকের কারণে তাঁর শারীরিক অবয়ব ঢাকা পড়ে গেছে তবে তাঁর চলন দেখে মনে হলো তিনি বেশ সুতন্বী ও সাবলীল।

'ডক্টর অ্যানা স্পোরেনবার্গ,' এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে পরিচয় দিলেন তিনি। তাঁর গ্লোভস পরা হাতের দিকে তাকাল ক্রো। এই মহিলাকে টান দিয়ে এর যদি গলায় হাত প্যাঁচিয়ে ধরি, একে জিম্মি করে ফায়দা...

কিন্তু মহিলার পেছনে দাঁড়ানো আততায়ীর চোখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু ভাবল না ও। মহিলার সাথে হাত মেলাল। যত যা-ই হোক, ওরা এখনও তো ওকে গুলি করেনি, ভদ্রতা করা যেতেই পারে। যতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারবে এই খেলা চালিয়ে যাবে ও। শুধু তাই নয়, লিসার কথাও ওকে ভাবতে হবে।

'ডিরেক্টর ক্রো,' বললেন অ্যানা। 'আপনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন এটা নিয়ে বিগত কয়েক ঘণ্টায় সেটা নিয়ে আন্তর্জাতিক ইন্টেলিজেন্স চ্যানেলগুলোতে বেশ হইচই হয়ে গেছে।'

নিজের চেহারা যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক রাখল ক্রো। নিজের পরিচয় অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই ওর। হয়তো এই পরিচয়কে ব্যবহার করে সুবিধা আদায় করা যাবে। 'তাহলে তো আপনি জানেন, আমাকে ওরা কীভাবে খুঁজে বের করবে।'

'Natürlich,' মাথা নাড়লেন তিনি। ভুলে জার্মান বলে ফেলেছেন। 'কিন্তু তারা সফল হবে বলে আমি মনে করি না। আমি বলব, আপনি আর সেই মহিলা যেন আমার সাথে যোগ দেন।'

পেইন্টার এক পা পিছু হটল। 'ডক্টর কামিংসের সাথে আমার কোনো লেনদেন নেই। তিনি এখানকার অসুস্থতার চিকিৎসা করতে এসেছিলেন, ব্যস। এর বাইরে আর কিছুই জানেন না।'

'ওটা সত্য নাকি মিথ্যা সেটা আমরা খুব শীঘ্রি বের করে ফেলব।'

ও আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাপার। ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে ওদের সন্দেহজনক জ্ঞানের কারণে। হয়তো রক্ত আর কষ্টের মাধ্যমে সেই জ্ঞান বের করে নেয়া হবে। পেইন্টার এই মুহূর্তে কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করল। ধুঁকে ধুঁকে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর চেয়ে তাৎক্ষণিক মৃত্যু ভাল। টর্চার সহ্য করার ব্যাপারে ও খুব স্পর্শকাতর।

কিন্তু ও তো এখানে একা নয়। লিসার কথা মনে পড়ল, ওর হাতের সাথে লিসার হাত লেগে উষ্ণ হওয়ার কথা মনে পড়ল। যতক্ষণ ওরা বাঁচবে ততক্ষণ আশাও থাকবে।

আরও গার্ড যোগ হয়ে গুহা থেকে লিসাকে অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক বের করে নিয়ে এলো। স্নোমোবাইলের দিকে এগোল ওরা।

ক্রো'র চোখে চোখ পড়ল লিসার, ওর চোখ ভয়ে জ্বলজ্বল করছে।

পেইন্টার সিদ্ধান্ত নিল, নিজের ক্ষমতার সর্বোচ্চটা দিয়ে লিসাকে রক্ষা করবে।

রওনা হওয়ার আগমুহূর্তে অ্যানা স্পোরেনবার্গ এলো ওদের কাছে। 'রওনা হওয়ার আগে কিছু কথা বলে রাখি। আমরা কিন্তু আপনাদেরকে ছেড়ে দেব না। আশা করি, আপনার বিষয়টা বুঝতে পারবেন। আমি কোনো মিথ্যা আশ্বাস দিতে পারব না। তবে আমি এতটুকু কথা দিতে পারি ব্যথাহীন, শান্তিতে আপনাদেরকে পরপারে পাঠানো হবে।'

'সন্ন্যাসীদের মতো,' কর্কশ কণ্ঠে বলল লিসা। 'আপনাদের দয়ার নমুনা আমরা দেখেছি।'

লিসার চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করল পেইন্টার। এখন এদের সাথে দ্বন্দ্ব করা ঠিক হবে না। মানুষ মারতে এই হারামিদের কোনো বিবেকবোধ হয় নাকি। এখন ওদের দু'জনকে বাধ্য বন্দীর মতো আচরণ করে যেতে হবে।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

অ্যানা এই প্রথম লিসাকে সামনাসামনি দেখলেন। ওর দিকে ঘুরলেন তিনি। তাঁর কণ্ঠে উত্তাপের আঁচ সুস্পষ্ট। 'হ্যাঁ, দয়াই করা হয়েছে, ড. কামিংস।' রাইফেলধারী লোকটির দিকে এক পলক তাকালেন। 'মঠে কীরকম রোগ হয়েছিল সেসম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না। সন্ন্যাসীদের জন্য যে কী ভয়াবহ পরিস্থিতি অপেক্ষা করছিল সেটাও জানেন না। কিন্তু আমরা জানি। ওদের মৃত্যুকে খুন বলা যাবে না। ওগুলো স্রেফ যন্ত্রণাহীন মৃত্যু।'

'আপনাকে সেটা করার অধিকার কে দিয়েছে?' লিসা প্রশ্ন ছুড়ল।

লিসার কাছে এগোল পেইন্টার। 'লিসা, হয়তো...'

'না, মিস্টার ক্রো।' অ্যানাও লিসার কাছে এগোল। 'কীসের অধিকার, তাই না? অভিজ্ঞতা, ড. কামিংস, অভিজ্ঞতা। বিশ্বাস করুন, যখন আমি আপনাকে বলব... তখন বুঝবেন ওখানকার মৃত্যুগুলো দয়া ছিল, নিষ্ঠুরতা নয়।'

'হেলিকপ্টারে চড়ে আমার সাথে যে সন্ন্যাসী এসেছিলেন, তাঁর বেলায়? ওটাও দয়া ছিল নাকি?'

শ্বাস ফেললেন অ্যানা, শব্দ গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলেন। 'সিদ্ধান্তটা কঠিন ছিল তবুও নিতে হয়েছে। আমাদের কাজটা বেশি জরুরি ছিল।'

'আর আমরা?' অ্যানা পিঠ ফিরিয়ে ঘুরতেই লিসা প্রশ্ন করল। 'আমরা চুপচাপ সব মেনে নিয়ে আপনার সাথে গেলে যন্ত্রণাহীন মৃত্যু। আচ্ছা, যদি আমরা না যেতে চাই, আপস না করি তাহলে?'

স্নোমোবাইলের দিকে এগোলেন অ্যানা। 'আপনি যেমনটা ভাবছেন, আমরা আপনাদের কোনো নির্যাতন করব না। স্রেফ ড্রাগ দেব। আমরা বারবারিয়ানদের মতো নিষ্ঠুর নই, ড. কামিংস।'

'না, আপনারা তো নাৎসি!' হিসিয়ে উঠল লিসা। 'আমরা স্বস্তিকা দেখেছি!'

'বোকার মতো কথা বলবেন না। আমরা নাৎসি নয়।' স্নোমোবাইলে পা তুলে দিয়ে শান্ত চোখে তাকালেন তিনি। 'আমরা আর নাৎসি নই।'

সন্ধ্যা ৬টা ৩৮ মিনিট।
কোপেনহ্যাগেন, ডেনমার্ক।

রাস্তা পার হয়ে দ্রুত নিলাম ভবনের দিকে এগোল গ্রে।

ফিওনা এখানে কী মনে এসেছে? ডোরম্যানের সাথে রফা করার পর কী হলো?

মেয়েটির নিরাপত্তা নিয়ে ভাবল ও। অবশ্য এটাও স্বীকার করতে হবে ফিওনার কারণেই ও এখানে সশরীরে ঢোকার একটি অজুহাত পেয়েছে। দোকানে বোমা হামলা, গ্রিট্টি নেয়ালকে খুন এবং গ্রে'কে খুন করার চেষ্টা যে বা যারা করে থাকুক না কেন... সূত্র ধরে তারা এখানেও আসবে।

ফুটপাতে পৌঁছে গতি কমাল গ্রে। সূর্যের তির্যকরশ্মি নিলাম ভবনের দরজায় পড়ে ওটাকে রুপোলি আয়নায় পরিণত করেছে। সেই আয়নায় গ্রে নিজের সুন্দর পরিপাটি পোশাক আরেকবার দেখে নিল। ওকে সরু লম্বা চেকঅলা আরমানি স্যুটে বেশ ভাল মানিয়েছে। কিন্তু কলারের কাছে আঁটোসাঁটো হয়ে আছে সাদা শার্ট। গ্রে ওর হালকা হলুদ রঙের টাই-টা একটু ঠিক করে নিল।

নিজেকে লুকিয়ে রাখা চলবে না। ওকে একজন বিত্তশালী আমেরিকান ধনী ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করতে হবে।

ও নিলাম ভবনের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। লবির পুরোটা স্ক্যান্ডেনেভিয়ান ডিজাইনে সাজানো। এখানে সাদা রঙের কাঠ, গ্লাস দেয়া পার্টিশনসহ বিভিন্ন জিনিসের ঘাটতি আছে। লবির ভেতরে আসবাবপত্র বলতে ভাস্কর্য সাইজের একটি টেবিলের পাশে ডাকটিকেট সাইজের এই চেয়ার! ব্যস, এতটুকুই। টেবিলের ওপরে একটি অর্কিড গাছের পট রাখা আছে।

হাতে থাকা সিগারেটটিকে পটে ঠেসে ধরে নিভাল ডোরম্যান, মুখ বেজার করে গ্রে'র দিকে এগোল। ওতে উল্লেখ করা হয়েছে ভবনের ফান্ডে ২.৫ মিলিয়ন ডলার পাঠিয়ে নিশ্চিত করা হয়েছে—এরকম একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে এই ক্রেতা উপস্থিত হওয়ার মতো সামর্থ্য রাখেন।

আমন্ত্রণপত্র পরীক্ষা করে মাথা নাড়ল ডোরম্যান। লম্বা লম্বা পা ফেলে মখমলের ফিতার দিকে এগোল। ওই ফিতা নিচ তলায় যাওয়ার জন্য চওড়া সিঁড়িকে বন্ধ করে রেখেছে। ডোরম্যান ফিতা সরিয়ে গ্রে'কে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ইশারা করল।

সিঁড়ির নিচে এক সেট সুইংডোর ওকে নিলাম অনুষ্ঠানের মূল ফ্লোরে পৌঁছে দিল। দু'জন গার্ড প্রবেশমুখের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। একজনের হাতে মেটাল ডিটেকটর। হাত উঁচু করে নিজেকে সার্চ করতে দিল গ্রে। ও খেয়াল করল দরজার দুপাশে ভিডিও ক্যামেরা সংযুক্ত আছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ ভাল। ওকে সার্চ করা শেষ হতেই সুইচ টিপে সামনের দরজা খুলে দিল অন্য গার্ডটি।

বিভিন্ন রকম গুঞ্জন শুনতে পেল ও। ভাষাগুলো চিনতেও পারল : ইটালিয়ান, ডাচ, ফ্রেন্স, আরবি ও ইংলিশ। দেখে মনে হচ্ছে এই নিলামে অংশ নিতে পুরো দুনিয়া হাজির হয়ে গেছে।

ভেতরে ঢুকল গ্রে। ওর দিকে তাকাল কয়েকজন। তবে অধিকাংশেরই নজর দেয়ালের পাশে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা কাঁচের কেসগুলোর দিকে। নিলাম

ভবনের স্টাফরা সবাই কালো রঙের পোশাক পরে জুয়েলারি দোকানের মতো কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে সাদা গ্লোভস পরা। নিলামের জন্য তোলা বিভিন্ন জিনিসকে ভাল করে ধরে ক্রেতাদের সামনে উপস্থাপন করছে।

এক কোণায় দুটো বেহালা বাজছে আলতো সুরে। কয়েকজন স্টাফ ঘুরে ঘুরে অতিথির মাঝে লম্বা গ্লাসে করে শ্যাম্পেন পরিবেশন করছে।

পাশে থাকা ডেস্কের দিকে তাকাল গ্রে। ওখানে বিভিন্ন সংখ্যাযুক্ত প্যাডেল রাখা আছে। আরও ভেতরে এগোল ও। আগতদের অনেকই আসনগ্রহণ করেছে। নিলাম অনুষ্ঠানকে থামিয়ে রেখে দেরি করে আসা নির্বাক সিনেমার সেই দুই সুপারস্টারকে দেখল গ্রে। একদম প্রথম সারিতে বসে আছে তাঁরা। ওই মহিলার কোলে একটি প্যাডেল পড়ে আছে। সঙ্গিণীর দিকে ঝুঁকে কানে কানে কী যেন বলছে পুরুষটি। দৃশ্যটি দেখতে কেমন যেন একটু অন্তরঙ্গ অশালীন বলে মনে হলো। হয়তো মহিলার ঘাড় বাঁকা থাকার কারণেই এমন লাগছে। দেখে মনে হচ্ছে, বোধহয় একটি চুমো পাওয়ার আশা করছে সে।

গ্রে আসনগুলোর মাঝখানের সারির দিকে এগোতেই মহিলাটি ওর দিকে তাকাল। তাঁর চোখ ওর ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে সরে গেল অন্যদিকে।

চিনতে পারেনি।

গ্রে নিজের অনুসন্ধান চালিয়ে গেল। মঞ্চের সামনের রুমে পৌঁছে গেল ও। ঘুরতে লাগল আস্তে আস্তে। কোনো বাহ্যিক হুমকির আশংকা দেখল না ও।

ফিওনারও দেখা পেল না।

মেয়েটি গেল কোথায়?

কাঁচের কেসের পাশ দিয়ে এগোল ও। অপরপ্রান্তের নিচের অংশে চোখ রাখল। আশেপাশে হওয়া কথাবার্তার জন্য ও কানে স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেক কম শুনতে পারছে। এক স্টাফের পাশ দিয়ে এগোল ও। এক ভদ্রলোককে একটি চামড়ায় মোড়া বই দেখাচ্ছে সে। ভদ্রলোক নাকের ওপর চশমা রেখে সামনে ঝুঁকলেন।

বইটি খেয়াল করল গ্রে। প্রজাপতির ওপর হাতে লেখা ১৮৮৮ সালের একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ।

আসনের সারির নিচের অংশের দিকে এগোল ও। দরজার সামনে আবার হাজির হতেই সেই বেঁটে-খাটো মহিলার মুখোমুখি হলো। এই মহিলার ছবি সে ল্যাপটপে দেখে এসেছে। মহিলার হাতে একটি ছোট খাম। ওটা গ্রে'র দিকে এগিয়ে দিল। খাম হাতে নিয়ে গ্রে ভাবল, কী আছে এর ভেতর? মহিলার এই বিষয়ে কোনো আগ্রহই নেই, সে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

খামের সাথে একধরনের সুগন্ধীর ঘ্রাণ পেল গ্রে।

আজব।

বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে খামের সিল ভেঙে একটি ভাঁজ করা জিনিস বের করে আনল। এর ওয়াটারমার্ক বেশ মূল্যবান। পরিষ্কার হস্তাক্ষরে একটি ছোট্ট নোট লেখা আছে।

"এমনকি গিলড পর্যন্ত জানে এই আগুনের ধারে কাছে না এসে ঘুরে ঘুরে দেখা উত্তম। সাবধানে থেকো।"

চুমো রইল।

নোটে কোনো স্বাক্ষর নেই। তবে একদম নিচে গাঢ় টকটকে লাল কালি দিয়ে একটি ছোট কোঁকড়ানো ড্রাগনের প্রতীক আঁকা আছে। গ্রে'র আরেক হাত ওর গলায় চলে গেল। এই একইরকম দেখতে একটি রুপোলি ড্রাগন ঝুলছে ওখানে। ওর এক প্রতিযোগীর কাছ থেকে পাওয়া উপহার।

শিচ্যান।

মেয়েটি গিলড-এর হয়ে কাজ করে। সন্ত্রাসীদের মদদ যোগায় গিলড; একটি ছায়াময় সংগঠন। অতীতে সিগমা ফোর্সের সাথে ওর মোকাবেলা হয়েছিল। গ্রে টের পেল ওর ঘাড়ের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে পুরো রুম খুঁজল ও। সেই মহিলা ওকে নোট ধরিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

গ্রে আবার নোটটির ওপর চোখ বুলাল।

সতর্কবাণী।

দেরিতে হলেও এই-ই বেশি...

গিলড অন্তত এখানে আছে। তারমানে, যদি শিচ্যান বিশ্বাস করে...

আসলে শিচ্যানের কথা মেনে নিতে গ্রে রাজি।

যেহেতু ওরা দু'জনই এখানে চোর, তাই চোর হয়ে চোরকে সম্মান দেখানো যেতেই পারে।

একটু হৈচৈ হওয়ায় রুমের পেছন দিকে তাকাল গ্রে।

পেছনের দরজা দিয়ে একজন লম্বা ব্যক্তি নিলাম অনুষ্ঠানে প্রবেশ করলেন। ডিনার জ্যাকেটে তাঁকে দারুণ দেখাচ্ছে। ইনি মিস্টার ইরগেনচেইন, নিলামদার। তেল দেয়া কালো চুলে হাত বুলালেন তিনি, কলপ দেয়া চুল, বোঝাই যাচ্ছে। একটি বইয়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর শুকনো মুখে ছোট্ট করে হাসি ফুটল।

মুখ শুকনো থাকার কারণ তাঁর পিছু পিছু উদয় হলো। গার্ড একটি মেয়ের হাতের উপরের অংশ ধরে এদিকে নিয়ে আসছে।

ফিওনা।

ওর চেহারায় রাগ ফুটে উঠেছে। চেপে ধরেছে ঠোঁট, লাল হয়ে গেছে ওগুলো।

বেশ ক্ষিপ্ত।

গ্রে ওদের দিকে এগোল।

একদিকে সরে গেলেন ইরগেনচেইন। নরম কাপড়ে প্যাঁচিয়ে কী যেন নিচ্ছেন তিনি। প্রধান ডিসপ্লে কেসের সামনে গেলেন তিনি। এই কেস এতক্ষণ খালি ছিল। একজন স্টাফ কেবিনেটের লক খুলে ফেলল। ইরগেনচেইন খুব আলতোভাবে প্যাঁচানো কাপড় খুলে জিনিসটিকে কেসে রাখলেন।

গ্রে'কে এগোতে দেখে দু'হাত একসাথে করে সামনে এগোলেন তিনি। গ্রে'র সামনে এসেও হাত জড়ো করে রইলেন, যেন প্রার্থনা করছেন। স্টাফ তাঁর পেছনের কেসটিকে তালাবন্ধ করে দিল।

কেসের বস্তুটিকে খেয়াল করল গ্রে।

দ্য ডারউইন বাইবেল

গ্রে'কে দেখতে পেয়ে ফিওনার চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

ওকে না দেখার ভান করে নিলামদারের সাথে কথা বলল গ্রে। 'কোনো সমস্যা?'

'না, স্যার, একদমই না। এই তুরুণীকে বাইরে রেখে আসা হচ্ছে, এই আরকী। ওর কাছে কোনো নিমন্ত্রণপত্র নেই তো, তাই।'

নিজের কার্ড বের করে দেখাল গ্রে। 'আশা করি, আমি এখানে একজন গেস্টকে সাথে রাখতে পারব।' আরেক হাত ফিওনার দিকে বাড়িয়ে দিল ও। 'ও এখানে আগেভাগে চলে এসেছে দেখে আমি খুশি হয়েছি। আমার এক ক্রেতার সাথে কনফারেন্স কল করতে গিয়ে আটকে পড়েছিলাম। আমি এই মিস. নেয়ালের সাথে আজ একটি জিনিস ব্যক্তিগতভাবে কেনা-বেচার ব্যাপারে কথা বলে এসেছি।'

গ্রে মাথা নেড়ে ডারউইন বাইবেল দেখাল।

পুরো শরীর দিয়ে নিজের হতাশা প্রকাশ করলেন ইরগেনচেইন, ঠিক প্রকাশ নয়, বলা যায় প্রকাশের ভান করলেন। 'দুঃখজনক ঘটনা। আগুন লেগে গিয়েছিল। তবে গ্রিট্রি নেয়াল তাঁর নিজের লটের জন্য নিলাম ভবনের সাথে চুক্তি করেছিলেন। তাঁর পক্ষের ব্যারিস্টার যদি না আসে তাহলে এই বাইবেল নিলামে উঠবেই উঠবে, আইন তো সেটাই বলে।'

গার্ডের হাতে ধরা থাকা অবস্থায় হেঁচকা টান মারল ফিওনা, খুনের নেশা ওর চোখে।

ইরগেনচেইন যেন ফিওনাকে দেখতেই পাচ্ছেন না। 'স্যার, ওটা কিনতে হলে আপনাকে নিলামে অংশগ্রহণ করতে হবে, দুঃখিত, আমার হাত বাঁধা।'

'তাহলে সেক্ষেত্রে মিস. নেয়াল যদি আমার সাথে থেকে নিলামে অংশগ্রহণ করেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি থাকবে না?'

'আপনার যেমন মর্জি।' ফাটা হাসি দিলেন নিলামদার। ইশারা করে গার্ডকে ছেড়ে দিতে বললেন। 'তবে সে যেন সবসময় আপনার সাথে থাকে। যেহেতু সে আপনার গেস্ট, সেহেতু তাঁর দায়-দায়িত্ব আপনার।'

ফিওনাকে ছেড়ে দেয়া হলো। গ্রে ওকে নিয়ে পেছনে ফিরতে গিয়ে খেয়াল করল গার্ডটিও ওদের সাথে আসছে। দেখে মনে হলো ওরা যেন ব্যক্তিগত বডিগার্ড পেয়ে গেছে!

শেষ সারিতে গিয়ে বসল ওরা। এমন সময় ঘোষণা এলো, আর এক মিনিটের মধ্যে নিলাম অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে। আসনগুলোতে লোকজন বসতে শুরু করল, অধিকাংশই বসল সামনের অংশের কাছাকাছি। গ্রে আর ফিওনা পেছনের সারিতেই বসে রইল।

'তুমি এখানে কী করছ?' ফিসফিস করে বলল গ্রে।

'আমার বাইবেল ফেরত নিতে এসেছি,' তাচ্ছিল্যের সাথে ফিওনা জবাব দিল। 'কিংবা অন্তত চেষ্টা করে দেখছি।'

সিটের পেছনে ধপ করে হেলান দিল ও, চামড়ার পার্সের ওপরে ওর হাত দুটো আড়াআড়ি করে রাখা।

সামনে থাকা মঞ্চে উঠে কিছু সাধারণ নিয়মাবলি ঘোষণা করছেন ইরগেনচেইন। পুরো নিলাম অনুষ্ঠান ইংরেজিতে পরিচালিত হবে। আন্তর্জাতিক ক্রেতারা উপস্থিত আছেন তাই সবার সুবিধার্থে ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হবে। নিলামে দর হাঁকার নিয়ম

বর্ণনা করলেন তিনি। নিলাম ভবনের বিভিন্ন চার্জ থেকে শুরু করে কিছু আদব-কায়দাও শিখিয়ে দিলেন। নিলামে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটি হলো একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ১০ বার দর হাঁকতে পারবে। আর ভবনের ডিপোজিটে যে পরিমাণ অর্থ জমা রেখেছে সেটাই হবে তাঁর দর হাঁকার সর্বোচ্চ সীমা, অর্থাৎ এর ওপরে আর সে কোনো দর হাঁকতে পারবে না।

এত নিয়ম-কানুন শোনায় কান দিল না গ্রে। ফিওনার সাথে কথা বলতে লাগল, সামনের সারি থেকে কয়েকজন অসন্তুষ্টি নিয়ে তাকাল ওদের দিকে।

'তুমি বাইবেলের জন্য এখানে এসেছ? কেন?'

জবাব না দিয়ে ফিওনা হাত শক্ত করল।

'ফিওনা...'

রাগে চোখ-মুখ শক্ত করে গ্রে'র দিকে তাকাল ফিওনা। 'কারণ ওটা মাট্রি'র জিনিস!' ওর চোখ ছলছল করতে লাগল। 'এটার জন্য ওরা ওকে খুন করেছে। আমি ওটা ওদের হাতে যেতে দেব না।'

'কারা খুন করেছে?'

হাত নাড়ল ও। 'যারাই খুন করে থাকুক, আমি ওটা নেব এবং পুড়িয়ে ফেলব।'

শ্বাস ফেলে পেছনে হেলান দিল গ্রে। ফিওনা ওর নিজের সাধ্যমতো প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ও তাদেরকে আঘাত করতে চায়। অবশ্য গ্রে ফিওনাকে দোষও দিতে পারছে না... কিন্তু এভাবে বেপরোয়া আচরণ করলে তো এই বেচারিও মারা পড়বে।

'বাইবেল আমাদের। আমি ওটা নিয়ে নেব।' বলতে বলতে গলা ভেঙে গেল ওর। মাথা নেড়ে নাক মুছল।

গ্রে ওকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

ফিওনা একটু সংকোচ করলেও গ্রে'র হাত সরিয়ে দিল না।

সামনে নিলাম শুরু হয়ে গেছে। প্যাডেল উঠছে, নামছে। যে সেরা দাম হাঁকবে সেই জিতবে। গ্রে খেয়াল করে রাখল কে কোন জিনিস কিনে নিচ্ছে। বিশেষ করে ওর নোটবুকে যে জিনিসগুলোর কথা লেখা আছে ওগুলো কারা কিনে নিচ্ছে সেদিকে বাড়তি নজর রাখল। মেন্ডেল-এর জেনেটিক্স পেপার, ফিজিক্সের ওপর লেখা ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কসের বই এবং হিউগো ডি ভ্রিসেস-এর উদ্ভিদ রূপান্তরের ওপর লেখা ডায়েরি।

এইসব জিনিসের ক্রেতা হলো সেই নির্বাক যুগের দুই জন তারকা।

তাদের পরিচয় এখনও অজানা। আশেপাশে বসা অংশগ্রহণকারীদের ফিসফিসানি শুনল গ্রে। না, কেউ-ই তাদের পরিচয় জানে না। প্যাডেল নাম্বার দিয়েই তাদের পরিচয়।

নাম্বার ০০২।

ফিওনার দিকে ঝুঁকল গ্রে। 'তুমি ওই দুইজনকে চেনো?' তোমাদের দোকানে কখনো গিয়েছিল?'

নিজের সিটে সোজা হয়ে বসে পুরো মিনিট ধরে পর্যবেক্ষণ করল ফিওনা, তারপর আবার হেলান দিল। 'না।'

'এখানকার অন্য কাউকে চেনো?'

শ্রাগ করল ও।

'তুমি শিওর তো?'

'হ্যাঁ,' কটমট করে বলল ও। 'শিওর, শিওর, ধেৎ!'

ওদের আওয়াজ শুনে সামনে থেকে কয়েকজন পেছনের দিকে ফিরে তাকাল।

অবশেষে সর্বশেষ জিনিসটি নিলামে উঠল। তালাবন্ধ কেস থেকে ডারউইন বাইবেলটিকে রীতিমতো ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে বিশেষ হ্যালোজেন স্পটের নিচে রাখা হলো।

ঢাউস সাইজের গ্রন্থটি দেখতে মোটেও ভাল নয়। কভার হিসেবে থাকা কালো চামড়ার অংশটুকু কীরকম ছিঁড়ে, মলিন হয়ে গেছে। ওতে কোনো কিছু লেখাও নেই। এটা যেকোন পুরাতন জার্নালও হতে পারে।

ফিওনা সোজা হয়ে বসল। এই জিনিসের জন্যই তো ও এতক্ষণ বসে আছে। গ্রে'র কব্জি ধরল ও। 'তুমি কী ওটার জন্য সত্যিই নিলামে অংশগ্রহণ করবে?' প্রশ্ন করল, ওর চোখে আশা।

ভ্রু কুঁচকে তাকাল গ্রে... আইডিয়া তো অত খারাপ নয়। যদি অন্য কেউ এটাকে জোরপূর্বক হাতিয়ে নিতে চায় তাহলে হয়তো কিছু সূত্র পাওয়া যাবে। অন্যদিকে, এই বাইবেলে চোখ বুলানোর জন্য গ্রে খুব মুখিয়ে আছে। এছাড়া, সিগমা ফোর্স এই ভবনের ডিপোজিটে ২.৫ মিলিয়ন ডলার দিয়ে রেখেছে, যার মানে গ্রে সর্বোচ্চ ২.৫ মিলিয়ন পর্যন্ত দর হাঁকতে পারবে। ২.৫ মিলিয়ন; বাইবেলের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়েও দ্বিগুণ। যদি ও জেতে তাহলে জিনিসটিকে হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারবে।

লোগান গ্রেগরির হুঁশিয়ারি আদেশ ওর এখনও মনে আছে। কিন্তু ফিওনাকে অনুসরণ করে এখানে ঢুকে সেই আদেশ অনেক আগেই ভঙ্গ করেছে ও। গ্রে এরচেয়ে আর বেশি বাড়াবাড়ি করার দুঃসাহস দেখাতে চায় না।

ও বুঝতে পারল ফিওনা ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

দর হাঁকতে শুরু করলেই ওদের জীবন হুমকির মধ্যে পড়ে যাবে। নিজেদের কপালে নিজেরাই "ওয়ান্টেড" সিল মারা হবে! আর যদি হেরে যায়? তাহলে এই ঝুঁকি নেয়া সম্পূর্ণ বৃথা। গ্রে আজ যথেষ্ট বোকামি করেছে, আরও করবে নাকি?

'সুধীবৃন্দ, আজকের এই সর্বশেষ আইটেমের জন্য কত দাম দিয়ে নিলাম শুরু করা যায় বলুন তো?' চমৎকারভাবে বললেন ইরগেনচেইন। 'এক লাখ ডলার দিয়েই শুরু করি? হ্যাঁ, শুরু হয়ে গেছে... নতুন একজন দর হেঁকেছেন। নাম্বার ১৪৪।

প্যাডেল নামাল গ্রে, সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে, কী যেন বলাবলি করছে ওরা।

ওর পাশে বসে চওড়া হাসি দিল ফিওনা।

'দ্বিগুণ দর,' বললেন ইরগেনচেইন। 'দুই লাখ ডলার, নাম্বার ০০২!'

এবার তারকা যুগল দর হেঁকেছে।

গ্রে অনুভব করল ওই দুইজনসহ পুরো রুমসুদ্ধ লোক এবার ওর দিকে তাকিয়ে আছে। এখন আর পিছিয়ে আসা চলবে না, দেরি হয়েছে গেছে। গ্রে প্যাডেল উঁচু করল।

পরবর্তী আরও ১০ মিনিট ধরে টানটান উত্তেজনাপূর্ণভাবে দর হাঁকা-হাকি চলল। নিলাম রুম থেকে কেউ চলে যায়নি। সবাই বসে আছে। ডারউইন বাইবেল কে নেয়

সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করছে সবাই। গ্রে'র জন্য কিছু অপ্রত্যাশিত সাহায্য চলে এলো। দর হাঁকতে যাওয়া আরও বেশ কয়েকজনকে হারিয়ে বীরদর্পে নিলামে টিকে রইল ০০২ ধারী দু'জন। অর্থের পরিমাণ ইতোমধ্যে ২০ লাখ অর্থাৎ ২ মিলিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বাইবেলের সর্বোচ্চ মূল্যকে ছাপিয়ে দর বেড়ে যাওয়া গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল রুমের মধ্যে।

মাঝখানে হঠাৎ করে একজন দর হেঁকে বাজিমাৎ করার চেষ্টা করলেও নাম্বার ০০২ তাকেও উড়িয়ে দেয়। মজার ব্যাপার হলো, সেই ব্যক্তি আর দর হাঁকার সাহস করেনি।

তবে গ্রে হাঁকল। ২.৩ মিলিয়ন। ওর হাতের তালু ঘেমে যাচ্ছে।

'২.৪ মিলিয়ন হাঁকলেন... নাম্বার ০০২! সুধীবৃন্দ সবাই যার যার আসনে বসে থাকুন।'

আবার প্যাডেল তুলল গ্রে।

'২.৫ মিলিয়ন।'

গ্রে জানে ওর দম শেষ। এবার ০০২ আবার প্যাডেল তুলবে আর ও সেটা চেয়ে চেয়ে দেখবে। ০০২ একদম অপ্রতিরোধ্য।

'তিন মিলিয়ন,' যুগল থেকে পুরুষটি ঘোষণা করল, উঠে দাঁড়িয়ে গ্রে'র দিকে তাকাল সে। যেন চ্যালেঞ্জ করছে।

নিজেও সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে গ্রে। চাইলেও আর দর হাঁকতে পারবে না। প্যাডেল নিচু রেখে মাথা নাড়ল ও। হার স্বীকার করে নিল।

বাউ করল অপরজন, প্রতিপক্ষের প্রতি সৌজন্যতা আরকী। একটি কাল্পনিক হ্যাটে হাত ছোঁয়াল সে। গ্রে খেয়াল করল তার ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝখানে জালের মতো জড়িয়ে থাকা নীল রঙের একটি দাগ আছে। ট্যাটু। এখন পুরুষের সাথে সাথা সঙ্গিণীটির সম্পর্কেও গ্রে ধারণা পেল। হয়তো এরা দুই ভাই-বোন, এমনকী যমজও হতে পারে, এই একই চিহ্ন মেয়েটির বাম হাতে আছে।

গ্রে ট্যাটুটি মনের মধ্যে গেঁথে নিল। হয়তো তাদের পরিচয়ের ব্যাপারে এটা একটা সূত্র হিসেবে কাজে আসবে।

নিলামদারের কথায় ওর মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হলো।

'দেখা যাচ্ছে নাম্বার ১৪৪-এর দৌড় শেষ!' বললেন ইরগেনচেইন। 'আর কেউ দর হাঁকবেন? এক, দুই, তিন।' হাতুড়ি তুলে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত ধরে রাখার পর বাড়ি মারলেন তিনি। 'নিলাম শেষ!'

সৌজন্যবশত হাততালি দিলো সবাই।

গ্রে জানে, ও যদি জিততো তাহলে হাততালি আরও জোরে হতো। তবে পাশ থেকে একজনকে হাততালি দিতে দেখে যারপরনাই অবাক হলো ও।

ফিওনা।

দাঁত বের করে হাসল মেয়েটি। 'চলো, এখান থেকে বের হই।'

অন্য সবার সাথে দরজার দিকে পা বাড়াল ওরা। বেরোতে বেরোতে কয়েকজন ব্যর্থ ক্রেতা ওকে সান্ত্বনা দিল। রাস্তায় পৌঁছে গেল সবাই। যে যার গন্তব্যে রওনা হলো।

ফিওনা ওকে টেনে নিয়ে কয়েক দোকান পেছনে থাকা একটি পেস্ট্রি শপে গেল। এখানে লোহার টেবিল আর পর্দার সুব্যবস্থা আছে। গ্রে'কে নিয়ে সুস্বাদু লোভনীয় চকলেটের ডিসপ্লের সামনে দাঁড়াল ফিওনা। চকলেটের পাশাপাশি এখানে ডেনিশ স্যান্ডউইচও আছে।

তবে ফিওনা এসবের দিকে কোনো নজর দিল না। ওর ভেতরে অদ্ভুত উল্লাস খেলা করছে।

'তুমি এত খুশি কেন?' গ্রে অবশেষে প্রশ্ন করল। 'আমরা তো নিলামে হেরে গেছি।'

জানালার দিকে তাকিয়ে আছে গ্রে। নিজের পেছন দিকটার প্রতি নজর রাখা দরকার। তবে যেহেতু বাইবেল বিক্রি হয়ে গেছে সে হিসেবে বিপদ হয়তো আগের মতো নেই, গ্রে ভাবল।

'আমরা ওদেরকে ভুগিয়েছি!' বলল ফিওনা। 'দাম তুলে দিয়েছি ৩ মিলিয়ন পর্যন্ত। ফাটাফাটি!'

'আমার তো মনে হয়, টাকা-পয়সা ওদের কাছে তেমন কোনো ব্যাপার না।'

ফিওনা খোঁপা থেকে পিন বের করে চুলগুলো ছেড়ে দিল। ঝপ করে অনেকখানি বয়স কমে গেল ওর। চোখগুলো উজ্জ্বল, খুব খুশি, তবে ওই উজ্জ্বলতার মাঝে একটু বিদ্বেষেরও ছাপ দেখা গেল।

ওর এরকম আচরণ দেখতে দেখতে হঠাৎ পেটের ভেতরে কী যেন মোচড় দিয়ে উঠল গ্রে'র।

'ফিওনা, কী কাণ্ড করেছ তুমি?'

নিজের পার্স খুলে গ্রে'র দিকে কাত করে ধরল। উঁকি দিল গ্রে।

'ও খোদা! ফিওনা... তুমি...'

চামড়ায় মোড়ানো পুরোনো একটি গ্রন্থ ওর পার্সে জায়গা করে নিয়েছে।

ঠিক একই রকম দেখতে একটি ডারউইন বাইবেল মাত্র বিক্রি হয়ে গেল।

'এটা আসলটা?' প্রশ্ন করল গ্রে।

'যখন পেছনের রুমে ছিলাম তখন ওই ব্যাটা কানা নিলামদারের নাকের নিচ দিয়ে এটা নিয়ে নিয়েছি।'

'কীভাবে...?'

'টোপ ফেলে মাছ ধরার মতো ব্যাপার। বাইবেলের সঠিক মাপ ঠিক করে নিতে আমার প্রায় সারাদিন লেগেছিল। পরে অবশ্য ওটাকে একটু ঘষা-মাজা করেছি। তারপর কেঁদে বুক ভাসিয়ে, চিৎকার চেঁচামেচি আর একটু আনাড়িপনা দেখিয়েছি...' শ্রাগ করল ও। 'ব্যস, কাজ হয়ে গেল।'

'তোমার কাছে যেহেতু বাইবেল ছিলই তাহলে কেন আমাকে দিয়ে দর হাঁকালে...?' গ্রে ব্যাপারটা অনুধাবন করল। 'তুমি আমাকে ব্যবহার করেছ। খেলেছ আমার সাথে।'

'আরে না। দুই পেন্স দামের ভুয়া জিনিসের জন্য ওই বেজন্মাগুলোর পকেট থেকে তিন মিলিয়ন ডলার খসিয়ে দেয়ার জন্য করেছি!'

'খুব শীঘ্রি ওরা টের পাবে ওটা আসল জিনিস নয়,' বলল গ্রে, কণ্ঠে ভয়।

'জানি। কিন্তু ততক্ষণে আমিও পগার পার হয়ে যাব।'

'কোথায়?'

'তোমার সাথে।' ফিওনা পার্স বন্ধ করল।

'জ্বী, না।'

'তোমার মনে আছে, মাট্টি তোমাকে একটা ভেঙ্গে দেয়া লাইব্রেরির কথা বলেছিল?'

গ্রে জানে ফিওনা কী বলতে চাইছে। গ্রিট্টি নেয়াল ওকে আভাস দিয়েছিলেন কে বা কারা যেন পুরো বিজ্ঞানীদের লাইব্রেরিকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। তিনি ওকে বিলের আসল কপি দেখাতে যাবেন এমন সময় হামলাটা হলো, সব নষ্ট হয়ে গেল আগুনে।

কপালে হাত দিল ফিওনা। 'আমার কাছে সব ঠিকানা লিখে রাখা আছে।' ও এক হাত সামনে বাড়িয়ে দিল। 'তাহলে?'

ভ্রু কুঁচকে হ্যান্ডশেক করতে যাচ্ছিল গ্রে।

মুখ হাঁড়ি করে ফিওনা হাত সরিয়ে নিল। 'তার আগে,' আবার হাত বাড়িয়ে দিল ও, হাতের তালু পেতে দিয়েছে। 'আমি তোমার আসল পাসপোর্ট দেখতে চাই। তোমার কী মনে হয়, ভুয়া পাসপোর্ট আমি চিনি না?'

ওর দিকে তাকাল গ্রে। এই মেয়ে এর আগে ওর পাসপোর্ট চুরি করেছিল। এখন হাবভাব দেখে সুবিধের মনে হচ্ছে না, একদম নাছোড়বান্দা। ভ্রু কুঁচকে স্যুটের গোপন পকেট থেকে আসল পাসপোর্ট বের করল গ্রে।

ফিওনা পড়ল। 'গ্রেসন পিয়ার্স।' রেখে দিল টেবিলে। 'অবশেষে... নাইস টু মিট ইউ।'

পাসপোর্ট ফেরত নিল গ্রে। 'এখন বলো, বাইবেলটা এলো কোথা থেকে?'

'বলব, যদি তুমি আমাকে তোমার সাথে নাও।'

'ঠাট্টা কোরো না। তুমি একটা বাচ্চা মেয়ে, আমার সাথে আসতে পারো না।'

'বাচ্চা মেয়ে, সাথে কিন্তু ডারউইনের বাইবেলও আছে।'

ফিওনার ব্ল্যাকমেইল দেখে গ্রে বিরক্ত হলো। ওর কাছ থেকে এই বাইবেল ছিনিয়ে নেয়া গ্রে'র বাঁ হাতের খেলা কিন্তু তথ্য তো আর ওভাবে আদায় করা যাবে না।

'ফিওনা, এটা কিন্তু কোনো ছেলেখেলা নয়।'

শক্ত করে ওর দিকে তাকাল ফিওনা। 'তুমি কি ভেবেছ, আমি সেটা বুঝি না?' শীতল গলায় বলল ও। 'আমার মাট্টিকে যখন ব্যাগে করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তুমি কোথায় ছিলে? ব্যাগে করে নিচ্ছিল ওরা।'

চোখ বন্ধ করল গ্রে। মেয়েটা ওর নার্ভে আঘাত করেছে তবে ও নরম হলো না। 'ফিওনা, আমি দুঃখিত।' টানটান গলায় বলল ও। 'কিন্তু তুমি যেটা বলছ সেটা সম্ভব নয়। আমি পারব না...।'

বিস্ফোরণের ধাক্কায় ভূমিকম্পের মতো দোকান দুলে উঠল। ঝনঝন করে উঠল সামনের গ্লাসগুলো। গ্রে আর ফিওনা উঠে গিয়ে দাঁড়াল জানালার কাছে। রাস্তা ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে। ধোঁয়ার কিছু অংশ যাত্রা শুরু করেছে ঝাপসা আকাশের দিকে।

গ্রে'র দিকে তাকাল ফিওনা। 'দাঁড়াও আমি আন্দাজ করে বলছি, কোথায় হয়েছে।'

'আমার হোটেল রুম,' গ্রে স্বীকার করল।

'শুরু হিসেবে ধাক্কাটা একটু বেশিই হয়ে গেছে।'

রাত ১১টা ৪৭ মিনিট।
হিমালয়।

জার্মানদের হাতে বন্দি হয়েছে লিসা ও পেইন্টার। ওদের দু'জনকে একটি স্লেজে বসিয়ে সেটাকে আরেক স্নোমোবাইল দিয়ে টেনে নেয়া হচ্ছে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলছে ওরা। প্লাস্টিক স্ট্রাপ দিয়ে ওদের দু'জনকে একসাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। পেছনে পেইন্টার, সামনে লিসা।

এরকম অবস্থাতেও লিসার দিকে কুঁজো হয়ে ঝুঁকে আছে পেইন্টার, নিজের শরীর দিয়ে যতদূর সম্ভব লিসাকে সাহায্য করছে। ওর দিকে পিঠ দিয়ে হেলান দিয়ে রয়েছে লিসা। দু'পাশের দণ্ডে সাথে ওদের দুই জোড়া হাত বাঁধা।

সামনে থাকা স্নোমোবাইলের পেছনের সিটে বসেছে সেই আক্রমণকারী। ওদের দিকে মুখ করে আছে, হাতে রাইফেল, ওটাও ওদের দিকে তাক করা। তার ভিন্ন চোখ দুটো একবারও ওদের ওপর থেকে সরছে না। ওই স্নোমোবাইল চালাচ্ছেন অ্যানা স্পোরেনবার্গ, এই দলের নেত্রী।

এই দলটি সাবেক নাৎসি।

কিংবা নাৎসির সংস্কার ভার্শন।

অথবা যা-ই হোক...

এই প্রসঙ্গ একপাশে সরিয়ে রাখল পেইন্টার। এই মুহূর্তে এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ওকে মাথা ঘামাতে হবে।

বাঁচতে হবে।

পথে যেতে যেতে পেইন্টার বুঝতে পারল, গুহায় লুকিয়ে থাকা সত্ত্বেও কীভাবে ধরা পড়েছিল ওরা। সব ইনফ্রারেডের কেরামতি। এরকম ঠাণ্ডা অঞ্চলে ওদের শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া তাপমাত্রার চিহ্ন দেখে দেখে সহজেই গুহা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে।

ওই পদ্ধতি ব্যবহার করলে এই অঞ্চলের কোথাও লুকিয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব।

চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যেতে থাকল ও। মনকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির করে রেখেছে।

পালাতে হবে।

গত এক ঘণ্টা যাবত শীতের রাত কেটে স্নোমোবাইলের এই কাফেলা সুন্দরভাবে ছুটে চলেছে। ইলেকট্রিক মোটর দিয়ে চলছে এগুলো, প্রায় নিঃশব্দে এগোচ্ছে। এই ৫টি স্নোমোবাইল এই গোলকধাঁধার মতো অঞ্চল দেদারছে পাড়ি দিয়ে সামনে এগোচ্ছে, একদম নীরবে। কখনও খাঁড়া পাহাড় থেকে পিছলে নামছে, কখনও নেমে যাচ্ছে গভীর উপত্যকায়, আবার কখনও বরফের সেতু পার হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, সবকিছু এই দলের চেনা পরিচিত।

পেইন্টার এই রাস্তা মনে গেঁথে নেয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করল। কিন্তু শ্রান্তি আর গোলকধাঁধাময় রাস্তার জটিলতার কাছে হার স্বীকার করতে ব্যর্থ হলো ও। মাথা আবার দপদপ করছে, ঝিমঝিম করছে। মাথা ঘোরাচ্ছে। পেইন্টার মেনে নিল, সেই লক্ষণগুলো এখনও ওর শরীর থেকে চলে যায়নি। এটাও স্বীকার করে নিল, ও একদম হেরে গেছে।

ঘাড় বাঁকিয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকাল ও।

আকাশে তাঁরাগুলো ঠাণ্ডা আলো ছড়াচ্ছে।

হয়তো তাঁর অবস্থান নির্ণয় করে ও কোন জায়গায় আছে সে-সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে।

ওপরের দিকে তাকিয়ে তাঁরাগুলোকে ভাল করে লক্ষ করতে যাবে এমন সময় চোখ সরিয়ে নিল ও। চোখের পেছন দিকটা প্রচণ্ড ব্যথা করছে।

'তুমি ঠিক আছো তো?' ওর দিকে পেছন ফিরে ফিসফিস করল লিসা।

বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল পেইন্টার। কথা বলতে গেলে বমি হয়ে যেতে পারে।

'তোমার চোখ ব্যথা করছে?' লিসা অনুমান করল।

কর্কশভাবে ঘোঁতঘোঁত করে চোখ সাদা লোকটি ওদেরকে চুপ করিয়ে দিল। খুশি হলো পেইন্টার। চোখ বন্ধ করে গভীরভাবে দম নিল ও। এই মুহূর্তটুকু কেটে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

সময় কেটে গেল একসময়।

একটি পাথুরে পাহাড়ের চূড়োয় উঠে যখন স্নোমোবাইলগুলো আস্তে আস্তে থামছে, এমন সময় চোখ খুলল ও। চারিদিকে চোখ বুলাল পেইন্টার ক্রো। এখানে তো কিছুই নেই। একটি বরফআচ্ছাদিত পাহাড়ের খাঁড়া অংশ পাথুরে পাহাড়ের ডান দিকে ভেঙ্গে পড়ে আছে। এতক্ষণ তুষার পড়ছিল না, এখন পড়তে শুরু করল।

এরা এখানে থামল কেন?

সামনের স্নোমোবাইল থেকে নামল আক্রমণকারী।

অ্যানাও নামলেন। বিশালদেহী লোকটি অ্যানার সাথে জার্মান ভাষায় কথা বলছে।

সোজা হয়ে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করতেই লোকটির শেষ কয়েকটি শব্দ শুনতে পেল ক্রো।

ওদের মেরে ফেললেই তো হয়।'

রাগ কিংবা প্রতিহিংসা নিয়ে বলেনি, একদম ঠাণ্ডা মাথায় শব্দগুলো উচ্চারণ করেছে।

অ্যানা ভ্রু কুঁচকালেন। 'গানথার, আমাদেরকে আরও কিছু জেনে নিতে হবে।' পেইন্টারের দিকে তাকালেন তিনি। 'তুমি তো জানোই, আমাদের এখানে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যদি তাকে এখানে পাঠানো হয়ে থাকে... যদি সে এমন কিছু জানে যেটা এই ব্যাপারগুলো বন্ধ করতে পারে?'

ওরা কী নিয়ে কথা বলছে পেইন্টার সেটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না। তবে ওদেরকে ওদের মতো করে উল্টাপাল্টা ভাবতে দিল। উল্টাপাল্টা ভাবতে দিয়ে যদি বেঁচে থাকা যায় তাহলে ওটাই ভাল।

মাথা নাড়ল গানথার। 'ও একটা সমস্যা। আমি বুঝতে পারছি।' অন্যদিকে ঘুরল ও। আর কথা বলবে না।

অ্যানা ওর গালে আলতো করে হাত দিয়ে থামালেন। স্নেহ, মমতা, কৃতজ্ঞতা নাকি তারচে' বেশি কিছু...? '*Danke*, গানথার।'

মানল না সে। পেইন্টার ওর চোখে একধরনের যন্ত্রণার ছাপ দেখতে পেল। পা টেনে টেনে খাঁড়া ভাঙ্গা পাহাড়ের দিকে গেল সে। দেয়ালের একটি ফাটলের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পর ওদিক দিয়ে বেরিয়ে মিলিয়ে গেল ধোঁয়ার মেঘ।

একটা দরজা খুলে আবার বন্ধ হলো।

বিড়বিড় করে উপহাসমূলক একটি শব্দ উচ্চারণ করল পেছনে থাকা একজন গার্ড। অপমানজনক শব্দটা ওই গার্ডের কাছে যারা আছে তারা ছাড়া আরও কেউ শুনতে পায়নি।

Leprakonige

কুষ্ঠরোগী। পেইন্টার খেয়াল করল বিশালদেহী গানথার যতক্ষণ পর্যন্ত দৃষ্টিসীমার ভেতরে ছিল ততক্ষণ গার্ড কিচ্ছু বলেনি। গানথারের মুখের ওপর বলার সাহস নেই ওর। তবে গানথারের ঝুলে যাওয়া কাঁধ আর বদমেজাজি স্বভাব দেখে ক্রো আন্দাজ করল, সে এই কথা এর আগেও শুনেছে।

স্নোমোবাইলে চড়ে বসলেন অ্যানা। গানথারের সিটে এক নতুন গার্ড বসল। এর হাতেও রাইফেল আছে, ওদের দিকে তাক করা। আবার রওনা হলো সবাই।

একটু ঘুরে উঠে আরও গভীর গিরিসঙ্কটের দিকে যাত্রা করল ওরা। সামনের রাস্তা জুড়ে বরফ আচ্ছাদিত কুয়াশায় ভরা, নিচে কী আছে ঠিকমতো দেখা যায় না। কুয়াশার উপরে একটি পাহাড়ের ভারী শৃঙ্গ এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেখে মনে হচ্ছে, এই কুয়াশাকে আগুন ভেবে হাত সেঁকছে কেউ।

কুয়াশার সমুদ্রে ডুব দিল ওরা। হেডলাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে।

কয়েক ফুটে নেমে এসেছে দৃষ্টিসীমা। তাঁরাগুলো আর দেখা যাচ্ছে না।

তারপর হঠাৎ করে ওরা গভীর অন্ধকারে তলিয়ে গেল। মনে হলো, ওদের মাথার উপরে ছায়ার সামিয়ানা ঝুলছে। কিন্তু মজার বিষয় হলো, এরকম অবস্থায় ঠাণ্ডার প্রকোপ না বেড়ে বরং কমতে শুরু করল। সামনে এগোতে গিয়ে দেখা গেল পাথুরে পাহাড়ের গায়ে আর বরফ নেই। বড় বড় পাথরের পাশ দিয়ে বরফগলা পানি গড়াচ্ছে।

পেইন্টার বুঝতে পারল ওরা কোনো এক প্রাকৃতিক উষ্ণ এলাকায় চলে এসেছে। উত্তাপের প্রাকৃতিক উৎস আছে এখানে। হিমালয়ের ভেতরে থাকা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বসন্তের কথা এখানকার খুব কম মানুষই জানে। ভারতীয় উপমহাদেশের ভূখণ্ডের নিচে থাকা প্লেটের চাপে এরকম প্রাকৃতিক উষ্ণ অঞ্চল তৈরি হয়ে থাকে। মনে করা হয়, এরকম অঞ্চল থেকেই সাংরি-লা পৌরাণিক কাহিনির জন্ম।

তুষার কমে যেতে থাকায় স্নোমোবাইল রেখে দিতে বাধ্য হলো ওরা। ওগুলো পার্ক করার পর লিসা আর পেইন্টারকে স্লেজ গাড়ি থেকে মুক্ত করে কব্জিতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো। হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ওদের। লিসার কাছাকাছি থাকল ক্রো। দু'জনের চোখেই দুশ্চিন্তা।

কোথায় ওরা? এটা কোন জায়গা?

রাইফেল আর পারকাঅলা গার্ড দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বাকি পথ এগোল ওরা। তুষারের বদলে ওদের পায়ের নিচে ভেজা পাথর উদয় হলো। পাথর কেটে সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে, বরফ গলা পানি গড়াচ্ছে এখানে। সামনে আর আগের মতো পুরু কুয়াশার চাদর নেই।

কয়েক পা এগোতেই সামনের আধো অন্ধকারে একটি খাড়া পাহাড়ের মুখ দেখা গেল। পর্বতের আশ্রয়ে ওটার অবস্থান। প্রাকৃতিকভাবে তৈরি একটি গভীর গুহা। এটা কোনো স্বর্গউদ্যান নয়... জায়গাটি কালো গ্রানাইটে ভরপুর, গরমে ঘামছে ওগুলো।

সাংরি-লা'র চেয়েও বেশি গরম এখানে।

ক্রো'র পাশে হোঁচট খেল লিসা। হাত বাঁধা থাকার পরও ক্রো যতদূর সম্ভব ওকে ধরে রাখার চেষ্টা করল। তবে ও বুঝতে পারল লিসা দুর্বলভাবে পা ফেলছে।

সামনে জলীয় বাষ্পের পর্দা ফুঁড়ে একটি ক্যাসলের (অট্টালিকা) উদয় হলো।

ঠিক পুরো না, তবে আধা ক্যাসল বলা যায়।

কাছে এগোতেই পেইন্টার বুঝতে পারল এটা অট্টলিকার সম্মুখভাগ। চলে গেছে একদম গুহার শেষ অংশ পর্যন্ত। কামান-গোলা নিক্ষেপের জন্য ছিদ্রবিশিষ্ট দুটো বড় টাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে দু'পাশে। মোটা কাঁচের জানালার পেছন থেকে আলো আসছে।

'*GranitschloB*,' ঘোষণা করলেন অ্যানা। ওদের সবাইকে নিয়ে প্রবেশ পথের দিকে এগোলেন। তাঁর চেয়ে দ্বিগুণ উচ্চতার গ্রানাইট বীরগণ প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে আছে।

কালো লোহার পাত দিয়ে মোড়ানো ভারী ওক কাঠের একটি দরজা প্রবেশপথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। দলটি এগোতেই কপিকল উপরে উঠতে শুরু করে প্রবেশদ্বার খুলে দিল।

বড় বড় পা ফেলে এগোলেন অ্যানা। 'চলো সবাই। অনেক রাত হয়ে গেল।'

অস্ত্রের মুখে প্রবেশদ্বারে ঢুকল লিসা ও ক্রো। গুহার ছাদ, কিনারা, পাঁচিল ও ধনুকাকৃতির জানালাগুলো পর্যবেক্ষণ করল পেইন্টার। পুরো মেঝেতে থাকা গ্রানাইট ঘেমে ভিজে উঠেছে। কালো তেলের মতো পানি গড়াচ্ছে। মনে হলো, এই ক্যাসল বোধহয় চোখের সামনে গলে কালো পাথুরে চেহারায় ফিরে যাচ্ছে।

কয়েকটি জানালা থেকে বের হওয়া আলো ক্যাসলের মেঝেকে নরকের মতো উজ্জ্বল করে তুলেছে। এই দৃশ্য দেখে ক্রো'র হিরনিমাস বসক-এর পেইন্টিঙের কথা মনে পড়ে গেল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই শিল্পী নরকের বিভিন্ন ছবি আঁকার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। যদি বসক-কে আন্ডারওয়ার্ল্ডের গেইটের ভাস্কর্য করতে দেয়া হতো তাহলে এই ক্যাসলের মতো করতেন তিনি।

অ্যানার পিছু পিছু ক্রো বাধ্য হয়ে এগোল। ক্যাসলের ধনুকাকৃতির প্রবেশদ্বারের নিচ দিয়ে প্রবেশ করল ওরা। উপরের দিকে তাকাল ক্রো। আন্ডারওয়ার্ল্ডের গেইটে থাকা দান্তের কথাগুলো হয়তো এখানে লেখা থাকতে পারে।

এখানে যে ঢুকবে তার আর কোনো আশা নেই।

কিন্তু কথাগুলো লেখা নেই এখানে... তবে এখানে কোনো আশাও নেই।

কোনো আশা নেই...

এই ক্যাসলে যে ঢুকবে তাদের আর কোনো আশা নেই।

রাত ৮টা ১৫ মিনিট।
কোপেনহ্যাগেন, ডেনমার্ক।

হোটেলে বিস্ফোরণের শব্দ মিলিয়ে যেতেই ফিওনার হাত ধরে দোকানের বাইরে বেরিয়ে এলো গ্রে। উৎসাহী জনতার ভিড় ঠেলে পাশের গলির দিকে রওনা হলো।

সাইরেনের আওয়াজ ভেসে এলো দূর থেকে।

আজ সারাদিনে কোপেনহ্যাগেনের দমকল কর্মীদের অনেক দৌড়াতে হলো।

গলির কোণায় গিয়ে পৌঁছাল গ্রে। ধোঁয়া আর মানুষের হল্লা থেকে দূরে চলে এসেছে। ফিওনাকেও টেনে নিয়ে এসেছে সাথে করে। গ্রে'র কানের কাছে একটি ইটের ছাল উঠে গেল, *বিং* করে লাফিয়ে উঠল কী যেন। গুলি। ফিওনাকে জড়িয়ে ধরে নিচু হলো গ্রে। অস্ত্রধারীকে খুঁজছে।

পেয়েও গেল। একজন নারী।

কাছেই আছে। রাস্তার ওপাশে আধ-ব্লক পেছনে।

এই সাদা চুলঅলি মহিলা নিলাম অনুষ্ঠানেও ছিল। তার পরনে শোভা পাচ্ছে আঁটোসাঁটো কালো স্যুট, দৌড়-ঝাঁপের জন্য এরকম পোশাক খুবই উপযোগী। হাতে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল। হাঁটুর কাছে ওটা নামিয়ে ওদের দিকে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে আসছে। এক হাত রেখেছে কানে, ঠোঁট নড়ছে।

রেডিও।

ল্যাম্পপোস্টের নিচ দিয়ে তাকে এগোতে দেখেই গ্রে বুঝতে পারল, ও ভুল করেছে। এই মহিলা নিলাম অনুষ্ঠানে ছিল না। সেই মহিলার চুল আরও বড় ছিল, চেহারা আরেকটু রোগা ছিল।

হয়তো তার বড় বোন।

অন্যদিকে ঘুরল গ্রে।

ও আশা করছিল ফিওনা এতক্ষণে দৌড়ে গলির অর্ধেকে চলে গেছে। কিন্তু দেখা গেল, মাত্র ১৫ ফুট দূরে একটি মরচে ধরা সবুজ রঙের ভেসপা স্কুটারের দু'পাশে পা দিয়ে কী যেন করছে সে।

'কী করছ তু...?'

'দেখি চড়া যায় কি-না।' পার্স খুলে একটি স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে স্কুটারের পেছনে রাখল।

জলদি ওর পাশে গেল গ্রে। 'এটার ওপর চুরিবিদ্যা ফলানোর মতো সময় নেই কিন্তু।'

কাঁধের ওপর দিয়ে গ্রে'র দিকে তাকাল ফিওনা। স্কুটারকে স্টার্ট দেয়ার জন্য অন্ধের মতো বিভিন্ন তারের মধ্যে ওর আঙুলগুলো হাতড়ে বেড়াচ্ছে। দুটো তার দিয়ে চেষ্টা করল। কেশে উঠে, চিৎকার দিয়ে থেমে গেল ইঞ্জিন।

ধেৎ...

ফিওনা বেশ ভালই চেষ্টা করছিল.... কিন্তু ওর ওপরে আর ভরসা করা যাচ্ছে না।

গ্রে ওকে পেছনে যাওয়ার ইশারা করল। 'আমি চালাব।'

শ্রাগ করে পেছনের সিটে গেল ফিওনা। স্কুটারে চড়ে গ্রে ওটার স্টার্টারে লাথি মেরে ইঞ্জিন চালু করার চেষ্টা করল। হেডলাইট অফ করে অন্ধকার গলিতে নেমে গেল ও। ঠিক নেমে যাওয়া বলা যায় না, স্কুটারকে টেনে-টুনে নিয়ে গেল আরকী।

'চালু হ রে বাবা,' বলল গ্রে।

'দুই নম্বর গিয়ারে তুলে দাও,' ফিওনা বলল। 'এই বুড়ো জিনিসের ভেতর থেকে শক্তি বের করতে হলে কৌশল খাটাতে হবে।'

'পেছনের সিটে বসা কোনো মাতব্বরকে আমার প্রয়োজন নেই।'

মুখে বললেও গ্রে ঠিকই ফিওনার কথা শুনে ক্লাস চেপে গিয়ার বদলাল। চমকে ওঠা বাচ্চা ঘোড়ার মতো লাফ দিল স্কুটার। গলির ভেতর দিয়ে দ্রুত এগোল ওরা। স্তূপ আর ডাস্টবিনের বিভিন্ন ময়লার ওপর দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে এগোল।

সাইরেনের আওয়াজ হলো ওদের পেছনে। গ্রে পেছনে তাকাল। দমকলের গাড়ি গলিমুখে এসে দাঁড়িয়েছে, ওটার আলো ঝিকমিক ঝিকমিক করছে, বিস্ফোরণের আগুন নেভাতে হাজির হয়েছে। ঘাড় ফেরাবার আগেই ল্যাম্পপোস্টের আলোতে একটি শরীরে অবয়ব দেখল গ্রে।

শুটার।

গ্রে গতি বাড়িয়ে দিল। স্কুটারকে একটি লম্বা কন্স্ট্রাকশন বিমের পাশে নিয়ে শুটারের কাছ থেকে নিজেদের আড়াল করল ও। দেয়ালের পাশ ঘেঁষে এগোলে গলির মাথা থেকে সোজা গুলি খেতে হতো।

ওদের সামনে বড় রাস্তার আলো দেখা যাচ্ছে। ওটাই ওদের একমাত্র ভরসা।

সামনে খেয়াল রাখতে রাখতে গ্রে দেখল দ্বিতীয় আরেকটি অবয়ব হাজির। পাশ দিয়ে একটি গাড়ি যেতেই ওটার হেডলাইটের আলোতে তার সাদা চুলগুলো রুপোলি দেখাল। পুরুষ। পরনে কালো লম্বা ডাস্টার জ্যাকেট। পেছনের জনের জাত ভাই হাজির। কোট সরিয়ে একটি শটগান বের করল সে।

ওই মহিলা নিশ্চয়ই একে রেডিওতে বলে অ্যামবুশ করার জন্য সেট করেছে।

'শক্ত করে ধরে থাকো!' গ্রে হাঁক ছাড়ল।

এক হাত শটগান উঁচিয়ে ধরতেই গ্রে খেয়াল করল এই ব্যক্তির অন্য হাত ব্যান্ডেজ করা। কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত। যদিও তার চেহারায় ছায়া ঢাকা রয়েছে, তবুও গ্রে বুঝতে পারল লোকটা কে।

এই ব্যক্তি গ্রিট্টি নেয়ালকে খুন করেছিল।

বারটেলের আক্রমণের স্বীকার হওয়ার পর সেগুলোর জঘমে এখন ব্যান্ডেজ করে এসেছে।

শটগান গ্রে'র দিকে তাক করা হলো।

হাতে সময় নেই।

হাতল ঘুরিয়ে স্কুটারটিকে লোকটার দিকে ছেঁচড়ে স্কিড করাল গ্রে।

ঝলসে উঠল শটগান। পাশের বাড়ির দরজায় ছররা গুলি হামলে পড়ল।

প্রচণ্ড ভয়ে চিৎকার করে উঠল ফিওনা।

তবে গুলি ছোড়া হয়েছে ওই একবারই। স্কুটারকে ছুটে আসতে দেখে শুটার একপাশে সরে গেছে। গলির সামনের অংশ ফাঁকা হওয়ার পর স্কুটার তুলল গ্রে।

সিমেন্টের রাস্তার ওপর রাবারের টায়ার আর্তনাদ করে উঠল। রাস্তায় ওঠার সময় একটি অডি গাড়ির ড্রাইভার কয়েকবার হর্ন দিয়ে সতর্ক করল ওকে।

গ্রে রওনা হলো।

হাতের মুঠো ঢিলা দিল ফিওনা।

ধীর গতিতে এগোনো গাড়ির ভেতর দিয়ে চলল ওরা, রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে যেতেই ওদের গতি বাড়তে শুরু করল। নিচে এই রাস্তা দিয়ে একটি ক্রসরোডের সাথে গিয়ে শেষ হয়েছে। তীক্ষ্ণ বাঁক নেয়ার জন্য ব্রেক চাপল গ্রে। একটি ক্যাবল স্কুটারের পেছনের টায়ারের পাশ থেকে লাফিয়ে উঠল।

ব্রেকের ক্যাবল।

স্কুটার যখন ছেঁচড়ে যাচ্ছিল তখন নিশ্চয়ই এটা খুলে গেছে।

'গতি কমাও!' গ্রে'র কানের কাছে চিৎকার করল ফিওনা।

'ব্রেক নেই!' গ্রে জবাব দিল। 'সাবধান!'

ইঞ্জিন বন্ধ করে স্কুটারকে এদিক-ওদিক দুলিয়ে, ঘুরিয়ে গতি কমানোর চেষ্টা করল ও। পেছনের চাকাটিকে একটু ঘষটে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেই রাবার থেকে ধোঁয়া বেরোল।

ক্রসরোডের মাথায় পৌঁছে গেছে, খুব দ্রুত এগোচ্ছে ওরা।

একপাশে কাত করে স্কুটারের গতি কমানোর চেষ্টা করল গ্রে। ওটার ধাতব শরীর থেকে স্ফুলিঙ্গ বেরোল। রাস্তাগুলোর সংযোগস্থল পর্যন্ত ছেঁচড়ে এগোল ওরা। একটি ট্রাকের সামনে দিয়ে অপর রাস্তায় গিয়ে উঠল। গর্জে উঠল হর্ন। ব্রেক কষার তীব্র আওয়াজ শোনা গেল।

রাস্তার এক পাশে গিয়ে ধাক্কা লাগল ওদের স্কুটার। ছিটকে গেল গ্রে ও ফিওনা।

রাস্তার পাশে থাকা একটি বেড়া ওদের এই সংঘর্ষের ফলে ভেঙ্গে গেল। তবে গড়ানি খেয়ে কোনোমতে ফুটপাতে উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হলো ওরা। গ্রে উঠে দাঁড়িয়ে ফিওনার কাছে গিয়ে বলল, 'তুমি ঠিক আছো তো?'

ফিওনাও উঠে দাঁড়িয়েছে। ব্যথা কম ওর রাগ হচ্ছে বেশি। 'দুই শ ইউরো দিয়ে এই স্কার্ট কিনেছিলাম।' ওর পোশাকের একপাশ লম্বালম্বি আকারে ছিঁড়ে গেছে। এক হাত দিয়ে ছিঁড়ে যাওয়া ফাঁকা অংশটুকু বন্ধ করতে করতে আরেক হাত বাড়িয়ে নিজের পার্স তুলে নিল।

গ্রে'র আরমানি স্যুটের অবস্থা আরও খারাপ। ওর এক হাঁটু বেরিয়ে পড়েছে, জ্যাকেটের এক হাতা দেখে মনে হচ্ছে ঝামা দিয়ে ঘষা হয়েছে ওটাকে। তবে এসব কাটাছেড়া আর সামান্য আঘাত ছাড়া ওরা প্রায় অক্ষত আছে।

অন্যান্য গাড়িঘোড়া চলে যাচ্ছে দুর্ঘটনাস্থলের পাশ দিয়ে।

হাঁটা ধরল ফিওনা। 'এখানে ভ্যাসপা'র দুর্ঘটনা প্রায়ই হয়। যখন তখন চুরিও হয় এগুলো। কোপেনহ্যাগেনের সকল স্কুটার হলো অনেকটা সরকারি জিনিসের মতো। দরকার পড়েছে? হাতের কাছে যেটা আছে নিয়ে ছুট লাগাও। কাজ শেষে? যেখানে খুশি ফেলে যাও। ওটা আবার অন্য কেউ ব্যবহার করবে। ভ্যাসপা নিয়ে এখানে কেউ মাথা ঘামায় না।'

কিন্তু এবার ঘামাল।

একজোড়া নতুন চাকা দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওদের। দুই ব্লক পেছনে একটি ব্ল্যাক সেডান রাস্তা দিয়ে ওদের দিকে ধেয়ে আসছে। হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো থাকায় ভেতরে থাকা আরোহীদেরকে চেনা গেল না।

ফিওনাকে নিয়ে ফুটপাতে হাঁটতে শুরু করল গ্রে, গভীর ছায়া খুঁজছে। এখানকার একপাশে ইটের লম্বা দেয়াল ছাড়া আর কিছু নেই। কোনো গলি, বিল্ডিং, কিচ্ছু নেই। স্রেফ একটি উঁচু দেয়াল। দেয়ালের পেছন থেকে হালকা সুরে বাঁশির আওয়াজ ভেসে আসছে।

ওদের পেছনে থাকা স্কুটারের পেছনে এসে সেডানের গতি কমল।

বোঝাই যাচ্ছে ওদের স্কুটারে পালানোর খবর রিপোর্ট করা হয়েছে।

'এদিকে!' বলল ফিওনা।

কাঁধে পার্স ঝুলিয়ে ছায়ায় থাকা একটি পার্ক বেঞ্চের ওপর চড়ল ও। তারপর ওটার হেলান দেয়া অংশটুকু ব্যবহার করে লাফিয়ে উঠে উপরে ঝুলতে থাকা একটি গাছের ডাল ধরল। গাছের ডালের ওপর তুলে দিল দুই পা।

'কী করছ?'

'রাস্তার ছেলেরা এই কাজ সবসময়ই করে। ফ্রি প্রবেশ।'

'কী?'

'আরে আসো।'

হাতের সাহায্যে গাছের মোটা ডাল ধরে এগোল ফিওনা। ইটের দেয়ালের ওপাশে লাফ দিয়ে নামল।

ধেৎ।

সেডান আবার রাস্তায় চলতে শুরু করেছে।

কোনো উপায় না দেখে গ্রে-ও ফিওনার পথ অনুসরণ করল। বেঞ্চে লাফিয়ে উঠল গ্রে। দেয়ালের ওপাশ থেকে আলতো করে সুর ভেসে আসছে। মাথা নিচ দিকে ঝুলিয়ে দেয়ালের ওপর দিয়ে কিছু অংশ গেল ও।

ওপাশে জ্বলজ্বলে হারিকেনে সুন্দর একটি ওয়ান্ডারল্যান্ড দেখা যাচ্ছে, খুদে অট্টালিকা আর রাইডের জন্য বিভিন্ন পাকানো রেল।

টিভোলি গার্ডেনস।

এই পার্ক কোপেনহ্যাগেনের কেন্দ্রে অবস্থিত। দেয়ালের এই উচ্চতায় দাঁড়িয়ে গ্রে পার্কের সেন্ট্রাল লেকটা দেখতে পেল। লেকের পানিতে হাজার হাজার হারিকেন আর লাইটের উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। দু'পাশে ফুল দিয়ে সাজানো পথ কাঠের রোলার কোস্টার, পানোৎসব আর ফেরিস হুইলের দিকে চলে গেছে। তথ্য-প্রযুক্তির দিক দিয়ে ডিজনি'র চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও এই পুরোনো পার্কটি বেশ জীবন ঘনিষ্ঠ।

ওয়ালের ওপর দিয়ে গাছের ডাল ধরে পার্কের আরও একটু ভেতরে এগোল গ্রে।

একটু দূরে, ফিওনা ওর জন্য অপেক্ষা করছিল, ওকে দেখে ইশারা করল। বাগানের শেডের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল ও।

এখন পা ছেড়ে দিয়ে গাছের ডাল ধরে ঝুলছে গ্রে।

ডান হাতের পাশে কীসের যেন শব্দ হওয়ায় গ্রে একদম চমকে উঠল। গাছের ডাল ছেড়ে দিল ও। হাত ছুড়ে নিজের ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করল। অনেক ফুলের ওপর

বেশ সজোরে আছড়ে পড়ল গ্রে। এক হাঁটুতে বেশি চাপ লেগেছে। তবে বাগানের দো-আঁশ মাটি ওকে একটু আরাম দিল। দেয়ালের পেছনে গর্জে উঠল ইঞ্জিন, দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পাওয়া গেল।

ওদেরকে দেখে ফেলেছে।

মুখবিকৃত করে ফিওনার সাথে যোগ দিল গ্রে। বেচারির চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। গুলি হওয়ার আওয়াজ শুনেছে ও। কোনো কথা না বলে টিভোলি গার্ডেনস-এর ভেতরে ছুটল ওরা।

ছয়.

আগলি ডাকলিং

রাত ১টা ২২ মিনিট।
হিমালয়।

মাঝরাত পার হয়ে গেছে, প্রাকৃতিকভাবে গরম হওয়া মিনারেল পানিতে গোসল করছে লিসা। ও চাইলে চোখ বন্ধ করে নিজেকে ইউরোপের কোনো একটি বিলাস বহুল স্পা-তে আছে বলে কল্পনা করতে পারে। রুমের সরঞ্জামাদি চটকদার পুরু ইজিপশিয়ান কটন তোয়ালে ও আলখাল্লা, চার জনের জন্য থাকা বিশাল খাট, তাতে কম্বল রাখা আর বিছানা তুলতুলে নরম। দেয়াল থেকে ঝুলছে মধ্যযুগীয় চিত্রকলা, পাথুরে মেঝের ওপর পায়ের নিচে বিছানো আছে তুর্কী গালিচা।

পেইন্টার আছে বাইরের রুমে। ওদের ছোট ফায়ারপ্লেসে কাঠ দিচ্ছে।

ছোট্ট একটি প্রিজন সেলে (জেলখানার কামরা) আছে ওরা।

পেইন্টার অ্যানা স্পোরেনবার্গকে বলেছিল, ওরা দু'জনে একটু পূর্ব পরিচিত। মিথ্যে কথা। আসলে দু'জন যেন একসাথে থাকতে পারে তাই চালাকি করে কথাটা বলেছে।

লিসাও আপত্তি করেনি।

ও এখানে একা থাকতে চায় না।

এখানকার পানির তাপমাত্রা অস্বস্তিকর গরমের চেয়ে কয়েক ডিগ্রি কম। গরম পানির কারণে লিসার শরীর কেঁপে উঠল। নিজে ডাক্তার হওয়ায় লিসা ওর শরীরের শক্ পাওয়া চিহ্নগুলো বুঝতে পারল। আর একটু হলেই ওখানে জার্মান মহিলাটির সাথে ওর হাতাহাতি লেগে যেত। ওর এই আচরণের কারণে পেইন্টারসহ ওকেও হয়তো মরতে হতো গুলি খেয়ে।

পেইন্টার বরাবরই শান্ত-শিষ্ট। এমনকি এখনও ও শুনতে পাচ্ছে, ধীরচিত্তে ফায়ারপ্লেসে কাঠ দিয়ে যাচ্ছে পেইন্টার। সুন্দর সাবলীলভাবে আছে সে। তবে ও নিশ্চয়ই একদম খালি হয়ে গেছে। একটু আগে গোসল সেরেছে পেইন্টার। না পরিষ্কার হওয়ার জন্য নয় বরং ফ্রস্টবাইট থেকে বাঁচার জন্য ওকে গোসল করতে হয়েছে। ওর কানের লতিতে সাদা সাদা দাগ দেখে লিসা-ই ওকে আগে গোসল করতে পাঠিয়েছিল।

গরম কাপড়ে বেশ ভাল অবস্থাতেই ছিল লিসা।

এই মুহূর্তে লিসা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বাথটাবে ডুবিয়ে রেখেছে। পানির নিচে ওর মাথা, চুলগুলো আলগোছে পানিতে ভাসছে। পানির তাপমাত্রা ওর শরীরের প্রত্যেকটি কোষে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল। বিস্তৃত হলো ওর অনুভূতি। এখন ওকে শুধু একটি কাজ করতে হবে—পানির নিচে নিঃশ্বাস নিতে হবে। ব্যস, তাহলেই সব শেষ। কয়েক মুহূর্ত ছটফট করে সবকিছু চিরতরে শেষ হয়ে যাবে। এত ভয়, দুশ্চিন্তা সব। নিজের ভাগ্যকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে লিসা... ওকে যারা বন্দি করে রেখেছে এভাবে তাদের কাছ থেকে নিজের মুক্তি আদায় করে নিতে পারবে।

দরকার শুধু একবার নিঃশ্বাস নেয়া...

'তোমার গোসল কী প্রায় শেষ?' পানির ভেতরে কথাগুলো শুনতে পেল ও, মনে হলো শব্দগুলো অনেক দূর থেকে আসছে। 'ওরা আমাদের জন্য গভীর রাতের খাবার এনে দিয়েছে।'

পানির নিচ থেকে উঠল লিসা, ওর চুল, মুখ বেয়ে পানি চোয়াচ্ছে। 'আর এক মিনিট।'

'ঠিক আছে, তাড়াহুড়ো নেই, সময় নাও।' মেইন রুম থেকে বলল পেইন্টার।

লিসা শুনতে পেল পেইন্টার আরেকটি কাঠ আগুনের ভেতরে দিয়ে দিল।

পেইন্টার এখন নড়ছে কীভাবে? বিছানায় পড়ে ছিল তিন দিন, ভূগর্ভস্থ সেলারের হাতাহাতি, বরফের ভেতর দিয়ে এপর্যন্ত আসা... তারপরও ওর ভেতরে কোনো ক্লান্তি নেই। ব্যাপারটা লিসার মনে আশা যোগাল। হয়তো এটা স্রেফ বেপরোয়া ভাব তবে ও ঠিকই পেইন্টারের ভেতরে একটি মজবুত শক্তির ছাপ দেখতে পেল, যেটা শারীরিক শক্তির চেয়ে বেশি কিছু।

ওর কথা ভাবতে ভাবতে লিসার কাঁপুনি কমে এলো।

বাথটাব থেকে উঠে দাঁড়াল ও, গায়ে পানি ঢেলে তোয়ালে জড়িয়ে নিল। হুক থেকে একটি পুরু আলখাল্লা ঝুলছিল, কিন্তু আপাতত ওটা নিল না ও। পুরোনো বেসিনের পাশে মেঝের দৈর্ঘ্য বরাবর আয়না আছে, আয়নার তল একটু ঘোলা হয়ে গেলেও ওর নগ্ন শরীর ঠিকই দেখা যাচ্ছে ওতে। পা নড়াল ও। আত্মঅনুভূতি কিংবা তৃপ্তির জন্য নয়, কোথায় কোথায় আঁচড় লেগেছে সেটা দেখল। ওর জরায়ুর ভেতরে একটু গভীর ব্যথা ওকে জরুরি কিছু একটা মনে করিয়ে দিল।

ও এখনও বেঁচে আছে।

টাবের দিকে তাকাল।

ও ওদেরকে তৃপ্তি পেতে দেবে না। ব্যাপারটার মোকাবেলা করবে।

আলখাল্লা গায়ে চড়িয়ে নিল। কোমড়ের অংশে ফিতে টাইট করে বাঁধার পর বাথরুমের ভারী ছিটকানি খুলে বাইরে বেরোল। পাশের রুম আরও বেশি গরম। গরম বাষ্প রুমকে উষ্ণ করে রেখেছে। তবে ফায়ারপ্লেসে আগুন দেয়ায় আরও সুন্দর হয়েছে রুমের তাপমাত্রা। ফায়ারপ্লেসে ছোট ছোট আগুনের শিখা লাফাচ্ছে, পট পট শব্দ হচ্ছে, রুমে একধরনের উজ্জ্বলতা এনে দিয়েছে ওটা। বিছানার পাশে থাকা কয়েকটি মোমবাতি এই প্রিজন সেলারে একধরনের ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যোগ হয়েছে বাড়তি আলো।

এই রুমে কোনো কারেন্ট নেই।

এখানে ওদের পুরে রাখার সময় অ্যানা স্পোরেনবার্গ বেশ গর্বের সাথে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিল কীভাবে এখানে ১০০ বছর পুরোনো রুডলফ ডিজেলের তৈরি জেনারেটর থেকে তাপমাত্রার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। রুডলফ ডিজেল একজন ফরাসী বিজ্ঞানী ছিলেন, ডিজেল ইঞ্জিনের আবিষ্কারকর্তা তিনিই। তবে এখানে বিদ্যুৎ অপচয় করা হয় না। ক্যাসলের শুধু নির্দিষ্ট কিছু অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা আছে।

এখানে নেই।

রুমে লিসা ঢুকতেই পেইন্টার ওর দিকে ফিরল। লিসা খেয়াল করল পেইন্টারের চুলগুলো শুকিয়ে এলোমেলো হয়ে গেছে। একটু লম্পট ছোকরার মতো লাগছে ওকে। পা নগ্ন আর গায়ে একটি আলখাল্লা পরে আছে পেইন্টার। দুটো পাথরের মগে করে ধোঁয়া ওঠা চা নিয়ে এলো।

'জেসমিন চা,' লিসাকে ফায়ারপ্লেসের সামনে থাকা একটি ছোট সোফায় বসার ইঙ্গিত করল ও।

নিচু টেবিলে কিছু খাবার রাখা আছে। শক্ত পনির, পাউরুটি, রোস্ট করা গরুর মাংস, সরিষা ও এক বাটি ব্ল্যাকবেরি। সাথে ছোট এক বাটি ক্রিম।

'আমাদের জীবনের শেষ খাওয়া?' একটু হালকাভাবে কথাটা বলতে চেয়েছিল লিসা কিন্তু পারল না, ভারী-ই হয়ে গেল। সকাল হতেই ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হবে।

পাশে থাকা জায়গায় বসল পেইন্টার।

লিসাও বসল।

পেইন্টার পাউরুটি কাটছে, এই ফাঁকে এক খণ্ড পনির তুলে নিল লিসা। নাক কুঁচকে আবার রেখে দিল। ক্ষিধে নেই।

'খাওয়া উচিত।' বলল পেইন্টার।

'কেন খাব? যাতে ওরা যখন আমাকে ড্রাগ দেবে তখন শক্ত হয়ে থাকতে পারি?'

এক টুকরো মাংস মুড়িয়ে মুখে পুরল ক্রো। ওটা চিবুতে চিবুতে বলল, 'কোনো কিছুই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, আমি যদি জীবনে কিছু শিখে থাকি অন্তত এটা শিখেছি।'

লিসা পটেনি। মাথা নাড়ল। 'তাহলে তুমি কী বলছ? ভাল কিছু হবে এই আশায় বসে থাকবে?'

'ব্যক্তিগতভাবে আমার প্ল্যান পছন্দ।'

ওর দিকে তাকাল লিসা। 'কোনো প্ল্যান আছে তোমার?'

'সাদা-সিধে একটা আছে। গোলাগুলি করে, বোমা-টোমা মেরে হুলস্থুল কারবার করব না। একদম সহজ।'

'কী সেটা?'

মাংসটুকু গিলে লিসার দিকে ফিরল পেইন্টার ক্রো। 'আমি এমন একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি যেটা অনেক সময় যোগাতে কাজে দেয়।'

উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে আবার প্রশ্ন করল লিসা। 'কী?'

'সততা।'

লিসা কাঁধ ঝুলিয়ে ধপ করে পেছনে হেলান দিল। 'দারুণ।'

একটি পাউরুটির টুকরো তুলে ওতে একটু সরষে, এক খণ্ড মাংস আর পনির দিয়ে লিসার দিকে এগিয়ে ধরল ক্রো। 'খাও।'

শুধু ক্রো'কে খুশি করার জন্য শ্বাস ফেলে লিসা খাবার হাতে নিল।

একই জিনিস নিজের জন্যেও বানাল ক্রো। 'ধরো, আমি তো ডারপা'র অধীনে থাকা সিগমা ডিভিশনের ডিরেক্টর। আমেরিকার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে এরকম বিষয় নিয়ে আমরা গবেষণা করি। সাবেক স্পেশাল ফোর্সের সৈন্যরা আমাদের হয়ে কাজ করে। ডারপা'র সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষেত্র হলো সিগমা ফোর্স যেটা সরোজমিনে কাজ করে থাকে।'

পাউরুটির এক প্রান্তে একটু কামড় দিয়ে একটু সরষে মুখে পুরল লিসা। 'তো আমরা কী সেই সৈন্যদের দ্বারা উদ্ধার হওয়ার কোনো আশা করতে পারি?'

'নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। আমাদের হাতে যতটুকু সময় আছে এতে হবে না। আমার লাশ যে ওই মঠের ধ্বংসস্তূপের ভেতরে নেই সেটা ওদের বের করতে কয়েকদিন লেগে যাবে।'

'তাহলে আমি তো কোনো আশা দেখতে পা...'

হাত উঁচু করল ক্রো। পাউরুটি মুখে নিয়ে চিবুতে চিবুতে বলল, 'সততাই সব। খোলামেলাভাবে সৎ হতে হবে। তারপর দেখা যাক, কী হয়। এখানকার অদ্ভুত ঘটনাগুলোর ওপর সিগমার নজরে পড়েছে। অসুখের খবরটা ওখানে পৌঁছে গেছে অনেক আগেই। পাহাড়ের ভেতরে এতগুলো বছর ধরে সবকিছু গোপনে চলতে চলতে হঠাৎ গত কয়েকমাস ধরে এসব গড়বড় কেন শুরু হলো? আমি এই ঘটনাগুলোকে কাকতালীয় মানতে রাজি নই। অ্যানা সেই সৈন্যকে কী বলছিল সেটা আমি শুনেছি। কোনো একটা সমস্যার কথা বলছিল অ্যানা। সমস্যাটা ওদের ভোগাচ্ছে। আমার মনে হয়, আমাদের দুই পক্ষের লক্ষ্য এক ও অভিন্নই হবে। তাতে আমরা একে অপরকে সাহায্য করতে পারব।'

'সেই সাথে আমাদেরকে যদি বাঁচতে দেয়?" একটু অবহেলা করে বলল লিসা, যদিও মনে মনে আশা ছাড়েনি। নিজের বোকামি ঢাকার জন্য একটু পাউরুটি মুখে পুরল।

'তা বলতে পারছি না,' সৎভাবে বলল ক্রো। 'আমরা যতক্ষণ আমাদেরকে উপকারী ও কার্যকরী হিসেবে প্রমাণ করতে পারব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হাতে সময় থাকবে। যদি কয়েকটা দিন বাড়িয়ে নিতে পারি... তাহলে সেটা আমাদের উদ্ধার কিংবা এখানকার পরিস্থিতি বদলে দেয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেবে।'

গভীর চিন্তা করতে করতে খাবার চিবুচ্ছে লিসা। ও টেরই পেল না ওর হাত ফাঁকা হয়ে গেছে। অথচ ওর ক্ষিধে শেষ হয়নি। ব্ল্যাকবেরির ওপরে ক্রিম ঢেলে দিয়ে ওরা দু'জনে ভাগাভাগি করে খেলো।

পেইন্টারের দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাল লিসা। এই ব্যক্তির অদম্য জেদ। ওই নীল চোখগুলোর পেছনে বুদ্ধির ঝিলিক আর সাধারণ জ্ঞানে ভরপুর। লিসার নিরীক্ষা বুঝতে পেরেই হয়তো পেইন্টার ওর দিকে তাকাল। চট করে দৃষ্টি ঘুরিয়ে খাবারের ওপর বসাল লিসা।

চুপচাপ খাবার শেষ করে ওরা চায়ে চুমুক দিল। পেটে খাবার পরার পর পরম প্রশান্তি ওদের ওপর ভর করল। কথা বলতেও ইচ্ছে হলো না ওদের। পেইন্টারের পাশে চুপচাপ বসে থাকতেই লিসার ভাল লাগছে। ক্রো'র শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পেল ও। সদ্য গোসল করে আসা একটু ভেজা ত্বকের ঘ্রাণও পাচ্ছে।

চা শেষ করে লিসা খেয়াল করল ক্রো কপালের এক অংশ ডলছে, বাঁকা হয়ে গেছে এক চোখ। ওর মাথাব্যথা আবার বাড়তে শুরু করেছে। ডাক্তারি করে ক্রো'কে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চায় না লিসা। চুপচাপ ওর আচরণ খেয়াল করল। কেঁপে উঠল আরেক হাতের আঙুলগুলো। প্রায় নিভে আসা আগুনের দিকে ও চোখ মেলতেই দেখা গেল ওর চোখের পাতা একটু একটু কাঁপছে।

পেইন্টার সততার ব্যাপারে কথা বলল। কিন্তু সে কি নিজের অবস্থার ব্যাপারে সঠিক তথ্যটুকু জানতে চায়? মাথাব্যথা তো দেখা যাচ্ছে বেশ ঘনঘন ফিরে আসছে। লিসার ভেতরের একটি অংশ স্বার্থপরের মতো ভয় পেল। না, ক্রো'র স্বাস্থ্যের কথা ভেবে নয়, ক্রো'র কিছু হয়ে গেলে বাঁচার যে ক্ষীণ আশাটুকু আছে ওটা নিভে যাবে, সেই কারণে। ক্রো'কে ওর প্রয়োজন।

উঠল লিসা। 'আমাদের একটু ঘুমিয়ে নেয়া উচিত। ভোর হতে খুব বেশি দেরি নেই।'

একটু গোঙাল পেইন্টার, মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল। একটু টলমল করে উঠতেই ওর কনুই ধরল লিসা।

'আমি ঠিক আছি।' বলল পেইন্টার।

এই হচ্ছে সততার নমুনা।

লিসা ওকে বিছানা পর্যন্ত নিয়ে কম্বল ঠিক করে দিল।

'আমি সোফায় ঘুমিয়ে নেব।' বাঁধা দিয়ে বলল ক্রো।

'ঢং বাদ দাও। বিছানায় ওঠো। এখন এসব করতে হবে না। আমরা নাৎসিদের খপ্পরে আছি।'

'সাবেক নাৎসি।'

'হ্যাঁ, ওটা খুবই খুশির সংবাদ।'

অগত্যা বিছানায় উঠল ক্রো। বিছানার পাশ ঘুরে গিয়ে লিসাও উঠল। নিভিয়ে দিল মোমবাতিগুলো। অন্ধকার হয়ে গেলেও ফায়ারপ্লেসের নিভু নিভু আলো রুমকে একটু আলোময় করে রাখল। লিসা এই যাবতীয় অন্ধকার একা সামাল দিতে পারত কিনা সে-ব্যাপারে ওর নিজেরই সন্দেহ আছে।

কম্বলের নিচে ঢুকে ওটাকে থুতনি পর্যন্ত টেনে নিল লিসা। দু'জনের মাঝখানে একটু জায়গা ফাঁকা রেখেছে ও। পেইন্টার ওর দিকে পিছ দিয়ে আছে। ক্রো হয়তো ওর ভয় অনুভব করতে পেরে এদিক ঘুরল।

'যদি আমরা মারা যাই,' বিড়বিড় করল ক্রো, 'তাহলে আমরা একসাথে মরব।'

লিসা ঢোঁক গিলল। পেইন্টারের কাছ থেকে এরকম কিছু শুনবে বলে মোটেও আশা করেনি। তবে একটু ভড়কে গেলেও অদ্ভুত স্বস্তি পেল। কথা বলার ভেতরে একধরনের সুর ছিল, ওতে থাকা সততা, প্রতিজ্ঞা লিসাকে মুগ্ধ করল। নিজেদের বাঁচানোর জন্য বলা দুর্বল যুক্তিগুলোর চেয়ে এই কথাটি মন ছুঁয়ে গেল লিসার।

পেইন্টারকে বিশ্বাস করল ও।

একটু কাছাকাছি এসে ক্রো'র হাত ধরল। একে অপরকে জড়িয়ে ধরল দু'জনের আঙুলগুলো। কোনো যৌনতা নয়, স্রেফ দু'জন মানুষের ছোঁয়া। পেইন্টারের এক হাত নিজের শরীরের ওপর টেনে নিল লিসা।

ক্রো লিসার হাতে চাপ দিয়ে ভরসা দেয়ার চেষ্টা করল।

ওর আরও কাছে চলে গেল লিসা। ক্রো ওকে ভাল করে জড়িয়ে ধরার জন্য আরও একটু এদিকে ঘুরল।

চোখ বুজল লিসা। ঘুমানোর কোনো আশা নেই।

কিন্তু ক্রো'র বাহুডোরে ও ঠিকই ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত ১০টা ৩৯ মিনিট।
কোপেনহ্যাগেন, ডেনমার্ক।

ঘড়ি দেখল গ্রে।

দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ওরা গা ঢাকা দিয়ে আছে। মাইন নামের রাইডের একটি সার্ভিস শ্যাফটের ভেতরে লুকিয়ে আছে ওরা। একধরনের ভূগর্ভস্থ খনির ভেতর দিয়ে এই আদিকালের রাইড ঘুরে বেড়ায়। আশেপাশে বিভিন্ন কার্টুনের মজাদার অবয়ব থাকে। একই মিউজিক বারবার বাজতে বাজতে রাইড এগিয়ে চলে। এই মিউজিক কানের জন্য বেশ বেদনাদায়ক, অনেকটা চীনা ওয়াটার টর্চারের কাছাকাছি।

টিভোলি গার্ডেনসের লোকজনের ভেতরে ঢুকেই গ্রে আর ফিওনা পুরোনো এই রাইডে চড়ে বাবা-মেয়ে সেজেছে। কিন্তু প্রথম বাঁক আসামাত্র রাইডের কার থেকে নেমে "বিদ্যুৎসংযোজক বিপজ্জনক" চিহ্ন দেয়া একটি সার্ভিস দরজার পেছনে চলে গেল। রাইড শেষ না করেই গ্রে কল্পনা করল রাইডের শেষ অংশে কী থাকতে পারে ফুসফুসের রোগে ভুগে হাসপাতালের বেডে শুইয়ে আছে কার্টুনগুলো।

ভাবল গ্রে।

ডাচ ভাষায় সেই একঘেঁয়ে মিউজিক হাজারবার পুনরাবৃত্তি করে বেজেই চলেছে। ডিজনিল্যান্ডের ইট'স-অ্যা-স্মল-ওর্য়াল্ড রাইডের মিউজিকের মতো অত খারাপ না হলেও কাছাকাছি আরকী।

ভেতরে ঢুকে ডারউইন বাইবেলটিকে নিজের কোলের ওপর খুলল গ্রে। পেনলাইট জ্বেলে এক এক করে পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছে ও, যদি কোনো ক্লু পাওয়া যায়। মিউজিকের শব্দে ওর মাথা দপদপ করছে।

'তোমার কাছে অস্ত্র আছে?' এক কোণায় গুঁটিসুটি মেরে জিজ্ঞেস করল ফিওনা। 'থাকলে আমাকে এখুনি গুলি করে দাও।'

শ্বাস ফেলল গ্রে। 'আমাদের হাতে মাত্র ১ ঘণ্টা সময় আছে।'

'আমি পারব না। আমার দ্বারা হবে না।'

প্ল্যান হলো, পার্ক বন্ধ হওয়া পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করবে। এই পার্ক থেকে বের হওয়ার জন্য অফিসিয়াল গেইট আছে মাত্র একটি। তবে গ্রে জানে পার্কের সব গেইটেই এখন নজরদারি করা হচ্ছে। গভীর রাতে যখন পার্কের ময়লা সরাতে গাড়ি আসবে শুধু

তখনই পালানো সম্ভব। মনক কোপেনহ্যাগেন এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছেছে কি-না সেটা নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করল গ্রে কিন্তু লোহা আর তামার এই পুরোনো স্থাপনা ওর ফোনের নেটওয়ার্কের দফারফা করে দিয়েছে। ওদেরকে এয়ারপোর্ট যেতে হবে।

'বাইবেল থেকে কিছু জানতে পারলে?' ফিওনা জানতে চাইল।

মাথা নাড়ল গ্রে। ডারউইন পরিবারের বংশক্রম সুন্দর করে একদম সামনের কভারে দেয়া আছে। দারুণ লাগছে দেখতে। কিন্তু তারপর অনেক পৃষ্ঠা উল্টে যাওয়ার পরও ওগুলো থেকে তেমন কোনো ক্লু পাওয়া গেল না। যা পেল সবই হিজিবিজি রেখা। একই চিহ্ন বারবার এদিক ওদিক করে ব্যবহার করা হয়েছে।

চিহ্নগুলোকে নিজের নোটপ্যাডে টুকে নিল গ্রে। বাইবেলের মার্জিন অংশে ওগুলো লেখা আছে। হয়তো ওগুলো চার্লস ডারউইন নিজে লিখে গেছেন কিংবা পরবর্তীতে কেউ লিখেছে। কিন্তু কে লিখেছে সেটা তো আর গ্রে জানে না।

গ্রে ফিওনাকে নোটপ্যাড দেখাল।

'পরিচিত মনে হচ্ছে?'

সামনে ঝুঁকল ফিওনা। চিহ্নগুলোকে ভালভাবে দেখল।
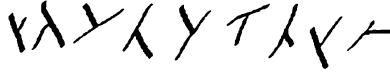
'পাখির আঁচড়,' বলল ও। 'এরজন্য খুনোখুনি কেন হলো বুঝলাম না।'

গ্রে নিজের চোখ চালু রাখলেও মুখ বন্ধ রাখল। ফিওনার মুড অফ হয়ে গেছে। ওর সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ, রাগী স্বভাবটাই বরং ভাল ছিল। এখানে ঢোকার পর থেকে মেয়েটির মন-মেজাজ অন্যরকম হয়ে গেছে। গ্রে সন্দেহ করল, এই মেয়ের যাবতীয় ঘৃণা, রাগ, জেদ ছিল বাইবেলটিকে হাত করা পর্যন্ত। ওর নানুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া, এইটুকুই। আর এখন এই অন্ধকারে ফিওনার মনের আসল অবস্থা দেখা যাচ্ছে।

গ্রে'র কী করার আছে?

কাগজ, কলম তুলে নিয়ে বেচারির মনোযোগ এদিকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করল ও। আরেকটি চিহ্ন আঁকল ও। নিলামে অংশ নেয়া সেই পুরুষ লোকটির হাতে থাকা ট্যাটু।

ও দিকে এগিয়ে দিল গ্রে। 'এটা পরিচিত মনে হয়?'

আগের চেয়েও নাটকীয় ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকল ফিওনা। মাথা নাড়ল। 'চার পাতা। না, জানি না। কী হতে পারে.... দাঁড়াও...' নোটপ্যাড হাতে তুলে নিয়ে আরও কাছ থেকে দেখল। বড় বড় হয়ে গেল ওর চোখজোড়া। 'এর আগে আমি এটা দেখেছি!'

'কোথায়?'

'একটা বিজনেস কার্ডে,' বলল ফিওনা। 'ওটা অবশ্য এরকম ভরাট করা ছিল না। স্রেফ আউটলাইন আঁকা ছিল।' গ্রে'র হাত থেকে কলম নিয়ে আঁকতে শুরু করল ও।

'কার বিজনেস কার্ড?'

'ওই যে দুই মাস আগে এক বজ্জাত এসে আমাদের বিভিন্ন রেকর্ড ঘাঁটাঘাঁটি করে গিয়েছিল তার কার্ডে দেখেছিলাম। ব্যাটা আমাদেরকে ভুয়া ক্রেডিট কার্ড দিয়েছিল।' ফিওনা আঁকছে। 'তুমি এই জিনিস কোথায় দেখলে?'

'যে লোক বাইবেলের নিলামে জিতেছিল, তাঁর হাতে দেখেছি।'

গর্জে উঠল ফিওনা। 'আমি জানতাম! তাহলে এই সবকিছুর পেছনে এক হারামি কলকাঠি নেড়ে আসছে। প্রথমে চুরি করার চেষ্টা করেছিল। তারপর নিজের কৃতি আড়াল করার জন্য মাট্টিকে খুন করে দোকান পুড়িয়ে ছাই করে দিল।'

'বিজনেস কার্ডের নাম মনে আছে?' প্রশ্ন করল গ্রে।

ফিওনা মাথা নাড়ল। 'শুধু চিহ্ন-ই মনে আছে। কারণ এটা আমার পরিচিত।'

এতক্ষণ ধরে আঁকা ছবিটি গ্রে'র দিকে এগিয়ে দিল ও। ট্যাটুর চেয়ে আরও বিস্তারিত রেখার মাধ্যমে আঁকা হয়েছে এখানে। কোথায় কোথায় কীভাবে মোচড় খেয়েছে সেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।
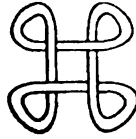
৯ বি?

পৃষ্ঠায় টোকা দিল গ্রে। 'তুমি এটা চিনতে পেরেছ? তোমার পরিচিত?'

মাথা নাড়ল ফিওনা। 'আমি পিন সংগ্রহ করি। যদিও এই পোশাকের সাথে পরতে পারিনি।'

হুডঅলা জ্যাকেটের কথা মনে পড়ল গ্রে'র। তখন মেয়েটিকে চোখে পড়েছিল। প্রতিটি বোতামে বিভিন্ন সাইজের এটা সেটা লাগানো ছিল তখন।

'কেলটেক,' বলল ফিওনা। 'আমি এই শুধু এই ব্যান্ডের গান-ই শুনি। আমার অধিকাংশ পিন কেলটেক ডিজাইনের।'

'আর এই চিহ্ন?'

'এটাকে আর্থ স্কয়ার কিংবা সেইন্ট হেন্স ক্রস বলা হয়ে থাকে। এটা একধরনের রক্ষাকবচ। পৃথিবীর চার কোণা থেকে শক্তি আনে, এই আরকী।' ফিওনা চার পাতার বৃত্তগুলোতে টোকা দিল। 'সেজন্য এগুলোকে রক্ষাকারী বাঁধনও বলা হয়। ব্যক্তিকে রক্ষা করে।'

গ্রে বেশ মন দিয়ে শুনলেও প্রয়োজনীয় কোনো ক্লু পেল না।

'এজন্যই আমি মাট্টিকে বলেছিলাম ওই বজ্জাতকে যেন বিশ্বাস করে,' ফিওনা বলল। একটু পেছনে হেলল ও। একদম খাদে নামিয়ে ফেলল গলা। যেন কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। 'নানু লোকটাকে প্রথমে পছন্দ করছিল না। কিন্তু আমি যখন তার কার্ডে ওই চিহ্ন দেখলাম, ভাবলাম লোকটা ভালই হবে।'

'তুমি তো আর জানতে না।'

'মাট্টি জানতো,' চট করে বলল ফিওনা। 'আমার জন্যই ও মারা গেছে।' ওর শব্দগুলোতে অপরাধবোধ আর যন্ত্রণা ফুটে উঠল।

'বাজে কথা।' ফিওনার কাছে গিয়ে এক হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল গ্রে। 'এরা যে-ই হোক না কেন প্রথম থেকে কাছা দিয়েই মাঠে নেমেছিল। তুমিও তো জানো।

তোমাদের দোকানে ঢুকে তথ্য বের করার কোনো না কোনো রাস্তা ওরা বের করে ফেলতই। রেকর্ড দেখানোর ব্যাপারটায় নানুকে যদি তুমি না রাজি করাতে তাহলে হয়তো তোমাদের দু'জনকে ওরা তখুনি মেরে ফেলত।'

ওর দিকে ঝুঁকল ফিওনা।

'তোমার নানু...'

'ও আমার নানু ছিল না,' ফিওনা কাঁপা কণ্ঠে বাধা দিল।

এটা আগেই বুঝতে পেরেছিল গ্রে, তবে কিছু বলল না। ফিওনাকে বলতে দিল।

'আমি ওঁর দোকান থেকে কিছু জিনিস চুরি করছিলাম তখন ওঁর হাতে ধরা পড়ি। কিন্তু নানু পুলিশকে খবর না দিয়ে উল্টো আমাকে স্যুপ খেতে দিল। চিকেন বার্লি।'

কথাটা বলতে গিয়ে হেসে ফেলল ফিওনা। অন্ধকারে ওর দিকে না তাকিয়েও গ্রে সেটা বুঝতে পারল।

'ও ওইরকম-ই। পথশিশুদের সাহায্য করত। আশ্রয় দিত।'

'বার্টেল।'

'সাথে আমাকেও।' বলে অনেকক্ষণ চুপ মেরে রইল ও। 'একটি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে আমার বাবা-মা মারা গিয়েছিল। পাকিস্তানি ছিল তাঁরা। পাঞ্জাবি। লন্ডনের ওয়ালথাম ফরেস্টে আমাদের একটা ছোট বাড়ি ছিল, বাগান ছিল। আমরা একটা কুকুর পোষার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু ওরা... ওরা মরে গেল।'

'আমি দুঃখিত, ফিওনা।'

'খালা-খালু আমার দায়িত্ব নিল... ওরা অল্পকিছু দিন হলো পাঞ্জাব থেকে এখানে শিফট হয়েছিল।' আবার নীরবতা। 'এক মাস পর থেকে খালু আমার কাছে আসতে শুরু করল, রাতে।

চোখ বন্ধ করল গ্রে। হায় খোদা...

'তাই আমি পালালাম... প্রায় দুই বছর লন্ডনের রাস্তাঘাটে জীবন কাটিয়েছি। তারপর খারাপ মানুষদের খপ্পরে পড়ে আবার পালালাম। ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে এলাম ইউরোপে। তারপর তো এই যে, এখানে।'

'গ্রিট্টি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, সে-ও নেই।' কণ্ঠে অপরাধবোধের শ্লেষ। 'আমি হয়তো পোড়া কপালি।'

ফিওনাকে আরও কাছে টেনে নিল গ্রে। 'আমি দেখেছি তিনি তোমার খেয়াল কীভাবে রাখতেন। তুমি তাঁর জীবনে খারাপ কিছু আনোনি। তোমাকে তো তিনি ভালবাসতেন।'

'আ... আমি জানি।' অন্যদিকে মুখ ঘোরাল ফিওনা। ফোঁপাতেই ওর কাঁধ কেঁপে উঠল।

ওকে ধরে রইল গ্রে। আস্তে করে ঘুরে গ্রে'র কাঁধে ফিওনা মাথা রাখল। এবার গ্রে'র অপরাধবোধে ভোগার পালা। গ্রিট্টি একজন দারুণ মহিলা ছিলেন। শিশুদের ভালবাসতে, মনে দয়া-মায়া ছিল। অথচ আজ তিনি বেঁচে নেই। এই ব্যাপারে গ্রে নিজেই শাস্তিযোগ্য। যদি ও আরও সতর্কতা অবলম্বন করত... এত বেপরোয়াভাবে তদন্ত না চালাতো...

ওর খামখেয়ালিপনার কারণেই আজ এই অবস্থা।

ফিওনা ফুঁপিয়ে চলেছে। যদিও এই খুনোখুনি আর আগুন লাগার বিষয় দুটো গ্রে'র তদন্ত শুরু করার আগেই পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছিল তারপরও কথা থেকে যায়। আগুন লাগার পর ঘটনাস্থলে ফিওনাকে একা ফেলে চলে গিয়েছিল গ্রে। ওর মনে পড়ল, মেয়েটি প্রথমে... রাগ করে ডাকলেও পরে অনুনয় করেছিল।

কিন্তু গ্রে পাত্তা দেয়নি।

'আমার আর এখন কেউ নেই,' গ্রে'র স্যুটে মাথা রেখে আস্তে আস্তে কাঁদছে ফিওনা।

'আমি আছি তো।'

ভেজা চোখে মুখ তুলল ও। 'কিন্তু তুমিও তো চলে যাচ্ছো।'

'হুঁ, তুমিও আমার সাথে যাচ্ছ।'

'কিন্তু তুমি তো বলেছিলে...'

'যা বলেছিলাম ভুলে যাও।' গ্রে জানে এই মেয়ে আর এখানে নিরাপদ নয়। একেও পরপারে পাঠিয়ে দেয়া হবে। বাইবেল পাক বা না পাক মেয়েটিকে চিরতরে চুপ করিয়ে ওরা দেবেই। এই মেয়ে অনেক বেশি জানে। যেমন... 'তুমি বলেছিলে বাইবেলের বিলে থাকা ঠিকানাটা জানো।'

সন্দেহ নিয়ে গ্রে'র দিকে তাকাল ও। ফোঁপানো বন্ধ হয়ে গেছে। বিবেচনা করে দেখছে ওর প্রতি গ্রে'র সহানুভূতি কী এই তথ্যের জন্য জেগেছে নাকি অন্য কিছু। গ্রে-ও ফিওনার মনের ভেতরে চলা চিন্তা অনুভব করতে পারল, পথশিশুদের চিন্তাধারা এরকমই হয়।

তবে গ্রে পরিস্থিতিকে খুব ভালভাবে পরিচালনা করতে জানে। 'প্রাইভেট জেটে করে আমার এক বন্ধু আজ মাঝরাতে এখানে আসছে। আমরা ওর সাথে যোগ দিয়ে যে-কোনো জায়গায় চলে যেতে পারি। আমরা জেট প্লেনে ওঠার পর তুমি ঠিকানা বোলো।' "ডিল" ফাইনাল করার জন্য এক হাত বাড়িয়ে দিলে গ্রে।

এক চোখ বাঁকা করে ফিওনা কিছুক্ষণ সন্দেহ করল। তারপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ওকে, ডিল।'

গ্রে গতকাল যে ভুলগুলো করেছে সেগুলোর একটা প্রায়চিত্ত হলো মাত্র। সামনে আরও করতে হবে। জেট প্লেনে তুলে দিতে পারলেই এই মেয়ের বিপদ থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এখান থেকে চলে গেলে ও নিরাপত্তার মধ্যে থাকবে। অন্যদিকে এখানে কোনো পিছুটান ছাড়া আরও তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে গ্রে আর মন্‌ক।

গ্রে'র নোটবুক গ্রে-কে ফেরত দিল ফিওনা। 'তোমাকে জানিয়ে রাখছি... আমাদেরকে সেন্ট্রাল জার্মানি'র প্যাডেরবর্ন-এ যেতে হবে। জায়গামতো গিয়ে আমি তোমাকে বিস্তারিত ঠিকানা দেব।'

গ্রে' বুঝতে পারল মেয়েটি ওকে একটু হলেও বিশ্বাস করেছে। 'ঠিক আছে। চলবে।'

মাথা নাড়ল ফিওনা।

ডিল মজবুত হয়ে গেছে।

'এখন এই মাথা ধরে যাওয়া মিউজিকটাকে বন্ধ করা যায় কি-না দেখ,' কাতর কণ্ঠে জানাল ও।

ফিওনার কথা শুনতে পেয়েই যেন বিভিন্ন মেশিনের গুঞ্জন আর সেই মিউজিক দুম করে থেমে গেল। হঠাৎ করে নীরবতা নেমে এলো চারিদিকে। সরু দরজার এদিকে কে যেন আসছে।

গ্রে উঠে দাঁড়াল। 'আমার পেছনে থাকো,' ফিসফিস করে বলল ও।

বাইবেল তুলে নিয়ে নিজের পার্সে ভরল ফিওনা।

একটু আগে একটি রিবার পেয়েছিল গ্রে, ওটাকেই হাতে তুলে নিল।

দরজা খুলে যেতে উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল ওদের চোখে।

লোকটি চমকে গেছে। ডেনিশ ভাষায় বলল, 'তোমরা দুইজন এখানে কী করছ?'

সোজা হয়ে হাতের দণ্ডকে নিচু করল গ্রে। আর একটু হলেই মেইনটেন্যান্স ইউনিফর্ম পরা এই লোকটিকে আঘাত করে ফেলতো।

'রাইড শেষ,' ভেতরে ঢুকল সে। 'সিকিউরিটিকে ডাকার আগে এখান থেকে বেরিয়ে যাও!'

নির্দেশ পালন করল গ্রে। ওকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে ভ্রু-কুটি করল লোকটি। গ্রে জানে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সাথে একটি টিনেজ মেয়ে পার্কের এরকম একটা ছোট রুমে...

'মা, তুমি ঠিক আছো তো?' লোকটি প্রশ্ন করল। ফিওনার ফোলা ফোলা চোখ আর ছিঁড়ে যাওয়া স্কার্ট নিশ্চয়ই লোকটির চোখে পড়েছে।

'আমরা একদম ঠিক আছি।' গ্রে'র এক হাত জড়িয়ে ধরে একটু পা ফাঁক করল ফিওনা। 'এই রাইডের জন্য ইনি আমাকে বাড়তি পয়সা দিয়েছেন।'

মুখ বিকৃত করল লোকটি। 'পেছনের দরজা ওদিকে।' "বাইর" লেখা একটি নিয়ন সাইন দেখাল সে। 'এখানে যেন আর কখনও না দেখি। এখানে ঢোকা বিপজ্জনক।'

বাইরের অবস্থা তো আরও বিপজ্জনক। ফিওনাকে নিয়ে দরজার দিকে এগোল গ্রে। ঘড়ি দেখল। পার্ক বন্ধ হতে আরও ১ ঘণ্টা লাগবে। একবার বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করা যেতে পারে।

রাইড ভবনের এক কোণা আসার পর ওরা দেখল পার্কের এই অংশ প্রায় জনমানব শূন্য হয়ে গেছে। রাইড চলা শেষ। সব বন্ধ।

পার্কের লেকের ওদিক থেকে আসা মিউজিকের আওয়াজ শুনতে পেল গ্রে।

'ইলেকট্রিক্যাল কুচকাওয়াজের জন্য জড়ো হচ্ছে সবাই।' ফিওনা বলল। 'আতসবাজি ফুটিয়ে পার্ক বন্ধ করা হবে।'

গ্রে প্রার্থনা করল আজকের আতসবাজি যেন ভালই ভালই শেষ হয়ে যায়। কোনো রক্তারক্তি যেন না ঘটে। পার্কের ভূমিতে নজর দিল গ্রে। হারিকেন রাতের আলোকে দূর করার চেষ্টা করছে। ফুল বাগানে টিউলিপ ফুলের বহর। ওদের যে রাস্তা ধরে এগোতে হবে ওতে কোনো লোকজন নেই। একদম উদোম, ফাঁকা।

দু'জন সিকিউরিটি গার্ডকে একটু তাড়াহুড়ো করে এদিকে আসতে দেখল গ্রে। ওই লোক গিয়ে সিকিউরিটিদের সতর্ক করে দিয়েছে নাকি?

'আবার হারিয়ে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।' গ্রে বলল। ফিওনাকে নিয়ে গার্ডদের ঠিক বিপরীত দিকে রওনা হয়ে গেল ও। লোকজন যেখানে কুচকাওয়াজের জন্য জড়ো

হচ্ছে ওরা সেদিকেই যাচ্ছে। গাছের ছায়ার ভেতর দিয়ে দ্রুত এগোল ওরা। কুচকাওয়াজ দেখতে দর্শনার্থী বলতে শুধু ওরা দু'জন।

বাগানের পথ পেরিয়ে সেন্ট্রাল প্লাজায় ঢুকল ওরা। বিভিন্ন লাইট আর হারিকেনের আলোতে এখানটা বেশ আলোকিত হয়ে আছে। প্লাজার ভেতরে কুচকাওয়াজের প্রথম দল ঢুকতেই একটু সমস্বরে হওয়া হই হই আওয়াজ ভেসে এলো। প্লাজা ৩ তলা। পাথরে একটি মৎস্যকন্যা আঁকা আছে। পান্না ও উজ্জ্বল নীল আলো দিয়ে অলংকার করা হয়েছে ওটার। একটি হাত স্বাগতম জানাচ্ছে। ওটার পেছন দিয়ে যাচ্ছে অন্যরা। মনোরম সুরে বাঁশি বাজছে, ড্রাম বাজছে।

'দ্য হ্যানস ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসেন প্যারেড,' বলল ফিওনা। 'এই লেখকের ২০০-তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে এখানে। এই শহরের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি।'

সেন্ট্রাল লেকের পাশ দিকে এগোনো লোকদের দিকে এগোল গ্রে। লেকের পানিতে প্রতিফলন ফেলে একটি বড় আতসবাজি আকাশে বিস্ফোরিত হলো। রাতের আকাশ জুড়ে আতসবাজির বিভিন্ন উজ্জ্বল শিখা দাপাদাপি করে হুটোপুটি খেল।

কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করা লোকদের কাছাকাছি থাকলেও চারদিকে নজর বুলাচ্ছে গ্রে। কালো পোশাক পরিহিত ফ্যাঁকাসে চেহারা খুঁজছে ও। কিন্তু এই কোপেহ্যাগেনে প্রতি ৫ জনে ১ জনের চুল সাদা। আর ডেনমার্কে তো এখন কালো পোশাক পরা হালের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ড্রামের তালে তালে গ্রে'র বুকও লাফাচ্ছে। উত্তেজনায় তালা লেগে গেছে ওর কানে। অবশেষে ওরা লোকজনের কাছে পৌঁছুল।

ওদের মাথার ঠিক ওপরেই আতসবাজি ফুটলো। আগুনের শিখায় উজ্জ্বল হলো রাতের আকাশ, ফটফট করে শব্দ হলো।

হোচট খেল ফিওনা।

গ্রে ওকে ধরে ফেলল, ওর কানে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ হচ্ছে।

আতসবাজির বিস্ফোরণ মিলিয়ে যেতে ওর দিকে তাকাল ফিওনা, চমকে গেছে। এক হাত বের করে গ্রে'কে দেখাল ও।

ওর হাত রক্তে লাল হয়ে গেছে।

ভোর ৪টা ০২ মিনিট।
হিমালয়।

অন্ধকারে জেগে উঠল ক্রো। আগুন নিভে গেছে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে ও? জানালা নেই, সময়ও বুঝতে পারছে না। কিন্তু ওর মন বলছে বেশিক্ষণ হয়নি।

কিছু একটা ওকে জাগিয়ে দিয়েছে।

কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠল ও।

বিছানার অপর পাশে লিসাও জেগে গেছে, দৃষ্টি দরজার দিকে। 'তুমি টের পেয়েছ...?'

বেশ ভয়াবহভাবে রুম কেঁপে উঠল। দূর থেকে গুরুগম্ভীর ভারী শব্দ এসে পৌঁছুল ওদের কাছে।

কম্বল সরিয়ে ফেলল ক্রো। 'বিপদ।'

জার্মানদের দেয়া কয়েকটি পরিষ্কার পোশাকের দিকে ইঙ্গিত করল ও। চটপট পরে নিল ওরা: লম্বা আন্ডারওয়্যার, ভারী জিন্স আর মোটা সোয়েটার।

রুমের অন্যপাশে মোমবাতিগুলো জ্বালাল লিসা। গাট্টাগাট্টো এক জোড়া লেদার বুট পায়ে দিল, যদিও এটা ছেলেদের জন্য। চুপচাপ অপেক্ষা করল ওরা... প্রায় ২০ মিনিট। আওয়াজ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে।

ওরা দু'জন আবার বিছানায় গেল। 'তোমার কী মনে হয়, কী হলো?' ফিসফিস করে বলল লিসা।

হাঁক-ডাকের আওয়াজ শোনা গেল।

'জানি না... তবে আমরা বোধহয় জেনে যাব।'

পুরু ওক কাঠের দরজার ওপাশ থেকে পাথুরে প্যাসেজ ধরে বুটের শব্দ ভেসে আসছে। উঠে দাঁড়াল ক্রো। কান সজাগ।

'এদিকেই আসছে।' বলল ও।

ওর কথা সত্য প্রমাণ করতে দরজায় কড়া আওয়াজ হলো। এক হাত উঁচু করে লিসাকে পেছনে থাকতে বলল ক্রো। নিজেও পেছালো এক কদম। দরজার বাইরে থাকা একটি ভারী লোহার দণ্ডের খসখসে আওয়াজ শোনা গেল।

খুলে গেল দরজা। চারজন অস্ত্রধারী রুমে ঢুকল, অস্ত্রগুলো ওদের দু'জনের দিকে তাক করা। পাঁচ নম্বর ব্যক্তি ঢুকল এখন। এই ব্যক্তিকে দেখতে অনেকটা গানথারের মতো। বিশাল দেহ, মোটা ঘাড়, হাল ধূসর রঙের চুলগুলো খাটো খাটো। পরনে বাদামি প্যান্ট, কালো বুট আর প্যান্টের সাথে ম্যাচ করা বাদামি শার্ট।

কালো অস্ত্র আর স্বস্তিকা ছাড়া তাকে দেখতে নাৎসি স্ট্রম টুপারের মতো লাগছে।

কিংবা সাবেক নাৎসি স্ট্রম ট্রুপারও বলা যেতে পারে।

গানথারের মতো এর চেহারাও ফ্যাঁকাসে, তবে একটু সমস্যা আছে। স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীর মতো তার চেহারা বাম পাশ একটু গেছে, দরজার দিকে সে তার বাম হাত তুলে দেখাতেই ওটা কেমন যেন কেঁপে উঠল।

'*Kommen mit mir!*' বলল সে।

ওদেরকে রুম থেকে বেরোনোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিশালদেহি লোকটি নির্দেশ দিয়ে ঘুরে চলে গেল। সে জানে, তার আদেশ অমান্য করার মতো পরিস্থিতি নেই। তার ওপর রাইফেলের ব্যবস্থা তো আছেই।

লিসার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ক্রো। সবাই বেরোল রুম থেকে। হলওয়ে বেশ সরু, দু'জন মানুষ একসাথে যাওয়া কঠিন। গার্ডদের অস্ত্রের সাথে থাকা ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় পথ দেখে এগোল ওরা। রুমের চেয়ে এই হলওয়েতে বেশি ঠাণ্ডা। তবে সেটা হিমশীতল নয়।

ওদেরকে বেশিদূর নেয়া হবে না। পেইন্টার ক্রো আন্দাজ করল ওদেরকে হয়তো ক্যাসলের সামনের অংশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওর ধারণাই সত্য। বাতাসের হিস হিস আওয়াজও শুনতে পেল ও। বাইরে নিশ্চয়ই ঝড় আবার হামলা করেছে।

সামনে থাকা গার্ড কাঠের দরজায় নক করল। চাপা শব্দে অনুমতি দেয়া হলো ভেতর থেকে। উষ্ণ আলোয় হল আলোকিত হলো, উষ্ণ হাওয়াও এলো সাথে।

গার্ড ভেতরে ঢুকে দরজা ধরে রইল।

লিসাকে নিয়ে এগোল পেইন্টার। রুমে চোখ বুলাল। লাইব্রেরি আর স্টাডি রুম বলে মনে হচ্ছে। দোতলা, চার দেয়ালে খোলা বুকশেলফ। উপরের তলার পুরোটা লোহার বেলকুনি দিয়ে ঘেরা, বেশ ভারী, তবে সাজ-সজ্জা নেই। উপরে যেতে হলে মই ছাড়া গতি নেই।

রুমের এক পাশে বড় ফায়ারপ্লেস আছে, উষ্ণতার উৎস ওটা। ওখানে ছোটখাটো দাবানল জ্বলছে। জার্মান ইউনিফর্ম পরা এক ব্যক্তির ওয়েল পেইন্টিং তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

'আমার দাদু,' বললেন অ্যানা স্পোরেনবার্গ। পেইন্টারকে সেভাবে উদ্দেশ্য করে বলেননি। একটি বিরাট ডেস্কের পেছন থেকে উঠে এলেন তিনি। তাঁর পরনেও কালো জিন্স আর সোয়েটার। এটাই এই ক্যাসলের ড্রেস-কোড। 'যুদ্ধের পর তিনি এই ক্যাসল অধিকার করে নিয়েছিলেন।'

ফায়ারপ্লেসের সামনে গোল করে বসানো চেয়ারে বসতে ইশারা করলেন তিনি। পেইন্টার তাঁর চোখ খেয়াল করে দেখল ওখানে কালি জমেছে। মনে হচ্ছে তিনি একটুও ঘুমাননি। তাঁর শরীর থেকে একধরনের সুগন্ধি বেরোচ্ছে।

ইন্টারেস্টিং।

তিনি ভারী চেয়ারের দিকে এগোতেই পেইন্টারের সাথে তাঁর চোখাচোখি হলো। ঘাড়ের পেছনে থাকা ছোট ছোট চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল ক্রো'র। চোখের নিচে কালি জমলেও অ্যানার চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ। পেইন্টার তাঁর চোখে ধূর্ত, দানবীয় ও হিসেবি দীপ্তি দেখতে পেল। ওকে খুব কাছ থেকে দেখে তিনি কী যেন হিসেব করছেন।

হচ্ছেটা কী?

'*Setzen Sie, bitte*' মাথা নেড়ে চেয়ারগুলো দেখালেন তিনি। বসতে বলছেন।

পাশে থাকা দুটো চেয়ারে বসল লিসা ও ক্রো। অ্যানা ওদের বিপরীতে বসলেন। গার্ডটি দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে। হাত দুটো আড়াআড়িভাবে রাখা। পেইন্টার জানে বাকি গার্ডগুলো দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে। এই রুম থেকে পালানোর পথ খুঁজল গ্রে। পুরু কাঁচের এক জানালা ছাড়া এখান থেকে পালানোর আর কোনো উপায় নেই। ঠাণ্ডার কারণে কাঁচ ঘোলা হয়ে রয়েছে, এছাড়াও পুরো জানালায় লোহার দণ্ড দিয়ে গ্রিল দেয়া।

এদিক দিয়ে পালানো চলবে না।

অ্যানার দিকে মনোযোগ দিল ক্রো। হয়তো অন্য কোনো উপায় আছে। অ্যানার ভাবভঙ্গি একটু বিপজ্জনক হলেও ওদেরকে তো একটি কারণে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। ক্রো এখান থেকে যত সম্ভব তথ্য জেনে নিতে চায়। তবে ওকে খুব চতুরভাবে পা ফেলতে হবে। অ্যানার পরিবারের এক ব্যক্তিকে তো ও ওয়েল পেইন্টিং থেকে দেখে নিয়েছে। এটা দিয়েই শুরু করা যাক।

'আপনি বললেন, আপনার দাদু এই ক্যাসল অধিকার করে নিয়েছিলেন,' বলল পেইন্টার। মনে মনে জবাব আশা করছে। পা ফেলছে নিরাপদে। 'এই ক্যাসল তার আগে কার দখলে ছিল?'

চেয়ারের পেছনে হেলান দিলেন অ্যানা। আগুনের সামনে বসে একটু রিল্যাক্স করা যেতে পারে। তবে তাঁর দৃষ্টি এখনও তীক্ষ্ণ, হাত দুটো কোলের ওপর রাখা, লিসার ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ক্রো'র ওপর থামলেন। '*GranitschloB*—এর এক লম্বা অন্ধকার ইতিহাস আছে, মিস্টার ক্রো। আচ্ছা, আপনি হেনরিক হিমল্যারের নাম শুনেছেন?'

'হিটলারের সেকেন্ড ইন কমান্ড?'

'হ্যাঁ। এসএস-এর প্রধান। সেইসাথে কসাই ও উন্মাদ।'

এরকম শব্দে ভূষিত করায় পেইন্টার বিস্মিত হলো। এটা কী কোনো ছলনা? খেলা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কীভাবে পা ফেলে খেলতে হবে সেটা ও জানে... অন্তত এখনও পর্যন্ত জানতে পারেনি।

বলছেন অ্যানা, 'হিমল্যার নিজেকে রাজা হেইনরিচ-এর পুনর্জন্ম ব্যক্তি হিসেবে বিশ্বাস করতেন। দশম শতাব্দীতে স্যাক্সন অঞ্চলের রাজা ছিলেন হেইনরিচ। এমনকি তাঁর ধারণা ছিল তিনি নাকি হেইনরিচের কাছ থেকে দৈববাণী পেতেন!'

মাথা নাড়ল পেইন্টার। 'আমি শুনেছিলাম অতিপ্রাকৃত ব্যাপার-স্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি।'

'একদম অন্ধ ছিলেন তিনি। পুরোপুরি বদ্ধমূল ধারণা ছিল তাঁর।' শ্রাগ করলেন অ্যানা। 'অনেক জার্মানির অনুরাগ ছিল এটার ওপর। ম্যাডাম বালাভাটস্কি থেকে শুরু করি... আর্যজাতি নিয়ে তিনি সর্বপ্রথম হুজুগ তুলেছিলেন। দাবি করলেন, বুদ্ধ মঠে দীক্ষা লাভ করতে গিয়ে তিনি নাকি কোনো এক গোপনবিদ্যা অর্জন করেছেন। গোপন গুরু তাঁকে জানিয়েছেন কীভাবে মানবজাতি ধীরে ধীরে এত উন্নত হয়েছে এবং একদিন অবনতিও হবে।'

'প্রচলিত ধারণা,' বলল পেইন্টার।

'একদম। ঠিক তার ১০০ বছর পর, গুইডো ভন লিস্ট নামের একজন ম্যাডামের সেই বিশ্বাসের সাথে জার্মান মিথলজিকে মিশিয়ে একটু পরিমার্জন উত্তরদেশীয়দের পূর্বপুরুষ হিসেবে এই কাল্পনিক আর্যজাতিকে উপস্থাপন করেন।'

'তারপর জার্মানের লোকজন সেই গল্পে একদম মজে গেল।' একটি ঢোঁপ ফেলল ক্রো।

'তা তো মজবেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমাদের হারের পর এরকম একটা ধারণা খুব জনপ্রিয়তা পেয়ে গেল। পুরো ব্যাপারটা জার্মানি'র অতিপ্রাকৃত বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে ঠাঁই পেল। দ্য থুলি সোসাইটি, দ্য ভ্রিল সোসাইটি, দ্য অর্ডার অফ দ্য নিউ টেম্পলারস... ইত্যাদি।'

'আর আমার যতদূর মনে পড়ে, হিমল্যার নিজে থুলি সোসাইটিতে যুক্ত ছিলেন।'

'হ্যাঁ, তিনি এই মিথলজি পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন। এমনকি স্ক্যান্ডেনেভিয়ানদের প্রাচীন অক্ষরগুলোর জাদুতেও তাঁর বিশ্বাস ছিল। সেজন্য ডাবল *sig* প্রাচীন অক্ষর আর জোড়া বজ্রপাত ব্যবহার করে তিনি তাঁর নিজের যোদ্ধা যাজকদের পরিচয় তুলে ধরতেন, দ্য *Schutzstaffel*, দ্য *SS*। ম্যাডাম বালাভাটস্কি'র কাজ পর্যালোচনা করে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন, এই হিমালয় থেকে আর্যজাতিদের যাত্রা শুরু হয়েছিল আর ঠিক এখান থেকেই তাদের পুনরুত্থান হবে।'

প্রথমবারের মতো মুখ খুলল লিসা। 'তাই হিমল্যার হিমালয়ে অভিযান পাঠিয়ে ছিলেন।' একটু পেইন্টারের দিকে তাকাল ও। এই বিষয়টি নিয়ে ওরা আগে কথা বলেছে। দেখা যাচ্ছে ওদের চিন্তা-ধারায়ও খুব বেশি ভুল ছিল না। তবে পেইন্টার এখনও অ্যানার সেই দুর্বোধ্য কথার মর্মার্থ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আমরা নাৎসি না। আমরা আর নাৎসি নেই।

কিছু একটা ঠিক করে রাখা হয়েছে, ক্রো টের পেল ঠিকই কিন্তু ওটা যে ওদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারল না। এরকম অন্ধকারে থাকা ওর মোটেও পছন্দ নয় তবে সেটা সামনাসামনি প্রকাশ করল না

'আচ্ছা, হিমল্যার এখানে কী খুঁজছিলেন?' প্রশ্ন করল ক্রো। 'আর্যদের কোনো হারানো গোত্র? শুভ্র-সাদা সাংরি-লা?'

'না ঠিক তা নয়। নৃ-তাত্ত্বিক ও প্রাণিবিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার মোড়কে তিনি এখানে তাঁর এসএস সদস্যদের পাঠিয়ে ছিলেন। অনেক বছর আগে হারিয়ে যাওয়া আর্যদের শেকড়ের সন্ধান করছিলেন তিনি। প্রমাণ খুঁজছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল তিনি এখান থেকে সূত্র পাবেনই। কিন্তু কিছু না পেয়ে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন। বেপরোয়া পাগলামো যাকে বলে! জার্মানি এসএস-এর জন্য উইউইলসবার্গ নামের একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণের সময় ঠিক ওটার মতো দেখতে আরেকটি দুর্গ এখানেও নির্মাণ করতে শুরু করেন। জার্মান থাকা হাজার খানেক যুদ্ধবন্দীকে এই হিমালয়ে উড়িয়ে নিয়ে এসে শ্রমিকের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এক মেট্রিক টন সোনার বার এনেছিলেন জাহাজে করে। নিজেদের জন্য যথেষ্ট রসদ জুগিয়েছিলেন তিনি। বেশ ভাল বিনিয়োগ ছিল ওটা।'

'কিন্তু এখানে কেন নির্মাণ করতে গেলেন?' লিসা জানতে চাইল।

কিছুটা আন্দাজ করতে পারছিল পেইন্টার। 'তাঁর বিশ্বাস ছিল এই পর্বতমালা থেকে আর্যদের আবার পুনরুত্থান ঘটবে। সেই আর্যদের কথা ভেবেই এই দুর্গ তৈরি করছিলেন।'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন অ্যানা। গোপন গুরুদেরকেও বিশ্বাস করতেন তিনি, গুরুগণ তাঁকে জানিয়েছিল, ম্যাডাম বালাভাটস্কি এখনও বেঁচে আছে। তাঁদের সবার জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করছিলেন। যাবতীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্রীভূত করার ইচ্ছে ছিল তাঁর।'

'গোপন গুরুরা কী কখনও দেখা দিয়েছিলেন?' ক্রো মজা করে জানতে চাইল।

'না। তবে আমার দাদা যুদ্ধের শেষে একটা জিনিস করে দেখিয়েছিলেন। এমন এক অলৌলিক কাজ করেছিলেন যেটা হিমল্যারের স্বপ্নকে বাস্তবে আনতে সক্ষম ছিল।'

'কী সেটা?' পেইন্টারের প্রশ্ন।

মাথা নাড়লেন অ্যানা। 'ওদিকে কথা বলার আগে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আশা করি আপনি মিথ্যা বলবেন না।'

হঠাৎ করে কথার মোড় ঘুরতে দেখে ক্রো ভ্রু কুঁচকাল। 'আমি কোনো কথা দিতে পারব না, সেটা আপনি ভাল করেই জানেন।'

প্রথমবারের মতো অ্যানার মুখে হাসি দেখা গেল। 'যাক, মিস্টার ক্রো, আপনি এতটুকু তো সত্য বলেছেন!'

'আপনার প্রশ্নটা শুনি।' বেশ আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল ক্রো। আসল ঘটনা হয়তো এবার বোঝা যাবে।

ওর দিকে তাকালেন অ্যানা। 'আপনি কী অসুস্থ? আমি অনেক কিছুই শুনতে পেরেছি। তবে আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার মাথা বেশ পরিষ্কার।'

ক্রো'র চোখ বড় বড় হয়ে গেল। এরকম প্রশ্ন সে আশা করেনি।

পেইন্টার কিছু বলার আগেই লিসা জবাব দিল, 'হ্যাঁ। ও অসুস্থ।'

'লিসা...' ক্রো বাধা দিতে চাইল।

'তিনি এটা কোনো না কোনোভাবে ঠিকই বুঝতে পারতেন। তোমার অসুখ হয়েছে এটা বোঝার জন্য কোনো মেডিক্যাল ডিগ্রি নেয়ার প্রয়োজন নেই।'

অ্যানার দিকে ফিরল লিসা। 'চোখের সমস্যাসহ কয়েকটি জিনিসে ভুগছে ও।'

'প্রচণ্ড মাথাব্যথার সাথে চোখের সামনে আলোর দপদপানি আছে?'

লিসা মাথা নেড়ে সায় দিল।

'আমিও এরকমটাই ভেবেছিলাম।' পেছনে হেলান দিলেন অ্যানা। তথ্যগুলো তাঁকে নিশ্চিত করল।

ভ্রু কুঁচকাল পেইন্টার। কেন?

লিসা কথা বের করতে চাইল। 'কী হয়েছে ওর? আমার মনে হয়, আমরা... মানে ওর সেটা জানার অধিকার আছে।'

'ওটা জানতে হলে আরও আলোচনা করতে হবে। তবে আমি আপনাকে তাঁর সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে জানাতে পারি।'

'কী সেটা?'

'আগামী তিন দিনের মধ্যে সে মারা যাবে। মৃত্যুটা হবে খুব ভয়াবহ।'

কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখানোর জন্য নিজের সাথে রীতিমতো যুদ্ধ করল ক্রো।

লিসাও বেশ স্বাভাবিক রইল, নিরপেক্ষ কণ্ঠে বলল, 'এর কোনো চিকিৎসা আছে?'

'না।'

রাত ১১ টা ১৮ মিনিট।
কোপেনহ্যাগেন, ডেনমার্ক।

ফিওনাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। জখমের স্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে বেচারির শার্ট ভিজে যাচ্ছে, টের পেল গ্রে। ওর নিচে হাত দিয়ে সাহায্য করল।

ওদের দু'জনের চারদিকে অনেক লোকজন। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ দেখতে দেখতে গ্রে বিরক্ত হয়ে গেল। মিউজিক ও গান বন্ধ হয়ে গেল ওদের পাশ দিয়ে কুচকাওয়াজ চলে যেতেই। সচল বিশালাকৃতির পুতুলগুলো লোকজনের মাথার ওপর দিয়ে ইচ্ছেমতো নড়াচড়া করছে, মাথা নাড়ছে।

লেকের উপরের আকাশে আতসবাজি ফুটছে এখনও। গ্রে এসব কিছু এড়িয়ে গেল। ফিওনাকে যে গুলি করেছে তাকে খুঁজছে ও।

গ্রে ফিওনা'র জখমস্থান চট করে দেখে নিল। স্রেফ ছড়ে গেছে, চামড়া পুড়েছে একটু, রক্ত বেরোচ্ছে, গুলিবিদ্ধ না হলেও ওকে ডাক্তার দেখানো দরকার। ব্যথায় বেচারির মুখ ফ্যাঁকাসে হয়ে গেছে।

গুলি ছোঁড়া হয়েছে পেছন থেকে। অর্থাৎ স্নাইপার গাছ আর ঝোপঝাড়ের ভেতরে পজিশন নিয়েছিল। কপাল ভাল ওরা দু'জন লোকজনের ভেতরে পৌঁছুতে পেরেছে। যেহেতু ওদেরকে এখানে দেখে ফেলে... শত্রুপক্ষ হয়তো এতক্ষণে কাছাকাছি চলেও এসেছে। এই লোকজনের ভেতরেই কোথায় ঘাপটি মেরে আছে তারা।

গ্রে ঘড়ি দেখল। পার্ক বন্ধ হতে আর ৪৫ মিনিট বাকি।

প্ল্যান দরকার... নতুন প্ল্যান। এই লোকগুলো মাঝরাতে পার্ক থেকে বেরোবে। কিন্তু ওদের তো অতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না। মাঝরাতের আগেই ওরা শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়ে যাবে। এখুনি কেটে পড়তে হবে ওদের।

কিন্তু পার্কের "বের" হওয়ার পথ থেকে এই কুচকাওয়াজের মাঠে অবস্থা একদম জনশূন্য মরুভূমির মতো। কারণ সব অতিথিরা লেকের চারপাশে ভিড় করেছে। তাই এদিকটা ফাঁকা। যদি ওরা দু'জন এ-পথ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে তাহলে ফাঁকা অংশে নির্ঘাত চোখে পড়ে যাবে। আর পার্কের গেইটও নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষের নজরদারিতে আছে।

নিজের জখমস্থানকে এক হাত দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে ফিওনা। রক্ত চুইয়ে বেরোচ্ছে ওর আঙুলের ফাঁক দিয়ে। গ্রে'র চোখে চোখ পড়ল ওর, আতঙ্কিত।

ফিসফিস করে বলল, 'আমরা কী করতে যাচ্ছি?'

ওকে সাথে নিয়ে গ্রে লোকজনের ভেতরে এগোচ্ছে। একটা উপায় পেয়েছে ও, যদিও সেটা ঝুঁকিপূর্ণ তবে সাবধানতা অবলম্বন করার কারণে ওরা পার্ক থেকে বেরোতে পারবে না। ফিওনাকে নিজের সামনে নিল গ্রে।

'আমার হাতে রক্ত মাখাতে হবে।'

'কী?'

গ্রে ফিওনার শার্টের দিকে ইঙ্গিত করল।

ভ্রু কুঁচকে ব্লাউজের কিনারা উঁচু করল ফিওনা। 'সাবধানে...'

জখম থেকে নেমে আসা রক্তধারাটুকু গ্রে সাবধানে মুছে নিল। ব্যথায় কুঁচকে উঠে ছোট্ট করে শ্বাস ফেলল ফিওনা।

'দুঃখিত,' গ্রে বলল।

'তোমার আঙুল তো অনেক ঠাণ্ডা,' বিড়বিড় করল ফিওনা।

'তুমি ঠিক আছো তো?'

'আমি বাঁচব।'

হ্যাঁ, ওটাই তো লক্ষ্য।

'একটু পরেই তোমাকে তুলে নেব...' বলে গ্রে উঠে দাঁড়াল।

'তুমি কোথায়... কী...?'

'আমি যখনই বলব সাথে সাথে চিৎকার দেবে। রেডি থাকো।'

কিছুই বুঝতে না পেরে নাক কুঁচকাল ফিওনা। তবে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করল গ্রে। দূরে বাঁশি আর ড্রামের আওয়াজ শুরু হলো। ফিওনাকে পাশ কাটিয়ে মেইন গেইটের দিকে এগোল ও। স্কুল ছাত্রদের মাথার ওপর দিয়ে গ্রে দেখল, একজন লোকের পরনে ট্রেঞ্চ কোট, তার এক হাত ঝোলানো অবস্থায় আছে। গ্রিট্টি'র খুনি।

ছোটবাচ্চাদের ভেতর দিয়ে অনেক কষ্টে এগোচ্ছে সে, চোখ বুলাচ্ছে চারিদিকে।

বাঁশি আর ড্রামের তালে তালে প্রাচীন গান গেয়ে ওঠা একদল জার্মানদের ভেতরে ভিড়ে ফিওনার কাছে ফিরে এলো গ্রে। গান শেষ হওয়ার পর আতসবাজির বিস্ফোরণের শব্দও বন্ধ হলো।

'এবার...' বলল গ্রে, নিচু হয়ে ঝুঁকেছে। সারামুখে রক্তের প্রলেপ মেখে ফিওনাকে নিজের দু'হাতে তুলে নিল। ডেনিশ ভাষায় চিৎকার করে বলল, 'বোম!'

আতসবাজি বিস্ফোরণের শব্দ এখনও বাতাসে পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি, তাই ওর চিৎকার সেভাবে কাজে এলো না।

'চিৎকার করো,' ফিসফিস করে ফিওনাকে বলল ও।

রক্তের প্রলেপ দেয়া নিজের মুখখানা উপরে মেলে ধরল গ্রে। ফিওনা ওর হাতের উপরে থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল।

'বোম!' আবার গলা ফাটাল গ্রে।

অনেক মুখ ঘুরল ওর দিকে। আকাশে আবার আতসবাজি তার যাত্রা শুরু করেছে। তাজা রক্তে গ্রে'র গাল চিকচিক করছে। প্রথমে কেউ-ই নড়ল না। কিন্তু তারপর জলোচ্ছ্বাসের মতো সবাই মেইন গেইটের দিকে যাত্রা শুরু করল। একজন আরেকজনকে ধাক্কা মারছে, ঠেলা দিচ্ছে। ভয় পেয়ে অনেকেই চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করায় লোকের ঢল আরও বেড়ে গেল।

যারা পালিয়ে যাচ্ছে তাদের ঠিক পেছনেই আছে গ্রে। ওর আশেপাশে যারা আছে এরা সবাই খুবই আতঙ্কিত।

তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করছে ফিওনা। এক হাত নাড়াল, আঙুলে রক্ত চোঁয়াচ্ছে।

দাবানলের মতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। লন্ডনে আর স্পেনে আক্রমণ হয়ে যাওয়ায় গ্রে'র চিৎকার বেশ কাজে লাগল। অনেকেই *বোম* বলে চিৎকার করছে! একজন আরেকজনের কাছ থেকে শুনে নিজেও চেঁচাচ্ছে।

তাড়া খাওয়া পশুপালের মতো একে অন্যকে ঠেলা-ধাক্কা মেরে এগোচ্ছে সবাই। ওরা এই আবদ্ধস্থান থেকে বেরিয়ে যেতে মরিয়া। আকাশে ওঠা আতসবাজির দম ফুরিয়েছে। এখানকার আতঙ্ক এবার প্যারেড গ্রাউন্ডেও গিয়ে পৌঁছুল। একজন দৌড় দিলে তার দেখাদেখি আর দুইজন দৌড়ায়। এভাবে বেড়েই চলেছে। কত পায়ের থপথপানি চলছে পার্কের পথের ওপর দিয়ে। "বাহির"-এর দিকে ছুটছে সবাই।

একটি কৌশল রীতিমতো জনতার ঢলে পরিণত হলো।

বের হওয়ার জন্য ছুটছে সবাই।

এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এগোল গ্রে। ফিওনা আছে ওর হাতে। গ্রে প্রার্থনা করল কেউ যেন কারও পায়ের নিচে চাপা না পড়ে। তবে এই ঢলে শুধু নিখাঁদ আতঙ্ক নয়, আতসবাজির শব্দ মিলিয়ে যেতেই সেটা ভয়ঙ্কর বিষয়ে পরিণত হলো। লোকজনের ঢল ছুটে চলেছে মেইন গেইটের দিকে।

ফিওনাকে নিজের হাত থেকে নামিয়ে দিল গ্রে। আরমানি জ্যাকেটের হাতায় নিজের রক্তমাখা চেহারা মুছল। গ্রে'র বেল্টে এক হাত দিয়ে নিজের ভারসাম্য বজায় রেখে দাঁড়াল ফিওনা।

সামনে গেইট উদয় হলো।

মাথা নেড়ে এগোল গ্রে। 'যদি কোনো কিছু হয়ে যায়... দৌড়াবে। থামবে না, যেতেই থাকবে।'

'আমি জানি না, পারব কিনা। এপাশটা খুব হারামির মতো ব্যথা করছে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে ফিওনা। একটু ভর দিয়েছে গ্রে'র ওপর।

সামনে, জনতার ঢল সামলাতে ব্যস্ত সিকিউরিটি গার্ডরা। কেউ যেন কারও গায়ের ওপর গিয়ে না পড়ে সেদিকে নজর রাখছে তারা। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গ্রে খেয়াল করল দু'জন গার্ড একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। জনতা সামলাচ্ছে না ওরা, সন্দেহজনক। একজন পুরুষ, আরেকজন নারী। দু'জনের চামড়া সাদা। নিলাম ভবনে এরাই জিতেছিল। এখন গার্ডের ছদ্মবেশ ধরে গেইটে দাঁড়িয়ে আছে। পিস্তল শোভা পাচ্ছে দু'জনের হাতেই।

এক মুহূর্তের জন্য গ্রে'র দিকে চোখ পড়ল নারী গার্ডের।

কিন্তু স্রেফ চোখ বুলিয়ে দৃষ্টি সরে গেল।

ফিরল আবার।

চিনতে পেরেছে।

জনতার স্রোতের উল্টো দিকে রওনা হলো গ্রে। একদম উজান পাড়ি দিচ্ছে।

'কী?' ফিওনা প্রশ্ন করল।

'ফিরে চলো। অন্যকোনো রাস্তা দেখতে হবে।'

'কীভাবে?'

জনতার ভিড় ঠেলে একটু পাশে সরল গ্রে। সোজাভাবে এরকম উজান পাড়ি দেয়া অনেক কঠিন। একটু পরে পরিবেশ একটু হালকা হলো। বড় স্রোত চলে গেছে, অল্পকিছু লোক আছে এখন।

তবে ওদের লুকোনোর জায়গা দরকার।

গ্রে দেখল ওরা জনশূন্য প্যারেড গ্রাউন্ডে চলে এসেছে। কোনো কুচকাওয়াজের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না এখানে। মিউজিকও নেই, তবে আলো জ্বলছে। কুচকাওয়াজে অংশ নেয়া বিভিন্ন রথ পড়ে আছে মাটিতে। রথ ফেলে চালকেরা জান নিয়ে পালিয়েছে যে যার মতো। এমনকী এখানকার সিকিউরিটি গার্ডরাও গেইটের দিকে চলে গেছে।

রথের ভেতরে থাকা একটি ক্যাবের দরজা খোলা দেখে ওদিকে এগোল গ্রে।

'চলো।'

ফিওনাকে প্রায় টেনে নিয়ে ক্যাবের কাছে গেল ও। ক্যাবের উপরে খেলনা হাঁসের একটি বিশালাকৃতির মাথা শোভা যাচ্ছে। গ্রে চিনতে পারল। হ্যানস ক্রিস্টিয়ান অ্যান্ডেরসেন-এর রূপকথার গল্প "দ্য আগলি ডাকলিং" অবলম্বনে এটা তৈরি করা হয়েছে।

হাঁসের খোলা পাখনার নিচ দিয়ে এগোল গ্রে। পাখনায় আলো জ্বলছে। খেলনা হলেও এই পাখনা ডানার মতো ঝাঁপটাতে পারে। গ্রে ফিওনাকে ক্যাবে উঠতে সাহায্য করল। মনে মনে ভাবছে, এই বুঝি পেছন থেকে গুলি লাগল। ফিওনার পর নিজেও ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। দরজা বন্ধ করার সময় যতটুকু সম্ভব শব্দ না করার চেষ্টা করল ও।

উইনশিল্ড (যানবাহনের সামনের কাঁচ) দিয়ে সামনে তাকাতেই বুঝল ওর সতর্কতা মাঠে মারা যায়নি।

জনতার ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে আসছে একজন। গ্রিট্টি'র খুনি। কাছে থাকা শটগান লুকোনোর কোনো চেষ্টাই করছে না সে। সবাই পার্কের সামনের দিকে ব্যস্ত। লেক আর প্যারেড সার্কিটের দিকে কারও নজর নেই।

ফিওনাকে সাথে নিয়ে মাথা নিচু করল গ্রে।

কয়েক ফুট দূর দিয়ে গেল লোকটা। পড়ে থাকা রথগুলোর পাশ দিয়ে এগোচ্ছে।

'আর একটু হলেই হয়েছিল,' ফিওনা ফিসফিস করল। 'আমাদের উচিত...'

'শশশ।' গ্রে ফিওনার ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে ধরল। এই কাজ করতে গিয়ে একটি লিভারে ছুঁয়ে গেল ওর কনুই। ড্যাশবোর্ডে কীসের যেন ক্লিক শব্দ হলো।

এই সেরেছে!

ক্যাবের ওপরে থাকা ঢাউস মাথার ভেতরে স্পিকার বসানো আছে।

কোয়াক, কোয়াক, কোয়াক... কোয়াক, কোয়াক, কোয়াক...

জেগে উঠেছে আগলি ডাকলিং।

সবাই জেনে গেল ব্যাপারটা।

সোজা হলো গ্রে। ৯০ ফুট দূরে শটগানধারী পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

লুকোচুরি শেষ।

হঠাৎ ক্যাবের ইঞ্জিন গর্জে উঠল। গ্রে তাকিয়ে দেখে, ফিওনা ক্লাচ নাড়াচাড়া করছে।

'চাবি দেয়াই ছিল,' গিয়ার বদলাতে বদলাতে বলল ফিওনা। লাইন ছেড়ে রথ সামনে এগোল।

'ফিওনা, আমাকে দাও...'

'শেষবার তুমি চালিয়েছিলে। দেখো, কোথায় এনে ফেলেছ আমাদের।' শটগানধারী লোকটির দিকে ক্যাব তাক করল ও। 'তাছাড়া, এই হারামজাদার সাথে আমার বোঝাপড়া আছে।'

আচ্ছা, তাহলে সে-ও আততায়ীকে চিনতে পেরেছে। এই লোক ওর নানুকে খুন করেছিল। ২ নম্বর গিয়ার দিল ও, ওদিকে শটগানধারী অস্ত্র উঁচিয়েছে। কোনো পরোয়া না করে আগলি ডাকলিং-কে তার দিকে নিয়ে চলল ও।

কিছু একটা করতে চাইল গ্রে, ক্যাবের ভেতরে হাতড়াল।

এত এত লিভার...

গুলি করল শটগানধারী।

নিজেকে গুটিয়ে নিল গ্রে, তবে ফিওনা ইতোমধ্যে ক্যাবের হুইল ঘুরিয়ে নিয়েছে। উইনশীল্ডের এক কোণায় মাকড়সার জালের মতো জখম তৈরি হলো। হুইল আবার ঘুরাচ্ছে ফিওনা, আততায়ীকে পিষে ফেলতে চায়।

হঠাৎ করে দিক পরিবর্তন করে হুইল ঘোরানোয় ক্যাব দুই চাকার ওপর উঠে এলো।

'ধরে থাকো!' চিৎকার করল ফিওনা।

চার চাকায় অবতরণ করল ক্যাব। কিন্তু এই সুযোগে আততায়ী বাড়তি কিছু সময় পেয়ে গেল। বাম দিকে সরে গেল সে। লোকটার হাত খুব চালু। আবার গুলি ছোঁড়ার জন্য ইতোমধ্যে শটগান রেডি করতে শুরু করেছে। এবার তার মতলব, ক্যাব যখন ওর পাশ দিয়ে যাবে তখন জানালায় একদম পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ (একেবারে কাছ থেকে, প্রায় কোনো দূরত্ব ছাড়া) থেকে গুলি করবে ও।

ফিওনা এবার আর কোনো দিক পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ পেল না।

সারি সারি লিভারগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে একদম বাম পাশের লিভারে হাত দিল গ্রে। অনেকটা আন্দাজেই করল কাজটা। লিভার নিচে নামাল। একটু আগে ডাকলিঙের বাম পাখনা উপরে তোলা ছিল ওটা এখন ঝাপটা মেরে নিচে নেমে এসেছে। আততায়ীর গলায় গিয়ে আঘাত করল ওটা। লোকটির কশেরুকায় আঘাত করে একদম উড়িয়ে নিয়ে একপাশে ফেলে দিলো।

'গেইটের দিকে চলো!' তাগাদা দিল গ্রে।

দ্য আগলি ডাকলিং প্রথমবারের মতো রক্তের স্বাদ পেয়েছে।

... কোয়াক, কোয়াক, কোয়াক... কোয়াক, কোয়াক, কোয়াক...

সাইরেনের মতো ডাকাডাকি করে রাস্তা পরিষ্কার করল ডাকলিং। সামনে থাকা লোকজন ভড়কে গিয়ে জায়গা করে দিতে বাধ্য হলো। জনতার ঢলের তোপে রীতিমতো নাকানি-চুবানি খেলো গার্ডরা। ছদ্মবেশি দুই গার্ডও বাদ গেল না। লোকজনের ধাক্কায় একটু আগে মেইন গেইটের পাল্লা বড় করে খুলে দেয়া হয়েছে। জনতা ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে ওটা দিয়ে।

ফিওনাও ওটার দিকে লক্ষ্য স্থির করল।

ক্ষত-বিক্ষত বাম পাখনা নিয়ে ছুটল ডাকলিং। ঝাঁকি খেয়ে রাস্তায় উঠল ওরা। ফিওনা ডাকলিং চালিয়ে গেল।

'প্রথম কোণায় চলো,' হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল গ্রে।

ফিওনা দক্ষ পেশাদারদের মতো গিয়ার নামিয়ে গ্রে'র আদেশ পালন করল। কোণার দিকে এগোল ডাকলিং। দুই মোড় পার হওয়ার পর গ্রে ক্যাব থামাতে বলল।

'আমরা এই জিনিস আর চালিয়ে নিতে পারি না,' বলল ও। 'এটা দেখতে অদ্ভুত দেখায়। দৃষ্টিআকর্ষণ করে সবার।'

'তোমার তা-ই মনে হয়?' রেগে মাথা নাড়ল ফিওনা।

টুল কিটের ভেতরে গ্রে একটি লম্বা রেঞ্জ পেল। রাস্তার পাশে পাহাড়ের চূড়োয় ক্যাব থামিয়ে ফিওনাকে নামিয়ে দিল ও। গিয়ার বাড়িয়ে ক্লাচ সরাল গ্রে, অ্যাক্সেলেটরের উপরে রেঞ্জ দিয়ে চাপ দিয়ে রেখে আটকে দেয়ার পর ক্যাব থেকে লাফ দিলো।

পাখনায় আলো নিয়ে পাহাড়ের নিচের দিকে রওনা হলো আগলি ডাকলিং। যেখানে গিয়ে এটা ক্রাশ (দুর্ঘটনা, দুমড়ে যাওয়া) করবে সবার দৃষ্টি ওদিকে থাকায় একটু সুবিধে পাবে ওরা।

এখান থেকে ঠিক উল্টো দিকে এগোল গ্রে। আপাতত কয়েক ঘণ্টার জন্য নিরাপদ। ঘড়ি দেখল ও। এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় আছে। মন্‌ক-ও খুব শীঘ্রিই পৌঁছে যাবে।

খুঁড়িয়ে এগোতে এগোতে পেছনে ফিরে তাকাল ফিওনা। ওদের পেছনে ডাকলিং ডেকে চলেছে।

কোয়াক, কোয়াক, কোয়াক... কোয়াক, কোয়াক, কোয়াক...

'আমি ওকে মিস করব।' ফিওনা বলল।

'আমিও।'

ভোর ৪ টা ৩৫ মিনিট।
হিমালয়।

ফায়ারপ্লেসের পাশে দাঁড়িয়ে আছে পেইন্টার। নিজের মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ শুনে চেয়ার থেকে উঠে পড়েছে।

ওকে উঠতে দেখে বিশালদেহি এক গার্ড তিন পা এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু অ্যানা এক হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেন। '*Nein, Klaus. Alles 1st ganz recht.* '

কালাউস নামের গার্ডটি তার নিজের পজিশনে ফিরে যাওয়ার আগপর্যন্ত পেইন্টার অপেক্ষা করল।

'তাহলে এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই?'

মাথা নাড়লেন অ্যানা। 'যেটা সত্য সেটাই বলেছি।'

'তাহলে সন্ন্যাসীরা যেরকম পাগলামো করছিল পেইন্টার ওরকম করছে না কেন?' লিসা প্রশ্ন করল।

পেইন্টারের দিকে তাকালেন অ্যানা। 'আপনি মঠ থেকে দূরে ছিলেন, তাই তো? গ্রামে থাকার ফলে তুলনামূলক কম আক্রান্ত হয়েছেন। দ্রুত স্নায়বিক অধঃপতনের বদলে আপনার শরীর ধীরে ধীরে খারাপের দিকে এগোচ্ছে। তবে এটারও শেষ পরিণতি হলো—মৃত্যু।'

অ্যানা নিশ্চয়ই পেইন্টারের চেহারা দেখে কিছু একটা বুঝতে পেরেছিলেন।

'চিকিৎসা না থাকলেও অবস্থার অবনতির গতিকে ধীর করার আশা আছে। কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন প্রাণীর ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে আমরা কিছু মডেল উদ্ভাবন করেছি যেগুলো বেশ আশাব্যঞ্জক। আমরা আপনার জীবন দীর্ঘায়িত করতে পারি। মানে পারতাম আরকী।'

'মানে কী?' লিসা প্রশ্ন করল।

উঠে দাঁড়ালেন অ্যানা। 'এজন্যই আপনাদেরকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। দেখাব আপনাদের।' কালাউসের দিকে মাথা নাড়লেন তিনি, সে দরজা খুলে দিল। 'আমার সাথে আসুন। হয়তো আমরা একে অপরকে সাহায্য করার রাস্তা পেয়ে যাব।'

অ্যানা সামনে পা বাড়ানোর পর লিসার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল পেইন্টার। কৌতূহলে মরে যাচ্ছে ও। একই সাথে ফাঁদ এবং আশার আলো দেখতে পাচ্ছে।

টোপটা কী?

লিসা উঠে দাঁড়িয়ে পেইন্টারের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে জিজ্ঞাস করল, 'কী হচ্ছে এসব?'

'আমি ঠিক জানি না।' কালাউসের সাথে কথাবলায়রত অ্যানার দিকে তাকাল ও।

হয়তো আমরা একে অপরকে সাহায্য করার রাস্তা পেয়ে যাব।

পেইন্টার নিজেও অ্যানাকে এইরকম কিছু বলে প্রস্তাব দেবে বলে ভাবছিল। এমনকি ব্যাপারটি নিয়ে কথাও বলেছিল লিসার সাথে। নিজের জীবন নিয়ে কীভাবে দর কষাকষি করা যায়, কিছু সময় পাওয়া যায়... এসব। ওদের কথাগুলো কী কেউ আড়িপেতে শুনে ফেলেছে? নাকি রুমে ছাড়পোকা (গোপনে কথা পাচার করার ইলেকট্রনিক ডিভাইস) ছিল? নাকি এখানকার ঘটনা আসলেই খুব খারাপ, ওদের সাহায্য সত্যি সত্যিই প্রয়োজন আছে?

দুশ্চিন্তায় পড়ল ক্রো।

'আমরা যে বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনেছি, ওটা নিয়েই কিছু একটা হবে হয়তো,' লিসা বলল।

মাথা নাড়ল ক্রো। ওর আরও তথ্য প্রয়োজন। কিন্তু আপাতত ওর শারীরিক অবস্থার বিষয়টি প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার ব্যথা শুরু হয়েছে চোখের পেছনে। ওর মাঢ়ির পেছনের অংশেও ব্যথা পৌঁছে গিয়ে জানিয়ে দিল ক্রো আসলেই অসুস্থ।

ওদের দিকে তাকিয়ে চোখ বুলালেন অ্যানা। পিছু হটল কালাউস। তার মুখ গোমড়া হয়ে আছে। অবশ্য পেইন্টার এখনও এই ব্যক্তিকে খুশি হতে দেখেনি। দেখতে চায়ও না। কারণ এই লোকের খুশির সাথে আর্তনাদ আর রক্তারক্তির সম্পর্ক আছে।

'আসুন আমার সাথে,' ঠাণ্ডা ভদ্রস্বরে বললেন অ্যানা। দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, তাঁর সাথে সাথে দু'জন গার্ডও এগোল। কালাউস রইল পেইন্টার আর লিসার পেছনে। ওর সাথেও দু'জন গার্ড আছে।

প্রিজন সেল থেকে ভিন্ন দিকে এগোল ওরা। কয়েক বাঁক পার হওয়ার পর সোজা টানেল উদয় হলো। পাহাড়ের ভেতরে থাকা বিভিন্ন টানেলের চেয়ে এই টানেল বেশি চওড়া। একসারি ইলেক্ট্রিক বাল্ব দিয়ে টানেলের ভেতরে আলোর ব্যবস্থা করা আছে। তারের খাঁচা চলে গেছে দেয়ালের গা বেয়ে। এগুলোর মাধ্যমে এখানে এই প্রথম আধুনিকতার নিদর্শন মিলল।

করিডোর ধরে এগোচ্ছে ওরা।

পেইন্টার খেয়াল করে দেখল ওরা যত সামনে এগোচ্ছে বাতাসে ঘন বাষ্পের পরিমাণ তত বাড়ছে। তবে বাষ্প ছেড়ে ও আবার অ্যানার দিকে মনোযোগ দিল।

'তাহলে আপনি জানেন, কোন জিনিসটা আমাকে অসুস্থ করেছে,' বলল ক্রো।

'আগেই বলেছি, ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিল।'

'কীসের দুর্ঘটনা?' একটু জোর করল ও।

'উত্তরটা খুব সহজ নয়। এর ইতিহাস জড়িয়ে আছে।'

ওর দিকে তাকালেন অ্যানা। 'এই পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির ইতিহাস থেকে শুরু করে...'

'তাই নাকি?' ক্রো বলল। 'তো এই কাহিনি কত লম্বা? মনে রাখা ভাল, আমার হাতে মাত্র তিন দিন সময় আছে।'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন অ্যানা। 'সেক্ষেত্রে আমি আমার দাদুর ইতিহাস থেকে শুরু করতে পারি। যুদ্ধ শেষে উনি *GranitschloB* -এ প্রথমবারের মতো এসেছিলেন। ওই সময়ের গণ্ডগোল সম্পর্কে আপনার জানা আছে। জার্মানির পতন হতেই ইউরোপে যে তুলকালাম শুরু হয়েছিল?'

'সবকিছু যে যার মতো লুটেছে তখন।'

'শুধু জার্মানির ভূখণ্ড আর সম্পদ নয়, আমাদের গবেষণা-রিসার্চও লুট হয়েছিল। মিত্রপক্ষ থেকে বিজ্ঞানী ও সৈনিকের দল পাঠিয়ে জার্মান ভূখণ্ডে থাকা গোপন টেকনোলজিগুলো লুট করা হয়েছিল তখন। একদম বিনে পয়সায় সবাই তখন ওসব বাগিয়ে নিয়ে গেছে।' ভ্রু কুঁচকে ওদের দিকে তাকালেন অ্যানা। 'ঠিক বললাম তো?'

লিসা ও ক্রো দু'জনই মাথা নেড়ে সায় দিল।

'টি-ফোর্স কোড নাম দিয়ে ৫ হাজার সৈনিক ও সিভিলিয়ানকে পাঠিয়েছিল ব্রিটেন। টি-ফোর্স মানে, টেকনোলজি ফোর্স। তাদের কাজ ছিল জার্মানির বুকে থাকা

বিভিন্ন তথ্য-প্রযুক্তির হদিস বের করা ও সেগুলো লুটে নেয়া। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আমেরিকান, ফ্রেন্স আর রাশিয়ানরা। আচ্ছা আপনি জানেন ব্রিটিশ টি-ফোর্সের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিল?'

মাথা নাড়ল পেইন্টার, জানে না। নিজের সিগমা ফোর্সের সাথে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার তথ্য-প্রযুক্তি লুটকারী একটি দলের সাথে কোনোভাবেই তুলনা করতে পারছে না ও। এই ব্যাপারে সিগমা ফোর্সের প্রতিষ্ঠাতা শ্যেন ম্যাকনাইট-এর সাথে আলাপ করা যেতে পারে। যদি ও অতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে আরকি।

'প্রতিষ্ঠাতা কে ছিল?' লিসা জানতে চাইল।

'ভদ্রলোকের নাম কমান্ডার ইয়ান ফ্লেমিং।'

নাক দিয়ে ঘোঁতঘোঁত করল লিসা। 'জেমস বন্ডের রচয়িতা?'

'হ্যাঁ। বলা হয়ে থাকে, তিনি তাঁর সেই ফোর্সের কিছু চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে জেমস বন্ডের স্বভাব-চরিত্র তৈরি করেছিলেন। জেমস বন্ড পড়া থাকলে তাদের লুট-পাট করার তেজ, সাহস আর বেপরোয়াপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে কিছু ধারণা পাবেন।

'যুদ্ধে জয়ী পক্ষ সব লুটে নেয়,' শ্রাগ করে বলল পেইন্টার।

'হয়তো। তবে আমার দাদু'র দায়িত্ব ছিল যতদূর সম্ভব নিজেদের টেকনোলজিগুলো রক্ষা করা। *Sicherheitsdienst* -এর অফিসার ছিলেন তিনি।' অ্যানা পেইন্টারের দিকে তাকালেন, পরীক্ষা করে দেখছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে খেলা শেষ হয়নি। ওকে চ্যালেঞ্জ নিতে হবে।

'দ্য *Sicherheitsdienst* ছিল এসএস কমান্ডোর একটি দল। জার্মানের গুপ্তধন যেমন শিল্প, সোনা, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও টেকনোলজি ইত্যাদি রক্ষা করাই ছিল তাদের কাজ।'

সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন অ্যানা। 'যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে পূর্বাঞ্চল দিয়ে রাশিয়ানরা যখন এগোচ্ছিল তখন আমার দাদুকে একটি দায়িত্ব দেয়া হয়। যেটাকে আপনারা আমেরিকানরা "ডিপ ব্ল্যাক" মিশন বলে থাকেন। জবরপযংভঁযৎবৎ ধরা পড়ে আত্মহত্যা করার আগে সরাসরি হেনরিক হিমল্যারের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছিলেন তিনি।'

'তাঁর দায়িত্ব কী ছিল?' পেইন্টার জানতে চাইল।

'কোড নেম ক্রোনস নামের একটি প্রজেক্টের যাবতীয় তথ্য-প্রমাণ ধ্বংস করে দিতে হবে। *die Glocke* নামের একটি ডিভাইস বানানোর প্রজেক্ট ছিল সেটা। ওটার আরও একটা নামও আছে দ্য বেল। সাডেটেন পাহাড়ের কোনো এক পরিত্যক্ত খনিতে রিসার্চ ল্যাবটাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দাদু'র কোনো ধারণাই ছিল না। পরে হয়েছিল হয়তো। সবকিছু তিনি প্রায় নষ্টই করে ফেলেছিলেন... কিন্তু দায়িত্ব তো দায়িত্বই।'

'তাহলে দ্য বেল নিয়ে পালালেন। কীভাবে?'

'তাঁর হাতে দুটো পরিকল্পনা ছিল। এক, নরওয়ে হয়ে উত্তরদিকে চলে যাওয়া। দুই. অ্যাড্রিয়াটিক হয়ে দক্ষিণে। দুই পথেই তাঁকে সাহায্য করার জন্য এজেন্টরা তৈরি ছিল। আমার দাদু উত্তর দিকে রওনা হলেন। সম্পর্কে হিমল্যার তাঁকে জানিয়ে ছিলেন। এক দল নাৎসি বিজ্ঞানী আর কিছু ইতিহাস নিয়ে পালালেন তিনি। লুকোনোর দরকার ছিল। তার ওপর দাদু একটা প্রজেক্ট শুরু করলেন, যেটা থেকে লোভ-সংবরণ করা বিজ্ঞানীদের জন্য কঠিন ছিল।'

'দ্য বেল,' বলল পেইন্টার।

'একদম। ওই সময়ের অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মনের চাওয়া পূরণ করেছিল সেটা।'

'কী?'

শ্বাস ফেলে কালাউসের দিকে পেছন ফিরে তাকালেন অ্যানা। 'পারফেকশন। নিখুঁত, সর্বোৎকৃষ্ট।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। ব্যক্তিগত দুঃখে ডুবে গেছেন।

সামনের প্যাসেজ অবশেষে শেষ হলো। লোহা ও কাঠ দিয়ে তৈরি এক জোড়া বিশালাকার দরজা উদয় হলো সামনে। দরজার ওপাশে একটি বেহালদশাঅলা সিঁড়ি প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে পাহাড়ের আরও গভীরে নেমে গেছে। সিঁড়িটি পাথর কেটে বানানো হলেও গাছের গুঁড়ির মতো মোটা স্টিলের একটি পিলারকে কেন্দ্র করে নেমে গেছে নিচে। এই সিঁড়ি দিয়েই ওদের নামতে হবে।

উপরে তাকাল পেইন্টার। পিলারটি ছাদ পর্যন্ত ওঠার পর সেটা ছাড়িয়ে আর উপরে চলে গেছে... পাহাড় ফুঁড়ে গেছে সম্ভবত। বজ্রনিরোধক রড, ভাবল পেইন্টার। ও অনুভব করল বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে গেছে। ধোঁয়ার চেয়ে এখন অক্সিজেন বেশি।

পেইন্টারকে তাকাতে দেখে বললেন অ্যানা, 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত এনার্জী আমরা এই শ্যাফট দিয়ে পাহাড়ের বাইরে পাঠিয়ে দেই।' উপরের দিকে নির্দেশ করে দেখালেন।

ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল পেইন্টার। এই অঞ্চল থেকে ভূতুড়ে আলো আকাশে ওঠে। এটা কী সেই আলোর উৎস? আলো আর অসুস্থতা হয়তো এই একই উৎস থেকে নির্গত হয়েছে?

নিজের রাগে লাগাম টেনে সিঁড়ির দিকে মনোযোগ দিল পেইন্টার। ওর মাথার ভেতরে আবার দপদপ করে শুরু করায় কেমন যেন দুলে উঠতে চাইল সবকিছু। মনোযোগ অন্যদিকে সরাতে ও কথা বলতে শুরু করল। 'দ্য বেল-এর কাহিনিতে ফিরে যাই। তারপর?'

চিন্তা থেকে বেরিয়ে এলেন অ্যানা। 'প্রথমে কেউ কিছুই জানত না। রিসার্চের মাধ্যমে বেরিয়ে এলো এটা একধরনের এনার্জী সোর্স। কেউ কেউ ভাবল এটা হয়তো কোনো একধরনের টাইম মেশিন হবে। আর সেজন্যই হয়তো এটার কোড নেম দেয়া হয়েছিল ক্রোনস।'

'টাইম ট্রাভেল?' প্রশ্ন করল পেইন্টার।

'আপনাকে মনে রাখতে হবে,' অ্যানা বললেন, 'তথ্য-প্রযুক্তির দিক দিয়ে নাৎসিরা অন্য সব জাতি থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। আর সেকারণেই জার্মানি থেকে পাইকারী হারে টেকনোলজি চুরির হিড়িক পড়েছিল যুদ্ধের পর। একটু পেছন থেকে বলি... শতাব্দীর শুরুর দিকে দুটো তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে বেশ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। এক. দ্য থিওরি অব রিলেটিভিটি অর্থাৎ আপেক্ষিক তত্ত্ব। দুই. দ্য কোয়ান্টাম থিওরি। শুরু হয়ে গেল এই দুই থিওরি নিয়ে ঠেলাঠেলি। এমনকি আপেক্ষিক তত্ত্বের জনক আইনস্টাইন স্বয়ং বলেছিলেন, এই দুই থিওরি পরস্পরবিরোধী। থিওরি দুটো পুরো বিজ্ঞান জগৎকে দুই ভাগে ভাগ করে দেয়। আর আপনি খুব ভাল করেই জানেন পশ্চিমা বিশ্ব কোন থিওরিকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল।'

'আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব।'

অ্যানা মাথা নাড়লেন। 'সেই থিওরি থেকে অ্যাটম বোম্ব ও নিউক্লিয়ার এনার্জীর মতো জিনিসের জন্ম হয়েছিল। **ম্যানহ্যাটেন প্রজেক্ট**-এ পরিণত হয়ে গেল পুরো পৃথিবী।

সবকিছুর পেছনে ছিল আইনস্টাইনের সেই থিওরি। এদিকে ভিন্ন পথ বেছে নিল নাৎসিরা। তাঁরাও তাদের নিজস্ব **ম্যানহ্যাটেন প্রজেক্ট** তৈরি করল। তবে সেটার ভিত্তি হলো কোয়ান্টাম থিওরি।'

'ভিন্ন পথ, ভিন্ন থিওরি বেছে নেয়ার কারণ?' জানতে চাইল লিসা।

'খুব সহজ কারণ।' অ্যানা ওর দিকে ফিরলেন। 'কারণ আইনস্টাইন ইহুদি ছিলেন।'

'কী?'

'ওই সময়কার পরিস্থিতির কথা মনে করে দেখুন। আইনস্টাইন ইহুদি ছিলেন। তাই নাৎসিদের চোখে তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্বও ছিল কম। আর সেজন্য নাৎসিরা একজন খাঁটি জার্মান বিজ্ঞানীর কাজের কদর করতে শুরু করল। জার্মান বিজ্ঞানীর আবিষ্কার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের কাছে। ওয়ার্নার হেইন্সবার্গ ও এরউইন স্করডইঙ্গার-এর মতো বিজ্ঞানীদের কর্মের দিকে মনোযোগ দিল। বিশেষ করে নজর দিল ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক-এর দিকে। কারণ ম্যাক্স হলেন কোয়ান্টাম থিওরির জনক। তো নাৎসিরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ওপর ভিত্তি করে হাতে-কলমে কাজ করতে শুরু করল, তাদের কাজ এই আজকের দিনে এসেও ব্যাপক মর্যাদা লাভ করেছে। নাৎসি বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল কোয়ান্টাম মডেল ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শক্তির উৎসের মুখে ছিপি আটকে দেয়া সম্ভব। আর তাদের সেই চিন্তাধারা সবেমাত্র কিছুদিন হলো মানুষজন অনুধাবন করতে পারছে। আজকের আধুনিক বিজ্ঞান ওটার নাম দিয়েছে জিরো পয়েন্ট এনার্জী।'

'জিরো পয়েন্ট?' পেইন্টারের দিকে তাকাল লিসা।

মাথা নেড়ে সায় দিল পেইন্টার। বিজ্ঞানের এই অংশ ওর জানা আছে। 'যখন কোনো বস্তুকে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের চেয়ে আর ৩ হাজার ডিগ্রি নিচে ঠাণ্ডা করা হয়, ওটার ভেতরে থাকা সকল পরমাণুর নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায় তখন। সবকিছু একদম স্থির। দ্য জিরো পয়েন্ট অব নেচার। কিন্তু তখনও এনার্জী বা শক্তি থাকে। একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন থাকে যেটা থাকার কথা নয়। প্রচলিত থিওরিগুলো দিয়ে ওই এনার্জীর উপস্থিতির ব্যাখ্যা দেয়া অসম্ভব।'

'কিন্তু কোয়ান্টাম থিওরি দিয়ে সম্ভব,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন অ্যানা। 'পরমাণুগুলোকে এই থিওরি নড়াচড়া করতে দেয়, এমনকি একদম ঠাণ্ডা স্থবির তাপমাত্রাতেও।'

'সেটা কীভাবে সম্ভব?' লিসা জানতে চাইল।

'অ্যাবসুলেট জিরো অর্থাৎ পরম শূন্য তাপমাত্রায় পরমাণুগুলো উপরে, নিচে, ডানে কিংবা বামে নড়তে পারে না ঠিকই কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুসারে ওগুলো নিজ অবস্থানে থেকে গায়েব হয়ে গিয়ে এনার্জী বিকিরণ করতে পারে। ওটাকে জিরো পয়েন্ট এনার্জী বলা হয়।'

'গায়েব হয়ে গিয়ে এনার্জী বিকিরণ করতে পারে?' মনে হচ্ছে লিসা একটু সন্তুষ্ট।

বলার দায়িত্ব নিল পেইন্টার। 'কোয়ান্টাম ফিজিক্স একটু উদ্ভট গোছের। সাদা চোখে এটাকে পাগলামো বলে মনে হলেও এনার্জী কিন্তু সত্যি সত্যিই পাওয়া যায়। ল্যাবে রেকর্ডও করা হয়েছে। পুরো পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সবকিছুর ভেতরে এই এনার্জীর উৎস বসাবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এটার মাধ্যমে অফুরন্ত, অসীম শক্তি বা পাওয়ার পাওয়া যেতে পারে।'

মাথা নাড়লেন অ্যানা। 'আর নাৎসিরা আপনাদের ম্যানহ্যাটেন প্রজেক্টের বিপরীতে এই এনার্জী নিয়েই কাজ করতো।'

লিসার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'শক্তির অফুরন্ত উৎস। যদি এটা আবিষ্কার করা সম্ভব হলে তো তাহলে যুদ্ধের মোড়ই ঘুরে যেত।'

এক হাত উঁচু করে লিসাকে শুধরে দিলেন অ্যানা। 'কে বলল তাঁরা সেটা আবিষ্কার করতে পারেনি? ইতিহাসে আছে যুদ্ধের শেষ কয়েক মাসে নাৎসিরা বেশ ভাল এগোচ্ছিল। তাদের দুটো প্রজেক্ট ছিল। নাম : *Feuerball* আর *Kugelblitz*, এগুলো সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী রেকর্ড ব্রিটিশ টি-ফোর্সে পাওয়া যেতে পারে। তবে আবিষ্কারটা হতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। ফ্যাসিলিটিতে বোমা হামলা, বিজ্ঞানীদের খুন, রিসার্চ চুরিসহ নানান ঘটনার পর যতটুকু বাকি ছিল সেগুলো বিভিন্ন জাতির **ডিপ ব্ল্যাক** প্রজেক্টের করাল গ্রাসে হারিয়ে গেছে।'

'কিন্তু দ্য বেল তো হারায়নি,' বলল পেইন্টার। আলোচনাকে মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। ও এই কথাবার্তাকে অযথা ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে দেবে না।

'ঠিক, দ্য বেল হারায়নি।' অ্যানা সায় দিলেন। 'আমার দাদু ক্রোনস প্রজেক্টের মূল জিনিস নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি প্রজেক্টের নতুন নাম রেখেছিলেন: *Schwarze Sonne*.'

'অর্থাৎ—কালো সূর্য,' জার্মান থেকে অনুবাদ করল পেইন্টার।

'*Sehr gut.*'

'কিন্তু এই বেল জিনিসটা কী?' ক্রো জানতে চাইল। 'কী করে এটা?'

'এটাই আপনাকে অসুস্থ করে দিয়েছে,' বললেন অ্যানা। 'আপনার কোয়ান্টাম লেভেলে ক্ষতিসাধন করেছে ফলে কোনো ওষুধ আর ওখানে পৌঁছে আরোগ্য এনে দিতে পারবে না।'

আর একটু হলেই হোঁচট খাচ্ছিল পেইন্টার। কথাটুকু হজম করতে কিছু সময় দরকার। *কোয়ান্টাম লেভেলে ক্ষতিসাধন করেছে।* এর মানে কী?

সিঁড়ির শেষ ধাপে চলে এসেছে ওরা। কড়িকাঠ দিয়ে বেষ্টনী দেয়া। এছাড়াও দু'জন রাইফেলধারী গার্ডও আছে। অবাক হয়ে ক্রো খেয়াল করল, ছাদের দিকে থাকা সর্বশেষ বাঁকের পাথর কেমন যেন দগ্ধ হয়ে রয়েছে।

গুহার মতো দেখতে ভল্টের পেছনের একদম শেষ পর্যন্ত পেইন্টারের দৃষ্টি পৌঁছুল না তবে ও ঠিকই তাপমাত্রা অনুভব করতে পারল। এখানকার প্রত্যেকটি তল কেমন যেন কালচে হয়ে আছে। একসারি বাঁকানো-কুঁজানো দেহ ঢেকে রাখা হয়েছে তেরপল দিয়ে। সবকটি মৃত।

একটু আগে হয়ে যাওয়া বিস্ফোরণ তাহলে এখানেই হয়েছিল।

বিস্ফোরণ এলাকার ভেতর থেকে ছাইয়ে কালো হয়ে যাওয়া একজনকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কালো হয়ে গেলেও তাকে বেশ ভাল করেই চেনা যাচ্ছে। গানথার। এই বিশালদেহি লোক সন্ন্যাসীদের মঠে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে তারা তাদের কর্ম ফল পেতে শুরু করেছে।

বিস্ফোরণের বদলে বিস্ফোরণ।

বেষ্টনী পার হলো গানথার। অ্যানা ও কালাউস ওর সাথে যোগ দিল। গানথার আর কালাউসকে পাশাপাশি দেখে এই দুই বিশালদেহির মধ্যে মিল খুঁজে পেল পেইন্টার। শারীরিক মিল নয়, দু'জনের কঠিন মনোভাব আর বিদেশিভাবে মিল আছে।

কালাউসের দিকে মাথা নাড়ল গানথার।

কিন্তু কালাউস কোনো পাত্তা দিল না।

গানথারের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে হড়বড় করে জার্মান ভাষায় কথা বলছেন অ্যানা। পেইন্টার অতগুলো কথার ভেতর থেকে মাত্র একটি শব্দ বুঝতে পারল। জার্মান আর ইংরেজিতে শব্দটির মানে একই।

স্যাবোটাজ।

আচ্ছা, তাহলে এই ক্যাসলের সবকিছু ঠিকঠাকভাবে চলছে না। কোনো বিশ্বাসঘাতক আছে নাকি? যদি থাকে তাহলে কে সে? কী চায়? উদ্দেশ্য কী? সে কী ওদের বন্ধু নাকি শত্রু?

পেইন্টারের দিকে তাকাল গানথার। তার ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু ও কী বলছে সেটা পেইন্টার ধরতে পারল না। মাথা নাড়লেন অ্যানা, গানথারের কথার সাথে একমত নন। গানথার চোখ সরু করলেও শেষমেশ মাথা ঝাঁকাল।

পেইন্টার জানে, ওকে আশ্বাস দেয়া হচ্ছে।

শেষবারের মতো ক্রো'র ওপর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যেদিক থেকে এসেছিল আবার সেদিকে চলে গেল গানথার।

'আমি আপনাদেরকে এটাই দেখানোর জন্য নিয়ে এসেছি।' ধ্বংসলীলার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন অ্যানা।

'দ্য বেল,' ক্রো বলল।

'ধ্বংস হয়ে গেছে। স্যাবোটাজ করে ধ্বংস করে দিয়েছে।'

ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকাল লিসা। 'এই বেল-ই তাহলে পেইন্টারকে অসুস্থ করেছে।'

'এবং সেই অসুস্থ থেকে সুস্থ হওয়ার একমাত্র উপায় ছিল এটা।'

পেইন্টার ধ্বংসস্তূপ পর্যবেক্ষণ করল।

'আপনাদের কাছে বেল-এর কোনো প্রতিলিপি কিংবা কপি আছে?' জানতে চাইল লিসা। 'কিংবা আপনারা কি আরেকটা বেল বানাতে পারবেন?'

অ্যানা মাথা নাড়লেন। 'গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদানের কোনো কপি পাওয়া সম্ভব নয়। জেরাম-৫২৫। আজ এই ৬০ বছর পর এসেও আমরা ওটার কোনো কপি কিংবা নতুন করে তৈরি করতে পারিনি।'

'তাহলে বেল নেই তো চিকিৎসাও নেই,' বলল ক্রো।

'কিন্তু একটা সুযোগ হয়তো আছে... যদি আমরা একে অপরকে সাহায্য করি।' অ্যানা তাঁর একটি হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'আমরা যদি একসাথে কাজ করি... তাহলে আমি প্রতিশ্রুতি রাখব।'

ক্রো তাঁর সাথে হাত মেলালেও এখন মনে মনে দ্বিধায় ভুগছে। এখানে কেমন যেন একধরনের কৌশল, চাতুরীর গন্ধ পাচ্ছে ও। কিছু একটা আছে যেটা অ্যানা ওকে এখনও বলেনি। তাঁর সব কথা... ব্যাখ্যাগুলো যেন ওদের ভুল দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ভ্রান্ত করছে। আর ওকে-ই বা এখন ডিল করার জন্য প্রস্তাব দেয়া হলো কেন?

তারপর মনে পড়ল ওর।

ও জানে।

'দুর্ঘটনা...' বলল ক্রো।

ওর হাতের ভেতরে থাকা অ্যানার আঙুল কেঁপে উঠল।

'ওটা তাহলে দুর্ঘটনা ছিল না, তাই তো?' মাথার ভেতরে ঘুরতে থাকা কথাগুলো মনে করল ক্রো।

'স্যাবোটাজও ছিল।' মাথা নাড়লেন অ্যানা। 'প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম ব্যাপারটা দুর্ঘটনা। আমরা বিভিন্ন সময় তরঙ্গ সম্পর্কিত সমস্যায় পড়ে থাকি। বেল-এর আউটপুট হিসেবে সেগুলোকে বের করে দেই। খুব বড় কিছু নয়। এনার্জী বাইরে বের করে দেয়ার ফলে কিছু রোগ হয়। কিছু মৃত্যু হয়, এই তো।'

মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল পেইন্টার, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। *তেমন কিছু নয়।* রোগ আর মৃত্যুগুলোর কারণে আং গেলু আন্তর্জান্তিক পরিমণ্ডলে ফোন করেছিলেন, যার ফলে পেইন্টার আজ এখানে।

অ্যানা বলে যাচ্ছেন, 'কিন্তু কয়েক রাত আগে কেউ একজন আমাদের রুটিন সেটিংস বদলে বেল-এর আউটপুটের মান অনেক বাড়িয়ে দেয়।'

'আর সেটার প্রভাব পড়ে মঠ ও গ্রামের ওপর।'

'ঠিক বলেছেন।'

অ্যানার হাত শক্ত করে ধরল ক্রো। মনে হলো তিনি বোধহয় হাত ছাড়িয়ে নিতে চাচ্ছেন। কিন্তু পেইন্টার ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়। অ্যানা পুরো বিষয়টি খোলাসা করা এড়িয়ে যেতে চাইছেন। কিন্তু পেইন্টারও জানে আসল ঘটনা ওকে জানতেই হবে। তাহলে একে অপরকে সাহায্য করার প্রস্তাবটি সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

'মঠের সন্ন্যাসী আর গ্রামবাসীরাই শুধু আক্রান্ত হয়নি,' বলল পেইন্টার। 'তাদের সাথে এখানকার সবাই আক্রান্ত হয়েছে। আপনারা সবাই আমার মতো অসুস্থ। মঠের মতো অত গভীর লক্ষণ প্রকাশ পায়নি, তবে আপনারাও আমার মতো ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগোচ্ছেন।'

চোখ সরু করলেন অ্যানা। ক্রো'কে পর্যবেক্ষণ করে মেপে নিলেন কতখানি বলবেন... অবশেষে মাথা নাড়লেন তিনি। 'আমরা এখানে... কোনমতে নিরাপদ আছি। বেল-এর ক্ষতিকারক রেডিয়েশনের অধিকাংশই শ্যাফট দিয়ে উপরে পাঠিয়ে বাইরে বের করে দেয়া হয়েছে।'

পাহাড়ের উপরে ভূতুড়ে আলোর কথা মনে পড়ল পেইন্টারের। নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য জার্মানিরা বিপজ্জনক রেডিয়েশন পুরো এলাকায় ছড়িয়ে দিয়েছে। যদিও এখানকার বিজ্ঞানীরা এত চেষ্টা করেও পুরোপুরি রক্ষা পায়নি।

কোনোরকম কুণ্ঠা ও অপরাধবোধে না ভুগে অ্যানা বললেন। 'আমরা সবাই এখন একই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।'

হাতে অন্যকোনো রাস্তা খোলা আছে কিনা ভাবল পেইন্টার। নেই। দুই পক্ষের কেউই কাউকে বিশ্বাস করছে না, কিন্তু দুই পক্ষ এখন একই নৌকার যাত্রী। সে-হিসেবে মিলেমিশে থাকাই ভাল। অ্যানার হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে ডিল পাকা করল ক্রো। সিগমা ও নাৎসি এখন একদল।

দ্বিতীয় খণ্ড

সাত.

ব্ল্যাক মাম্বা

ভোর ৫ টা ৪৫ মিনিট।
হলুহলুই-আমফলোজি প্রিজার্ভ,
জুলুল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা।

প্রধান ওয়ার্ডেনের ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে খামিশি টেইলর। ওয়ার্ডেন জেরাল্ড কেলজ ওর দেয়া গতকালের রিপোর্ট পড়ে শেষ করা পর্যন্ত মেরুদণ্ড শক্ত করে অপেক্ষা করল। মাথার ওপরে ঘুরতে থাকা ফ্যান থেকে বেরোনো আওয়াজ ছাড়া রুমে কোনো আওয়াজ নেই।

ধার করা পোশাক পরে আছে খামিশি। প্যান্ট খুব বেশি লম্বা আর শার্ট বেশ টাইট হয়েছে। তবে ওগুলো শুকনো। গতকাল সারাদিন-রাত কাদাপানিতে শরীর ডুবিয়ে রাইফেল হাতে তৈরি হয়ে ছিল ও। ডাঙায় উঠে এখন এই শুকনো কাপড়-চোপড়ের মূল্য বুঝতে পারছে।

দিনের আলো যে কতখানি জরুরি সেটাও বুঝতে পারছে ও। অফিসের পেছনের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভোরের সূর্য গোলাপি আভা ফোটাচ্ছে আকাশে। ছায়া থেকে বেরিয়ে আসছে পৃথিবী।

বেঁচে ফিরেছে খামিশি। বেঁচে আছে।

নিজেকে বাঁচানো ছাড়া কিছু করার ছিল না ওর।

ওর মাথায় এখনও উকুফা'র চিৎকার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

রিপোর্ট পড়তে পড়তে প্রধান ওয়ার্ডেন জেরাল্ড কেলজ তাঁর গোঁফ মোচড়ালেন। ভোরের আলো এসে তাঁর চকচকে টাকঅলা মাথায় পড়ে সেটাকে তেলতেলে উজ্জ্বল করে তুলল। নাকের ডগায় অর্ধচন্দ্রাকৃতির রিডিংগ্লাস নিয়ে অবশেষে মুখ তুললেন তিনি।

'মিস্টার টেইলর, আপনি চান আমি এই রিপোর্ট ফাইল করে রাখি?' রিপোর্টের হলদে কাগজের ওপর এক আঙুল চালিয়ে দেখালেন। '*একটা অজ্ঞাত জানোয়ার।* ড. ফেয়ারফিল্ডকে টেনে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে একটা অজ্ঞাত জানোয়ার! আপনি আর জিনিস খুঁজে পেলেন না?'

'স্যার, আমি প্রাণীটাকে ভালভাবে দেখতে পাইনি। কেমন যেন বিশাল সাদা লোমশঅলা। রিপোর্টে লিখেছি, স্যার।'

'সিংহী হবে হয়তো।' বললেন জেরাল্ড।

'না, স্যার... কোনো সিংহ-টিংহ নয়।'

'কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন? একটু আগেই না বললেন, প্রাণীটাকে আপনি ভালভাবে দেখতে পাননি?'

'জ্বী, স্যার... মানে ইয়ে... স্যার... আমি পরিচিত কোনো প্রাণীর সাথে ওটার কোনো মিল পাইনি।'

'তাহলে কী পেয়েছেন?'

চুপ মেরে গেল খামিশি। ও জানে *উকুফা*'র নাম উচ্চারণ করলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। কিন্তু সাদামাটা রৌদ্রউজ্জ্বল দিয়ে উকুফা'র কথা বললে হাসির পাত্র হতে হবে ওকে। খামিশি আফ্রিকার উপজাতির বংশধর হওয়ায় *কুসংস্কারে আক্রান্ত* বলে সবাই পরিহাস করবে।

'কোনো একটা জানোয়ার ড. ফেয়ারফিল্ডকে আক্রমণ করে টেনে নিয়ে যায়। আপনি ওটাকে কাছ দেখে দেখতে পারেননি যে চিনে ফেলবেন...'

ধীরে ধীরে খামিশি মাথা নাড়ল।

'... আর তারপর আপনি কী করলেন? কাদা-পানির ভেতরে গিয়ে লুকালেন?' চাপ দিয়ে রিপোর্ট ভাঁজ করে ফেললেন জেরাল্ড। 'আপনার কী মনে হয়, এই রিপোর্ট আমাদের সার্ভিসের মানের ওপর প্রশ্ন সৃষ্টি করবে না? আমাদের একজন ওয়ার্ডেন একজন ৬০ বছর বয়স্কা নারীকে মরতে দিয়ে নিজে পালিয়ে জীবন বাঁচিয়েছে! কোন প্রাণী এসে আক্রমণ করেছে সেটা খোঁজার চেষ্টা পর্যন্ত করেনি!'

'স্যার, বিষয়টা ওরকম না...'

'কীসের ওরকম না?' গর্জে উঠলেন জেরাল্ড। এতটাই জোরে যে রুমের বাইরেও তাঁর গলার আওয়াজ শোনা গেল। রুমের বাইরে সকল স্টাফকে জরুরি তলব করে ডেকে আনা হয়েছে। 'ড. ফেয়ারফিল্ডের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যোগাযোগ করে আমি কী বলব? বলব... তাদের মা কিংবা দাদু/নানুকে কোনো এক প্রাণী আক্রমণ করে টেনে নিয়ে গেছে আর আমার এক ওয়ার্ডেন... অস্ত্রধারী ওয়ার্ডেন পালিয়ে নিজের জান বাঁচিয়ে গুষ্ঠী উদ্ধার করেছে?'

'আমার তখন কিছুই করার ছিল না।'

'শুধু নিজের... চামড়া বাঁচানো ছাড়া।'

বাক্যের মধ্যে অনুচ্চারিত শব্দটিও খামিশি শুনতে পেল।

শুধু নিজের *কালো* চামড়া বাঁচানো ছাড়া।

খামিশিকে চাকরি করতে দেখে জেরাল্ড মোটেও অবাক হননি। খামিশির পরিবারের সাথে পুরো আফ্রিকানের সরকারের সাথে সম্পর্ক আছে। আর সেই যোগসূত্র ধরেই এই পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে খামিশি। এমনকি সে এখনও ওলডাভি কান্ট্রি ক্লাবের সদস্য, যেখানে কি-না সবসময় অভিজাত সাদা চামড়াধারী বিত্তশালীদের আড্ডা বসে। তবে নতুন আইন পাস হওয়ার পর থেকে অনেক জাত-ভেদ, বাধা-বিঘ্ন কমে গেছে। এখনও সাউথ আফ্রিকায় ব্যবসা বলতে ব্যবসা-কেই বোঝায়। কোনোপ্রকার

গণ্ডগোল নেই। ডি বিয়ার্সেস-রা তাঁদের হীরের খনি এখনও ধরে রেখেছে অন্যদিকে বাকি সবকিছু আছে ওয়ালেনবার্গ-এর দখলে।

পরিবর্তন আসবে, তবে সেটা আসবে ধীরে ধীরে।

খামিশি'র এই পদে যোগদান হলো একটি ছোট পদক্ষেপ মাত্র। ওর এই চাকরির মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বেশ সুবিধে করে দিয়ে যেতে পারবে। নিজের ও পরবর্তী প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে কণ্ঠস্বর শান্ত রাখল খামিশি। 'যদি তদন্তকারিগণ ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে আসেন, তাহলে আমি নিশ্চিত আমার কৃতকর্মের পক্ষেই রায় দেবেন তাঁরা।'

'তাই নাকি, মিস্টার টেইলর? মাঝরাতে হেলিকপ্টার আপনাকে কাদা-পানির ভেতর থেকে উদ্ধার করে আনার ১ ঘণ্টা পরেই আমি এক ডজন লোক পাঠিয়েছিলাম। ১৫ মিনিট আগে তারা রিপোর্ট দিয়েছে। শিয়াল আর হায়নার তাণ্ডবে প্রায় ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাওয়া রাইনোর লাশ পেলেও আপনার রিপোর্টে থাকা বাচ্চা রাইনোর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। তারচেয়েও বড় কথা ড. মারশিয়া ফেয়ারফিল্ডেরও কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি।'

মাথা নাড়ল খামিশি। এই অভিযোগগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করার পথ খুঁজছে। রাতের কথা মনে করল ও। দিন তো মনে হচ্ছিল ফুরোবে না, কিন্তু রাত নামার পর অবস্থা আরও জঘন্য হয়েছিল। সূর্য ডোবার পর থেকে হামলায় আক্রান্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল খামিশি। কিন্তু হায়নার ইয়েপ-ইয়েপ-ইয়েপ ডাক, শিয়ালের হুক্কা-হুয়া আর বিভিন্ন পশুপাখির ডাক ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায়নি।

পশুপাখিদের ডাক শুনে ও তখন ভেবেছিল এখন জিপের দিকে দৌড় দেয়া নিরাপদ হবে। যেহেতু স্বাভাবিকভাবে শিয়াল আর হায়না এখানে উপস্থিত হয়েছে, তার মানে দাঁড়াল, চলে গেছে উকুফা।

কিন্তু খামিশি তবুও নড়ল না।

ওর মনে তখনও ড. মারশিয়ার আক্রান্ত হবার দৃশ্য তাজা ছিল। সাহস হলো না।

'ওই প্রাণীর পায়ের ছাপ নিশ্চয়ই অন্যরকম হবে,' বলল ও। 'ওখানে...' একটু আশান্বিত হয়ে ভাবল খামিশি। যদি ওর কাছে প্রমাণ থাকত...

'সিংহের পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে।' বললেন জেরাল্ড। 'একটু আগে আমি সেটাই বলছিলাম।'

'সিংহ?'

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় আমাদের কাছে সেই উদ্ভট প্রাণীর কিছু ছবিও আছে। আপনি বরং সেগুলো ভালভাবে দেখে রাখুন, যাতে ভবিষ্যতে দেখলে চিনতে পারেন। আপনার হাতে তো সামনে অঢেল সময়, সময়গুলোকে এই কাজে লাগাবেন।'

'স্যার?'

'মিস্টার টেইলর, আপনাকে বরখাস্ত করা হলো।'

এই ধাক্কা লুকোতে ব্যর্থ হলো খামিশির চেহারা। ও জানে, এখানে ওর জায়গায় যদি অন্য কোনো ওয়ার্ডেন হতো... সাদা চামড়ার কেউ... তাহলে এই সিদ্ধান্ত হতো না। আরেকটু বিবেচনা করে দেখা হতো। কিন্তু ওর গায়ে যখন উপজাতির কালো চামড়া আছে সেহেতু ও সেই বিবেচনা পাবে না। এই বিষয় নিয়ে খামিশি তর্কে যেতে চায় না। তর্কে গেলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যাবে।

'আপনাকে কোনো টাকাও দেয়া হবে না। আগে পুরো তদন্ত শেষ হোক, তারপর পাবেন।'

পুরো তদন্ত। খামিশি জানে সেই তদন্ত কীভাবে শেষ হবে।

'পুলিশ বলেছে আপনি এই অঞ্চল ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না। দায়িত্বের বিষয়টা ছাড়াও ক্রিমিনাল ব্যাপার-স্যাপার আছে।'

খামিশি চোখ বন্ধ করল।

সূর্য উঠলেও কাল রাতের আঁধার এখনও কাটেনি।

দশ মিনিট পর।

জেরাল্ড কেলজ তাঁর ডেস্কে বসে আছেন। অফিস রুম এখন ফাঁকা। ঘেমে যাওয়া হাতের তালু দিয়ে নিজের আপেলের মতো চকচকে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন তিনি। ঠোঁট বাঁকিয়ে বসে আছেন, স্বস্তি পাচ্ছেন না। রাতের ঘটনাটি তো আর মুছে ফেলা যাবে না, অনেক ঝক্কি সামলাতে হবে এবার। হাজারটা জিনিসের দিকে নজর রাখতে হবে তাঁকে। মিডিয়াকে সামলাতে হবে, ড. ফেয়ারফিল্ডের পরিবার ও পার্টনারের মুখোমুখি হতে হবে।

শেষ বিষয়টি চিন্তা করতে গিয়ে মাথা নাড়লেন জেরাল্ড। সামনের দিকে ড. পলা কেইন খুব বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবেন, বোঝা যাচ্ছে। জেরাল্ড জানেন, এই দুই বয়স্কা নারীর "পার্টনারশিপ" রিসার্চ ক্ষেত্র ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। ড. পলা কেইন-ই গতকাল রাতে ড. মারশিয়াকে বাড়ি ফিরতে না দেখে হেলিকপ্টার নিয়ে সার্চ পার্টি পাঠানোর জন্য তোড়জোর শুরু করেছিলেন।

মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে বিষয়টি ভেবেছিলেন জেরাল্ড। বিভিন্ন গবেষক প্রায়ই জঙ্গলে রাত কাটিয়ে থাকেন, সেটা কোনো ব্যতিক্রম ব্যাপার নয়। কিন্তু যখন তিনি শুনলেন ড. মারশিয়া আর ওয়ার্ডেন ওয়ালেনবার্গ প্রাইভেট স্টেট অ্যান্ড প্রিজার্ভের কাছে থাকা পার্কের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গেছেন, তখন আর বিছানা থেকে না নেমে থাকতে পারেননি।

তাঁর নেতৃত্বে একটি জরুরি অভিযান শুরু করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। রাতের নির্জনতাকে নষ্ট করে কোলাহল করে অভিযান পরিচালনাও করা হয়েছিল কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। জিন তার বোতলে ফিরে গেছে।

তবে এখনও একটি কাজ করা বাকি।

কাজ ঝুলিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না।

ফোন তুলে একটি প্রাইভেট নাম্বারে ডায়াল করলেন তিনি। নোটপ্যাডে কলম দিয়ে দাগাতে দাগাতে ওপাশে ফোন ধরার জন্য অপেক্ষা করছেন।

'রিপোর্ট,' ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'এইমাত্র তার সাথে ইন্টারভিউ শেষ করলাম।'

'তারপর?'

'সে কিছুই দেখেনি... ঠিকভাবে কিছুই দেখতে পায়নি।'

'মানে কী?'

'এক ঝলক দেখে আরকি। কিন্তু চিনতে পারেনি।'

একটু দীর্ঘ নীরবতা।

নার্ভাস হয়ে পড়লেন জেরাল্ড। 'তার দেয়া রিপোর্ট সম্পাদনা করে দেয়া হবে। সিংহ। এটাই লেখা থাকবে রিপোর্টে। আমরা আরও কয়েকটা গুলি করে এই ব্যাপারটা এখানেই দুই-একদিনের মধ্যে শেষ করে দেব। আর এই লোকটাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।'

'ভেরি গুড। কী করতে হবে জানা আছে তো?'

কেলজ একটু আপত্তি তুললেন। 'তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই বিষয়ে আর ঘাটাতে সাহস পাবে না। খুব ভাল করে ভয় পাইয়ে দিয়েছি। আমার মনে হয় না...'

'রাইট। কিছু মনে করতে হবে না। যা নির্দেশ দেয়ার দিয়েছি। ব্যাপারটা দুর্ঘটনার মতো করে সাজাবে।'

লাইন কেটে গেল।

ক্রাডলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন কেলজ। রুমের ভেতরে ফ্যান চলার পরেও তাঁর শ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল। দিন বাড়ার সাথে গরমও বাড়ছে। ফ্যানে কিচ্ছু হচ্ছে না।

অবশ্য এই গরমের ফলে তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরল না। ঘাম ঝরার অন্য কারণ আছে।

যা নির্দেশ দেয়ার দিয়েছি।

আর কেলজ ভাল করেই জানেন, নির্দেশ অমান্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

ডেস্কে থাকা নোটপ্যাডের দিকে তাকালেন তিনি। আনমনে এই চিত্রকর্ম এঁকে বসে আছেন। মনের অজান্তে মনের ভেতরে থাকা ভয়ের প্রতিচ্ছবি নোটপ্যাডে উঠে এসেছে।

জেরাল্ড পৃষ্ঠাটি দ্রুত ছিঁড়ে ফেললেন। ছিঁড়ে কুটিকুটি করলেন, কোনো প্রমাণ রাখলেন না। রাখা চলবেও না। এটাই নিয়ম।

তাঁকে নির্দেশ দেয়া আছে।

ব্যাপারটা দুর্ঘটনার মতো করে সাজাবে।

ভোর ৪টা ৫০ মিনিট।
৩৭ হাজার ফুট উঁচুতে, জার্মানি।

'এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা ল্যান্ড করব,' বলল মন্‌ক। 'তুমি আরেকবার ঘুমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

টানটান হলো গ্রে। চ্যালেঞ্জার ৬০০ জেট-এর মৃদু গুঞ্জন ওকে স্বস্তি দিলেও ওর মনে ভেসে উঠছে গতকালের ঘটনাগুলো। ধাঁধা মেলানোর চেষ্টা করছে ও। চোখের সামনে ডারউইন বাইবেল খুলে বসে আছে।

'ফিওনার কী অবস্থা?'

মাথা নেড়ে প্লেনের পেছনের সোফার দিকে তাকাল মন্‌ক। কম্বলের নিচে শুয়ে আছে সে। 'অবশেষে শুয়েছে। ব্যথার ওষুধ দেয়াতে থেমেছে... বাচ্চারা কখনও মুখ বন্ধ রাখতে চায় না। বকর বকর করতেই থাকে।'

কোপেনহ্যাগেন এয়ারপোর্ট থেকে একটানা বক বক করে এসেছে ফিওনা। গ্রে মন্‌কে ফোন করে সতর্ক করে দিয়েছিল। গ্রে'র কথা অনুযায়ী একটি প্রাইভেট কার এসে ওদের দু'জনকে অপেক্ষমাণ জেটের কাছে এনে পৌঁছে দিয়ে গেছে। রিফিউলিং (জ্বালানি) ভরা হচ্ছিল জেটে। ভিসা আর কূটনীতিক বিষয়গুলো সামাল দিয়েছেন লোগান।

তবে চ্যালেঞ্জার আকাশে উড্ডয়ন না করা পর্যন্ত গ্রে স্বস্তি পাচ্ছিল না।

'গুলির আঘাতের কী খবর?'

শ্রাগ করে পাশের চেয়ারে লুটিয়ে পড়ল মন্‌ক। 'গুলি বিদ্ধ হয়নি। জাস্ট ছুঁয়ে গেছে। তবে গভীর জখম হয়েছে কয়েকটা। সামনের কয়েকটা দিন ওকে ওগুলো বেশ ভালই যন্ত্রণা দেবে। তবে অ্যান্টিসেপটিক, লিকুইড স্কিন সিলেন্ট আর ব্যান্ডেজ দিলে আরও দুই দিন লাগবে সব সেরে যেতে। তারপর আরও লোকজনের পকেট মারবে।'

ওর ওয়ালেট ঠিক জায়গায় আছে কি-না নিজের পকেট হাতড়ে দেখল মন্‌ক।

'*হ্যালো* বলার জন্য ও পকেট মেরে থাকে।,' বলল গ্রে। ক্লান্ত হাসি লুকোল ও। গ্রিট্টি নেয়াল ওকে এরকম একটি কথা গতকাল বলেছিলেন। ও খোদা, মাত্র গতকালের কথা! গতকাল?

মন্‌কে ফিওনার সেবায় রেখে লোগানের কাছে রিপোর্ট করেছিল গ্রে। নিলাম অনুষ্ঠানে গ্রে'র কর্মকাণ্ড শুনে সিগমার ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর মোটেও খুশি হননি। কারণ গ্রে'র ওখানে যাওয়ারই কথা ছিল না। ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। কপাল ভাল, নিলামে অংশগ্রহণকারীদের ছবি ওর পেনড্রাইভে রাখা ছিল। ওই দুই নারী-পুরুষের ছবিও আছে। সবগুলো ছবি লোগানের কাছে পাঠিয়ে দিল গ্রে। সেই সাথে বাইবেলের কিছু পৃষ্ঠা ও ওর নোটে আঁকা বিভিন্ন ছবি ফ্যাক্স করে দিল।

লোগান ও ক্যাট এসব নিয়ে কাজ করে বের করবে এগুলোর পেছনে কার হাত আছে।

লোগান ইতোমধ্যে কোপেনহ্যাগের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ সেরে ফেলেছেন। না, পার্কে কোনো মানুষ মারা যাওয়ার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে ওদের সেই আততায়ীর লাশ স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে। আতঙ্কিত দর্শনার্থীদেরকে ভড়কে দিয়ে ওদের পার্ক থেকে বেরিয়ে আসাটা অল্পের ভেতরে দিয়েই কেটে গেছে। কেউ কোনো গুরুতর আঘাত পায়নি... তবে আগলি ডাকলিং-এর কথা ভিন্ন।

মন্‌কের বুক পকেটের দিকে গ্রে তাকিয়ে আছে।

'আংটি এখনও আছে ওখানে?' বলল ও। বন্ধুকে খোঁচা মারল আরকি।

'ওর তো এটাও চুরি করার কোনো দরকার নেই।'

ফিওনার চুরিবিদ্যার তারিফ করতেই হয়, ভাবল গ্রে। হাত খুব চালু।

'আংটির বক্স সম্পর্কে বলো। কাহিনি কী?' ডারউইন বাইবেল বন্ধ করে প্রশ্ন করল গ্রে।

'আমি তোমাকে এটা দিয়ে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম।'

'মন্‌ক, অত ঢং করতে হবে না।'

'আরে থামো। মানে, আমি তোমাকে ব্যাপারটা আমার সুবিধামতো সময়ে জানাতাম।'

পেছনে হেলান দিল গ্রে। মন্‌কের দিকে তাকিয়ে হাত দুটো আড়াআড়ি করে রাখল। 'প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ। মিসেস মন্‌ককে চিনি না আমি। তাই সে তো আর এটা জানতে পারবে না।'

'কচু। আমি এই জিনিস গত দুই মাস আগে কিনে বয়ে বেড়াচ্ছি। ওকে দেয়ার মতো উপযুক্ত সময়ই পাচ্ছি না।'

'সময় না। বলো, সাহস পাচ্ছো না।'

'হ্যাঁ, সেটাও হতে পারে।'

মন্‌কের কাছে গিয়ে হাঁটু চাপড়ে দিল গ্রে। 'সে তোমাকে ভালবাসে, মন্‌ক। দুশ্চিন্তাও করে।'

মন্‌ক বাচ্চা ছেলেদের মতো হাসল। এই হাসিতে ওকে ভাল না লাগলেও ওর দুই চোখে গভীর ভালবাসা দেখতে পেল গ্রে। নিজের কৃত্রিম হাতের কব্জিতে হাত বুলাল ও। যতই সাহসী হোক, গত বছরের দুর্ঘটনা মন্‌ককে অনেক বড় ধাক্কা দিয়েছিল। ওকে সুস্থ করে তুলতে প্রায় পাগল হয়ে গেছিল ক্যাট ব্রায়ান্ট। ডাক্তারদের চেয়ে ক্যাট-ই বেশি পরিশ্রম করেছে, সেবা করেছে। তারপরও মন্‌কের মনে শংকা কাটেনি। ক্যাটের ব্যাপারে ও নিরাপত্তহীনতায় ভোগে।

একটি কালো মখমলের বক্স খুলল মন্‌ক। ওর ভেতরে তিন ক্যারেটের অ্যাঙ্গেজমেন্ট রিং আছে। 'হয়তো আরেকটু বড় হীরা কেনা দরকার ছিল... বিশেষ করে এখনকার জন্য।'

'মানে?'

গ্রে'র দিকে তাকাল মন্‌ক। ওর চেহারায় নতুন এক অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। 'ক্যাট প্রেগন্যান্ট।'

গ্রে অবাক হয়ে গেছে। 'কী? কীভাবে হলো?'

'আমার তো মনে হয় তুমি জানো, কীভাবে মেয়েরা প্রেগন্যাণ্ট হয়।' মন্‌ক জবাব দিল।

'ক্রাইস্ট... কনগ্রাচুলেশনস,' বোকার মতো কথা বলে সেটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে গ্রে। তবে এখন একটা কাজের প্রশ্ন করল। 'তার মানে, তোমরা বাবুটাকে রাখবে।'

এক চোখের ভ্রু উঁচু করল মন্‌ক।

'অবশ্যই রাখবে,' আবার বোকার মতো কথা বলে মাথা নাড়ল ও।

'এখনও বেশিদিন হয়নি,' মন্‌ক জানাল। 'ক্যাট চায় না ব্যাপারটা অন্য কেউ জানুক... তবে বলেছে তুমি জানলে কোনো সমস্যা নেই।'

মাথা নাড়ল গ্রে। এরকম একটা খবর পেয়ে ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করছে। মন্‌ককে বাবা হিসেবে কল্পনা করতে গিয়ে খেয়াল করল মন্‌ক বেশ সুন্দরভাবে বাবা হতে পারবে। বাবা হিসেবে মন্‌ক বেশ ভাল মানিয়ে যায়।

'ও খোদা, দারুণ ব্যাপার।'

আংটির বক্স বন্ধ করল মন্ক। 'এবার তোমার খবর বলো?'

গ্রে ভ্রু কুঁচকাল। 'আমার খবর?'

'র‍্যাচেল আর তুমি। টিভোলি গার্ডেনস-এর কাহিনি ওকে বলার পর সে কী বলল?'

গ্রে'র কপালে ভাঁজ পড়ল।

'গ্রে...'

'কী?'

'তুমি এখনও তাকে ফোন করোনি, তাই না?'

'আমার মনে হয় না...'

'সে যেহেতু কাছাকাছি ছিল তাই কোপেনহ্যাগেনে সংগঠিত সম্ভাব্য সকল সন্ত্রাসী হামলার খবর সে জানে। আর কেউ যদি "বোম!" বলে চিৎকার করে কোনো ঘটনার সৃষ্টি করে, আগলি ডাকলিং-এ চড়ে পার্ক থেকে বের হয়ে তুলকালাম বাধিয়ে দেয় তাহলে তো কথাই নেই। তোমার ওকে পুরো বিষয়টা খুলে জানানো উচিত।'

মন্ক ঠিকই বলেছে। র‍্যাচেলকে ফোন করে জানানো উচিত ছিল।

'গ্রেসন পিয়ার্স, আপনাকে দিয়ে জাতি কী করবে?' হতাশায় মাথা দোলাল মন্ক। 'বলেন, মেয়েটাকে কবে ছেড়ে দিচ্ছেন?'

'কী বলছ?'

'ঢং করো না। তুমি আর র‍্যাচেল রিলেশন করছ, ভাল কথা। কিন্তু রিলেশনটা কী আদৌ ঠিকভাবে হচ্ছে?'

গ্রে রেগে গেল। 'সেটা তোমাকে ভাবতে হবে না। তবে আমরা এসব নিয়েই আজকে কথা বলার জন্য প্ল্যান করেছিলাম। কিন্তু সব তো ভজকট হয়ে গেল।'

'তোমার জন্য ভালই হয়েছে। রিলেশনের ভেজালে জড়াতে হবে না। বেঁচে গেলে।'

'শোনো, দুই মাস ধরে পকেটে অ্যাঙ্গেজমেন্টের আংটি বয়ে বেড়াচ্ছ বলে এই না যে তুমি *লাভ গুরু* হয়ে গেছ!'

দুই হাত জড়ো করে ক্ষমা প্রার্থনা করল মন্ক। 'ঠিক আছে ভাই, মাফ চাই... আমি জাস্ট বলছিলাম...'

গ্রে এত সহজে ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়। 'কী?'

'তুমি আসলে সত্যি সত্যি কোনো রিলেশনশিপ চাও না।'

কথার আঘাতে হতভম্ব হয়ে গেল গ্রে। 'কী বলছ তুমি? আমি আর র‍্যাচেল দু'জনই এটাকে সামনে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে আন্তরিক। আমি র‍্যাচেলকে ভালবাসি। তুমি তো সেটা জানোই।'

'জানি। ভালবাসো, ওটা ঠিক আছে। কিন্তু তুমি ওর সাথে আসল সম্পর্কে জড়াতে চাও না।' হাতের তিন আঙুল বের করে বলল মন্ক। 'যেমন স্ত্রী, বন্ধন, বাচ্চা-কাচ্চা।'

গ্রে কিছু বলল না। স্রেফ মাথা নাড়ল।

'তুমি র‍্যাচেলের সাথে জাস্ট ডেটিং করার জন্য রিলেশন করছ।'

কিছু একটা বলে মোক্ষম জবাব দিতে চাচ্ছিল গ্রে। কিন্তু মন্‌ক তো একেবারে ভুল বলেনি। গ্রে আর র‍্যাচেলের যখনই দেখা হয় তখন একটুও রোমান্টিক সময় কাটাতে পারে না ওরা। বিছানায় যাওয়া এক ব্যাপার, সেটার আগে একটু ডেটিং করারও দরকার আছে। আর ঘাটতিটা সেখানেই।

'তোমাকে আমি কতদিন ধরে চিনি?' মন্‌ক প্রশ্ন করল।

প্রশ্নকে পাত্তাই দিল না গ্রে।

'তখন থেকে এপর্যন্ত কতগুলো সিরিয়াস গার্লফ্রেন্ড হয়েছে তোমার?' হাত দিয়ে বড় করে শূন্য এঁকে দেখাল মন্‌ক। 'এটা তোমার প্রথম সিরিয়াস গার্লফ্রেন্ড। আর এর সাথে তোমার আচরণের এরকম দশা। কার সাথে রিলেশন করছ তুমি, দেখেছ একবারও?'

'র‍্যাচেল তো খুব ভাল মেয়ে।'

'হোক। যাক, অবশেষে মুখ খুলছ দেখে ভাল লাগছে। কিন্তু বন্ধু, এরকম অসম্ভব পরিস্থিতি আর বাধায় থেকে কী ভালবাসা হয়?

'কীসের বাধা?'

'আটলান্টিক সাগরটাই ধরো। তোমার আর তোমার রিলেশনের মাঝে দূরত্ব তৈরি করে বসে আছে।' আবার তিন আঙুল দেখাল মন্‌ক। স্ত্রী, বন্ধন আর বাচ্চা।

'তুমি প্রস্তুত নও,' বলল মন্‌ক। 'আমি যখন ক্যাটের প্রেগন্যান্ট হবার কথাটা বললাম তখন তোমার চেহারার ভাব খেয়াল করেছি। ওখানে আতঙ্ক আর ভয় ছিল। যদিও বাচ্চাটা আমার। কিন্তু ভয়ে তুমি অস্থির।'

গ্রে'র হৃদপিণ্ড একদম গলার কাছে এসে লাফাতে লাগল। ওর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আঘাত পেয়েছে একদম মোক্ষম জায়গায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মন্‌ক। 'তোমার সমস্যা আছে, বন্ধু। ওগুলো নিয়ে একটু কাজ করো। কীভাবে করবে সেটা তুমি জানো।'

জেটের ইন্টারকম বেজে ওঠায় কিছু বলা থেকে বেঁচে গেল গ্রে।

'আমরা আর আধা ঘণ্টা পর ল্যান্ড করব।' পাইলট জানাল।

'ল্যান্ড করার আগপর্যন্ত আমি এগুলো নিয়ে একটু ভেবে দেখি,' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বিড়বিড় করল গ্রে।

'শুনে ভাল লাগল।'

মন্‌কের দিকে ফিরল ও। মন্‌ককে কড়া করে কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আমি র‍্যাচেলকে ভালবাসি।'

সিটে হেলান দিল মন্‌ক। ঘোঁতঘোঁত করে বলল 'জানি তো। আর সেজন্যই ব্যাপারটা কঠিন।'

সকাল ৭টা ০৫ মিনিট।
হ্লুহ্লুই-আমফলোজি প্রিজার্ভ।

চায়ে চুমুক দিল খামিশি টেইলর। যদিও চা-টায় মধু মেশানোয় বেশ সুস্বাদু হয়েছে কিন্তু ও কোনো স্বাদ পেল না।

'তাহলে মারসিয়া'র বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই?' পলা কেইন প্রশ্ন করলেন।

মাথা নাড়ল খামিশি। যা সত্য সেটা বলাই ভাল। প্রধান ওয়ার্ডেন ওকে বরখাস্ত করেছে বলে ও এখানে আসেনি। প্রিজার্ভের এক প্রান্তে থাকা নিজের এক রুমের বাসা থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য এসেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ার্ডেনদের জন্য ওরকম ছোট ছোট বাসা বানিয়ে রাখা আছে এখানে। বরখাস্ত হয়েছে, তারপর যখন চাকরি একেবারে চলে যাবে তখন তো আর এখানেও থাকতে পারবে না। চাকরি চলে যাওয়া এখন সময়ের ব্যাপার।

তবে সরাসরি বাসায় না ফিরে পলা কেইনের বাসায় এসে হাজির হয়েছে খামিশি। পার্কে যাওয়ার অর্ধেক রাস্তায় গবেষকদের জন্য নির্মিত অস্থায়ী বাসস্থান পাওয়া যায়। অর্থ যতদিন পর্যন্ত শেষ না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এখানে থাকবে গবেষকরা।

খামিশি বেশ কয়েকবার এই দোতলা বাসায় এসেছে। এখানে থাকা দুইজন গবেষকের কখনও অর্থাভাব হয়নি। আগেরবার পলা কেইনের এই বাসায় থাকার ১০ম বর্ষপূর্তি উদযাপনের জন্য এখানে এসেছিল খামিশি। হুলুহুলুই-আমফলোজি-র বিজ্ঞান কমিউনিটিতে এই জন একদম চেনা মুখ ছিলেন।

কিন্তু এখন আছেন মাত্র একজন।

নিচু টেবিলের অপরপাশে থাকা ছোট্ট আসনে বসেছেন ড. পলা কেইন। তাঁর চোখ ছলছল করলেও গাল এখনও শুকনো আছে।

'ঠিক আছে।' বললেন তিনি। দেয়ালে থাকা ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে সুখী জীবনের স্মৃতিগুলোর ওপরে চোখ বুলালেন। খামিশি জানে এরা দু'জন অক্সফোর্ড থেকে পরিচিত। 'আমি খুব একটা আশা রাখিনি।'

ছোটখাটো আকৃতির এই পলা কেইনের শরীর স্বাস্থ্য বেশ হালকা। চুলগুলো কালো, স্কয়ার কাট দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত রাখা। খামিশি জানে এই মহিলার বয়স প্রায় ৬০ ছুঁই ছুঁই করছে, কিন্তু তাঁকে দেখতে আরও ১০ বছর কম মনে হয়। তাঁর চেহারায় অন্যরকম সৌন্দর্য আছে, যেটা মেকি মেক-আপ দেয়া চেহারাগুলোকেও হার মানায়। কিন্তু আজ সকালে তাঁর ভিন্ন চেহারা। নিজের ভূতুড়ে সংস্করণে হাজির হয়েছেন, চেহারা থেকে কিছু একটা চলে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে এই খাকি প্যান্ট আর ঢোলা সাদা ব্লাউজ পরেই ঘুমিয়েছিলেন তিনি।

তাঁর মনের বেদনা দূর করার জন্য খামিশি কোনো উপযুক্ত শব্দ পেল না। শুধু সমবেদনা জানিয়ে বলল, 'আমি দুঃখিত।'

ওর দিকে তাকালেন পলা। 'আমি জানি, আপনি আপনার সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। বাইরের আওয়াজ আমার কানে এসেছে। সাদা চামড়ার নারী মারা গেছে, কালো মানুষ বেঁচে আছে। এখানে বিষয়টা খুব একটা ভাল চোখে দেখা হবে না।'

খামিশি বুঝতে পারল তিনি প্রধান ওয়ার্ডেন-এর কথা বলছেন। ওই লোকটির সাথে পলা ও মারসিয়ার বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। ওয়ার্ডেনের ব্যাকগ্রাউন্ড, জানাশোনা সম্পর্কে অন্যদের মতো তিনিও জানেন। তবে এখানে বর্ণবৈষম্য করলেও বনের ভেতরে তো আর সেটা চলে না। ওখানে সবাই সমান।

'ওঁর মৃত্যুতে আপনার কোনো দোষ নেই।' খামিশির চেহারার অভিব্যক্তি দেখে বললেন পলা।

খামিশি অন্যদিকে তাকাল। উনি ওকে বুঝতে পেরেছে ভেবে ওর ভাল লাগছে কিন্তু একই সাথে ওয়ার্ডেনের অভিযোগও দগ্ধ করছে ওকে। যৌক্তিকভাবে বিবেচনা করলে, ড. ফেয়ারফিল্ডকে বাঁচানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা ও করেছে। কিন্তু ঘটনা হলো, জঙ্গল থেকে ও বেঁচে ফিরতে পারলেও ফেয়ারফিল্ড পারেননি। আর সমস্যা এখানেই।

খামিশি উঠে দাঁড়াল। এখানে আর বেশিক্ষণ বিরক্ত করতে চাচ্ছে না। ড. কেইনকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু জানানোর প্রয়োজন ছিল তাই এসেছিল। কাজ শেষ।

'আমি যাচ্ছি তাহলে।'

পলা উঠে ওকে স্ক্রিন ডোর পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। খামিশি বেরোতে যাবে এমন সময় ওকে ধরে থামালেন তিনি। 'আপনার কী মনে হয়, কী ছিল ওটা?'

তাঁর দিকে ঘুরল ও।

'ওকে কীসে মেরে ফেলল?' পলা জানতে চাইলেন।

সূর্যের আলো দেখল খামিশি। এরকম ঝকঝকে সকালে দানব নিয়ে কথা বলাটা মানাবে না। তাছাড়া এব্যাপারে কথা বলা নিষেধ আছে। চাকরিটা তো এখনও একেবারে চলে যায়নি।

পলার দিকে তাকিয়ে মিথ্যা এড়াল ও।

'ওটা সিংহ ছিল না।'

'তাহলে কী...?

'আমি সেটা খুঁজে বের করতে যাচ্ছি।'

স্ক্রিন ডোর ঠেলে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল ও। সূর্যের তাপে ওর মরিচাধরা পিকআপ সেদ্ধ হচ্ছে। ওতে চড়ে বাসার পথ ধরল খামিশি।

এই নিয়ে আজ সকালে একশ' বারের মতো গতকালের ভয়ঙ্কর ঘটনা মনে পড়ল। উকুফা'র সেই চিৎকার এখনও ওর কানে বাজছে... সেই চিৎকারের দাপটে ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না ও। সিংহ নয়। ওটা সিংহ, খামিশি সেটা জীবনেও বিশ্বাস করবে না।

ওয়ার্ডেনদের জন্য নির্মিত সারি সারি বাসাগুলোর কাছে পৌঁছে গেল ও। লাল ধুলো উড়িয়ে উঠোনে সামনের গেইটে গিয়ে থামল।

খুব ক্লান্ত। কয়েক ঘণ্টার বিশ্রাম প্রয়োজন।

তারপর সত্য অনুসন্ধান করতে নামবে।

ইতোমধ্যে ও জেনে গেছে কোথা থেকে তদন্ত শুরু করতে হবে। কিন্তু সেটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ওকে।

উঠোনের বেড়ার দিকে এগোতে গিয়ে দেখল, গেইট একটু খোলা রয়েছে। প্রতিদিন বেরোনোর আগে সবসময় গেইটের ছিটকানি লাগিয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, গতরাতে ওকে যখন পাওয়া যাচ্ছিল না তখন হয়তো কেউ এসে খোঁজ নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

তবে খামিশির ইন্দ্রিয়জ্ঞান এখনও কমেনি... জঙ্গলে সেই প্রথম চিৎকার শোনার পর থেকে ওর ইন্দ্রিয়গুলো খুব সতর্ক হয়ে আছে। ওর সন্দেহ আছে, আর কখনও স্বাভাবিক হতে পারবে কি-না।

গেইট দিয়ে ভেতরে ঢুকল ও। ওর সামনের দরজা তো বন্ধই মনে হচ্ছে। চিঠির বক্সে থাকা চিঠিগুলোও বেশ ঠিকঠাকভাবে আছে। কেউ হাত লাগায়নি। সিঁড়িতে এক পা ফেলে ফেলে এগোল ও।

উঠতে উঠতে ভাবল, এখন সাথে একটা অস্ত্র থাকলে সুবিধে হতো।

গুঙিয়ে উঠল মেঝেরবোর্ড। আওয়াজটা ওর পায়ের নিচ থেকে আসেনি... বাসার ভেতর থেকে এসেছে।

খামিশির মন ওকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করল।

কিন্তু না। এবার আর পালাবে না। একই ভুল দুইবার করবে না ও।

বারান্দায় উঠে একপাশে দাঁড়িয়ে দরজার হাতল ঘুরিয়ে চেক করল।

খোলা।

দরজা ঠেলে খুলল ও। মেঝেরবোর্ড আবার গুঙিয়ে উঠল বাসার পেছন দিক থেকে।

'কে? কে ওখানে?' খামিশি হাঁক ছাড়ল।

সকাল ৮টা ৫২ মিনিট।
হিমালয়।

'এটা দেখো।'

হঠাৎ চমকে জেগে উঠল পেইন্টার। ওর দুই চোখের মাঝ অংশ মাথাব্যথায় দপদপ করছে। বিছানা গড়িয়ে উঠল ও, শরীরে পুরোপুরি পোশাক পরা আছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতেও পারেনি। ঘণ্টা দুই আগে গার্ডদের পাহারায় রুমে ফিরেছে ও আর লিসা। অ্যানা তাঁর কিছু কাজ সারতে আর পেইন্টারের অনুরোধে কিছু জিনিস আনতে গেছেন।

'কতক্ষণ ঘুমালাম?' প্রশ্ন করল পেইন্টার। মাথাব্যথা ধীরে ধীরে কমছে।

'জানি না। আমি তো বুঝতেই পারিনি তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।' ফায়ারপ্লেসের সামনে থাকা টেবিলের পাশে আড়াআড়ি পা রেখে লিসা বসে আছে। কিছু কাগজ রাখা আছে টেবিলে। 'তবে মিনিট ১৫ হতে পারে... কিংবা ২০। বাদ দাও, এগুলো দেখ।'

পেইন্টার উঠে দাঁড়াল। লাটিমের মতো চক্কর দিয়ে উঠল পুরো রুম, তারপর আবার স্থির হলো। ওর অবস্থা ভাল নয়। এগিয়ে গিয়ে লিসার পাশে বসল ও।

ক্রো দেখল, কয়েকটি কাগজের ওপর লিসার ক্যামেরা বসে আছে। সহযোগিতার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অ্যানাকে নিকন ক্যামেরা ফেরত দেয়ার জন্য বলেছিল লিসা।

ক্রো'র দিকে একটি কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখ।'

কাগজে কিছু চিহ্ন এঁকেছে সে। পেইন্টার ওগুলোকে চিনতে পারল। লামা খেমসার দেয়ালে এসব এঁকেছিলেন। লিসা নিশ্চয়ই ক্যামেরায় থাকা ছবিগুলো দেখে দেখে এগুলো এঁকেছে। কাগজে প্রত্যেকটি চিহ্নের নিচে সঙ্গতিপূর্ণ অক্ষরও লেখা আছে।

SCHWARZESONNE

'খুব সাধারণ কোড। প্রত্যেকটা চিহ্ন একটা করে বর্ণ বোঝাচ্ছে। তবে একটু এদিক-ওদিক করে নিতে হয়েছে, এই আরকি।'

'*Schwarze Sonne*' শব্দ করে পড়ল ক্রো।

'কালো সূর্য। এখানকার প্রজেক্টের নাম।'

'আচ্ছা, তাহলে লামা খেমসার এই প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতেন।' ক্রো মাথা নেড়ে বলল। 'সন্ন্যাসী এখানে জড়িত হয়েছিলেন হয়তো।'

'আর সেটা আঘাতও করেছে।' ক্রো'র কাছ থেকে লিসা কাগজ নিয়ে নিল। 'পাগমলামোর ফলে হয়তো তাঁর ভেতরে থাকা পুরোনো ক্ষত জেগে উঠেছিল। অতীতে ফিরে গিয়েছিলেন।'

'কিংবা এমনও হতে পারে, এই ক্যাসলের সাথে সমঝোতা করে এতদিন চলছিলেন তাঁরা।'

'যদি তা-ই হয়ে থাকে... তাহলে দেখ, সমঝোতা করার বিনিময়ে তাঁরা কী পেয়েছেন।' বলল লিসা। 'আমরাও কী তাহলে এরকম প্রতিদান পাব?'

'আমাদের হাতে আর কোনো উপায় নেই। বেঁচে থাকতে হলে এভাবেই বাঁচতে হবে। নিজেদেরকে তুলে ধরতে হবে দরকারি হিসেবে।'

'আর তারপর? আমাদের যখন আর দরকার থাকবে না তখন?'

পেইন্টার কোনো ছল করল না। 'আমাদের মেরে ফেলবে। সহযোগিতা করে আমরা আমাদের আয়ু একটু বাড়াচ্ছি, এই তো।'

ও খেয়াল করে দেখল লিসা এই কঠিন সত্য শুনে ভয় পেল না, মনও খারাপ করল না। বরং এটা থেকে শক্তি অর্জন করল।

'তাহলে আমরা প্রথমে কী করব?' লিসা জানতে চাইল।

'কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নামার আগে প্রথমে জানাশোনা থাকা দরকার।'

'কীরকম?'

'শত্রুটা কে, সেটা আগে জানতে হবে।'

'মনে হয় অ্যানা আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ সম্পর্কে আমি যথেষ্ট জানি।'

'না। সেটা না। আমি বলতে চেয়েছি, এখানকার বিস্ফোরণের পেছনে কার হাত আছে। স্যাবোটাজটা কে করল... কে বা কারা করাল কাজটা। এখানে বেশ বড় কিছু হচ্ছে। স্যাবোটাজের ব্যাপারগুলো... বেল-এর সেফটি কন্ট্রোলে গোলমাল, অসুখ-বিসুখ... এসব করে আমাদেরকে টেনে আনা হয়েছে। অদ্ভুত অসুখ-বিসুখের টোপ দেখিয়ে, ধোঁয়া উড়িয়ে আনা হয়েছে আমাদের।'

'কিন্তু ওরা সেটা কেন করতে যাবে?'

'যাতে অ্যানার দলবলের কথা ফাঁস হয়ে যায়। ওরা যা করছে সেটা যেন বন্ধ হয়। দ্য বেল... আমাদের এখানে আসার পর ওটা ধ্বংস করে দেয়া হলো। বিষয়টা তোমার কাছে আশ্চর্য লাগেনি? ঘটনাটা দিয়ে আসলে কী বোঝায়?'

'তারা চাচ্ছিল অ্যানার প্রজেক্ট বন্ধ হোক এবং সেইসাথে বেল-এর প্রযুক্তি যেন অন্য কারও হাতে না পড়ে?'

মাথা নাড়ল ক্রো। 'ঘটনা হয়তো তারচেয়ে ভয়াবহ। এসবই হয়তো ভুল দিকে প্রলুব্ধ করছে। হাতের কারিশমা দেখাচ্ছে কেউ। হয়তো এদিকে ব্যস্ত রেখে আসল কৌশল খাটাচ্ছে অন্য কোথাও। কিন্তু এত কৌশলের পেছনে থাকা সেই জাদুকরটা কে? সে কী চায়? কী উদ্দেশ্য? আমাদেরকে সেটাই খুঁজে বের করতে হবে।'

'আর তুমি অ্যানার কাছে যে জিনিসগুলোর জন্য অনুরোধ করেছ, ওগুলো?'

'ওগুলো দিয়ে হয়তো আমরা এই ঘোরতর পরিস্থিতিতে কিছু সুবিধা করতে পারব। যদি আমরা স্যাবোটাজকারীকে ফাঁদে ফেলতে পারি তাহলে হয়তো কিছু প্রশ্নের উত্তর মিলবে। হয়তো জানা যাবে, এসবের পেছনে কার হাত আছে।'

দরজায় টোকা পড়ায় ওরা দু'জনই চমকে উঠল।

দরজা খুলে যেতে যেতে উঠে দাঁড়াল ক্রো।

গানথারকে পাশে নিয়ে অ্যানা হাজির। শেষবার যখন গানথারকে দেখেছিল তখন বেশ নোংরা দেখালেও এখন পরিষ্কার হয়ে এসেছে। ওদের দু'জনকে ভয় দেখানোর জন্য সাথে করে গার্ড আনেনি। এমনকী ওর নিজের কাছেও কোনো অস্ত্র নেই।

'আমাদের সাথে সকালের নাস্তা করতে আশা করি আপনাদের আপত্তি নেই,' বললেন অ্যানা। 'নাস্তা শেষ করে আপনাদের চাহিদা মোতাবেক জিনিসপত্র সরবরাহ করা হবে।'

'সব? কীভাবে? কোত্থেকে পেলেন?'

'কাঠমাণ্ডু। পাহাড়ের আরেক পাশে আমাদের একটা হেলিপ্যাড আছে।'

'সত্যি? হেলিপ্যাড আছে অথচ সেটা কখনও কারো চোখে পড়েনি?'

শ্রাগ করলেন অ্যানা। 'প্রতিদিন গড়ে ১২ বার করে সাইট দেখার ট্যুর আর পর্বতারোহীদের নিয়ে আমাদের হেলিকপ্টার চলাচল করে। যা-ই হোক, ১ ঘণ্টার মাঝে পাইলট ফিরবে।'

মাথা নাড়ল পেইন্টার। এই ১ ঘণ্টার সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে ওকে।

সবকিছু জানতে হবে।

প্রত্যেকটা সমস্যারই সমাধান থাকে। আশা করতে দোষ কী।

রুম থেকে বেরোল ওরা। হলওয়েতে আজ বেশ লোকজনের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। ওদের কথা জেনে গেছে সবাই। তাই এক নজর দেখতে এসেছে। কেউ কেউ রেগেও আছে। মনে হচ্ছে... স্যাবোটাজের জন্য পেইন্টার আর লিসা-ই দায়ী। তবে ওদের কেউ খুব কাছে ঘেঁষল না। কারণ সামনে পথ ফাঁকা করতে করতে গানথার এগোচ্ছে। যাদের হাতে বন্দী হয়েছিল তাঁরাই রক্ষকের ভূমিকা পালন করছে এখন।

অ্যানার স্টাডি রুমে পৌঁছুল ওরা।

ফায়ারপ্লেসের সামনে থাকা টেবিলের ওপর একগাদা খাবার সাজানো আছে। সসেজ, পাউরুটি, সেদ্ধ করা খাবার, পরিজ, পনির আর ফল-ফলাদির মধ্যে আছে কালো জাম, তরমুজ ও আলুবোখারা।

'আমাদের সাথে পুরো ব্যাটেলিয়নও খেতে বসবে নাকি?' খাবারের এত বাহার দেখে পেইন্টার জানতে চাইল।

'শীতপ্রধান এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার থাকা খুবই জরুরি বিষয়। এতে দেহ, মন দুটোই ভাল থাকে।' বললেন অ্যানা।

বসল ওরা। সবাইকে খাবার পরিবেশন করা হলো। এ যেন বড় এক পরিবার।

'যদি চিকিৎসা করার কোনো উপায় থাকে,' বলল লিসা, 'সেক্ষেত্রে আমরা আপনাদের এই বেল সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। বেল-এর ইতিহাস... কীভাবে কাজ করতো... এসব জানতে চাই।'

হেঁটে আসার পর অ্যানার মন একটু খারাপ থাকলেও এখন বেশ ভাল লাগছে। তাঁদের এই আবিষ্কার সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য দুনিয়ার সব গবেষক-ই আগ্রহ প্রকাশ করবে। এটাই স্বাভাবিক।

'এনার্জী জেনারেটর হিসেবে পরীক্ষার মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল,' অ্যানা বলতে শুরু করলেন। 'একটা নতুন ইঞ্জিন। এর নাম বেল হয়েছিল ঘণ্টা আকৃতির বহিঃস্থ জারের কারণে। সিরামিকের তৈরি জারের আকার ছিল একশ গ্যালন ড্রামের সমান। সীসা দিয়ে লাইন করাছিল। ইঞ্জিনের ভেতরে ছিল দুটো ধাতব সিলিন্ডার। একটা সিলিন্ডারের ভেতরে আরেকটা ঢোকানো ছিল। দুটো পরস্পর বিপরীত দিকে ঘুরতো।'

অ্যানা হাত নেড়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করলেন।

'পুরো জিনিসটায় তেল দিয়ে বেল-এর ভেতরে মারকারির মতো তরল ধাতু দিয়ে ভরে দেয়া হতো। সেই তরল ধাতুর নাম : জেরাম-৫২৫।'

নামটা চিনতে পারল ক্রো। 'এই জিনিসের কথা আপনি আগেই বলেছিলেন। এটা আপনারা পুনরায় উৎপাদন করতে পারছেন না।'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন অ্যানা। 'আমরা বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা করে আসছি। তরল ধাতুর ভেতরের কী কী উপাদান আছে সেটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালিয়েছি অনেক। সেখান থেকে আমরা জেনেছি এতে থরিয়াম আর বেরিলিয়াম পেরোক্সাইডস আছে। ব্যস এটুকুই, আর কিছু জানা সম্ভব হয়নি। অথচ জেরাম-৫২৫ হলো নাৎসিদের জিরো পয়েন্ট এনার্জী প্রজেক্টের একদম প্রধান উপাদান। জেরাম-৫২৫ ছাড়া কোনোভাবেই চলবে না। যে ল্যাবে এটা তৈরি করা হতো যুদ্ধের পর পর সেটাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।'

'আর তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আপনারা ওটা উৎপাদন করতে সক্ষম হননি?' পেইন্টার প্রশ্ন করল।

মাথা নাড়লেন অ্যানা।

'আচ্ছা, কিন্তু বেল আসলে কী করত?' লিসা জানতে চাইল।

'আমি আগেই বলেছি, এটা ছিল স্রেফ একধনের এক্সপেরিমেন্ট। অফুরন্ত জিরো পয়েন্ট এনার্জীকে বাগে আনার চেষ্টা। নাৎসিরা যখন এই প্রজেক্ট চালু করেছিল, তখন থেকেই বিভিন্ন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করে। ফ্যাকাসে উজ্জ্বলতা বিচ্ছুরণ করে বেল। ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতিতে বড় ধরনের শর্ট সার্কিট হয়। মারাও যায় অনেকে। এভাবে একের পর এক এক্সপেরিমেন্ট চালাতে চালাতে তাঁরা ডিভাইসটাকে উন্নত করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। একটা পরিত্যক্ত খনিতে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল তখন। এরপর থেকে আর কেউ মারা যায়নি। তবে এক কিলোমিটার দূরে

থাকা গ্রামের লোকদের মাঝে নিদ্রাহীনতা, মাথা ঘোরা, খিঁচুনিসহ নানার উপসর্গ দেখা দেয়। বেল থেকে রেডিয়েশনের মাধ্যমে কিছু একটা ছড়াচ্ছিল। বিষয়টা কর্তৃপক্ষের নজর কাড়ল।'

'অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা, তাই তো?' আন্দাজ করল পেইন্টার।

'তা জানি না। দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান গবেষক অনেক রেকর্ড ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তবে সেই দলে থাকা বাকিদের কাছ থেকে বেল-এর কার্যপরিধি সম্পর্কে জানা গিয়েছিল। ফার্ন গাছ, ছত্রাক, ডিম, মাংস, দুধসহ পুরো প্রাণীজগতে জুড়ে বিস্তার ছিল বেল। মেরুদণ্ডী, অমেরুদণ্ডী প্রাণী; সব। তেলাপোকা, শামুক, গিরগিটি, ব্যাঙ, ইঁদুর, বিড়াল... সব।'

'আর এদের সবার উপরে থাকা প্রাণী? মানুষ? এই মানুষের কী অবস্থা?'

অ্যানা মাথা নাড়লেন। 'হুঁ, হতে পারে। উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো—বেশি নীতি মেনে চলা।

'তো এক্সপেরিমেন্টের সময় কী হয়েছিল?' লিসা প্রশ্ন করল। প্লেটে থাকা খাবারের প্রতি ওর কোনো আগ্রহ নেই। খাবার যে মজা হয়নি, সেটা না। এই প্রসঙ্গ ওকে আগ্রহী করে তুলেছে।

ওর দিকে ফিরলেন অ্যানা। 'এবারের প্রতিক্রিয়াগুলোও ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। গাছপালা থেকে ক্লোরোফিল গায়েব হয়ে সব সাদা হয়ে যাওয়া, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুরো গাছ তেল তেলে কাদায় পরিণত হওয়া ইত্যাদি। এছাড়াও অন্যান্য প্রাণী স্রেফ জেলিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। টিস্যুগুলোতে সচ্ছ একধনের উপাদান এসে সব কোষকে একদম ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেয়।'

'তবে আন্দাজ করছি,' বলল পেইন্টার। 'শুধু তেলাপোকারা অক্ষত ছিল!'

ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল লিসা। তারপর অ্যানার দিকে ফিরে বলল। 'ওরকম প্রতিক্রিয়া কেন হয়েছিল সে-ব্যাপারে আপনার কোনো ধারণা আছে?'

'আমরা অনুমান করতে পারি মাত্র। আমাদের বিশ্বাস, বেল যখন ঘুরতো তখন খুব শক্তিশালী ইলেকট্রোম্যাগনেটিক চক্র তৈরি হতো। জিরো পয়েন্ট এনার্জী প্রজেক্টে ব্যবহৃত উপাদান জেরাম-৫২৫ সেই চক্রের অধীনে পড়তেই অলৌকিক, অদ্ভুত রকমের কোয়ান্টাম এনার্জীর জন্ম হতো।'

পেইন্টার পুরো বিষয়টিকে মাথায় ঢুকিয়ে নিল। 'তাহলে জেরাম-২৫২ হলো জ্বালানি আর বেল হলো ইঞ্জিন।'

অ্যানা মাথা নাড়লেন।

'বেল'কে একটা মিক্সমাস্টারে পরিণত করা হচ্ছিল।' নতুন একটি কণ্ঠ গমগম করে উঠল।

গানথারের দিকে তাকাল সবাই। তার মুখভর্তি সসেজ। এই প্রথমবারের মতো ওদের কথাবার্তার প্রতি আগ্রহ দেখাল সে।

'একটু ত্রুটি থাকলেও কথাটা একেবারে ভুল বলেনি।' অ্যানা সহমত পোষণ করলেন।

'প্রকৃতিকে কেক চূর্ণ করার বাটি হিসেবে কল্পনা করে ঘুরন্ত বেল'কে চূর্ণ করার যন্ত্র হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে। কেক চূর্ণ করতে গিয়ে কেকের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে

পড়বে সেটাই স্বাভাবিক। ঠিক তেমনি এই বেল থেকে বাইরের প্রকৃতিতে কোয়ান্টাম এনার্জী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পাঠানোর ফলে কিছু অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল। সর্বশেষ এক্সপেরিমেন্ট ছিল, কীভাবে মিক্সারের ঘূর্ণন গতিতে রদবদল করা যায়। গতিতে পরিবর্তন আনতে পারলে কোয়ান্টাম এনার্জীর ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

'ক্ষতি কমানো আরকি।' লিসা বলল।

'সেইসাথে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার হার কমানো। সেটা সম্ভব হলে খারাপ প্রভাবগুলো কমে গেলে সেখানে ভাল কিছু জায়গা করে নিতে পারবে।' বলল ক্রো। ও জানে বিষয়বস্তুর একদম কেন্দ্রে চলে এসেছে ওরা।

অ্যানা সামনে ঝুঁকে বললেন, 'কিন্তু নাৎসি বিজ্ঞানীরা উল্টো পথে হাঁটল। তাঁরা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কমানোর চেষ্টা না করে বরং আরও বাড়িয়ে এক্সপেরিমেন্ট করল। ছত্রাক বড় করা, ফার্ন গাছ বড় করা, অত্যধিক ক্ষীপ্রতা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ইঁদুর ইত্যাদি। বিভিন্ন জাতের প্রাণীর ক্ষেত্রে ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন এসেছে। এবং একপর্যায়ে দেখা গেছে সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে বড় জাতের প্রাণীদের ক্ষেত্রে।'

'তাহলে এরপর মানুষের পালা।' বলল ক্রো।

'মিস্টার ক্রো, একটু ইতিহাসে চোখ রাখুন। নাৎসিরা ধরেই নিয়েছিল তাঁরা আগামী প্রজন্মকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে যাবে। আর সেটা করার অস্ত্র ছিল এটা। নীতি ধুয়ে পানি খাওয়া ছাড়া কোনো কাজ নেই। নীতি কোনো কাজে আসে না। নীতি পরিপন্থী কাজেই বেশি লাভ হয়।'

'উন্নত প্রজাতির মানুষ তৈরি করে পুরো পৃথিবীতে রাজত্ব কায়েম করা, তাই তো?'

'নাৎসিরা সেটাতেই বিশ্বাস করতো। শেষের দিকে এসে তাঁরা বেল-এর পেছনে অনেক খেটেছে অনেক পরিশ্রম করেছে কিন্তু পুরো কাজ শেষ করতে পারার আগেই সব ভেস্তে গেল। পরাজয় হলো জার্মানদের। বেল-কে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল যাতে পরবর্তীতে গোপনে কাজ চালিয়ে নেয়া যায়। জার্মানির তৃতীয় প্রজন্মের জন্য শেষ আশা ছিল বেল। আর্য জাতির পুনরুত্থান হওয়ার একমাত্র সুযোগ ছিল। পুরো পৃথিবীতে দাপট দেখানো যেত।'

'লুকিয়ে কাজ করার জন্য এই এলাকা বেছে নিলেন হিমল্যার,' বলল ক্রো। 'হিমালয়ের গভীরে। কী পাগলামো।' ও মাথা নাড়ল।

'সবসময় মেধার চেয়ে এই পাগলামো-ই পৃথিবীকে সামনে এগিয়ে নিয়েছে। তাছাড়া কে-ইবা এরকম অসম্ভবকে সম্ভব করার পেছনে উঠে পড়ে লাগতে যাবে?'

'আর এসব করতে গিয়ে গণহত্যাও কম হয় না।'

অ্যানা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আলোচনাকে মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনল লিসা। 'মানুষের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে কী পাওয়া গেল?' কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ রেখে জানতে চাইল ও।

'প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে তখনও ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিল। বিশেষ করে উচ্চতর সেটিঙে। কিন্তু রিসার্চ থেমে থাকল না। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বয়স যখন ৮ সপ্তাহ তখন সেটার ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে বেশ ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। প্রতি ৬ শিশুর ১ জন এরকম পজেটিভ ফল দিয়েছে। জিন পরিবর্তন হওয়ার ফলে বাচ্চাগুলোর মাংসপেশি বেশ সুগঠিত ছিল। এছাড়া আরও কিছু উন্নতি দেখা গিয়েছিল।

যেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষমতা, হাত ও চোখের মধ্যে উন্নত সমন্বয়, দুর্দান্ত আইকিউ ইত্যাদি।

'সুপারচিলড্রেন!' বলল পেইন্টার।

'কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাচ্চাগুলো ২ বছরের বেশি পার করতে পারত না,' বললেন অ্যানা। 'ধীরে ধীরে ওরা অধঃপতিত হয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যেত। স্ফটিকের টুকরোর মতো হয়ে যেত কোষগুলো। হাত-পায়ের আঙুলগুলো ঝরে পড়ে যেত।'

'ইন্টারেস্টিং,' বলল লিসা। 'পরীক্ষার শুরুর দিকে থাকা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার মতো শোনাচ্ছে এগুলো।'

ওর দিকে তাকাল পেইন্টার। "ইন্টারেস্টিং" বলল নাকি? অ্যানার দিকে আগ্রহী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে লিসা। ও এত নিরপেক্ষ মুখভঙ্গি কীভাবে ধরে রাখছে? তারপর খেয়াল করে দেখল টেবিলের নিচে লিসার হাঁটু লাফালাফি করছে। হাত দিয়ে ছুঁয়ে ক্রো ওর হাঁটুর কাঁপাকাঁপা থামিয়ে দিল। ওর ছোঁয়া পেতেই একটু কেঁপে উঠল লিসা। তবে চেহারায় সেসবের কোনো প্রকাশ নেই। পেইন্টার বুঝতে পারল, এই ব্যাপারে লিসার আগ্রহ স্রেফ ভান ছাড়া কিছুই নয়। নিজের রাগ আর ভয় লুকিয়ে রেখে ক্রো'কে সুবিধে করে দিচ্ছে। ওর এরকম সহযোগী আচরণের কারণে অ্যানার মুখ থেকে কিছু কঠিন প্রশ্নের উত্তর বের করা সম্ভব। আর ওই উত্তরগুলোই ওদের দরকার।

কাজের বাহবাস্বরূপ লিসার হাঁটু চাপড়ে দিল ক্রো।

লিসা তার অভিনয় চালিয়ে গেল। 'আপনি বললেন, ৬টা বাচ্চার মধ্যে ১টা বাচ্চা এরকম উন্নত ক্ষমতা নিয়ে জন্মালেও অল্পদিন বাঁচত। তাহলে বাকি ৫ বাচ্চা?'

মাথা নাড়লেন অ্যানা। 'জন্মের সময়ই মারা যেত, মারাত্মক বিকৃতি, রূপান্তর। মায়েদের মৃত্যু। মৃত্যুর হার অনেক বেশি ছিল।'

'এই বাচ্চাগুলোর মা ছিল কারা?' ওদের দু'জনের কথার ভেতরে নাক গলাল পেইন্টার। 'আশা করি, কোনো সেচ্ছাসেবী ছিল না।'

'মিস্টার ক্রো, এত রূঢ়ভাবে বিচার করবেন না। আপনার নিজের দেশে কত মানুষ মারা যায় সে হিসেব রাখেন? তৃতীয় বিশ্বের যেকোনো দেশের চেয়ে আপনাদের দেশের অবস্থা বেশি জঘন্য। ওই মৃত্যুগুলো থেকে কী ফায়দা হয়, বলুন দেখি?'

ও, খোদা! এই মহিলা কী সিরিয়াস? এরকম উদ্ভট তুলনা দিচ্ছে কী করে।

'প্রয়োজন ছিল বলেই নাৎসিরা সেটা করেছিল,' বললেন অ্যানা। 'আর তাঁদের প্রয়োজন একটু হলেও ন্যায়সঙ্গত ছিল।'

অ্যানাকে কিছু কথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে করল ক্রো'র কিন্তু রাগের দমকে কিছুই বলতে পারল না।

মুখ খুলল লিসা। ওর হাঁটুর উপরে থাকা ক্রো'র হাতে হাত রেখে শক্ত করে ধরল। 'আশা করি, এখানকার বিজ্ঞানীরা বেল-কে সুন্দর করার কোনো একটা উপায় বের করেছিলেন। যাতে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াগুলো আর দেখা না দেয়।'

'অবশ্যই। কিন্তু যুদ্ধের শেষের দিকে আর তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। একটা নিখুঁত বাচ্চা জন্ম নেয়ার ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত একটা রিপোর্ট ছিল একটা। এই বাচ্চা ছাড়া বেল-এর অধীনে জন্ম নেয়া সব বাচ্চারই কোনো না কোনো সমস্যা ছিল। ত্বকের ভিন্ন রঙ, বিসদৃশ অঙ্গ-প্রতঙ্গ, ভিন্ন রঙের চোখ।' গানথারের দিকে একবার দৃষ্টি বুলালেন অ্যানা। 'কিন্তু ওই একটা বাচ্চা ছিল নিখুঁত। চুল-চেরা জেনেটিক বিশ্লেষণ করেও

বাচ্চাটির কোনো খুঁত পাওয়া যায়নি। কিন্তু কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে ওই বাচ্চার জন্ম দেয়া হয়েছিল সেটা অজানাই রয়ে গেছে। প্রধান রিসার্চার তাঁর শেষ পরীক্ষা একদম গোপনে চালিয়ে ছিলেন। আমার দাদা যখন বেল-এর সবকিছু সরিয়ে নেয়ার জন্য হাজির হয়েছিলেন তখন ব্যক্তিগত ল্যাবের সব জিনিসপত্র আর নোটগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিলেন সেই রিসার্চার। তারপর বাচ্চাটা মারা যায়।'

'পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার কারণে?'

'না, রিসার্চারের মেয়ে ওই বাচ্চাকে নিয়ে পানিতে ঝাঁপ নিয়ে আত্মহত্যা করে।'

'কেন?'

মাথা নাড়লেন অ্যানা। 'আমার দাদা এ-ব্যাপারে কিছু বলতে নারাজ ছিলেন। গল্পটা সংক্ষিপ্ত, এখানেই শেষ।'

'তো সেই গবেষকের নাম কী ছিল?' জানতে চাইল পেইন্টার।

'মনে পড়ছে না। তবে আপনি যদি চান তো দেখতে পারি।'

পেইন্টার শ্রাগ করল। সিগমার কম্পিউটার যদি এখন ও ব্যবহার করতে পারত। ওর মন বলছে, অ্যানার দাদা সম্পর্কে কম্পিউটারে এরচেয়ে বেশি তথ্য আছে।

'সেখান থেকে সব সরিয়ে আনার পর রিসার্চ এখানে শুরু হলো?' লিসা প্রশ্ন করল।

'বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞান কমিউনিটির সাথে আমাদের যোগাযোগ রাখতে হয়েছে। যুদ্ধের পর নাৎসি বিজ্ঞানীরা বাতাসে মিলিয়ে গেল। তাঁদের অনেকেই গায়েব হয়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন ব্ল্যাক প্রজেক্টে। ইউরোপ, সোভিয়েত ইউনিয়ন, সাউথ আফ্রিকা, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে। আসলে তাঁরা ছিল আমাদের সোর্স। আমাদের কান আর চোখ হিসেবে কাজ করত তাঁরা। তথ্য পাচার করত। তাঁদের অনেকে সেচ্ছায় কাজ করলেও বাকিদেরকে অতীত স্মরণ করিয়ে ব্ল্যাকমেইল করতে হয়েছিল।'

'আচ্ছা, তাহলে আপনারা কাজ চালিয়ে গেলেন?'

মাথা নাড়লেন অ্যানা। 'পরবর্তী দুই দশকে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছিল। সুপারচিলড্রেনগুলো জন্ম নিয়ে আরও দীর্ঘদিন করে বাঁচতে শুরু করল তখন। এখানে ওদেরকে রাজকুমারদের মতো আদর-যত্ন করে বড় করা হতো। ওদের উপাধি ছিল "*Ritter des Sonnekonig*" অর্থাৎ, "রাজা সূর্যের বীর।" কারণ **কালো সূর্য** নামের প্রজেক্ট থেকে ওদের জন্ম হয়েছিল।'

'কেমন হাস্যকর শোনাচ্ছে,' একটু উপহাস করে বলল ক্রো।

'হয়তো। আমার দাদা ঐতিহ্য পছন্দ করতেন। তবে আমি আপনাকে এতটুকু বলতে পারি, এখানে পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত সবাই ছিল সেচ্ছাসেবী।

'কিন্তু সেটাকে নৈতিকভাবে নেয়া হয়েছিল? নাকি হিমালয়ে আপনারা আর কোনো বুদ্ধি না পেয়ে অগত্যা...?'

ভ্রু কুঁচকালেন অ্যানা। তবে ওর কথায় থাকা খোঁচাটুকু গায়ে মাখলেন না। 'পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া চললেও *Sonnekonige*-দের মধ্যে মহামারী লেগেই রইল। এদিকে সেই শুরুর দিকে থাকা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার লক্ষণগুলো আবার দেখা দিতে শুরু করল দুই বছর পর। তবে এবারের মাত্রা একটু কম। কিন্তু আয়ু বেড়ে যাওয়ায় বাড়তি কিছু লক্ষণ দেখা দিল। যেমন মানসিক সমস্যা, তীক্ষ্ণ মানসিক বৈকল্য, অনুভূতি ও কাজের মধ্যে ভিন্নতা, অস্বাভাবিক আচরণ ইত্যাদি।'

মুখ খুলল লিসা। 'শেষের লক্ষণগুলো... অনেকটা মঠের সন্ন্যাসীদের সাথে মিলে যাচ্ছে।'

অ্যানা মাথা নাড়লেন। 'প্রতিক্রিয়ার বিষয়টা মাত্রা আর বয়সের ওপর নির্ভর করে। বাচ্চাদের প্রতিক্রিয়া ছিল অল্প, কারণ ওরা বেল-এর নিয়ন্ত্রিত কোয়ান্টাম রেডিয়েশনের ভেতরে ছিল। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্করা, যেমন আমি, পেইন্টার, আমরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে রেডিয়েশনের কবলে পড়েছি। যার ফলে আমাদের অবস্থা অনেক বেশি খারাপ। আর সন্ন্যাসীরা একদম চূড়ান্ত মাত্রার রেডিয়েশনের কবলে পড়েছিল ফলে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে।

'আর *Sonnekonige?*' ক্রো প্রশ্ন করল।

'আমাদের মতো, ওদের রোগেরও কোনো চিকিৎসা ছিল না। এমনকি বেল যখন আমাদেরকে সাহায্য করে যাচ্ছে তখন ওরা বেল-এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল! ওদের চিন্তাধারা ছিল—এই বেল-কে আর কোনো কাজ করতে দেয়া যাবে না। হোক সেটা ভাল কিংবা মন্দ। বেল বন্ধ করতে হবে।'

'তাহলে ওরা যখন পাগল হয়ে গেল...?' পুরো ক্যাসল জুড়ে সুপারম্যানদের তাণ্ডব কল্পনা করল ক্রো।

'তখন পরিস্থিতি আমাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মানুষকে নিয়ে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা তখন বন্ধ করা হয়।'

ক্রো বিস্ময় লুকোতে পারল না। 'তার মানে, আপনারা রিসার্চ বন্ধ করে দিলেন?'

'না, আসলে তা নয়। মানুষ নিয়ে পরীক্ষা করতে যাওয়া অনেক ঝক্কির বিষয়। ফলাফল জানতে অনেক সময় লেগে যায়। অপচয় মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা। আমরা নতুন মডেল পেলাম। ইঁদুরের পরিবর্তিত পেশি, কোষকে বাধা দেয়া ইত্যাদি। মানুষের জেনোম বের করে ডিএনএ পরীক্ষা করলেই আমরা দ্রুত ফল পেয়ে যাচ্ছিলাম। দ্রুত এগোচ্ছিলাম আমরা। মাঝে মাঝে তো মনে হয়, *Sonnekonige* প্রজেক্টটা আবার শুরু করলে আজকের দিনে হয়তো আগের চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যেত।'

'তাহলে আপনারা আবার চেষ্টা করলেন না কেন?'

শ্রাগ করে অ্যানা বললেন, 'আমাদের ইঁদুরগুলোতে এখনও পাগলামোর লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। এটাই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আমরা কিন্তু মানুষ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে গত দশ বছরে। নতুন জাতির অগ্রদূত হিসেবে নিজেদেরকে না ভেবে আমরা এখন পুরো মানবজাতির উৎকর্ষের স্বার্থে কাজ করতে চাই।'

'তাহলে আপনারা বাইরে বেরিয়ে আসছেন না কেন?' লিসা প্রশ্ন করল।

'বের হয়ে বিভিন্ন দেশের আইন-কানুন আর হাবড়াদের রাজনীতির ঘুঁটি হব? বিজ্ঞান কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। অত ন্যায়নীতি মেনে কাজ করতে গেলে আমাদের কাজের গতি কচ্ছপের স্তরে নেমে আসবে। ওটা হতে দেয়া চলবে না।'

নাক দিয়ে সজোরে নিঃশ্বাস ফেলল ক্রো। যদি এটা ঠেকানোর জন্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু কাজ হয়নি। দেখা যাচ্ছে, নাৎসিদের সেই দর্শন এখনও এখানে আছে।

'*Sonnekonige*-দের কী হলো?' প্রশ্ন করল লিসা।

'খুব খারাপ। ওদের অনেকেই মানসিক অবস্থার অবনতির কারণে মারা গিয়েছিল। আবার অনেকজনকে দেয়া হয়েছিল যন্ত্রণাহীন মৃত্যু। তারপরও অনেকজন বেঁচে গিয়েছিল। কালাউস তাদের মধ্যে একজন, আপনারা তো তাকে দেখেছেন।'

বিশালদেহি গার্ডটির কথা মনে পড়ল ক্রো'র। লোকটির ফ্যাকাসে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর দুর্বল চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল তার কিছু একটা হয়েছে। গানথারের দিকে তাকাল ক্রো। গানথারও তাকাল। ভাবলেশহীন চেহারা। এক চোখ নীল, আরেক চোখ ধবধবে সাদা। এ-ও একজন *Sonnekonige*।

'এখানে সর্বশেষ জন্ম নিয়েছিল গানথার।'

বিশালদেহি গানথারের দিকে নির্দেশ করে বললেন অ্যানা।

ভ্রু কুঁচকালেও গানথার ঠিকই নিজের হাতার কাপড় সরিয়ে একটি কালো ট্যাটু বের করে দেখাল।

'*Sonnekonige*-দের চিহ্ন।' বললেন অ্যানা। 'দায়িত্ব, গর্ব ও সফলতার প্রতীক।'

হাতা নামিয়ে ট্যাটু ঢেকে ফেলল গানথার।

গতকাল রাতে একজন গার্ড গানথারকে উদ্দেশ্য করে কী যেন বলেছিল? মনে করার চেষ্টা করল পেইন্টার।

Leprakonige

অনুবাদ করছে "কুষ্ঠরোগী" হয়। না, শব্দটা তাহলে "কুষ্ঠরাজা" হবে। **রাজা সূর্যের বীর**কে ব্যঙ্গ করে হলেও সম্মান দিয়েছিল গার্ডটি। গানথার এই প্রজাতির শেষ মানুষ। ধীরে ধীরে বিলুপ্তের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ওর জন্য শোকপ্রকাশ করবে কে?

লিসা আর পেইন্টারের দিকে চোখ ফেরানোর আগে কয়েক মুহূর্ত গানথারের দিকে তাকিয়ে রইলেন অ্যানা।

হয়তো শোকপ্রকাশ করার জন্য একজন থাকবে।

লিসা মুখ খুলল। এখনও পেইন্টারের হাত ধরে রেখেছে। 'একটা জিনিস পরিষ্কার করে বলুন তো... দ্য বেল... কীভাবে এরকম পরিবর্তন আনল? আপনি বলেছিলেন তাঁরা এলোমেলোভাবে হলেও এরকম রূপান্তর বারবার করতে চাচ্ছিলেন।'

মাথা নাড়লেন অ্যানা। 'হ্যাঁ। শুধু বেল-এর *প্রভাব*-এর ওপরেই আমাদের গবেষণা থেমে থাকেনি। এটা *কীভাবে* হয় সেটা নিয়েও আমাদের পর্যবেক্ষণ চলছিল।'

'কতদূর এগোতে পেরেছিলেন?' প্রশ্ন করল পেইন্টার।

'এটা কীভাবে কাজ করে সে-সম্পর্কে আমরা প্রাথমিকজ্ঞান লাভ করতে পেরেছিলাম।'

'তাই?' বিস্ময়ে চোখ পিট পিট করল ক্রো।

অ্যানার ভ্রু-তে ভাঁজ পড়ল। 'হ্যাঁ, কেন নয়? সেটাই তো স্বাভাবিক।' পেইন্টার আর লিসা দু'জনের দিকে চোখ ঘুরিয়ে আনলেন। 'বেল বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে।'

সকাল ৭টা ৩৫ মিনিট।
হুলুহুলুই-আমফলোজি গেম প্রিজার্ভ।

'কে ওখানে?' খামিশি আবার হাঁক ছাড়ল। ও দরজার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। কেউ একজন ঢুকে বেডরুমের পেছনের অংশে গিয়ে ঘাপটি মেরে আছে।

কিংবা সেটা মানুষ না হয়ে কোনো প্রাণীও হতে পারে।

এদিককার বাসা-বাড়িতে প্রায়ই বানর ঢুকে পড়ে, মাঝে মাঝে অন্য বড় প্রাণীও ঢোকে।

খামিশি এখনও ভেতরে ঢুকতে নারাজ। ভেতরে দেখার চেষ্টা করল ও, কিন্তু পর্দার কারণে কিছুই দেখতে পেল না। সূর্যের আলোর ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এসে এখন ঘরের হালকা অন্ধকারে চোখ কাজ করছে না।

দরজার কাছে থেকেই লাইট জ্বালানোর জন্য সুইচের দিকে হাত বাড়াল খামিশি। আঙুল দিয়ে হাতড়ে সুইচ পেতেই লাইট জ্বালিয়ে দিল। রুম ও রান্নাঘরের কিছু অংশ আলোকিত করে দিল একটি লাইট। তবে সেই আলোতে অনাহূত ব্যক্তিটিকে দেখা গেল না।

তবে রুমের পেছন দিক থেকে একটা হাতাহাতির মতো আওয়াজ এলো।

'কে...?'

একটা তীক্ষ্ণ কিছু ওর গলায় বিঁধে যাওয়ায় আর হাঁক ছাড়া হলো না। হতভম্ব হয়ে রুমের ভেতরে ঢুকল ও। আক্রান্তস্থানে হাত দিয়ে দেখল কিছু একটার পালক ওর গলায় বিঁধেছে। গলা থেকে পুরোটা বের করল খামিশি। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। তাকিয়ে দেখল...

ডার্ট।

এরকম জিনিস সে বড় জন্তু জানোয়ারকে কাবু করতে ব্যবহার করেছে অনেকবার।

কিন্তু এটা একটু আলাদা।

ডার্ট ওর হাত থেকে পড়ে গেল।

বিষ ওর মগজে পৌঁছে গেছে। এক দিকে কাত হয়ে গেল পুরো পৃথিবী। খামিশি ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করল কিন্তু... পারল না।

কাঠের মেঝে ছুটে এলো ওর দিকে।

নিজেকে একটু সামলে নিতে পারলেও মাথা ঠিকই মেঝেতে সজোরে ঠুকে গেল। চোখের সামনে লাল-নীল-হলুদ আলোর ফুটকি দেখতে পেল খামিশি। মাথা বোঁ বোঁ করছে। ওই অবস্থায় থেকে ও দেখতে পেল মেঝেতে একটা রশি পড়ে আছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখল ওটা রশি নয়।

সাপ। দশ ফুট লম্বা।

দেখেই চিনতে পারল।

ব্ল্যাক মাম্বা।

তবে সাপটি মৃত, কেটে দু'ভাগ করে ফেলা হয়েছে। একটা ম্যাচেটি (কুড়ালের মতো অস্ত্র) পড়ে রয়েছে কাছেই। ওর ম্যাচেটি।

শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসতেই আসল ঘটনা বুঝতে পারল ও।

ডার্টে বিষ মাখানো ছিল।

কিন্তু ও যেরকম ডার্ট ব্যবহার করে এটা ওরকম নয়। এই ডার্টে দুটো সূচ আছে। সাপের বিষদাঁতের মতো।

মরা সাপের দিকে তাকাল খামিশি।

সাজানো নাটক।

সাপের কামড়ে মৃত্যু।

পেছনের বেডরুমের মেঝে শব্দ করে উঠল। নিজের মাথাটা ঘোরানোর মতো শক্তি থাকায় দেখতে পেল, একটা কালো অবয়ব দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে ভাল করে দেখে নিচ্ছে সে। চেহারায় কোনো অভিব্যক্তি নেই।

না।

এর কোনো মানেই হয় না।

কেন?

খামিশির কাছে কোনো জবাব নেই।

অন্ধকার ওর ওপর নেমে এসে দূরে নিয়ে গেল।

দূরে... বহুদূরে...

আট.

মিক্সড ব্লাড

ভোর ৬টা ৫৪ মিনিট।
প্যাডেরবর্ন, জার্মানি।

'তুমি এখানেই থাকছো,' বলল গ্রে। চ্যালেঞ্জারের মেইন কেবিনে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

'কচু,' ফিওনা আপত্তি তুলল। দূরে সরল ও, গ্রে'র কথা মানতে নারাজ। মন্‌ক জেটের খোলা দরজার সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের হাত দুটো আড়াআড়িভাবে রেখে মজা নিচ্ছে।

'আমি এখনও তোমাদেরকে ঠিকানাটা বলিনি,' তর্ক শুরু করল ফিওনা। 'এক মাস সময় লাগিয়ে পুরো শহরের এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি খুঁজে মরতে হবে তোমাদের। আর সেটা না চাইলে আমাকে সাথে নাও। এখন সিদ্ধান্ত তোমাদের, কোনটা করবে।'

গ্রে'র মুখ গরম হয়ে উঠল। এই মেয়ে যখন দুর্বল, বিপদগ্রস্ত ছিল তখনই কেন ও ঠিকানাটা জেনে নেয়নি? তারপর মাথা নাড়ল। দুর্বল আর বিপদগ্রস্ত জিনিস দুটো ফিওনার সাথে যায় না। এই মেয়ে সেরকম মানুষই নয়।

'তাহলে কী হবে এখন?'

'দেখে তো মনে হচ্ছে অনেক কাহিনি হবে।' বলল মন্‌ক।

গ্রে নরম হতে নারাজ। টিভোলি গার্ডেনস-এ কানের কাছ দিয়ে বেঁচে যাওয়া ঘটনা মনে করিয়ে যদিও এখন মেয়েটিকে ভয় দেখাতে পারে তাহলে? 'আচ্ছা, তোমার জখমের কী খবর?'

রাগে ফিওনার নাক ফুলে উঠল। 'কী আর করব? নতুনের মতো তাজা আছে। তরল ব্যান্ডেজ লাগানো আছে, এই তো।

'ও এই ব্যান্ডেজ নিয়ে সাঁতারও কাটতে পারবে,' বলল মন্‌ক। 'এটা ওয়াটারপ্রুফ!'

গ্রে বন্ধুর দিকে তাকাল। 'কথা সেটা না।'

'তাহলে কী?' ফিওনা জানতে চাইল।

ওর দিকে ফিরল গ্রে। এই মেয়ের কোনো দায়-দায়িত্ব ও আর নিতে চায় না। বাচ্চা মেয়েদের দেখাশোনা করার মতো সময় নেই ওর।

'আসলে ও ভয় পাচ্ছে, তুমি যদি আবার আঘাত পাও,' শ্রাগ করে মন্‌ক বলল।

শ্বাস ফেলল গ্রে। 'ফিওনা, ঠিকানাটা বলে ফেলো।'

'আগে গাড়িতে উঠব, তারপর বলব। এখানে বসে বসে ডিমে তা দিতে পারব না।'

'দিন নষ্ট,' বলল মন্ক। 'আজকে বোধহয় আমরা ভিজেই যাব।'

সকালের আকাশ বর্তমানে চকচকে নীল হলেও উত্তর দিকে কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে। ঝড় হতে পারে।

'ঠিক আছে। বেশ।' দরজা থেকে মন্ককে সরে যাওয়ার জন্য ইশারা করল গ্রে। ফিওনার ওপর অন্তত মন্ক নজর রাখতে পারবে।

জেটের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো তিন জন। কাস্টমসের ঝামেলা ইতোমধ্যে মিটিয়ে রাখা হয়েছে। ভাড়া করা বিএমডব্লিউ বাইরে অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। মন্কের কাঁধে একটা ব্যাকপ্যাক, একই জিনিস গ্রে'র কাঁধেও আছে। গ্রে ফিওনার দিকে তাকিয়ে দেখে ফিওনার কাঁধেও একটা ব্যাকপ্যাক! আজব...

'ওটা বাড়তি ছিল,' ব্যাখ্যা করল মন্ক। 'চিন্তার কিছু নেই। ওরটায় অস্ত্র, বোমা কিছুই নেই। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়।'

গ্রে মাথা নাড়ল। টারমাক পেরিয়ে পার্কিং গ্যারেজের দিকে এগোল ওরা। ব্যাকপ্যাকের মিল ছাড়াও ওদের তিনজনের পোশাকেও মিল আছে। কালো জিন্স, স্নিকার, সোয়েটার। পর্যটক হিসেবে এই পোশাক একটু ভিন্ন রকমের হয়ে গেছে। তবে নিজের পোশাকে বোতাম লাগিয়ে পরিবর্তন এনেছে ফিওনা।

গ্যারেজে পৌঁছুনোর পর গ্রে চুপিসারে নিজের অস্ত্র আরেকবার পরীক্ষা করে নিল। সোয়েটারের নিচে ৯-এমএম রেখে বাম হাতের কব্জির ওখানে কার্বোনাইজড ছোড়া ঢুকিয়ে রাখল। এছাড়াও ব্যাকপ্যাকে আছে ফ্ল্যাশ গ্রেনেড, সি-৪ বিস্ফোরক, গুলির অতিরিক্ত ক্লিপস।

এবার আর কোথাও অপ্রস্তুত অবস্থায় যাচ্ছে না গ্রে।

অবশেষে গাড়ির কাছে পৌঁছুল ওরা। গাঢ় নীল রঙের বিএমডব্লিউ-৫২৫ আই। ফিওনা চালকের দরজার দিকে এগোল।

ওকে থামাল গ্রে। 'ফানি।'

গাড়ির অপর পাশে গেল গ্রে। চিৎকার করে বলল, 'শটগান!'

মাথানিচু করে আশেপাশে তাকাল ফিওনা।

গ্রে ওকে সোজা করে পেছনের দরজার দিকে নিয়ে গেল। 'মন্ক আসলে সামনের সিট চেয়েছে!'

মন্কের দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটল ফিওনা। 'বদ।'

'দুঃখিত, বাবু। অত ফটফট কোরো না, বুঝেছ?'

গাড়িতে উঠে বসল ওরা। ইঞ্জিন চালু করে ফিওনার দিকে ফিরল গ্রে। 'কোথায় যেতে হবে?'

মন্ক ইতোমধ্যে একটা ম্যাপ বের করে ফেলেছে।

ওর কাঁধের কাছে ঝুঁকে এলো ফিওনা। ম্যাপে একটা আঙুল রাখল।

'শহরের বাইরে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ২০ কিলোমিটার যেতে হবে। আলমি ভ্যালি'র **বারেন** নামক গ্রাম হচ্ছে আমাদের গন্তব্য।'

'তারপর? ঠিকানা কী?'

'ফানি,' একটু আগে শোনা কথার পুনরাবৃত্তি করল ফিওনা। নিজের সিটে হেলান দিল।

রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল ও। ফিওনার চেহারা ওখানে দেখা যাচ্ছে। জোরপূর্বক তথ্য আদায় করতে চাওয়া বেচারি ওর প্রতি অসন্তুষ্ট।

তবে চেষ্টাকারীকে দোষও দিতে পারছে না।

রওনা করার জন্য গ্রে'কে ইশারা করল ফিওনা।

অগত্যা কোনো উপায়ন্তর না দেখে গ্রে ওর নির্দেশ মেনে নিল।

••••

পার্কিং গ্যারেজের দূরবর্তী অংশে একটা সাদা মার্সেডিজ রোডস্টারে বসে আছে দু'জন। বাইনোকুলার নামিয়ে লোকটি চোখে ইটালিয়ান সানগ্লাস পড়ল। পাশে বসা যমজ বোনকে উদ্দেশ্য করে মাথা নাড়ল। ডাচ ভাষায় ফিসফিস করে স্যাটেলাইট ফোনে কথা বলল বোন।

বোনের অন্য হাত ভাইয়ের হাতে। বুড়ো আঙুল দিয়ে আলগোছে ট্যাটুর ওপর দিয়ে মেসেজ করে দিচ্ছে ভাই।

বোন তার ভাইয়ের আঙুলে চাপ দিল।

ভাই নিচ দিকে তাকিয়ে দেখে বোনের এক আঙুলের নখ দাঁত দিয়ে কাটার পর একটু এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে। বিশ্রী লাগছে দেখতে।

ভাইয়ের নজর বুঝতে পেরে নিজের নখ লুকোনোর চেষ্টা করল ও। বিব্রতবোধ করছে।

যদিও লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই। ওর ভাই জানে, কতটা টেনশন আর প্রেশারে থাকলে এভাবে দাঁত দিয়ে নখ কাটা পড়ে। গতকাল রাতে ওরা ওদের বড় ভাই হ্যানকে হারিয়েছে।

সামনের গাড়িতে থাকা চালকটি তাঁকে খুন করেছে।

পার্কিং গ্যারেজ থেকে বিএমডব্লিউ'কে বের হয়ে যেতে দেখে চোখ সরু করল ফিউরি। জিপিএস ট্রান্সপন্ডার লাগানো আছে। গাড়িটাকে ট্র্যাক করা যাবে।

'বুঝেছি,' ফোনে বলল বোন। 'যেমনটা আশা করা হয়েছিল... বইয়ের সূত্র ধরে এগোচ্ছে ওরা। নিঃসন্দেহে ওরা এখন বারেন গ্রামের হিরজফিল্ড এস্টেট-এ যাবে। ওদের জেটটাকে নজরদারিতে রেখে আমরা রওনা দেব। সবকিছু তৈরি।'

ফোনের ওপাশের কথা শুনতে শুনতে ভাইয়ের দিকে তাকাল ও।

'হ্যাঁ,' বলল ও, ফোন আর ভাই দু'জনকে উদ্দেশ্য করে, 'আমরা ব্যর্থ হব না। ডারউইন বাইবেল আমাদের-ই হবে।'

ভাই মাথা নেড়ে সায় দিল। বোনের হাত ছেড়ে দিয়ে ইগনিশনের চাবি ঘুরাল সে।

'গুড-বাই, দাদু।' বোন কথা শেষ করল।

ফোন রেখে ভাইয়ের মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে ঠিক করে দিল ও।

এবার ঠিক আছে।

একদম ঠিকঠাক।

বোনের আঙুলের ডগায় ভাই চুমো খেল।

ভালবাসা আর প্রতিজ্ঞা মিশে আছে ওতে।

প্রতিশোধ নেবে ওরা।

শোক পরে করা যাবে।

পার্কিং গ্যারেজ থেকে বরফ সাদা মার্সেডিজ বের করে শিকারের পেছনে ছুটল ওরা।

সকাল ১১ টা ০৮ মিনিট।
হিমালয়।

সোল্ডারিং গান থেকে গাঢ় টকটকে শিখা বেরিয়ে এলো। যন্ত্রটাকে সোজা করল ক্রো। ওর হাত কাঁপছে। তবে সেটা ভয়ে নয়, চোখের পেছনে এখনও দপদপ করে ব্যথা করছে, তাই। বেশকিছু ওষুধ খেয়েছে ও। যদিও ওগুলোর কোনোটাতেই শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাওয়া যাবে না। তবে অ্যানা'র মতে, ওষুধগুলো খাওয়ার ফলে ক্রো আরও অতিরিক্ত কয়েক ঘণ্টা ভাল থাকতে পারবে।

কত সময় আছে ওর হাতে?

তিন দিনেরও কম। তারচেয়েও কম সময়ে হয়তো অক্ষম হয়ে পড়বে।

এসব চিন্তা-ভাবনা মন থেকে সরানোর চেষ্টা করল ও। দুশ্চিন্তা করলে ও আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়বে। ওর দাদার একটা কথা মনে পড়ল... *বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়।*

কথাটা মাথায় রেখে সোল্ডারিং করায় মন দিল ক্রো। বেরিয়ে আসা ভূগর্ভস্থ তারের সাথে একটা ক্যাবলের সংযোগ দিচ্ছে। এই ওয়্যারিং পুরো ক্যাসলে জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন অ্যান্টেনার সাথে সংযুক্ত রয়েছে। শুধু তাই না, পাহাড়ের চূড়োয় কোনো এক জায়গায় লুকোনো স্যাটেলাইট আপলিংক ডিসের সাথেও সংযোগ আছে এর।

কাজ শেষ করে পেছনে হেললো পেইন্টার। সদ্য করা সোল্ডারিং-কে ঠাণ্ডা হতে দিচ্ছে। একটা বেঞ্চের ওপর বসে আছে সে। সার্জনের মতো ওর পাশে নানান রকম যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে আছে। দুটো ল্যাপটপ খোলা অবস্থায় আছে এখানে।

ল্যাপটপ দুটো দিয়েছে গানথার। সন্ন্যাসীদেরকে খুন করেছে, আং গেলুকে খুন করেছে; এই গানথার। এই লোকের ধারে কাছে গেলেই পেইন্টারের ভেতরে ক্রোধ জেগে ওঠে।

যেমন এখনও জাগছে।

ওর কাঁধের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহি গানথার। ওর প্রত্যেকটা নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ করছে। মেইনটেন্যান্স রুমে ওরা দু'জন একা। পেইন্টার একবার ভাবল, এই সোল্ডারিং গানটা লোকটার চোখে ঠেসে ধরবে কিনা। কিন্তু তারপর? সভ্য জগৎ থেকে ওরা অনেক দূরে অবস্থান করছে। মৃত্যুদণ্ডের খাড়া ঝুলছে মাথার ওপর। সহযোগিতা করলেই বাঁচার আশা আছে, নইলে নেই। অন্যদিকে লিসা রয়ে গেছে অ্যানার স্টাডি রুমে। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছে সে।

আর এখানে পেইন্টার আর গানথার এসেছে ভিন্ন দিকে।

স্যাবোটেজকারীকে ধরবে ওরা।

গানথারের ভাষ্য অনুযায়ী, যে বোম বেল-কে ধ্বংস করেছে সেটা হাতে বসানো হয়েছিল। যেহেতু বিস্ফোরণের পর কেউ এই ক্যাসল থেকে চলে যায়নি সেহেতু কালপ্রিট এখনও ক্যাসলে আছে বলে ধরে নেয়া যায়।

বিষয়টা নিয়ে এগোতে পারলে হয়তো সামনে আরও অনেক কিছু জানা যাবে।

আর সেটা করার জন্য লোকমুখে কিছু কথা ছড়িয়ে টোপ ফেলা হয়েছে।

এখানকার সব কাজ করা হচ্ছে সেই টোপকে কাজে লাগিয়ে ফাঁদে পরিণত করার জন্য। একটা ল্যাপটপকে ক্যাসলের কমিউনিকেশন সিস্টেমের সাথে সংযোগ করে দেয়া হয়েছে। গানথারের কাছ থেকে পাওয়া পাসওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করে ইতোমধ্যে সিস্টেমে ঢুকে পড়ে কাজ করতে শুরু করেছে ক্রো। কমিউনিকেশন সিস্টেম থেকে যাওয়া যাবতীয় আউটগোয়িং কল তদারকি করার জন্য ক্রো বেশ কয়েকটা সিরিজ কমপ্রেসড কোড ছেড়েছে। স্যাবোটাজকারী যদি বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে তাহলে তাঁর অবস্থানসহ এখানে সেটা ধরা পড়বে।

তবে পেইন্টারের ধারণা, কালপ্রিট এত বোকা নয়। সে পুরুষ হোক বা নারী গোপনে সে দীর্ঘদিন ধরে নিজের কাজ করে আসছে। সে হিসেবে বোঝা যাচ্ছে, কালপ্রিট বেশ ধুরন্ধর।

এজন্য নতুন কিছু তৈরি করল পেইন্টার।

কালপ্রিটের কাছে নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত স্যাটেলাইট ফোন আছে। নিজের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিদের সাথে ওটা দিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করে। কিন্তু ওরকম ফোনকে অরবিটিং স্যাটেলাইটের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে পরিষ্কার, ঝকঝকে, বাধাহীন লাইন প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই ক্যাসলে সেরকম আরামের জায়গা আনেক আছে। কোটর, জানালা, সার্ভিস হ্যাচ; ইত্যাদি বহু জায়গা ব্যবহার করে গার্ডের চোখ ফাঁকি দিয়ে কোনো প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি না করে কালপ্রিট নিজের চাহিদা মেটাতে পারবে।

ভিন্ন কিছু দরকার।

ভূগর্ভস্থ তারের সাথে লাগানো সিগন্যাল অ্যামপ্লিফায়ার চেক করল ক্রো। সিগমায় থাকাবস্থায় এই ডিভাইস ও নিজে বানিয়েছিল। ডিরেক্টর হওয়ার আগে সিগমায় দক্ষ অপারেটিভ হিসেবে দায়িত্বরত ছিল ক্রো। তখন নজরদারি আর মাইক্রোইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কাজ করতো। তাই, এসব কাজ ওর কাছে ডাল-ভাত।

আরেকটা ল্যাপটপের সাথে ভূগর্ভস্থ তারের সংযোগ ঘটিয়েছে এই অ্যামপ্লিফায়ার।

'তৈরি হয়ে গেছে,' বলল ক্রো, ওর মাথাব্যথা এখন একটু কমেছে।

'চালু করা যাক।'

ব্যাটারি অন করল পেইন্টার। সিগন্যালের বিস্তার ও পালস রেট ঠিক করে দিল। বাকি কাজ ল্যাপটপ করে নেবে। সিগন্যাল পেলেই ধরে ফেলবে এটা। তবে একেবারে নিখুঁত হবে তা কিন্তু নয়। অবৈধভাবে কোনো সিগন্যালকে দেখলেই উৎসের ৯০ ফুটের মধ্যে অবস্থান নির্ণয় করে দেখাতে পারবে। এতখানিই যথেষ্ট।

সব যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক করে নিল ক্রো। 'ঠিক আছে। সব সেট করা হয়ে গেছে। এখন আমরা অপেক্ষা করব কখন হারামজাদাটা ফোন করে।'

মাথা নাড়ল গানথার।

'অবশ্য যদি আমাদের টোপ সে গিলে থাকে তবেই সেটা হবে,' শেষ মুহূর্তে যোগ করল ক্রো।

আধঘণ্টা আগের কথা।

গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে—সীসা দিয়ে বন্ধ করা গোপন ভল্টে রাখা জেরাম-৫২৫ বিস্ফোরণের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। গুজবটা পুরো ক্যাসলে আশার আলো জ্বালিয়ে দিলো। যদি স্থানান্তরযোগ্য জ্বালানি পাওয়া যায় তাহলে হয়তো নতুন করে বেল তৈরি করা সম্ভব হবে। এমনকি বিভিন্ন টুকরো অংশ জোড়া লাগিয়ে রিসার্চারদেরকে জড়ো করতে শুরু করেছেন অ্যানা। অসুখের প্রতিষেধক তৈরি করা সম্ভব না হোক, নতুন করে বেল হলে অন্তত বাড়তি কিছু সময় হাতে পাওয়া যাবে। বাড়তি সময় পাবে সবাই।

কিন্তু আশা জাগানোর জন্য এই গুজব ছড়ানো হয়নি। কালপ্রিটের কানে কথাগুলো পৌঁছে দেয়াই হলো আসল উদ্দেশ্য। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। বেল-কে পুনরায় তৈরি করা সম্ভব। তাহলে সে তার ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির কাছে পরামর্শ চাইবে।

আর চাইতে গেলেই পেইন্টারের খপ্পরে পড়বে সে।

গানথারের দিকে ফিরল ক্রো। 'সুপারম্যান হতে কেমন লাগে?' প্রশ্ন করল ও। 'রাজা সূর্যের একজন বীর।'

শ্রাগ করল গানথার। তার যোগাযোগ করার মাধ্যম হলো ঘোঁতঘোঁত করা, ভ্রুকুটি আর অল্পকিছু শব্দ।

'আমি বলতে চাচ্ছি, আপনার নিজেকে সেরা কিংবা বড় মনে হয় কি-না? বেশি শক্তিশালী, দ্রুতগামী, এক লাফ দিয়ে বিল্ডিং পার হওয়া... এসব?'

গানথার কিছু বলল না, স্রেফ ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

শ্বাস ফেলল পেইন্টার। নতুন প্রসঙ্গ তুলে লোকটার মুখ খোলাতে চাইল। সহানুভূতির সাথে দুর্বল জায়গায় আঘাত করতে হবে। 'আচ্ছা, *Leprakonige* মানে কী? আপনি যখন না থাকেন যখন অনেককেই আমি শব্দটা বলতে শুনেছি।'

পেইন্টার শব্দটার মানে খুব ভাল করেই জানে। কিন্তু ওর গানথারের সাড়া দরকার। এবং পেয়েও গেল। অন্যদিকে মুখ ঘোরাল গানথার। তবে পেইন্টার ওর চোখে জ্বলে ওঠা আগুন ঠিকই দেখতে পেয়েছে। নীরবতা। ও বুঝতে পারছে না লোকটা এখন কী বলবে।

'কুষ্ঠ রাজা,' অবশেষে গর্জন করল গানথার।

এবার পেইন্টারের চুপ করে থাকার পালা। ছোট রুমটার পরিবেশ একটু ভারী হতে দিলো ও। গানথার আবার মুখ খুলল।

'নিখুঁত কাজ করতে গিয়ে কেউ ব্যর্থতা মেনে নিতে চায় না। যেহেতু আমাদেরকে তারা আশা করেনি তাই আমাদের রোগও তারা দেখতে ইচ্ছুক নয়। আমাদেরকে আড়ালে রাখতে পারলেই তারা খুশি।'

'নির্বাসন দেয়া। কুষ্ঠ রোগীকে যেরকম করা হয় আরকি।'

Sonnekonlge জাতের মানুষ হয়ে বড় হয়ে ওঠার কঠিন বাস্তবতা কল্পনা করার চেষ্টা করল ক্রো। ছোটবেলা থেকেই সে জানে তার কপাল পোড়া। যেখানে রাজপুত্রের মতো আদর-যত্ন পেতে পারতো সেখানে হয় অবহেলিত।

‘তারপরও তো আপনি এখানে আছেন,’ বলল পেইন্টার। ‘সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।’

‘আমার জন্মই হয়েছে এটার জন্য। এটা আমার কর্তব্য।’

পেইন্টার অবাক হলো। কর্তব্যের বিষয়টা হয়তো এদের জিনের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে! গানথারকে পর্যবেক্ষণ করল ক্রো। ওর মনে হলো লোকটা সম্পর্কে ও আরও বেশি কিছু জানে। কিন্তু কী জানে সেটাই জানে না।

‘আপনি কেন আমাদের সবাইকে সাহায্য করছেন?’

‘আমি এখানকার কাজে বিশ্বাস করি। আমি এখন যেটায় ভুগছি, একদিন হয়তো মানুষদেরকে আর এটায় ভুগতে হবে না।’

‘আর এখন? এখন তো আর চিকিৎসার কোনো আশা নেই। শুধু সময়ক্ষেপণ চলছে। আপনার তো তেমন কোনো লাভ হবে না।’

গানথারের চোখ জ্বলে উঠল। ‘*Ich bin nicht krank.*’

‘মানে কী? আপনি অসুস্থ নন?’

‘*Sonnekonige*-রা বেল-এর অধীনে জন্ম করেছিল।’ জোর গলায় বলল গানথার।

প্রতিবাদের ভাষা বুঝল ক্রো। অ্যানার কথাগুলো মনে পড়ল ওর। ক্যাসল জুড়ে সুপারম্যানদের তাণ্ডব... তারা বেল-এর দ্বারা আর কোনো কিছু হতে দেবে না। হোক সেটা ভাল কিংবা মন্দ।

‘আপনারা তো বিরুদ্ধে ছিলেন।’ বলল ক্রো।

গানথার অন্যদিকে মুখ ঘোরাল।

পেইন্টার একটু ভাবল। যদি নিজে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকাটাই মূল উদ্দেশ্য না হয় তাহলে গানথার কীসের জন্য সাহায্য করছে?

কী সেটা?

হঠাৎ করে ক্রো’র মনে পড়ে গেল অ্যানা কোন দৃষ্টিতে গানথারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। স্নেহ, মায়া, মমতা ছিল সেই দৃষ্টিতে। আর গানথার তাতে সায়ও দিয়েছিল। এছাড়া অ্যানাকে বাকিরা সবাই যতটা সম্মান করে থাকে গানথার অতটা করে না। তাহলে?

‘আপনি অ্যানাকে ভালবাসেন,’ মিনমিন করে বলল পেইন্টার।

‘অবশ্যই বাসি,’ গানথার চট করে জবাব দিল। ‘ও আমার বোন।’

অ্যানার স্টাডি রুমে ঝুলে থাকা লাইট বক্সটার কাছে লিসা দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণত এধরনের লাইট বক্সের আলোতে রোগীদের এক্স-রে ফিল্মগুলো দেখা হয় তবে সেই আলোতে এখন অ্যাসেটেইট কাগজ দেখছে লিসা। কালো রেখা আছে কাগজগুলোতে। ওখানে বেল-এর প্রভাবের আগে ও পরে ডিএনএ-এর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বেল-এর প্রভাবে ডিএনএ-এর কোথায় কোথায় পরিবর্তন ঘটেছে সেই জায়গাগুলো দাগানো আছে গোল গোল বৃত্ত দিয়ে। জার্মান ভাষায় সেগুলোর পাশে নোটও লেখা আছে।

ওগুলো অনুবাদ করে দিয়ে আরও কিছু বই আনতে গেলেন অ্যানা।

লাইট বক্সের আলোতে লিসা পরিবর্তনগুলো দেখতে লাগল, কোনো প্যাটার্ন কিংবা ধারা পাওয়া যায় কি-না খুঁজছে। কয়েকটি কেস স্টাডি শেষ করে বুঝল বেল-এর প্রভাবে যে মিউটেশনগুলো হয়েছিল ওগুলোর কোনো নির্দিষ্ট ছন্দ বা কারণ কোনোটাই

নেই। কোনো উত্তর না পেয়ে ডাইনিং টেবিলের কাছে ফিরল ও। টেবিলের ওপরে এখন একগাদা বই, বৈজ্ঞানিক তথ্য আর কয়েক দশক আগে মানবদেহের ওপর চালানো পরীক্ষাগুলোর নথি রাখা আছে।

লিসার পেছনে থাকা ফায়ারপ্লেসের আগুন মটমট করে উঠল। ওর একবার ইচ্ছে হলো, এইসব কাগজপত্র আগুনে ফেলে দেবে! কিন্তু নিজের ইচ্ছের মুখে লাগাম দিল ও। যদিও এখানে অ্যানা নেই, তবুও...। পাহাড়ের অত্যধিক উচ্চতায় মানুষের মধ্যে কেমন মানসিক প্রভাব পড়ে, সে-বিষয় নিয়ে নেপালে গবেষণা করতে এসেছিল লিসা। পেশায় মেডিক্যাল ডাক্তার হলেও অন্তর থেকে ও একজন গবেষক।

অ্যানার মতো।

না... ঠিক অ্যানার মতো নয়।

টেবিলের ওপরে থাকা একটি রিসার্চ মনোগ্রাফকে আলতো করে পাশে টেনে নিল ও। নাম *Teratogenesis in the Embryonic Blastoderm*, এই নথির সাথে বেল থেকে বিকরিত ক্ষতিকর রেডিয়েশনের সম্পর্ক আছে। কালো রেখা দিয়ে চিত্র উপস্থাপন করার পাশাপাশি এখানে নিরপেক্ষভাবে কিছু ভয়ঙ্কর বিষয়ও তুলে ধরা হয়েছে। যেমন বিভিন্ন অঙ্গবিহীন অবিকশিত শিশু, এক চোখঅলা দৈত্যাকার ভ্রুণ, বড় মস্তিষ্কঅলা মৃত শিশু ইত্যাদি।

না, ও অবশ্যই অ্যানার মতো নয়। লিসার বুকের ভেতরে আবার সেই আগের রাগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

নিজের রিসার্চ লাইব্রেরির দোতলায় উঠে যাওয়া মই বেয়ে নিচে নামলেন অ্যানা। হাতে একগাদা বই। জার্মানরা হাল ছেড়ে দেয়নি। কেন হাল ছাড়বে। ওরা এখন আপ্রাণ চেষ্টা করছে কী করে এই কোয়ান্টাম অসুখের নিরাময় করা যায়। অ্যানা মনে করেন, এখন এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কাজের কাজ কিছুই হবে না। সম্ভবনা যা ছিল সেটা কয়েক দশক আগে চলে গিয়েছে। এখন আর সেরকম আশা নেই। তবে লিসাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য খুব একটা অনুরোধ করতে হয়নি তাঁকে।

লিসা খেয়াল করে দেখল অ্যানার হাত কীভাবে কাঁপছে... যদিও ভালভাবে খেয়াল না করলে সেটা চোখেই পড়বে। তিনি নিজের হাতের তালু ঘষে কাঁপন আড়াল করার চেষ্টা করছেন। এটা দেখে আবারও মনে পড়ে গেল, ক্যাসলের সবাই রোগে আক্রান্ত। পুরো সকাল জুড়ে সবাই কতটা উদ্বিগ্ন ছিল সেটা পরিষ্কার টের পাওয়া গেছে। কিছু চিৎকার চেঁচামেচি আর একটি হাতাহাতি হওয়ার ঘটনা লিসা নিজ চোখে দেখেছে। এছাড়াও গত কয়েক ঘণ্টায় আত্মহত্যাও করেছে কয়েকজন। চিকিৎসা পাবার শেষ আশা ভরসা বেল ধ্বংস হবার পর থেকে এই ক্যাসলে যেন হতাশা নেমে এসেছে। পেইন্টার আর ও যদি কোনো সমাধান বের করার আগেই এখানে যদি পাগলামো শুরু হয়ে যায় তখন কী হবে?

এই চিন্তাকে একপাশে সরিয়ে রাখল লিসা। হাল ছাড়বে না ও। বর্তমানে পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে সাহায্য করলেও লিসা এখান থেকে সর্বোচ্চ সুযোগটুকু নিতে চায়।

অ্যানাকে এগোতে দেখে মাথা নাড়ল লিসা। 'বেশ, এখান থেকে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছি। কিন্তু আপনার বলা কিছু জিনিস আমাকে এখনও ভাবাচ্ছে।'

টেবিলে বইগুলো রেখে অ্যানা একটা চেয়ারে বসলেন। 'কী সেটা?'

'আপনি বলেছিলেন, বেল নাকি বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।' টেবিলের ওপরে থাকা বই আর কাগজপত্রের দিকে ইশারা করে বলল, 'কিন্তু এখানে যা দেখলাম সেটা হলো, পরিবর্তনশীল রেডিয়েশন প্রয়োগ করে একটা সুপ্রজনন প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। জেনেটিক পরিবর্তন এনে উন্নত মানুষ তৈরির চেষ্টা আরকি। কিন্তু এই ব্যাপারে আপনি "বিবর্তন"-এর মতো ভারী শব্দকে কেন টেনে আনলেন, ঠিক বুঝলাম না।'

আপত্তিসূচক মাথা নাড়লেন অ্যানা। 'ড. কামিংস, বিবর্তন বলতে আপনি কী বোঝেন?'

'ডারউইন যেভাবে বলে গেছেন, সেটাই।'

'কী সেটা?'

লিসা ভ্রু কুঁচকাল। 'ধীরে ধীরে জৈবিক পরিবর্তন... একটা এককোষী প্রাণী বিভিন্ন রকমভাবে বিস্তার লাভ করতে করতে বর্তমান প্রাণীকূলের অবস্থায় এসেছে।'

'এবং এসবের ওপর ঈশ্বরের কোনো হাত নেই?'

প্রশ্ন শুনে লিসা একটু পিছু হটল। 'সৃষ্টির ক্ষেত্রে?'

শ্রাগ করলেন অ্যানা, লিসার ওপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। 'কিংবা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনে?'

'আপনি নিশ্চয়ই সিরিয়াস নন? এরপর নিশ্চয় বলবেন যে, বিবর্তনবাদ স্রেফ একটা থিওরি ছাড়া কিছুই নয়।'

'বোকার মতো কথা বলবেন না। 'যদি' আর 'আন্দাজ' দিয়ে যারা চলে আমি তাদের মতো নই। বিজ্ঞানের কোনো কিছুই বিস্তর তথ্য ও পরীক্ষিত হাইপোথিসিস ছাড়া থিওরির পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে না।'

'তাহলে আপনি ডারউইনের বিবর্তনবাদ মানেন?'

'অবশ্যই। কোনো সন্দেহ নেই ওতে। বিজ্ঞানের সকল নিয়ম-কানুন মেনেই ওটা তৈরি করা হয়েছে। না মানার কোনো প্রশ্নই আসে না।'

'তাহলে কেন ওভাবে...'

'একটাকে গ্রহণ করতে গিয়ে তো অন্যটাকে বাদ দেয়া যাবে না।'

এক ভ্রু উঁচু করল লিসা। 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন আর বিবর্তনবাদ?'

অ্যানা মাথা নাড়লেন। 'হ্যাঁ। একটু পেছন থেকে শুরু করি... আশা করি, আমার বোঝা ভুল নয়। প্রথমেই সমতল পৃথিবীর ধারণা বাতিল করে দিচ্ছি। অনেকে ভাবে তাদের সৃষ্টিকর্তার বানানো এই পৃথিবী নাকি সমতল! পৃথিবী গোল এটা মানতে তাদের কষ্ট হয়। সেইসাথে বাইবেল শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের জ্ঞানের বহরকেও বাতিল করে দিতে হচ্ছে। কারণ তাদের ধারণা এই পৃথিবীর বয়স সর্বসাকুল্যে ১০ হাজার বছর। এবার আমাদের মূল প্রসঙ্গে আসি। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের পক্ষে যারা ওকালতি করে, তাদের ব্যাপারে কিছু বলি।'

মাথা নাড়ল লিসা। একজন সাবেক-নাৎসি এখন বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। কাহিনি কী?

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন অ্যানা। 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন নিয়ে যেসব তর্ক-বিতর্ক হয় সেগুলোর অধিকাংশই বিভ্রান্তমূলক। তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্রের ভুল

ব্যাখ্যা, হাঁটুভাঙ্গা পরিসংখ্যান দেখানো, পাথরের রেডিওমেট্রিক দিককে ভুলভাবে উপস্থাপন করা, ইত্যাদি। বিভ্রান্তির তালিকা করতে গেলে আরও বড় হতে থাকবে। এগুলোর কোনোটাই কোনো কাজের নয়। অথচ ঠিকই একটা ধোঁয়াশার দিকে ঠেলে দিতে পারে।'

লিসা মাথা নাড়ল। হাই স্কুলের জীববিদ্যা ক্লাস নেয়ার মতো করে কথা বলছেন অ্যানা। গড়পড়তা পিএইচডি ডিগ্রিধারী একজন ডক্টরেটেড-এর পক্ষে এগুলো হজম করা একটু কষ্টসাধ্য তাই নিজেকে হাই স্কুল ছাত্রী ভেবে নেয়াই ভাল।

অ্যানার এখনও বলা শেষ হয়নি। 'সেগুলোর মতে, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের একটা বিষয় বিবেচনায় করতে হবে।'

'কী?'

'মিউটেশন বা রূপান্তর হওয়ার এলোমেলো ধরন। সবকিছু নিখুঁত হলে এত ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মিউটেশন পাওয়া সম্ভব হতো না। ক্রটিযুক্ত জন্মগ্রহণও যে লাভজনক পরিবর্তন আনতে পারে, সে-সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে? এরকম কয়টা ঘটনা জানেন আপনি?'

এই তর্ক লিসা এর আগেও শুনেছে। *দ্রুতগতিতে নিখুঁতভাবে জীবন বিকশিত হওয়ার বিষয়টা আসলে খুব একটা যুক্তিসঙ্গত নয়।* অবশ্য ও এটা নিয়ে কোনো মাথা ঘামায় না।

'বিবর্তন কোনো নিখুঁত জিনিস নয়।' বলল লিসা। 'এটা প্রাকৃতিক বাছাই প্রক্রিয়া কিংবা আবহাওয়ার প্রভাব, যার ফলে আগাছা ধাঁচের ক্ষতিকর পরিবর্তনগুলোকে ছাঁটাই করে শুধু ভাল অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলোকে জিন বহন করে।'

'সেরাদের জয়, তাই তো?'

'সেরা না হলেও অন্তত টিকে থাকবার মতো হতে হয়। একদম নিখুঁত হওয়ার জন্য পরিবর্তন সংগঠিত হয় না। সেটা থেকে সুবিধা নেয়ার জন্য পরিবর্তন আসে। আর এভাবে অল্প অল্প করে বিভিন্ন পরিবর্তন আসতে আসতে এই শত শত মিলিয়ন বছর পর এসে আমরা এরকম বৈচিত্র্যতা দেখতে পাচ্ছি।'

'শত শত মিলিয়ন বছর? আচ্ছা, আপনার কথা মেনে নিলাম, সময়টা অনেক দীর্ঘ। কিন্তু এখনও কী বিবর্তন হওয়ার মতো সুযোগ আছে? আর বিবর্তনের সেই বিশেষ অংশ সম্পর্কে কী বলবেন, যখন অনেক কিছু বেশ দ্রুত পরিবর্তন হয়েছিল?'

'আমার মনে হয়, আপনি ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণের কথা বলছেন?' প্রশ্ন করল লিসা। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের মূল বিষয়গুলোর মধ্যে এটা একটা বিষয়। ক্যামব্রিয়ান সময়কালটা বেশ ছোট ছিল। মাত্র ১৫ মিলিয়ন বছর। কিন্তু সেই সময়ের ভেতরে অনেক নতুন জাতের জীবনের আবির্ভাব ঘটেছিল। যেমন পরজীবী, শামুক, জেলিফিস, ট্রাইলোবাইট ইত্যাদি। যারা বিবর্তনবাদের বিপক্ষে তাদের জন্য এই অংশটুকু খুব কাজে দেয়।

'না। ফসিল রেকর্ড থেকে জানা যায়, "হঠাৎ উদয়" হওয়ার বিষয়টা আসলে হঠাৎ করে উদয় হয়নি। ক্যামব্রিয়ান সময়ের আগেও অনেক পরজীবী ও মেটাজোয়ানের মতো পোকামাকড় ছিল। এমনকি সেই সময়কার বৈচিত্র্যের ব্যাপারটাকে হক্স জিনের জেনেটিক কোড দিয়ে বিচার করা সম্ভব।'

'হক্স জিন?'

'চার কিংবা ছয় জিনের একটা সেট যেটা জেনেটিক কোডে তাদের উপস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতো। প্রাথমিক উন্নতিগুলোর ওপর প্রচ্ছন্ন নিয়ন্ত্রণ ছিল তাদের। উপরে, নিচে, ডানে, বামে, আগা, গোড়া; অর্থাৎ পুরো শরীরের অবয়ব তৈরি করার বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করতো ওরা। ফলের মাছি, ব্যাঙ, মানুষ; এদের সবারই এই হক্স জিন আছে। একটা মাছি থেকে হক্স জিন এনে ব্যাঙের ডিএনএ-তে প্রতিস্থাপিত করা হলে ব্যাঙ দিব্যি চলতে পারবে। কোনো সমস্যা হবে না। যেহেতু এই জিনগুলো প্রাথমিক উন্নতির একদম মূল চাবিকাঠি তাই এগুলোতে অতিক্ষুদ্র পরিবর্তন করলেই শরীরের অবয়বে ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব।'

এত তথ্য জেনে আসলে ওদের আলোচনা কোনদিকে সেটা বোঝা না গেলেও এই বিষয়ে মহিলার জ্ঞানের গভীরতা দেখে মুগ্ধ হলো লিসা। ওর নিজের মধ্যে প্রতিযোগী মনোভাব জেগে উঠল। অ্যানা যদি ওর কোনো কনফারেন্সের সহকর্মী হতেন তাহলে ও এগুলো বেশ ভালভাবে উপভোগ করতো। এই মহিলার সাথে কথা বলার সময় এখন থেকে সমঝে কথা বলতে হবে, মনে গেঁথে নিল লিসা।

'আচ্ছা তাহলে হক্স জিনের মাধ্যমে ক্যামব্রিয়ান সময়কালে প্রাণীদের উদ্ভব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা গেল। কিন্তু...'

বাধা দিলেন অ্যানা। 'হক্স জিন কিন্তু দ্রুত বিবর্তনের অন্যান্য অংশের ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা দেয় না।'

'যেমন?' আলোচনা এখন ইন্টারেস্টিং দিকে মোড় নিচ্ছে।

'যেমন : গোলমরিচ পোকা। গল্পটা জানেন তো?'

মাথা নাড়ল লিসা। জানে। গোলমরিচ পোকা গাছের কাঠের মধ্যে বাস করতো। গায়ের রং বিচিত্র বর্ণে সাদা ফুটকি। বাকলের রঙের সাথে ওদের গায়ের রং মিলে যাওয়ায় পাখিরা ওদেরকে খেতে পারতো না। ম্যানচেস্টার এলাকায় কয়লা কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার পর গাছগুলো একদম কালো কুচকুচে হয়ে গেল। বিপদে পড়ল গোলমরিচ পোকারা। ওদের সাদা ফুটকিঅলা শরীরগুলো পাখিরা খুব সহজেই খুঁজে পেতে শুরু করল। কিন্তু পাকাগুলোর রং কালো হয়ে গেল মাত্র কয়েক প্রজন্মের মধ্যে। ঝুলযুক্ত কালো গাছের সাথে মিশে থাকার জন্য পোকাদের ছদ্মবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

'মিউটেশন যদি এলোভাবে হয়ে থাকে,' ভিন্নমত পোষণ করলেন অ্যানা, 'তাহলে তো দেখা যাচ্ছে, ঠিক যখন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় তখুনি মিউটেশন হয়ে যায়! কথা হলো, এটা যদি এলোমেলো প্রক্রিয়ায়ই হয়ে থাকে তাহলে লাল, সবুজ আর রক্তবর্ণের পোকাগুলো গেল কোথায়? এমনকি দুই মাথাঅলা গোলমরিচ পোকা? সেটাইবা কোথায় গায়েব হলো?'

নিজের চোখ পাকানো ঠেকানো চেষ্টা করল লিসা। 'আমি বলব, অন্য রঙের পোকাগুলোকে পাখি খেয়ে ফেলেছিল। দুই মাথাঅলা পোকাও মারা পড়েছিল তখন। কিন্তু আপনি উদাহরণটাকে ভুল বুঝছেন। পোকাগুলোর রঙের পরিবর্তন কোনো মিউটেশন নয়। এই পোকাদের ভেতরে আগে থেকেই কালো জিন ছিল। প্রতি প্রজন্মেই কিছু কালো পোকা জন্ম নিতো। কিন্তু অধিকাংশই খাওয়া পড়তো ওগুলোর।

সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে টিকে থাকতো সাদাগুলো। গাছ কালো হয়ে যাওয়ার পর পরিস্থিতি বদলে গেল। সাদা পোকা খাওয়া পড়তে শুরু করায় কালোরা টিকে গেল এবং ধীরে ধীরে সংখ্যায় বাড়তে লাগল। এই উদাহরণটাকে মিউটেশনের দিকে টেনে না গিয়ে অন্যভাবে দেখা যায়। যেমন পরিবেশ পরিস্থিতি সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর প্রভাব রাখতে সক্ষম। এখানে কোনো মিউটেশন হয়নি। কালো জিন ওদের ভেতরে আগে থেকেই ছিল।'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন অ্যানা।

লিসার মনে হলো, এই মহিলা ওর জ্ঞান পরীক্ষা করছিলেন। একদম সটান হয়ে মোটামুটি রাগী অবস্থায় আছেন তিনি।

'ভেরি গুড,' অ্যানা বললেন। 'ঠিক আছে, আমি আরেকটা ঘটনার কথা বলি। এবারের ঘটনাটা ল্যাবের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সংগঠিত হয়েছিল। একজন গবেষক একটা ই. কলি ব্যাকটেরিয়া তৈরি করলেন যেটা ল্যাকটোজ (সুগার) হজম করতে পারে না। তারপর তিনি সেই ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়িয়ে এমন একটা জায়গায় রাখলেন যেখানে খাদ্যের উৎস হিসেবে শুধু ল্যাকটোজ ছিল। বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে বলুন তো... এরপর কী হবে?'

শ্রাগ করল লিসা। 'ল্যাকটোজ হজম করতে না পেরে ব্যাকটেরিয়া অভুক্ত থাকতে থাকতে মারা যাবে।'

'ঠিক। ৯৮% ব্যাকটেরিয়ার তা-ই হয়েছিল। কিন্তু বাকি ২% বেশ সুন্দরভাবে টিকে রইল। ল্যাকটোজ হজম করার জন্য নিজেরাই নিজেদের জিনে মিউটেশন ঘটিয়ে নিয়েছিল ওরা। তা-ও মাত্র এক প্রজন্মে। অবাক লাগছে, তাই না? এই ঘটনা "এলোমেলোভাবে কোনোকিছু ঘটা"র সম্পূর্ণ বিপক্ষে যায়। মাত্র ২% কেন বেঁচে থাকার তাদের একটা জিন মিউটেশন ঘটিয়ে পরিবর্তন আনল? না, এলোমেলোভাবে এ জিনিস হবে না।'

বিষয়টি অদ্ভুত মনে হলো লিসার কাছে। 'হয়তো ল্যাবে কোনো সমস্যা...'

'এই পরীক্ষা বারবার চালিয়ে একই ফল পাওয়া গেছে।'

কিন্তু লিসা মানতে পারল না।

'আমি আপনার চোখে দ্বিধা দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, এলোমেলোভাবে মিউটেশন হয় না, এই বিষয়ে আপনাকে আরেকটা উদাহরণ দিই।'

'বলুন?'

'প্রাণের একদম শুরুতে চলুন। একদম আদিকালে। যেখানে বিবর্তনের ইঞ্জিন প্রথম চালু হয়েছিল।'

লিসার মনে পড়ল, অ্যানা একবার বলেছিলেন প্রাণের উৎসের সাথে বেল-এর সম্পর্ক আছে। এখন কী তিনি সেদিকেই কথা বলবেন? নিজের কানকে পুরোপুরি খাড়া করল লিসা। দেখা যাক আলোচনা ওকে কোথায় নিয়ে যায়।

'পিছনে ফিরি চলুন,' অ্যানা বললেন। 'একদম প্রথম কোষেরও আগে। ডারউইনের মতবাদ মনে রাখুন সাধারণ থেকে জন্ম নেয়া জন্মানো সবকিছু একটু জটিল হয়ে থাকে। তাহলে এককোষীর আগে কী ছিল? প্রাণের কত অতীত পর্যন্ত যাওয়ার পরও আমরা তাকে প্রাণ বলে ডাকব? ডিএনএ কী জীবিত? জিন জীবিত?

প্রোটিন আর এনজাইমের-ই বা কী অবস্থা? প্রাণ আর রসায়নের মধ্যেকার সীমারেখাটা কোথায়?'

'তা ঠিক আছে। কিন্তু প্রশ্নটা বেশি জটিল হয়ে গেছে,' লিসা স্বীকার করল।

'তাহলে আরেকটা প্রশ্ন করছি। '

এই প্রশ্নের উত্তর লিসা জানে। 'আদিকালে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পুরোটা হাইড্রোজেন, মিথেন আর পানিতে ভরা ছিল। এগুলোর সাথে একটু শক্তি, ধরা যাক বজ্রপাত। তো একটু শক্তি যোগ হলে এই গ্যাসগুলো সাধারণ দেহযন্ত্রে পরিণত হতে পারে। তারপর এগুলো থেকে অণুর জন্ম হয়েছিল।'

'আর সেটা ল্যাবে প্রমাণিতও হয়েছে,' সহমত পোষণ করলেন অ্যানা। 'এক বোতল ভর্তি মৌল গ্যাস থেকে অর্ধ তরল মিশ্রণের অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। প্রোটিনের ব্লক তৈরি করে ওগুলো।'

'এবং প্রাণের শুরু হয়।'

'আহা, আপনার বেশ তাড়া আছে বলে মনে হচ্ছে। সবকিছু ডিঙিয়ে একদম প্রাণে লাফ দিচ্ছেন!' অ্যানা খোঁচা মারলেন। 'মাত্র অ্যামিনো অ্যাসিড আর ব্লক তৈরি হলো। সামান্য অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে আমরা কীভাবে প্রোটিনে পৌঁছুব?'

'যথেষ্ট পরিমাণ অ্যামিনো অ্যাসিডের মিশ্রণ থেকে ধীরে ধীরে হয়ে যাবে।'

'এলোমেলোভাবে?'

মাথা নাড়ল লিসা।

'ড. কামিংস, এতক্ষণে আমরা সমস্যার গোড়ায় আসতে পেরেছি। আমি হয়তো আপনার সাথে একমত যে, নিজেই নিজের কপি তৈরি করতে সক্ষম প্রোটিন প্রথমবার তৈরি হওয়ার পর থেকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ যা বলেছে সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আপনি কী জানেন প্রথমবার প্রোটিন তৈরি হতে কী পরিমাণ অ্যামিনো অ্যাসিড প্রয়োজন?'

'না।'

'কমপক্ষে ৩২ অ্যামিনো অ্যাসিড। তার ফলে একদম সবচেয়ে ছোট্ট প্রোটিন তৈরি হবে। আর সেই ছোট্ট প্রোটিনটা নিজেই নিজের কপি করার ক্ষমতা রাখে। এলোমেলোভাবে এই প্রোটিনের জন্ম হয়েছে—সেটার সম্ভাবনা অনেক ক্ষীণ। গাণিতিকভাবে বলতে গেলে : টেন টু দ্য পাওয়ার ফোরটি-ওয়ান।'

সংখ্যার পরিমাণ শুনে শ্রাগ করল লিসা। এই মহিলার প্রতি ওর রাগ থাকলেও এখন ধীরে ধীরে শ্রদ্ধাবোধও জেগে উঠছে।

'যদি পৃথিবীর সকল বৃষ্টিপ্রধান জঙ্গলকে অ্যামিনো অ্যাসিডের স্যুপে রূপান্তরিত করা হয়, তারপরও ৩২ অ্যামিনো অ্যাসিড চেইন পূরণ হতে আরও অনেক বাকি থাকবে। অনেক বলতে, ব্যাপক। জঙ্গল থেকে পাওয়া অ্যামিনো অ্যাসিডের চেয়ে আর ৫ হাজার গুণ বেশি অ্যাসিড প্রয়োজন পড়বে। তাহলে বলুন, অর্ধ মিশ্রণযুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে কীভাবে প্রথমবার প্রোটিন তৈরি হয়েছিল? প্রাণের প্রথম সঞ্চার হয়েছিল কীভাবে?'

লিসা মাথা নাড়ল।

লিসাকে আটকে দিতে পেরে সন্তুষ্ট হয়ে অ্যানা নিজের দুই হাত আড়াআড়ি করে রাখলেন। 'বিবর্তনবাদের এখানে একটা ফাঁক আছে। ডারউইন এখানে লাফ মেরেছেন।'

'কিন্তু', লিসা হার মানতে নারাজ, 'এই ফাঁকা অংশ পূরণ করার জন্য ঈশ্বরের হাতকে টেনে এনে সেটাকে বিজ্ঞান বলে চালিয়ে দেয়া চলবে না। সেই ফাঁকটুকু পূরণ করার জন্য আমরা এখনও যথাযথ উত্তর খুঁজে পাইনি। তারমানে এই না যে, ওখানে অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার আছে।'

'আমি অলৌকিকতা নিয়ে কিছু বলছি না। আর আপনাকে কে বলল, সেই ফাঁক পূরণ করার জন্য আমার কাছে যথাযথ উত্তর নেই?'

তাঁর দিকে তাকাল লিসা। 'কী উত্তর?'

'বেল-কে নিয়ে গবেষণা করে আমরা গত কয়েক দশক আগেই কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম। সেই জিনিসটা নিয়ে আজকের গবেষকরা মাত্র একটু নাড়াচাড়া শুরু করেছে।'

'সেটা কী?' সোজা হয়ে বসল লিসা। বেল সম্পর্কে ওর অদম্য কৌতূহল লুকোনোর আর কোনো চেষ্টা করল না।

'আমরা ওটার নাম দিয়েছি : *কোয়ান্টাম* বিবর্তন।'

লিসা ইতিহাসে পড়েছে, বেল ও নাৎসিরা মিলে অদ্ভুত জিনিসপত্র নিয়ে গবেষণা করছিল। পরমাণুর অতিক্ষুদ্র কণা ও কোয়ান্টাম ফিজিক্স ছিল তাদের গবেষণাক্ষেত্র। 'এদের সাথে বিবর্তনের সম্পর্ক আছে?'

'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনকে সমর্থন দেয়ার জন্য এই কোয়ান্টাম বিবর্তন শুধু নতুন ক্ষেত্রই তৈরি করেনি, সেইসাথে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের ডিজাইনারকে সেটারও উত্তর দিয়েছে।'

'আপনি মজা করছেন। ডিজাইনার কে? ঈশ্বর?'

'নাহ।' লিসার চোখের দিকে তাকালেন অ্যানা। 'আমরা।'

অ্যানা বিস্তারিত কিছু ব্যাখ্যা করার আগেই পুরাতন রেডিও থেকে আওয়াজ ভেসে এলো। গানথার বলছে, 'স্যাবোটাজকারীর হদিস পেয়েছি। আমরা কাজে নামার জন্য তৈরি।'

সকাল ৭টা ৩৭ মিনিট।
বারেন, জার্মানি।

পুরোনো ফার্ম ট্রাকের পাশ দিয়ে বিএমডব্লিউকে এগিয়ে নিল গ্রে। ট্রাকে খড় বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ৫ নম্বর গিয়ারে নামল ও, সামনে বাঁক। অবশ্য এটাই শেষ বাঁক। পাহাড়ের উপরের দিকে ওঠার পর ও এখন সামনের উপতক্যার বিস্তৃত দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে।

'আলমি ভ্যালি,' বলল মন্ক। গ্রে'র পাশে বসে আছে ও। হাত দিয়ে শক্ত করে দরজার পাশে থাকা হাতল ধরে রেখেছে।

গিয়ার নামিয়ে গতি কমাল গ্রে।

মন্ক ওর দিকে তাকাল। 'র‍্যাচেল তোমাকে বেশ ভালভাবেই ইটালিয়ান স্টাইলে ড্রাইভিং শিখিয়েছে দেখছি।'

'রোমে যখন...'

'আমরা এখন রোমে নই।'

তা তো ঠিক। ওরা এখন রোমে নয়। আরও খাড়াইতে ওঠার পর ওদের সামনে উপতক্যার একটি চওড়া নদী, সবুজ তৃণভূমি, জঙ্গল আর টিলা'র মাঠ উদয় হলো। ছবির মতো সুন্দর মফস্বল দেখা গেল উপত্যকার ওদিকে। লাল টাইলস্অলা ছাদ আর পাথুরে ঘরগুলোর পাশ দিয়ে সরু, বাঁকা রাস্তা চলে গেছে।

তবে ওদের সবার চোখ আটকে গেল দূরে অবস্থিত একটি বিশাল ক্যাসলে। জঙ্গলের ভেতরে ওটা, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। উঁচু টাওয়ার, পতাকা শোভা পাচ্ছে ওখানে। রিহনি নদীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যান্য দুর্গের মতো এই ক্যাসলকেও কেমন যেন রূপকথার কোনো প্রাসাদের মতো মনে হয়। মোহিনী শক্তির রাজকুমারী আর সাদা ঘোড়ার ওপর চড়া বীর যেন আস্তানা গেড়েছে ওখানে।

'যদি ড্রাকুলা সমকামী হয়ে থাকে,' বলল মন্ক, 'তাহলে ওই ক্যাসল তাঁর-ই হবে।'

মন্ক কথাটি বলে কী বুঝাতে চেয়েছে সেটা গ্রে জানে। ওই জায়গাকে কেমন যেন অশুভ বলে মনে হচ্ছে। তবে সেটা উত্তর দিকের নিচু আকাশের জন্যও মনে হতে পারে। ঝড় আসার আগে ওরা এখন নিচের গ্রামে পৌঁছে যেতে পারলে তবেই রক্ষা।

'এবার?' গ্রে প্রশ্ন করল।

আওয়াজ শোনা গেল পেছনের সিট থেকে। ফিওনা ম্যাপ চেক করছে। মন্কের কাছ থেকে ওটা বাজেয়াপ্ত করে নিজেই দিকনির্দেশনার দায়িত্ব পালন করছে ও। কোন জায়গায় যাওয়া হচ্ছে সে-ব্যাপারে ও এখনও আগেভাগে মুখ খুলতে নারাজ।

সামনে ঝুঁকে নদীর দিকে ইশারা করল ও। 'ব্রিজ পার হতে হবে।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। ম্যাপ কীভাবে পড়তে হয় তা আমার জানা আছে।' বাইসাইকেল আরোহীদের একটি লম্বা লাইনকে পাশ কাটিয়ে উপত্যকার নিচের দিকে রওনা হলো গ্রে। বিএমডব্লিউ নিয়ে গ্রামের প্রান্তদেশে পৌঁছে গেল।

এ যেন আরও একশ বছর পেছনের এলাকা। সব জানালার পাশে থাকা বাক্সে টিউলিপ ফুল ফুটে আছে। চাঁদোয়ারি দেয়া আছে প্রত্যেকটি উঁচু ছাদে। মূল সড়ক থেকে পাথর বিছানো রাস্তা চলে গেছে ভেতরে। বাইরে থাকা ক্যাফে, বিয়ার বাগান আর কেন্দ্রীয় ব্যান্ডস্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে চলে গেছে ওগুলো। গ্রে নিশ্চিত এই ব্যান্ডস্ট্যান্ডে প্রতিরাতে একটি পলকা ব্যান্ড বাজানো হয়।

ব্রিজ পার হওয়ার পর দেখা গেল ওরা খামার সংলগ্ন বাড়ি আর তৃণভূমির পাশে চলে এসেছে।

'বাম দিকে যাও!' চিৎকার করল ফিওনা।

কষে ব্রেক দিল গ্রে। বিএমডব্লিউটাকে তীক্ষ্ণভাবে ঘোরাল। 'এরপর থেকে একটু আগেভাগে বলবে।'

রাস্তা সরু হয়ে গেছে এখানে। মসৃণ রাস্তা এখন পাথুরে রাস্তায় পরিণত হয়েছে। এগিয়ে চলল বিএমডব্লিউ। সামনে একটি লোহার গেইট উদয় হলো। খোলা রয়েছে।

গাড়ির গতি কমাল গ্রে। 'আমরা কোথায়?"

'জায়গামতো চলে এসেছি,' ফিওনা জবাব দিল। 'দ্য হিরজফিল্ড এস্টেট। ডারউইন বাইবেল এখান থেকেই এসেছিল।'

গেইট দিয়ে বিএমডব্লিউকে প্রবেশ করাল গ্রে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। প্রথমে গুঁড়িগুঁড়ি দিয়ে শুরু... তারপর একদম ঝুম বৃষ্টি।

'অল্পের জন্য রক্ষা,' বৃষ্টি দেখে মন্‌ক মন্তব্য করল।

গেইটের পর চওড়া খোলা জায়গা দেখা গেল। ওখানে দুটো অংশে কটেজ ভাগ করা রয়েছে। মূল ভবন একদম নাক বরাবর সামনে অবস্থিত। মাত্র দুই তলা বিশিষ্ট। তবে ছাদে থাকা স্লেট টাইলগুলো ভবনটিকে একটু রাজকীয়ভাব এনে দিয়েছে।

মাথার ওপরে বিদ্যুতের ঝলকানি খেলে গেল।

একটু আগে ওরা যে ক্যাসল দেখেছিল সেটা এস্টেটের ওপর দিয়ে পেছনে দেখা যাচ্ছে এখন। দেখে মনে হচ্ছে ওটা যেন কটেজের ওপর আবছাভাবে আবির্ভূত হয়েছে।

'ওই!' হাঁক ছাড়ল একজন।

গ্রে তাকাল।

বৃষ্টির ভেতরে এক সাইকেল চালক ছুটতে ছুটতে আর একটু হলেই গাড়ির নিচে এসে পড়তো। সাইকেল আরোহী বয়সে তরুণ, পরনে হলুদ জার্সি আর বাইকার শর্টস। বিএমডব্লিউ-এর হুডে চাপড় মারল সে।

'বন্ধুরা যাচ্ছ কোথায়?' গ্রে'র দিকে তাকিয়ে বলল।

ফিওনা ইতোমধ্যে পেছনে জানালা নামিয়ে ফেলেছে। বাইরে মাথা বের করে বলল, 'ভাগো শালা! এতটুকু প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, সেদিকে নজর দাও! বেহায়া কোথাকার!'

মাথা নাড়ল মন্‌ক। 'মনে হচ্ছে, ফিওনা সামনে একটা ডেটিং পাবে।'

তরুণকে এড়িয়ে মূল ভবনের কাছে গাড়ি নিয়ে এলো গ্রে। এখানে গাড়ি আছে মাত্র একটা। কিন্তু গ্রে খেয়াল করে দেখল, এখানে অনেক মাউন্টেইন আর রেসিং বাইক আছে। এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য চাঁদোয়ার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে নামিয়ে রেখেছে ব্যাকপ্যাকগুলো। ইঞ্জিন বন্ধ করার পর ওদের কথাবার্তা কানে এলো গ্রে'র। স্প্যানিশ। এটা তাহলে হোস্টেল। অন্তত এখন তো তা-ই মনে হচ্ছে।

ঠিক জায়গায় এসেছে তো ওরা?

যদি ঠিক জায়গায় এসেও থাকে তারপরও কাজের কাজ হবে কি-না সেটা নিয়ে গ্রে'র সন্দেহ আছে। কিন্তু এতদূর যখন চলেই এসেছে...

'থাকো এখানে,' বলল ও। 'মন্‌ক, তুমি ফিওনা'র সাথে...'

গাড়ির পেছনের দরজা খুলে ফিওনা বের হলো।

'পরের বার থেকে,' গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল মন্‌ক, 'যে গাড়িতে বাচ্চাদের জন্য লক সিস্টেম থাকে সেটা নিয়ো।

'আসো।' ফিওনার পেছন পেছন এগোল গ্রে।

কাঁধে ব্যাকপ্যাক নিয়ে মূল ভবনের সামনের দরজার দিকে বড় বড় পা ফেলে ফিওনা এগোচ্ছে।

এগিয়ে গিয়ে ওর কনুই ধরল গ্রে।

'আমরা একসাথে থাকব। কোনো দৌড়াদৌড়ি চলবে না।'

ফিওনা ওর দিকে ঘুরল। গ্রে'র মতো সে-ও রেগে আছে। 'একদম ঠিক! আমরা একসাথে থাকব। কোনো দৌড়াদৌড়ি চলবে না। তার মানে আমাকে প্লেন কিংবা গাড়ির ভেতরে রেখে চলে যাওয়াও যাবে না।' কনুই ছাড়িয়ে দরজা ঠেলল ও।

এক ঘণ্টা বেজে উঠে ওদের আগমনের জানান দিল।

মেহগনি কাঠের রিসিপশন ডেস্ক থেকে চোখ মেলল ক্লার্ক। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলে ঠাণ্ডা দূর করার চেষ্টা করছে। হলরুম কড়ি কাঠে সাজানো এবং স্লেট টালি দেয়া। নির্বাক ছবি ঝুলছে দেয়ালে। একশ' বছরেরও পুরোনো হবে ওগুলো। জায়গা পুরোনো হলেও দেখে মনে হচ্ছে এই ভবন কখনও মেরামত করা হয়নি। প্লাস্টারের বেহাল দশা, তক্তায় ধুলো-বালি, মেঝের করুণ অবস্থা সেটাই জানান দিচ্ছে। যৌবনকাল পেরিয়ে বার্ধক্যে পৌঁছেছে ভবন।

ক্লার্ক ওদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। স্বাস্থ্যবান শরীরে রাগবি শার্ট আর সবুজ ঢোলা ট্রাউজার পরে আছে সে। বয়স বিশের আশেপাশে। কলেজের নতুন ছাত্রের মতো লাগছে তাকে।

'*Guten morgen,*' গ্রে কাউন্টারের দিকে এগোতেই স্বাগতম জানাল সে।

বজ্রপাতে গর্জন শুনতে শুনতে পুরো হল রুমে চোখ বুলাল মন্‌ক। 'আজ সকালের কোনো কিছুই ভাল নয়।' ও বিড়বিড় করল।

'ও, আচ্ছা। আমেরিকান,' বলল ক্লার্ক। মন্‌কের বিড়বিড়ানি শুনতে পেয়েছে।

গলা পরিষ্কার করল গ্রে। 'এটা কী হিরজফিল্ড এস্টেট?'

ক্লার্কের চোখ একটু বড় হলো। '*Ja, aber...* আমরা এখানে বিগত ২০ বছর যাবত *BurgschloB* হোস্টেল চালাচ্ছি। উত্তরাধিকারসূত্রে আমার বাবা জহান হিরজফিল্ড এই জায়গা পাওয়ার পর থেকে এই হোস্টেল চলছে।'

তাহলে ওরা ঠিক জায়গাতেই এসেছে। ফিওনার দিকে তাকাল গ্রে। ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে *কী চাই?* দৃষ্টি নিয়ে তাকাল ফিওনা। ব্যাকপ্যাকের ভেতরে কী যেন খুঁজছে। গ্রে মনে মনে প্রার্থনা করল, মন্‌কের কথাই যেন সত্যি হয়, এই ব্যাগে যেন কোনো বোম না থাকে।

ক্লার্কের দিকে ফিরল গ্রে। 'যদি আপনার বাবার সাথে কথা বলা সম্ভব হতো...'

'কারণ...?' ক্লার্কের কণ্ঠে একটু দুশ্চিন্তার রেশ।

গ্রে'কে একপাশে সরিয়ে দিয়ে নিজের জায়গা করে নিল ফিওনা। 'কারণ এটা।' রিসিপশন কাউন্টারের ওপর একটি পরিচিত বই রাখল ও। ডারউইন বাইবেল।

ওরে খোদা!... গ্রে বাইবেলটাকে জেট প্লেনে লুকিয়ে রেখে এসেছিল।

লুকিয়ে রাখাটা যথাযথ হয়নি। প্রমাণিত।

'ফিওনা,' সতর্ককরার সুরে বলল গ্রে।

'এটা আমার,' চট করে জবাব দিল ও।

বইটি তুলে নিয়ে ক্লার্ক পৃষ্ঠা ওল্টাল। এই বই সে চিনতে পারেনি। 'বাইবেল? এই হোস্টেলে আমরা ধর্মান্তরিত করণকে অনুমিত দিই না।' বই বন্ধ করে ফিওনাকে ফিরিয়ে দিল সে। 'তাছাড়া, আমার বাবা ইহুদি।'

ভণিতা বাদ দিয়ে সরাসরি মূল প্রসঙ্গে গেল গ্রে। 'এটা চার্লস ডারউইনের বাইবেল। আমরা মনে করি, এটা এক সময় আপনাদের পারিবারিক লাইব্রেরিতে ছিল। এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি আপনার বাবার সাথে বিস্তারিত কথা বলতে পারতাম...'

বাইবেলের দিকে আগের চেয়ে একটু মনোযোগ দিয়ে তাকাল ক্লার্ক। 'আমার বাবা এখানে ওঠার আগেই লাইব্রেরি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল,' ধীরে ধীরে বলল সে। 'আমি কখনও লাইব্রেরি দেখতে যাইনি। তবে প্রতিবেশীদের মুখ থেকে শুনেছি ১০০ বছর ধরে ওটা ছিল।'

রিসিপশন ডেস্ক থেকে বেরিয়ে ফায়ারপ্লেস পার হয়ে পাশে থাকা ছোট্ট হলের দরজা খুলে সেদিকে ওদের নিয়ে চলল ক্লার্ক। হলের একপাশের দেয়ালে সারি সারি লম্বা জানালা রুমকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে। দেয়ালের অন্যপাশে আরেকটি ফায়ারপ্লেস থাকলেও ওটা এখন ঠাণ্ডা। ফায়ারপ্লেসটা বেশ বড়সড়। এই রুমে সারি সারি টেবিল, বেঞ্চ আছে। মেঝে মোছার কাজ করছে এক বয়স্কা মহিলা... সে ছাড়া এই রুমে আর কেউ নেই, খালি।

'এটা আগে আমাদের পরিবারের লাইব্রেরি ও স্টাডিরুম হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তবে এখন হোস্টেলের ডাইনিং হল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এস্টেট বিক্রি করার প্রতি মত ছিল না বাবার, কিন্তু ওদিকে বেশ মোটা অংকের ট্যাক্সও দিতে হয়। হয়তো সেজন্য ৫০ বছর আগেই লাইব্রেরি বিক্রি করা হয়েছে। অরজিন্যাল আসবাবপত্রগুলোর অধিকাংশকে বাবা নিলামে তুলেছিলেন। প্রতি প্রজন্মে ইতিহাস একটু একটু করে বিলুপ্ত হয়েছে।'

'লজ্জাজনক।' বলল গ্রে।

মাথা নেড়ে ক্লার্ক অন্যদিকে ঘুরল। 'বাবাকে বলে দেখি, আপনাদের সাথে কথা বলিয়ে দিতে পারি কি-না।'

কিছুক্ষণ পর ওদেরকে একজোড়া চওড়া দরজা পেরিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল সে। এই দরজা দিয়ে এস্টেটের ব্যক্তিগত অংশে যাওয়া যায়।

ওদেরকে এস্টেটের পেছন দিকে নিয়ে কনজারভেটরি (গাছ রাখার জন্য কাঁচ আর ব্রোঞ্জের তৈরি উদ্যান) পেরোতে পেরোতে নিজেকে রায়ান হিরজফিল্ড বলে পরিচয় দিলো সে। বিভিন্ন রকম গাছ আছে এখানে। তবে কতগুলোকে দেখে আগাছা বলে মনে হলো। জায়গাটায় কেমন যেন পুরোনো ও অগোছালো একটা ভাব আছে।

সানরুমে সূর্যের কোনো দেখা নেই। কনজারভেটরির মাঝখানে পলকা স্বাস্থ্যের একজন ব্যক্তি হুইলচেয়ারে বসে আছেন। তাঁর কোলের ওপরে একটি কম্বল রাখা আছে। বাইরে বৃষ্টি পড়া দেখছেন।

তাঁর দিকে এগোল রায়ান, খুব সংকোচবোধ করছে। '*Vater. Hier sind die Leute mit der Bibel.*'

'*Auf Englisch, Ryan... auf Englisch.*' হুইল চেয়ার ঘুরিয়ে ওদের মুখোমুখি হলেন তিনি। তাঁর চামড়া কাগজের মতো পাতলা বলে মনে হলো। শনশনে কণ্ঠস্বর। ফুসফুসের রোগে ভুগছেন বোধহয়, ভাবল গ্রে।

'আমি জহান হিরজফিলল্ড,' বললেন বৃদ্ধ। 'আপনারা তাহলে পুরোনো লাইব্রেরি নিয়ে কথা বলতে এসেছেন। ইদানীং ওটা নিয়ে বেশ কৌতূহল জাগছে কেন বুঝলাম না। কয়েক দশক কোনো খবরই ছিল না, অথচ এবছরে ২ বার খোঁজ পড়ল।'

ফিওনার বলা সেই রহস্যময় ব্যক্তির কথা মনে করল গ্রে। গ্রিট্টি'র বুকশপে গিয়ে ফাইলপত্র চেক করেছিল সেই ব্যক্তি। বিলের কাগজ দেখে সে-ও নিশ্চয়ই এখানে হাজির হয়েছিল।

'রায়ান বলল আপনাদের কাছে নাকি লাইব্রেরির একটা বই আছে।'

'ডারউইন বাইবেল।' বলল গ্রে।

বৃদ্ধ লোকটি সামনে হাত বাড়িয়ে দিতেই ফিওনা সামনে এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে বাইবেল দিলো। ওটাকে কোলের ওপর রাখলেন তিনি। 'ছোটবেলার পর এটাকে আর দেখিনি।' ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রায়ান, তুমি ডেস্কে গিয়ে বসো।'

মাথা নেড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কয়েক পা পিছাল রায়ান, তারপর মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

ছেলে কনজারভেটরির দরজা বন্ধ করে দেয়ার আগপর্যন্ত জহান অপেক্ষা করলেন। তারপর বাইবেলের দিকে নজর দিলেন তিনি। বাইবেলের সামনের কভার খুলে চোখ বুলালেন ডারউইন-এর বংশতালিকায়। 'আমার পরিবার যেসব বইকে খুব যত্ন করে আগলে রেখেছিল তার মধ্যে এটা একটা। ব্রিটিশ রয়্যাল সোসাইটি থেকে আমার পরদাদাকে (দাদার বাবা) ১৯০১ সালে এই বাইবেল উপহার হিসেবে দেয়া হয়েছিল। সেই যুগের স্বনামধন্য উদ্ভিদবিজ্ঞানী ছিলেন তিনি।'

গ্রে বৃদ্ধের কণ্ঠে বিষাদের সুর শুনতে পেল।

'বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করাটা আমাদের পরিবারের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। ডারউইন-এর মতো বড় কিছু না করলেও আমাদেরও কিছু অর্জন আছে। তবে সেগুলো অনেক আগের কথা। এখন আমাদের পরিচয় হলো : হোস্টেল চালিয়ে চলি; এই পর্যন্তই।'

'আচ্ছা, বাইবেলের ব্যাপারে আমাকে কিছু জানাতে পারেন?' বলল গ্রে। 'লাইব্রেরি কী সবসময় এখানেই থাকতো?'

'বাইরে গবেষণার জন্য পরিবার থেকে যখন কেউ যেতো তখন কেউ কেউ এখান থেকে কিছু বই সাথে করে নিয়ে গেছে। একমাত্র এই বইটাই ফিরে এসেছিল। আমার দাদা মেইল করে পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য কারণও ছিল।'

'কী সেটা?'

'আমি জানতাম আপনি হয়তো প্রশ্নটা করবেন তাই রায়ানকে বের করে দিলাম। ওর এসব না জানাই ভাল।'

'আচ্ছা।'

'আমার দাদা হিউগো, তিনি নাৎসিদের হয়ে কাজ করতেন। তাঁর মেয়ে অর্থাৎ আমার ফুফু টোলাও করতেন। এরা দুইজন একদম মানিকজোড় ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনদের কানাঘুষা করতে শুনেছি, কোনো একটা গোপন রিসার্চ প্রজেক্টের সাথে জড়িত ছিল ওরা। দু'জনই নামকরা জীববিজ্ঞানী ছিল।'

'কীরকম রিসার্চ?' এবার মন্‌ক প্রশ্ন করল।

'তা কেউ জানে না। যুদ্ধের শেষের দিকে আমার দাদা আর ফুফু মারা যান। কিন্তু তার একমাস আগে আমার দাদার পাঠানো একটা বাক্স আসে এখানে। লাইব্রেরি থেকে নিয়ে বইয়ের একাংশ সেটায় ফেরত পাঠানো হয়েছিল। হয়তো উনি বুঝেছিলেন সামনে ওনার অবস্থা ভাল নয়, তাই বইগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন বোধহয়। মোটমাট ৫টা বই।' বাইবেলে টোকা দিয়ে বললেন, 'এটা সেই ৫ বইয়ের একটা। এই বাইবেলটাকে কী ভেবে রিসার্চ করার জন্য নিয়েছিলেন সেটা আজ পর্যন্তও কেউ আমাকে জানাতে পারল না।'

'হয়তো বাড়ির স্মৃতি হিসেবে নিয়েছিলেন,' নরম স্বরে বলল ফিওনা।

এতক্ষণে বোধহয় ফিওনাকে দেখতে পেলেন জহান। ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন তিনি। 'হয়তো। এমনও হতে পারে, এটা তিনি তাঁর বাবার স্মৃতি হিসেবে রেখেছিলেন। তবে নাৎসির হয়ে কাজ করা ভয়াবহ ব্যাপার।'

রায়ানের বলা একটি কথা মনে পড়ল গ্রে'র। 'কিন্তু আপনারা তো ইহুদি, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে, আমার পরদাদী অর্থাৎ হিউগো'র মা ছিলেন জার্মান। গোড়া জার্মান যাকে বলে। নাৎসিদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য সেটা একটা মাধ্যম। এমনকী হিটলার যখন লুঠ-পাট শুরু করেছিল আমাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছিল তখন। আমাদেরকে *Mischlinge* নামে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। মিক্সড ব্লাড। শংকর জাত। মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে বেঁচে গেলেও বিশ্বস্ততার পরীক্ষা দিয়ে তবেই দাদা ও ফুফু নাৎসিদের সাথে যোগ দিতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞানীদের গরু খোঁজার মতো খুঁজে খুঁজে নিজেদের দলে ঢুকিয়েছিল নাৎসিরা।'

'তারমানে জোর করে।' গ্রে বলল।

বাইরের ঝড়ের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। 'সময়টা কঠিন ছিল। আমার দাদা কিছু অদ্ভুত জিনিসে বিশ্বাস করতেন।'

'যেমন?

জহানকে দেখে মনে হলো তিনি প্রশ্নটা শুনতে পাননি। বাইবেল খুলে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। বাইবেলে থাকা হাতে আঁকা ছবিগুলো দেখিয়ে দিল ও।

'এগুলো আসলে কী বুঝতে পারছি না।' বলল গ্রে।

'ঠুলি সোসাইটির কথা জানেন?' উত্তর না দিয়ে বৃদ্ধ পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

গ্রে মাথা নাড়ল। জানে না।

'তারা ছিলেন একদম গোড়া জার্মান সংঘ। আমার দাদা ২২ বছর বয়সে সেখানে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর মা ও পরিবারের বিভিন্ন সদ্যস সংঘটির সাথে শুরু থেকেই জড়িত ছিলেন। *Ubermensch* দর্শনে বিশ্বাস করতেন তাঁরা।'

'*Ubermensch*, সুপারম্যান।'

'হ্যাঁ। ঠুলি নামের এক পৌরাণিক জায়গার নামানুসারে সোসাইটির নামকরণ করা হয়েছিল। আটলান্টাস সাম্রাজ্যের কোনো এক জায়গা হবে হয়তো। সেখানে নাকি সেরা জাতের মানুষ ছিল।'

নাক দিয়ে আপত্তিসূচক ঘোঁত শব্দ করল মনক।

'আগে বলেছি, আমার দাদার কিছু অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল। তবে সেসময় শুধু তিনিই এমন ছিলেন তা নয়। তাঁর আশেপাশের অনেকেই এরকম ছিল। প্রচলিত ছিল, রোমান আর জার্মানির মধ্যে থাকা সীমনায় নাকি জার্মানিক টিউটন গোত্রের মানুষরা জার্মানকে রক্ষা করার জন্য জঙ্গলে পাহারা দেয়। ঠুলি সোসাইটির লোকজন মনে করতেন, এই টিউটন যোদ্ধারা হলো সেই সেরা জাতের মানুষদের বংশধর।'

মিথ বা পৌরাণিক গল্পের প্রভাব যে কতটা শক্তিশালী হতে পারে, টের পেল গ্রে। যদি জার্মানের সেই সময়কার সুপারম্যান হতে পারে তাহলে তাদের উত্তরসূরি এই সময়কার জার্মানদের জিনেও সেই "সুপারম্যান" আছে! 'আর্য জাতিদের নিয়ে দর্শনের শুরু এখানেই।'

'তাদের সেই বিশ্বাসের সাথে মিথ আর অতিপ্রাকৃত ব্যাপার স্যাপার মিশে গিয়েছিল। আমার অবশ্য এসব কখনও মাথায় ধরেনি। তবে আমার পরিবার সূত্রে জেনেছি, দাদা ভিন্ন রকমের মানুষ ছিলেন। সবসময় অদ্ভুত জিনিসের সন্ধানে থাকতেন, ঘাঁটাঘাঁটি করতেন ঐতিহাসিক রহস্য নিয়ে। এমনকি অবসর সময়েও নিজের মনকে বিশ্রাম দিতেন না। বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করা আর জিগস' পাজল নিয়ে পড়ে থাকতেন। এভাবে এক সময় তিনি অতিপ্রাকৃত গল্পের খোঁজ পান ও পরবর্তীতে সেগুলোর পেছনে থাকা সত্যতা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন ওগুলো নিয়ে।'

বলতে বলতে বাইবেলের দিকে নজর দিলেন বৃদ্ধ। পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে একদম শেষে গিয়ে পেছনের কভারের ভেতরের অংশ পরীক্ষা করে দেখলেন। 'আশ্চর্য!'

গ্রে কাছে এগিয়ে এসে বৃদ্ধের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল।

'কী?'

বইয়ের ভেতরের কভারে একটি হাড্ডিসার আঙুল চালালেন তিনি। একবার সামনের কভার দেখে আমার পেছনে চলে গেলেন। 'ডারউইন বংশতালিকা শুধু বইয়ের শুরুর অংশে ছিল না... বইয়ের শেষের অংশেও ছিল। আমি তখন নিতান্তই ছেলেমানুষ, তবুও এটা আমার বেশ ভালভাবে মনে আছে।'

বাইবেল মেলে ধরলেন জহান। 'বইয়ের পেছনের অংশে থাকা বংশতালিকা নেই!'

'দেখি।' বই হাতে নিয়ে পেছনের কভার আরও ভাল করে পরীক্ষা করল গ্রে। ফিওনা ও মন্‌কও যোগ দিল। গ্রে বইয়ের বাইন্ডিং অংশে হাত বুলাল।

'এখানে দেখ,' বলল গ্রে। 'দেখে মনে হচ্ছে, কেউ বাইবেলের পেছনে থাকা ফাঁকা পৃষ্ঠাটা ছিঁড়ে নিয়ে পেছনের কভারে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে।' ফিওনার দিকে তাকাল ও। 'গ্রিট্টি করেছিলেন নাকি?'

'অসম্ভব। তারচে' বরং নানু মোনালিসা ছিঁড়ে ফেলবে!'

আচ্ছা, যদি গ্রিট্টি না করে থাকেন তাহলে...

জহানের দিকে তাকাল গ্রে।

'আমি নিশ্চিত, আমার পরিবারের কেউ এই কাজ করেনি। যুদ্ধের কয়েক বছর পরেই লাইব্রেরি বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল। এখানে এটাকে মেইল করে ফিরিয়ে দেয়ার পর কেউ ছুঁয়ে দেখেছে কি-না সন্দেহ।'

তাহলে বাকি রইল হিউগো হিরজফিল্ড।

'ছুরি,' বলল গ্রে।

নিজের প্যাক থেকে সুইস আর্মি নাইফ বের করে মনক গ্রে'র দিকে এগিয়ে দিল। ছুরি ব্যবহার করে বাইবেলের পেছনের আঠা লাগানো পৃষ্ঠা খুলে ফেলল গ্রে। অল্প করে আঠা লাগানো থাকায় কাজটা করতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না।

হুইল চেয়ার ঠেলে ওদের সাথে যোগ দিলেন জহান। নিজের হাতের ওপর ভর দিয়ে একটু উঁচু হয়ে তাকালেন তিনি। টেবিলের ওপর গ্রে কাজ করছে। গ্রে অবশ্য ওর

কাজ লুকোনোর কোনো চেষ্টা করছে না। কারণ—কাগজ কেটে সরানোর পর যা-ই বের হোক না কেন সেটার ব্যাপারে জহানের সাহায্য লাগতে পারে।

কালো কাগজ সরিয়ে গ্রে কভারের মূল পেস্টবোর্ড উন্মুক্ত করল। এখানে ডারউইন বংশতালিকা পরিষ্কারভাবে লেখা ছিল। জহান ঠিকই বলেছিলেন।

'ভয়াবহ,' বললেন জহান। 'দাদা এটা করতে যাবেন কেন? বাইবেলের এই হাল করে কী লাভ?' পৃষ্ঠায় থাকা বংশতালিকার ওপর কালো কালি ছড়িয়ে একটি অদ্ভুত প্রতীক আঁকা হয়েছে।

প্রতীকের নিচে সেই একই কালিতে কছু লেখাও রয়েছে জার্মান ভাষায়।

Gott, verzeihen mir. অনুবাদ করল গ্রে।

ঈশ্বর, আমাকে ক্ষমা করো।

প্রতীকের দিকে নির্দেশ করে প্রশ্ন করল মন্ক। 'এটা কীসের চিহ্ন?'

'একটা প্রাচীন বর্ণ।' হাতের ওপর চাপ কমিয়ে হুইল চেয়ারের সিটে বসলেন তিনি। 'আমার দাদার পাগলামো।'

গ্রে তাঁর দিকে ফিরল।

'প্রাচীন বর্ণের জাদুতে বিশ্বাস করত ঠুলি সোসাইটি। স্ক্যান্ডেনেভিয়ান প্রতীকগুলোর সাথে আদিম শক্তির সম্পর্ক আছে। যেহেতু নাৎসিরা ঠুলি সোসাইটির *সুপারম্যান দর্শন*কে বুকে ধারণ করেছিল, তাই এই বর্ণ সংক্রান্ত মিথেও আস্থা ছিল তাদের।'

নাৎসিদের প্রতীক আর প্রাচীন বর্ণের সাথে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে গ্রে'র ধারণা আছে। কিন্তু সেগুলোর সাথে এখানকার কী সম্পর্ক?

'এই চিহ্নের ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানেন?' প্রশ্ন করল গ্রে।

'না। যুদ্ধের পর কোনো জার্মান ইহুদি এসব নিয়ে মাথা ঘামায়নি।' চেয়ার ঘুরিয়ে আবার ঝড় দেখায় মনোযোগ দিলেন তিনি। দূরে বজ্রপাতের শব্দ হচ্ছে... ধীরে ধীরে শব্দটা এগিয়ে আসছে এদিকে। 'তবে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে, এরকম একজনকে আমি চিনি। ওখানকার জাদুঘরের কিউরেটর।'

বাইবেল বন্ধ করে জহানের কাছে এগিয়ে গেল গ্রে। 'কীসের জাদুঘর?'

বিদ্যুতের আলোক ঝলকানিতে কনজারভেটরি জ্বলে উঠল। ওপরের দিকে দেখালেন জহান। তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করে বজ্রপাত আর বৃষ্টির ভেতর দিয়ে গ্রে দেখতে পেল সেটাকে। সেই ক্যাসল।

'*Historisches Museum des Hochstifts Paderborn*,' বললেন জহান। 'ক্যাসলের ভেতরে ওটা। আজকে খোলা আছে। এই চিহ্নের অর্থ সে অবশ্যই জানে।'

'কীভাবে?'

জহান গ্রে'র দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন ও একটা নির্বোধ। 'তাছাড়া আর কে জানবে? ওটা হলো উইউইলসবার্গ ক্যাসল।' গ্রে কিছু বলছে না দেখে আবার বলতে শুরু করলেন জহান। 'হিমল্যারের আস্তানা। নাৎসি এসএস-এর দুর্গ।'

'ড্রাকুলা'র দুর্গ,' মনক বিড়বিড় করল।

জহান বলে যাচ্ছেন, 'সতেরশ শতাব্দীতে ডাইনি মারার একটা হুজুগ লেগেছিল। হাজার হাজার মহিলাকে নির্যাতন করে মারা হয়েছিল তখন। হিমল্যার স্রেফ সেটাকে আরও রক্তে রঞ্জিত করেছেন। ক্যাসল নির্মাণের জন্যে ক্যাম্প থেকে আনা ইহুদিদের মধ্যে ১২শ' ইহুদি মারা গিয়েছিল তখন। অভিশপ্ত জায়গা ওটা। ভেঙে ফেলা দরকার।'

'কিন্তু ওখানে থাকা জাদুঘর...,' বৃদ্ধের রাগ থেকে প্রসঙ্গ সরিয়ে নিল গ্রে। 'ওখানকার লোকজন প্রাচীন চিহ্ন সম্পর্কে জানে?'

জহান মাথা নাড়লেন। 'হেনরিক হিমল্যার ঠুলি সোসাইটির সদস্য ছিলেন। বর্ণ বিদ্যায় মনোযোগ দিয়েছিলেন। আসলে এভাবেই তাঁর নজরে পড়েছিলেন আমার দাদা। তখন থেকে প্রাচীন বর্ণমালা নিয়ে দু'জন একত্রে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেছিলেন।'

গ্রে খেয়াল করে দেখল সবকিছুর কেন্দ্র হয়ে উঠছে এই ঠুলি সোসাইটি। কিন্তু কেন? ওর আরও তথ্য লাগবে। জাদুঘরে এক চক্কর যেতেই হবে।

হুইল চেয়ার ঠেলে গ্রে'র কাছ থেকে সরে গেলেন জহান। 'হিমল্যার আর আমার পরিবারের সদস্যের আগ্রহের বিষয়বস্তু এক হওয়ার সুবাদে আমাদের পরিবারকে শংকরজাত হিসেবে ছাড় দেয়া হয়েছিল। ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। আমাদেরকে ক্যাম্পে যেতে হয়নি।'

কারণ—হিমল্যার।

এখন গ্রে এই বৃদ্ধের রাগের কারণ বুঝতে পারছে। কেন ছেলেকে রুম থেকে চলে যেতে বলেছেন সেটাও বুঝতে পারছে বেশ ভালভাবে। পরিবারের এই বোঝা অজানা থাকাই ভাল। বাইরের ঝড় দেখছেন জহান।

বাইবেল হাতে নিয়ে গ্রে সবাইকে বের হওয়ার জন্য ইশারা করল।

'আসছি।' বৃদ্ধকে ডাকল ও।

বৃদ্ধ জবাব দিলেন না। অতীতে হারিয়ে গেছেন।

ওরা সবাই সামনের প্রবেশপথে চলে এসেছে। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। সামনের খোলা অংশে কেউ নেই। আজ কোনো বাইকিং করা চলবে না।

'চলো,' বৃষ্টির ভেতরে দিয়ে পা বাড়াতে বাড়াতে বলল গ্রে।

'আজ ক্যাসলে যাচ্ছি আর আজকেই মরার ঝড় হচ্ছে। ভাল তো!' মনক ব্যঙ্গ করল।

সামনের ফাঁকা অংশ দ্রুত পার হতে গিয়ে গ্রে খেয়াল করল ওদের গাড়ির পাশে একটি নতুন গাড়ি পার্ক করে রাখা আছে। খালি। তবে বৃষ্টির মধ্যে ইঞ্জিন থেকে বাষ্প বেরোচ্ছে। মাত্রই এসেছে বোধহয়।

বরফ-সাদা মার্সেডিজ।

নয়.

স্যাবোটিউর

দুপুর ১২টা ৩২ মিনিট।
হিমালয়।

'সিগন্যাল আসছে কোত্থেকে?' প্রশ্ন করলেন অ্যানা।

গানথারের কল পাওয়ার পর মেইনটেন্যান্স রুমে ছুটে এসেছেন তিনি। লিসাকে সাথে আনেননি, সে লাইব্রেরিতে রয়ে গেছে। পেইন্টার ভাবল, অ্যানা এখনও ওদের দু'জনকে একটু আলাদা করে রাখতে চান।

অবশ্য এর ভাল দিকও আছে। লিসা'র ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে।

তার ওপর স্যাবোটেজকারীকে খুঁজে বের করার জন্য এটাই যদি সঠিক পথ হয় তাহলে তো কথাই নেই।

ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে ঝুঁকে আঙুলের ডগা ডলল পেইন্টার। ওর নখের ওখানটায় কেমন যেন টনটন করছে, চুলকাচ্ছে প্রতিনিয়ত। ক্যাসলের থ্রিডি নকশায় পয়েন্ট করার জন্য আঙুল ডলা বন্ধ করল।

'মোটামুটি এই হলো জায়গা,' বলল পেইন্টার, স্ক্রিনে হাত দিয়ে দেখাল ও। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ক্যাসলের বিস্তৃতি দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না। পাহাড়ের চূড়োর দিকে গর্ত করে ক্যাসল এগিয়ে গেছে। সিগন্যাল আসছে দূরবর্তী প্রান্ত থেকে। 'তবে এটা নিখুঁত নয়। স্যাবোটাজকারী তার স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করলে খোলা জায়গায় যেতে হবে।'

সোজা হলেন অ্যানা। 'ওখানে একটা হেলিপ্যাড আছে।'

ঘোঁত শব্দ করে সায় দিল গানথার।

স্ক্রিনে থাকা সিগন্যাল পালসগুলো হঠাৎ করে ধসে পড়ল। 'সে কথা শেষ করেছে,' বলল পেইন্টার। 'আমাদেরকে দ্রুত এগোতে হবে।'

'গানথারের দিকে ফিরল অ্যানা। 'ক্লাউসের সাথে কথা বলে ওর লোকজনকে হেলিপ্যাডের কাছে থাকতে বলো। এখুনি!'

দেয়ালে থাকা ফোন রিসিভারের কাছে গিয়ে লকডাউন করল গানথার। প্ল্যান হলো : সিগন্যাল পাঠিয়ে চেক করা হবে কার কাছে স্যাট-ফোন আছে।

অ্যানা পেইন্টারের দিকে ফিরলেন। 'আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। আমরা এখান থেকে সার্চ শুরু করব।'

'আমি হয়তো আরও একটু সাহায্য করতে পারব।' ল্যাপটপে ব্যস্ত হাতে টাইপ করছে পেইন্টার। স্ক্রিনে ভেসে ওঠা নাম্বারটির ও মাথা রাখল। ক্যাসলের গ্রাউন্ড ওয়্যারের সাথে লাগানো ওর হাতে তৈরি সিগন্যাল অ্যামপ্লিফায়ার বিচ্ছিন্ন করল। 'কিন্তু সেজন্য আপনাদের কাছ থেকে একটা পোর্টেবল স্যাটেলাইট ফোন নিতে হবে।'

'হাতে ফোন দিয়ে আপনাকে আমি এখানে বসিয়ে রেখে যেতে পারি না,' বলতে বলতে নিজের কপালের দু'পাশ আঙুল দিয়ে চেপে ধরলেন তিনি। মাথাব্যথা হচ্ছে।

'আমাকে এখানে রেখে যেতে হবে না। আমিও আপনাদের সাথে হেলিপ্যাডে যাচ্ছি।'

কাজ সেরে এগিয়ে এলো গানথার। বরাবরের মতো মুখ হাঁড়ি করে রেখেছে।

ওকে হাতের ইশারায় সরে যেতে বললেন অ্যানা। 'তর্ক করার মতো সময় নেই আমাদের।' তবে দুই ভাই-বোনের ভেতরে নীরবে কথা হয়ে গেল। পেইন্টারের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন অ্যানা।

আঙুল ডলতে ডলতে পেইন্টার তাঁর পিছু নিল। ওর নখগুলো এখন জ্বলে যাচ্ছে। প্রথমবারের মতো নখের দিকে নজর দিল ও। ভেবেছিল নখগুলো লাল হয়ে গেছে কিন্তু অবাক হয়ে খেয়াল করল ওগুলোর রং ফ্যাঁকাসে, রক্তশূন্য।

ফ্রস্টবাইট?

ক্যাসলের একটি ফোন ওর হাতে দিল গানথার। পেইন্টারের মনোযোগ দেখে মাথা নাড়ল সে। নিজের একহাত সামনে বাড়িয়ে দিল। প্রথমে পেইন্টার কিছু বুঝতে না পারলেও পরে খেয়াল করে দেখল গানথারের শেষ তিন আঙুলে কোনো নখ নেই!

হাত নামিয়ে অ্যানার পিছু পিছু এগোল গানথার।

নিজের আঙুলগুলো আর একটু ডলে ডলাডলি বন্ধ করল গ্রে। আচ্ছা, তাহলে এগুলো ফ্রস্টবাইট নয়। কোয়ান্টাম রোগের প্রভাব। বেল থেকে যেসব বিকৃতি হয়েছিল সেগুলো মনে করল ও হাতের আঙুল, কান, পায়ের আঙুল নেই।

হাতে আর কত সময় আছে?

পাহাড়ের দূর প্রান্তে এগোতে এগোতে গানথারকে পর্যবেক্ষণ করল পেইন্টার। এই লোক সারা জীবন মাথার ওপর মৃত্যুঘণ্টা নিয়ে কাটিয়ে দিলো। দীর্ঘস্থায়ী রোগ তার শরীরে বাসা বেঁধে বসে আছে, যার চূড়ান্ত পরিণতি পাগল হয়ে যাওয়া। পেইন্টারও সেদিকেই এগোচ্ছে। অস্বীকার করার উপায় নেই, বিষয়টা পেইন্টারকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে... তবে ভয়টা যতটা না শারীরিক তারচেয়ে বেশি মানসিক।

আর কতক্ষণ ঠিকভাবে বাঁচবে ও?

গানথার ওর মনের কথা বুঝতে পেরে বলল, 'অ্যানার কিছু হতে দেব না আমি। এই রোগ থামানোর জন্য যা দরকার হয় করব।' গর্জনের মতো শোনাল ওর কণ্ঠ।

পেইন্টারের মনে পড়ল, এরা তো দুই ভাই-বোন। এদের ঠোঁটের বাঁক, থুতনি আর ভ্রু-তে মিল আছে। অবশ্য এরা ভাই-বোন এটা জানার আগপর্যন্ত এই মিলগুলো পেইন্টারের চোখে পড়েনি। তবে মিল বলতে এটুকুই। অ্যানার চুল কালো কুচকুচে, চোখগুলো তীক্ষ্ণ। তাঁর সাথে গানথারের মিল নেই। অবশ্য গানথারের জন্ম হয়েছে বেল-এর অধীনে। *Sonnekonige* এর শেষ বংশধর।

হলওয়ে পার হয়ে সিঁড়িতে পা রাখতে রাখতে পেইন্টার পোর্টেবল ফোনের পেছনের অংশ খুলে ফেলে পকেটে ভরল। ব্যাটারি খুলে নিয়ে ওটার সাথে অ্যামপ্লিফায়ারের আন্টেনার তার পৌঁছিয়ে নিল ও। আচমকা সিগন্যাল পাঠানো হবে, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য, তবে ওতেই কাজ হয়ে যাবে।

'কী এটা?' গানথার জানতে চাইল।

'জিপিএস স্নিফার। কল করার সময় অ্যামপ্লিফায়ারে স্যাবোটেজকারীর ফোনের চিপ সম্পর্কিত তথ্য রেকর্ড করা হয়েছে। যদি তাকে কাছে পাই তাহলে এই রেকর্ড ব্যবহার করে ধরে ফেলা সম্ভব।

ঘোঁত ঘোঁত করল গানথার।

দেখা যাক সামনে কী হয়।

চওড়া প্যাসেজে গিয়ে সিঁড়ি শেষ হয়েছে। এতটাই চওড়া যে এখানে চাইলে ট্যাঙ্ক নামিয়ে দেয়া যাবে। স্টিলের পুরোনো রাস্তা সোজা এগিয়ে গেছে পাহাড়ের ভেতরে। এই রাস্তার শেষ প্রান্তে হেলিপ্যাড অবস্থিত। মূল ক্যাসল থেকে বেশ দূরে সেটা। একটি ফ্ল্যাটবেড কারে চড়ল ওরা। হ্যান্ডব্রেক ছেড়ে ইলেকট্রিক মোটর চালু করল গানথার, ফ্লোর প্যাডেলে চাপ দিল। এই বাহনে কোনো সিট নেই। স্রেফ ঘের দেয়া। প্যাসেজের দিকে এগোচ্ছে ওরা। পেইন্টার রেইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আলো জ্বলছে ওদের মাথার ওপর।

'এটা তাহলে আপনাদের সাবওয়ে সিস্টেম...' বলল পেইন্টার।

'এটাকে জিনিসপত্র আনা-নেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়,' ব্যথার চোটে অ্যানা ভ্রু কুঁচকে রেখেছেন। এখানে আসার সময় পিল নিয়েছেন দুটো। ব্যথা কমানোর জন্য?

সারি সারি স্টোর রুম পার হলো ওরা। ওগুলোর ভেতরে ব্যারেল, বাক্স, সিন্দুক দিয়ে বোঝাই হয়ে আছে। মিনিটখানেকের মধ্যে ওরা প্যাসেজের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল। এখানকার বাতাস বেশ গরম, গন্ধকের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বাহন থেকে নামতেই পেইন্টারের পায়ে হালকা কাঁপুনি অনুভূত হলো।

ওরা আসলে নিচে নয় উপরে যাচ্ছে।

এখান থেকে খাড়া ঢাল উঠে গেছে উপরে। বেশ চওড়া র‍্যাম্প। উপরে উঠে বিশাল খোলা জায়গায় এসে পড়ল ওরা। কমার্শিয়াল এয়ারফিল্ডের মতো লাগছে জায়গাটিকে। ক্রেন, ফোর্কলিফট, ভারি যন্ত্রপাতি সবই আছে। মাঝখানে চুপ করে বসে আছে দুটো এ-স্টার ইকুইরিল হেলিকপ্টার। একটা সাদা, অন্যটি কালো। খেপে যাওয়া ভীমরুলের মতো দেখতে ওগুলো। অত্যধিক উচ্চতায় উড্ডয়নের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।

ওদেরকে এগোতে দেখে বিশালদেহি ক্লাউস সামনে এগিয়ে এলো। অ্যানাকে ছাড়া অন্য কাউকে পাত্তাই দিল না। 'সব ঠিক আছে।' খাস জার্মান ভাষায় জানাল সে।

একপাশে সারি সারি লোকজন দাঁড় করানো আছে। নারী-পুরুষ সবাই। এদেরকে পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র গার্ড।

'কেউ ফসকে যায়নি তো?' অ্যানা প্রশ্ন করলেন।

'না, আমরা প্রস্তুত ছিলাম।'

চারজন *Sonnekonige*-কে ক্যাসলের প্রত্যেক এক চতুর্থাংশে বসিয়ে দিয়েছিলেন অ্যানা, যাতে ক্যাসলের যে অংশে যারা আছে সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে না

পারে। পেইন্টার স্যাবোটাজকারীকে ক্যাসলের যে অংশেই খুঁজে পাক না কেন তাকে ধরতে যেন কোনো অসুবিধা না হয়। এরকম অনুসন্ধান চলার ফলে স্যাবোটাজকারী সাবধান হয়ে যাবে, কোনো সন্দেহ নেই। তাই যা করার একবারেই করতে হবে। দ্বিতীয় কোনো সুযোগ পাওয়া যাবে না।

বিষয়টি সম্পর্কে অ্যানাও জানেন। সামনে এগোলেন তিনি। 'পেয়েছ...?'

পা ফেলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে টলে উঠলেন। গানথার তাঁকে ধরে সোজা করে দাঁড় করাল, চেহারায় উদ্বিগ্নতার ছাপ স্পষ্ট।

'আমি ঠিক আছি,' বিড়বিড় করে ভাইকে আশ্বস্ত করলেন অ্যানা।

'আমরা সবাইকে সার্চ করেছি,' বলল ক্লাউস। অ্যানা হোঁচট খাওয়ার ব্যাপারটা যতটুকু সম্ভব এড়িয়ে গেল সে। 'এখানে কারও কাছে ফোন কিংবা অন্য কোনো ডিভাইস পাওয়া যায়নি। এবার হেলিপ্যাডে সার্চ শুরু করতে যাচ্ছিলাম আমরা।'

ভ্রু কুঁচকালেন অ্যানা। ঠিক এই ভয়-ই পাচ্ছিলেন তিনি। স্যাবোটোজকারী তার কাজ শেষ করে ফোন বয়ে বেড়াবে না। বরং সেটাকে কোথাও ছুড়ে ফেলে দেবে, এটাই স্বাভাবিক।

কিংবা এমনও হতে পারে, পেইন্টার হয়তো হিসেবে ভুল করেছে।

সেক্ষেত্রে, পেইন্টারকে-ই নিজের ভুল শুধরে নিতে হবে।

অ্যানার পাশে এসে দাঁড়াল পেইন্টার। নিজের ডিভাইস বের করে বলল, 'আমি বরং ফোন খোঁজার কাজ শুরু করি।'

সন্দেহের দৃষ্টিতে অ্যানা ওর দিকে তাকালেন। কিন্তু হাতে কোনো বিকল্পও নেই।সম্মতি দিয়ে মাথা নাড়লেন তিনি।

গানথারও লেগে রইল।

স্যাটেলাইট ফোন বের করে চালু করল পেইন্টার। মুখস্থ করে রাখা ৯ ডিজিটের নাম্বার চাপল। কিন্তু না, কিছুই হলো না। উপস্থিত সবার দৃষ্টি এখন ওর দিকে।

মনোঃসংযোগ করে আবার নাম্বারগুলো চাপল ও।

হচ্ছে না।

নাম্বার ভুল হয়েছে? ও কি নাম্বার গুলিয়ে ফেলেছে?

'কী সমস্যা?' প্রশ্ন করলেন অ্যানা।

ফোনের ছোট্ট স্ক্রিনের দিকে তাকাল পেইন্টার। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাম্বারগুলো আবার পড়ল। ধরা পড়েছে! 'আমি শেষের দুই ডিজিট এদিক-ওদিক করে ফেলেছিলাম। ঠিক করছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নাম্বারগুলোকে আবার টাইপ করতে শুরু করল ও। মনোযোগ দিয়ে ধীরে ধীরে। অবশেষে ঠিকভাবে নাম্বার তোলা হলো। বাটন চাপা শেষে চোখ তুলতেই অ্যানার সাথে চোখাচোখি হলো ওর। দক্ষতার অভাবে এই ভুল হয়নি, এই ভুল হয়েছে পরিস্থিতির চাপে কারণে। অ্যানা বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। সঠিকভাবে বাটন চাপতে পারাকে মানসিক তীক্ষ্ণতার পরিচায়ক হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

যদিও এটা একটা সাধারণ টেলিফোন নাম্বার।

তবে সাধারণ হলেও গুরুত্বপূর্ণ।

নাম্বার নিশ্চিত হয়ে ট্রান্সমিট বাটনে চাপ দিল পেইন্টার।

মিলিসেকেন্ড পর চেম্বারে একটি ফোন বেশ উচ্চ আওয়াজে বেজে উঠল।

সবকটি চোখ ঘুরল ওদিকে।

ক্লাউস।

সে এক পা পেছালো।

'আপনাদের স্যাবোটোজকারী...' ঘোষণা করল পেইন্টার।

অভিযোগ অস্বীকার করার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল ক্লাউস... কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে হ্যান্ডগান বের করল। ওর চোখ-মুখ শক্ত হয়ে আছে।

সেকেন্ডের মধ্যে গানথার তার এমকে-২৩ পিস্তল দিয়ে ক্লাউসকে উপযুক্ত জবাব দিল।

ছুটল বুলেট।

অস্ত্রটি ছিটকে পড়ে গেল ক্লাউসের হাত থেকে।

সামনে এগিয়ে এসে গানথার নিজের ধোঁয়া ওঠা পিস্তলের ব্যারেল নিয়ে ক্লাউসের গালে ঠেসে ধরল। গরম মাজলের ছোঁয়া লাগতেই চরচর করে উঠল ঠাণ্ডা মাংস, দাগ বসে গেছে। কিন্তু ক্লাউস নির্বিকার। মুখ কুঁচকালো না পর্যন্ত! স্যাবোটোজকারীকে প্রাণে মারা যাবে না। প্রয়োজনীয় প্রশ্ন-উত্তরগুলো জানতে হবে। গর্জন করে প্রথম প্রশ্ন করল গানথার।

'কেন? কীসের জন্য?'

ভাল চোখ দিয়ে ওর দিকে তাকাল ক্লাউস। অন্য চোখ আগের জায়গায় চুপ করে রইল, প্যারালাইসিস। ওর ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি, খুব ভয়ানক দেখাচ্ছে সেটা। মেঝেতে চাটি মেরে বলল, '*Leprakonige* দের অপমানকাল শেষ করার জন্য করেছি।'

অনেকদিন চাপা থাকা ঘৃণা প্রকাশ পেল ওর চেহারায়। পেইন্টার ভেবে দেখল, এই লোকের শিরায় শিরায় রাগ-ঘৃণা জমানো ছিল। বছরের পর বছর ধরে অপমান সহ্য করেছে, এদিকে শারীরিকভাবেও বিকলাঙ্গ। সুস্থ হয়ে জন্ম নিয়ে রাজপুত্রের মতো ছিল অথচ এখন ব্যঙ্গ শুনতে হয়। পেইন্টার আন্দাজ করল, এর পেছনে শুধু রাগ, ক্ষোভ নয় আরও কিছু আছে। ক্লাউসকে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে কেউ।

কিন্তু কে সে?

'ভাই,' গানথারকে বলল ক্লাউস, 'এভাবে অর্ধ-মৃতের মতো বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। আমাদের চিকিৎসা আছে।' ওর কণ্ঠস্বরে আশার রেশ পাওয়া গেল। 'মানুষদের মধ্যে আমরা আবার রাজার আসন পেতে পারি।'

আচ্ছা, বিশ্বাসঘাতকতা করার পেছনে তাহলে এই কাহিনি।

রোগমুক্তির আশ্বাস।

তবে গানথার এসবে টলল না। 'আমি তোমার ভাই নই,' একদম মন থেকেই বলল সে। 'আমি কখনও রাজা ছিলাম না।'

এই দুই ব্যক্তির মধ্যেকার ফারাকটা টের পেল পেইন্টার। গানথারের চেয়ে ক্লাউস বয়সে প্রায় এক যুগ বড়। সে একসময় এখানে রাজপুত্রের আদরে বড় হয়েছে, কিন্তু সেটা এখন শুধুই ইতিহাস। অন্যদিকে গানথারের জন্ম টেস্টের শেষে দিকে। অঙ্গহানি আর পাগলামোর ব্যাপারটা তখন মোটামুটি সবাই জানে। তাই গানথার জন্মের পর

থেকে কখনই রাজপুত্রের সমাদর পায়নি। সে তার বর্তমান জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে আসছে একদম ছোটবেলা থেকে।

এছাড়াও ওদের দু'জনের মধ্যে জটিল একটা পার্থক্য আছে।

'বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি অ্যানাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ,' বলল গানথার। 'তোমাকে এবং তোমাকে যে বা যারা সাহায্য করছে তাদের কাউকে আমি ছাড়ব না।'

ক্লাউস দমল না। বলল, 'অ্যানাকেও সুস্থ করা সম্ভব। আয়োজন করা যাবে, সমস্যা নেই।'

গানথারের চোখ সরু হয়ে গেল। ক্লাউস বুঝতে পারল গানথার দ্বিধায় পড়ে গেছে। গানথার নিজের কথা নয়, বোনের কথা চিন্তা করছে। 'ওকে মরতে দেব না।'

গানথার আগে কী বলেছিল মনে করল পেইন্টার। *অ্যানার কিছু হতে দেব না আমি। এই রোগ থামানোর জন্য যা দরকার হয় করব।* তার মানে সে কী সবার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও প্রস্তুত? এমনকী বোনের ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও?

'চিকিৎসা হবে, এই নিশ্চয়তা তোমাকে কে দিয়েছে?' অ্যানা কঠিন গলায় প্রশ্ন করলেন।

হাসল ক্লাউস। 'তোমাদের চেয়ে অনেক ভাল মানুষ আমাকে এই কথা দিয়েছেন। এখান থেকে সরিয়ে নিতে হবে তোমাদের। অনেক কাজ করেছ এখানে। আর দরকার নেই।'

উচ্চশব্দে কিছু একটা বিস্ফোরিত হলো পেইন্টারের হাতে। অ্যামপ্লিফায়ার শর্ট সার্কিট হয়ে ব্যাটারি ফেটে গেছে। জ্বলছে আঙুলগুলো। ধোঁয়া ওঠা স্যাট-ফোন হাত থেকে ফেলে দিল পেইন্টার। হেলিপ্যাডের দরজার দিকে তাকাল ও। মনে মনে বলল, যথেষ্ট সময় টিকেছিল অ্যামপ্লিফায়ারটি।

তবে এই বিস্ফোরণের ফলে শুধু পেইন্টারের-ই মনোযোগ সরে যায়নি, অন্য সবারও দৃষ্টি সরে গেছে। সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এমনকি গানথারও বাদ যায়নি।

এই সুযোগে ক্লাউস একটি হান্টিং নাইফ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গুলি ছুড়ল গানথার। কিন্তু ততক্ষণে ছুড়ি এসে গানথারের কাঁধের মাংসে জায়গা করে নিয়েছে। ক্লাউস ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছে গানথারের ওপর।

খাবি খেয়ে ক্লাউসকে মেঝের উপর ছুড়ে ফেলল গানথার।

মেঝেতে আছড়ে পড়লেও ক্লাউস নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। পেট চেপে ধরল সচল হাত দিয়ে। পেটের জখম থেকে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কাশল ক্লাউস। আরও রক্ত বেরোল এবার। টকটকে লাল রক্ত। গানথারের ছোড়া গুলি ওকে বেশ মারাত্মকভাবে জখম করেছে।

অ্যানা তাড়াতাড়ি তাঁর ভাই গানথারের কাছে গেলেন। ছুড়ির আঘাত পরীক্ষা করে দেখতে চান। কিন্তু গানথার তাকে সরিয়ে দিল। এখনও ক্লাউসের দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছে সে। গানথারের হাতা চুঁইয়ে রক্ত পাথুরে মেঝেতে গিয়ে পড়ছে।

হাসল ক্লাউস, বলল, 'মরবে তোমরা! সবাই মরবে! রশির বিষ গেড়ো চেপে ধরলেই মরবে সবকটি!'

আবার কাশল ও। রক্তের বন্যা বয়ে গেছে ওর আশেপাশে। শেষবারের মতো কেঁপে উঠে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল ক্লাউস। গানথার নিজের পিস্তল নিচু করল।

ক্লাউসের দিকে পিস্তল তাক করে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। শেষ নিঃশ্বাস ফেলে বড়সড় দেহটা স্থবির হয়ে গেল।

মৃত।

এবার বোনকে জখমের পরিচর্চা করতে দিল গানথার। আপাতত এক টুকরো কাপড় দিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান বেঁধে দেয়া হলো, মূল পরিচর্চা পরে করা হবে।

ক্লাউসের লাশের পাশে গেল পেইন্টার। কিছু একটা ওর মনে খুঁতখুঁত করছে। রুমের বাকি সবাই চারিদিকে এসে দাঁড়াল। ভয় আর আশা মেশানো কণ্ঠে কথা বলছে তারা। ওরা শুনতে পেয়েছে চিকিৎসার ব্যাপারে শুনতে পেয়েছে।

পেইন্টারের সাথে অ্যানাও যোগ দিল। 'আমাদের টেকনিশিয়ান দিয়ে ওর স্যাটেলাইট পরীক্ষা করিয়ে নেব। হয়তো এখান থেকে সামনে এগোনোর সূত্র পাওয়া যেতে পারে স্যাবোটাজের পেছনে কার হাত আছে।'

'যথেষ্ট সময় নেই,' বিড়বিড় করল পেইন্টার। অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু আসল ব্যাপারটাকে ধরি ধরি করেও কেন যেন ধরতে পারছে না।

লাশের পাশে হাঁটতে হাঁটতে ক্লাউসের কথাগুলো ভাবল ও।

...মানুষদের মধ্যে আমরা আবার রাজার আসন পেতে পারি।

...অনেক কাজ করেছ এখানে। আর দরকার নেই।

চিন্তা করতে গিয়ে আবার মাথাব্যথা শুরু করল পেইন্টারের।

ইন্ডাসট্রিয়াল এসপিয়োনাজের এই খেলায় ক্লাউসকে নিশ্চয়ই ডাবল এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। কেউ একজন এখানকার সমান্তরালে রিসার্চ করে যাচ্ছে। এখন যেহেতু এই ক্যাসলের কাজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত এগিয়ে যাচ্ছে তাই প্রতিযোগীকে ধ্বংস করে রাস্তা পরিষ্কার করতে যাচ্ছে কেউ।

'আচ্ছা, ও কি সত্য কথা বলেছে?' প্রশ্ন করল গানথার।

একটু আগে এই বিশালদেহির ভেতরে যে দ্বিধা তৈরি হতে দেখেছিল সেটা ভাবল পেইন্টার। নিজের আর বোনের চিকিৎসার আশ্বাস তাকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু সে-সব ক্লাউসের সাথে মারা গেছে।

তবে ওরা হাল ছাড়েনি।

হাঁটু গেড়ে বসল অ্যানা। ক্লাউসের পকেট থেকে একটি ছোট ফোন বের করল। 'আমাদেরকে দ্রুত কাজ করতে হবে।'

'আপনি সাহায্য করতে পারবেন?' ফোন দেখিয়ে পেইন্টারকে জিজ্ঞেস করল গানথার। ফোনের অপর পাশে কে কথা বলেছে সেটা জানতে পারলে ওদের আশা এখনও বাঁচবে।

'যদি কল ট্রেস করা যায়...' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন অ্যানা।

মাথা নাড়ল পেইন্টার। না, অক্ষমতার জন্য নয়। আসলে ওর চোখ ব্যথা করছে। মাইগ্রেনের যন্ত্রণায় দপদপ করছে মাথা। তবে ওর মাথা নাড়ার কারণ এগুলোও নয়।

কিছু একটা... ধরবে ধরবে করছে কিন্তু ধরতে পারছে না...

ওর কাছে এগিয়ে এলেন অ্যানা, ওর কনুই ছুঁয়ে বললেন, 'এতে আমাদের দু'পক্ষেরই...'

‘জানি আমি,’ ঝামটা দিল পেইন্টার। ‘এখন মুখ বন্ধ রাখুন! আমাকে ভাবতে দিন!’

ওর কনুই ছেড়ে দিলেন অ্যানা।

পেইন্টারের হঠাৎ গর্জনে পুরো রুম একদম চুপচাপ হয়ে গেছে। ওর মনে কিছু একটা খচখচ করে যাচ্ছে... ও সেটাকে বের করতে চাইছে কিন্তু হচ্ছে না। একধরনের মানসিক যুদ্ধ করছে ও।

‘স্যাট-ফোন... এই স্যাট-ফোনে কিছু একটা আছে... কিন্তু...’ মাথাব্যথার মধ্যে বিড়বিড় করল পেইন্টার। ‘কিন্তু কী সেটা?’

অ্যানা নরম স্বরে বললেন, ‘কী বলতে চাচ্ছেন?’

এবার মাথায় ধরেছে! ও এত বেখেয়ালি হলো কী করে?

‘ক্লাউস জানতো এই ক্যাসল ইলেকট্রনিক তদারকির অধীনে আছে। তারপরও ফোন করল কেন? নিজেকে কেন প্রকাশ করল? এই ঝুঁকি নেয়ার অর্থ কী?’

ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল ওর শরীর দিয়ে। অ্যানার দিকে ঘুরল ও। ‘গুজব। আমরা গুজব ছড়িয়ে ছিলাম কিছু জেরাম-৫২৫ এখনও অক্ষত আছে। এটা যে আসলে ভুয়া গুজব ছিল সেটা তো শুধু আমরাই জানতাম, তাই না?’

রুমে উপস্থিত অন্যান্যে হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল। রেগেও গেল কয়েকজন। গুজব শুনে তাদের ভেতরে আশার সঞ্চার হয়েছিল। ভেবেছিল বেল হয়তো নতুন করে কার্যকর করা যাবে। অথচ এখন শোনা যাচ্ছে সেই গুজব-ই ভুয়া!

তবে এরা ছাড়া অন্য একজনও গুজবটিকে সত্য বলে ধরে নিয়েছিল।

‘গানথারও জানতো,’ জঘন্য একটা ভীতি নিয়ে বললেন অ্যানা।

হেলিপ্যাডের ওদিকে হেঁটে গেল পেইন্টার। ক্যাসলের নকশা কল্পনা করল ও। এখন ও বুঝতে পারছে ক্লাউস কেন এখান থেকে ফোন করেছিল। বেজন্মাটা ভেবেছিল সে ধরা পড়বে না। এতটাই আত্মবিশ্বাস ছিল যে, ফোনটাকে দূরে সরিয়ে রাখারও প্রয়োজনবোধ করেনি। তবে হ্যাঁ, বেশ হিসেব কষে এই জায়গাটা ঠিক করেছে।

‘অ্যানা, আপনি যখন গুজব ছড়াচ্ছিলেন তখন কী এটাও বলে ফেলেছেন, জেরাম-৫২৫ কোথায় রাখা আছে? বিস্ফোরণের হাত থেকে ওটা কীভাবে রক্ষা পেল, বলে দিয়েছেন?’

‘হুম, আমি বলেছিলাম জেরাম-৫২৫ একটা ভল্টে রাখা আছে।’

‘ভল্ট? কীসের ভল্ট?’

‘বিস্ফোরণস্থল থেকে দূরে। আমার স্টাডিতে। কেন?’

স্টাডি হলো ক্যাসলের আরেক মাথায়।

‘আমাদের সাথে ঘুঁটিবাজি করা হয়েছে,’ বলল পেইন্টার। ‘ক্যাসল মনিটর করা হচ্ছে জেনেও ক্লাউস এখান থেকে ফোন করেছিল। আপনার স্টাডি থেকে দৃষ্টি সরানোর জন্য আমাদেরকে ইচ্ছে করে এখানে নিয়ে এসেছে সে। কারণ, আপনার ছড়ানো গুজব অনুযায়ী, স্টাডির কোনো একটা গোপন ভল্টে জেরাম-৫২৫ রাখা আছে।’

এখনও বুঝে উঠতে পারেননি অ্যানা, মাথা নাড়লেন।

‘ক্লাউসের ফোন করাটা ভুয়া ছিল। ওদের আসল উদ্দেশ্য হলো, সর্বশেষ বেঁচে যাওয়া জেরাম-৫২৫-এর ক্ষতি করা।’

চোখ বড় বড় হয়ে গেল অ্যানার।

গানথারও বিষয়টা বুঝতে পেরেছে। 'দ্বিতীয় একজন স্যাবোটোজকারী আছে তাহলে।'

'হ্যাঁ, আমরা এখানে ছুটে এসেছি, এই সুযোগে সে জেরাম-৫২৫-এর দফারফা করবে।'

'আমার স্টাডি,' পেইন্টারের দিকে ফিরে বললেন অ্যানা।

পেইন্টার কথাটির গভীরতা টের পেল। অ্যানার স্টাডিতে স্যাবোটোজকারীর তোপের মুখে কেউ একজন পড়তে যাচ্ছে।

লোহার মইয়ে চড়ে লাইব্রেরির উপরের অংশে এসেছে লিসা। এক হাত বেলকুনির রেলিঙে রেখে ঘুরে ঘুরে দেখছে।

গত এক ঘণ্টা যাবত কোয়ান্টাম মেকানিক্স সংক্রান্ত বিভিন্ন বই ও পেপার সংগ্রহ করেছে ও। খুঁজতে খুঁজতে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের মূল গবেষণাগ্রন্থও পেয়ে গেল। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক হলেন কোয়ান্টাম থিওরির জনক। এই থিওরিতে কণিকা সংক্রান্ত এক জগতের কথা বলা আছে, যেখানে এনার্জীকে ছোট ছোট প্যাকেটে টুকরো করা যায়। ওগুলোর নাম কোয়ান্টা, আর সেগুলো কণিকা ও তরঙ্গ দুইরকম আচরণ-ই করতে পারে।

এসব পড়ে মাথাব্যথা হয়ে গেল লিসার।

এসবের সাথে বিবর্তনের সম্পর্ক কোথায়?

হয়তো সেই উত্তরের ভেতরেই রোগের চিকিৎসা লুকিয়ে আছে।

এসব বাদ দিয়ে, শেলফ থেকে একটি বই নিল ও। কভার পড়ে দেখল। অক্ষরগুলো অস্পষ্ট।

ভলিউম ঠিক আছে তো?

দরজার ওদিকে আওয়াজ ভেসে আসছে, শুনতে পেল লিসা। ও জানে দরজায় গার্ড পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু আওয়াজ কীসের? অ্যানা ফিরছেন নাকি? স্যাবোটোজকারীকে পাওয়া গেছে? মইয়ের দিকে এগোল লিসা। ও মনে মনে আশা করল, পেইন্টারও যেন লিসার সাথে থাকে। পেইন্টারকে ছেড়ে একা থাকতে ওর ভাল লাগছে না। সে হয়তো এই অদ্ভুত থিওরির মাথামুণ্ডু বের করতে পারবে।

মইয়ের কাছে পৌঁছে নিচে নামতে শুরু করল লিসা। প্রথম ধাপে পা রেখেছে মাত্র।

এমনসময় তীক্ষ্ণ চিৎকারে ও নিজের জায়গায় থমকে দাঁড়াল। চিৎকারটা শুরু হতে গিয়েই থেমে গেছে।

দরজার ঠিক বাইরে হয়েছে সেটা।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ লিসা নিজেকে উপরে তুলে বেলকুনিতে চলে গেল। ছায়ায় আশ্রয় নিল ও।

লিসা চুপ করে ছায়ায় ঘাপটি মেরে আছে। এমতাবস্থায় রুমের দরজা একবার খুলে বন্ধ হলো। রুমে ঢুকল একজন। নারী। তার পরনে সাদা পারকা। কিন্তু এই নারী

তো অ্যানা নন। পারকার হুড নামিয়ে একটি স্কার্ফ খুলল সে। সাদা চুল আর ভূতের মতো ফ্যাঁকাসে চেহারা তার।

এই নারী বন্ধু নাকি শত্রু?

সেটা না জানা পর্যন্ত লুকিয়ে থাকবে লিসা।

এই মহিলাকে বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে। চোখ বুলিয়ে রুমে কী যেন খুঁজছে সে। আধ পাক ঘুরতেই তার জ্যাকেটে লেগে থাকা রক্ত চোখে পড়ল। তার হাতে একটি বাঁকানো কাটানা দেখা যাচ্ছে। এটা জাপানিজ ফলাযুক্ত জাপানিজ অস্ত্র। ওটার ফলা থেকে রক্ত চোঁয়াচ্ছে।

রুমের ভেতরে ধীরে ধীরে ঘুরছে সে।

অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

নিঃশ্বাস খুব সাবধানে ফেলছে লিসা। মনে মনে প্রার্থনা করল ছায়া যেন ওকে পুরোপুরি ঢেকে রাখে। লাইব্রেরির কয়েকটি বাতি নিচ তলা আলোকিত করে রেখেছে, এছাড়াও ফায়ারপ্লেসের আগুন যোগ করছে বাড়তি আলো। কাঠের আগুন পুড়ে পুড়ে হঠাৎ হঠাৎ আলোর পরিমাণ বেড়ে গেলেও উপরের তলা ততটা আলোকিত হলো না।

এই আলোক সল্পতা কী ওর লুকিয়ে থাকার জন্য যথেষ্ট? লিসা দেখল আগন্তুক মহিলাটি আরেকবার চক্কর দিয়ে রুমের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। রক্তাক্ত কাটানা হাতে ধরা আছে, একদম প্রস্তুত।

সন্তুষ্টচিত্তে মহিলাটি অ্যানার ডেস্কের দিকে এগোল। ডেস্কের ওপরে থাকা এলোমেলো কাগজপত্র এড়িয়ে চওড়া টেবিলের পেছনে চলে গেল সে। দেয়ালের গায়ে ঝুলতে থাকা কাপরের তৈলচিত্রের কাছে গিয়ে সেটাকে সরিয়ে ফেলল। ওটা সরাতেই দেখা গেল দেয়ালে একটি লোহার সিন্দুক সেট-আপ করা আছে।

চিত্রটিকে একপাশে ধরে রেখে কম্বিনেশন লক, হ্যান্ডেল আর দরজার প্রান্ত পর্যবেক্ষণ করল মহিলা।

তাকে ওরকম মনোযোগী হতে দেখে একটু স্বস্তিতে শ্বাস ফেলল লিসা। চুরি যখন করতে এসেছে করুক। যা নিতে চায় নিয়ে চলে যাক। এই মহিলা যদি বাইরের গার্ডকে খতম করে ভেতরে ঢুকে থাকে তাহলে এটাকে নিজের সুবিধা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি কোনো ফোন যোগাড় করা যায়... কাজে লাগতো।

হঠাৎ জোরে আওয়াজ হওয়ায় চমকে গেল লিসা।

কয়েক ফুট দূরে শেলফ থেকে একটি ভারি বই আছড়ে পড়েছে বেলকুনির ওপর। ধাক্কার ঠেলায় পৃষ্ঠাগুলো এখনও উল্টাচ্ছে একা একা। লিসার মনে পড়ল, একটু আগে এই বইটা শেলফ থেকে বের করেছিল কিন্তু ঠিকভাবে জায়গামতো রাখেনি। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সেটার শাস্তি দিয়েছে। আস্তে আস্তে বইটাকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে আছড়ে ফেলেছে মেঝেতে।

নিচ তলায়, রুমের মাঝখানে এসে দাঁড়াল মহিলা।

তার আরেক হাতে এবার একটি পিস্তল শোভা পাচ্ছে, ওটা উপরের দিকে তাক করা।

লিসা'র লুকোচুরি খেলা শেষ।

সকাল ৯ টা ১৮ মিনিট।
বারেন, জার্মানি।

বিএমডব্লিউ-এর দরজা খুলল গ্রে। ভেতরে ঢুকবে এমন সময় ওর পেছনে হাঁক শুনতে পেল। হোস্টেলের দিকে ফিরল ও। ছাতা মুড়ি দিয়ে রায়ান হিরজাফিল্ড ওদের দিকে ছুটে আসছে। বিজলির চমক আর বৃষ্টির জোয়ারে পার্কিং লটে ভিজে একাকার।

'ভেতরে ঢোকো,' মন্‌ক আর ফিওনাকে নির্দেশ দিল গ্রে।

রায়ান কাছে এসে গ্রে'র পাশে দাঁড়াল।

'আপনারা ক্যাসলে যাচ্ছেন?' ওদের দু'জনের মাথার ওপর ছাতা ধরে বলল সে।

'হ্যাঁ, কেন?'

'আপনাদের সাথে আমিও আসি?'

'আমার মনে হয় সেটার দরকার হবে না...'

গ্রে'কে থামিয়ে দিল রায়ান। 'আমার প্র-পিতামহ... হিউগো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনারা। সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে আরও কিছু তথ্য দিতে পারি। তারজন্য আপনাদেরকে একটু কষ্ট করে ওই পাহাড়ে যেতে হবে।'

দ্বিধা করল গ্রে। এই ছেলে নিশ্চয়ই ওর বাবার সাথে গ্রে'র কথাবার্তায় আড়িপেতে ছিল। নইলে এসব জানল কী করে? আর রায়ান কী এমন জানে যেটা ওর বাবা জানে না? সম্মতির অপেক্ষার আগ্রহ নিয়ে গ্রে'র দিকে তাকিয়ে আছে রায়ান।

গ্রে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিল।

'ধন্যবাদ।' ছাতা বন্ধ করে গাড়িতে চড়ে বসল রায়ান। ফিওনার পাশে নিজের জায়গা করে নিল।

ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ি ছাড়ল গ্রে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওরা এস্টেটের ড্রাইভওয়েতে চলে এলো।

'হোস্টেলে থাকাটাই বোধহয় আপনার জন্য ভাল হতো, তাই না?' সামনের সিট থেকে পেছন দিকে ফিরে বলল মন্‌ক।

'এলিসা ফ্রন্ট ডেস্ক সামলে নেবে,' রায়ান জবাব দিল। 'তাছাড়া ঝড়ো আবহাওয়ার ফলে সবাই ফায়ারপ্লেসের কাছে বসে থাকবে। তদারকি করতে খুব একটা কষ্ট হবে না।

রিয়ারভিউ আয়নায় রায়ানকে পর্যবেক্ষণ করল গ্রে। মন্‌ক আর ফিওনার উপস্থিতিতে বেচারাকে একটু নার্ভাস মনে হচ্ছে।

'আপনি আমাদেরকে কী যেন জানাবেন?' গ্রে প্রশ্ন করল।

রায়ানের দৃষ্টি আয়নায় পড়ায় গ্রে'র সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল ওর। ঢোক গিলে মাথা নাড়ল। 'আমার বাবা মনে করে, আমি হিউগো সম্পর্কে কিছুই জানি না। তাঁর ধারণা, অতীতকে মাটিচাপা দিয়ে রাখাই ভাল। কিন্তু শাক দিয়ে কি আর মাছ ঢাকা যায়? ঘটনা কখনও চাপা থাকে না। গুঞ্জন ঠিকই শোনা যায়। ফুফি টোলা'র ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।'

বিষয়টা গ্রে বুঝতে পারল। পরিবারের গোপন জিনিসগুলো আপনা আপনি উপরে উঠে আসে। যতই গভীরে সেগুলোকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, লাভ

হয় না। যুদ্ধের সময় পূর্বপুরুষদের কার্যবিধি সম্পর্কে জানার কৌতূহল থেকেই হয়তো রায়ান এসব জানতে পেরেছে। ছেলেটার চোখ-মুখে সেটার ছাপ স্পষ্ট।

'আপনি নিজে পরিবারের অতীত নিয়ে তদন্ত করেছেন?' বলল গ্রে।

'হ্যাঁ, তিন বছর ধরে। কিন্তু এসবের শিকড় আরও পেছনে। বার্লিন ওয়ালের ধ্বংস হওয়া কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়ন লুপ্ত হওয়া পর্যন্ত এর বিস্তার।'

'বুঝলাম না।'

'সোভিয়েতের ফাইলগুলো উন্মুক্ত করে দিয়েছিল রাশিয়া, মনে আছে আপনার?'

'আছে। কিন্তু ওগুলোর সাথে কী সম্পর্ক?'

'বেশ, উইউইলসবার্গ যখন আবার নির্মাণ করা...'

'দাঁড়ান!' ফিওনা বাগড়া দিল। দুই হাত আড়াআড়ি রেখে রায়ানের পাশে বসে আছে ও। রায়ানের উপস্থিতিতে বোধহয় ও খুব একটা সন্তুষ্ট নয়। গ্রে কয়েকবার রিয়ারভিউ আয়নায় ওকে রায়ানের দিকে তাকাতে দেখেছে। রায়ানের ওয়ালেট এখনও বহাল তবিয়তে আছে কি-না ভাবছে গ্রে। 'আবার নির্মাণ? মানে ওই জঘন্য জিনিসটাকে তারা পুনরায় বানিয়েছিল?' ফিওনা প্রশ্ন করল।

মাথা নাড়ল রায়ান। ক্যাসলটিকে এখন দেখা যাচ্ছে। সিগন্যাল দিয়ে গাড়িকে বার্গস্ট্রাসের দিকে নিল গ্রে। এই রাস্তা ধরে এগোলে ক্যাসলে পৌঁছুনো যাবে। 'যুদ্ধের শেষ দিকে হিমল্যার এটাকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। শুধু উত্তর দিকের টাওয়ারটা অক্ষত ছিল। যুদ্ধের পর এটাকে পুনরায় নির্মাণ করা হয়। ১৯৭৯ সালে কাজ শেষ হয় এটার। বিগত সরকারের সাথে অনেক পিটিশন মোকাবেলা করার পর মিউজিয়ামের পরিচালকরা ক্যাসলের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হন।'

'রাশিয়াসহ,' বলল মন্‌ক।

'*Natürlich*, একটি রেকর্ডে ভেজাল ছিল। পরিচালক তখন দলিল তত্ত্বাবধায়ককে রাশিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। তিন বছর আগে, এই অঞ্চলে রাশিয়ানদের কর্মযজ্ঞ সংক্রান্ত দলিল-পত্র ট্রাকভর্তি করে নিয়ে ফিরে আসেন তাঁরা। রাশিয়ানদের সেই ফাইলগুলোর ভেতরে খোঁজ চালানোর জন্য একটা লম্বা তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। আমার প্র-পিতামহ হিউগো হিরজফিল্ডের নামও ছিল সেখানে।

'কেন?'

'ঠুলি সোসাইটির সাথে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ওরা ক্যাসলে আড্ডা দিত। প্রাচীন অক্ষর আর বর্ণমালা সম্পর্কে হিউগোর জ্ঞান ছিল সেটা সবাই জানতো তখন। হিমল্যারের ব্যক্তিগত জ্যোতিষী কার্ল উইলিগাটের সাথে তাঁর পত্র যোগযোগ ছিল।

বাইবেলে থাকা সেই ত্রিশূল আকৃতির চিহ্নের কথা মনে করল গ্রে। তবে সে-ব্যাপারে কিছু বলল না।

'কয়েকটা বাক্সে আমার প্র-পিতামহের তথ্য নিয়ে ফিরেছিলেন দলিল তত্ত্বাবধায়ক। আমার বাবাকে খবর দেয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি যাননি।'

'কিন্তু আপনি গিয়েছিলেন?' প্রশ্ন ছুড়ল মন্‌ক।

'আমি তাঁর সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে চাচ্ছিলাম,' রায়ান জবাব দিল। 'কীভাবে... কেন... এসবের উত্তর...' মাথা নাড়ল সে।

অতীতের শক্ত হাত আছে, যেটা কখনও বর্তমানকে ছাড়ে না।
'তারপর কী জানতে পারলেন?' এবার গ্রে প্রশ্ন করল।
'বেশি কিছু নয়। একটা বাক্সে ছিল নাৎসি রিসার্চ ল্যাবের তথ্য, যেখানে আমার প্র-পিতামহ কাজ করতেন। তাঁর পদ ছিল *Oberarbeitsleiter*। অর্থাৎ, প্রজেক্টের প্রধান।' শেষের শব্দগুলো একটু লজ্জা ও অবজ্ঞা মিশিয়ে উচ্চারণ করল রায়ান। 'তবে তাঁরা যা নিয়েই কাজ করে থাকুক না কেন ওগুলো প্রকাশ করার মতো কিছু ছিল না। অধিকাংশ কাগজে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে লেখা ছিল। পরিবার, বন্ধু-বান্ধব; এসব।'
'আপনি ওগুলো সব পড়ে দেখেছেন?'
ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল রায়ান। 'আমার প্র-পিতামহ তাঁর কাজ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন কিন্তু প্রজেক্টও ছাড়তে পারছিলেন না, এটুকু জানতে পেরেছি।'
'তাহলে হয়তো তাঁকে গুলি করা হয়েছিল?' বলল ফিওনা।
রায়ান মাথা নাড়ল। 'না, তা নয়। আসলে বিষয়টা এরকম, তিনি প্রজেক্টটা চালিয়ে যেতে পারছিলেন না আবার ছেড়েও দিতে পারছিলেন না।'
গ্রে টের পেল রায়ানও ওদের মতো অতীত নিয়ে ঘেঁটে দেখেছে।
মটমট শব্দে নিজের ঘাড় মটকালো মন্‌ক। 'এগুলোর সাথে ডারউইন বাইবেলের কোনো সম্পর্ক আছে?' আলোচনাকে মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনল।
'আমি একটা নোট খুঁজে পেয়েছিলাম,' জবাব দিল রায়ান। 'প্র-পিতামহ তাঁর মেয়ে টোলাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন ওটা। তাতে লেখা ছিল এক বাক্স বই তিনি এস্টেটের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিষয়টা আমার পরিষ্কার মনে আছে কারণ, নোটটা একটু অদ্ভুত ছিল।'
'কী লিখেছিলেন তিনি?'
'এখানকার জাদুঘরে চিঠিটা রাখা আছে। চাইলে দেখতে পারবেন, কপি করেও নিতে পারবেন যদি প্রয়োজন হয়।'
'নোটে কী লেখা ছিল সেটা আপনার মনে নেই?'
'ভ্রু কুঁচকাল রায়ান। 'দুই-তিনটা লাইন মনে আছে। *মা টোলা, আমার বইগুলোতে নিখুঁততা লুকোনো আছে। সত্যটা এত সুন্দর যে ওটাকে গলা টিপে মারতে পারছি না আবার সেটা এতটাই দানবীয় যে মুক্তও করতে পারছি না।*'
গাড়িতে নীরবতা নেমে এলো।
এর দুই মাস পর তিনি মারা যান।
কয়েকটি শব্দ খেয়াল করল গ্রে। *বইগুলোতে লুকোনো আছে*। মারা যাওয়ার পূর্বে হিউগো সাহেব ৫টি বই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কোনো গোপন কিছুকে চাপা দেয়ার জন্য এই কাজ করেছিলেন তিনি? একই সুন্দর ও দানবীয় জিনিসকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন?
রিয়ারভিউ আয়না দিয়ে রায়ানের দিকে তাকাল গ্রে। 'আপনি যা জেনেছেন এগুলো অন্য কাউকে বলে দিয়েছেন নাকি?'
'না, বলিনি। কিন্তু এক বৃদ্ধ আর তাঁর ভাতিজা, ভাতিজি এসেছিল বছরখানেক আগে। বইগুলো সম্পর্কে আমার বাবার সাথে কথা বলেছিল ওরা। এখানে এসেছিল,

প্র-পিতামহের কাগজপত্র, দলিল সব ঘেঁটে দেখে গেছে। আমার মনেহয়, এই নোট সম্পর্কে তারাও জানে। কারণ পরবর্তীতে তারা আরও তথ্যের জন্য বাবার সাথে দেখা করেছিল।'

'আচ্ছা... তো এই ভাতিজা-ভাতিজি দেখতে কেমন ছিল?'

'সাদা চুল। লম্বা, সুঠাম দেহ। আমার দাদা বেঁচে থাকলে তাদেরকে দেখে বলতেন "একদম কঠিন চিজ!"।'

মন্‌কের দিকে তাকাল গ্রে।

গলা খাঁকাড়ি দিয়ে ফিওনা নিজের হাতের উল্টো পিঠ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তাদের হাতের এখানে কি কোনো ট্যাটু ছিল?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল রায়ান। 'ছিল বোধহয়। ওরা আসার একটু পরেই বাবা আমাকে ওই রুম থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। আজকের মতো আরকি। সন্তানদের সামনে তিনি ওসব নিয়ে কথা বলতে রাজি নন।' রায়ান জোর করে হাসার চেষ্টা করলেও গাড়ির ভেতরে একধরনের টেনশন বিরাজ করছে সেটা দূর হলো না। গাড়িতে থাকা সবার দিকে তাকাল ও। 'আপনারা তাদের চেনেন নাকি?'

'আমাদের প্রতিযোগী,' বলল গ্রে। 'আমাদের মতো তারাও সংগ্রহ করে। কালেক্টর।'

রায়ান কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ করল না। তবে ও গ্রে'র কথা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু সেটা নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন তুলল না ও।

বাইবেলে হাতে আঁকা প্রাচীন বর্ণমালাগুলোর কথা মনে করল গ্রে। বাকি ৪টা বইতেও কী এরকম বর্ণমালা আঁকা আছে? এগুলোর সাথে কী হিউগো'র নাৎসি আমলের রিসার্চ জড়িত? এসবের মানে কী? বিভিন্ন রেকর্ড যারা ঘাঁটছে তারা নিশ্চয়ই এমনি এমনি এখানে ওখানে দৌড়াদৌড়ি করছে না। নির্দিষ্ট কিছু একটা খুঁজছে তারা।

কিন্তু কী সেটা?

মন্‌ক এতক্ষণ পেছন দিকে তাকিয়ে ছিল। এইমাত্র সামনের দিকে ফিরে নিজের সিটে ভালমতো বসল ও। গলা নিচু করে বলল, 'তুমি জানো তো, আমাদেরকে ফলো করা হচ্ছে?'

গ্রে কিছু না বলে শুধু মাথা নেড়ে সায় দিল।

ওদের গাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে বৃষ্টির ভেতর দিয়ে আরেকটি গাড়ি এগিয়ে আসছে। এই গাড়িটিকে ওরা হোস্টেলে দেখেছিল। বরফ সাদা মার্সেডিজ রোডস্টার। হয়তো গাড়ির আরোহীরা সাধারণ টুরিস্ট, ক্যাসল দেখতে যাচ্ছে।

এরকম হতেই পারে।

'ইসাক, হয়তো বেশি কাছে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'শোনো, ইসকি, ওরা ইতোমধ্যে আমাদেরকে দেখে ফেলেছে।' মাথা নেড়ে বলল ইসাক। 'খেয়াল করে দেখো, ওই গাড়ির ড্রাইভার কীরকম তীক্ষ্ণভাবে মোড় ঘুরছে। টের পেয়েছে সে।'

'তো আমরা কী ওদেরকে সতর্কতা করতে এসেছি নাকি? এটা ঠিক হলো?'

মাথা ঘুরিয়ে বোনের দিকে তাকাল ইসাক। 'শিকার যদি ভড়কে পালাতে যায় তখনই শিকার করার আসল জোশ আসে।'

'হ্যানস এটার সাথে একমত হবেন বলে মনে হয় না।' মুখ হাঁড়ি করে বলল ইসকি।

সে বোনের মাথার পেছনে হাত দিল। আশ্বাস আর সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে। সে খুব ভাল করেই জানে, তার বোন খুবই স্পর্শকাতর নারী।

'তাছাড়া এই রাস্তা ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তাও নেই।' বুঝানোর চেষ্টা করল ইসাক। 'ক্যাসলে যেতে হলে এই রাস্তা ধরেই এগোতে হবে। এখন আমাদের কাজ হলো ওদেরকে হঠাৎ করে ফাঁদে ফেলা। ওদের দৃষ্টি হলো পেছনে। এই পেছনে নজর রাখতে রাখতে ওরা টেরই পাবে না কখন সামনে থেকে বিপদ হাজির হয়ে গেছে।'

একমত হয়ে মাথা নাড়ল ইসকি। বুঝতে পেরেছে।

'এখানকার এই হালকা কাজগুলো সারা শেষ হলেই আমরা বাড়ি ফিরে যেতে পারব।'

' বাড়ি।' ইসাকি পুনরাবৃত্তি করল।

'আমাদের কাজ প্রায় শেষের দিকে। লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গিয়েছি। হ্যানস-এর আত্মত্যাগ বিফলে যাবে না, দেখে নিয়ো। রক্তপাতের মধ্যে দিয়েই নতুন দিনের জন্ম হবে। একটা সুন্দর পৃথিবী পাব আমরা।'

'দাদুও তাই বলেন।'

'এবং তিনি ঠিকই বলেন।'

আবার বোনের দিকে তাকাল ইসাক। বোনের পাতলা ঠোঁটে ক্লান্ত হাসির রেখা দেখা যাচ্ছে।

'বোন আমার, রক্ত থেকে সাবধান থেকো।'

হাতে থাকা ছোড়ার দিকে তাকাল ইসকি। কথা বলতে বলতে আনমনে ছোড়ার স্টিলের ফলাকে সাদা কাপড় দিয়ে মুছছিল সে। আর একটু হলেই এক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে ওর সাদা প্যান্টে পড়তো। হালকা কাজের মধ্যে একটির দফারফা করা হয়েছে। আরও কয়েকটা করতে হবে।

'ধন্যবাদ, ইসাক।'

দুপুর ১টা ২২ মিনিট।
হিমালয়।

তাক করা পিস্তলের দিকে তাকাল লিসা।

'Wer 1st dort? Zeigen Sie sichf' জার্মান ভাষায় ওকে বলল মহিলা।

জার্মান বলতে না পারলে লিসা মহিলার কথার সারমর্ম বুঝতে পেরেছে। একটু সামনে এগিয়ে এসে হাত উঁচু করল ও। 'আমি জার্মান বুঝি না।'

মহিলা ওর দিকে এমনভাবে তাকাল যেন লেজার রশ্মি দিয়ে পুরো শরীর স্ক্যান করে ফেলছে!

'দুই আমেরিকানের মধ্যে তুমি একটা,' খাস ইংরেজিতে বলল মহিলা। 'ধীরে ধীরে নিচে নেমে এসো।'

পিস্তল তাক করা রইল।

বেল্‌কুনিতে কোনো আড়াল নেই। তাই বাধ্য হয়ে মই বেয়ে নামতে শুরু করল লিসা। মইয়ের এক ধাপ করে নামছে আর ভাবছে এই বুঝি গুলি হলো! উত্তেজনায় কাঁধ টনটন করলেও নিরাপদে নিচে নামতে পারল ও।

মই থেকে নেমে এদিকে ঘুরল লিসা। হাত এখনও উঁচু করে রেখেছে।

মহিলা ওর দিকে এগোতেই পিছু হটল লিসা। ও টের পেয়েছে এই মহিলা ওকে গুলি করে মারবে না। কারণ ওতে অনেক শব্দ হবে। অন্যান্য গার্ডরা চলে আসতে পারে। বাইরে থাকা গার্ডটিকে এই মহিলা প্রায় কোনো আওয়াজ ছাড়াই কাটানা দিয়ে খুন করে ফেলেছে। তাই এখানে গুলি ছুড়বে বলে মনে হয় না।

খুনে মহিলার এক হাতে পিস্তল, আরেক হাতে কাটানা।

লিসার হয়তো উপরে থাকাই ভাল ছিল। তখন হয়তো এই মহিলা গুলি ছুড়তে বাধ্য হতো। আর সেই গুলির শব্দ শুনে অন্যরা এখানে হাজির হতে পারতো। কিন্তু এখন এই মহিলার ভয়ঙ্কর কাটানার কাছে এসে লিসা'র নিজেকে বোকা মনে হচ্ছে। কিন্তু আতঙ্কে সব গুলিয়ে গিয়েছিল। আসলে কেউ যদি পিস্তল তাক করে কিছু করতে বলে তখন সেটার অবাধ্য হওয়া খুব কঠিন কাজ।

'জেরাম-২৫২,' বলল মহিলা। 'ওটা কী এই ভল্টে আছে?'

কী উত্তর দেবে, ভাবল লিসা। সত্য বলবে? নাকি মিথ্যা বলবে? কঠিন পরিস্থিতি। 'অ্যানা নিয়ে গেছেন।' জবাব দিল ও। ইশারা করে দরজা দেখাল।

'কোথায়?'

পেইন্টারের কথাগুলো মনে পড়ল ওর। এখানে ধরা পড়ার পর পেইন্টার বলেছিল, নিজেদেরকে কাজের মানুষ, প্রয়োজনীয় মানুষ হিসেবে তুলে ধরতে হবে। 'আসলে ক্যাসল তো আমি ভাল করে চিনি না, তাই বলে বুঝাতে পারছি না। তবে আমি... আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারি।' লিসার কণ্ঠে দুর্বলতা প্রকাশ পেল। আরও আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলা উচিত ছিল ওর। মিথ্যা কথা বলতে হলে মনের জোর নিয়েই বলা উচিত। যদি মিথ্যায় জোরই না থাকে তাহলে আর সেটার কী দাম রইল? 'আমি আপনাকে ওখানে নিয়ে যাব যদি আপনি আমাকে কথা দেন, আমাকে এখান থেকে বের হতে সাহায্য করবেন।'

শত্রুর শত্রু তো বন্ধু হয়!

এই মহিলা কী এই কথায় পটবে? মহিলা দেখতে তো দারুণ, সুতন্বী, পরিষ্কার ত্বক, সুন্দর ঠোঁট, তবে নীল চোখগুলোতে হিসেব-নিকেশ আর বুদ্ধিতে বোঝাই।

এই মহিলাকে কেমন যেন অন্যরকম লাগে। মনে হয় ভিন্নগ্রহের মানুষ।

'তাহলে দেখাও, চলো,' পিস্তল দিয়ে লিসাকে তাগাদা দিল সে। অন্য হাতে ভয়ঙ্কর কাটানা।

সামনে আছে লিসা। সে দরজার ওখানে একটু দূরত্ব বাড়িয়ে নিল। হয়তো হলের ওখানে গিয়ে এই দূরত্ব থেকে কোনো সুযোগ নিতে পারবে। এটাই ওর শেষ ভরসা। উপযুক্ত সময়, কোনো দ্বিধা কিংবা অন্যমনস্ক হওয়ার মুহূর্তে ঝেড়ে দৌড় দিতে হবে ওকে।

সুযোগ একবারই পাওয়া যাবে।

ঘুরল লিসা... মহিলা ওর কাছে হাজির হয়ে গেছে, মাত্র এক কদম দূরে। চুপিসারে চলে এসেছে এই ভয়ঙ্কর নারী। চলার গতি নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। চোখাচোখি হলো ওদের। লিসা মনে মনে বুঝতে পেরেছিল এই মহিলা ওর কথাগুলো বিশ্বাস করেনি।

আসলে ওকে বাইরে এনে মহিলা বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। লিসাকে কোনো রক্ষণাত্মক সুযোগ দিতে চায় না।

তবে এটা তার ভুলও হতে পারে।

পুরো পৃথিবী হঠাৎ যেন থমকে গেল... জাপানিজ কাটানার ফলা এখন লিসার হৃদপিণ্ড বরাবর ধেয়ে আসছে।

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট।
উইউইলসবার্গ, জার্মানি।

নীল রঙের ওলটার টুরিস্ট বাসের পাশে বিএমডব্লিউটিকে পার্ক করল গ্রে। জার্মান বাসটির পাশে পার্ক করার ফলে রাস্তা থেকে সরাসরি ওদের বিএমডব্লিউকে এখন আর দেখা সম্ভব নয়। এখান থেকে ক্যাসলে যাওয়ার প্রবেশপথ একদম নাক বরাবর সামনে।

'গাড়িতে থাকো তোমরা,' বাকিদের নির্দেশ দিল গ্রে। পেছন ফিরে বলল, 'তুমিও থাকো, মেয়ে।'

অশ্লীল একটা অঙ্গভঙ্গি করল ফিওনা, তবে গাড়ি থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করল না।

'মন্‌ক, ড্রাইভিং সিটে বসে ইঞ্জিন চালু রাখো।'

'ঠিক আছে।'

চোখ বড় বড় করে গ্রে'র দিকে তাকাল রায়ান। *'Was 1st los?'*

'Nothing's los' মন্‌ক জবাব দিল। 'তবে নিরাপত্তার স্বার্থে মাথা নামিয়ে রাখুন।'

গ্রে দরজা খুলে বাইরে বেরোতেই বৃষ্টির ঝাপটা এসে ওর গালে চড় মেরে দিল। পাশের বাসের ওপর বৃষ্টি পড়ায় মেশিনগানের গুলির মতো শব্দ হচ্ছে। বাজ পড়ল দূরে কোথাও।

'রায়ান, আপনার ছাতাটা ধার দেবেন?'

মাথা নেড়ে ছাতা দিয়ে দিল রায়ান।

ঝাঁকি দিয়ে ছাতা ফুটিয়ে গ্রে বৃষ্টির ভেতরে নেমে পড়ল। বাসের পাশ দিয়ে গিয়ে বাসের পেছনের দরজার ওখানে গিয়ে দাঁড়াল ও। টুরিস্টদের মতো আচরণ করার চেষ্টা করল গ্রে। ছাতা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখে রাস্তার ওপর নজর রাখল।

হেডলাইটের আলো দেখা গেল একটু পর।

দুই আসন বিশিষ্ট রোডস্টার হাজির হলো। গতি না কমিয়ে পার্কিং লটের পাশ দিয়ে চলে গেল ওটা। এগিয়ে চলেছে ক্যাসলের অন্যদিকে থাকা উইউইলসবার্গের কোনো এক গ্রামের দিকে। সামনে একটি মোড় পড়ায় রোডস্টারটি মোড়ের ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পুরো ৫ মিনিট অপেক্ষা করল গ্রে। তারপর বাসের পাশ ঘুরে এসে মন্ককে সিগন্যাল দিল "অল ক্লিয়ার"। মন্ক ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। যাক, মার্সেডিজটি ফিরে আসেনি নিশ্চিত হয়ে গ্রে ওদের সবাইকে গাড়ি থেকে নেমে পড়তে বলল।

'বেশি ভ্রম হচ্ছে তোমার?' ওর পাশ দিয়ে ক্যাসলের রাস্তায় এগোনোর সময় বলল ফিওনা।

'না, এটা ভ্রম নয়। তারা সত্যি সত্যি তোমার পেছনে লেগেছে।' মন্ক জবাব দিল। তারপর গ্রে'কে বলল 'আচ্ছা, সত্যি কী আমাদের পেছনে লেগেছে ওরা?'

ঝড়ের দিকে তাকিয়ে রইল গ্রে। কাকতালীয় ঘটনা ও পছন্দ করে না তবে সেটা ঘটেছে বলে তো আর এগিয়ে চলা বন্ধ করা সম্ভব নয়। 'ফিওনা আর রায়ানের সাথে থাকো। এখানকার পরিচালকের সাথে কথা বলে দেখি হিউগো সাহেব তাঁর মেয়েকে যে চিঠিটা লিখেছিলেন সেটার একটা কপি যোগাড় করতে পারি কি-না। কাজটা হয়ে গেলেই এই ছাতার এলাকা থেকে বিদেয় হব।'

সামনে দাঁড়ানো ক্যাসলের বিশাল অবয়ব আর টাওয়ারে চোখ বুলাল মন্ক। বৃষ্টি ওটার ধূসর পাথরগুলোকে ধুয়ে দিচ্ছে। বাইরে থেকে দেখলে পুরো ক্যাসলকে নিষ্প্রাণ বলে মনে হলেও নিচ তলার কয়েকটি জানালা দেখে মনে হলো যাক, ওখানে কেউ আছে।

'আমাদের পেছনে কেউ নেই বলে যাচ্ছি,' মন্ক বিড়বিড় করল, 'কিন্তু ওখানে গিয়ে যদি একটা কালো চামবাদুড়কেও উড়তে দেখি তাহলে কিন্তু আমি নেই!'

দুপুর ১টা ৩২ মিনিট।
হিমালয়।

নিজের বুকের দিকে ফলাকে এগোতে দেখল লিসা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এসব হচ্ছে। সময়ের গতি যেন এখন কমে গেছে, থমকে গেছে। তাহলে এভাবেই মরবে ও।

হঠাৎ গ্লাস ভাঙ্গার ঝনঝন আওয়াজ আর... গুলির আওয়াজে সব স্বাভাবিক গতি ফিরে পেল। গুলির আওয়াজটা অসম্ভব দূর থেকে এসেছে। কাছে থাকা মহিলাটির গলা ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে রক্ত আর হাড়ের প্রদর্শনী করছে, পেছন দিকে চলে গেছে মাথা।

কিন্তু তারপরও মহিলা তার আক্রমণ সম্পন্ন করল। অর্থাৎ ফলা এসে আঘাত করল লিসাকে।

ফলা লিসার ত্বক কেটে এসে বুকের হাড়ের সাথে থাক্কা খেল। তবে ওই পর্যন্তই। হাত দিয়ে কাটানাকে সরিয়ে দিল লিসা। এটা না করলে আঘাতের পরিমাণ হয়তো আরও বাড়তো।

হোঁচট খেয়ে পিছু হটল ও। ছোড়ার আঘাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বলা চলে।

ওর হাত থেকে জাপানিজ স্টিল কাটানা মেঝেতে পড়ে ঘণ্টার মতো ঢং ঢং করে উঠল। এরপরে ধপাস করে আছড়ে পড়ল আততায়ী মহিলার দেহ।

পিছু হটল লিসা, ওর কাছে এই ঘটনা বিশ্বাস হচ্ছে না, অসার আর জ্ঞানশূন্য লাগছে ওর।

আরও কিছু কাঁচ ভাঙ্গার ঝনঝনাঝন শব্দ হলো।

কিছু শব্দ শুনতে পেল লিসা, যেন পানির নিচ থেকে শুনছে।

'তুমি ঠিক আছো, লিসা?...'

চোখ তুলে তাকাল ও। লাইব্রেরির জানালায় আগে বরফ জমে ছিল এখন সেটার কাঁচ রাইফেলের বাটের আঘাতে ভেঙ্গে গেছে। ভাঙ্গা কাঁচের ফ্রেমের ভেতর দিয়ে একটি মানুষের চেহারা দেখা গেল।

পেইন্টার।

ওর পেছনে কী যেন একটা আছে। বেশ বড় কিছু। আকাশে ভাসছে ওটা। হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টার থেকে রশি আর হার্নেস নিয়ে ঝুলছে পেইন্টার।

কেঁপে উঠে নিজের হাঁটুর ওপর মুষড়ে পড়ল লিসা।

'আমরা আসছি,' পেইন্টার কথা দিল।

৫ মিনিট পর।

আততায়ী মহিলার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে আছে পেইন্টার। এ হলো ২য় স্যাবোটাজকারী। অ্যানা মহিলার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে শরীর তল্লাশি করছেন। ওদিকে ফায়ারপ্লেসের কাছে একটা চেয়ার পেতে বসেছে লিসা। সোয়েটার ছেড়ে শার্টের বোতাম খুলে রেখেছে। শার্ট খোলা থাকায় ওর ব্রা দেখা যাচ্ছে এখন... তবে ব্রা'র ঠিক নিচেই একটা আঘাতের চিহ্ন। কাটানার আঘাত। ইতোমধ্যে গানথারের সহায়তায় লিসা ওর জখমের স্থান পরিষ্কার করে বাটারফ্লাই ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে। কাটানার আঘাতে প্রায় ইঞ্চিখানেক কেটে গেছে ওর। তবে ওর কপাল ভাল বলতে হবে। ব্রা'র শক্ত আবরণ থাকায় ওর জখম তুলনামূলক কম হয়েছে, নইলে জীবন নিয়ে টানাটানি হওয়ার মতো পরিস্থিতি হতে পারতো।

'কোনো কাগজ কিংবা আইডি নেই,' বলতে বলতে পেইন্টারের দিকে ফিরলেন অ্যানা। 'একে জীবিত দরকার ছিল।'

অজুহাত দেয়ার কোনো রাস্তা নেই। 'আমি ওর কাঁধ বরাবর তাক করেছিলাম।'

হতাশায় মাথা নাড়ল পেইন্টার। হেলিকপ্টারের রশি থেকে নামার পর থেকে ভার্টিগো (উচ্চতাজনিত শারীরিক সমস্যা, মাথাঘোরা) ওকে ভোগাচ্ছে। তবে হেলিকপ্টারে আসা ছাড়া ওদের কোনো উপায় ছিল না। ক্যাসলের ওই প্রান্ত থেকে অল্প সময়ে পায়ে হেঁটে আসা রীতিমতো অসম্ভব, এদিকে সময়ও হাতে নেই। তাই হেলিকপ্টারে আসা। দুইজন কপ্টারে থাকবে আর একজন রশি দিয়ে নিচে ঝুলবে, এটাই প্ল্যান ছিল।

অস্ত্র হাতে অ্যানা খুব একটা দক্ষ নন, গানথার হেলিকপ্টার চালাচ্ছে। তাহলে শুধু বাকি রইল পেইন্টার।

তাই ভার্টিগো আর চোখে এক জিনিসকে দুটো করে দেখা সত্ত্বেও হেলিকপ্টার থেকে ঝুলে ক্যাসলের জানালা দিয়ে গুলি ছুড়েছিল ও। ওর হাতে খুব একটা সময় ছিল না। ও দেখছিল লিসার দিকে মহিলা ছোড়া বাগিয়ে আসছে... ব্যস কোনো দেরি নেই। ফায়ার!

তবে আততায়ী মহিলা মারা যাওয়ায় ওদের বেশ ক্ষতি হলো। এই স্যাবোটাজকারীদের পেছনে কার হাত ছিল সেটা জানা হলো না। তবে পেইন্টারের এ

নিয়ে কোনো আফসোস নেই। লিসার চেহারায় ও যে আতঙ্ক দেখেছিল, তারপর আর অত ভাবার প্রয়োজনবোধ করেনি। ভার্টিগো ওর অস্ত্র তাক করার দক্ষতায় অনেক নাক গলিয়েছে। গুলি ছুড়েছে, ভেজাল শেষ। তবে ওর মাথাব্যথা এখনও থামেনি। নতুন একটা আতঙ্ক ঘিরে ধরল ওকে।

গুলিটা যদি লিসার গায়ে লাগতো...? আর কতক্ষণ ও এদের কাজে আসতে পারবে? চিন্তাগুলোকে একপাশে সরিয়ে দিল পেইন্টার।

আকাশ-কুসুম কল্পনা না করে কাজে নামা যাক।

'কোনো চিহ্ন আছে?' পেইন্টার প্রশ্ন করল। অযথা দুশ্চিন্তা করার মানে হয় না।

'এই যে, শুধু এটা।' মহিলার কবজি ধরে সেটার উল্টো পিঠ দেখালেন অ্যানা। 'এই চিহ্ন চেনেন?'

ধবধবে সাদা ত্বকের ওপর কালো ট্যাটু আঁকা রয়েছে। পাকানো চারটা বৃত্ত।

'কেলটেক-এর মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু এতে কোনো অর্থ হয় কি-না জানা নেই।'

'আমিও বুঝতে পারছি না।' লাশের হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন অ্যানা।

পেইন্টারের চোখে কিছু একটা ধরা পড়ল। হাঁটু গেড়ে বসে হাতটা আবার তুলে নিল ও। লাশের শরীর এখনও গরম আছে। আততায়ীর আঙুলে নখ নেই, ওখানে জখমের মতো দেখা যাচ্ছে। এটা একটা ত্রুটি হলেও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

পেইন্টারের কাছ থেকে হাতটাকে নিজের হাতে নিলেন অ্যানা। 'শুকনো...' তাঁর চোখের ভ্রু কুঁচকে গেল। পেইন্টারের দিকে তাকালেন তিনি।

'আমি যা ভাবছি বিষয়টা কী তা-ই?' বলল পেইন্টার।

আততায়ীর দিকে ফিরলেন অ্যানা। 'কিন্তু আমি আগে ওর চোখের স্ক্যান করাব। অপটিক নার্ভের পাশে *petechia* আছে কি-না দেখব।

তবে পেইন্টারের আর কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা'র প্রয়োজন নেই। সে নিজের চোখে প্রমাণ দেখেছে। রুম থেকে বের হওয়ার সময় মহিলার যে অবিশ্বাস্য গতি ছিল সেটাই পেইন্টারের জন্য যথেষ্ট।

'এই মহিলা একজন *Sonnekonige.*

ওদের কাছে এলো লিসা ও গানথার।

'তবে আমাদের নয়,' জানালেন অ্যানা। 'এর বয়স অনেক কম। প্রায় নিখুঁত বলা যায়। যারা ওকে তৈরি করে থাকুক না কেন, আমাদের সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করেছে। বিগত দশক ধরে আমরা প্রযুক্তির যে উন্নতি করেছি সেটাই ব্যবহার করা হয়েছে এখানে। আমরা যা গবেষণা করে কাগজে রেখেছিলাম... সেটাকে মানুষের ওপর ফলিয়ে দেখিয়েছে তারা।'

'সেটা কী আপনার এখানে সম্ভব নয়? কাজের সময়ের পর যে সময় থাকে সেই সময়ে যদি কেউ তৈরি করে থাকে...?

মাথা নাড়লেন অ্যানা। 'বেল-কে চালু করে এই কাজ করতে হলে অনেক এনার্জী প্রয়োজন হয়। লুকোনো সম্ভব নয়, ঠিকই জানা যেত।'

'তাহলে আর একটা উপায়-ই বাকি রইল।'

'ওকে অন্য কোথাও তৈরি করা হয়েছে।' বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন অ্যানা।

'অন্য কারও কাছে সচল বেল আছে।'

পেইন্টার নখ আর ট্যাটু আবার পরীক্ষা করল। 'এবং সেই "তারা" আপনাদের প্রজেক্ট বন্ধ করে দিতে চায়।' বিড়বিড় করে বলল ও।

পুরো রুম চুপচাপ হয়ে গেল।

এই পিনপতন নীরবতার মধ্যে পেইন্টার একটা হালকা আওয়াজ শুনতে পেল। খুব ভাল করে খেয়াল না করলে হয়তো টের-ই পাওয়া যেত না। শব্দটা লাশ থেকে আসছে। ওর মনে হলো, এই শব্দ ও এর আগেও শুনেছে কিন্তু অন্যান্য চিন্তার কারণে পাত্তা দেয়নি।

লাশের পারকা'র হাতা সরাল ও।

চামড়ার ব্যান্ডে একটি ডিজিটাল ঘড়ি দেখা গেল। চওড়ায় দুই ইঞ্চি হবে। ঘড়ির লাল চেহারা পর্যবেক্ষণ করল পেইন্টার ক্রো। লাল আলো জ্বলে জ্বলে সেকেন্ড প্রদর্শন করছে।

০১:৩২ সেকেন্ড

এবং প্রতি সেকেন্ডে কমছে সেটা।

সবমিলিয়ে দেড় মিনিট বাকি আছে।

হাত থেকে ঘড়ি খুলে ওটার ভেতরটা পরীক্ষা করল ক্রো। দুটো সিলভার কন্টাক একসাথে তার দিয়ে জোড়া লাগানো রয়েছে। হার্টবিট মনিটর। সেই হিসেবে এই ঘড়ির ভেতরে নিশ্চয়ই কোথাও মাইক্রোট্রান্সমিটারও আছে।

'কী করছেন?' অ্যানা প্রশ্ন করল।

'এই মহিলার শরীরে কোনো বিস্ফোরক আছে কি-না সার্চ করে দেখেছেন?'

'না, কিচ্ছু নেই। কেন?'

উঠে দাঁড়াল পেইন্টার। দ্রুত বলতে শুরু করল, 'এর হৃদপিণ্ডের সাথে মনিটর সংযুক্ত করা আছে। হৃদপিণ্ড বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে নিশ্চয়ই কোনো সিগন্যাল চলে গেছে।' হাতে থাকা ঘড়ির দিকে তাকাল ও। 'এটা কোনো ঘড়ি নয়। স্রেফ টাইমার।'

০১:০৫ সেকেন্ড

'ক্লাউস আর এই মহিলা আপনার ফ্যাসালিটিতে ইচ্ছেমতো প্রবেশাধিকার পেয়েছিল, সেটা কতক্ষণের জন্য কে জানে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এই ঘড়ির টাইমার জিরো-তে যাওয়ার সময় আমাদের এখানে না থাকাই ভাল।'

সেকেন্ড চলে যাচ্ছে। টাইমারের সময় এক মিনিটের নিচে নামতেই আরেকটা সূক্ষ্ম আওয়াজ হলো।

০০:৫৯ সেকেন্ড

'আমাদেরকে এখান থেকে সরতে হবে। এক্ষুনি!'

দশ.

ব্ল্যাক কেইমলট

সকাল ৯টা ৩২ মিনিট।
উইউইলসবার্গ, জার্মানি।

'এসএস-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল হিটলারের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসেবে,' উইউইলসবার্গ মিউজিয়ামের ভেতরে এক ঝাঁক পর্যটককে সামনে এগিয়ে নিতে নিতে জার্মান ভাষায় বলল গাইড। 'এসএস শব্দটির জন্ম হয়েছে জার্মান শব্দ *Schutzstaffel* থেকে। যার অর্থ "রক্ষী বাহিনী।" পরবর্তীতে হিটলারের ব্ল্যাক অর্ডার-এ নিয়োজিত হয়েছিল এরা।

পর্যটকের দল সামনে এগোনোর পর একপাশে সরে গেল গ্রে। মিউজিয়ামের ডিরেক্টরের জন্য অপেক্ষা করার ফাঁকে এই ক্যাসলের ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি জেনে নিয়েছে। ক্যাসল ইজারা নেয়া থেকে শুরু করে এরপেছনে বিলিয়ন ডলার খরচ করে হিটলার কীভাবে এটাকে ব্যক্তিগত দুর্গে পরিণত করেছিলেন সে-সব জেনে নিয়েছে গ্রে। অর্থের পরিমাণটা শুনতে অনেক মনে হলেও এই দুর্গের জন্য কত মানুষের রক্ত ঝরেছে আর ভোগান্তি হয়েছে তার তুলনায় অর্থের পরিমাণ অনেক কম।

নিডারহ্যাহেন যুদ্ধবন্দী ক্যাম্পের কয়েদী পোশাকের শো-কেসের পাশে দাঁড়িয়ে আছে গ্রে।

বাইরে ঝড়ের গর্জন, আকাশে মেঘের হুঙ্কার এখনও চলছেই। বজ্রপাতের শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠছে মিউজিয়ামের জানালাগুলো।

ফিওনার সাথে মন্‌ক দাঁড়িয়ে আছে। রায়ান আনতে গেছে ডিরেক্টরকে। ডিসপ্লেতে রাখা এসএস অফিসারদের কুখ্যাত *Toten Kopf* আংটি দেখছে মন্‌ক। এই আঙটিতে প্রাচীন বর্ণমালা, মাথার খুলি এবং আড়াআড়ি করে রাখা হাড়ের ছবি খোদাই করা আছে। আর্ট, প্রতীক আর শক্তি মিলিয়ে এক বিভীষিকাময় শিল্পের নিদর্শন!

এছাড়াও এখানে এসএস-দের পেশাগত বিভিন্ন জিনিসপত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে। ছোট ছোট মডেল, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ছবি। মজার জিনিসও আছে। যেমন হিটলারের ব্যবহৃত একটি চায়ের পট আছে এখানে! সেই পটেরও গায়েও সূর্য আকৃতির এক প্রাচীন বর্ণমালা শোভা পাচ্ছে।

'ডিরেক্টর চলে এসেছেন,' বলল মনক। ব্যক্তিগত দরজা থেকে একজন বেরিয়ে আসছেন, তাঁর সাথে আছে রায়ান।

ডিরেক্টরের বয়স পঞ্চাশের শেষের দিকে। মাথায় লালচে সাদা চুল, পরনে কুঁচকানো স্যুট। সামনে এগোতে এগোতে চোখ থেকে চশমা খুললেন তিনি। এক হাত বাড়িয়ে দিলেন গ্রে'র দিকে।

'ড. ডাইটার আলমস্ট্রম,' বললেন তিনি। 'এই মিউজিয়ামের পরিচালক হিসেবে আছি। স্বাগতম।'

ভদ্রলোকের চেহারা ভঙ্গি দেখে মনে হলো না তিনি সত্যি সত্যি স্বাগতম জানাচ্ছেন। 'রায়ান আমাকে আপনাদের ব্যাপারে বিস্তারিত বলেছে। কোনো একটা পুরোনো বইয়ে থাকা প্রাচীন বর্ণমালার ব্যাপারে আপনারা তদন্ত করতে এসেছেন। ইন্টারেস্টিং!'

উঁহুঁ, ডিরেক্টরের হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে তিনি "ইন্টারেস্ট"-এর বেশি "বিরক্ত" হচ্ছেন।

'আমরা আপনার কাছ থেকে খুব বেশি সময় নেব না,' বলল গ্রে। 'একটা বিশেষ বর্ণের ব্যাপারে যদি আপনি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন তাহলে ভাল হয়।'

'অবশ্যই। উইউইলসবার্গ মিউজিয়ামের ডিরেক্টর যখন হয়েছি তখন এই কাজ অবশ্যই করব। আমাদের জ্ঞান-ই তো এসব নিয়ে।'

ডারউইনের বাইবেলটির জন্য ফিওনার দিকে হাত পাতল গ্রে। ফিওনা ইতোমধ্যে ওটা হাতে বের করে প্রস্তুত হয়ে ছিল। গ্রে'কে দিল ও।

ব্যাক কভার বের করে দেখল গ্রে।

ঠোঁট নাড়তে নাড়তে ডিরেক্টর চোখে চশমা পরলেন। হিউগো হিরজফিল্ডের আঁকা সেই বর্ণটিকে আরও কাছে নিয়ে দেখলেন তিনি।

'আমি কী বইটাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি, প্লিজ?'

একটু দ্বিধা করে গ্রে সম্মতি দিল।

বাইবেলের পাতা উল্টাতে শুরু করলেন ডিরেক্টর। মাঝেমাঝে পাখির আঁচড় দেয়ার মতো চিহ্নের জায়গাগুলোতে থামলেন। 'একটা বাইবেল... কী অদ্ভুত...'

'চিহ্নটা পেছনে,' আসল জিনিসের দিকে নজর ফেরানোর চেষ্টা করল গ্রে।

'অবশ্যই, অবশ্যই। এটা হলো *Mensch* বর্ণ।'

'*Mensch*,' বলল গ্রে। 'জার্মান থেকে অনুবাদ করলে যার অর্থ দাঁড়ায় "মানুষ।"

'ঠিক। এর আকৃতি খেয়াল করে দেখুন। মাথা কাটা কাঠির মতো দেখতে।' কয়েক পৃষ্ঠা পেছনে গেলেন ডিরেক্টর। 'দেখা যাচ্ছে রায়ানের প্র-পিতামহ অল-ফাদার-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত চিহ্নগুলোর প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন।'

'মানে?'

বাইবেলের ভেতরের পৃষ্ঠায় থাকা চিহ্ন দেখালেন ডিরেক্টর।

'এই বর্ণ দিয়ে *k*-কে বুঝায়,' বললেন তিনি, 'অ্যাঙলো-স্যাক্সোন-এ এটাকে *সেন* বলা হয়। '"মানুষ" বুঝাতে যে বর্ণ ব্যবহার করা হতো এটা হচ্ছে ঠিক তার আগের বর্ণ। এই বর্ণটাকে আয়নায় প্রতিবিম্ব করলে যেটা পাওয়া যাবে সেটাই হলো আগের বর্ণ।' কয়েক পৃষ্ঠা পার হয়ে আরেকটি চিহ্ন দেখালেন তিনি।

'এই দুই চিহ্ন হলো অনেকটা একই পয়সার এপিঠ-ওপিঠ। যেমন ইয়িন-ইয়াং, পুরুষ-নারী, আলো-আঁধার।'

মাথা নাড়ল গ্রে। বুদ্ধ সন্ন্যাসী আং গেলু'র কাছ থেকে দীক্ষা নেয়ার দিনগুলো মনে পড়ে গেল ওর। পরস্পর বিপরীত বিষয়গুলো সমাজে কীভাবে মিলেমিশে থাকে সে-ব্যাপারে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করেছিল তখন। সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়তেই পেইন্টার ক্রো'র কথা মাথায় এলো ওর। নেপাল থেকে তাঁর ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

মন্‌ক মূল প্রসঙ্গে ফিরল। 'আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে বর্ণ? তো এই বর্ণগুলোর সাথে অল-ফাদার ব্যক্তির সম্পর্ক কী?'

'তিনটা জিনিস-ই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মানে চিহ্নের আকৃতিগত দিক থেকে মিল আছে। বড় বর্ণ, *Mensch* বর্ণগুলোকে সবসময় নরওয়েজীয় দেবতা থর-এর প্রতিনিধিত্ব করে। জীবনকে অন্য এক উচ্চতায় নেয়ার আত্ম্যাধিক ব্যাপার জড়িত। আমাদের সবার সর্বশেষ গন্তব্য তো ওখানেই।'

জবাবটিকে মাথায় সাজিয়ে নিতেই গ্রে'র মনে তালগোল পাকিয়ে গেল। 'তাহলে আগের দুটো বর্ণ... অর্থাৎ *k* বর্ণটি হলো দুটো অর্ধ *Mensch* বর্ণের যোগফল।'

'হাহ?' ঘোঁতঘোঁত করল মন্‌ক।

'এরকম,' ফিওনা বলল, ও বিষয়টা বুঝতে পেরেছে। ডিসপ্লে'র কাঁচের উপরে জমে থাকা ধুলোর উপরে আঙুল চালিয়ে আঁকল ও। 'হাতঅলা দুটো অর্ধ *Mensch* বর্ণকে পাশপাশি বসিয়ে যোগ করে দিলেই হয়ে যাচ্ছে।'

'ঠিক,' ডিরেক্টর সায় দিলেন। প্রথম দুটি বর্ণের ওপর টোকা দিলেন তিনি। 'এগুলো হচ্ছে সাধারণ মানুষের চিহ্ন। এ-দুটোকে যোগ করে অল-ফাদার আকৃতি দিলে উন্নত মানব প্রজাতি পাওয়া যায়।' আলমস্ট্রম বাইবেলটি গ্রে'র হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'এই বর্ণগুলো বোধহয় রায়ানের প্র-পিতামহের মাথায় একেবারে পোকার মতো জেঁকে বসেছিল।'

ব্যাক কভারে থাকা চিহ্নের দিকে তাকাল গ্রে। 'রায়ান, হিউগো সাহেব জীববিজ্ঞানী ছিলেন, তাই না?'

রায়ানকে দেখে হতাশ মনে হচ্ছে। 'হ্যাঁ। তাঁর মেয়ে টোলা-ও জীববিজ্ঞানী ছিলেন।'

গ্রে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। সুপারম্যান সম্পর্কিত মিথের ব্যাপারে নাৎসিরা সবসময়ই খুব আগ্রহী ছিল। অল-ফাদার বলতে আসলে আর্য জাতিদের কথা বলা হচ্ছে। এই আঁকিবুকিগুলোর অর্থ কী দাঁড়াচ্ছে তাহলে? হিউগো সাহেব নাৎসিদের সেই উদ্ভট, অন্ধবিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন? নাহ, বিশ্বাস হচ্ছে না গ্রে'র। রায়ানের মুখে হিউগো'র নোটের যে বিবরণ শুনেছিল সেটা মনে পড়ল ওর। মোহমুক্ত হয়ে তিনি তাঁর মেয়ের উদ্দেশ্যে নোটটা লিখেছিলেন। ওতে একটা গোপন বিষয়ের ইঙ্গিত দেয়া আছে। যেটা এত সুন্দর যে ওটাকে শেষ করে দেয়া যায়নি আবার ওটা এতটাই দানবীয় যে মুক্ত করাও সম্ভব হয়নি।

একজন জীববিজ্ঞানী আরেকজন জীববিজ্ঞানীর কাছে এই নোট দিয়েছিলেন।

গ্রে' বুঝতে পারল প্রাচীন বর্ণ, অল-ফাদার, পরিত্যক্ত পুরোনো কোনো গবেষণা; এসব এক সূত্রে জড়িত। গোপন বিষটি যা-ই হোক না কেন সেটা খুনোখুনি হওয়ার মতো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

মুখ খুললেন আলমস্ট্রম, '*Mensch* বর্ণগুলোকে নাৎসিরা একটু বেশি-ই পছন্দ করতো। তারা এটাকে ভিন্ন নামও দিয়েছিল। নামটা ছিল: *leben-rune*'

'অর্থাৎ, জীবনের বর্ণ?' অনুবাদ করে প্রশ্ন করল গ্রে।

'হ্যাঁ। লেবেনসবর্ন প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে এটাকে ব্যবহার করতো তারা।'

'সেটা আবার কী?' মন্‌ক প্রশ্ন করল।

জবাবটা গ্রে-ই দিয়ে দিল। 'ওটা হলো নাৎসিদের সন্তান উৎপাদন প্রোগ্রাম। সাদা চামড়া, নীল নয়নের অধিকারী শিশু জন্মানো হতো ওই প্রোগ্রামে।'

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ডিরেক্টর। 'তবে *k* বর্ণটির মতো *leben* বর্ণেও বিপরীত চিত্র আছে।' গ্রে'র হাতে থাকা বাইবেলটির উপরের দিককে নিচে আর নিচের দিককে উপরে তুলতে বললেন তিনি। ' *leben* বর্ণকে উল্টালে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র পাওয়া যায়। সেই বর্ণের নাম : *The toten-rune* '

বুঝতে না পেরে ভ্রু কুঁচকে গ্রে'র দিকে তাকাল মন্‌ক।

গে অনুবাদ করল। 'দ্য রুন অফ ডেথ। অর্থাৎ, মৃত্যু'র বর্ণ।'

দুপুর ১ টা ৩৭ মিনিট।
হিমালয়।

মৃত্যু টিক টিক করে এগিয়ে আসছে।

০:৫৫ সেকেন্ড

মৃত মহিলার হাতঘড়ি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পেইন্টার। 'পায়ে হেঁটে কোনো লাভ হবে না। বিস্ফোরণের ধাক্কা যে এলাকা জুড়ে পড়বে সেটা পায়ে হেঁটে পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'তাহলে?' প্রশ্ন করলেন অ্যানা।

'হেলিকপ্টার,' জানালা দিয়ে বাইরে নির্দেশ করল ও। এ-স্টার হেলিকপ্টার ইঞ্জিন গরম অবস্থায় ক্যাসলের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'বাকিরা...' অ্যালার্ম বাজানোর জন্য ফোনের দিকে এগোলেন অ্যানা।

'*Keine Zeit*,' ধমকে উঠে গানথার ওর বোনকে থামিয়ে দিল। রাশিয়ান এ-৯১ বুলপাপ রাইফেল তুলে নিয়েছে হাতে। কোমরে থাকা গ্রেনেড কার্তুজ থেকে একটি গ্রেনেড বের করে সেটাকে রাইফেলের ৪০মিমি লঞ্চারে ঢোকাল ও।

'*Hier!*' বড় বড় পা ফেলে এগোল অ্যানার বিশাল ডেস্কের দিকে। '*Schnell!*'

রুমের জানালার দিকে তাক করল রাইফেল।

লিসার হাত ধরে আড়ালে যাওয়ার জন্য ছুটল পেইন্টার, অ্যানাও ছুটলেন ওদের পিছু পিছু। ওদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর গানথার ফায়ার করল।

ফায়ার করেই ডেস্কের আড়ালে চলে গেছে গানথার।

বোনের হাত আর কোমর ধরে টেনে নিজের শরীরের নিচে নিয়ে আড়াল দেয়ার চেষ্টা করল ও। গ্রেনেডের শব্দে পেইন্টারের কানে তালা লেগে গেছে প্রায়, ওদিকে দুই হাত দিয়ে লিসা নিজের কান ঢেকে রেখেছে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় পুরো এক ফুট সরে গেল ডেস্ক। কয়েক টুকরো পাথর আর কাঁচ খসে পড়ল এখান সেখান থেকে। তবে ধুলা আর ধোঁয়ায় পুরো রুম ছেয়ে গেল।

অ্যানাকে টেনে দাঁড় করাল গানথার। কথা বলে কোনো সময় নষ্ট করল না। গ্রেনেডের সাহায্যে লাইব্রেরির ভেতর দিয়ে একটি গর্ত তৈরি করা হয়েছে। ওটা দিয়ে বাইরে বেরোল ওরা।

প্রায় ১২০ ফুট দূরে হেলিকপ্টারটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। গ্রেনেডে বিস্ফোরিত লাইব্রেরিকে পেছনে রেখে ওরা হেলিকপ্টারের দিকে ছুটল।

পেইন্টারের হাতে এখনও সেই হাতঘড়ি আছে। হেলিকপ্টারে ওঠার আগপর্যন্ত ওটার দিকে তাকাল না ও। কপ্টারের কাছে সবার আগে পৌঁছুল গানথার, পেছনের দরজা খুলে দিল। অ্যানা আর লিসাকে কপ্টারের ভেতরে ঢোকানোর পর নিজেও কপ্টারে চড়ে বসল পেইন্টার।

এরমধ্যে গানথার পাইলটের সিটে বসে পড়ে বেল্ট লাগিয়ে নিয়েছে। এবার টাইমারের দিকে তাকাল ক্রো। অবস্থা ভাল নয়। হয় ওরা কাজটা করতে পারবে নইলে শেষ!

ঘড়িতে ওঠা নাম্বারের দিকে তাকাল ক্রো। ওর মাথাব্যথা করছে, চোখ পিটপিট করল বেচারা। মাথাব্যথা এড়িয়ে কোনোমতে ডিজিটাল ঘড়িতে ওঠা সংখ্যাটা পড়ল।

০০:০৯ সেকেন্ড

সময়-ই তো নেই।

ইঞ্জিনে গর্জন তুলল গানথার। রোটর আস্তে আস্তে ঘুরতে শুরু করেছে... একটু বেশি-ই আস্তে ঘুরছে বোধহয়। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ক্রো। পাহাড়ের ওপরে গতরাতের ঝড়ের ফলে জমে থাকা তুষারের ওপর ওদের হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে। মেঘলা আকাশ। বিভিন্ন পর্বতের মাথায় যেন কুয়াশায় ঘোমটা দেয়া।

সামনের সিটে বসা গানথার ঘোঁতঘোঁত করল। কারণ, রোটরের গতিতে সর্বোচ্চ স্তরে না পৌঁছানো পর্যন্ত হেলিকপ্টার এখানকার এই পাতলা বাতাসে উড়তে চাইছে না।

০০:০৩ সেকেন্ড

নাহ, হলো না।

লিসা'র হাত ধরল পেইন্টার।

শক্ত করে ওর হাত ধরেছে পেইন্টার... এমন সময় পুরো পৃথিবী দুলে উঠল। গুরু গম্ভীর আওয়াজ হলো কোথাও। দম আটকে রইল ওরা, পাহাড়ের চূড়া থেকে ছিটকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কিছুই হলো না। ওরা যতটা বড় করে ভাবছে আসলে ঘটনা হয়তো অত বড় নয়।

তারপর দুম করে ওদের হেলিকপ্টারের নিচে থাকা পাহাড়ের কার্ণিশটুকু ভেঙ্গে গেল। কাত হয়ে নাক নিচু করল এ-স্টার। রোটর ঘুরছে ঠিকই কিন্তু কাজ হচ্ছে না। কার্ণিশ ভেঙ্গে কাত হয়ে যাওয়ায় ওটার গা বেয়ে পিছলে যাচ্ছে কপ্টার।

পাহাড়ের কিনারের দিকে এগোচ্ছে ওরা।

ভূমি আবার কেঁপে উঠল... আরেকটা বিস্ফোরণ...

কপ্টার লাফিয়ে উঠল কিন্তু বাতাসে নিজেকে মেলে দিল না।

কন্ট্রোল নিয়ে গানথার রীতিমতো যুদ্ধ করছে।

পাহাড়ের কিনারা ছুটে আসছে ওদের দিকে। তুষার কেটে কপ্টারের পিছলে যাওয়ার আওয়াজও কানে আসছে।

পেইন্টারের দিকে আরও ঘেঁষে এলো লিসা। পেইন্টারের আঙুলগুলোকে শক্ত করে আকড়ে ধরায় ওর নিজের হাত সাদা হয়ে গেছে। অন্যদিকে অ্যানা সোজা হয়ে শক্ত করে বসে রয়েছেন। চেহারায় কোনো অভিব্যক্তি নেই। দৃষ্টি সামনে।

গানথারও চুপচাপ আছে, কোনো আওয়াজ করছে না।

বরফ কেটে এগোচ্ছে এ-স্টার। প্রতি মুহূর্তে পিছলে যাওয়া গতি বেড়ে যাচ্ছে। ওরা কেউ কোনো শব্দ করছে না। কপ্টারের রোটর ওদের হয়ে আর্তনাদ করছে।

বাতাসে নিজেকে মেলে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল কপ্টার! নিচু হয়ে যাওয়া নাক সোজা হলো ধীরে ধীরে। কন্ট্রোল নিয়ে ব্যস্ত গানথার কপ্টারকে উঁচুতে তুলে নিল।

ওদের সামনের অংশের কার্ণিশ হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল বিস্ফোরণের ধাক্কায়।

ক্যাসলের ক্ষয়-ক্ষতি দেখার জন্য যথেষ্ট উঁচুতে উঠেছে কপ্টার। ক্যাসলের সামনের অংশে থাকা জানালাগুলো দিয়ে ভকভক করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দরজাগুলো গায়েব। ক্যাসলের ওইপাশে থাকা হেলিপ্যাড থেকে কালো ধোঁয়ার কলাম উঠে যাচ্ছে আকাশে।

জানালার কাঁচে হাত রেখে বললেন অ্যানা, 'প্রায় দেড়শ' নারী-পুরুষ ছিল।'

'অনেকে হয়তো বাইরে ছিল...' মিনমিন করে বলল লিসা।

ওরা কারও নড়াচড়া দেখতে পেল না।

শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া।

ক্যাসলের দিকে নির্দেশ করে অ্যানা বললেন, 'যদি সার্চ করা যেত...'

কিন্তু কোনো সার্চ পার্টি কিংবা উদ্ধার অভিযান তো এখানে সম্ভব নয়।

হবেও না।

হঠাৎ করে চোখ অন্ধ করে দেয়ার মতো উজ্জ্বল আলো ঝলসে উঠল ক্যাসলের জানালাগুলো দিয়ে। এ যেন সোডিয়ামের উজ্জ্বল আলোর এক সূর্য। কোনো আওয়াজ নেই। তবে চোখের মণি জ্বালিয়ে দিল এটা। দৃষ্টিশক্তি অকার্যকর করে দিল।

অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পেইন্টারের মনে হলো কপ্টার বোধহয় একদিকে হেলে পড়েছে। পাইলটের সিটে বসা গানথারও ভড়কে গেছে। এবার একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। পাহাড় ভাঙ্গার শব্দ, অসম্ভব জোরে হচ্ছে শব্দটা। যেন ভূগর্ভস্থ প্লেটগুলোকে কেউ গুঁড়ো করে দিচ্ছে।

বাতাসে ভেসে থাকা কপ্টারটা কেঁপে উঠল।

চোখে ব্যথা দিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে এবার।

জানালা দিয়ে নিচে তাকাল ক্রো।

'ও খোদা...'

পাহাড়ের ধুলোরাশির জন্য ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না তারপরও ধ্বংসলীলা তার নিজের অস্তিত্বের কথা ঠিকই জানান দিল। পাহাড় দুমড়ে গেছে। ধসে গেছে ক্যাসলের গ্রানাইটের অংশটুকু। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, ক্যাসল- সুদ্ধ পাহাড়ের বড় একটি অংশ স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে! একদম গায়েব!

'*Unmoglich*,' বিস্মিত হয়ে বিড়বিড় করলেন অ্যানা।

'কী?'

'এরকম ধ্বংসলীলা... এটা **ZPE** বোমের কাজ।' স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি।

ব্যাখ্যা শোনার জন্য পেইন্টার অপেক্ষা করছে।

'***ZPE*** অর্থাৎ ***Zero Point Energy;*** আইনস্টাইনের সূত্রকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম নিউক্লিয়ার বোমা বানানো হয়েছিল, যেটাতে কয়েকটা ইউরোনিয়াম অ্যাটমে এনার্জী সঞ্চয় করা যেত। যদিও প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম থিওরিতে থাকা পাওয়ারের সাথে ওটার কোনো তুলনা-ই চলে না। প্ল্যাঙ্কের থিওরি দিয়ে বানানো বোমা দিয়ে বিগ-ব্যাং ঘটিয়ে দেয়া সম্ভব। এতই এনার্জী!'

কপ্টারের কেবিনে থাকা কেউ কোনো কথা বলল না।

মাথা নেড়ে অ্যানা আবার শুরু করলেন। 'বেল-এর জন্য জ্বালানি হিসেবে দরকার... জেরাম-৫২৫... এটাকে জিরো পয়েন্ট এনার্জীর ক্ষেত্রে একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আমরা কখনও বিষয়টা পরীক্ষা করে দেখিনি।'

'কিন্তু অন্য কেউ করেছে,' বলল পেইন্টার। মৃত নারী আততায়ীর কথা মনে পড়ল ওর।

অ্যানা পেইন্টারের দিকে তাকালেন। তাঁর চেহারায় ভয় আর আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। 'তাদেরকে থামাতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু তারা কে বা কারা?'

'মনে হয় আমরা সেটা জানতে পারব।' সামনের দিকে দেখিয়ে বলল লিসা।

সামনে দাঁড়ানো পাহাড়ের চূড়োর ওপর দিয়ে তিনটি কপ্টার এগিয়ে আসছে। তুষার অঞ্চলে ছদ্মবেশ নেয়ার জন্য সাদা রং করা হয়েছে ওগুলোকে। একটু ছড়িয়ে গিয়ে এ-স্টারের দিকে এগোচ্ছে ওগুলো।

আকাশে যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকায় গ্রে তিনটা কপ্টারের এরকম আচরণের অর্থ ভাল করেই বুঝতে পারল।

এটা হচ্ছে অ্যাটাক ফরমেশন।

অর্থাৎ, এখন ওদের ওপর হামলা হবে।

সকাল ৯টা ৩২ মিনিট।
উইউইলসবার্গ, জার্মানি।

'নর্থ টাওয়ার এদিকে,' বললেন ড. আলমস্ট্রম।

মন্‌ক, গ্রে ও ফিওনা'কে মেইন হলের পেছন দিকে নিয়ে গেলেন ডিরেক্টর। রায়ান একটু আগে মিউজিয়ামের এক স্লিম মহিলা দলিল তত্ত্বাবধায়কের সাথে চলে গেছে। হিউগো হিরজফিল্ডের চিঠিপত্র কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেলে সেগুলো কপি করে আনবে সে। কিছু জিনিস গ্রে নিজে নিজে উপলব্ধি করতে পারলেও সবকিছু পরিষ্কার হওয়ার জন্য ওর আরও তথ্য প্রয়োজন।

তথ্য হাতে না আসা পর্যন্ত ডিরেক্টরের সাথে হিমল্যারের এই ক্যাসল ঘুরে দেখা যাক। এখান থেকেই হিউগো সাহেব নাৎসিদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। গ্রে বুঝতে পারল, সামনে এগোতে হলে ঘটনার পেছনের গল্প জানতে হবে। আর সেই গল্প শোনানোর জন্য স্বয়ং মিউজিয়াম ডিরেক্টরের চেয়ে ভাল আর কে হতে পারে?

'নাৎসিদেরকে ভালভাবে বুঝতে হলে,' সামনে এগোতে এগোতে আলমস্ট্রম বললেন, 'প্রথমে তাদেরকে একটা রাজনৈতিক পার্টি হিসেবে মনে করা বন্ধ করতে হবে। তারা নিজেদেরকে *Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei* বলে ডাকত। ইংলিশে বললে... ন্যাশনাল স্যোসালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি... নামে একটা দল হলেও তারা আসলে কাল্ট ছিল।'

'কাল্ট?' প্রশ্ন করল গ্রে।

'এসব প্রতীক আর চিহ্ন নিয়েই তো তাদের কারবার ছিল, তাই না? একজন আত্মাধিক নেতা ছিল তাদের যাকে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। সেই নেতার সব অনুসারীরা আবার একই রঙের পোশাক পরে। গোপনে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান আর রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করানো হতো। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো উপাসনা করার জন্য শক্তিশালী চিহ্ন তৈরি। জার্মান ভাষায় যেটার নাম *Hakenkreuz*, অর্থাৎ—ভাঙ্গা ক্রস। যেটাকে স্বস্তিকা নামেও ডাকা হয়ে থাকে।'

'হরে কৃষ্ণ-ও বলা যায়!' বিড়বিড় করল মন্‌ক।

'মজা করবেন না। নাৎসিরা এসবের ক্ষমতা বুঝতে পেরেছিল। বন্দুক কিংবা রকেটের চেয়েও এসবের শক্তি বেশি। ধর্ম দিয়ে পুরো একটা জাতির মগজধোলাই করে বশে আনা যায়। নাৎসিরা সেটাই করেছিল।'

বিদ্যুৎ চমকাল বাইরে। বজ্রপাতের কম্পন ওদের পায়ের তলা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল। মিট মিট করল লাইট। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই।

'একটা চামবাদুড়...' বিড়বিড় করে মনে করিয়ে দিল মন্‌ক। 'যদি একটা ছোট বাদুড়ও বের হয় রে...'

আলো বাড়ল লাইটের। সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। সামনে এগোল ওরা। হলের এ-অংশ একটা কাঁচের দরজার সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। বড় একটা রুম আছে দরজার ওপাশে।

'*Obergruppenfuhrersaal*,' এক গোছা ভারি চাবি বের করে দরজা খুলতে খুলতে বললেন আলমস্ট্রম। 'এটা হলো ক্যাসলের ভেতরের পবিত্র স্থান। সাধারণ দর্শনার্থীদেরকে এটা দেখতে দেয়া হয় না। তবে আপনাদের কথা আলাদা।'

দরজা খুলে ওদেরকে ঢুকতে দিলেন তিনি।

ভেতরে ঢুকল ওরা। বৃষ্টির ছাঁট এসে জানালায় পড়ছে... সেটার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে পুরো চেম্বার জুড়ে।

'রাজা আর্থারের দুর্গের ভেতরের অংশের অনুকরণে হিমল্যার এই রুম বানিয়ে ছিলেন। এমনকি ওক কাঠ দিয়ে বিশাল এক গোল টেবিলও বানিয়ে ছিলেন তিনি। ব্ল্যাক অর্ডার প্রজেক্টের ১২ জন অফিসার সাথে নিয়ে এখানে মিটিং ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতেন।'

'ব্ল্যাক অর্ডার জিনিসটা কী?' মন্‌ক প্রশ্ন করল।

'এটা হিমল্যারের এসএস-এর আরেক নাম। তবে আরেকটু সঠিকভাবে বলতে গেলে...*Schwarze Auftrag*...ব্ল্যাক অর্ডার...নামটা হিমল্যারের ভেতরের গোষ্ঠীদের দেয়া ছিল। একটা গোপন চক্র যাদের শিকড় গিয়ে ঠেকেছে ঠুলি সোসাইটিতে।'

মনোযোগ দিল গ্রে। ঠুলি সোসাইটির কথা উঠেছে আবার। হিমল্যার এই দলের সদস্য ছিলেন, রায়ানের প্র-পিতামহ হিউগো হিরজফিল্ডও সদস্য ছিলেন এখানকার। যোগসূত্র পাওয়া গেল। এই গুপ্ত চক্রের সদস্য ও বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতো এককালে উন্নত প্রজাতির মানুষেরা পৃথিবীতে রাজত্ব করে গেছে এবং সামনে আবার করবে।

ডিরেক্টর বলে যাচ্ছেন, 'হিমল্যার বিশ্বাস করতেন এই রুম আর টাওয়ার হলো নতুন আর্য জাতির আত্মাধিক ও ভৌগোলিক কেন্দ্রস্থল।'

'কেন?' প্রশ্ন করল গ্রে।

শ্রাগ করে রুমের মাঝখানে গেলেন ড. 'এই অঞ্চলেই টিউটন-রা রোমানদেরকে পরাজিত করেছিল। জার্মানির ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল সেটা।'

রায়ানের বাবা'র কাছ থেকেও গ্রে এরকম একটা গল্প শুনে এসেছে।

'তবে এখানে আরও কিছু কারণ থাকতে পারে। লোককাহিনি এখানে খুবই শক্তিশালী। এই ব্যাপারে এখানকার অবস্থা অনেকটা সেই আদিম পাথুরে যুগের মতো। অনেকে বলে থাকে নরস ওয়ার্ল্ড ট্রি'র শেকড়—ইগড্রাসিল, এটার নিচে অবস্থিত। এছাড়া ডাইনিরা তো আছেই।'

'তাদেরকে এখানে খুন করা হয়েছিল,' বলল গ্রে।

'প্যাগান ধর্মের অনুসারী বলে মহিলাদেরকে খুন করা উচিত বলে হিমল্যার বিশ্বাস করতেন কিংবা ন্যায্য বলে মনে করতেন। স্ক্যান্ডেভিয়ান আচার-অনুষ্ঠান পালন করতো মহিলারা। তাই তাদের রক্ত দিয়ে এই ভূমি পবিত্র করা হয়েছিল।'

'যে প্রতিষ্ঠানগুলো জমি-ফ্ল্যাট বিক্রি করে ব্যাপারটা অনেকটা তাদের মতো হয়ে গেল,' আবার বিড়বিড় করল মনক। 'জায়গা, জমি নিয়ে বকবক করে সবাই।'

মনকের এরকম উদ্ভট মন্তব্য শুনে ভ্রু কুঁচকালেন আলমস্ট্রম। 'সে যা-ই হোক, এই হলো উইউইলসবার্গ-এর গোড়াপত্তনের কাহিনি।' মেঝের দিকে নির্দেশ করলেন তিনি।

আধো অন্ধকারের ভেতরে সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর গাঢ় সবুজ টাইলস দেখা গেল। দেখতে অনেকটা সূর্যের মতো... সেখান থেকে ১২টা বজ্রপাতের রেখা বেরিয়ে এসেছে।
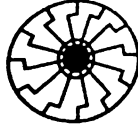
'*Schwarze Sonne*, অর্থাৎ—কালো সূর্য।' বৃত্তের চারিদিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন আলমস্ট্রম। 'এই প্রতীকের শেকড় গিয়ে অনেক মিথের সাথে মিশেছে। তবে নাৎসিরা এই প্রতীককে ব্যবহার করেছে অল-ফাদারের ক্ষেত্রে। ঠুলি, হাইপারবোরিয়া, আগারথা... বিভিন্ন নাম আছে এখানে। সবমিলিয়ে এই প্রতীক দিয়ে সেই সূর্যকে বোঝানো হয়েছে যেটার অধীনে আর্য জাতি নতুন করে জন্ম নেবে।'

'আবার অল-ফাদারে ফিরলাম আমরা,' বলল গ্রে, প্রাচীন বর্ণগুলো ওর মনে ভেসে উঠল।

'নাৎসিদের মূল লক্ষ্য ছিল ওটা... কিংবা বলা যায়, এটা হিমল্যার ও তাঁর ব্ল্যাক অর্ডারের লক্ষ্য ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানদেরকে পুনরায় ঈশ্বরসুলভ আসনে বসানো। সবমিলিয়ে এসব কারণে-ই হিমল্যার এই প্রতীককে তাঁর ব্ল্যাক অর্ডারের জন্য ঠিক করে ছিলেন।'

হিউগো সাহেব কোন ধরনের গবেষণার সাথে যুক্ত ছিলেন সেটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল গ্রে। একজন জীববিজ্ঞানী যদি এই উইউইলসবার্গের ক্যাসলের সাথে জড়িত থাকে তাহলে সে কী নিয়ে গবেষণা করতে পারে? হিউগো কী *Lebensborn* প্রজেক্টের সাথে যুক্ত ছিলেন? কিন্তু সেই প্রজেক্টের জন্য আজও কেন মানুষ খুন হয়ে যাচ্ছে? গবেষণা করে কী এমন পেয়েছিলেন যে সেটাকে পরিবারের বইয়ে গোপনে কোড করে রাখতে হলো?

মেয়ে টোলা'র কাছে তাঁর পাঠানো চিঠিটার কথা ভাবল গ্রে। এমন একটা গোপন বিষয়ের ইঙ্গিত হিউগো দিয়ে গেছেন যেটা এত সুন্দর যে ওটাকে শেষ করে দেয়া যায়নি আবার ওটা এতটাই দানবীয় যে মুক্ত করাও সম্ভব হয়নি। জিনিসটা কী? হিউগো সাহেব তাঁর উপরস্থ নাৎসি সদস্যদের কাছ থেকে কী লুকোতে চেয়ে ছিলেন?

বিজলি চমকানো আলো জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। সেই আলোতে ঝকঝক করে উঠল কালো সূর্য। ইলেকট্রিক লাইটগুলো কেঁপে উঠল বজ্রপাতের গুড়গুড় আওয়াজে। এরকম ঝড় হলে সাধারণত কারেন্ট থাকে না।

তা-ই হলো এখানে। আকাশে আবার বিজলি চমকাতেই নিভে গেল ইলেকট্রিক লাইটগুলো।

অন্ধকার।

যদিও জানালা দিয়ে আবছা আলো ভেতরে আসছে।

দূরে কোথাও একটি কণ্ঠ হাঁক ছাড়ল।

জোরে শব্দ হলো কাছে কোথাও।

সবার চোখ শব্দের উৎসের দিকে ঘুরল।

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল চেম্বারের দরজা। সোয়েটারের নিচে থাকা পিস্তলের বাটে গ্রে'র হাত চলে গেল।

'সিকিউরিটি লকডাউন,' নিশ্চিত করলেন আলমস্ট্রম। 'ভয়ের কিছু নেই। ব্যাকআপ জেনারেটর চালু হয়ে যাবে...'

ইলেকট্রিক লাইটগুলো আবার জ্বলে উঠল।

মাথা নাড়লেন আলমস্ট্রম, 'এই তো! আলো এসেছে। বিব্রতকর মুহূর্তের জন্য দুঃখিত। এদিকে আসুন।'

চেম্বার থেকে বাইরে বেরিয়ে সবাইকে নিয়ে মেইন হলের দিকে না এগিয়ে পাশে থাকা সিঁড়ির দিকে এগোলেন তিনি। ক্যাসল পরিদর্শন এখনও শেষ হয়নি।

'পাশের রুমে ওই বাইবেলে থাকা বিভিন্ন বর্ণের চিত্র আঁকা আছে। আশা করি, বিষয়টা আপনাদের কাছে ইন্টারেস্টিং লাগবে।'

হল থেকে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দ্রুত এগিয়ে আসছে।

সেদিকে ঘুরল গ্রে, ওর হাত এখনও পিস্তল ছুঁয়ে আছে। না, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করার কোনো প্রয়োজন নেই। রায়ান আসছে ওদের দিকে, হাতে একটা বাদামি খাম। কিছুটা হাঁপাতে হাঁপাতে ওদের কাছে এসে পৌঁছুল রায়ান। '*Ich glaube...*' জার্মান বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল। 'চিঠিসহ সব কাগজপত্র আছে এখানে।'

'এবার তাহলে আমরা এই ছাতার জায়গা থেকে কেটে পড়তে পারি।' খাম হাতে নিয়ে বলল মন্‌ক।

হয়তো ওদের এখন চলে যাওয়াই উচিত। ড. আলমস্ট্রমের দিকে তাকাল গ্রে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। এই সিঁড়ি উপরে নয়, নিচে নেমে গেছে।

ওদের দিকে এগোলেন ডিরেক্টর। 'যদি আপনাদের তাড়া থাকে তাহলে...'

'না, তাড়া নেই। আপনি প্রাচীন বর্ণ নিয়ে কী যেন বলছিলেন?' গ্রে বলল। ক্যাসলের পুরোটা না দেখে যাওয়াটা বোকামি হবে।

এক হাত নাড়িয়ে সিঁড়ি দেখালেন আলমস্ট্রম। 'নিচে থাকা চেম্বারে গেলে-ই আপনি প্রাচীন বর্ণগুলো দেখতে পাবেন। এই ক্যাসলের আর কোথাও ওগুলো পাবেন না। অবশ্য বর্ণের সাথে কিছু থাকলে বর্ণের প্রকৃত মর্ম বোঝা যায়...'

'কী থাকলে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডিরেক্টর। হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'চলে আসুন। তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দেই।' লম্বা লম্বা পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন তিনি।

রায়ান ও ফিওনাকে সাথে আসার জন্য গ্রে ইশারা করল। গ্রে যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন চোখ পাকাল মন্‌ক, 'ভূতোমার্কা ক্যাসল এটা... এখান থেকে চলে যাই...'

ক্যাসল থেকে বের হওয়ার জন্য মন্‌ক কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সেটা গ্রে-ও টের পেল। প্রথমে মার্সেডিজ কাহিনি তারপর কারেন্ট চলে যাওয়া। যদিও এখনও

খারাপ কিছুই ঘটেনি। আসলে বাইবেলে থাকা প্রাচীন বর্ণ আর ইতিহাস সম্পর্কে জানার সুযোগটা গ্রে হাতছাড়া করতে চাইছে না।

নিচ থেকে আলমস্ট্রমের কণ্ঠ শোনা গেল। '*Obergruppenfuhrersaal*— এর ঠিক নিচেই এই চেম্বার অবস্থিত।'

চেম্বারের দরজায় মোটা-পুরু কাঁচ দেয়া। ডিরেক্টর দরজা খুলতে খুলতে ওরা সবাই ওখানে পৌঁছে গেল। দরজা খুলে ওদের সবাইকে ঢুকতে দেয়ার পর ভেতরে ঢুকলেন তিনি।

এই চেম্বারটাও গোল কিন্তু এখানে কোনো জানালা নেই। দেয়ালে থাকা কয়েকটি মোমদানি থেকে আলো ছড়াচ্ছে। তাতে অন্ধকার পুরোটা দূর হয়নি, আধো-আলো, আধো-অন্ধকার হয়ে আছে চেম্বারটা। ১২টা গ্রানাইট কলাম দাঁড়িয়ে আছে চেম্বারের চারদিক জুড়ে। ছাদের অংশটুকু ডোম আকৃতির। নিচ থেকে তাকালে দেখা যায়, ছাদের গায়ে একটা স্বস্তিকা আঁকা আছে।

'এটা হচ্ছে ক্যাসলের ভূগর্ভস্থ কক্ষ।' জানালেন আলমস্ট্রম। 'রুমের মাঝখানে একটা কূপ আছে। মারা যাওয়া এসএস অফিসারদের কোট আনুষ্ঠানিকভাবে পুড়িয়ে ওখানে ফেলা হতো।'

ইতোমধ্যে পাথুরে কূপটা গ্রে'র চোখে পড়েছে। উপরে আঁকা স্বস্তিকা'র ঠিক নিচেই আছে ওটা।

'আপনারা যদি কূপের কাছে দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে তাকান তাহলে এখানে চিত্রিত *Mensch* বর্ণমালাগুলো দেখতে পাবেন।'

ডিরেক্টরের কথা মতো কূপের কাছে গেল গ্রে। পাথরে দেয়ালে বর্ণমালাগুলো আঁকা রয়েছে। এখন গ্রে আলমস্ট্রমের কথার মানে বুঝতে পারল। *বর্ণের সাথে কিছু থাকলে বর্ণের প্রকৃত মর্ম বোঝা যায়...*

এখানে থাকা সব বর্ণমালা উল্টো করে লেখা।

Toten-runes

অর্থাৎ, মৃত্যু'র বর্ণ।

আবার দড়াম করে শব্দ হলো। একটু আগেও এরকম শব্দ হয়েছিল। এবারের শব্দ পুরো প্রতিধ্বনি তুলল পুরো চেম্বার জুড়ে। তবে এবার কারেন্ট গেল না, কারণ এই চেম্বারে তো কারেন্ট-ই নেই। ভুল বুঝতে পেরে ঘুরল গ্রে। কৌতূহলের কারণে নিরাপত্তার দিক ভুলে গিয়েছিল ও। ড. আলমস্ট্রম ঘুরে ফিরে সবসময় দরজার কাছেই ছিলেন। দরজা থেকে খুব একটা দূরে কখনই সরেননি।

ডিরেক্টর এখন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তালা লাগিয়ে দিচ্ছেন।

কাঁচের ওপাশ থেকে চিৎকার করে বললেন তিনি, 'এবার আপনারা মৃত্যু'র বর্ণ-এর আসল মর্ম বুঝতে পারবেন।' দরজার কাঁচটা নিশ্চয়ই বুলেটপ্রুফ।

আরেকটা শব্দ হলো। সব মোমবাতি নিভে গেল এবার। কোনো জানালা না থাকায় পুরো চেম্বারে কালি গোলা অন্ধকার নেমে এলো।

বিস্ময়ের ধাক্কায় সবাই চুপ হয়ে আছে। এমন সময় হিংস্র হিসহিসানি'র আওয়াজ হলো।

তবে আওয়াজটা কোনো সাপ থেকে আসেনি।

জিহ্বায় অন্যরকম স্বাদ পেল গ্রে।

গ্যাস।

দুপুর ১টা ৪৯ মিনিট।
হিমালয়।

হেলিকপ্টার তিনটি আক্রমণ করার জন্য ধেয়ে আসছে।
বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে কপ্টারগুলোকে পর্যবেক্ষণ করল পেইন্টার। বেল্ট খুলে কো-পাইলটের সিটে নিজের সুবিধামতো অবস্থানে বসল ও। ধেয়ে আসা কপ্টারগুলোকে চিনতে পেরেছে : ইউরোকপ্টার টাইগার, ওজনে মাঝারি, গান পড আর মিসাইলের ব্যবস্থা আছে। উড়তে উড়তে অন্য কোনো আকাশযানে হামলা করার সামর্থ্য রাখে ওগুলো।

'আমাদের কপ্টারে কোনো অস্ত্র আছে?' গানথারকে জিজ্ঞেস করল পেইন্টার ক্রো।

গানথার মাথা নাড়ল। 'নেই।'

পেছন থেকে ধেয়ে আসতে থাকা শত্রু কপ্টারের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজের কপ্টারের গতি বাড়িয়ে দিল গানথার। এই একটা অস্ত্র-ই ওদের কাছে আছে। সেটা হলো : গতি।

ওদের এই এ-স্টার কপ্টার ওজনে হালকা, অস্ত্র ও গোলা-বারুদ না থাকায় বাড়তি কোনো ওজন নেই, চটপট এদিক-ওদিক ঘোরানো যায়। এ-স্টার কপ্টারের সুবিধা বলতে এগুলো-ই। একদম সীমিত।

ধাওয়া খেয়ে গানথার কোন দিকে এগোচ্ছে সে-সম্পর্কে পেইন্টারের পরিষ্কার ধারণা আছে। এই অঞ্চলের ম্যাপ দেখে নিয়েছে ও। মাত্র ৩০ মাইল সামনেই চীনা সীমান্ত।

পেছনের হেলিকপ্টারগুলো থেকে রক্ষা পেলেও চীনা আকাশ রক্ষীরা ওদেরকে ছাড়বে না। তার ওপর বর্তমানে নেপাল সরকার আর মাওবাদীদের মধ্যে চলমান গণ্ডগোলের কারণে চীনা সীমান্তে কড়া পাহাড়া দেয়া হচ্ছে। পেইন্টারদের অবস্থা খুব করুণ। অনেকটা জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ-এর মতো।

হঠাৎ অ্যানা চিৎকার করে উঠলেন। 'মিসাইল!'

তাঁর চিৎকারের আওয়াজ শেষ হতে না হতেই ওদের কপ্টারের পাশ দিয়ে ধোঁয়া তুলে একটা মিসাইল বেরিয়ে গেল। মাত্র কয়েক ফুটের জন্য মিস করে গেছে। সামনে থাকা একটা পাহাড়ের গায়ে গিয়ে আঘাত করল মিসাইল। উপত্যকার বড় একটা অংশ মিসাইলের আঘাতে ধসে গেল। আগুন আর পাথরের মিশ্রণ ছিটকে উঠল উপরে।

বিক্ষিপ্তভাবে ছিটকে আসা বিভিন্ন টুকরো থেকে বাঁচতে গানথার হেলিকপ্টারকে সরিয়ে নিল।

পাহাড়ের দুই ঢালের ভেতর দিয়ে হেলিকপ্টারকে উড়িয়ে নিল ও। সরাসরি ওদের গায়ে এখন মিসাইল লাগানো সম্ভব হবে না।

'আমরা যদি নিচে নেমে দ্রুত দৌড় দেই...' বললেন অ্যানা।

পেইন্টার মাথা নাড়ল। কপ্টারের ইঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য উঁচু কণ্ঠে বলল, 'এই টাইগার কপ্টারগুলোকে আমার চেনা আছে। ইনফ্রারেড আছে ওগুলোতে। আমাদের শরীরের তাপমাত্রার চিহ্ন ওরা পাবেই। নিচে নেমে কোনো লাভ হবে না। নিচে নামলে পিস্তল কিংবা মিসাইল... কোনোকিছু থেকেই মুক্তি নেই।

'তাহলে আমরা কী করব?'

ওই সাদা আলোর বিস্ফোরণের পর থেকে পেইন্টারের মাথা এখনও ধরে আছে। ও ঠিকভাবে মাথা খাটাতে পারছে না।

পেছনের সিট থেকে সামনে ঝুঁকে কম্পাস দেখতে দেখতে লিসা বলল, 'এভারেস্ট।'

'কী?'

'আমরা তো এখন এভারেস্টের দিকে এগোচ্ছি।' কম্পাস দেখি বলল লিসা। 'আমরা যদি ওখানে ল্যান্ড করে পর্বতারোহীদের মাঝে মিশে যেতে পারি...'

লিসা'র পরিকল্পনাটা মাথায় রাখল ক্রো। আইডিয়া মন্দ নয়।

'ঝড়ের ফলে পাহাড়ে আরোহীদের নির্ধারিত শিডিউল পিছিয়ে গেছে। আমি যখন ওখান থেকে রওনা হয়েছিলাম তখন প্রায় ২০০ জন ব্যক্তি ভাল আবহাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। কিছু নেপালিজ সৈনিকও ছিল তার মধ্যে। মঠে আগুন লাগার পর নেপালিজ সৈন্যদের পরিমাণ হয়তো আরও বেড়েছে।'

অ্যানার দিকে তাকাল লিসা। ওর চেহারা অভিব্যক্তি পেইন্টার ঠিকই বুঝতে পারল। পেছনে থাকা শত্রুদের হাত থেকে নিজেদের জীবন তো বাঁচাতে হবেই, তার ওপর সঙ্গী হিসেবে তাদেরকে পাশে পাচ্ছে যারা কি-না মঠে আগুন দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান হুমকির পরিমাণ অনেক বেশি। অনেক বেশি ভয়াবহ। অ্যানা নির্দয়ভাবে মঠ ধ্বংস করেছিলেন তাঁর নিজের সুবিধার জন্য। অন্যদিকে এখন যারা পিছু লেগেছে এরা অ্যানাকে থামিয়ে তাদের নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে চাচ্ছে!

পেইন্টার জানে, এই ঘটনা এখানেই শেষ হয়ে যাবে না। এ তো সবে শুরু। ওরা সবে মাত্র ছোট্ট একটা আক্রমণ এড়াতে চাচ্ছে। সামনে যে আরও কতকিছু মোকাবেলা করতে হবে! অ্যানার কথাগুলো এখনও পেইন্টারের কানে বাজছে।

ওদেরকে থামাতে হবে আমাদের।

'ওখানে অনেক স্যাটেলাইট ফোন আছে, বেজ ক্যাম্প থেকে ভিডিও সম্প্রচারের ব্যবস্থাও আছে। ওরা হয়তো হামলা করার সাহস পাবে না।' লিসা ওর কথা শেষ করল।

'আমরা আশা করতে পারি, ওই পর্যন্তই।' বলল পেইন্টার। 'যদি ওরা তারপরও হামলা করে তাহলে আমাদের কারণে আরও অনেক জীবনহানি হবে।'

সিটে হেলান দিয়ে পেইন্টারের কথাগুলো হজম করল লিসা। পেইন্টার জানে, বেজ ক্যাম্পে লিসার ভাইও আছে। ওদের দু'জনের চোখাচোখি হয়ে গেল।

'কিন্তু বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ,' বলল লিসা। 'ঝুঁকি নেয়া ছাড়া উপায় নেই। এই খবর বাইরের পৃথিবীকে জানাতেই হবে!

ক্রো চোখ সরিয়ে নিল।

'এভারেস্টের কাঁধের ওপর দিয়ে উড়ে গেলে অল্পের মধ্যে পৌঁছুনো যাবে। নইলে অনেকখানি ঘুরে যেতে হবে, বাড়তি সময় লাগবে তখন।' বললেন অ্যানা।

পেইন্টার জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে আমরা বেজ ক্যাম্পে যাচ্ছি?'

একমত হলো সবাই।

তবে পেছনের আক্রমণকারীরা একমত হয়নি।

ওদের কপ্টারের রোটরের ঠিক ওপর দিয়ে একটা টাইগার কপ্টার চলে গেল। আসলে এ-স্টারকে উল্টো ওদের দিকে ধেয়ে আসতে দেখে আক্রমণকারীরা একদম অবাক হয়ে গেছে। বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে টাইগার কপ্টারটি দিক বদল করে এ-স্টারের পিছু নিল।

পেইন্টার প্রার্থনা করল অন্য টাইগার কপ্টারগুলো যাতে একটু বৃত্ত রচনা করে এদিকে আসে। আপাতত এই একটা টাইগারকে সামলানো যাক।

অস্ত্রবিহীন নিরীহ এ-স্টার কপ্টার এখন তুষার আর বরফে ঢাকা গিরিখাতের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে। লুকোচুরির কোনো সুযোগ নেই এখানে। এই সুযোগ লুফে নেয়ার জন্য টাইগারের পাইলটের আর তর সইল না। ধেয়ে এলো টাইগার।

এ-স্টারের থ্রটল বাড়িয়ে ইঞ্জিনের ভেতর থেকে সর্বোচ্চ শক্তি বের করার চেষ্টা করল গানথার। কপ্টারের ব্লেডের গতি বেড়ে গেছে। তীর বেগে ছুটছে এ-স্টার। গতি দিয়ে হয়তো ওরা টাইগারকে হারিয়ে দিতে পারবে কিন্তু ওটা থেকে ছোড়া মিসাইলকে তো পরাজিত করতে পারবে না।

বলতে বলতে টাইগারের পাইলট তাঁর কপ্টারে থাকা গান পড তাক করে ফায়ার করতে শুরু করল। বুলেটগুলো মুখ গুঁজল দুই পাশে থাকা তুষার আর বরফের ভেতরে।

'হারামজাদাগুলোর বড্ড বাড় বেড়েছে!' বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে বলল পেইন্টার। 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর মারতে হবে এখন।'

বুঝতে না পেরে ওর দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল গানথার।

'টাইগার ভারি কপ্টার,' পেইন্টার ব্যাখ্যা করল। 'আমরা আমাদের কপ্টারকে আরও উঁচুতে নিয়ে যেতে পারি। যেখানে ওটা পৌঁছুতে পারবে না।'

বিষয়টা বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল গানথার। কপ্টারের গতিকে সামনের দিকে না দিয়ে উপরের দিকে দিল ও। দ্রুতগতির লিফটের মতো শাঁ-শাঁ করে ওদের এ-স্টার উপরে উঠতে শুরু করল।

এ-স্টারকে আবার ভিন্ন দিকে এগোতে দেখে টাইগার কিছুটা ভড়কে গেল। ওটার পিছু নিতে একটু সময় লাগল ওটার তবে ধাওয়া করতে ছাড়ল না।

উচ্চতা দেখার জন্য অ্যালটিমিটার দেখল ক্রো। এ-স্টার কপ্টার ব্যবহার করেই হেলিকপ্টার দিয়ে সর্বোচ্চ উচ্চতায় ওঠার বিশ্ব রেকর্ড করা হয়েছিল। রেকর্ড গড়ার সময় সেই কপ্টার এভারেস্টের চূড়োয় ল্যান্ড করেছিল তখন। যদিও আজকে ওদের অত উঁচুতে উঠতে হবে না। ২২ হাজার ফুট উচ্চতা পার হওয়ার পর থেকে টাইগারের রোটর প্রাণপণে ঘুরছে কিন্তু আর উপরে উঠতে পারছে না। অস্ত্র আর মিসাইলের ওজন এর জন্য দায়ী।

আপাতত পেইন্টারের এ-স্টার নিরাপদে ঊর্ধ্ব গগনে যাত্রা করতে পারছে।

কিন্তু উপরে তো আর সারাজীবন থাকতে পারবে না।

নামতে ওদের হবেই।

পানির নিচে থাকা ক্ষুধার্ত হাঙ্গরের মতো ওদের জন্য নিচে টাইগার কপ্টার অপেক্ষা করছে। পেইন্টার দেখল বাকি দুই টাইগারও এখানে হাজির হয়ে যাবে একটু পর। আসছে ওগুলো। দিক পরিবর্তন আর দ্রুতগতির ধাওয়ার ফলে ওরা একটু পিছিয়ে পড়েছিল।

‘কপ্টারের উপরে যাও,’ এত হাতের উপরে আরেক হাতের তালু এনে ইশারা করে দেখাল ক্রো।

বিষয়টা গানথার বুঝতে পারল না ঠিকই তবে আদেশ পালন করল।

পেছন ফিরল পেইন্টার। ‘তোমাদের দু’জনকে কাজ দিচ্ছি। দু’পাশের জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখো। টাইগারটা যখন একদম ঠিক ঠিক আমাদের কপ্টারের নিচে থাকবে জানাবে আমাকে।’

দুই নারী মাথা নেড়ে সায় দিল।

সামনে থাকা একটা লিভারের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকাল ক্রো।

‘চলে এসেছি প্রায়!’ চিৎকার করে লিসা জানান দিল।

‘একদম!’ এক সেকেন্ড পরে বললেন অ্যানা।

পেইন্টার ওর সামনে থাকা লিভারটা টেনে দিল। কপ্টারের নিচে থাকা হার্নেস নিয়ন্ত্রণ করে এই লিভার। এই হার্নেসের সাহায্যেই তখন পেইন্টার রশি দিয়ে ঝুলে ছিল। তবে এবার কোনো রশি নামানো হয়নি। কোনো কারণে হার্নেস যদি জ্যাম হয়ে যায় তাহলে আপদকালীন মুহূর্তে ওটাকে ফেলে দেয়ার জন্য এই লিভার রাখা হয়েছে। লিভারটা পুরোপুরি টেনে দিল ক্রো। শুনতে পেল কপ্টারের নিচ থেকে খটাশ শব্দ করে হার্নেসের কপিকল ছিটকে পড়ে গেল।

জানালা দিয়ে তাকাল ক্রো।

গানথার ওদের দেখার সুবিধার্থে এ-স্টারকে একটু সরিয়ে নিল।

কপিকল সুদ্ধ হার্নেস গিয়ে পড়ল টাইগারের ঘুরন্ত রোটরের ওপর। যার ফল হলো অত্যন্ত ভয়াবহ। কপ্টারের ব্লেড ভেঙ্গে ছড়িয়ে গেল চারদিকে। মাতালের মতো গোত্তা খেতে লাগল টাইগার। নিচে খসে পড়ছে।

আর সময় নষ্ট না করে এভারেস্টের দিকে এগোতে বলল ক্রো।

বেজ ক্যাম্পের নিচের ঢালে পৌঁছুতে হবে ওদের। কিন্তু নিচের আকাশ তো নিরাপদ নয়।

ক্ষ্যাপা ভীমরুলের মতো নিচে দুটো টাইগার কপ্টার উড়ে বেড়াচ্ছে। এগোচ্ছে ওদের পিছু পিছু। যদিও উচ্চতার হিসেবে ওদের নিচ দিয়ে এগোচ্ছে। কিন্তু এগোচ্ছে তো।

এদিকে পেইন্টারের কপ্টারে আর কোনো হার্নেস কপিকলও নেই।

লিসা দেখল হেলিকপ্টার দুটো ওদের দিকে তেড়ে আসছে। দুটো বাঘ একটি হরিণকে ধাওয়া করছে যেন।

কপ্টারকে এভারেস্ট আর এর পাশে থাকা পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশে নিয়ে এলো গানথার। পেছনে থাকা কপ্টারগুলোর আক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে পাহাড়কে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। পাহাড়ের টোলের পাদভূমিতে বেজ ক্যাম্পের অবস্থান।

ওরা যদি ওখানে পৌঁছুতে পারতো...

লিসার চোখের সামনে ভাইয়ের বোকা বোকা হাসিমাখা মুখখানি ভেসে উঠল। কপ্টার ওখানে গেলে পিছু পিছু যদি ওই দুই কপ্টারও হাজির হয় তাহলে তো বিষয়টা এরকম দাঁড়াল : বেজ ক্যাম্পে যুদ্ধ টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঠিক না?

গানথারের দিকে ঝুঁকে আছে পেইন্টার। কথা বলছে কিন্তু কপ্টারের রোটরের আওয়াজে সেসব লিসা'র কান পর্যন্ত পৌঁছুতে পারল না। পেইন্টারের ওপর আস্থা রাখতে হবে। অযথা প্রাণহানি করবে সে।

সামনে পাহাড় উদয় হওয়ায় গানথার কপ্টারের নাক তীক্ষ্ণভাবে নিচু করল। নিজের সিট আঁকড়ে ধরল লিসা। ওর মনে হলো, এই বুঝি ও সামনে থাকা উইন্ডশীল্ডের কাঁচ ভেঙ্গে বাইরে ছিটকে চলে যাবে। সামনে পাহাড় আর বরফ ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না।

পেছন থেকে বিকট আওয়াজ ভেসে এলো।

'মিসাইল!' চিৎকার করলেন অ্যানা।

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে গানথার কন্ট্রোল স্টিক টান দিল। কপ্টারের নাক উঁচু করে ডান দিকে বাঁক নিল ও। কপ্টারের ল্যান্ডিং স্ট্যান্ডের ঠিক নিচ দিয়ে মিসাইলটা বেরিয়ে চলে গেল। অল্পের জন্য রক্ষা পেল ওরা। মিসাইল গিয়ে পাহাড়ের গায়ে হামলে পড়ল। পাথর আর বরফের বিভিন্ন খণ্ড ছিটকে আসতে শুরু করল বিস্ফোরণের ফলে। সেগুলো থেকে বাঁচতে আবার নাক নিচু করে কপ্টার ছোটাল গানথার।

জানালার কাঁচের সাথে গাল ঠেকিয়ে লিসা দেখল পেছন থেকে কপ্টার দুটো ওদের দিকে বাঁক নিয়ে ধেয়ে আসছে। দূরত্ব কমে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। তারপর হঠাৎ করেই পাহাড়ি দেয়ালের আড়ালে পড়ে গেল টাইগার দুটো।

'আমরা চলে এসেছি!' পেইন্টার চিৎকার করে জানাল। 'শক্ত হয়ে বসে থাকো সবাই!'

ওদের কপ্টার নাক নিচু করে ছুটে যাচ্ছে। সামনে বেজ ক্যাম্প। ওদের গতি দেখে মনে হবে বেজ ক্যাম্পে ক্রাশ ল্যান্ড করতে যাচ্ছে ওরা।

প্রতি মুহূর্তে তীব্র গতিতে বেজ ক্যাম্প ওদের কাছে চলে আসছে। পতাকা, তাবু সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন।

'ল্যান্ড করতে খবর আছে আমাদের!' আবার চিৎকার করল পেইন্টার।

কিন্তু গানথার কপ্টারের গতি কমাল না।

বিড়বিড় করে ঠোঁট নাড়াল লিসা। 'ওহ্ গড... ওহ্ গড... ওহ্ গড...'

একদম শেষ মুহূর্তে গানথার কন্ট্রোল স্টিক টেনে ধরল। বাতাসে ভারসাম্য হাতড়ে বেড়াচ্ছে রোটর, খুব একটা সুবিধে করতে পারছে না।

সিটের হাতল খামচে ধরে আছে লিসা।

ভূমি ধেয়ে আসছে কপ্টারের দিকে।

এবং কপ্টারের ল্যান্ডিং স্ট্যান্ডের সামনের অংশ ভূমি স্পর্শ করল, বেশ জোরেশোরেই হলো সেটা। ল্যান্ডিঙের সময়ও কপ্টারের নাক একটু সামনের দিকে ঝুঁকানো ছিল। সিট থেকে ছিটকে যাচ্ছিল লিসা কিন্তু সিট বেল্ট বাঁচিয়ে দিল ওকে। রোটরের বাতাসে তুষার আর বরফ দূরে সরে যাচ্ছে। অবশেষে কপ্টারের ল্যান্ডিং স্ট্যান্ড পুরোপুরি ভূমি স্পর্শ করল।

'বের হও সবাই!' নির্দেশ দিল পেইন্টার ক্রো। ওদিকে গানথার ইঞ্জিন বন্ধ করছে।

কপ্টারের হ্যাচ খুলে বেরিয়ে এলো ওরা।

লিসা'র পাশে এসে ওর হাত নিজের হাতে নিয়ে পেইন্টার এগোল। ওদের পেছন পেছন আসছে গানথার আর অ্যানা। অনেক লোক এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। পাহাড়ের গায়ে মিসাইল আঘাত করার শব্দ নিশ্চয়ই শুনেছে ওরা।

নানান ভাষায় অস্পষ্টভাবে ওদের দিকে প্রশ্ন ছোড়া হলো।
অবশ্য কপ্টারের শব্দে সেগুলো পুরোপুরি কানে পৌঁছুতে পারল না।
কিন্তু একটা কণ্ঠ লিসা'র কানে ঠিকই পৌঁছুল।
'লিসা!'
শব্দের উৎসের দিকে ঘুরল ও। পরনে কালো স্নোপ্যান্ট আর ধূসর থার্মাল শার্ট পরিহিত একটা পরিচিত অবয়ব লোকজনকে ঠেলে ওর দিকে এগিয়ে আসছে।
'জশ!'
হাত ছেড়ে দিয়ে ভাইয়ের কাছে লিসাকে যেতে দিল ক্রো। ছুটে গিয়ে ভাইকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল লিসা। ওর ভাইয়ের শরীর দিয়ে চমরি গাইয়ের গন্ধ বেরোচ্ছে। কিন্তু তবুও লিসা'র খুব ভাল লাগল।
ওদের পেছনে ঘোঁতঘোঁত করল গানথার। '*Pass auf!*'
সতর্কীকরণ সিগন্যাল।
আশেপাশের সবার মধ্যে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল।
সবার হাত সামনের দিকে কী যেন দেখাচ্ছে।
বাঁধনমুক্ত হলো দুই ভাই-বোন।
সেই দুই টাইগার হেলিকপ্টার টোলের ওপরে শূন্যে ভেসে আছে। আক্রমণ করার জন্য মুখিয়ে আছে ওগুলো।
চলে যা তোরা, মনে মনে প্রার্থনা করল লিসা। খুব করে চাইল যেন কপ্টার দুটো এখান থেকে চলে যায়।
'ওরা কারা?' নতুন একটি কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করল।
কণ্ঠের মালিক কে, এটা দেখার জন্য তার চেহারা দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ লিসা ভাল করেই জানে কণ্ঠটা বোস্টন ববের। এই ব্যক্তি হলো ওর জীবনের ভুল মানুষ। এই লোকের বলার ধরনে একধরনের সুর আছে যেটা শুনলেই বোঝা যায়, গায়ে পড়ে নাক গলাতে চাইছে। ফালতু লোক। নিশ্চয়ই জশের পিছু পিছু এসে হাজির হয়েছে। ওকে পাত্তাই দিল না লিসা।
কপ্টার দুটোকে দেখে লিসা'র মধ্যে যে উদ্বিগ্নতা তৈরি হয়েছে সেটা জশের চোখ এড়ায়নি। 'লিসা...?'
মাথা নাড়ল ও, দৃষ্টি আকাশে ঝুলে থাকা কপ্টার দুটোর দিকে। প্রার্থনা করার জন্য একনিষ্ঠ মনোযোগ দরকার।
কিন্তু প্রার্থনায় কোনো কাজ হলো না।
হোভার বের করে ওদের দিকে ঝুঁকে এলো কপ্টার দুটো। আগুন ফুলকি দেখা যাচ্ছে ওগুলো থেকে। সমান্তরাল রেখা ধরে বুলেট ধেয়ে এসে বেজের বরফ আর তুষারের মধ্যে নাক গুঁজতে গুঁজতে সামনে এগোল।
'না...' গুঙিয়ে উঠল লিসা।
চিৎকার করে পিছু হটতে শুরু করল বব। 'কী কাণ্ড ঘটিয়ে এসেছ তোমরা?'
বেজে উপস্থিত বাকিরা এরকম অতর্কিত আক্রমণে নির্বাক হয়ে পড়েছিল। তবে সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য। ঘোর কাটতেই গলা ছেড়ে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করল সবাই। যে যেদিকে পারছে ছুটছে।

লিসা'র হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল পেইন্টার। সাথে জশকেও নিলো। পালাতে চাচ্ছে। কিন্তু এখানে তো সেরকম কোনো জায়গা নেই।

'একটা রেডিও লাগবে!' জশের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ল ক্রো। 'রেডিও কোথায়?'

জশ কোনো জবাব না দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল।

ভাইয়ের হাত ধরে ঝাঁকি দিল লিসা। দৃষ্টি নিচে নামিয়ে এনে বলল, 'জশ, একটা রেডিও খুঁজে বের করতে হবে।' পেইন্টারের উদ্দেশ্য ও বুঝতে পেরেছে। আর কিছু না হোক, অন্তত বাইরের দুনিয়ায় এখানকার খবরটুকু পৌঁছে দিতে হবে।

হঠাৎ কেশে উঠল জশ, নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'এদিকে আসো... মঠে মাওবাদীদের আক্রমণের পর ওরা এখানে একটা ইমার্জেন্সি কমিউনিকেশন সিস্টেম বসিয়েছে।' লাল রঙের বড় এক তাবুর দিকে ওদের নিয়ে গেল জশ।

লিসা খেয়াল করে দেখল বোস্টন ববও ওদের সাথে সাথে এসেছে। বুঝতে পারছে এখন পেইন্টার আর গানথারের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। গানথার চুপ করে থাকলেও ওর হাতে থাকা রাইফেল অনেক কথা বলে দিচ্ছে। একটু আগে লঞ্চারে আরেকটা গ্রেনেড ভরেছে গানথার। রেডিওতে কাজ করার মুহূর্তে কেউ বাগড়া দিতে এলে তাকে এক হাত দেখিয়ে দেয়ার জন্য গানথার একদম প্রস্তুত।

কিন্তু তাবুর কাছে পৌঁছানোর আগেই পেইন্টার চিৎকার করে উঠল। 'নিচু হও সবাই!'

লিসাকে টেনে শুইয়ে ফেলল ও। ওর দেখাদেখি সবাই শুয়ে পড়ল। বোস্টন বব আমতা আমতা করছিল দেখে জশ ওর পা ধরে আছড়ে ফেলল।

নতুন অদ্ভুত একটা শব্দ প্রতিধ্বনি হলো পাহাড়ের গায়ে।

আকাশের দিকে তাকাল ক্রো।

'কী...?' লিসা জানতে চাইল।

'দাঁড়াও... দেখি।' দ্বিধা নিয়ে বলল ক্রো।

লোতসে পর্বতের কাঁধের ওপর দিয়ে দুটো মিলিটারি জেটকে উদয় হতে দেখা গেল এবার। উদয় হতে দেরি আক্রমণ করতে দেরি নেই। জেট দুটোর পাখার নিচে আগুনের ঝলকানি দেখতে পেল ওরা।

মিসাইল।

এই সেরেছে!

কিন্তু বেজ টার্গেট করে মিসাইলগুলো ছোড়া হয়নি। বেজের ওপর দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল মিসাইল দুটো।

টাইগার কপ্টার দুটো অনেকখানি নিচে নেমে এসেছিল কিন্তু জেট থেকে ছোটা মিসাইল এসে আছড়ে পড়ল তাদের ওপর। টুকরো টুকরো হয়ে গেল দুই টাইগার কপ্টার। তবে ভাগ্য ভাল, খণ্ডগুলো ক্যাম্পে এসে আছড়ে পড়েনি।

উঠে দাঁড়াল পেইন্টার, লিসাকেও তুলল।

উঠে পড়ল বাকিরাও।

লিসা'র দিকে তেড়ে ফুড়ে এগিয়ে গেল বোস্টন বব। 'হচ্ছেটা কী এসব? তুমি কোন কুকর্ম করে এসে এখন আমাদেরকে এসব দিয়ে ভোগাচ্ছ?'

মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে ঘুরল লিসা। এর আগে এই লোকের সাথে এক বিছানায় রাত কাটিয়েছে বলেই হয়তো এতটুকু ধৈর্য দেখাতে পারছে। ভাবতেই অবাক লাগে,

তখনকার লিসা আর এখনকার লিসা'র মধ্যে কত পার্থক্য। তখনকার লিসা যেন এই লিসা নয়। দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি।

'কুত্তী মাগী! আমাকে তোর পিঠ দেখাবি না বলে দিলাম!' খেঁকিয়ে উঠল বব।

ঝট করে ঘুরল লিসা, ওর হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গেছে... যদিও এটার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ পেইন্টার আছে তো। হাতুড়ির মতো ববের মুখের ওপর ঘুষি মারল ক্রো। "ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেয়া" এতদিন শুধু শুনে এসেছে লিসা, আজ স্বচক্ষে দেখল। এক ঘুষিতেই বব ভূপাতিত। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রইল বব, আর উঠল না। ওর নাক ভেঙ্গে গেছে।

নিজের মাথা চেপে ধরল ক্রো, আবার ব্যথা হচ্ছে।

প্রথমে বিস্মিত হলো জশ, তারপর দাঁত বের করে হাসল। 'ওহ্, এই কাজটা করার জন্য গত এক সপ্তাহ ধরে আমার হাত নিশপিশ করছিল। যাক, কাজটা হতে দেখে ভাল লাগল।'

ওরা আর কিছু বলার আগে লাল তাবু থেকে হলদে চুলঅলা একজন বেরিয়ে এলো। তার পরনে মিলিটারি ইউনিফর্ম। আমেরিকার মিলিটারি। এদিকে এগিয়ে এলো সে। পেইন্টারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ডিরেক্টর ক্রো?' লোকটির উচ্চারণভঙ্গিতে জর্জিয়ান টান আছে। বলতে বলতে এক হাত সামনে বাড়িয়ে দিল সে।

হ্যান্ডশেক করল ক্রো।

'স্যার, লোগান গ্রেগরি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।' একটু আগে হয়ে যাওয়া ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল সে।

'যাক কাজটা করতে লোগান দেরি করলেও... করেছে বলে ভাল লাগছে। না করার চেয়ে, দেরি করে করা ভাল।' ক্রো বলল।

'আপনি যদি আমার সাথে আসেন তাহলে তাঁর সাথে কথা বলা যেতে পারে।' লোকটির নাম মেজর ব্রুকস, এয়ার ফোর্স অফিসার। ওর সাথে ক্রো তাবুর ভেতরে গেল। অ্যানা আর গানথারকে নিয়ে লিসা তাবুর ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতেই এক হাত দিয়ে বাধা দিল অফিসার।

'আমি আসছি,' ওদেরকে আশ্বস্ত করল ক্রো। 'বেশিক্ষণ লাগবে না।'

পেইন্টার তাবুর ভেতরে চলে গেল। অনেক যন্ত্রপাতি আছে ভেতরে। স্যাটেলাইট টেলিকমিউনিকেশন থেকে একজন অফিসার সরে গিয়ে পেইন্টারকে জায়গা করে দিল।

'লোগান?' রিসিভার তুলে জিজ্ঞেস করল ক্রো।

'ডিরেক্টর ক্রো, আপনার কণ্ঠ শুনে ভাল লাগছে।' পরিষ্কার স্বর ভেসে এলো ওপাশ থেকে।

'এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত আমার।'

'আমরা আপনার এসওএস পেয়েছিলাম।'

মাথা নাড়ল ক্রো। এই এসওএস সিগন্যাল পাঠানোর সময়ই ক্যাসলে ওর অ্যামপ্লিফায়ার বিস্ফোরিত হয়েছিল। ভাগ্য ভাল বিস্ফোরণ হওয়ার আগেই সিগন্যাল পাঠানো হয়ে গিয়েছিল, পরে অতিরিক্ত লোড নিতে না পেরে অ্যামিপ্লিফায়ার অক্কা পায়। ওই সিগন্যালের কারণে এখানে সিগমা'র আগমন।

'আপনার ওখানে যন্ত্রপাতি তুলতে আর রয়্যাল নেপালিজ মিলিটারির সাথে সমন্বয়ের কাজগুলো খুব দ্রুততার সাথে করা হয়েছিল।' ব্যাখ্যা করল লোগান।

'যতই দ্রুত করা হয়ে থাকুক সেটা যথেষ্ট ছিল না। আর একটু হলেই সর্বনাশ হতে পারতো। অল্পের জন্য রক্ষা।'

নিশ্চয়ই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে লোগান পুরো পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল। সম্ভবত ওরা যখন ক্যাসল থেকে পালিয়ে বাইরে এসেছে তখন থেকে নজর রেখেছে লোগান। যা-ই হোক, বিস্তারিত পরে জানাবো। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলতে হবে এখন।

'লোগান, সবকিছু খুলে বলার আগে আমি তোমাকে একটা অনুসন্ধান চালাতে বলব। একটা চিহ্ন/ট্যাটু ফ্যাক্স করে দিচ্ছি। খোঁজ নিয়ে দেখবে জিনিসটা কী।' মেজর ব্রুকসকে ইশারা করে কাগজ-কলম দেখাল পেইন্টার। চাহিদা মতো কাগজ-কলম চলেও এলো। আততায়ী মহিলার হাতে যে চিহ্ন দেখেছিল সেটা দ্রুত আঁকল ক্রো। এই চিহ্ন নিয়েই এগোতে হবে ওদের।

'দ্রুত কাজ শুরু করে দাও,' বলল ক্রো। 'দেখো কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন, রাজনৈতিক দল কিংবা ড্রার্গ কার্টেল-এর সাথে এই চিহ্নের কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাও কি-না।'

'আমি এখুনি বিষয়টা দেখছি।'

চারপাতার সেই ট্যাটু কোনোমতো কাগজে এঁকে সেটাকে এক অফিসারের হাতে ধরিয়ে দিল ক্রো। অফিসার ওটাকে নিয়ে ফ্যাক্স মেশিনে দিল।

ফ্যাক্স পাঠানোর প্রক্রিয়া চলতে চলতে সবকিছুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিল পেইন্টার। এইসময় লোগান ক্রো'কে অত্যধিক প্রশ্ন করে বাধা না দেয়ায় মনে মনে ক্রো ওকে ধন্যবাদ দিল।

'ফ্যাক্স পেয়েছ?' কয়েক মিনিট পর প্রশ্ন করল ক্রো।

'এইমাত্র হাতে পেলাম।'

'বেশ। খোঁজ লাগাও... এই অনুসন্ধানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে।'

চুপচাপ। বেশ কিছুক্ষণ হলো কোনো আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। পেইন্টার ভাবল হয়তো সিগন্যাল কেটে গেছে। হঠাৎ লোগানের কণ্ঠ শোনা গেল আবার। 'স্যার...'

'কী হয়েছে?'

'আমি এই চিহ্ন চিনি। গ্রেসন পিয়ার্স ৮ ঘণ্টা আগে এই চিহ্ন আমার কাছে পাঠিয়েছিল।'

'কী?'

কোপেনহ্যাগেনে গ্রে'র সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো একে একে জানাল লোগান। কথাগুলো শুনতে শুনতে ক্রো'র মাথাব্যথা আবার চাড়া দিয়ে উঠল। নিজেকে সামলে ঘটনা শোনার দিকে মনোযোগ দিল ক্রো। তাতে যা বুঝল, একই গোষ্ঠীর আততায়ীরা গ্রে'র পেছনেও লেগেছে। অন্য একটা বেল-এর অধীনে জন্ম নেয়া *Sonnekonige* ওরা। কিন্তু ইউরোপে কেন? কয়েকটা পুরোনো বইয়ে কী এমন মহারত্ন আছে? ইতোমধ্যে গ্রে জার্মানি ত্যাগ করেছে, সূত্র ধরে এগিয়ে গিয়ে ঘটনার শেষ দেখতে চায়।

চোখ বন্ধ করল পেইন্টার। মাথাব্যথা বেড়ে গেছে। ইউরোপে আক্রমণ হওয়ায় এটাই প্রমাণিত হয়, কিছু একটা হচ্ছে যেটার সাথে পুরো পৃথিবীর প্রশ্ন জড়িত। কিছু একটা হচ্ছে... সেটার ফল আসন্ন।

কিন্তু কী সেটা?

শুরু করার জায়গা মাত্র একটা। একটা মাত্র সূত্র। 'এই চিহ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এই চিহ্ন কাদের?'

ঠাণ্ডা গলায় লোগান বলল, 'আমরা হয়তো উত্তরটা জানি।'

'কী? ইতোমধ্যে জেনে ফেলেছ?'

'৮ ঘণ্টা সময় পেয়েছিলাম, স্যার।'

ঠিক, ঠিক। মাথা নাড়ল পেইন্টার। হাতে থাকা কলমের দিকে তাকাল ও। অদ্ভুত বিষয়টা চোখে পড়ল। ওর চতুর্থ আঙুলের নখ নেই! গায়েব হয়ে গেছে। হয়তো যখন ববকে ঘুষি মেরেছিল তখন হয়েছে বিষয়টা। নখ সরে গেছে কিন্তু কোনো রক্ত বের হয়নি। স্রেফ ফ্যাকাসে শুকনো মাংস বেরিয়ে পড়েছে। ঠাণ্ডা ও অনুভূতিশূন্য। লক্ষণটা ধরতে পারল ক্রো।

হাতে আর খুব বেশি সময় নেই।

লোগান গ্রে'র কাছ থেকে কী কী জেনেছে সেগুলো এক এক করে বলছিল কিন্তু বাধা দিল ক্রো।

'এখানকার ঘটনাগুলো সম্পর্কে গ্রে'কে জানিয়েছ?'

'না, স্যার। এখনও জানাতে পারিনি। গ্রে'কে এখন পাওয়া যাচ্ছে না।'

নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভুলে ভ্রু কুঁচকাল পেইন্টার। 'ওকে সব খুলে বলবে,' দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দিল ক্রো। 'যেভাবে পারো যোগাযোগ করো। কীসের পেছনে লেগেছে সে-সম্পর্কে গ্রে'র কোনো ধারণাই নেই।'

সকাল ৯টা ৫০ মিনিট।
উইউইলসবার্গ, জার্মানি।

ঘুটঘুটে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে টর্চ দিয়ে আলো জ্বালালো মন্‌ক।

গ্রে নিজের প্যাক হাতড়ে টর্চ খুঁজে বের করে জ্বালিয়ে উপরের দিকে তাক করল। গম্বুজের পাশ দিয়ে ধোঁয়া বের হওয়ার জন্য ছোট্ট করে ভেন্টের ব্যবস্থা রাখা আছে। সবুজ গ্যাস বেরিয়ে আসছে ওখান থেকে, গ্যাসটা বাতাসের চেয়ে ভারি। ধোঁয়ার জলপ্রপাতের মতো ভেন্ট থেকে গ্যাস রুমে নেমে আসছে।

ভেন্ট এর ছিদ্র বন্ধ করা সম্ভব নয়। কারণ ওটা অনেক উঁচুতে।

গ্রে'র দিকে সরে এলো ফিওনা। রায়ান কূপের অন্যপাশে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের হাত দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে ও। পুরো বিষয়টা বিশ্বাসই করতে পারছে না।

নড়াচড়া হওয়ায় গ্রে'র দৃষ্টি মন্‌কের দিকে ফিরল।

৯ এমএম গ্লক পিস্তল বের করে কাঁচের দরজার দিকে তাক করেছে সে।

'না!' মানা করল গ্রে।

কিন্তু ততক্ষণে যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। বেরিয়ে গেছে গুলি।

পিস্তলের শব্দে রুম কেঁপে উঠল। কাঁচের গায়ে হুমড়ি খেয়ে গুলি অন্যদিকে ছুটল। একটা স্টিলের ভেন্টের সাথে গিয়ে সংঘর্ষ ঘটিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরোল।

ভাগ্য ভাল এই গ্যাস দাহ্য নয়। নইলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কারণে ওরা সবাই মারা পড়তো।

মন্‌কও বুঝল বিষয়টা। 'বুলেটপ্রুফ,' মুখ হাঁড়ি করে বলল ও।

ওর কথায় কথায় সায় দিলে আলমস্ট্রম জানালেন। 'বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে। অনেক আধুনিক-নাৎসিরা ভেতরে অহেতুক প্রবেশের চেষ্টা করেছিল।' গ্রে'রা আলো জ্বালানোর ফলে সেই আলো কাঁচে গিয়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে। আলমস্ট্রম ঠিক বাইরের কোনো অবস্থানে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

'হারামজাদা,' বিড়বিড় করল মন্‌ক। রুমের নিচের অংশ গ্যাসে ভরে যাচ্ছে। গ্যাসের গন্ধটা বেশ মিষ্টি হলেও তেতো স্বাদ দিল জিহ্বায়। যাক, অন্তত সায়ানাইড দেয়নি। এই সবুজ গ্যাসের চেয়েও জঘন্য, তিতা কাঠবাদামের মতো গন্ধ ওটার।

'দাঁড়িয়ে থাকো সবাই,' বলল গ্রে। 'মাথা উঁচু রাখো। ভেন্টগুলো থেকে দূরে... রুমের মধ্যে চলে আসো সবাই।'

রুমের মধ্যে জড়ো হতে শুরু করল ওরা। গ্রে'র হাত শক্ত করে ধরল ফিওনা। আরেক হাত বের করে বলল, 'আমি ওই ব্যাটার পকেট মেরে দিয়েছি। দেখো তো, মানিব্যাগে কিছু পাও কি-না।'

'খুব ভাল করেছ। কিন্তু ওর চাবিগুলো চুরি করতে পারলে না?' বলল মন্‌ক।

গলা উঁচিয়ে জার্মান ভাষায় রায়ান বলল, 'আ... আমার বাবা জানে... আমরা এখানে এসেছি। তিনি *Pofitzefi*-দের ফোন করবেন কিন্তু।

এই তরুণের তারিফ করতেই হয়, ভাবল গ্রে। ছেলেটা তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে।

কাঁচের ওপাশ থেকে নতুন একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কাঁচে আলো প্রতিফলিত হওয়ায় এই ব্যক্তির চেহারাও দেখা যাচ্ছে না। 'আমার তো মনে হয়, তোমার বাবা আর কখনও কাউকে ফোন করতে পারবে না।' কথাগুলো সে হুমকি হিসেবে বলেনি, একদম ঘোষণা দেয়ার মতো বলেছে।

এক পা পিছিয়ে গেল রায়ান। মনে হলো, ওকে কেউ শারীরিকভাবে আঘাত করেছে। একবার গ্রে'র দিকে আরেকবার দরজার দিকে তাকাল বেচারা।

নতুন কণ্ঠস্বরটা গ্রে ও ফিওনার পরিচিত। দু'জনই চিনতে পেরেছে। নিলাম হাউজের ট্যাটুঅলা ক্রেতা'র কণ্ঠ এটা।

'এবার আর তোমাদের কোনো কৌশল কাজে আসবে না,' বলল সে। 'পালানোর কোনো রাস্তা নেই এবার।'

মাথা খালি খালি লাগল গ্রে'র। ওর মনে হচ্ছে ওর শরীরের কোনো ওজন নেই, খুব হালকা লাগছে নিজেকে। মাথা ঝাঁকিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল ও। লোকটা ঠিকই বলেছে। এবার পালানোর কোনো রাস্তা নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওরা অসহায়, প্রতিরোধ করার কোনো শক্তি নেই।

জ্ঞানই শক্তি।

'তোমার প্যাক থেকে লাইটার বের করো,' মন্‌ককে নির্দেশ দিলো গ্রে।

মন্‌ক নির্দেশ পালন করল। এদিকে গ্রে ওর নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে নোটবুক ব্যাক করে কূপের ভেতর ফেলল।

'মন্‌ক, রায়ানের কপিগুলো দাও তো।' গ্রে হাত বাড়িয়ে দিলো। 'আর ফিওনা, তুমি বাইবেলটা দাও, প্লিজ।'

নির্দেশমতো দু'জনই কাজ করল।

'কূপের ভেতরে আগুন লাগাও,' বলল গ্রে।

লাইটার জ্বালিয়ে রায়ানের আনা কাগজগুলোকে মন্‌ক আগুন ধরিয়ে কূপের ভেতর ফেলে দিলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আগুন আর ধোঁয়া বেরিয়ে এলো কূপ থেকে। সব কাগজ পুড়িয়ে ফেলছে। নতুন উৎপন্ন ধোঁয়াগুলো সবুজ গ্যাসকে একটু হলেও বাধা দিচ্ছে... নাকি এটা শুধু গ্রে'র আশা মাত্র? মাতালের মতো মাথা ঝাঁকাল ও।

দরজার ওপাশে বিড়বিড় করে ওরা কী যেন বলছে। এত আস্তে বলছে যে ভালভাবে শুনতে পাওয়া গেল না।

ডারউইন বাইবেল উঁচু করে চিৎকার করে বলল গ্রে। 'এই বাইবেলের ভেতরের গোপন জিনিসটা একমাত্র আমরাই জানি!'

কাঁচের আড়ালে দাঁড়িয়ে সাদা-চুলঅলা লোকটি তাচ্ছিল্যের স্বরে জবাব দিলো, 'আমাদের যা জানা দরকার সেসব ড. আলমস্ট্রম জানিয়ে দেবেন। প্রাচীন বর্ণমালার বিষয় কোনো ব্যাপারই না। আমাদের কাছে ওই বাইবেলের কানা-কড়ি মূল্যও নেই এখন।

'তাই নাকি?' হাতে থাকা টর্চের আলো বাইবেলের ওপর ফেলল গ্রে। 'হিউগো সাহেব বাইবেলের পেছনের অংশে কী লিখেছেন সেটা আলমস্ট্রমকে দেখিয়েছি, কিন্তু সামনে কী লিখেছেন ওটা তো এখনও দেখাইনি!'

কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা। তারপর ওপাশে আবার বিড়বিড় করে কথা বলার আওয়াজ পাওয়া গেল। গ্রে'র মনে হলো এবার এক নারী কণ্ঠও ও শুনতে পেয়েছে। হয়তো ওই ফ্যাকাসে লোকটার যমজ বোন।

আলমস্ট্রমের কণ্ঠে "না" শোনা গেল। রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে কিছু বলছেন তিনি।

গ্রে'র পাশে দাঁড়িয়ে ফিওনা টলছে। ভেঙে আসতে চাইছে ওর হাঁটু। মন্‌ক ওকে ধরে মাথা উঁচু করে রাখার চেষ্টা করল। ভারি গ্যাস রুমের নিচের অংশে ভরে এবার ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসছে। কিন্তু ওর অবস্থাও সুবিধের নয়।

গ্রে'র হাতে আর সময় নেই।

নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য গ্রে ওর হাতে থাকা টর্চ বন্ধ করে বাইবেলটাকে কূপে ফেলে দিলো। বাইবেলের মতো পবিত্র জিনিসকে এভাবে ছুড়ে ফেলে দেয়ার কারণে চোট লাগল ওর রোমান ক্যাথলিক অন্তরে। পুরোনো পৃষ্ঠাগুলোয় সহজেই আগুন ধরে গেল। বাড়তি ধোঁয়া বেরোল এবার।

গভীর একটা নিঃশ্বাস নিল গ্রে। এবার যে কথাটা বলতে যাচ্ছে এটা যথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। আপ্রাণ চেষ্টা করল ও। 'যদি আমরা মরে যাই তাহলে ডারউইন বাইবেলের গোপন জিনিসটাও আমাদের সাথে শেষ হয়ে যাবে!'

অপেক্ষা করল ও। মনে মনে আশা করছে, ওর কথায় হয়তো কাজ হবে।

এক সেকেন্ড... দুই...

গ্যাস উঠে গলার কাছে চলে এসেছে। প্রতিবার নিঃশ্বাস নিতে ভুগতে হচ্ছে খুব।

হঠাৎ হুরমুড় করে ভেঙে পড়ল রায়ান। মনে হলো ওকে যে রশি দিয়ে টেনে দাঁড় করে রাখা হয়েছিল সেটা হঠাৎ করে কেউ কেটে দিয়েছে। মন্ক ওকে এক হাত দিয়ে ধরতে চাইল কিন্তু তাহলে ফিওনা'র ভারে হাঁটু মুড়ে সে-ও পড়ে গেল। পড়ল তো পড়ল, আর উঠল না। ফিওনাও ওর সাথে ভূপাতিত হয়েছে।

দরজার দিকে তাকাল গ্রে। মন্কের হাত থেকে টর্চটা পড়ে গিয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বাইরে কী কেউ আছে? ওর কথা বিশ্বাস করেছে ওরা?

সেটা আর গ্রে'র জানা হলো না।

বাকিদের মতো এবার গ্রেও আঁধারের কোলে ঢলে পড়ল।

বিকাল ৫টা ৫০ মিনিট।
হুলুহুলুই-আমফলোজি প্রিজার্ভ।

হাজার হাজার মাইল দূরে জেগে উঠল অন্য একজন।

ব্যথা নিয়ে রঙিন দুনিয়ায় চোখ মেলল সে। চোখ মেলেই দেখল ওর মুখের ওপরে পাখির পালক নাড়ানো হচ্ছে। প্রার্থনার স্তবক শুনতে পেল।

'উঠেছে,' জুলু ভাষায় বলল একজন।

'খামিশি...' নারী কণ্ঠ।

নিজের পরিচয় মনে করতে জেগে ওঠার লোকটির কয়েক মুহূর্ত লেগে গেল। নিজের নাম-ধাম মনে পড়ল ওর কিন্তু স্বস্তি পেল না। গোঙানির আওয়াজ এলো। আওয়াজটা ওর গলা দিয়েই বেরিয়েছে।

'ওকে বসিয়ে দিন।' জুলু ভাষায় বলল নারী কণ্ঠ। যদিও তার জুলু উচ্চারণে ব্রিটিশ টান রয়ে গেছে।

পিঠের পেছনে বালিশ দিয়ে দুর্বল খামিশিকে বসিয়ে দেয়া হলো। ওর দৃষ্টিশক্তি এখন স্থির হয়েছে। নগ্ন ইটের কুঁড়েঘরের একটা রুমে আছে ওরা। রুমটায় অদ্ভুত একধরনের গন্ধ ছড়িয়ে আছে। ওর নাকের নিচ দিয়ে কিছু একটু ঘুরিয়ে আনা হলো। অ্যামোনিয়ার তীব্র দুর্গন্ধ পেল খামিশি। দুর্গন্ধের ধাক্কায় ও মাথা পেছনে হেলিয়ে দিল।

এবার ওর চোখে পড়ল ওর ডান হাতে আইভি লাইন দেয়া হয়েছে। হলুদ তরল ভরা একটি ব্যাগ থেকে নেমে এসে ওর হাতে ঢুকেছে লাইনটা।

একপাশে নগ্ন বুক নিয়ে এক শ্যামান দাঁড়িয়ে আছে, তার মাথায় পালকের মুকুট পরা। এই লোকটি এতক্ষণ প্রার্থনার স্তবক পাঠ করতে করতে শকুনের পালক ওর মুখের ওপর ঘোরাচ্ছিল। মৃত্যুকে এভাবে তাড়ানো হয়ে থাকে।

অন্যদিকে, ড. পলা কেইন খামিশির এক হাত ধরে বসে ছিলেন, এখন হাতটাকে আবার কম্বলের নিচে রাখছেন তিনি। কম্বলের নিচে খামিশি সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় রয়েছে। ঘামে ওর সব পোশাক ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছিল।

'কী...? কোথায়...?' গলা কর্কশ শোনাল খামিশির।

'পানি আনুন,' নির্দেশ দিল পলা।

জুলু লোকটি নির্দেশ মেনে একটা টোলের ক্যানটিন এগিয়ে দিল।

'ধরে খেতে পারবেন?' পলা জানতে চাইলেন।

মাথা নাড়ল খামিশি, পারবে। ধীরে ধীরে ওর শক্তি ফিরে আসছে। ক্যানটিন নিয়ে কুসুম কুসুম গরম পানিতে চুমুক দিল ও। জিহ্বা ভিজতেই ঘটনাগুলো মনে পড়তে শুরু করল। এই জুলু লোকটি... খামিশি'র বাড়িতে ছিল।

হঠাৎ করে ওর হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল। ডান হাতে আইভি লাইন দেয়া। ব্যান্ডেজ করা আছে গলার এক জায়গায়। সব মনে পড়ে গেল ওর। সেই দুই মুখঅলা ডার্ট। ব্ল্যাক মাম্বা। সাপ দিয়ে করা সাজানো নাটক।

'কী হয়েছিল?'

জুলু লোকটি বয়সে বৃদ্ধ। খামিশি একে চিনতে পারল। এই ব্যক্তিই সর্বপ্রথম পার্কে উকুফা দেখে রিপোর্ট করেছিল। সেটা আজ থেকে ৫ মাস আগের কথা। অবশ্য তখন তার কথা কেউ আমলে নেয়নি। এমনকি খামিশিও পাত্তা দেয়নি তখন।

'ডক্টরের সাথে কী হয়েছে... সব শুনেছি আমি।' মাথা নেড়ে পলা'র প্রতি সমবেদনা জানাল জুলু। 'আর আপনি কী দেখেছেন, কী বলেছেন সেগুলোও জেনেছি। লোকজন সবাই এসব নিয়ে বলাবলি করছিল। বিষয়টা নিয়ে আপনার সাথে কথা বলার জন্য আপনার বাসায় গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি আপনি নেই। তাই অপেক্ষা করতে লাগলাম। এমন সময় কয়েকজনকে আসতে দেখে লুকিয়ে পড়লাম আমি। ওরা সাপটাকে কাটল। মাম্বা সাপ। ব্ল্যাক ম্যাজিক করছিল বোধহয়। তাই আমি আর তখন বের হইনি।'

চোখ বন্ধ করল খামিশি। মনে পড়ছে সব। বাসায় আসার পর ডার্টের আক্রমণের শিকার হয়েছিল। পড়ে ছিল মরার মতো। কিন্তু আক্রমণকারীরা জানতো না, কেউ একজন লুকিয়ে আছে।

'ওরা চলে যাওয়ার পর আমি বের হয়ে অন্যদেরকে ডেকে আনলাম। তারপর গোপনে আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি।' জানাল বৃদ্ধ।

'বিষ আপনাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। কিন্তু আধুনিক ও প্রাচীন... দুই ধরনের ওষুধ আপনাকে প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছে। অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন।' গল্পের শেষটুকু জানালেন পলা।

আইভি বোতল থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শ্যামানের দিকে নিল খামিশি।

'ধন্যবাদ, আপনাকে।'

'হাঁটতে পারবেন বলে মনে হয়? শক্তি পাচ্ছেন?' জানতে চাইলেন পলা। 'আপনার নড়াচড়া করা উচিত। বিষ দেহের সঞ্চালন সিস্টেমের জন্য হানিকারক। নড়াচড়া করলে উপকার হবে।'

শ্যামেনের সাহায্য নিয়ে খামিশি উঠে দাঁড়াল। কোমরের কাছে কম্বল জড়িয়ে রাখল ও। ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগোল ওরা। প্রথম পা ফেলার সময় খুব দুর্বল লাগছিল ওর কিন্তু এখন ভাল লাগছে।

দরজায় থাকা মোটা পর্দা সরিয়ে দেয়া হলো।

দিনের আলো আর তাপ ভেসে এলো ঘরের ভেতর। অত্যধিক আলোতে চোখে ঠিকভাবে কিছু দেখাই যাচ্ছে না। বিকেলের মাঝামাঝি সময় এটা, মনে মনে আন্দাজ করল খামিশি। সূর্য পশ্চিম দিকে একটু হেলে পড়েছে।

খামিশি এক হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে বাইরে বেরোল।

এটা জুলুদের ছোট্ট গ্রাম। চিনতে পারল ও। হুলুহুলুই-আমফলোজি প্রিজার্ভের পাশেই এই গ্রামের অবস্থান। রাইনোটাকে ওরা যেখানে পেয়েছিল, এখান থেকে ওই জায়গার দূরত্ব খুব বেশি নয়।

পলা কেইনের দিকে ফিরে তাকাল খামিশি। দুই হাত আড়াআড়ি রেখে দাঁড়িয়ে আছেন পলা। চেহারা বিধ্বস্ত।

'ওয়ার্ডেন প্রধানের কাজ এটা,' খামিশি বলল। কোনো সন্দেহ নেই ওর। 'তিনি আমার মুখ বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন।'

'মারশিয়া'র মৃত্যুর ব্যাপারে আপনি যা দেখেছিলেন সেটার জন্য?'

মাথা নাড়ল খামিশি। হ্যাঁ।

'আপনি কী...?'

ওদের মাথার ওপর দিয়ে টুইন-ইঞ্জিনঅলা হেলিকপ্টার উড়ে যাওয়ায় বাক্য শেষ করতে পারলেন না পলা। রোটরের বাতাসে ঝোঁপঝাড় আর গাছপালা দুলে উঠল। দরজায় থাকা ভারি পর্দা পর্যন্ত উড়তে লাগল পতপত করে।

ভারি কপ্টারটি দূরে চলে গেল। সাভানার ওপর দিয়ে অল্প উচ্চতায় উড়ে যাচ্ছে। কপ্টারটাকে দেখল খামিশি। এটা কোনো টুরিস্ট কপ্টার নয়।

ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন পলা। চোখে বাসনেল বাইনোকুলার। কপ্টারের সাথে সাথে দৃষ্টি সরাচ্ছেন তিনি। কপ্টার যেখানে ল্যান্ড করবে ওখানে দিয়ে থামলেন। ভাল করে দেখার জন্য খামিশি সামনে পা বাড়াল।

ওর হাতে পলা বাইনোকুলার ধরিয়ে দিলেন। 'সারাদিন ওখানে ফ্লাইট লেগেই থাকে।'

বাইনোকুলার চোখে লাগাল খামিশি। পুরো পৃথিবী এক ধাক্কায় ওর কাছে চলে এলো। ১০ ফুট উঁচু কালো বেড়ার ওপাশে কপ্টারকে ল্যান্ড করতে দেখল ও। ওই বেড়া দিয়ে ওয়ালেনবার্গ প্রাইভেট এস্টেটকে আলাদা করা হয়েছে। কপ্টারটি বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'কিছু একটা হচ্ছে ওখানে,' বললেন পলা।

খামিশির ঘাড়ের পেছনে থাকা ছোট চুলগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফোকাস ঠিক করে বেড়ার ওপর ধরল ও। একটা পুরোনো গেইট আছে, কালেভদ্রে খোলা হয়। বরাবরের মতো এখনও বন্ধ ওটা। গেইটের গায়ে পারিবারিক চিহ্ন দেখতে পেল ও। দ্য ওয়ালেনবার্গ ক্রাউন অ্যান্ড ক্রস।

তৃতীয় খণ্ড

এগারো.

ডিমন ইন দ্য মেশিন

রাত ১২ টা ৩৩ মিনিট।
উড়োজাহাজে, ভারত মহাসাগরের উপরে।

'ওয়াশিংটনে বসে আমি আর ক্যাপ্টেন ব্রায়ান্ট ওয়ালেনবার্গদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ অনুসন্ধান করে দেখব,' ফোনে জানালেন লোগান গ্রেগরি।

মাইক্রোফোন সংযুক্ত ইয়ারপিস রয়েছে পেইন্টারের কানে। হাত দুটো ব্যস্ত থাকায় ইয়ারপিসের সাহায্য নিতে হচ্ছে ওকে। একগাদা কাগজ ফ্যাক্স করে পাঠিয়েছে লোগান। ওয়ালেনবার্গদের পারিবারিক ইতিহাস, অর্থ সংক্রান্ত রিপোর্ট, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এমনকি গুজবও বাদ যায়নি।

কাগজের স্তূপের একদম ওপরে একটা ছবি আছে। ওতে দেখা যাচ্ছে একজন পুরুষ ও আরেকজন নারী লিমুজিন থেকে বেরোচ্ছে। হোটেলের স্যুট থেকে এই ছবি তুলেছে গ্রে পিয়ার্স। নিলাম অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগের ছবি এটা। ওখানে স্থাপিত অন্যান্য ক্যামেরা থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে চিহ্ন/ট্যাটুটি ওয়ালেনবার্গ পরিবারের সাথে জড়িত। ছবিতে যে দু'জনকে দেখা যাচ্ছে এরা সম্পর্কে ভাই-বোন, যমজ। ইসাক ওয়ালেনবার্গ ও ইসকি ওয়ালেনবার্গ। ওয়ালেনবার্গ বংশের সবকনিষ্ঠ বংশধর। এই পরিবারের সম্পদের পরিমাণ এতই বেশি যে অনেক দেশের সারা বছরের আয়ের সাথে টক্কর দেয়ার মতো ক্ষমতা রাখে।

তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পেইন্টার সাদা চুলের বিষয়টা খেয়াল করেছে। এরা সাধারণ যমজ ভাই-বোন নয়। এরা গানথারের মতো *Sonnekonige*, ক্যাসলে আক্রমণকারী সেই মহিলাও এই দলের অন্তর্গত।

সামনে থাকা কেবিনের দিকে তাকাল পেইন্টার।

গানথার সোফায় হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। সোফার এপাশ দিয়ে পা বের হয়ে আছে। ওর বোন অ্যানা কাছেই একটা চেয়ারে বসে পেইন্টারের মতো একগাদা কাগজে চোখ বুলাচ্ছেন। এদের দু'জনের পাহারায় রয়েছে মেজর ব্রুকস ও একজোড়া অস্ত্রধারী ইউ.এস রেঞ্জার। দাবার ছক উল্টে গেছে এখন। বন্দীকর্তারা এখন বন্দী। তবে পরস্পরের এই অবস্থান বদল ছাড়া আর কিছুই তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি। যোগাযোগ দক্ষতা আর সামরিক সহযোগিতার জন্য পেইন্টারকে প্রয়োজন অ্যানা'র।

অন্যদিকে বেল সম্পর্কিত তথ্য ও বিজ্ঞানের জন্য অ্যানাকে প্রয়োজন পেইন্টারের। এব্যাপারে অ্যানা অগেই বলে রেখেছেন, 'এসব ঝামেলা চুকে গেলে আমরা বৈধতা ও দায়িত্বগুলো নিয়ে আলোচনায় বসব।'

পেইন্টারের ভাবনায় লোগান ছেদ ঘটালেন। 'সাউথ আফ্রিকার অ্যাম্বাসিতে আমার আর ক্যাটের জন্য সকালের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রেখেছি। দেখি তাঁরা আমাদেরকে নিঃসঙ্গ ওয়ালেনবার্গ পরিবারের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে কি-না।'

ওয়ালেনবার্গ পরিবার সত্যি নিঃসঙ্গ ধাঁচের। সাউথ আফ্রিকার রাজা বলা যায় এদের। প্রচুর সম্পত্তির মালিক, নির্মম, বিশাল এস্টেট...এরা নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখে। মেইন এস্টেট ছেড়ে খুব একটা বাইরে বেরই হয় না।

ডিজিটাল ফটোটা হাতে নিল পেইন্টার ক্রো।

একটা *Sonnekonige* পরিবার।

হাতে খুব একটা সময় নেই। সে-হিসেবে বলা যায় দ্বিতীয় বেল এদের কাছেই আছে। এস্টেটের কোথাও আছে সেটা।

'আপনারা জোহানসবার্গ নামার পরপরই একজন ব্রিটিশ অপারেটিভ আপনাদের সাথে দেখা করতে আসবে। MI5 গত এক বছর ধরে ওয়ালেনবার্গদের ওপর নজর রেখে আসছে। অর্থ লেনদেনের ওপর চোখ রেখেছে ওরা... কিন্তু পরিবারটা এতই গোপনীয়তা রক্ষা করে চলে... ওরা খুব একটা সুবিধে করতে পারেনি।'

অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই দেশে ওয়ালেনবার্গদের ক্ষমতা অনেক। বলা যায় ওয়ালেনবার্গদেরই দেশ এটা, ভাবল ক্রো।

'MI5 আমাদেরকে গ্রাউন্ড সাপোর্ট আর স্থানীয় লোকবল দিয়ে সাহায্য করবে বলে প্রস্তাব দিয়েছে,' বললেন লোগান। 'তিন ঘণ্টার মধ্যে আপনারা ল্যান্ড করবেন। এরমধ্যে আমি বিস্তারিত তথ্য যোগাড় করছি।'

'ঠিক আছে।' ছবির দিকে তাকিয়ে বলল ক্রো। 'গ্রে আর মন্‌কের কী খবর?'

'ওদের কোনো খবর নেই। এয়ারপোর্টের ফ্রাঙ্কফার্টে ওদের গাড়ি পার্ক অবস্থায় পাওয়া গেছে কিন্তু ওদের কোনো হদিস নেই।'

ফ্রাঙ্কফার্ট? এটা কোনো কথা হলো। ওখানে আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনগুলো বেশ সহজলভ্য কিন্তু গ্রে'কে তো সরকারি জেটে ওঠার লাইসেন্স দেয়া আছে। যেকোন কর্মাশিয়াল এয়ারলাইন্সের চেয়ে জেটে দ্রুত ভ্রমণ করা যায়। 'ওদের কাছ থেকে কোনো খবর পাওনি?'

'না, স্যার। আমরা সব চ্যানেলে কান রেখেছি।'

এটা কোনো ভাল খবর হতে পারে না।

মাথাব্যথা আবার চেপে ধরল ক্রো'কে। অন্ধকার আকাশে ড্রোন উড়ানোর অবস্থা হয়েছে ওর। গ্রে'র কী হয়েছে? অপশন মাত্র কয়েকটা :

(১) লুকিয়ে আছে,

(২) কারও হাতে ধরা পড়েছে,

(৩) খুন হয়ে গেছে।

কিন্তু কোনটা ঘটেছে গ্রে'র সাথে?

'সব জায়গায় খুঁজে দেখ, লোগান।'

‘কাজ চলছে, স্যার। আপনারা জোহানসবার্গ নামতে নামতে হয়তো এই ব্যাপারেও তথ্য হাতে চলে আসতে পারে।’

‘আচ্ছা, লোগান, তুমি কী কখনও ঘুমাও?’

‘ঘুমাই, স্যার। এক কোণায় গিয়ে। যখন ঘুম ধরে হাতের কাছে যে কোণা পাই সেখানেই ঘুমাই।’ লোগানের কণ্ঠে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। ‘আপনার কী খবর, স্যার?’

‘নেপালের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ঝামেলা চুকিয়ে সবকিছু গুছিয়ে প্লেনে ওঠার আগে কাঠমাণ্ডুতে অনেকক্ষণ দেরি করতে হয়েছিল। তখন জব্বর একচোট ঘুমিয়ে নিয়েছে ক্রো।

‘আমি বেশ ভাল আছি, লোগান। চিন্তার কিছু নেই।’

কথা সত্য।

লাইন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ক্রো মনের অজান্তেই ওর চতুর্থ আঙুলের নখ সরে গিয়ে বের হয়ে আসা মাংসের ওপর হাত বুলালো। ওর হাতের আঙুলগুলো শির শির করছিল... এখন আবার পায়ের আঙুলেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। লোগান একবার ওকে বুঝিয়ে ওয়াশিংটন চলে আসার পরামর্শ দিয়েছিলেন। জন হপকিন্সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো যেত। কিন্তু পেইন্টার ক্রো'র ভরসা অ্যানার ওপর। এই বিশেষ অসুখের বিশেষ চিকিৎসা বেল-এর মাধ্যমে করাতে হবে। অসুখের গতি কমানোর জন্য সচল বেল দরকার ওদের। অ্যানার ভাষ্যমতে, বেল-এর অধীনে যথাযথ রেডিয়েশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করালে কয়েক বছর সময় পাওয়া যেতে পারে। আর এভাবে চিকিৎসার কোর্স কমপ্লিট করালে এই অসুখ থেকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব। এব্যাপারে অ্যানা বেশ আশাবাদী।

কিন্তু সবার আগে ওদের আরেকটা বেল প্রয়োজন।

... সেইসাথে আরও অনেক তথ্য লাগবে।

ওর কাঁধের পেছন থেকে একজনের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। ‘আমার মনে হয়, অ্যানার সাথে কথা বলা উচিত।’ পেইন্টারের মনের অবস্থা পড়ার চেষ্টা করতে করতে বলল লিসা।

ওর দিকে ঘুরল ক্রো, ভেবেছিল লিসা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু লিসা ঘুমায়নি। গোসল করে ফ্রেশ হয়ে এসেছে। ক্রো'র সিটের পাশে এসে বসল ও। পরনে খাকি সেলোয়ার আর ক্রিম রঙের ব্লাউজ।

ক্রো'র চেহারার ওপর চোখ বুলাল লিসা। ‘তোমাকে দেখতে বিধ্বস্ত লাগছে।’

‘বেশি ঘুমালে চেহারার হাল এরকমই হয়,’ উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল ক্রো।

দুলে উঠল প্লেন, অন্ধকার হয়ে গেল। ওর হাত ধরে ফেলল লিসা। পুরো পৃথিবী আবার উজ্জ্বল হয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল। আসলে প্লেন নয়, সব হয়েছে ওর মাথায়।

‘কথা দাও, ল্যান্ড করার আগে তুমি আরও খানিক সময় ঘুমাবে,’ পেইন্টারের কনুইয়ে চাপ দিয়ে বলল লিসা।

‘যদি সময় পাই... আউউউ... উফ!’

এবার লিসা অনেক শক্ত করে চাপ দিয়েছে।

‘ঠিক আছে, ঘুমাবো। কথা দিলাম।’

লিসা হাতের জোর কমিয়ে দিলো। অ্যানার দিকে মাথা নেড়ে দেখাল ও। ওয়ালেনবার্গদের একগাদা চালান আর বিল দেখছেন তিনি। বেল চালাতে প্রয়োজন হয় এরকম কিছু ওয়ালেনবার্গরা কিনেছে কি-না সেটা দেখছেন অ্যানা।

'বেল কীভাবে কাজ করে সে-ব্যাপারে আমি আরও বিস্তারিত জানতে চাই,' লিসা বলল। 'এই থিওরির পেছনের মূল তত্ত্বটা কী? অসুখের ফলে যদি কোয়ান্টাম ক্ষয়-ক্ষতি হয় তাহলে কীভাবে এবং কেন হয় সেটা আমাদের জানা উচিত। *GranitschloB* থেকে একমাত্র সে আর গানথার-ই বেঁচে আছে। আর গানথার বেলের থিওরি সম্পর্কে কতখানি জানে সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।'

মাথা নাড়ল পেইন্টার। 'গানথার হলো পাহারাদার কুকুরের মতো। ও বিজ্ঞানের কী বোঝে!'

ওর কথাটার সত্যতা প্রমাণ করতে গানথারের ওখান থেকে নাক ডাকার ভারি আওয়াজ ভেসে এলো। 'বেল সম্পর্কিত তথ্যগুলো অ্যানার মাথায় রয়েছে। যদি তাঁর মন বিগড়ে...'

তাঁর মন বিগড়ে গেলে ওরা সব হারিয়ে ফেলবে।

'সেটা হওয়ার আগেই আমাদেরকে সব কিছু জেনে নিতে হবে।'

একমত হলো ক্রো।

লিসার চোখে চোখ পড়ল ওর। লিসা নিজের অভিব্যক্তি লুকোনোর চেষ্টা করল না। ওর চেহারা দেখলেই সব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কাঠমাণ্ডু থেকে প্লেনে চড়ার সময় ওর চেহারা পেইন্টার খেয়াল করেছিল। ওর চেহারায় কোনোরকম দ্বিধা ছিল না। পেইন্টারের সাথে রওনা হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল। বুঝে-শুনেই এসেছে সে। লিসা এখনকার বিষয়টাও ভাল করেই বুঝতে পারছে।

শুধু অ্যানার মন ও স্মৃতিশক্তি-ই হুমকির মুখে আছে তা নয়, পেইন্টারও ঝুঁকিতে আছে।

পেইন্টারই একমাত্র ব্যক্তি যে এই ঘটনার শুরুর সূত্র থেকে এখন পর্যন্ত টিকে আছে। মেডিক্যাল ও সাইন্টিফিক জ্ঞানও রাখে সে। কিন্তু সেই মনন ও মেধা এখন পাগল হওয়ার হুমকিতে রয়েছে। ক্যাসলে লিসা ও অ্যানা পরস্পরের মধ্যে অনেক কথাবার্তা বলেছে। অ্যানা'র রিসার্চ লাইব্রেরি ঘেঁটে ঘেঁটে দেখেছে লিসা। কে জানে হয়তো ছোট্ট কোনো জিনিস বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ধরা দেবে। ছোট্ট একটা জিনিসই হয়তো ব্যর্থতা আর সফলতার পার্থক্য করে দিতে পারবে। কাঠমাণ্ডু

বিষয়টা লিসা বুঝতে পেরেছিল।

কাঠমাণ্ডুতে ও কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।

সোজা এসে প্লেনে চেপে বসেছে। ভাবার কিছু নেই।

ক্রো'র হাতের কনুই ছেড়ে আঙুল ধরল লিসা। অ্যানাকে দেখিয়ে বলল। 'চলো তাঁর মাথায় কী আছে সেগুলো বের করি।'

'বেল কীভাবে কাজ করে সেটা বুঝতে হলে আপনাদেরকে প্রথমে কোয়ান্টাম থিওরি বুঝে নিতে হবে।' ব্যাখ্যা করলেন অ্যানা।

এই জার্মান মহিলাকে লিসা বেশ করে পর্যবেক্ষণ করল। তাঁর চোখের মণি বড় বড় হয়ে গেছে। ওষুধ একটু বেশিই খাচ্ছেন বোধহয়। আঙুলগুলো কাঁপছে। যক্ষ্মের

ধনের মতো দুই হাত দিয়ে চশমা ধরে আছেন তিনি। জেটের পেছনের অংশে চলে এসেছে ওরা। সামনের অংশে পাহারাদারের তত্ত্বাবধানে গানথার ঘুমাচ্ছে।

'আমার মনে হয় আমাদের হাতে পিএইচ.ডি করার মতো যথেষ্ট সময় নেই।' বলল পেইন্টার।

'তা ঠিক। তবে মাত্র তিনটা মূল বিষয়বস্তু বুঝতে হবে।' অবশেষে হাত থেকে চশমা রাখলেন তিনি। 'প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে কোনো পদার্থকে যখন সাবঅ্যাটমিক লেভেলে অর্থাৎ পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র অংশে ভাঙ্গা হয় তখন ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন পাওয়া যায়। তারপর থেকে সাধারণত আমরা যেটা জানি সেটা থেকে ভিন্ন কিছু ঘটবে। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক আবিষ্কার করলেন ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন... এরা কণিকা ও তরঙ্গ দুইভাবেই কাজ করে থাকে। বিষয়টা অদ্ভুত এবং পরস্পর বিরুদ্ধ। কণিকা বা কণাদের চলার জন্য নির্দিষ্ট চক্র আছে, পথ আছে। অন্যদিকে তরঙ্গ জিনিসটা চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। সেভাবে নির্দিষ্ট কোনো বাঁধাধরা নিয়মে চলে না।'

'আর এই সাবঅ্যাটমিক কণিকাগুলো দুরকম আচরণই করে?' লিসা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, তাদের দুরকম আচরণ করার ক্ষমতা থাকে। কণিকা কিংবা তরঙ্গ।' বললেন অ্যানা। 'এরপর আমরা পরবর্তী পয়েন্টে যাব। হেইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার সূত্র।'

লিসা এই সূত্র সম্পর্কে ইতোমধ্যে জ্ঞানলাভ করেছে। অ্যানা'র ল্যাবরেটরিতে বসে এটা নিয়ে পড়েছিল ও। 'হেইজেনবার্গের মতে পর্যবেক্ষণ করে না দেখা পর্যন্ত কোনোকিছুই নিশ্চিত নয়।' বলল লিসা। 'কিন্তু এর সাথে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের কী সম্পর্ক সেটা আমার মাথায় ঢোকেনি।'

'হেইজেনবার্গের সূত্র বোঝার জন্য "বিড়াল পরীক্ষা" সবচেয়ে কার্যকরী,' অ্যানা বললেন। 'একটা বাক্সে বিড়াল রেখে তাতে এমন এক ডিভাইস ঢোকানো হলো যেটা বিড়ালকে যে-কোনো সময় বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত করতে পারে আবার নাও পারে। সম্পূর্ণ ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে বিষয়টা। এরপর বাক্সটাকে বন্ধ করে দেয়া হলে বিড়ালের অবস্থা কী দাঁড়াল? হয় জীবিত কিংবা মৃত। হেইজেনবার্গের মতে, বাক্স বন্ধ করার পর থেকে বিড়ালটা এক হিসেবে মৃত এবং অন্যভাবে জীবিত। অর্থাৎ, জীবিত-মৃত দুটোই। যতক্ষণ না কেউ বাক্স খুলে বিড়ালকে পর্যবেক্ষণ না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থা বলবৎ থাকবে।'

'এই সূত্রে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের চেয়ে দার্শনিকতার ছাপ বেশি,' বলল লিসা।

'বিড়ালের ক্ষেত্রে হয়তো এরকম মনে হতে পারে। তবে সাবঅ্যাটমিক লেভেলে কিন্তু এটা প্রমাণিত সত্য।'

'প্রমাণিত? কীভাবে?' ক্রো প্রশ্ন করল। এতক্ষণ লিসাকে প্রশ্ন করতে দিয়ে চুপচাপ বসেছিল ও। ওদিকে অ্যানাও জানেন, পেইন্টার এসব বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান রাখে, তাই লিসার প্রশ্নের জবাবগুলো সুন্দর করে দিচ্ছেন তিনি। যাতে লিসা বিষয়টা ভালভাবে বুঝতে পারে।

'ঐতিহাসিক "দুটো-ফাটল" পরীক্ষার মাধ্যমে,' বললেন অ্যানা। 'এটা নিয়ে এবার আমরা তিন নম্বর বিষয়ে আলোচনা করব। দুটো কাগজ নিয়ে একটা কাগজে দুটো দেয়াল আঁকলেন তিনি। দেয়াল দুটোর অবস্থান হলো একটার পেছনে আরেকটা। এরপর একটা দেয়ালে দুটো জানালার মতো ফাটল আঁকলেন।
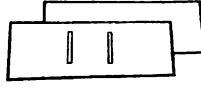
'এবার আমি আপনাদেরকে যা বলতে যাচ্ছি সেটাকে হয়তো সাধারণ বিচারবুদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। ধরুন, এই কাগজে আঁকা বাক্স দুটো হলো কনক্রিটের দেয়াল। আর যে দুটো ফাঁটল দেখতে পাচ্ছেন, ওগুলো হলো জানালা। এখন আপনি যদি বন্দুক দ্বারা এই জানালাগুলোর ভেতর দিয়ে গুলিবর্ষণ করেন তাহলে পেছনে থাকা দেয়ালে কিছু দাগ দেখতে পাবেন। সেগুলো দেখতে অনেকটা এরকম হবে...'

দ্বিতীয় কাগজটি নিয়ে তাতে অনেক ফুটকি আঁকলেন তিনি।

'এটাকে '*ক*' প্যাটার্ন হিসেবে ধরে রাখুন। ফাটল কিংবা জানালা যা-ই বলুন না কেন কণিকা হিসেবে ব্যবহৃত গুলিগুলো এভাবেই দেয়ালে আঘাত করবে।'

মাথা নাড়ল লিসা। 'বুঝলাম।'

'এবার গুলির বদলে আমরা যদি ফাটল দুটোর ভেতর দিয়ে বড় স্পটলাইট তাক করি তাহলে? গুলিকে কণিকা হিসেবে ধরেছি। এবার আলোকে তরঙ্গ হিসেবে ধরব। কারণ আমরা সবাই জানি, আলো তরঙ্গ আকারে ভ্রমণ করে। এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেয়ালে ভিন্ন চিত্র দেখতে পাব।'

নতুন একটা কাগজ নিয়ে তাতে হালকা আর গাঢ় কালো ছায়া আঁকলেন অ্যানা।
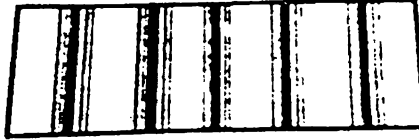
'এরকম প্যাটার্ন হওয়ার কারণ ডান ও বাম দুই ফাটল/জানালা দিয়ে প্রবেশ করা আলো একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। এই প্যাটার্নকে '*খ*' হিসেবে ধরুন। তরঙ্গের ফলে এই প্যাটার্নের সৃষ্টি হয়েছে।'

'আচ্ছা, ধরলাম।' বলল লিসা। কিন্তু আসলে কী হচ্ছে সেটার কিছুই বুঝতে পারছে না।

দুটো প্যাটার্নের কাগজ হাতে নিয়ে অ্যানা বললেন, 'এবার যদি আপনি একটা ইলেকট্রন গান হাতে নিয়ে ফাটল দুটোর ভেতর দিয়ে এক রেখায় ইলেকট্রন ছুঁড়তে থাকেন তাহলে কোন ধরনের প্যাটার্ন পাবেন?'

'ইলেকট্রনগুলোকে যদি বুলেটের মতো করে ছোঁড়া হয় তাহলে প্যাটার্ন '*ক*' -এর মতো পাব বলে মনে হচ্ছে।' প্রথম ছবি দেখিয়ে লিসা বলল।

'কিন্তু মজার বিষয় হলো, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার সময় আপনি '*খ*' প্যাটার্ন পাবেন।'

লিসাও বিষয়টা ভেবে দেখেছিল। 'আচ্ছা, তাহলে ইলেকট্রনকে যখন গান থেকে ছোঁড়া হয় তখন সেটা বুলেটের মতো হয়ে বেরোয় না, তরঙ্গ আগে বেরোয়। তরঙ্গ আকারে যাওয়ার ফলে সেটা '*খ*' প্যাটার্ন সৃষ্টি করে?'

'একদম ঠিক ধরেছেন।'

'তার মানে দাঁড়াচ্ছে... ইলেকট্রন তরঙ্গ আকারে ভ্রমণ করে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু ফাটলের ভেতর দিয়েই যে ইলেকট্রনগুলো গেছে এটার তো কোনো সাক্ষী নেই।'

'বুঝলাম না।'

'বোঝাচ্ছি। অন্য এক পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা একটা ফাটলের গায়ে ছোট্ট ক্লিকার বসিয়ে ছিলেন। ফাটলের ভেতর দিয়ে যখনই একটা ইলেকট্রন পার হলেই ক্লিকার সাথে সাথে বিপ করে উঠবে। ক্লিকারের মাধ্যমে ফাটলের ভেতর দিয়ে কতগুলো ইলেকট্রন পার হয়ে যাচ্ছে সেটার পরিমাপ করা সম্ভব। এবার বলুন, ওপাশের দেয়ালে কোন প্যাটার্ন পাওয়া গিয়েছিল?'

'প্যাটার্নের তো কোনো পরিবর্তন হওয়ার কথা নয়, তাই না?'

'বাস্তব পৃথিবীতে আপনার কথা সত্য। কিন্তু এই সাবঅ্যাটমিক দুনিয়ায় নয়। ডিভাইস হিসেবে ব্যবহৃত ক্লিকারের সুইচ অন করার পর '*খ*' প্যাটার্ন বদলে '*ক*' হয়ে গিয়েছিল।'

'তাহলে পরিমাপ করতে যাওয়ার ফলে প্যাটার্নের এই পরিবর্তন হলো?'

'হেইজেনবার্গ যেমনটা বলেছিলেন। বিষয়টা অসম্ভব মনে হতে পারে। কিন্তু এটাই সত্য। বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। ইলেকট্রন কণিকা ও তরঙ্গ দুভাবে থাকতে পারে যতক্ষণ না ইলেকট্রনগুলোকে পরিমাপ করা হচ্ছে। ইলেকট্রনকে পরিমাপ করতে গেলে সেটা যে-কোনো এক অবস্থায় চলে যেতে বাধ্য হয়।'

লিসা একটি সাবঅ্যাটমিক দুনিয়া কল্পনা করার চেষ্টা করল যেখানে সবকিছুই এরকম দ্বিমুখী সম্ভাবনাময়। উদ্ভট। কোনো মানেই হয় না।

'আমরা জানি, পরমাণু দিয়ে অণুর জন্ম,' বলল লিসা, 'তেমনি অণুর সমষ্টিতে গড়ে উঠেছে পুরো পৃথিবী। এখানে আমরা সবকিছু দেখি, জানি, অনুভব করি। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্সে যেরকম দুনিয়ার কথা বলা হচ্ছে সেটার সাথে আমাদের সত্যিকার পৃথিবীর মূল সীমারেখাটা কোথায়?'

'তার আগে আবারও বলি, দ্বিমুখী সম্ভাবনা বন্ধ করার একমাত্র উপায় হলো ইলেকট্রনকে পরিমাপ করতে হবে। ওরকম পরিমাপক যন্ত্র আমাদের বাস্তব দুনিয়াতে পাওয়া সম্ভব। পরিমাপক যন্ত্রটা হয়তো আলোর ফোটন হয়ে কিছু একটায় আঘাত করে কিংবা কোনো কিছুর সাথে ধাক্কা খেয়ে পরিমাপ জানায়। এভাবে বাস্তব দুনিয়ার পরিমাপক যন্ত্র যখন সাবঅ্যাটমিক পৃথিবীর কোনোকিছু পরিমাপ করতে শুরু করে তখন সেটা জোরপূর্বক বাস্তব দুনিয়ার অংশ হয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে নিজের হাত দেখতে পারেন। কোয়ান্টাম লেভেলে স্যাবঅ্যাটমিক কণিকাগুলো গঠিত হয়ে আপনার হাত তৈরি হয়েছে। কোয়ান্টামের কোষ তত্ত্ব মেনেই হয়েছে জিনিসটা। কিন্তু হাতের বাইরের অংশে এই বাস্তব দুনিয়ার বিলিয়ন বিলিয়ন পরমাণুর প্রভাবে আপনার নখের জন্ম। এই পরমাণুগুলো লাফাচ্ছে, ধাক্কাচ্ছে একে অপরকে। একে অপরকে পরিমাপ করে জোরপূর্বক স্থির বাস্তবে ধরে রেখেছে।'

'বুঝলাম...'

লিসা'র কণ্ঠে দ্বিধার সুরটুকু নিশ্চয়ই অ্যানা শুনতে পেয়েছেন।

'আমি জানি, বিষয়টা অদ্ভুত লাগছে। কিন্তু আমি কিন্তু কোয়ান্টাম থিওরির পুরোটা ব্যক্ত করিনি। স্রেফ ভাসা ভাসা কিছু তথ্য জানিয়েছি। ননলোকালিটি, টাইম টানেলিং, মাল্টিপল ইউনিভার্সের মতো বিষয়গুলো কিন্তু সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছি।'

ক্রো মাথা নাড়ল। 'ওগুলো আরও উদ্ভট লাগবে।'

'আপনাদেরকে ওই তিনটা মূল বিষয়বস্তু বুঝতে হবে,' আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে বললেন অ্যানা। কোয়ান্টামের দ্বিমুখী সম্ভাব্যতার অবস্থায় সাবঅ্যাটমিক কণিকার অস্তিত্ব থাকে। কোনো পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে সেই দ্বিমুখী সম্ভাব্যতাকে একমুখী অবস্থায় আনা সম্ভব। আর সেই পরিমাপক যন্ত্র আমাদের বাস্তব দুনিয়াতে আছে।'

এক হাত উঁচু করে লিসা বলল, 'কিন্তু বেল-এর সাথে এসবের সম্পর্ক কী? লাইব্রেরিতে আপনি কোয়ান্টাম বিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছিলেন।'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম। আচ্ছা, বলুন দেখি... ডিএনএ কী? ওটা একটা প্রোটিন মেশিন ছাড়া কিছুই নয়, তাই না? শরীরের বিভিন্ন ব্লকের কোষ প্রাথমিকভাবে তৈরি করে থাকে, এই তো?'

'হ্যাঁ, সোজাসাপ্টা জিনিস।'

'তাহলে আরও সহজ করে দিই। ডিএনএ জিনিসটা রসায়নের বন্ধনে ব্লক করা, তাই তো? তাহলে কোন জিনিস এই বন্ধন ভাঙ্গে? জিনগুলোকে সচল কিংবা অচল করে কীভাবে?'

রসায়নের প্রাথমিক জ্ঞানগুলো মনে করল লিসা। 'ইলেকট্রন ও প্রোটনের চলাচল।'

'হুম! আর এই সাবঅ্যাটমিক কণিকাগুলো কোন নিয়ম অনুসরণ করে চলে? ক্লাসিক নিয়ম নাকি কোয়ান্টাম নিয়ম?'

'কোয়ান্টাম।'

'আচ্ছা, তাহলে একটা প্রোটন যদি '*ক*' ও '*খ*' দুটো স্থানে থাকার সম্ভাবনা থাকে... একটা জিনকে সচল কিংবা অচল করার ক্ষমতা রাখে... তাহলে কোনটা হবে?'

'যদি দুটো জায়গায় থাকার মতো সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেটা দুই জায়গাতেই থাকবে। জিন সচল ও অচল দুটোই হবে। কিন্তু যদি কোনোকিছু এটাকে পরিমাপ করে তাহলে ভিন্ন কথা।'

'এর পরিমাপ করবে কে?'

'পরিবেশ-পরিস্থিতি।'

'আর জিনের পরিবেশ-পরিস্থিতি হলো...?'

আস্তে আস্তে লিসার চোখ বড় হয়ে গেল। 'ডিএনএ অণু নিজেই।'

হেসে মাথা নাড়লেন অ্যানা। 'একদম প্রাথমিক পর্যায়ে, কোষগুলো নিজেই কোয়ান্টাম পরিমাপক যন্ত্র হিসেবে কাজ করে। আর এটাই হলো বিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি। এ ঘটনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় মিউটেশন বা রূপান্তরগুলো বিক্ষিপ্তভাবে হয়নি। এলোমেলো কিংবা বিক্ষিপ্তভাবে হওয়ার চেয়ে এভাবেই বিবর্তনের গতি বৃদ্ধি পেয়েছিল।'

'দাঁড়ান,' লিসা বলল। 'আরও একটু বুঝিয়ে বলুন, প্লিজ।'

'ঠিক আছে, উদাহরণ দিচ্ছি। সেই ব্যাকটেরিয়ার কথা মনে আছে? যেটা ল্যাকটোজ হজম করতে পারতো না। অথচ তাদেরকে খাবার হিসেবে শুধু ল্যাকটোজ দেয়ার পরেও কীভাবে বেঁচে গিয়েছিল? উত্তর হচ্ছে তারা তখন দ্রুত এমন একটা এনজাইম তৈরি করেছিল যেটা ল্যাকটোজ হজম করতে সক্ষম।' এক ভ্রু উঁচু করে অ্যানা বললেন, 'এবার আপনি কোয়ান্টামের সেই তিন মূল বিষয়বস্তুর সাহায্যে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন? নির্দিষ্টভাবে বলে দিচ্ছি, সুবিধাজনক মিউটেশন ঘটানোর জন্য একটা প্রোটনকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিতে হয়। এবার ব্যাখ্যা করুন দেখি।'

লিসা চেষ্টা করল। 'ঠিক আছে। যদি প্রোটন দুটো জায়গাতে থাকতে পারে তাহলে কোয়ান্টাম থিওরি বলছে, প্রোটন দুটো জায়গাতেই আছে। সেক্ষেত্রে জিন রূপান্তরিত এবং অরূপান্তরিত দুটোই হয়ে আছে। দ্বিমুখী সম্ভাবনা থাকছে সেক্ষেত্রে।'

'তারপর...' মাথা নেড়ে সায় দিলেন অ্যানা।

'তারপর কোষ নিজে কোয়ান্টাম পরিমাপক যন্ত্র হিসেবে আচরণ করার ফলে ডিএনএ-কে যে-কোনো একপাশে সরে আসতে বাধ্য করবে। হয় রূপান্তরিত হবে কিংবা হবে না। আর যেহেতু কোষটি তার পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বাস করছে তাই সেই পরিবেশের প্রভাবে সে বিক্ষিপ্ত আচরণ পরিহার করে সুবিধাজনক রূপান্তর বা মিউটেশন ঘটাবে।'

'এটাকে এখনকার বিজ্ঞানীরা **খাপ খাইয়ে নেয়া মিউটেশন** বলে থাকেন। পরিবেশ কোষের ওপর প্রভাব ফেলে, কোষ প্রভাব ফেলে ডিএনএন-এর ওপর। যার ফলে সুবিধাজনক মিউটেশনের জন্ম হয়। আর এসবই কোয়ান্টাম দুনিয়ার কোয়ান্টাম মেকানিক্স অনুসারে হয়ে থাকে।'

লিসা এখন এই আলোচনার গন্তব্য অনুধাবন করতে পারছে। অ্যানা এর আগে "ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন" নিয়ে কথা বলেছিলেন। লিসা জানতে চেয়েছিল সেই ডিজাইনের স্রষ্টা কে... সেটার জবাবও দিয়েছিলেন এই মহিলা।

আমরা।

এবার লিসা বুঝতে পারছে। আমাদের নিজেদের কোষই বিবর্তন পরিচালনা করে আসছে। পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে ডিএনএ-এর দ্বিমুখী সম্ভাব্যতাকে একমুখী করে চলে যাচ্ছে সুবিধাজনক অবস্থানে। তাহলে ডারউইনের ন্যাচারাল সিলেকশন থিওরি বাতিল।

'তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো,' বললেন অ্যানা, তাঁর কণ্ঠ একটু খসখসে কর্কশ শোনাল, 'জীবনের প্রথম শুরুর বিষয়টা কোয়ান্টাম মেকানিক্স ব্যাখ্যা করতে পারে। আদিকালের রসায়নের স্যুপ থেকে প্রাণের প্রথম কোষে পরিণত হওয়ার অসম্ভাব্যতার বিষয়টা মনে আছে? কোয়ান্টাম দুনিয়ায় এলোমেলো কিংবা বিক্ষিপ্তভাবে কিছুই হয় না। তাই ওই চ্যাপ্টার বাদ। কোষের পরিমাপ ক্ষমতা ও কোয়ান্টাম সম্ভাব্যতা থাকায় সেটা বিক্ষিপ্তভাবে ধাক্কা-ধাক্কি করে আদিকালে স্যুপ হয়ে থাকার বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে পেরেছিল। তাতে প্রাণের সঞ্চার এজন্যই হয়েছিল কারণ সেটা কোয়ান্টাম পরিমাপক যন্ত্র হিসেবে আরও উন্নত।'

'আর এসবে ঈশ্বরের কোনো হাত নেই, তাই তো?' প্রশ্ন করল লিসা। এই প্রশ্নটা অ্যানা ওকে ২-১ দিন আগে করেছিলেন। যদিও এখন মনে হচ্ছে ইতোমধ্যে কয়েক দশক পেরিয়ে গেছে।

অ্যানা তাঁর কপালে হাতের তালু ছোঁয়ালেন। আঙুল কাঁপছে। চোখ কচলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। চেহারার অভিব্যক্তি মোটেও হাসি-খুশি নয়। তাঁর কণ্ঠ এখন এতই নরম হয়ে গেছে যে প্রায় শোনাই যাচ্ছে না। 'আমি তো সেটা বলিনি। আপনি ভুল দিকে ভুলভাবে দৃষ্টি দিচ্ছেন।'

লিসা এ নিয়ে আর কিছু বলল না। ও বুঝতে পারল অ্যানা'র পক্ষে আরও কথা চালিয়ে যাওয়া কষ্টকর হবে। ওদের সবাইকে আরও ঘুম দেয়া উচিত। কিন্তু আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেই হচ্ছে।

'বেল, এটার কাজ কী?' বলল লিসা।

অ্যানা প্রথমে পেইন্টার ও পরে লিসা'র দিকে তাকালেন। 'বেল হচ্ছে সেই কোয়ান্টাম পরিমাপক যন্ত্র।'

অ্যানা যা বললেন সেটা হজম করতে গিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলল লিসা।

অ্যানার এরকম বিধ্বস্ত চেহারাতেও কী যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বোঝা কঠিন। গর্ব, বিশ্বাস, সাথে একটু ভয়।

'বেল-এর ফিল্ড শুধু ডিএনএ-কে নিখুঁতই করে না তার সাথে মানবজাতিরও উন্নতি ঘটায়।

'তাহলে আমাদের কী অবস্থা?' বলল ক্রো। 'আপনি, আমি? আমাদেরকে কী এবং কীভাবে নিখুঁত করা হচ্ছে এখন?'

এরকম আক্রমণাত্মক খোঁচা দেয়া প্রশ্ন শুনে অ্যানার চেহারা থেকে উজ্জ্বলতা চলে গেল। 'অন্য বিষয়গুলোর মতো এটাতে দ্বিমুখী সম্ভাব্যতা ছিল। একটা সামনের দিকে অন্যটা বিপরীত দিকে।'

'বিপরীত দিকে?'

'আমাদের কোষে যে রোগ আক্রমণ করেছে,' বলতে বলতে অ্যানা অন্যদিকে তাকালেন। 'এটা শুধু অবনতিই নয়... এটা বিকেন্দ্রীকরণ। অর্থাৎ, বিবর্তনের বিপরীত।'

হাঁ করে অ্যানা'র দিকে তাকিয়ে রইল পেইন্টার। অবাক হয়ে গেছে।

এরপর অ্যানা যা বললেন তাতে সবার মাঝে পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। 'আমাদের শরীর আবার সেই আদিকালের তরল অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে যেখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল।'

ভোর ৫টা ০৫ মিনিট।
সাউথ আফ্রিকা।

বানরের শব্দ ওকে জাগিয়ে দিল।

বানর?

বানর এলো কোত্থেকে? বিস্ময়ের ধাক্কায় ঘুম ঘুম ভাব ছুটে গেল ওর। উঠে বসল গ্রে। ওর আশেপাশের পরিবেশ উপলব্ধি করে বুঝে উঠতে গিয়ে স্মৃতি জড়িয়ে গেল।

ও বেঁচে আছে।
একটি সেলের ভেতর।
বিষাক্ত গ্যাস, উইউইলসবার্গ মিউজিয়াম, মিথ্যে কথা... সব মনে পড়ে গেল ওর। ডারউইনের বাইবেল পুড়িয়ে দিয়েছিল, দাবি করেছিল ওটার ভেতরে থাকা গোপন তথ্য শুধু ওরাই জানে। ওর আশা ছিল ওতে কাজ হবে। দেখা যাচ্ছে, আসলেই কাজ হয়েছে। বেঁচে আছে ও। কিন্তু বাকিরা কোথায়? মন্‌ক, ফিওনা, রায়ান?
নিজের সেলে চোখ বুলালো গ্রে। ছিমছাম সেল। একটা খাট, টয়লেট আর গোসলখানা আছে এখানে। প্রায় ইঞ্চিখানেক পুরু লোহার বার আছে দরজায়। তবে কোনো জানালা নেই। সামনের হলওয়েতে ফ্লোরোসেন্ট লাইট জ্বলছে। এবার নিজের দিকে খেয়াল করল গ্রে। কে বা কারা যেন ওকে নগ্ন করে রেখেছে। তবে ভাঁজ করা এক সেট কাপড় রাখা আছে বিছানার কাছে থাকা একটি চেয়ারের ওপর।
কম্বল সরিয়ে উঠে দাঁড়াল গ্রে। পুরো দুনিয়া দুলে উঠল, তবে কয়েকবার শ্বাস নেয়ার পর থামল দুলুনি। বিতৃষ্ণা লাগছে। ভারি লাগছে ফুসফুসকে। বিষাক্ত গ্যাস এসবের জন্য দায়ী।
গ্রে খেয়াল করে দেখল ওর উরুতে খুব ব্যথা হচ্ছে। আঙুল বুলিয়ে বুঝল ওখানে সূঁচ ফোটানো হয়েছে। বাঁ হাতে ব্যান্ড-এইড দেখতে পেল ও। বোঝা গেল, ওকে চিকিৎসা দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে।
দূর থেকে আবার গর্জন ও চিৎকার ভেসে এলো।
বন্য বানর।
খাঁচার বানরের আওয়াজ এরকম নয়।
প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকলেই এরকম আওয়াজ করা সম্ভব।
কিন্তু কোথায় আছে গ্রে? বাতাস বেশ শুকনো, উষ্ণ, কস্তুরির সুগন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। গরম অঞ্চলে এসেছে ও। আফ্রিকা'র কোথাও হবে হয়তো। জ্ঞান হারানোর পর কত সময় পেরিয়েছে? ওর হাতে ওরা কোনো হাতঘড়ি রেখে যায়নি। তাহলে দিন-তারিখ বুঝতে পারতো। তবে গ্রে আন্দাজ করল, একদিনের বেশি পার হয়নি। দীর্ঘ সময় ঘুমালে ওর গালে দাগ বসে যেত। হাত বুলিয়ে দেখল এখন সেরকম কোনো দাগ নেই।
কাপড়গুলো নিলো গ্রে।
ওকে নড়তে দেখে কারও টনক নড়ল।
হলের ঠিক ওপাশে থাকা সেলের বার দেয়া দরজার কাছে এলো মন্‌ক। সঙ্গীকে জীবিত দেখে গ্রে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ...' বিড়বিড় করল গ্রে।
'তুমি ঠিক আছো?'
'আছি আরকি... তবে পরনে কিছু নেই।'
মন্‌ক অবশ্য ইতোমধ্যে পোশাক পরে নিয়েছে। গ্রে'র জন্য রাখা পোশাক আর মন্‌কের পোশাক একই। সাদা জাম্পস্যুট। গ্রে নিজের পোশাক পরতে শুরু করল।
নিজের বাম হাত উঁচু করে দেখাল মন্‌ক। 'বেজন্মাগুলো আমার হাতটা পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে।' ওর বাম হাতে থাকা যান্ত্রিক অংশটুকু এখন নেই। মন্‌কের হাত না থাকাটা খুব একটা দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। হয়তো এটা ওদের জন্য সুবিধা হয়ে ধরা দিতে পারে। তবে আগের কাজ আগে...

‘ফিওনা আর রায়ান কোথায়?’

‘বলতে পারছি না। হয়তো এখানেই কোনো সেলে আছে... কিংবা অন্য কোথাও নিয়ে গেছে।’

কিংবা মারা গেছে, মনে মনে বলল গ্রে।

‘এবার কী হবে, বস?’ মন্‌ক জানতে চাইল।

‘কিছু করার নেই। যারা আমাদেরকে বন্দী করেছে তাদের পদক্ষেপ না নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের কাছে যে তথ্য আছে সেটা ওদের দরকার। দেখি তথ্য বিক্রি করে আমরা কী লাভ করতে পারি।’

মাথা নাড়ল মন্‌ক। ও খুব ভাল করেই জানে, ক্যাসলে গ্রে ধাপ্পা মেরেছে। কিন্তু মিথ্যা কথা বললে সেটা ঠিক-ঠাক চালিয়ে যাওয়া চাই। আর স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, এই সেলগুলোর ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

কথাটির সত্যতা নিশ্চিত করতে হলের শেষ প্রান্তের দরজা দড়াম করে খুলে গেল।

তাদের দেখা যাচ্ছে না তবে পায়ের শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে অনেকজন আসছে। দৃষ্টি সীমার ভেতরে আসার পর দেখা গেল কালো-সবুজ ইউনিফর্ম পরিহিত একদল গার্ড এগিয়ে আসছে। একজন ফ্যাঁকাসে সাদা চামড়ার ব্যক্তি তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। নিলাম অনুষ্ঠানের সেই ক্রেতা। বরাবরের মতো আজও তাঁর পোশাক পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। কালো টুইল প্যান্ট আর লিলেন শার্টের সাথে কলারবিহীন আস্তি নঅলা স্যুট রয়েছে পরনে। দেখে মনে হচ্ছে সে কোনো গার্ডেন পার্টিতে যোগ দিতে যাচ্ছে।

দশ জন গার্ড আছে তাঁর সাথে। দুই দলে বিভক্ত হয়ে দুটো সেলের দিকে এগোল তারা। নগ্ন পায়ে গ্রে ও মন্‌ককে সেল থেকে বের করে আনা হলো। দু’জনের হাত প্লাস্টিক স্ট্রাপ দিয়ে পেছন মুড়ে বাঁধা হয়েছে।

নেতা ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

নীল চোখ দিয়ে বরফ শীতল দৃষ্টি ফেলল গ্রে’র ওপর।

‘গুড মর্নিং,’ কৃত্রিম ভদ্রতা দেখিয়ে বলল সে। এই হলে ক্যামেরা লাগানো আছে বলে হয়তো নিজের আচরণ সংযত রাখল। ‘আমার দাদু আপনাদের সাথে দেখা করতে চেয়েছেন।’

যতই ভদ্রতা দেখাক তাঁর প্রত্যেক শব্দের পেছনে চাপা রাগ লুকিয়ে আছে। ছাই চাপা আগুনের মতো ঢেকে আছে সেটা। এই লোক তো ওদেরকে খুনই করে ফেলেছিল ক্যাসলে... কিন্তু বাধ্য হয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। আবার এখন বাড়তি সময়ও দিতে হচ্ছে। কিন্তু এর এত রাগের কারণ কী? তাঁর ভাইয়ের মৃত্যু... নাকি ক্যাসলে গ্রে’র চালাকিটা সহ্য করতে পারছে না? তবে যা-ই হোক, এই ব্যক্তির সভ্য-ভব্য পোশাকের নিচে একটা পাশবিক, হিংস্র চরিত্র লুকিয়ে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

‘এদিকে আসুন,’ বলে গটগট করে সামনে এগোল সে।

তার পেছন পেছন এগোচ্ছে মন্‌ক ও গ্রে। সাথে গার্ডরা তো আছেই। সামনে এগোতে এগোতে দু’পাশে থাকা সেলের দিকে তাকাল গ্রে। সব ফাঁকা। ফিওনা ও রায়ানের কোনো চিহ্ন নেই। ওরা কী এখনও বেঁচে আছে?

তিন ধাপ বিশিষ্ট সিঁড়ির কাছে গিয়ে হল শেষ হয়েছে। সামনে পুরু স্টিলের একটা বিশাল দরজা।

খোলা আছে, তবে গার্ডের পাহারায়।

বদ্ধ সেলব্লকের হল থেকে এবার কিছুটা অন্ধকার শ্যামল ভূমিতে পা রাখল গ্রে। চারিদিকে জঙ্গলের সামিয়ানা টাঙ্গানো। চারিদিকে লতা-পাতা আর অর্কিড ফুলের সমাহার। গাছপালার পাতা এত ঘন যে আকাশ ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। তবে গ্রে আন্দাজ করল দিনের কেবল শুরু। হয়তো সূর্যও এখনও ওঠেনি। ভিক্টোরিয়া আমলের লোহার ল্যাম্পপোস্ট দেখা গেল সামনে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে চলেছে। পাখির কিচির-মিচির আর গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে পোকাদের। উপরে গাছের ডালে লুকিয়ে থাকা এক বানর ওদেরকে দেখে চিৎকার করে ডাক ছাড়ল। তার চিৎকারে উজ্জ্বল রঙের এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল নিচু ডালপালার ভেতর দিয়ে।

'আফ্রিকা,' বিড়বিড় করে বলল মনক। 'অন্তত সাব-সাহারান তো হবে। বিষুব রেখা সংলগ্ন অঞ্চলও হতে পারে।

গ্রে একমত হলো। এটা হয়তো পরের দিন সকাল হবে। মাঝখান থেকে ১৮ কিংবা ২০ ঘণ্টা গায়েব হয়ে গেছে। এসময়ের মধ্যে তাদেরকে আফ্রিকার যে-কোনো অঞ্চলে নিয়ে আসা সম্ভব।

কিন্তু জায়গাটা আসলে কোথায়?

নুড়ি বিছানো পথ দিয়ে গার্ড ওদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলল। গ্রে শুনতে পেল ওদের পথ থেকে কয়েক ফুট দূরে বড় গাছপালার নিচে থাকা ঝোপঝাড়ের ভেতর বড় কিছু একটা মেপে মেপে ছোট পা ফেলে এগোচ্ছে। কিন্তু এত কাছে থাকা সত্ত্বেও সেটার আকৃতি আন্দাজ করা সম্ভব হলো না। সেরকম কিছু হলে জঙ্গলের ভেতরে দৌড় দিতে হবে। জঙ্গলে অনেক আড়াল নেয়ার জায়গা আছে।

কিন্তু সেরকম কিছুই হলো না। ১৫০ ফুট এগোনোর পর জঙ্গলের রাস্তা শেষ হলো। আরও সামনে এগোতে জঙ্গল পেছনে পড়ে গেল ওদের।

জঙ্গল ছাড়িয়ে ওরা যেখানে এসে পড়ল সেটা একটা সাজানো গোছানো সবুজ অঞ্চল। বুনো জঙ্গল নয়। এখানে পানি খেলা করছে। পুকুর ও খাঁড়ি আছে। ঝরণাও আছে। ওদেরকে দেখে একটা হরিণ মাথা তুলে তাকাল। এক মুহূর্তের জন্য থেমে দৌড়ে বনের ভেতরে পালাল ওটা।

এখন ওপরের আকাশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তাঁরা চমকাচ্ছে আকাশে। তবে পূর্ব দিকে তাঁরাদের দেখা যাচ্ছে না। ওখানে নতুন দিনের নতুন সূর্য উদয় হওয়ার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। ভোর হতে আর প্রায় ১ ঘণ্টা বাকি।

পাশে আরেকটা জিনিস দেখে গ্রে'র চোখ আটকে গেল।

বাগানের ওপাশে ছয় তলা বিশিষ্ট অট্টালিকা দেখা যাচ্ছে। বনের পাশে পাথুরে অট্টালিকা। ওটা দেখে ওর পুরোনো স্মৃতি মনে পড়ে গেল। ইয়োসমিটে আহওহানি লজ ভেসে উঠল ওর মানসপটে। তবে এই অট্টালিকা ওটার চেয়েও বিশাল। দশ একর জায়গা নিয়ে এই অট্টালিকা দাঁড়িয়ে আছে। ঝুল-বারান্দা, বেলকুনি সবই আছে এতে। বাম পাশে কাঁচে ঘেরা একটা কনজারভেটরি দেখা যাচ্ছে। ওটার ভেতরে আলোর ব্যবস্থা থাকায় কাঁচ ভেদ করে বাইরে আলো আসছে এখন। আলো দেখে মনে হচ্ছে ওর ভেতরে ভোরের সূর্য ঢুকে আছে যেন।

অঢেল অর্থ-সম্পত্তি এখানে। পাথুরে পথের ওপর দিয়ে হেঁটে ম্যানর ভবনের দিকে এগোচ্ছে ওরা। পাথুরে পথটা ওয়াটার গার্ডেন আর কয়েকটি পুকুর ও খাঁড়িকে আলাদা করেছে। পাথুরে ব্রিজের ওপর দুই মিটার লম্বা একটা সাপকে দেখা গেল। এটা কী সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু যখন মাথা উঁচু করে ফণা তুলল তখনই বোঝা গেল সব।

কিং কোবরা।

একজন সাদা চামড়াধারী একটা নলখাগড়া ভেঙ্গে এনে ওটাকে বিড়ালের মতো তাড়িয়ে দিল। ফণা তুলে হিসহিস করে প্রতিবাদ জানালেও ব্রিজ থেকে নেমে কালো পানিতে ডুব দিল কিং কোবরা।

সামনে এগোচ্ছে ওরা। ম্যানর ভবনের দিকে এগোনোর সময় গ্রে'র ঘাড় আস্তে করে উঁচু হলো।

এখানকার নির্মাণশৈলির আরেকটা ব্যতিক্রমী দিক ওর চোখে পড়েছে। ভবনের ওপর তলা থেকে জঙ্গলের ওপর দিয়ে পথ চলে গেছে। কাঠের তৈরি পথ ওটা, ওখানেও আলোর ব্যবস্থা আছে।। ভবনে আগত অতিথিগণ যাতে ওপর থেকে জঙ্গলের দৃশ্য উপভোগ করতে পারে তাই এই ব্যবস্থা।

'মাথা বাড়লো,' মাথা দিয়ে বাম দিক দেখিয়ে বিড়বিড় করল মন্‌ক। কাঁধে রাইফেল নিয়ে হেলে দুলে একজন গার্ড জঙ্গলের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে। যেহেতু একজন আসছে, তার মানে জঙ্গলের ভেতরে এরকম আরও গার্ড আছে। পালিয়ে পার পাবার সম্ভাবনা কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় চলে আসছে এখন।

অবশেষে ওরা যখন ম্যানর ভবনের কাছে গিয়ে যখন পৌঁছুল তখন দেখল সামনে একজন নারী দাঁড়িয়ে আছে। নিলাম অনুষ্ঠানে হাজির হওয়া সেই ক্রেতার যমজ বোন। লোকটি এগিয়ে গিয়ে বোনের দুই গালে চুমো খেল।

ডাচ ভাষায় বোনের সাথে কথা শুরু করল সে। ভাষাটা সে এখনও অত ভালভাবে রপ্ত করতে পারেনি। তার আমতা আমতা করার ধরন দেখে গ্রে বিষয়টা বুঝে ফেলল।

'ইসকি, বাকিরা তৈরি তো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ, আমরা *grootvader*-এর জন্য অপেক্ষা করছি।' মাথা নেড়ে সেই আলো বিচ্ছুরিত হওয়া কাঁচের কনজারভেটরি দেখাল বোন। 'তারপর শিকার শুরু হবে।'

এই কথার মানে উদ্ধার করার চেষ্টা করল গ্রে। কিন্তু পারল না।

বড় করে শ্বাস নিয়ে লোকটি ওদের দিকে ফিরল। আঙুল চালিয়ে মাথার চুলগুলো ঠিক করে বলল, 'সোলারিয়ামে আমার দাদু আপনাদের সাথে দেখা করবেন। আপনারা তাঁর সাথে ভদ্রভাবে সম্মান দিয়ে কথা বলবেন। আর যদি সেটা না করবেন প্রত্যেকটা বেয়াদবিমূলক শব্দের শাস্তি আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদেরকে পরিশোধ করব।'

'ইসাক...' ভাইকে ডাকল ইসকি।

ঘুরল সে। 'বলো...'

আবার ডাচ ভাষা ব্যবহার করল ইসকি। '*De jongen en net meisje?* ওদেরকে কী এখন বের করব?'

মাথা নেড়ে সায় দিল ইসাক। ডাচ ভাষায় কী যেন বলল।

কথা শেষে ভবনের ভেতরে চলে গেল ইসকি।

ইসকি'র বলা বাক্যটি অনুবাদ করল গ্রে।

De jongen en net meisje.

অর্থাৎ, ছেলেটা আর মেয়েটা।

রায়ান ও ফিওনা'র কথা বলেছে।

ওরা দু'জন এখনও বেঁচে আছে তাহলে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছিল গ্রে। কিন্তু ইসাকের বলা শেষ বাক্যটি ওর স্বস্তি কেড়ে নিয়ে ভয় ধরিয়ে দিলো।

ওদেরকেই আগে রক্তে রঞ্জিত করা হোক।

ভোর ৫টা ১৮ মিনিট।
উড়োজাহাজে, আফ্রিকার ওপর।

হাতে একটি কলম নিয়ে বসে আছে পেইন্টার ক্রো। প্লেনের ভেতর একমাত্র গানথারের নাক একটু পর পর ডেকে যাচ্ছে। ওরা যে জায়গার উদ্দেশ্যে উড়াল দিয়েছে সেখানে এই ব্যক্তি একটি হুমকিস্বরূপ। তবে অ্যানা ও পেইন্টারের মতো গানথারের আয়ু অত দ্রুত ফুরাচ্ছে না। যদিও ওদের তিনজনের শেষ পরিণতি একই... তবে অসুখটা... বিকেন্দ্রীকরণ... গানথারকে তুলনামূলক ধীরে ধীরে কাবু করছে। ভুক্তভোগী হিসেবে সামনের কাতারে আছে অ্যানা ও পেইন্টারের নাম।

ঘুমোতে না পেরে পেইন্টার এই সময়টুকু ওয়ালেনবার্গ পরিবার রিভিউ করে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলো। এই পরিবার সম্পর্কে যত জেনে নেয়া যায় তত ভাল।

শত্রু সম্পর্কে জ্ঞান থাকা উচিত।

সময়টা ১৬১৭ সাল, আলজিয়ারস-এর পথ হয়ে ওয়ালেনবার্গরা প্রথমবারের মতো আফ্রিকা এসেছিল। তাদের বংশের শেকড় রয়েছে কুখ্যাত বারবেরি দলদস্যুদের ভেতর এবং এটা নিয়ে তারা গর্বও করে। ওয়ালেনবার্গ বংশের প্রথম পুরুষের নাম তিনি একটি পুরো ডাচ ফ্লিট (এক দল জাহাজ)-এর ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বলাই বাহুল্য সেই ফ্লিটটা জলদস্যুদের ফ্লিট ছিল।

ধীরে ধীরে পয়সার মালিক হওয়ার পর তারা দক্ষিণের কেইপ প্রদেশে চলে এলো। তবে এখানে এসেও তাদের লুট-পাট থামলো না, চেহারা পরিবর্তন করল মাত্র। ডাচ অভিবাসীদেরকে নিয়ে শক্ত দল তৈরি করেছিল তারা। খনি থেকে তোলা সোনার মূল দায়িত্বে ছিল ওয়ালেনবার্গরা। আর ডাচরা খনিতে কাজ করতো। খনি থেকে তোলা সোনার পরিমাণ নেহাত কম ছিল না। সেসব দিয়ে ওয়ালেনবার্গরা ফুলে ফেঁপে উঠল। জোহানবার্গের উইটওয়াটারসর‍্যান্ড রিফ নামের পাহাড়ি এলাকা থেকে পৃথিবীর প্রায় ৪০ শতাংশ সোনা উত্তোলন করা হয়েছিল। তবে *De Beerses*-এর মতো বিখ্যাত হীরার খনি না হলেও এখনও পর্যন্ত রিফ পৃথিবীর অন্যতম মূল্যবান এলাকা হিসেবে পরিচিত।

প্রচুর সম্পত্তির ওপর ভর করে ওয়ালেনবার্গরা প্রথম ও দ্বিতীয় বোয়ার যুদ্ধকে ছাপিয়ে একটি রাজবংশ চালু করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করে তারাই দক্ষিণ আফ্রিকার জন্ম দিয়েছিল। এখানকার ইতিহাসের সবচেয়ে বিশাল ধনী ছিল এই ওয়ালেনবার্গরা। তারপর থেকে এরা নানান পৃষ্ঠপোষকতায় নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতে

শুরু করল। এদের সেই জীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল স্যার ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গের মাধ্যমে। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন গুজব ছড়াতে লাগল তাদের নামে। নৃশংসতা, অন্যায়, মাদকাসক্ত, আন্তর্জনন ইত্যাদি। তবে গুজব তাদের আর্থিক ক্ষতি করতে পারল না। হীরা, দেল, পেট্রোকেমিক্যাল, ফার্মাসিউটিক্যাল... বিভিন্ন দিক থেকে উপার্জিত অর্থ ওয়ালেনবার্গদেরকে আরও বিত্তশালী করে তুলল। বহুজাতিক ব্যবসাকে বহুগুণ বড় করেছিল এরা।

GranitschloB-এর ঘটনার জন্য কী এই পরিবার দায়ী?

পর্যাপ্ত কাঁচামাল ও তথ্য পাওয়ার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা ও অর্থ-প্রাচুর্য তাদের আছে। আর সেই মহিলা আততায়ীর হাতে যে ট্যাটু পেইন্টার পেয়েছিল সেটা অবশ্য এই ওয়ালেনবার্গ পরিবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আরও একটা প্রশ্ন, ওয়ালেনবার্গ পরিবারের যমজ ভাই-বোন; ইসাক ও ইসকি ইউরোপে গিয়েছিল কেন?

অনেক প্রশ্ন, যেগুলোর কোনো উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

একটি কাগজ উল্টিয়ে কলম দিয়ে ওয়ালেনবার্গ পরিবারের প্রতীকের ওপর টোকা দিতে লাগল ক্রো।

এই প্রতীকে কিছু একটা আছে...

ওয়ালেনবার্গদের পারিবারিক ইতিহাসের সাথে এই প্রতীকের ব্যাপারেও তথ্য পাঠিয়েছেন লোগান। এই প্রতীকের শেকড় রয়েছে কেলট সম্প্রদায়ের ভেতরে, স্ক্যান্ডেভিয়ান উপজাতিতে। এটাকে নিরাপত্তামূলক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হতো। রশি দিয়ে গেড়ো দেয়ার মতো অংশকে নিরাপত্তার মূল অংশ হিসেবে ধরা হতো।

থামল ক্রো।

নিরাপত্তা গেড়ো।

ক্লাউস মারা যাওয়ার সময় ওদেরকে কী একটা অভিশাপ দিয়েছিল, সেটা মনে করল ও।

মরবে তোমরা! সবাই মরবে! রশির বিষ গেড়ো চেপে ধরলেই মরবে সবকটি! পেইন্টার ভেবেছিল ক্লাউস হয়তো ফাঁসির দড়ির কথা বলছে। কিন্তু ওর কথাগুলো কী এই প্রতীককে উদ্দেশ্য করে ছিল?

রশির বিষ গেড়ো চেপে ধরলেই...

একটা ফ্যাক্স শিট উল্টাল ক্রো। ওয়ালেনবার্গ পরিবারের প্রতীক দেখে একটা ছবি আঁকল ও। আঁকার সময় প্রতীকে থাকা রশির গেড়োগুলোকে এমনভাবে আঁকল যেন গেড়োগুলোকে কেউ শক্ত করে টাইট দিয়েছে কিংবা চেপে ধরেছে। আঁকার পর অনেকটা জুতার ফিতার মতো হলো জিনিসটা।

'কী করছ তুমি?' ক্রো'র কাঁধের কাছে এসে বলল লিসা।

চমকে উঠল ক্রো। আর একটু হলেই কলমের আঁচড়ে কাগজটা ছিঁড়ে যাচ্ছিল।

'ওহ ঈশ্বর! মেয়েদের মাথায় কবে বুদ্ধি দেবে তুমি?! লিসা, দয়া করে এভাবে হুটহাট কথা বলা বন্ধ করবে?'

হাই তুলে ক্রো'র চেয়ারের হাতলের ওপর বসল লিসা। এক হাত দিয়ে ক্রো'র কাঁধ চাপড়ে দিল। 'ইস, কচি খোকা! চমকে ওঠে!' কাঁধে হাত রেখে আরও কাছে এলো ও। 'সত্যি করে বলো তো, কী আঁকছ?'

হঠাৎ পেইন্টার খুব সচেতন হয়ে খেয়াল করল লিসার ডান স্তন ওর গালের সাথে লেপ্টে রয়েছে।

গলা খাঁকাড়ি দিয়ে ছবি আঁকায় মন দিল ও। 'তেমন কিছু না। সেই মহিলার হাত থেকে পাওয়া প্রতীক নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করছিলাম। আমার এজেন্টরা ইউরোপে দুই *Sonnekonige* এর হাতেও এই প্রতীক দেখেছে। সেই দুইজন স্যার ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গের বংশধর। হ:তো কোনো সূত্র আছে যেটা আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে।'

'কিংবা এমনও হতে পারে সেই বুড়ো ভাম হয়তো এই প্রতীক দিয়ে গরুতে চিহ্ন দেয়ার মতো করে তার উৎপাদিত মানুষের গায়ে ছাপ মেরে দিয়েছে।

মাথা নাড়ল পেইন্টার। 'ক্লাউস কিছু একটা বলেছিল। রশির গেড়ো চেপে ধরবে...। গোপন কিছুর ইঙ্গিত দিয়েছিল বোধহয়। যেটা মুখে বলতে পারেনি।'

ছবি আঁকার শেষ পর্যায়ে এসে সাবধানে কয়েকটা রেখা টানল ক্রো। তারপর পাশাপাশি রাখল দুটোকে। একটা মূল প্রতীক অন্যটা টাইট দেয়ার পর।
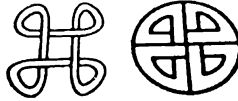
দুটো ছবির দিকে তাকিয়ে ছবির ভেতরে থাকা নিহিত অর্থ খুঁজল ও।

আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছে এলো লিসা। 'কী হয়েছে?'

ক্রো কলম দিয়ে দ্বিতীয় ছবি দেখাল। 'কোনো সন্দেহ নেই ক্লাউস এদের পক্ষে চলে গিয়েছিল। আর এজন্যই হয়তো বিগত কয়েক প্রজন্ম ধরে ওয়ালেনবার্গরা গা ঢাকা দিয়ে বসবাস করছে।'

'বুঝলাম না।'

'আমরা নতুন কোনো শত্রুর মুখোমুখি হইনি। সেই পুরোনো শত্রুর সাথেই লড়ছি এখনও। শক্ত করে টাইট দেয়া গেড়োর কেন্দ্রস্থল কলম দিয়ে আরও গাঢ় করল পেইন্টার। থলের বিড়াল বেরোল এতক্ষণে।

প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে লিসা বলল, 'এটা তো স্বস্তিকা!'

বিশালদেহি গানথার আর তার বোনের দিকে তাকাল ক্রো।

শ্বাস ফেলে বলল, 'নাৎসি। আরও নাৎসির মুখোমুখি হতে যাচ্ছি আমরা।'

সকাল ৬টা ০৫ মিনিট।
সাউথ আফ্রিকা।

মূল ভবনের মতো কাঁচের কনজারভেটরিটাও বেশ পুরোনো। এর জানালার শার্সিগুলো একটু বাঁকা আকৃতির, মোচড়ানো ডিজাইনের। দেখলে মনে হয় আফ্রিকার সূর্যের তাপে

গলে ওগুলো ওরকম বেঁকে গেছে। জানালার ওরকম অবস্থা দেখে গ্রে'র মাকড়সার জালের কথা মনে পড়ে গেল। কনজারভেরটিতে ঘোলা কাঁচ ব্যবহার করা হয়েছে। ভেতর থেকে বাইরের গভীর জঙ্গল দেখা যায় না।

কনজারভেটরির ভেতরে ঢুকতেই পেইন্টার যেটাতে ধাক্কা খেল সেটা হলো আর্দ্রতা। চেম্বারের ভেতরে আর্দ্রতার পরিমাণ প্রায় ১০০%, ওর পাতলা জাম্পস্যুট আর শরীরের সাথে থাকতে চাইছে না।

তবে সোলারিয়ামের আর্দ্রতা ওদের সুবিধার জন্য বাড়ানো হয়নি। এখানে বিভিন্ন তাকে, সারিতে, পাত্রে, টবে ও কালো চেইন দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় অনেক ফুলের গাছ আছে। শত শত ফুলের সুবাসে মো-মো করছে ভেতরের বাতাস। রুমের মাঝখানে বাঁশ ও পাথরের তৈরি ছোট্ট একটা ভাস্কর্য আছে। সবমিলিয়ে বাগানটা খুবই রুচিশীল। কিন্তু একটা কথা ভেবে গ্রে অবাক হলো... আফ্রিকা এমনিতেই গরম জায়গা। এখানে যথেষ্ট আর্দ্রতা থাকার পরও কেন কনজারভেটরি তৈরি করতে হবে?

উত্তর সামনে উদয় হলো।

সাদা চুলের এক ভদ্রলোক হাতে দুটো কাঁচি নিয়ে দ্বিতীয় তাকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। সার্জনের মতো দক্ষ হাতে একটা ছোট্ট বনসাই গাছ থেকে একটা ফুল ও শাখা কেটে নিলেন তিনি। কাজটা তিনি সামনে ঝুঁকে করছিলেন। ফুল আর ডাল কেটে সন্তুষ্ট হয়ে সোজা হলেন ভদ্রলোক।

গাছটিকে দেখে মনে হলো এর বয়স অনেক বেশি, মুচড়ে গেছে, তামার তার গাছের শরীরে জড়ানো। তবে ফুলের কোনো কমতি নেই। প্রত্যেকটি ডালে, শাখা-প্রশাখায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ফুল ফুটে আছে। একদম সাজানো গোছানো ঠিকঠাকভাবে ফুটেছে ওগুলো।

'গাছের বয়স ২২০ বছর,' বললেন ভদ্রলোক। শুধু ভদ্রলোক বললে ভুল বলা হবে। বলা উচিত "বয়স্ক ভদ্রলোক"। 'সম্রাট হিরোহিতো নিজ হাতে ১৯৪১ সালে গাছটা আমাকে দিয়ে ছিলেন। আমার হাতে যখন আসে তখনই গাছটার বয়স অনেক ছিল।'

হাতের যন্ত্রপাতি রেখে এদিকে ঘুরলেন তিনি। তাঁর পরনে সাদা অ্যাপ্রোন আছে। অ্যাপ্রোনের নিচে আছে নেভি স্যুট আর লাল টাই। নাতির দিকে এক হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'ইসাক, *te'vreden...*'

দ্রুত এগিয়ে এসে দাদার হাত ধরে দ্বিতীয় তাক থেকে নামল সে। খুশি হয়ে তিনি নাতির কাঁধ চাপড়ে দিলেন। অ্যাপ্রোন খুলে কালো রঙের একটি ছড়ি নিয়ে তাতে বেশ ভাল করে চাপ দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। গ্রে খেয়াল করে দেখল সেই সিলমোহর ছড়ির রুপোলি ক্রাউনের ওপরে শোভা পাচ্ছে। এই একই প্রতীক যমজ ভাই-বোন ইসাক ও ইসকি'র হাতেও আছে।

'আমি স্যার ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গ,' গ্রে ও মন্‌কের দিকে তাকিয়ে নরমস্বরে বললেন তিনি। 'আপনারা যদি ভেতরের রুমে আসেন তাহলে আরও অনেক কথা বলতে পারব।'

সোলারিয়ামের পেছনের দিকে এগোলেন তিনি।

এই বয়স্ক বৃদ্ধ লোকটির বয়স প্রায় নব্বুই ছুঁই ছুঁই করছে। তবে তাঁর হাতে ছড়ি না থাকলে শক্ত-পোক্ত মানুষ বলেই মনে হতো। তাঁর মাথায় এখনও রুপোলি-সাদা

রঙের ঘন চুল আছে। চুলগুলোর মাঝখানে সিঁথি করেছেন। চুলগুলো কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছেছে। গলার রুপোলি চেইন থেকে একটি চশমা ঝুলছে। চশমার একটি লেন্স দেখতে অন্যরকম। জহুরিদের চোখে যেরকম ম্যাগনিফাইং (ছোট বস্তুকে বড় করে দেখা) গ্লাস থাকে, ওটা দেখতে অনেকটা ওরকম।

স্লেট পাথরের মেঝের ওপর দিয়ে এগোতে এগোতে গ্রে লক্ষ্য করল, কনজারভেটরিকে বিভিন্ন সেকশনে সাজানো হয়েছে। বনসাই গাছ, ঝোঁপ, ফার্ন বাগান এবং সর্বশেষ সেকশন যেখানে অর্কিডে ভরপুর।

ভদ্রলোক গ্রে'র আগ্রহ দেখে বললেন, 'আমি বিগত ৬০ বছর ধরে ফুলের চাষ করছি।' লম্বা একটি ফুল গাছের সামনে একটু থামলেন তিনি। ওতে রক্তবর্ণের ফুল ফুটেছে। একদম টকটকে রংটা।

'খুউব সুন্দর!' বলল মন্‌ক। আদতে প্রশংসা মনে হলেও তাতে স্পষ্ট খোঁচা আছে।

ইসাক তাকাল মন্‌কের দিকে।

বৃদ্ধ লোকটির অবশ্য এদিকে খেয়াল নেই। 'তবে আমি এখনও ব্ল্যাক অর্কিড চাষ করতে পারিনি। দ্য হলি গ্রেইল অফ অর্কিড ব্রিডিং। প্রায় সফল হয়েই যাচ্ছিলাম কিন্তু এখানে বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে হয় অর্কিডগুলো বাঁকা হয়ে যাচ্ছিল নাহয় রংটা কালোর বদলে কেমন যেন রক্তবর্ণের হচ্ছিল।'

আনমনে চশমার চেইনে হাত বুলোচ্ছিল ভদ্রলোক।

জঙ্গলের উন্মুক্ত পরিবেশ আর এই কাঁচঘেরা হটহাউজের মধ্যেকার পার্থক্যটা এবার গ্রে বুঝতে পারল। এখানে বাইরের প্রাকৃতিক জিনিসকে আপন করে উপভোগ করা হয় না। প্রাকৃতিক সম্পদকে আরও উন্নতি করা হয় এখানে। মানুষ এখানে প্রকৃতির ওপর মাতব্বরি করে নিজ হাতে রংচং করে।

সোলারিয়ামের পেছন দিকে এসেছে ওরা। রং দেয়া একটি কাঁচের দরজা পার হয়ে রত্তন ও মেহগনি গাছের কাঠ দিয়ে নির্মিত বসার জায়গায় এসে পৌঁছুল। এ অংশে একটি স্যালুন আছে। অপরপ্রান্তে রয়েছে দুটো সুইং ডোর। দরজা দুটো দিয়ে ভবনের ভেতরে যাওয়া যাবে।

একটি উইংব্যাক চেয়ারে বসলেন ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গ। একটা ডেস্কের ওপর এইচপি কম্পিউটার ও এলসিডি মনিটর লাগানো আছে। ডেস্ক পার হলো ইসাক। মনিটরের পাশেই আছে ব্ল্যাকবোর্ড। বোর্ডে কয়েকটা প্রতীক আঁকা আছে। গ্রে দেখল শেষ প্রতীকটি ডারউইন বাইবেলের সেই *Mensch* বর্ণ।

Γ ᛁ ᚷ ᛗ ᛘ

প্রতীকগুলো গুনে নিয়ে মুখস্থ করল গ্রে। ৫টা প্রতীক, তার মানে ৫টা বই।

হিউগো হিরজফিল্ডের বইয়ের সেট থেকে বর্ণগুলো তাহলে পাওয়া গেল। কিন্তু অর্থ কী এগুলোর? কী সেই গোপন বিষয় যেটা একই সাথে সুন্দর আবার দানবীয়?

বৃদ্ধ লোকটি নিজের কোলের ওপর হাত রেখে ইসাকের দিকে মাথা নেড়ে ইশারা করলেন।

ইসাক একটা বাটন চাপতেই এলসিডি মনিটরে একটি এইচডি ছবি ভেসে উঠল।

লম্বা একটা খাঁচা জঙ্গলের ভেতরে ঝুলছে। খাঁচাটি দুই অংশে বিভক্ত। একটি করে ছোট অবয়ব দেখা যাচ্ছে দুটো অংশে।

সামনে এগোতে গেল গ্রে কিন্তু গার্ড রাইফেল তাক করে ওকে থামিয়ে দিলো। মনিটরে দেখা যাচ্ছে, একটা অবয়ব ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখ চকচক করছে স্পটলাইটের আলোতে।

ফিওনা।

খাঁচার অন্য অংশে আছে রায়ান। ফিওনার বাম হাতে ব্যান্ডেজ করা, হাত প্যাঁচিয়ে রেখেছে শার্ট দিয়ে। শার্ট কালচে হয়ে গেছে। অন্যদিকে ডান হাত নিচের বগলের নিচে চাপ দিয়ে রেখেছে রায়ান। *ওদেরকেই আগে রক্তে রঞ্জিত করা হোক।* হারামজাদাগুলো নিশ্চয়ই ওদের দু'জনের হাত কেটে দিয়েছে। গ্রে মনে মনে প্রার্থনা করল, এতটুকুই যেন হয়। এরচেয়ে জঘন্য যেন না হয়। বুকের ভেতরে প্রচণ্ড ক্রোধ অনুভব করল গ্রে। ওর হৃদয় কেঁপে উঠলেও দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে গেল।

দাঁত বের করে হাসল বৃদ্ধ। 'এবার আমরা কথা বলব, ঠিক আছে? একদম ভদ্রলোকের মতো।'

বৃদ্ধের দিকে ঘুরল গ্রে কিন্তু মনিটরের দিকেও নজর রাখল। ভদ্রতা বেশি হয়ে যাচ্ছে। 'কী জানতে চান?' ঠাণ্ডা স্বরে বলল ও।

'বাইবেল। ওটার ভেতরে কী পেয়েছেন আপনারা?'

'যদি জানাই তাহলে আপনি ওদেরকে ছেড়ে দেবেন?'

'আর হ্যাঁ, আমি আমার হাত ফেরত চাই!' চেঁচিয়ে বলল মন্‌ক।

একবার মন্‌কের ওপর চোখ বুলিয়ে গ্রে বৃদ্ধের দিকে তাকাল।

ইসাককে মাথা নেড়ে ইশারা করলেন ব্যালড্রিক। সে এক গার্ডকে ডাচ ভাষায় কী যেন নির্দেশ দিলো। নির্দেশ পেয়ে জোড়া সুইং ডোরের দিকে এগোল গার্ড। মূল ভবনের ভেতরে চলে গেল।

'যদি আপনি সহায়তা করেন তাহলে আর কোনো ভেজাল হবে না, কথা দিলাম। আর হ্যাঁ, ভদ্রলোকের এক কথা।'

গ্রে অবশ্য এতে কোনো আশার আলো দেখতে পেল না, কারণ মিথ্যে বলা ছাড়া ওর ঝুড়িতে আর কিছুই নেই। একটু পাশে সরে নিজের বাঁধা হাত দেখিয়ে বলল, 'আমরা যেটা পেয়েছি সেটা মুখে বলে বোঝানো যাবে না। তবে বোর্ডে আঁকা প্রতীকগুলোর মতোই ওটাও একটা প্রতীক।'

ব্যালড্রিক আবার মাথা নাড়লেন। মুহূর্তের মধ্যে গ্রে'র হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হলো। দু'হাতের কব্জি ডলতে ডলতে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে এগোল গ্রে। একাধিক রাইফেল ওর প্রাণ কেড়ে নেয়ার জন্য সদা প্রস্তুত।

ওকে এমন কিছু আঁকতে হবে যেটা দেখে ব্যালড্রিক সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। কিন্তু সমস্যা হলো, প্রাচীন বর্ণমালা সম্পর্কে ওর সেরকম কোনো জ্ঞান নেই। মিউজিয়ামে হিমল্যারের চায়ের পটের কথা মনে পড়ল ওর। পটের গায়ে একটা প্রাচীন বর্ণমালার মতো প্রতীক আঁকা ছিল। হয়তো ওটা দিয়ে কাজ হতে পারে। আন্দাজে ঢিল ছুড়ে হয়তো এদেরকে সেই প্রতীকের অর্থ উদঘাটনের কাজে ব্যস্তও রাখা সম্ভব হবে।

গ্রে এক টুকরো চক তুলে নিয়ে পটের সেই প্রতীক বোর্ডে আঁকতে শুরু করল
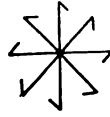
সামনে ঝুঁকে চোখ ছোট করলেন ব্যালড্রিক। 'একটা সূর্য চক্র। ইন্টারেস্টিং।'

চক হাতে নিয়ে গ্রে বোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। ওকে দেখে মনে হচ্ছে শিক্ষক ছাত্রকে বোর্ডে গিয়ে একটা অংক কষতে বলেছেন... অংক কষা শেষ করে এখন শিক্ষকের রায়ের অপেক্ষায় ছাত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'আচ্ছা, তাহলে ডারউইন বাইবেল থেকে আপনি এটা পেয়েছেন?' ব্যালড্রিক প্রশ্ন করলেন।

চোখের কোণা দিয়ে গ্রে খেয়াল করল, ইসাকের ঠোঁটে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে।

ভুল হয়ে গেছে কোথাও।

ব্যালড্রিক গ্রে'র জবাবের জন্য অপেক্ষা করছেন।

'আগে ওদেরকে ছেড়ে দিন।' মনিটর দেখিয়ে দাবি করল গ্রে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক স্থির দৃষ্টিতে গ্রে'র দিকে তাকিয়ে রইলেন। গ্রে টের পেল এই ব্যক্তির ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে একটা নৃশংস, ধুরন্ধর, নিষ্ঠুর চেহারা লুকিয়ে আছে। গ্রে'র মিথ্যে বলা তিনি উপভোগ করছেন মাত্র।

অবশেষে ব্যালড্রিক স্থবিরতা ভাঙলেন। নাতিকে মাথা নেড়ে ইশারা করলেন তিনি।

'Wie eerst?' ইসাক প্রশ্ন করল। অর্থাৎ, কাকে আগে?

গ্রে'র দুশ্চিন্তা হলো। কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। অবশ্যই হয়েছে।

নাতির প্রশ্নের জবাব ইংরেজি দিলেন ব্যালড্রিক। গ্রে'র চোখে চোখ রেখে বললেন, 'ছেলেটাকেই আগে ধরো। মেয়েটার ব্যবস্থা পরে করা যাবে।'

কি-বোর্ড চেপে ইসাক কমান্ড দিলো।

মনিটরের পর্দায় দেখা যাচ্ছে, রায়ানের নিচে থাকা একটা চোরাদরজা আচমকা খুলে গেল। খাঁচা থেকে চিৎকার করতে করতে নিচে থাকা লম্বা ঘাসের ওপর সজোরে আছড়ে পড়ল বেচারা। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চোখ বুলাল, পুরোপুরি আতঙ্কিত। গ্রে জানে না, কিন্তু রায়ান জানে সামনে কী বিপদ আসতে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে ইসাকের বলা কথাগুলো গ্রে'র মাথায় আবার বেজে উঠল।

আমরা grootvader-এর জন্য অপেক্ষা করছি... তারপর শিকার শুরু হবে।

কী শিকার?

নাতিকে নব ঘুরাতে ইশারা করলেন ব্যালড্রিক।

ইসাক তার দাদার নির্দেশ পালন করতেই রুমে থাকা স্পিকার থেকে আওয়াজ ভেসে আসতে শুরু করল। চিৎকার, চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে স্পিকার থেকে।

'দৌড়াও, রায়ান! গাছে উঠে বসো।' ফিওনার গলার চিৎকার, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

এক পাক ঘুরেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড় শুরু করল রায়ান। পর্দার বাইরে চলে গেল। কিন্তু জঘন্য ব্যাপার হলো, হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছে গ্রে। ক্যামেরার দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকা গার্ডরা হাসছে।

এবার স্পিকার থেকে নতুন চিৎকার শোনা গেল। এটাকে চিৎকার না বলে গর্জন বলা ভাল।

পাশবিক, রক্তহিম করা গর্জন।

গর্জনের প্রভাবে গ্রে'র শরীরের সব লোম দাঁড়িয়ে গেল।

ব্যালড্রিক ঘাড় নেড়ে ইশারা করতেই বন্ধ হয়ে গেল স্পিকার।

'আমরা এখানে শুধু অর্কিড-ই চাষ করি না। বুঝেছেন, কমান্ডার পিয়ার্স?' ভদ্রতার মুখোশ খুলে বললেন ব্যালড্রিক।

'আপনি কথা দিয়ে ছিলেন। বলেছিলেন... আপনি এক কথার মানুষ।' গ্রে বলল।

'বলেছিলাম, যদি আপনি সহায়তা করেন!' ব্যালড্রিক ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। বোর্ডের দিকে হাত তুলে বললেন, 'আপনার কী মনে হয়, আমরা গাধা? ঘাস খাই? ডারউইন বাইবেল থেকে নতুন করে আর কিছু জানার নেই, সেটা আমরা খুব ভাল করেই জানতাম। আমাদের যা জানার দরকার ছিল সেটা আমরা আগেই জেনে গেছি। এটা স্রেফ একটা টেস্ট ছিল। অবশ্য আপনাদেরকে এখানে আনার অন্য একটা কারণ আছে। প্রশ্নের জবাব দরকার।'

নিজের কানে এইমাত্র যা শুনলো সেগুলো হজম করতে গ্রে'র কষ্ট হচ্ছে। 'তাহলে গ্যাস...'

'ওটা দিয়ে আপনাদেরকে অক্ষম করার চেষ্টা করা হয়েছিল। মেরে ফেলার জন্য নয়। তবে আপনার নাটকটা বেশ ভালই লেগেছে। বাহবা পাওয়ার মতো নাটক করতে জানেন আপনি। তবে এখন আর ওসবে কাজ হবে না।' মনিটরের দিকে এগিয়ে গেলেন ব্যালড্রিক। 'আপনি এই পিচ্চি মেয়েটাকে বাঁচাতে চান, তাই তো? মেয়েটা খুব ঝাল ঝাল ধাঁচের। সে যা-ই হোক। আপনাকে দেখাচ্ছি জঙ্গলে তার জন্য কী অপেক্ষা করছে।'

তিনি মাথা নাড়তেই ইসাক একটা বাটনে চাপ দিলো। নতুন একটা ছবি চলে এলো মনিটরের একপাশে।

ভয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল গ্রে'র।

ব্যালড্রিক বললেন, 'আমরা আপনার এক সাথীর কথা জানতে চাই। তার আগে বলে রাখি, কোনোপ্রকার ছল-চাতুরি আর কাজ করবে না। আশা করি ইতোমধ্যে সেটা বুঝতে পেরেছেন। নাকি আরেকটা নমুনা দেখাব?'

মনিটরের দিকে চোখ রেখেই গ্রে প্রশ্ন করল, 'কে? কার কথা জানতে চান আপনি?'

'আপনার বস। পেইন্টার ক্রো।'

বারো.

উকুফা

সকাল ৬টা ১৯ মিনিট।
রিচার্ডস বে, সাউথ আফ্রিকা।

ব্রিটিশ টেলিকম ইন্টারন্যাশনালের স্থানীয় অফিসে সিঁড়ির ধাপ দিয়ে উঠতে গিয়ে লিসা খেয়াল করল পেইন্টারের পা কাঁপছে। এখানকার একজন ব্রিটিশ অপারেটিভের সাথে দেখা করতে এসেছে ওরা। ওয়ালেনবার্গ এস্টেটে কোনো আক্রমণ করার প্রয়োজন পড়লে এই ব্রিটিশ অপারেটিভ প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে। রিচার্ডস বে এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সিতে করে এই ফার্মে আসতে খুব একটা সময় লাগে না। এখান থেকে ওয়ালেনবার্গ এস্টেট ১ ঘণ্টার পথ।

শক্ত করে সিঁড়ির রেলিং ধরল ক্রো। আর্দ্র হাতের ছাপ পড়ল রেলিঙের উপর। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছুনোর সময় ওর কনুই ধরে সাহায্য করল লিসা।

'লাগবে না,' পেইন্টার ক্রো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আপত্তি করল।

লিসা অবশ্য ওর রাগকে পাত্তা দিল না। ও ভাল করেই জানে, দুশ্চিন্তার কারণে ক্রো'র মেজাজ এখন একটু খারাপ আছে। তার ওপর বেচারা অসুখে আক্রান্ত। আফিমের নেশায় আসক্ত ব্যক্তির মতো খোঁড়াতে খোঁড়াতে অফিসের দরজার দিকে এগোল ক্রো। লিসা ভেবেছিল প্লেনে বিশ্রাম শেষে নামার পর পেইন্টারের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। কিন্তু কীসের কী, দিনের প্রায় অর্ধেক সময় প্লেনে চড়ে আকাশে ছিল ওরা, উন্নতি তো দূরে থাক উল্টো আরও দুর্বল হয়ে গেছে। অ্যানার কথা সত্য হয়ে থাকলে... বিকেন্দ্রীকরণ আরও বেড়েছে ওর।

অ্যানা আর তাঁর ভাই গানথারকে এয়ারপোর্টে গার্ডের তত্ত্বাবধানে রেখে এসেছে ওরা। নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে ভেবে ওদের আনা হয়নি, বিষয়টা তেমন নয়। শেষ কয়েকঘণ্টা প্লেনের বাথরুমে বমি করতে করতে অ্যানা অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই তাঁকে আর গানথারকে সাথে করে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। লিসা আর ক্রো যখন রওনা হচ্ছিল, গানথার তার বোনকে কাউচে শুইয়ে দিচ্ছিল তখন। অ্যানার কপালে জলপট্টি দেয়া। বেচারির বাম চোখ টকটকে লাল। বিতৃষ্ণাবোধ লাঘব করার জন্য তাঁকে লিসা অ্যান্টিমেটিক দিয়েছিল, তার সাথে অল্প একটু মরফিন।

মুখে কিছু না বললেও লিসা মনে মনে আন্দাজ করল স্বাস্থ্যের চরম অবনতি হওয়ার আগে এটাই ক্রো আর অ্যানার সর্বশেষ ভাল দিন। এরপর হয়তো এদের স্বাস্থ্যের এমন অবনতি হবে, তখন চিকিৎসা করেও হয়তো আর উন্নতি করা সম্ভব হবে না।

ওদের দু'জনের সামনে এগোচ্ছে মেজর ব্রুকস। লিসা ও পেইন্টারের জন্য দরজা খুলে দিল সে। নিচের রাস্তায় সতর্ক নজর রেখেছে, যদিও সকালের এসময়ে খুব একটা মানুষের আনাগোনা নেই।

নিজের খোঁড়ানো ভঙ্গিকে যতটুকু সম্ভব লুকোনোর চেষ্টা করল পেইন্টার ক্রো, কিন্তু পুরোপুরি আড়াল করতে পারল না।

ওর পিছু পিছু এগোল লিসা। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা রিসিপশন এরিয়া পেরিয়ে অফিস ও কিউবিকলের ধূসর সারি পেরিয়ে একটা কনফারেন্স রুমে পৌঁছুল।

রুমটা খালি। এর জানালাগুলো দিয়ে রিচার্ডস বে-এর উপহ্রদ দেখা যাচ্ছে। উত্তরে আছে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত ক্রেনের পোর্ট আর কনটেইনার জাহাজ। দক্ষিণে দেয়াল তুলে মূল হ্রদ থেকে এক অংশকে বিচ্ছিন্ন করে সংরক্ষিত এলাকা ও পার্ক তৈরি করা হয়েছে। ওখানে কুমীর, হাঙর, জলহস্তী, পেলিকান, কোমর‍্যান্ট এবং কলহংসদের অভয়ারণ্য।

সকালের সূর্য হ্রদের পানিকে অগ্নিময় আয়নায় পরিণত করেছে।

ওদের অপেক্ষা করার সময়টুকুতে টেবিলে চা আর কেক চলে এলো। দেরি না করে বসে পড়ল ক্রো। লিসাও যোগ দিলো ওর সাথে। তবে মেজর ব্রুকস বসল না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল সে।

লিসা কিছু জিজ্ঞেস করেনি, তারপরও পেইন্টার ওর চেহারা দেখে কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরে বলল, 'আমি ঠিক আছি।'

'না, তুমি ঠিক নেই,' নরম স্বরে আপত্তি তুলল লিসা। এই ফাঁকা রুম দেখে ওর কেমন যেন ভয় ভয় করছে।

লিসার দিকে তাকিয়ে হাসল পেইন্টার, ওর চোখ চকচক করছে। শারীরিকভাবে অবনতি হলেও মানসিকভাবে যথেষ্ট ভাল আছে ক্রো। তবে লিসা খেয়াল করে দেখল, ওর কথাগুলো একটু জড়িয়ে যাচ্ছে, একটু অস্পষ্ট। ওষুধের কারণে এরকমটা হতে পারে। কিন্তু এরপর যদি ওর মানসিক বিকৃতি ঘটে? ক্রো আর কতক্ষণ টিকবে?

টেবিলের নিচ দিয়ে হাত বাড়িয়ে ক্রো'র দিকে হাত বাড়াল লিসা।

পেইন্টার ওর হাত ধরল।

লিসা চায় না পেইন্টারের কিছু হয়ে যাক। পেইন্টারের প্রতি আবেগ দেখে নিজেই অভিভূত হয়ে গেল লিসা। ক্রো'কে ও এখনও সেভাবে চেনে না, তারপরও এত আবেগ। ওর সম্পর্কে আরও জানতে চায় লিসা। ওর পছন্দের খাবার, পছন্দের কৌতুক, ওর নাচের ধরন, রাতে ফিসফিস করে গুড নাইট জানানোর সময় কীভাবে জানায়... লিসা এসব জানতে চায়। আর তাই ও পেইন্টারকে হারাতে চায় না।

পেইন্টারের হাত শক্ত করে ধরল ও, যেন এভাবে ধরে রাখলে ওকে আটকে রাখতে পারবে।

রুমের দরজা খুলে গেল। ব্রিটিশ অপারেটিভ এসেছে বোধহয়। তাকে দেখার জন্য ঘুরল লিসা, কিন্তু অবাক হলো। ও মনে মনে ভেবেছিল জেমস বন্ডের মতো ক্লিন সেভ

করা, আরমানি স্যুট পরিহিত কেউ আসবে। কিন্তু রুমে যে ঢুকল সে একজন মধ্যবয়স্কা নারী। পরনে খাকি সাফারি স্যুট। তাঁর এক হাতে হ্যাট দেখা যাচ্ছে। লাল ধুলোয় তাঁর চেহারা পুরোটা মাখামাখি হয়েছে। তবে নাকের কিছু অংশে ধুলো লাগেনি। সম্ভবত ওখানে চশমা রাখা ছিল।

'আমি ড. পলা কেইন,' বললেন তিনি। মেজর ক্রুকসের দিকে একবার মাথা নেড়ে লিসা ও পেইন্টারের দিকে এগোলেন। 'বোঝাপড়া করার মতো যথেষ্ট সময় আমাদের হাতে নেই।'

●●●●

টেবিলের ওপর ঝুঁকে আছে ক্রো। অনেক স্যাটেলাইট ফটো টেবিল জুড়ে বিছানো রয়েছে। 'কতদিন আগের ছবি এগুলো?' প্রশ্ন করল ও।

'গতকাল সন্ধ্যার দিকে তোলা,' পলা কেইন জবাব দিলেন।

পলা কেইন ইতোমধ্যে এখানে তাঁর ভূমিকার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। জীববিজ্ঞান নিয়ে পিএইচ.ডি করার পর ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সে যোগ দিয়ে সাউথ আফ্রিকায় আসেন তিনি। বান্ধবী মারসিয়াকে সাথে নিয়ে একাধিক রিসার্চ প্রজেক্ট করতে করতে গোপনে ওয়ালেনবার্গ এস্টেটের ওপর বিগত দশ বছর যাবত নজর রেখে আসছিলেন। কিন্তু দুই দিন আগে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে। অদ্ভুতভাবে তাঁর বান্ধবী মারা গেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে *সিংহের আক্রমণে মৃত্যু*। কিন্তু পলা এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন।

'মাঝরাতের পর ইনফ্রারেড-এ কিছু একটা পার হয়েছিল,' বললেন পলা, 'কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আমরা ছবিটা পাইনি।'

বিশাল এস্টেটের নকশার দিকে তাকিয়ে রয়েছে পেইন্টার। প্রায় এক লাখ একর নিয়ে এই এস্টেট! প্লেন ওঠানামার জন্য জঙ্গলের মাঝে ছোট একটা ল্যান্ডিং স্ট্রিপও আছে। জঙ্গলের একদম মধ্যে ওয়ালেনবার্গদের মূল ভবন অবস্থিত। শুধু ভবন বললে ভুল বলা হবে। পাথর ও কাঠ দিয়ে বানানো এক অট্টালিকা ওটা।

'ভবনের আশপাশ দেখার জন্য এরচেয়ে আর কোনো ভাল উপায় নেই?'

মাথা নাড়লেন পলা। 'ওই এলাকাটা হচ্ছে আফরোমন্টেইন ফরেস্ট, প্রাচীন জঙ্গল। সাউথ আফ্রিকায় এরকম জঙ্গল খুব কমই আছে। নিজেদের সুবিধের জন্য ওয়ালেনবার্গরা এস্টেটের তৈরির ক্ষেত্রে এরকম জায়গা বেছে নিয়েছে। তাদের এস্টেটের সুরক্ষায় বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে এই সুবিশাল জঙ্গল। ওখানকার গাছগুলোর উচ্চতা ৪০ মিটার, ডালপালার স্তরে ভরপুর, অনেকটা সামিয়ানার মতো অবস্থা। যেকোনো রেইন ফরেস্ট কিংবা কঙ্গো জঙ্গলের চেয়ে ওটার ঘনত্ব ও বৈচিত্র্য অনেক বেশি।'

'এবং গা ঢাকা দেয়ার জন্যও এই জঙ্গল খুবই কার্যকরী,' বলল ক্রো।

'জঙ্গলের সামিয়ানার নিচে কী হচ্ছে সেটা একমাত্র ওয়ালেনবার্গরা ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে আমরা এটুকু জানি, মূল ভবনটা হলো পাহাড়ের চূড়োর মতো ছোট। ভূগর্ভস্থ বিশাল কমপ্লেক্স আছে এস্টেটের নিচে।'

'কতখানি গভীর?' পেইন্টার প্রশ্ন করল। তাকাল লিসার দিকে। যদি ওয়ালেনবার্গরা এখানে বেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই ওটাকে মাটির নিচে রাখতে চাইবে।

'আমরা জানি না। নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, ওয়ালেনবার্গরা সোনার খনিতে কাজ করে এত বিত্তের অধিকারী হয়েছে।'

'উইটওয়াটারসর‍্যান্ড রিফ-এ।'

ওর দিকে তাকালেন পলা। 'একদম ঠিক। হোমওয়ার্ক বেশ ভালভাবে সেরে এসেছেন দেখছি।' আবার স্যাটেলাইট ফটোগুলোর দিকে ফিরলেন তিনি। 'খনিতে যেধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং বিশেষজ্ঞদের দিয়ে কাজ করানো হয় তাদেরকে দিয়েই ভূগর্ভস্থ কমপ্লেক্সেও কাজ করিয়ে নেয়া হয়েছিল। আমরা জেনেছি, খনি ইঞ্জিনিয়ার, বার্টর‍্যান্ড কালবার্ট'কে ভবনের ফাউন্ডেশনের কাজে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল তখন। যদিও কিছু দিন পরই তিনি মারা যান।'

'আন্দাজ করছি... উনি রহস্যময় কোনো ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন।'

'একটা মোষ তাকে মাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ওয়ালেনবার্গদের কাজ করতে এসে শুধু তিনিই মারা যাননি।' পলা কেইনের চোখে বেদনার ছাপ ফুটে উঠছে, বান্ধবীর কথা মনে পড়ে গেছে নিশ্চয়ই। 'গুজব আছে এখান থেকে আরও অনেক লোক গায়েব হয়েছিল।'

'এখনও পর্যন্ত এস্টেটের বিরুদ্ধে কোনো সার্চ ওয়ারেন্ট পাওয়া যায়নি?'

'আপনাকে সাউথ আফ্রিকার রাজনীতির হালচাল বুঝতে হবে। সরকার বদল হতে পারে কিন্তু সোনার কোনো হেরফের হয় না। সোনা যার মুল্লুক তার। ওয়ালেনবার্গরা সবসময় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। গভীর পরিখা কিংবা ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীর চেয়ে সোনা তাদেরকে বেশি নিরাপত্তা দেয়।'

'আচ্ছা। তো আপনার কী খবর?' জানতে চাইল ক্রো। 'এমআই-৫ এখানে কেন আগ্রহী হলো?'

'আমাদের আগ্রহের কারণ অনেক পুরোনো। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স ওয়ালেনবার্গদের ওপর ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে নজর রেখে আসছে।'

নিজের চেয়ারে বসে পড়ল ক্রো, ক্লান্ত। ওর এক চোখ ঠিকভাবে কাজ করছে না। চোখ ডলল ও। খুব ভাল করেই জানে লিসা ওকে পর্যবেক্ষণ করছে। তাই চোখ ডলা বাদ দিয়ে পলার দিকে মনোযোগ দিল পেইন্টার। ওয়ালেনবার্গদের পারিবারিক প্রতীকে নাৎসিদের চিহ্ন দেয়া আছে এটা ও এখনও বলেনি। কিন্তু নাৎসিদের সাথে ওয়ালেনবার্গদের যোগসূত্রের বিষয়টা এমআই-৫ ইতোমধ্যে বুঝতে পেরেছে।'

'আমরা জানি, ওয়ালেনবার্গরা *Ahnenerbe Forschungs und Lehrgemeinshaft*-এর মোটা অংকের অর্থ যোগানদাতা হিসেবে কাজ করতো। নাৎসিদের সোসাইটি ওটা। গ্রুপটা সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে?'

মাথা নাড়ল ক্রো। নেই। মাথাব্যথা করছে ওর। দুঃসহ ব্যথাটা ঘাড় বেয়ে পিঠে চলে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল পেইন্টার।

'রিসার্চ গ্রুপ ছিল ওটা। কর্ণধার ছিলেন হেনরিক হিমল্যার। আর্য জাতিদের শেকড় অনুসন্ধান করা ছিল তাদের কাজ। এছাড়া যুদ্ধবন্দীদের ক্যাম্প ও গোপন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে জঘন্য কাজের সাথে তারা জড়িত ছিল। এককথায় তারা ছিল—অস্ত্রধারী বৈজ্ঞানিক।'

ব্যথায় কুঁচকে গেল ক্রো... তবে এবারের ব্যথা শারীরিক নয়, মানসিক। সিগমা থেকেও এরকম কথা বলা হয়েছে। অস্ত্রধারী বৈজ্ঞানিক। তাহলে এখানে কী সেই বৈজ্ঞানিকরাই ওদের শত্রু? এটা কী সিগমা ফোর্সের নাৎসি ভার্সন?

লিসা বলল। 'এই রিসার্চের সাথে ওয়ালেনবার্গদের সম্পর্ক কী?'

'আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত নই। কিন্তু যুদ্ধের সময় সাউথ আফ্রিকায় অনেক নাৎসি সমর্থক ছিল। আমরা এও জানি স্যার ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গ-এরও সুপ্রাকৃতবিদ্যার প্রতি আগ্রহ ছিল। যুদ্ধের শেষদিকে বিজ্ঞানীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ার আগে তিনি জার্মানি ও অস্ট্রিয়াতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কনফারেন্সে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের পর পুরো পরিবার নিয়ে তিনি গা ঢাকা দেন।'

'লজ্জায়?' প্রশ্ন করল পেইন্টার।

'না, আমাদের তা মনে হয় না। যুদ্ধের পর মিত্রবাহিনী জার্মানিতে নাৎসি প্রযুক্তি হাত করার জন্য লুঠ-পাট চালিয়ে ছিল।' পলা শ্রাগ করলেন। 'আমাদের ব্রিটিশ বাহিনীও লুঠ-পাটের সাথে জড়িত ছিল।'

মাথা নাড়ল ক্রো। অ্যানার মুখ থেকে ইতোমধ্যে সে কাহিনি ও শুনেছে।

'কিন্তু নাৎসিরা তাদের প্রযুক্তি লুকোতে ওস্তাদ। "ভাঙব তবু মচকাবো না" এই নীতি অনুসরণ করেছিল তারা। প্রযুক্তির বেহাত হওয়া ঠেকাতে বিজ্ঞানীদের খুন করে, বোম মেরে ল্যাব উড়িয়ে দিতে তারা দ্বিধাবোধ করেনি। আমাদের বাহিনী সেরকম একটা জায়গায় ঘটনার ঠিক কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজির হয়েছিল। এক বিজ্ঞানীর হদিস পেয়েছিল তারা, তার মাথায় গুলি লাগলেও তখনও বেঁচে ছিল। মারা যাওয়ার আগে সে কিছু তথ্য দিয়ে যায়। রিসার্চে কোয়ান্টাম পরীক্ষার মাধ্যমে তারা নতুন একধরনের এনার্জীর উৎস আবিষ্কার করেছে। যুগান্তকারী কিছু করেছিল তারা। ভিন্ন ধরনের এক শক্তির উৎসের আবিষ্কার হয়েছিল তাদের হাতে।'

লিসার দিকে তাকাল ক্রো। **জিরো পয়েন্ট এনার্জী** সম্পর্কে অ্যানার বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেছে ওদের।

'যা-ই আবিষ্কার হয়ে থাকুক না কেন সেটার গোপনীয়তা অক্ষত ছিল। নাৎসিরা সেই প্রযুক্তি নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। বিষয়টি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। শুধু বস্তু আর সূত্রের শেষ হয়েছে কোথায় এতটুকু জানা সম্ভব হয়েছে।'

'সূত্রের শেষ হয়েছে ওয়ালেনবার্গ এস্টেটে?' লিসা আন্দাজ করল।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন পলা।

'আর বস্তুর নাম?' উত্তরটা ক্রো জানে, তবুও জানতে চাইল। 'ওটার নাম কী জেরাম-৫২৫?'

ক্রো'র দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন পলা। ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'আপনি জানলেন কীভাবে?'

'বেল-এর জ্বালানি,' লিসা বিড়বিড় করল।

পেইন্টার বুঝতে পারল, সময় হয়ে গেছে। ড. পলা কেইনের সাথে আসল হিসেব নিকেশ শুরু করতে হবে।

'আপনার সাথে একজনের দেখা করা দরকার।'

●●●●

অ্যানা বেশ উদ্বেগের সাথে বললেন, 'তাহলে জেরাম-৫২৫ তৈরির ফর্মুলা এখনও ধ্বংস হয়নি? *Unglaublich!*'

ওরা আবার রিচার্ডস বে এয়ারপোর্টে ফিরে এসেছে। ইসুজু ট্রুপারের ট্রাকে অস্ত্র আর ইকুইপমেন্ট তোলা হচ্ছে এয়ারপোর্টের হ্যাঙ্গারে।

পলা, অ্যানা আর পেইন্টার যখন আলোচনা করছে এই ফাঁকে মেডিক্যাল কিটের ভেতরে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে লিসা। গানথার লিসার পাশেই রয়েছে। নিজের বোনের দিকে তাকিয়ে দুশ্চিন্তায় ভ্রু কুঁচকে রেখেছে বেচারা। লিসার দেয়া ওষুধ খাওয়ার পর অ্যানা এখন আগের চেয়ে খানিকটা সুস্থ।

কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ?

'আপনার দাদা যখন বেল নিয়ে উত্তরে পালিয়ে গিয়েছিলেন,' অ্যানাকে ব্যাখ্যা করল ক্রো, 'ঠিক সেসময় জেরামের গোপন ফর্মুলা নিশ্চয়ই দক্ষিণে যাত্রা করেছিল। একই পরীক্ষার দুটো অংশ ভিন্ন দুই দিকে চলে গিয়েছিল তখন। তারপর কোনো এক সময় ওয়ালেনবার্গদের কানে আসে বেল এখনও টিকে আছে। হিমল্যারের অধীনে থাকা বিশেষ গ্রুপটির অর্থের যোগানদাতা ছিলেন ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গ। তিনি নিশ্চয়ই *GranitschloB* সম্পর্কে জানতেন।

সায় দিলেন পলা। 'হিমালয়ে অভিযানের সময় এই গ্রুপটি-ই ছিল হিমল্যারের সাথে।'

'বেল সম্পর্কে জানার পর *GranitschloB*-এ গুপ্তচর ঢুকিয়ে দেয়া ব্যালড্রিকের জন্য কঠিন কিছু ছিল না।'

অ্যানার চেহারা ফ্যাঁকাসে হয়ে গেল। 'পুরোটা সময় ধরে কুত্তার বাচ্চাটা আমাদেরকে ব্যবহার করেছে!'

মাথা নাড়ল পেইন্টার। হ্যাঙ্গারে ফেরার পথে লিসা ও পলাকে পুরো বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছে ও। সবকিছুর পেছনে কলকাঠি নেড়েছেন ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গ। মেধার কোনো অপচয় তিনি করেননি। *GranitschloB*-এর বিজ্ঞানীদেরকে বেল নিয়ে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন, আর ওদিকে নিজের গুপ্তচর দিয়ে ওখানকার যাবতীয় তথ্য পাচার করিয়েছেন আফ্রিকায়।

'তারপর ব্যালড্রিক নিশ্চয়ই নিজেই একটা বেল তৈরি করে ফেলেছেন,' বলল ক্রো। 'গোপনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে উৎপাদন করেছেন নিজস্ব *Sonnekonige*, আপনার বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবিত উন্নত কলা-কৌশল তাদের ওপর প্রয়োগ করে আরও নিখুঁত করেছেন। সবমিলিয়ে নিখুঁত ছক। জেরাম-৫২৫-এর বিকল্প কোনো উৎস না থাকলে *GranitschloB* অচল। পুরো বিষয়টা ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গের দয়ার ওপর ছিল। যে-কোনো সময় তিনি আপনাদের প্রজেক্ট বন্ধ করে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন।'

'শুধু রাখেন না, সেটা কাজে করিয়েও দেখিয়েছেন!' অ্যানার কণ্ঠে যেন আগুন ঝরল।

'কিন্তু কেন?' জানতে চাইলেন পলা। 'দূর থেকে কল-কাঠি নেড়ে যদি সব ঠিকঠাকভাবে চলছিল তখন এসবের কী দরকার ছিল?'

শ্রাগ করল ক্রো। 'হয়তো অ্যানার গ্রুপ আর্য জাতিদের ব্যাপারে নাৎসিদের থাকা মূলমন্ত্র থেকে অনেক বেশি দূরে সরে যাচ্ছিল।'

হাতের তালু দিয়ে কপাল চেপে ধরলেন অ্যানা। 'কিছু বিজ্ঞানীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল... বাইরের পৃথিবীর মূলধারায় যোগ দিতে চাচ্ছিল তারা... আমাদের রিসার্চ শেয়ার করতে চাচ্ছিল ওখানে গিয়ে।'

'কিন্তু আমার মনে হয় কারণটা এত ছোট নয়,' বলল ক্রো। 'বড় কোনো কারণ ছিল। অনেক বড় কিছু। যার কারণে *GranitschloB*-কে থামানোর প্রয়োজন হয়েছিল।'

'আমার মনে হয় আপনার ধারণা হয়তো সত্য।' পলা বললেন। 'গত চার মাস যাবত এসেস্টের কর্মতৎপরতা বেড়ে গেছে। কিছু একটা হয়েছে ভেতরে।'

'নিশ্চয়ই নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে ওরা,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন অ্যানা।

অবশেষে গানথার এবার মুখ খুলল, কর্কশ কণ্ঠে বলল, '*Genug!*' হতাশায় ইংরেজি বলতে ভুলে গেছে। নিজেকে সামলে বলল, 'হারামজাদাটার কাছে বেল আছে... জেরামও আছে... আমরা ওটা খুঁজে বের করব। ওটা ব্যবহার করব আমরা।' বোনের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল ও। 'অনেক কথা হয়েছে!'

গানথারের কথার সাথে মন থেকে একমত হলো লিসা। বিশালদেহির পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'এস্টেটের ভেতরে ঢোকার পথ বের করতে হবে আমাদের।' তারপর নিজেই যোগ করল, 'অবশ্য ভেতরে ঢুকতে একদল সেনাবাহিনী লাগবে।'

পলার দিকে ঘুরল ক্রো। 'আমরা কী সাউথ আফ্রিকা সরকারের কাছ থেকে কোনো সাহায্য আশা করতে পারি?'

পলা মাথা নাড়লেন। 'বিন্দু পরিমাণও নয়। ওয়ালেনবার্গদের হাত অনেক বড়। ভেতরে ঢোকার জন্য আমাদেরকে আরও কৌশলী পথ অবলম্বন করতে হবে।'

'স্যাটেলাইট ফটোগুলো দিয়ে খুব একটা সুবিধে হচ্ছে না,' বলল ক্রো।

'তাহলে আমরা একটু নিচে নামি,' ইসুজু ট্রুপারের দিকে ওদেরকে এগিয়ে নিতে নিতে বললেন পলা। 'ইতোমধ্যে একজনকে আমি মাঠে নামিয়ে দিয়েছি।'

সকাল ৬টা ২৮ মিনিট।

পেটের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে আছে খামিশি। সবেমাত্র ভোর হয়েছে, বনের গাঢ় ছায়ার ভেতর দিয়ে মাটিতে পৌঁছুচ্ছে সূর্যের নরম আলো। সৈনিকদের পোশাক পরে আছে ও। দুইনলা রাইফেল আছে ওর সাথে। পিঠে রয়েছে .৪৬৫ নিট্রো হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ড রয়্যাল। আর হাতে আছে জুলুদের ঐতিহ্যবাহী খাটো বল্লম, একটা অ্যাসেগাই।

দু'জন জুলু রয়েছের ওর পেছনে। তাউ এবং নজঙ্গো। খামিশিকে যে জুলু বৃদ্ধ বাঁচিয়েছিল তাউ হচ্ছে তাঁর নাতি। আর নজঙ্গো হলো তাউ'র খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খাটো, লম্বা বল্লম ছাড়া ওদের হাতে গুলি করার অস্ত্রও আছে। ঐতিহ্য মেনে পরনে পশুর চামড়া আর গায়ে এটা সেটা এঁকে রেখেছে ওরা। ভোঁদরের চামড়া দিয়ে বানিয়েছে মাথার বন্ধনী। খাঁটি জুলু বলে কথা।

সারারাত ওরা জঙ্গলের ভেতরে কাটিয়েছে। গার্ডদের চোখ এড়িয়ে কীভাবে জঙ্গল মাড়িয়ে মূল ভবনে ঢোকা যাবে সেটা নিয়ে ম্যাপ করছে ওরা। বড় বড় গাছের নিচে থাকা ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে গর্ত করে রাস্তা তৈরি করেছে ওরা তিনজন। এরফলে ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে সুবিধে হবে। কাজটা করার সময় বিভিন্ন জায়গায় থেমেছিল খামিশি। বিভিন্ন ছোটখাটো সংশোধন, ছদ্মবেশ তৈরি এবং চমকে দেয়ার মতো কিছু ব্যবস্থা রেখেছে।

কাজ সেরে তিন মাস্কেটিয়ার এস্টেট থেকে বের হওয়ার জন্য এগোচ্ছে ওরা। এমন সময় রক্তহিম করা আর্তনাদ কানে এলো।

হুউউ ইইই ওওওও!

আর্তনাদের শেষটা হলো গর্জনের মাধ্যমে।

বরফের মতো জমে গেল খামিশি। ওর শরীরের হাড় পর্যন্ত এই গর্জন চেনে।

উকুফা।

পলা কেইন ঠিকই বলেছিলেন। তাঁর ধারণা এই দানব ওয়ালেনবার্গ এস্টেট থেকে এসেছে। হয় এটা পালিয়ে বের হয়েছে নয়তো খামিশি আর মারসিয়াকে আক্রমণ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যেটাই হোক না কেন, ওগুলো এখন মুক্ত। শিকার করে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু কাজটা করল কে?

বাঁ দিকে একটু দূর থেকে এসেছে গর্জনটা।

ওটা এখন ওদেরকে শিকার করার জন্য বের হয়নি। খুব দক্ষ শিকারী ওগুলো। নিজেদের অস্তিত্ব এত তাড়াতাড়ি জানান দিতে যাওয়ার কথা নয়। অন্য কিছু একটা ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রক্ততৃষ্ণা জাগিয়েছে ওদের।

তারপর জার্মান ভাষায় চিৎকার শুনতে পেল খামিশি, ফুঁপিয়ে উঠে কেউ সাহায্য চাইছে।

কাছ থেকে এসেছে শব্দটা।

উকুফা'র গর্জন হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ হলো। কিন্তু খামিশির হাড়ের কাঁপুনি এখনও থামেনি। দ্রুত এখান থেকে পালিয়ে যেতে চাইল ও। মানুষের আদিম স্বভাব। ভয় পেলে পালানো।

ওর পেছনে থাকা তাউ-ও জুলু ভাষায় বিড়বিড় করে একই ইচ্ছে জানালো।

যেদিক থেকে কান্নার আওয়াজ এসেছে সেদিকে ঘুরল খামিশি। দানবের কাছে মারসিয়াকে হারিয়েছে, ওর এখনও মনে আছে ভয়ের চোটে জলধারায় গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু এবার আর ও-কাজ করবে না।

জঙ্গলে ঘুরে তৈরি করা ম্যাপটা তাউ'র হাতে দিল ও। 'ক্যাম্পে ফিরে যাও। ড. কেইন'কে এটা দেবে।'

'খামিশি... ভাইয়া... না, যেয়ো না। চলে এসো।' ভয়ে তাউ'র চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। ওর দাদা নিশ্চয়ই উকুফা'র গল্প শুনিয়েছে ওকে। গালগল্প এখন জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। তাউ আর ওর বন্ধুকে বাহবা দিতেই হবে। খামিশি'র সাথে এস্টেটের ভেতরে অন্য কেউ ঢুকতে রাজি হতো না। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস খুব কঠিন জিনিস।

তবে এখন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে তাউ'র আর এখানে থাকার কোনো ইচ্ছে নেই।

এজন্য খামিশি অবশ্য ওদেরকে দোষও দিতে পারে না। মারসিয়া'র ক্ষেত্রে সে নিজে কীরকম ভয় পেয়েছিল! নিজের দায়িত্ব ভুলে ডাক্তারকে মরতে দিয়ে কাপুরুষের মতো পালিয়েছিল ও।

'যাও,' নির্দেশ দিলো খামিশি। সামনে নদী আছে। ওটার ওপর দিয়ে এস্টেটের বেড়া দেয়া। ওদিকে নির্দেশ করল ও। ম্যাপটাকে বাইরে পৌঁছুতে হবে।

তাউ ও নজঙ্গো এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করল। অবশেষে মাথা নাড়ল তাউ। দুই বন্ধু নিচু হয়ে এগিয়ে চলল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। ওরা এত সতর্কভাবে এগোচ্ছে যে খামিশি ওদের কোনো শব্দ পর্যন্ত শুনতে পেল না।

পুরো জঙ্গল জুড়ে এখন অস্বস্তিকর নীরবতা। একদম সুনসান। নীরবতার গভীরতা যেন ঠিক এই জঙ্গলের মতো। দানবের গর্জন আর মানুষের কান্নার আওয়াজ এসেছিল বাঁ দিক থেকে। খামিশি সে-দিকে পা বাড়াল।

ঠিক এক মিনিটের মাথায় নেকড়ের গর্জনের মতো আওয়াজে কেঁপে উঠল পুরো জঙ্গল। গর্জন শেষ হতে এক ঝাঁক পাখির ডানা ঝাঁপটানোর আওয়াজ শোনা গেল। খামিশি দাঁড়িয়ে পড়েছে। রহস্যময় কিন্তু পরিচিত কিছু একটা ওর দাঁড়িয়ে পড়ার জন্য দায়ী।

কিন্তু সেটা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবার আগেই ফোঁপানোর আওয়াজ ওর দৃষ্টিআকর্ষণ করল।

ঠিক সামনে থেকে এসেছে আওয়াজটা।

দুইনলা রাইফেল ব্যবহার করে সামনে থাকা পাতার বাধা দূর করার চেষ্টা করল খামিশি। গুলির ফলে সামনে যতটুকু দৃষ্টি গেল তাতে ও দেখল... একটা গাছ শুয়ে আছে। খুব সম্প্রতি ঘটেছে বিষয়টা। গাছ পড়ে যাওয়ার কারণে জঙ্গলের এই অংশের ডালপালার সামিয়ানার একটি অংশে ফাঁক তৈরি হয়েছে। সূর্যের আলো আসছে সেই ফাঁক দিয়ে। মজার ব্যাপার হলো, সীমিত অংশ দিয়ে সূর্যের আলো আসায় জঙ্গলের অন্যান্য অংশ দেখতে আরও বেশি ভোগান্তি হচ্ছে। ছায়া পড়ে আরও বেশি অন্ধকার হয়ে গেছে সব।

কিছু একটার নড়াচড়া খামিশির চোখে পড়ল। একজন তরুণ... কৈশোর পেরিয়ে সবে তরুণ হয়েছে... একটা গাছের নিচু অংশে রয়েছে সে। আরেকটা ডালে পৌঁছে আরও উঁচুতে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছে বেচারা, কিন্তু পারছে না। কারণ, ডান হাত দিয়ে শক্ত করে কিছু আঁকড়ে ধরতে পারছে না সে। এতদূর থেকেও খামিশি দেখতে পেল, ছেলেটার হাতা রক্তে ভিজে আছে।

তারপর হঠাৎ ছেলেটা নিজের পা গুঁটিয়ে নিলো, গাছের গুঁড়ি ধরে লুকোনোর চেষ্টা করল।

পরমুহূর্তেই হঠাৎ করে তার এরকম ভয় পাওয়ার কারণটা বোঝা গেল।

দৃশপটে দানবটির আগমন দেখে বরফের মতো জমে গেল খামিশি। ঠিক সেই গাছের নিচেই এসেছে ওটা। আকারে বিশাল, কিন্তু কোনো আওয়াজ না করে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে এসেছে। একটি পূর্ণ-বয়স্ক পুরুষ সিংহের চেয়েও আকারে বড় এটা। কিন্তু এটা সিংহ নয়। এর মোটা লোমগুলো সাদা রঙের, চোখগুলো অতিমাত্রায় লাল, জ্বলজ্বল করছে। কান দুটো বাদুড়ের মতো চওড়া। কাঁধের উঁচু অংশ থেকে এর পিঠ ঢালু হয়ে শরীরের শেষ অংশ পর্যন্ত চলে গেছে। পেশিবহুল গ্রীবার ওপর রয়েছে একটা বড়সড় মাথা। কান দুটো বাদুড়ের মতো চওড়া। দানবটা গাছের দিকে তাকিয়ে আছে।

মাথা উঁচু করে ওপরের গন্ধ শুঁকছে, রক্তের গন্ধ।

ঠোঁট উল্টে রাখায় ওটার ভয়ঙ্কর দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে।

আরেকবার গর্জন করে গাছে উঠতে শুরু করল দানবটা।
খামিশি জানে নিজে কী দেখছে।
উকুফা।
মৃত্যু।
বিকটদর্শন এই দানবের আসল নামটাও জানা আছে ওর।

সকাল ৬টা ৩০ মিনিট।

'প্রজাতির নাম—ক্রোকুটা ক্রোকুটা' এলসিডি মনিটরের দিকে এগোতে এগোতে বললেন ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গ। ফিওনা'র খাঁচার ভিডিওর ওপরে দানবটির ভিডিও ফুটেজ দেখা যাচ্ছে মনিটরে। ব্যালড্রিক লক্ষ করেছেন, গ্রে দানবটিকে হাঁ করে দেখছে।

বিশাল ভাল্লুকের মতো বড় সাইজের দানবটিকে পর্যবেক্ষণ করছে গ্রে। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। মুখ হাঁ করে গর্জন করছে। ওটার মাঢ়ি সাদা, তীক্ষ্ণ দাঁতগুলোর রঙ হলুদ। প্রায় ৩শ' পাউন্ড ওজন হবে দানবটির। কোনো হরিণ জাতীয় প্রাণীর দেহাবশেষের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওটা।

'এটা হচ্ছে হায়না,' বললেন ব্যালড্রিক। 'অফ্রিকার দ্বিতীয় বৃহৎ মাংসাশী প্রাণী। বড়সড় বুনো ষাঁড়কে একাই কাবু করার ক্ষমতা রাখে।'

ভ্রু কুঁচকালো গ্রে। মনিটরে থাকা দানবটি কোনো সাধারণ হায়না নয়। সাধারণ হায়নার চেয়ে এর আকার প্রায় ৩ থেকে ৪ গুণ বড়। লোমগুলোও অনেক বেশি ফ্যাকাসে। আকারে বিশাল ও গায়ের রঙ সাদাটে; দুটোর সম্মিলিত রূপান্তর। দানবীয় মিউটেশন।

'কী করেছেন এটা?' কণ্ঠে থাকা বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না গ্রে। এর পেছনে অবশ্য আরও কারণ আছে। ও চায় ব্যালড্রিক আরও কথা বলুক, তাহলে হাতে বাড়তি সময় পাওয়া যাবে। গ্রে একবার মন্‌কের দিকে তাকিয়ে দু'জন একসাথে বৃদ্ধের দিকে মনোযোগ দিল।

'আমরা প্রাণীটিকে আরও উন্নত ও শক্তিশালী করেছি।' নাতির দিকে তাকিয়ে বললেন ব্যালড্রিক। ইসাক বিরসমুখে ওদের কথাবার্তা শুনছে। 'ঠিক না, ইসাক?'

'জ্বী, *grootvader.*'

'ইউরোপের প্রাগৈতিহাসিক গুহার ছবিতে আজকের দিনের হায়নাদের পূর্বপুরুষদের দেখা গেছে। অতীতে বিশালাকার হায়না ছিল। আমরা এই ক্রোকুটা প্রজাতিকে তাদের সোনালি দিন ফিরিয়ে দেয়ার রাস্তা বের করেছি।' ব্ল্যাক অর্কিড চাষ করার ব্যাপারে ব্যালড্রিক যেরকম আবেগহীনভাবে কথা বলছিলেন এখনও তিনি ঠিক সেভাবেই কথা বলছেন। 'প্রজাতির আকার উন্নতির পাশাপাশি আমরা এদের মস্তিষ্কে হিউম্যান স্টিম সেল যোগ করেছি। দারুণ ফলাফল পাওয়া গেছে।'

গ্রে পড়েছিল এইরকম পরীক্ষা ইঁদুরের ওপর চালানো হয়েছে। স্যাটফোর্ডের বিজ্ঞানীরা এমন এক ধরনের ইঁদুর উৎপাদন করেছিলেন যাদের মস্তিষ্কের এক শতাংশ মানুষের মতো। কিন্তু এখানে হচ্ছেটা কী?

৫টি প্রাচীন বর্ণমালা আঁকা ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে এগোলেন ব্যালড্রিক। হাতের লাঠি দিয়ে বোর্ডে টোকা দিয়ে বললেন, 'আমাদের এক ঝাঁক *Cray XT3* সুপারকম্পিউটার হিউগো'র কোডের ওপর কাজ করে যাচ্ছে। কোড ব্রেক করতে পারলেই আমরা এই একই কাজ মানুষের সাথেও করতে পারব। মানবজাতির নতুন বিবর্তন ঘটাব আমরা। আফ্রিকা থেকে মানবজাতির নতুন যাত্রা শুরু হবে। যেখানে বিভিন্ন জাত, সাদা-কালো এসবের কোনো ভেদাভেদ, মি ং কিচ্ছু থাকবে না। একদম খাঁটি মানবজাতির যাত্রা শুরু হবে, বাকি সব বাদ। আমাদের কলুষিত জেনেটিক কোডকে পরিশুদ্ধ করলেই সেটা সম্ভব।'

এ যেন নাৎসি দর্শনের প্রতিধ্বনি শুনল গ্রে। এই বুড়ো পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর তাকানোর মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। আর মনিটরের পর্দায় তাঁর কাজের দানবীয় প্রমাণও দেখা যাচ্ছে।

ইসাকের দিকে তাকাল গ্রে। ইসাক একটা বোতাম চাপতেই মনিটর থেকে হায়নার ভিডিও গায়েব হয়ে গেল। হঠাৎ গ্রে চমকে উঠল... হায়না দানবীয়করণ, ইসাক আর তার যমজ বোন, ক্যাসলের সাদা-চামড়ার আততায়ী... ব্যালড্রিক শুধু হায়না আর অর্কিড নিয়ে পরীক্ষা করেই ক্ষান্ত দেননি।

'এবার আমরা পেইন্টার ক্রো'র ব্যাপারে আসি,' বললেন বৃদ্ধ। মনিটর দেখিয়ে বললেন, 'এখন তো বুঝতে পারছেন আপনি যদি ঠিকভাবে জবাব না দেন তাহলে সেই মেয়েটির জন্য কী অপেক্ষা করছে। অতএব, আর কোনো চাল দেয়ার চেষ্টা করবেন না।'

মনিটরের দিকে তাকাল গ্রে। মেয়েটা খাঁচার ভেতরে রয়েছে। ফিওনার কিছু হতে দেবে না ও। আর কিছু হোক বা না হোক, মেয়েটাকে আরও কিছু সময় ওকে দিতেই হবে। কোপেনহ্যাগেনে ওর আনাড়ি তদন্তের জন্য মেয়েটা আজ এসবের মধ্যে জড়িয়ে গেছে। ফিওনার জন্য দায়ী গ্রে। মেয়েটার দেখাশোনা করা ওর দায়িত্ব। আর সবচেয়ে বড় কথা, মেয়েটাকে ওর ভাল লেগেছে, ফিওনাকে ও সম্মান করে, যদিও মেয়েটা ওকে অনেক জ্বালিয়েছে। গ্রে জানে এখন ওকে কী করতে হবে।

ব্যালড্রিকের দিকে ফিরল ও।

'কী জানতে চান?'

'প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পেইন্টার ক্রো আপনার চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ। সেটা ইতোমধ্যে তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। আমাদের অ্যামবুশ থেকে পালিয়ে রীতিমতো গায়েব হয়ে গেছেন তিনি। এখন আপনার কাজ হলো তাকে খুঁজে বের করার জন্য আমাদেরকে সাহায্য করা।'

'কীভাবে?'

'সিগমা কমান্ডের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের একটা বিশেষ সংযোগ আছে, ওটা দিয়ে কথা বললে কেউ লাইন ট্রেস (সনাক্ত) করতে পারবে না। আপনি সিগমা'র সাথে যোগাযোগ করে শুনবেন তারা প্রজেক্ট **ব্ল্যাক সান** সম্পর্কে কতটুকু জানে এবং এটাও জেনে নেবেন পেইন্টার ক্রো এখন কোথায় লুকিয়ে আছেন। আর যদি কোনোরকম চালাকির চেষ্টা করেন তাহলে...' মনিটর দেখালেন ব্যালড্রিক।

এবার গ্রে বুঝতে পারল ওকে কী কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলা হচ্ছে। এরা ওকে চালাকি করার কোনো সুযোগই রাখছে না। হয় ফিওনাকে বাঁচাও নয়তো সিগমা'র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো?

সিদ্ধান্ত নিতে যাবে এমন সময় ওর দাবি অনুযায়ী একটা জিনিস নিয়ে ফিরল গার্ড।

'আমার হাত!' হাঁক ছাড়ল মন্‌ক। গার্ড ওর কৃত্রিম হাত নিয়ে এসেছে। মন্‌কের পঙ্গু হাতের কনুই এখনও পিঠের সাথে বাঁধা।

'ওটা ইসাকের কাছে দাও।' গার্ডকে নির্দেশ দিলেন ব্যালড্রিক।

ইসাক ডাচ ভাষায় বলল, 'ল্যাব থেকে কী বলেছে? এতে কোনো লুকোনো অস্ত্র নেই তো?'

মাথা নাড়ল গার্ড। 'না, স্যার, নেই। অল ক্লিয়ার।'

তারপরও ইসাক নিজ হাতে কৃত্রিম হাতটা পরীক্ষা করে দেখল। ডারপা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অভিনব আবিষ্কার এটা। শরীরের স্নায়ুগুলোর সাথে সরাসরি সংযোগ দিয়ে এই হাত ব্যবহার করা যায়। এর কব্জিটা টাইটেনিয়ামের তৈরি। উন্নত কারিগরি কৌশল ব্যবহার করার ফলে এর নড়াচড়া খুবই সাবলীল এবং সংবেদনশীল ইনপুট নিতে সক্ষম।

গ্রে'র দিকে তাকাল মন্‌ক।

গ্রে খেয়াল করে দেখল মন্‌কের আঙুলগুলো ডান হাতের কব্জিতে থাকা স্ট্যাম্পের ওপর কোড লিখে ফেলেছে।

মাথা নেড়ে মন্‌কের কাছে গেল গ্রে।

ডারপা'র নির্মিত এই কৃত্রিম হাতে আরেকটি সুবিধা আছে।

এটা ওয়্যারলেস। অর্থাৎ, তারবিহীন/বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কাজ করতে সক্ষম।

মন্‌ক আর ওর কৃত্রিম হাতের মধ্যে রেডিও সিগন্যাল আদান-প্রদান হয়ে গেছে। যার ফল স্বরূপ কৃত্রিম হাতটি ইসাকের হাতে থাকা অবস্থাতেই সক্রিয় হয়ে উঠল!

ঘুষি দেয়ার মতো করে মুষ্টিবদ্ধ করেছে ওটা।

তবে শুধু মধ্যমা আঙুল খোলা রেখেছে।

'মর শালা,' বিড়বিড় করল মন্‌ক।

মন্‌কের কনুই ধরে জোড়া দরজার উদ্দেশ্যে গ্রে সুইংডোরের দিকে এগোল। ওটা দিয়ে মূল ভবনে যাওয়া যাবে।

বিস্ফোরণটা খুব বেশি বড় নয়... একটা উচ্চস্বরে ফাটা ফ্ল্যাশ গ্রেনেডের চেয়ে বেশি হবে না। হাতের বাইরের দিকের কব্জির অংশ থেকে বিস্ফোরণটা ঘটেছে। তবে সেটা জানা না থাকলে বোঝা অসম্ভব। বিস্ফোরণের ফলে গার্ডদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটানো গেছে। চমকে উঠে হাঁক-ডাক ছাড়ছে তারা। জোড়া দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল মন্‌ক ও গ্রে। প্রথম মোড় ধরে এগোলো ওরা। এখন পেছন থেকে ওদেরকে সরাসরি দেখা সম্ভব নয়। কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে ধুপধাপ করে দৌড়াচ্ছে দু'জন।

ঘটনা ঘটতে না ঘটতেই অ্যালার্ম বেজে উঠল, সুর শুনেই বোঝা যাচ্ছে জরুরি তলব করা হচ্ছে ওটা দিয়ে।

পালাতে হবে ওদের, যত দ্রুত সম্ভব।

গ্রে খেয়াল করে দেখল একটি চওড়া সিঁড়ি ওপর দিকে উঠে গেছে। মনক্‌কে সাথে নিয়ে ওদিকে চলল ও।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' মন্‌ক জানতে চাইল।

'উপরে... উপরে...' সিঁড়িতে একসাথে দুইধাপ করে ডিঙাতে ডিঙাতে বলল গ্রে। সিকিউরিটির লোকজন আশা করবে ওরা ধারে কাছে থাকা কোনো দরজা কিংবা জানলার দিকে যাবে। তাদেরকে ধোঁকা দিতেই গ্রে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। পালানোর বিকল্প রাস্তা জানা আছে ওর। এই ভবনের নকশা ওর মাথায় রাখা আছে। এখানে আসার সময় এস্টেটটাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিয়েছিল গ্রে। সেই পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে সে এখন দিক ও দূরত্ব মেপে এগোচ্ছে।

'এদিকে এসো।' মন্ককে নিয়ে অন্য করিডোরে চলে এসেছে গ্রে। এটা ছয় তলা। অ্যালার্ম বাজছে সব জায়গায়।

'এবার কোথায়...?' মন্ক আবার কথা শুরু করতে যাচ্ছিল।

'উপরে,' করিডোরের শেষ প্রান্ত দেখিয়ে বলল গ্রে। ওখানে একটা দরজা রয়েছে। 'একটা রাস্তা আছে ওপাশে। সামিয়ানার ভেতর দিয়ে গেছে ওটা।'

কিন্তু কাজটা অত সহজে করা সম্ভব হবে না।

উপর থেকে ধাতব পাত নেমে এসে ওই দিকের পথ বন্ধ করে দিচ্ছে এখন, মনে হলো ওদের পরিকল্পনার কথা কেউ শুনে ফেলেছে। স্বয়ংক্রিয় লকডাউন সিস্টেম।

'তাড়াতাড়ি!' গ্রে তাগাদা দিলো।

ধাতব শাটার খুব দ্রুত নেমে আসছে। চারভাগের তিনভাগ বন্ধ হয়ে গেছে ইতোমধ্যে।

মন্ককে পেছনে রেখে গ্রে দৌড়ের গতি বাড়াল। ছুটতে ছুটতে একটা চেয়ার নিয়ে সেটা ছুড়ে দিল ও। মসৃণ মেঝের ওপর দিয়ে ছুটে গেল ওটা। চেয়ারের পেছন পেছন গ্রে-ও ছুটল। ধাতব শাটারের গতিপথে বাধা হয়ে দাঁড়াল কাঠের চেয়ার। নিচে নামতে পারছে না। দরজার ওখানে একটা লালবাতি জ্বলে উঠল। ত্রুটির ইঙ্গিত। গ্রে নিশ্চিত এরকম একটা সতর্কীকরণ বাতি ভবনের মূল সিকিউরিটি জোনেও জ্বলে উঠেছে।

শাটারের কাছে পৌঁছুতেই কাঠের চেয়ারের পায়া ধাতব চাপের কাছে হার মেনে ভেঙ্গে যেতে শুরু করল...!

মন্ক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে, ওর হাত দুটো এখনও পিঠমোড়া করে বাঁধা। গ্রে শাটারের ওপরে থাকা দরজা খোলার জন্য নব ঘুরাল।

লকড।

খুলছে না।

'ধুর!'

কাঠের চেয়ারের আরও কিছু অংশ ভেঙে গেল এবার। ওদের পেছন থেকে এক ঝাঁক বুটের এগিয়ে আসার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উঠে আসছে বুটগুলো। হাঁক ছেড়ে নির্দেশ দিচ্ছে কেউ কেউ।

ঘুরল গ্রে। 'আমাকে ধরো!' মন্ককে বলল ও। নবে কাজ হয়নি, লাথি মারতে হবে। মন্কের কাঁধের ওপর ঝুঁকে সুবিধামতো জায়গা করে নিয়ে গ্রে দরজায় কষে লাথি হাঁকার জন্য প্রস্তুত এমন সময় দরজা সুন্দর করে খুলে গেল। খাকি পোশাক পরিহিত একজোড়া পা দেখা যাচ্ছে ওপাশে। উপরে থাকা কোনো গার্ড নিশ্চয়ই শাটারের ত্রুটি দেখতে পেয়ে তদন্ত করতে এসেছে।

লোকটার পায়ের হাড়ের সংযোগস্থল বরাবর লক্ষ্য করে লাথি মারল গ্রে।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই লোকটার নিচ থেকে তার পা সরে গেল। শাটারের সাথে মাথা ঠুকে গিয়ে কাঠের তক্তার ওপর আছড়ে পড়ল গার্ড। শাটারের নিচ দিয়ে বের হয়ে গ্রে পা দিয়ে লোকটাকে উল্টে দিল। গার্ড একটা লাথি খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে।

গ্রে'র পথ অনুসরণ করল মনক, তবে শাটারের নিচ দিয়ে বের হওয়ার আগে লাথি দিয়ে চেয়ারটাকে সরিয়ে দিতে ভুলল না। বাধামুক্ত হয়েই শাটার আপনগতিতে নিচে নামতে শুরু করল। বন্ধ হয়ে গেল পথ।

গার্ডের কাছে থাকা অস্ত্রগুলো গ্রে এক এক করে নিয়ে নিল। ছুরি দিয়ে মনকের হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে *HK Mark 23* সেমি অটোমেটিক পিস্তল ধরিয়ে দিল মনকের হাতে। নিজের কাছে রাইফেল রাখল। সামিয়ানা ব্রিজের ওপর দিয়ে এগিয়ে প্রথম সংযোগস্থলে থামল ওরা। ব্রিজ জঙ্গলের কাছে পৌঁছুতেই রাস্তা দু'দিকে চলে গেছে। দু'জন দু'দিকে তাকাল। যতদূর চোখ যায় *অল ক্লিয়ার*। বিশেষ কিছু নেই।

'আমাদের আলাদা হয়ে যেতে হবে,' বলল গ্রে। 'নইলে সফল হবার সম্ভাবনা কম। সাহায্য লাগবে আমাদের। একটা ফোন যোগাড় করে লোগানকে ফোন করতে হবে।'

'আর তুমি কী করবে?'

গ্রে জবাব দিল। ওর কাছে জবাব নেই।

'গ্রে... ফিওনা হয়তো এতক্ষণে মারা গেছে।'

'আমরা না জেনে সেটা বলতে পারি না।'

গ্রে'র চেহারার দিকে তাকাল মনক। কম্পিউটার মনিটরে সেই দানবটার ছবি দেখেছে ও। মনক জানে গ্রে'র আর কোনো উপায় নেই।

মাথা নাড়ল ও।

আর কোনো কথা না বলে দু'জন দুটো ভিন্ন দিকে রওনা হয়ে গেল।

সকাল ৬টা ৩৪ মিনিট।

বিপরীত দিকের একটা গাছ বেয়ে উপরে থাকা হাঁটার রাস্তায় উঠে এলো খামিশি। সাবধানে সন্তর্পণে নড়াচড়া করছে।

নিচে, এখনও *উকুফা* গাছটির চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফাঁদে পড়া শিকারকে পাহারা দিচ্ছে ওটা। একটু আগে উচ্চ শব্দে কিছু একটা বিস্ফোরিত হওয়ায় *উকুফা* ভড়কে গেছে। গাছে উঠছিল ওটা ভড়কে গিয়ে পড়ে গেছে গাছ থেকে। সাবধান ও সতর্ক হয়ে গাছের চারদিকে হাঁটছে ওটা। কান খাঁড়া করে রেখেছে। অ্যালার্মের আওয়াজ ভেসে আসছে মূল ভবন থেকে।

এই আকস্মিক হৈচৈ খামিশিকেও দুশ্চিন্তায় ফেলে দিলো।

তাউ আর নজঙ্গো কী ধরা পড়ে গেছে। কেউ দেখে ফেলেছে ওদের?

নাকি এস্টেটের বাইরের মাঠে ওদের ছদ্মবেশী বেজ ক্যাম্প কারও চোখে পড়েছে? জুলু শিকারিদের মতো করে ওরা ওদের ক্যাম্প সাজিয়েছিল। কেউ কী বুঝতে পেরেছে ওটা কোনো সাধারণ জুলু ক্যাম্প নয়?

অ্যালার্ম যে-কারণেই বেজে থাকুক না কেন, শব্দের দানবীয় হায়না... উকুফা... এখন আরও সতর্ক ও সাবধান হয়ে গেছে। ওটার ভড়কে যাওয়ার সুযোগে উপরে থাকা

ব্রিজে উঠে এসেছে খামিশি। ব্রিজের কাঠের তক্তার ওপর গড়িয়ে শুয়ে পড়ল ও, রাইফেলটাকে সামনে আনলো। উদ্বেগ ওকে সতর্ক থাকতে সাহায্য করছে। কীভাবে যেন এখন আর ভয় পাচ্ছে না ও। খামিশি দানবটির আস্তে আস্তে হাঁটার ভঙ্গি, চাপা গর্জন আর একটু আওয়াজ হলেই ভড়কে গিয়ে হাঁক ছাড়া... এসব কিছু লক্ষ করল।

সাধারণ হায়নাদের স্বভাব এগুলো।

আকারে দানবের মতো হলেও এটা পৌরাণিক কিংবা অতিপ্রাকৃত কোনো দানব নয়।

একটু সাহস পেল খামিশি।

খামিশি জলদি ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে ছেলেটার গাছের কাছে এলো। নিজের প্যাক থেকে এক গাছা দড়ি বের করল ও।

ব্রিজের হাঁটার রাস্তার পাশে স্টিলের ক্যাবল দেয়া। খামিশি ক্যাবলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে ছেলেটাকে দেখে নিলো। শিস দিল ও। শব্দ শুনেও ছেলেটার দৃষ্টি নিচের দিক থেকে সরল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সম্বিত ফিরে পেয়ে উপরে তাকাল সে। খামিশিকে দেখতে পেয়েছে।

'আমি তোমাকে এখান থেকে বের করব,' নিচু স্বরে ইংরেজিতে বলল খামিশি। আশা করল, ছেলেটা ওর ভাষা বুঝতে পেরেছে।

তবে ওর কথা শুধু ছেলেটা-ই নয় আরেকজনও শুনতে পেয়েছে।

ব্রিজের দিকে তাকাল *উকুফা*। ওটার টকটকে লাল চোখ দুটো খামিশিকে দেখছে। ব্রিজের ওপর খামিশিকে দেখতে দেখতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল ওটার। খামিশি টের পেল দানবটা কিছু একটা হিসেব করছে। এই দানবটাই কী মারসিয়াকে আক্রমণ করেছিল?

সেটা জানার কোনো প্রয়োজন নেই খামিশি'র। তারচেয়ে বরং ওটার দাঁত বের করা বিদঘুটে হাসিমাখা মুখের ওপর ডাবল ব্যারেল রাইফেলের গুলি গুঁজে দিতে পারলে ভাল হবে। কিন্তু বড় বোরের রাইফেল থেকে অনেক আওয়াজ হয়। এমনিতেই এস্টেটের সবাই এখন সতর্ক অবস্থায় আছে। তার ওপর এখন রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়লে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। তাই খামিশি পায়ের কাছে রাইফেল রেখে দিলো। দুই হাত আর কাঁধকে এখন কাজে লাগাতে হবে।

'এই ছেলে!' বলল খামিশি। 'আমি তোমার দিকে রশি ছুঁড়ে দেব। রশিটাকে তুমি কোমরে জড়িয়ে নিয়ো।' বলতে বলতে ইশারা করেও দেখিয়ে দিলো ও। 'তারপর আমি তোমাকে টেনে তুলব।'

ছেলেটা বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল। ওর চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেছে। কান্না আর ভয়ের কারণে মুখ ফুলে গেছে বেচারার। খামিশি সামনে ঝুঁকে ছেলেটার দিকে রশি ছুঁড়ে দিলো। ঘন পাতায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে রশিটা ছেলের কাছে পৌঁছুতে পারল না। ছেলেটার মাথার ওপরে থাকা একটা ডালে আঁটকে রইল।

'তোমাকে ওপরের ডালে উঠতে হবে!'

ছেলেটাকে আর বাড়তি কোনো তাগাদা দেয়ার প্রয়োজন নেই। এই বিপদ থেকে পালানোর উপায় পেয়ে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল সে। হ্যাঁচড়ে-প্যাঁচড়ে উঠল উপরের ডালে। রশিকে ডাল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের কোমরে জড়িয়ে নিলো। বেশ দক্ষতার সাথে কাজটা করল সে। ভাল।

ব্রিজের একটা স্টিলের ক্যাবলের পোলে রশিটা প্যাঁচিয়ে নিলো খামিশি। 'তোমাকে টেনে তুলতে যাচ্ছি! তোমাকে কিছুক্ষণ ঝুলতে হবে!'

'তাড়াতাড়ি!' খুব তীক্ষ্ণস্বরে ও চিৎকার করে বলল ছেলেটাকে।

খামিশি খেয়াল করল *উকুফা* ছেলেটার এই নতুন অবস্থান খুব ভাল করে দেখছে। মনে হচ্ছে দানবটা হলো বিড়াল আর ছেলেটা হলো ইঁদুর! ইঁদুরের পেছনে বিড়াল লেগেছে! থাবার নখগুলোকে কাজে লাগিয়ে গাছে উঠতে শুরু করল ওটা।

আর কোনো সময় নষ্ট না করে খামিশি রশি টানতে শুরু করল। রশি টানতে গিয়ে টের পেল ছেলেটার ওজন নেহাত কম নয়। একটু টানার পর হাতে রশি রেখে নিচের দিকে তাকাল ও। ছেলেটা পেণ্ডুলামের মতো এদিক-ওদিক দুলছে।

*উকুফা*ও দুলছে। ছেলেটার সাথে সাথে ওটারও দৃষ্টি এদিক-ওদিক সরে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে গাছে উঠছে ওটা। খামিশি বুঝতে পারল, গাছ থেকে লাফ দিয়ে ছেলেটাকে ধরার মতলব করেছে *উকুফা*।

খামিশি দ্রুত রশি টানতে শুরু করল।

'*Wie zijn u?*' হঠাৎ একটা কণ্ঠ ঘেউ করে উঠল খামিশির পেছন থেকে।

চমকে উঠে আর একটু হলে রশিটা খামিশি ছেড়েই দিচ্ছিল! ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ও।

একজন লম্বা নারী ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে, পরনের পোশাক কালো। নারী হলেও তার চোখ দেখে মনে হলো এর ভেতরে কোনো দয়া-মায়া নেই। চুলগুলো সাদা তবে একদম কদমছাঁট দেয়া। ওয়ালেনবার্গ পরিবারের সন্তান। এই সেকশনে হাঁটতে বেরিয়েই হয়তো খামিশিকে দেখে ফেলেছে সে। তার হাতে ইতোমধ্যে একটা ছুরি দেখা যাচ্ছে। খামিশি'র ভয় হলো, হাত থেকে রশিটা যেন ছুটে না যায়।

অবস্থা ভাল নয়।

নিচ থেকে চিৎকার করে উঠল ছেলেটা।

খামিশি ও নারী দু'জনই নিচ দিকে তাকাল।

ছেলেটা প্রথমে যে ডালে ছিল উকুফা এখন সেই ডালে পৌঁছে গেছে। এবার লাফ দেয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে ওটা। খামিশি'র পেছনে থাকা নারী হেসে উঠল। নিচ থেকে দানবটাও কেমন এক আওয়াজ করল। দুটো আওয়াজ প্রায় একই রকম। ছুরি হাতে নিয়ে খামিশি'র পিঠের দিকে এগোচ্ছে কদমছাঁটধারী।

ছেলে ও খামিশি দু'জনই এবার ফাঁদে পড়েছে।

সকাল ৬টা ৩৮ মিনিট।

রাস্তার সংযোগস্থলে এসে হাঁটু গেড়ে বসল গ্রে। ব্রিজের উপরে হাঁটার রাস্তা তিনভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বাম পাশের রাস্তা ফিরে গেছে মূল ভবনে। মাঝেরটা জঙ্গলের কোল ঘেঁষে এগিয়েছে বাগানের দিকে। ডান পাশের রাস্তা সোজা চলে গেছে জঙ্গলের গভীরে।

এবার কোনদিকে এগোনো যায়?

গ্রে নিচু হয়ে বসল। এলসিডি মনিটরে জঙ্গলের ভেতরে সূর্যের আলো আর গাছপালার মিশেলে যে ছায়া দেখেছিল সেটার সাথে জঙ্গলের বর্তমান অবস্থার তুলনা

করল ও। ছায়ার দৈর্ঘ্য আর দিক ভাল করে হিসেব করলে ফিওনাকে ঠিক কোথায় আটকে রাখা হয়েছে সেটার হদিস পাওয়া সম্ভব।

অনেক পায়ের চাপে হাঁটার রাস্তা খানিকটা দুলে উঠল।

আরও গার্ড আসছে।

ইতোমধ্যে দুটো দলের সাথে ওর মোকাবেলা হয়ে গেছে।

কাঁধে রাইফেল ঝুঁলিয়ে ব্রিজের কিনারায় চলে গেল গ্রে। নিজের হাত ও ব্রিজের ক্যাবলের সাহায্যে পাশে থাকা গাছের ঘন পাতাঅলা ডালে আশ্রয় নিলো। কিছুক্ষণ পর তিনজন গার্ডকে দেখা গেল, হাঁটার রাস্তা দুলিয়ে এগোচ্ছে ওরা। গাছের সাথে নিজেকে দৃঢ়ভাবে লেপ্টে রাখল গ্রে, পারলে গাছের ভেতরে সেঁধিয়ে যায় এমন অবস্থা!

গার্ডরা চলে যাওয়ার পর গ্রে আবার ব্রিজে উঠল। ওঠার সময় হাতে ধরে থাকা ক্যাবলে এক ধরনের ছন্দময় কাঁপুনি অনুভব করল ও। আরও গার্ড আসছে নাকি?

কাঠের তক্তার ওপর উপুড় হয়ে ক্যাবলে কান পাতল গ্রে। ইন্ডিয়ান ট্র্যাকাররা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। স্পষ্ট ছন্দময় কাঁপুনি শোনা যাচ্ছে, পরিষ্কার আওয়াজ অনেকটা গিটারের ছিঁড়ে যাওয়া তারের মতো। ৩টা দ্রুত টুং-টাং, ৩ টা ধীরে, আবার ৩ টা দ্রুত... এভাবে চলছে।

মোর্স কোড।

S.O.S.

কেউ ক্যাবলের মাধ্যমে সিগন্যাল দিচ্ছে।

নিচু হয়ে অন্য পাশের ক্যাবল ধরে অনুভব করল গ্রে। নাহ, শুধু একটা ক্যাবলই কাঁপছে। সেই ক্যাবল ধরে এগোলে ডান পাশের রাস্তা নিতে হবে। সোজা জঙ্গলের ভেতরে চলে গেছে রাস্তাটা।

তাহলে এটা কী...?

আর কোনো সূত্র না পেয়েও গ্রে ডানদিকের পথ ধরল। রাস্তার একপাশ দিয়ে এগোল ও, চেষ্টা করল ওর হাঁটার ফলে ব্রিজ যাতে না দোলে কিংবা কোনো শব্দ না হয়। পথ ধরে এগোতে এগোতে আরও অনেক পার্শ্বরাস্তা পেল গ্রে। প্রতি রাস্তার সংযোগস্থলে পৌঁছে ক্যাবলের কাঁপুনি পরীক্ষা করে সঠিক পথ নিলো।

গ্রে রাস্তার দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে এগোচ্ছিল, বড় একটা তালপাতার নিচ দিয়ে এগোনোর সময় হঠাৎ খেয়াল করে দেখল ওর কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে একটা গার্ড দাঁড়িয়ে আছে। বাদামি চুল, বয়স ২৫ হবে হয়তো, হিটলারি করার জন্য একদম উপযুক্ত বয়স। ক্যাবলের রেলিঙের ওপর ঝুঁকে একদম গ্রে'র দিকে তাকিয়ে আছে সে। তালপাতা নড়তে দেখে অস্ত্র উঠে এসেছে তার হাতে।

গ্রে'র হাতে নিজের রাইফেল নেয়ার মতো যথেষ্ট সময় নেই। সামনে এগোতে থাকা অবস্থাতেই পাশের ক্যাবলের দিকে ঝাঁপ দিল ও। না, ব্রিজ থেকে লাফিয়ে পড়ার কোনো ইচ্ছেই ওর নেই। কারণ এখান থেকে লাফিয়ে নিচে পড়লেও এত অল্প রেঞ্জে গার্ডের বুলেট লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ হবে না। ক্যাবলের ওপর নিজের শরীরের ওজন চাপিয়ে দিয়ে ঝাঁকি দিল গ্রে।

গার্ড নিজে ক্যাবলের উপর শরীরের ভার দিয়ে থাকায় গ্রে'র দেয়া ঝাঁকিতে দুলে উঠল সে। ঝাঁকিতে এলোমেলো হয়ে গেল অস্ত্রের টার্গেট। দুই বার পা ফেলে গার্ড

আর নিজের মধ্যকার ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলল গ্রে। গার্ডের কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ওর হাতে ছোরা চলে এসেছে।

গার্ডের এই ভারসাম্যহীনতার সুযোগ নিয়ে কণ্ঠনালীতে ছোরা ঢুকিয়ে দিয়ে গ্রে তাকে চিরতরে চুপ করিয়ে দিল। ছোরাটা একদম কণ্ঠের স্বরযন্ত্রে আঘাত হেনেছে। রক্তবাহিত ধমনী দিয়ে রক্ত ছিটকে বেরোল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গার্ডের প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে। গার্ডের শরীর ব্রিজের কাঠের তক্তার ওপর ঢলে পড়ার আগেই ধরে ফেলল গ্রে। খুন করেও গ্রে'র ভেতরে কোনো অনুশোচনাবোধ হলো না। রায়ান'কে খাঁচা থেকে ফেলে দেয়ার সময় গার্ডরা কীভাবে হেসেছিল সেটা মনে পড়ে গেল ওর। এভাবে কতজনকে মেরেছে ওরা? গার্ডের শরীর তুলে নিয়ে ব্রিজের বাইরে ছুঁড়ে দিল গ্রে। ঘন ঝোঁপের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ল গার্ডের লাশ।

নিচু হয়ে কান পাতল গ্রে। গার্ডের এই আছড়ে পড়ার শব্দ কেউ কি শুনে ফেলেছে?

বাম দিক থেকে হঠাৎ করে এক নারী কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল। ইংরেজিতে চিৎকার করছে সে। 'বারে লাথি মারা বন্ধ কর! নইলে কিন্তু তোকে ফেলে দেব!'

কণ্ঠটা গ্রে'র পরিচিত। ইসকি। ইসাকের যমজ বোন।

তারচেয়েও পরিচিত কণ্ঠস্বর ইসকি'র কথার জবাব দিলো। 'দূরে গিয়ে মর, মাগী!'

ফিওনা।

মেয়েটা এখনও বেঁচে আছে।

বিপদের মধ্যেও স্বস্তিতে গ্রে হেসে ফেলল।

ধীরে ধীরে রাস্তার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছুল গ্রে। জঙ্গলের ভেতরে একটা ফাঁকা জায়গায় বৃত্ত রচনা করে রাস্তা শেষ হয়েছে। ব্রিজ থেকে ক্যাবলের সাহায্যে খাঁচাকে ঝুলানো হয়েছে। পা দিয়ে খাঁচার বারে লাথি দিচ্ছে ফিওনা। ৩টা দ্রুত, ৩টা ধীরে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখা যাচ্ছে ওর চেহারায়। এখন নিজের পায়ের নিচে কাঁপুনি অনুভব করতে পারছে গ্রে। ব্রিজ থেকে খাঁচাকে যে ক্যাবলের সাহায্যে ঝোলানো হয়েছে সেই ক্যাবলের মাধ্যমেই কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ছে।

চালু মেয়ে।

মূল ভবনের অ্যালার্ম নিশ্চয়ই মেয়েটা শুনতে পেয়েছিল। হয়তো ধরে নিয়েছিল এভাবে লাথি মেরে গ্রে'কে সিগন্যাল দিলে কাজ হবে। আর যদি তা না হয়... তাহলে এটা স্রেফ ওর পাগলামো। মোর্স কোডের প্যাটার্নটা হয়তো নিতান্তই কাকতালীয়।

ঘড়ির কাঁটার ২, ৩ ও ৯ টায়; অর্থাৎ ভিন্ন তিনটি পজিশনে তিনজন গার্ডকে আবিষ্কার করল গ্রে। ইসকি সাদা-কালো পোশাক পরে ১২টার অবস্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার দুই হাত রেলিঙের ওপর রাখা, দৃষ্টি—নিচের খাঁচায় থাকা ফিওনার ওপর।

'তোর হাঁটুর ভেতরে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিলে তখন এমনিতেই থেমে যাবি,' পাশে থাকা পিস্তলের ওপর হাত রেখে বলল সে।

লাথি মারার মাঝপথে ফিওনা থেমে গেল। কী যেন বলল বিড়বিড় করে। পা চালানো থামিয়ে দিলো বেচারি।

গ্রে পরিস্থিতি হিসেব করতে শুরু করল। ওর কাছে একটা রাইফেল আছে। ওদিকে বিপক্ষে রয়েছে তিনজন গার্ড, প্রত্যেকে সশস্ত্র। এমনকি ইসকি'র কাছেও একটা পিস্তল আছে। পরিস্থিতি সুবিধের নয়।

কোথা থেকে যেন যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

নিজের রেডিও তুলে মুখের কাছে ধরল ইসকি। '*Ja?*'

আধ-মিনিট ধরে ওপাশের বক্তব্য শোনার পর একটা প্রশ্ন করল ও। কিন্তু গ্রে প্রশ্নটা বুঝে উঠতে পারল না। তারপর রেডিও সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

'নতুন নির্দেশ পাওয়া গেছে!' রেডিও নামিয়ে গার্ডদেরকে ডাচ ভাষায় নির্দেশ দিলো সে। 'আমরা মেয়েটাকে এক্ষুনি মেরে ফেলব!'

সকাল ৬টা ৪০ মিনিট।

উত্তেজনার প্রকাশ স্বরূপ গর্জন ছেড়ে ঝুলন্ত ছেলেটার দিকে লাফ দিলো *উকুফা*। ওদিকে খামিশি টের পেল ওর পেছন দিক থেকে মহিলাটি এগিয়ে আসছে। দুই হাতে রশি ধরে থাকায় ওর পক্ষে কোনো অস্ত্র বের করা সম্ভব নয়।

'কে তুমি?' আবার প্রশ্ন করল সে, হাতে উদ্যতভঙ্গিতে ছুরি ধরা আছে।

খামিশি'র পক্ষে একটা কাজই করা সম্ভব ছিল, সেটাই করল ও।

হাঁটু ভাঁজ করে রেলিং ক্যাবলের ওপর দিয়ে লাফ দিলো খামিশি। লাফ দিয়ে নামার সময় হাতের রশিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছিল ও। মাথার উপরে থাকা স্টিলের পোলের ওপর দিয়ে রশি ঘষা খাওয়ার সময় শিস বাজার মতো আওয়াজ শোনা গেল। নিচের দিকে পড়তে পড়তে ছেলেটার দিকে তাকাল খামিশি। ছেলেটা সোজা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে, ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে উঠে বিকট চিৎকার দিয়েছে বেচারা।

উড়ন্ত শিকারের দিকে ঝাঁপ দিলো উকুফা। কিন্তু খামিশি'র হেঁচকা লাফ ছেলেটাকে ব্রিজের রাস্তার ওপর নিয়ে আছড়ে ফেলে দিয়েছে।

এদিকে হাতে রশিতে হঠাৎ করে টান লাগায় খামিশি'র মুঠোর বাঁধন ভেঙ্গে গেল।

ঘাসের ওপর পিঠ দিয়ে পড়ল ও। নিচে ঝুঁকে খামিশি'র দিকে তাকাল মহিলা, তার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

খামিশি'র কাছ থেকে কয়েক মিটার দূরে বড় কিছু একটা আছড়ে পড়েছে।

উঠে বসল খামিশি।

উকুফা-ও উঠে দাঁড়িয়েছে, রাশি রাশি লাল ছিটল ওটার মুখ থেকে, ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করছে।

সামনে থাকা একমাত্র শিকারের দিকে লাল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ওটা।

খামিশি।

ওর হাতে এখন কিছুই নেই। রাইফেলটা ব্রিজের কাঠের তক্তার ওপর রয়ে গেছে। রক্তের নেশা ও রাগে হুঙ্কার ছাড়ল দানবটা। ঝাঁপিয়ে পড়ল খামিশি'র ওপর। ওর গলার রগ ছিঁড়ে নেবে।

শুয়ে পড়ল খামিশি, সাথে থাকা একমাত্র অস্ত্রকে বের করল। জুলু অ্যাসেগাই। ছোট আকৃতির এই বর্শা ওর ঊরুতে বাধা ছিল। উকুফা ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তেই

বর্শার ফলাকে কাজে লাগাল খামিশি। এই অস্ত্র কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা ওর বাবা ওকে শিখিয়েছিলেন। জুলু সম্প্রদায়ের ছেলেরা সবাই এই বর্শা চালাতে জানে। বাবার কাছ থেকে শেখা বিদ্যাকে খামিশি আজ জায়গামতো কাজে লাগাল। বর্শার ফলাটুকু উকুফা'র পাজরের ভেতরে সেঁধিয়ে দিলো ও। এটা আর কোনো রূপকথা নয়, একদম বাস্তবেই উকুফা ঢলে পড়ল খামিশি'র ওপর।

আর্তনাদ ছাড়ল উকুফা। ব্যথা আর যন্ত্রণায় সরে গেল খামিশি'র ওপর থেকে। একটা গড়ান দিয়ে খামিশি উঠে পড়ল, ওর কাছে এখন আর কোনো অস্ত্র নেই। ঘাসের ওপর পড়ে আছে উকুফা, বর্শার ফলা সেঁধিয়ে আছে ওটার পাজরের ভেতর। শেষবারের মতো গর্জন করে শরীর ঝাঁকি দিলো ওটা, তারপর সব শেষ।

মারা গেছে।

রাগে চিৎকার করে উঠল কে যেন, উপরে তাকাল খামিশি।

ব্রিজের উপরে থাকা মহিলাটা খামিশি'র রাইফেল তুলে নিয়ে ওর দিকে তাক করে রেখেছে। ফায়ার করতেই গ্রেনেড ফাটার মতো আওয়াজ হলো। খামিশি'র পায়ের কাছের ঝোঁপে গিয়ে মুখ গুঁজল বুলেট। পিছু হটল খামিশি। ওর সাথে তাল মিলিয়ে মহিলা তার রাইফেলের টার্গেটে পরিবর্তন আনল। এবার গুলি ছুঁড়লে নির্ঘাত লক্ষ্যভেদ করে ছাড়বে।

ফায়ার করার আওয়াজ হলো, তবে শব্দটা আগের মতো বিকট নয়, বেশ তীক্ষ্ণ।

গড়িয়ে পড়ল খামিশি... কিন্তু নিজেকে অক্ষত অবস্থায় আবিষ্কার করল সে।

উপরে তাকিয়ে দেখল ক্যাবলের ওপর দিয়ে মহিলা নিচের দিকে পড়ি পড়ি করছে, রক্তে লাল হয়ে গেছে তার বুক।

ব্রিজের রাস্তায় নতুন একজনের উদয় হলো।

পেশিবহুল শরীর, মাথাটা চকচকে করে কামানো। তার এক হাতে পিস্তল ধরা রয়েছে, অন্যহাতটির অংশবিশেষ দিয়ে পিস্তলকে স্থির করে এগোচ্ছে সে। কাছে এসে ছেলেটাকে দেখল সে।

'রায়ান...'

স্বস্তিতে ফুঁপিয়ে উঠল ছেলেটা। 'আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করুন।'

'প্ল্যান তো সেরকমই...' হঠাৎ খামিশিকে দেখল আগন্তুক। 'কিন্তু কথা হলো, ওই লোক যদি এখান থেকে বের হওয়ার পথ জানে তাহলে সুবিধে হবে। আমি তো রাস্তা গুলিয়ে ফেলেছি!'

সকাল ৬টা ৪৪ মিনিট।

দুটো গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হলো।

শব্দে চমকে উঠে পাখা মেলে উড়ে গেল এক ঝাঁক টিয়া পাখি।

নিচু হলো গ্রে।

মন্‌ক কী ধরা পড়ে গেছে?

ইসকিও হয়তো সে-রকম কিছু ভেবেছে। শব্দ দুটো যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকাল ও। গার্ডদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'দেখ তো কী হয়েছে!'

আবার রেডিও তুলে নিল ইসকি।

বৃত্তাকৃতির ঝুলন্ত রাস্তার ওপর দিয়ে রাইফেল হাতে নড়াচড়া শুরু করল গার্ডরা। গ্রে'র দিকে আসছে সবাই। গার্ড থেকে বাঁচতে শুয়ে পড়ল গ্রে, বুকে নিজের রাইফেলটাকে জড়িয়ে নিলো। আগের বারের মতো এবারো কাঠের তক্তা ধরে ঝুলে পড়ল ও। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সবচেয়ে কাছের গার্ড উদয় হবে। কিন্তু এবার ভারসাম্যে গোলমাল হয়ে যাওয়ায় ওর শরীর বেশি দুলে উঠল। রাইফেল ফসকে গেল কাঁধ থেকে। নিচে পড়ে যাচ্ছে ওটা।

এক হাতে নিজেকে ঝুলিয়ে রেখে আরেক হাত বাড়িয়ে এক আঙুল দিয়ে কোনমতো রাইফেলের স্ট্রাপটা ধরল গ্রে। রাইফেলের পতন ঠেকাতে পেরে ও চুপচাপ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

হঠাৎ ওর মাথার উপরে শব্দ শোনা গেল। বুটের আওয়াজ। কাঠের তক্তা দুলছে এখন।

দুলুনিতে গ্রে'র আঙুল থেকে রাইফেলের স্ট্রাপটা ফসকে গেল। মাধ্যাকর্ষণ ওটাকে টেনে নিয়ে ফেলল নিচের ঝোঁপের ভেতর। এবার দুই হাত দিয়ে নিজেকে শক্ত করে ঝুলিয়ে রাখল গ্রে। ভাগ্য ভাল, রাইফেল নিচে আছড়ে পড়ে তেমন বড় কোনো শব্দ করেনি।

গার্ডদের বুটের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলতে তুলতে দূরে চলে গেছে।

রেডিওতে কথা বলছি ইসকি।

এবার?

ইসকির পিস্তলের বিপক্ষে ওর কাছে একটা ছুরি আছে। প্রয়োজন পড়লে ইসকি গুলি ছুঁড়তে একটুও দ্বিধা করবে না আর তার হাতের নিশানা নিয়েও গ্রে'র মনে কোনো সন্দেহ নেই।

গ্রে'র হাতে সম্বল একটাই, সেটা হলো ওকে চমকে দিতে হবে।

তবুও চমকে দিয়ে কতটা সফলতা পাওয়া যাবে সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে।

কাঠের তক্তা ধরে ঝুলে ঝুলে এগোল গ্রে। বৃত্তাকার অংশে পৌঁছে গেল। একটু বাইরের অংশ ধরে এগোচ্ছে ও, যাতে ইসকির চোখে না পড়ে যায়। সাবধানতার সাথে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে গ্রে। অতিরিক্ত দুলুনি ইসকিকে সতর্ক করে দিতে পারে। একটু পর পর বাতাস এসে ব্রিজকে দুলিয়ে যাচ্ছে, সেই দুলুনির সাথে মিল রেখে গ্রে এগোল।

কিন্তু এর এই আগমন লুকোনো সম্ভব হলো না।

ফিওনা খাঁচার ভেতরে নিচু হয়ে বসেছে। ইসকি আর ওর মধ্যে যত বেশি সম্ভব বার রাখতে চাইছে সে। একটু আগে ইসকি ডাচ ভাষায় যে নির্দেশ দিয়েছিল সেটার অর্থ ফিওনা ঠিকই বুঝতে পেরেছে। আমরা মেয়েটাকে এক্ষুনি মেরে ফেলব! তবে গুলির শব্দ হওয়ায় আপাতত সেদিকে মনোযোগ সরে গেছে ইসকির। তবে ওটা তো সাময়িক, একসময় ঠিকই ফিওনার দিকে মনোযোগ সে দেবেই।

খাঁচায় নিচু অবস্থানে থেকে গ্রে'কে দেখতে পেল ফিওনা। সাদা রঙের জাম্পস্যুট পরিহিত গরিলা ব্রিজের হাঁটার রাস্তার তক্তা ধরে ঝুলে সামনে এগিয়ে আসছে। গাছের পাতার জন্য তার শরীরের অর্ধেক দেখা যাচ্ছে না। বিস্ময়ে চমকে উঠল ফিওনা। আর

একটু হলে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, নিজেকে জোর করে বসিয়ে রাখল। চোখ গরিলাটাকে অনুসরণ করতে করতে দু'জনের চোখাচোখি হয়ে গেল।

ফিওনা যতই সাহসী হোক কিংবা সাহস দেখাক গ্রে দেখল এখন ওর চেহারায় ভয় ফুটে উঠেছে। খাঁচার ভেতরে আরও বেশি ছোট দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। দু'হাত দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে ফিওনা। ফুটপাতে ঠোকর খেয়ে বড় হওয়া এই মেয়েটিও এখন ভয়ে সেটিয়ে গেছে।

ওই অবস্থায় থেকে নিচের দিকে নির্দেশ করল ফিওনা, তারপর মাথা নেড়ে "না" বোধক ভঙ্গি করল। ওর চোখ দুটো ভয়ে বড় বড় হয়ে গেছে। গ্রে'কে সতর্ক করার চেষ্টা করছে ও।

নিচে পড়লে খবর আছে।

গ্রে নিচের ঘন ঘাস আর ঝোঁপের ওপর দিয়ে চোখ বুলাল। পুরু ছায়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। তবুও ফিওনার সতর্কতাকে ও গুরুত্বের সাথে নিলো।

নিচে পড়া যাবে না।

কতদূর চলে এসেছে হিসেব কষল গ্রে। বৃত্তাকার পথে ঘড়ির কাঁটার হিসেবে আটটা বাজলে ঘণ্টার কাঁটা যেখানে থাকবে ওর অবস্থান এখন সেখানে। ইসকির অবস্থান বারোটায়। এখনও বেশ খানিকটা যেতে হবে ওকে। কিন্তু ওর হাত টনটন করছে, ব্যথা করছে আঙুলগুলো। দ্রুত এগোতে হবে। বারবার থেমে গিয়ে শুরু করার ফলে ওর বেশি শক্তি অপচয় হচ্ছে। কিন্তু দ্রুত এগোতে গেলে ইসকির নজরে পড়ে যেতে হবে, সেটাও একটা সমস্যা।

ফিওনাও হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। সে আবার উঠে দাঁড়িয়ে বারে লাথি দিতে শুরু করল। ওর লাথির ধাক্কায় খাঁচা ঝনঝন করছে, দুলছে এদিক-ওদিক। খাঁচার দুলুনিতে ব্রিজও দুলে উঠল, সেই দুলুনির সুযোগ নিয়ে নিজের গতি বাড়িয়ে দিল গ্রে।

দুর্ভাগ্যবশত ফিওনার এই চেষ্টা ইসকির নজরে পড়ে গেল।

রেডিও মুখ থেকে নামিয়ে ফিওনাকে উদ্দেশ্য করে গলা ফাটাল ইসকি। 'তোর ফাজলামি অনেক সহ্য করেছি, শয়তান ছেমড়ি!'

ফিওনাও নাছোড়বান্দা। বারে লাথি দিয়ে যাচ্ছে, দিয়েই যাচ্ছে।

গ্রে ঘড়ির কাঁটার নয়টার অবস্থানে পৌঁছে গেল।

ভেতরের রেলিঙের দিকে পা বাড়াল ইসকি, তার অর্ধেক দেখা যাচ্ছে। কপাল ভাল, তার নজর পুরোপুরি ফিওনার দিকে। সোয়েটারের পকেট থেকে একটা ডিভাইস বের করল সে। দাঁত দিয়ে ওটার অ্যান্টিনা বের করল। ফিওনার দিকে তাক করে বলল, 'স্কাল্ড-এর সাথে দেখা করার সময় হয়েছে তোর।'

একটা বাটন চাপল সে।

প্রায় গ্রে'র পায়ের নিচ থেকে কিছু একটা রাগ আর বেদনায় গর্জন করে উঠল। জঙ্গলের ভেতর থেকে হুমড়ি খেয়ে সামনে বেরোল ওটা। আরেকটা রূপান্তরিত হায়না। এটারও ওজন কম করে হলেও ৩০০ পাউন্ড। পুরোটাই পেশি আর দাঁতের প্যাকেজ। শরীর নিচু করে আক্রমণাত্মকভঙ্গিতে গর্জন ছাড়ল ওটা। ঠোঁট বাঁকিয়ে খেউ করে উঠল, কামড় বসাল বাতাসে। খাঁচার কাছে গিয়ে গন্ধ শুঁকতে শুরু করল।

গ্রে বুঝতে পারল, এই দানব নিচ থেকে ওকে এতক্ষণ ধরে খেয়াল করছিল। এরপর কী হতে যাচ্ছে আন্দাজ করতে পারল গ্রে।

দ্রুত ঘড়ির দশটার অবস্থানে চলে এলো।

দানবটি বেরিয়ে এসে যে ভয় আর আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে সেটা উপভোগ করতে করতে ফিওনাকে ডাকল ইসকি, 'স্কান্ডের মগজের ভেতরে একটা চিপ বসানো আছে। ওটার মাধ্যমে রক্ততৃষ্ণা আর ক্ষুধা জাগিয়ে তোলা যায়। বুঝলি কিছু?' আবার বাটন চাপল সে। আরেকবার গর্জন ছেড়ে স্কান্ড খাঁচার দিকে লাফ দিল। কিন্তু লাফটা সফল হলো না। লাফের ব্যর্থতায় আরও বেশি খেপে গেল দানবটা।

আচ্ছা, তাহলে এভাবেই ওয়ালেনবার্গরা তাদের দানবগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।

রেডিও ইমপ্ল্যান্টস্।

প্রকৃতির ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করায় ওটা।

'এবার আমরা বেচারা স্কান্ডের ক্ষুধা নিবারণ করার সুযোগ দেব,' বলল ইসকি।

গ্রে সময়মতো পৌঁছুতে পারবে না। তারপরও হাল ছাড়ল না ও।

ঘড়ির কাঁটায় এগারোটা।

প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে।

আরেকটা বাটন চাপল ইসকি। 'টং' জাতীয় আওয়াজ শুনল গ্রে। ফিওনার খাঁচার নিচের অংশে থাকা ট্রাপডোরটা খুলে গেছে।

ওহ, না।

দুলুনির মাঝপথে গ্রে থেমে গেল। ও দেখল, ফিওনার নিচে থাকা ট্রাপডোর খুলে উন্মুক্ত হয়ে আছে। নিচে অপেক্ষারত দানবটার কাছে পড়তে যাচ্ছে মেয়েটা।

ফিওনার পর পর লাফ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল গ্রে। মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে।

কিন্তু ফিওনা চালু মেয়ে। সে রায়ানের অবস্থা দেখে শিক্ষা নিয়ে রেখেছিল। নিচে পড়তে পড়তে খাঁচার নিম্নাংশের বার ধরে ফেলল ও। ঝুলছে এখন। দানবটা ওর পা লক্ষ্য করে লাফ দিলো। চট করে নিজের পা দুটো গুটিয়ে নিলো ফিওনা।

স্কান্ড আবারও ব্যর্থ, হতাশায় গর্জন ছাড়ল দানবটা।

ফিওনা বানরের মতো হাত পা ব্যবহার করে খাঁচার বাইরের অংশ বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল।

আনন্দে হেসে উঠল ইসকি। '*Zeer goed, meisje*. ছেমড়ির দম আছে দেখছি! তোর জিনকে সংরক্ষণ করার কথা *Grootvader*-এর ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্কান্ডকে সন্তুষ্ট করাটাই তোর কপালে লেখা আছে।'

গ্রে দেখল আবার পিস্তল তুলছে ইসকি।

তার নিচ দিয়ে কাঠের তক্তা ধরে ঝুলে এগোল গ্রে।

'এবার খেল খতম।' ডাচ ভাষায় ইসকি বিড়বিড় করল।

কথা সত্য। আসলেই খেল খতম।

নিজের হাত দুটো ব্যবহার করে শরীরকে তুলে নিয়ে পা ছুড়ল গ্রে। জিমন্যাস্টের মতো সামনের দিক দিয়ে উঠে এলো ও। ইসকি রেলিঙে হেলান দিয়ে ফিওনার দিকে পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে ছিল, গ্রে'র পায়ের গোড়ালি এসে সেঁধিয়ে গেল তার পেটের ভেতর।

ঠিক যে-মুহূর্তে গ্রে'র পা ইসকির পেটে আঘাত হানছে ঠিক সেই মুহূর্তে গুলিও বেরিয়ে গেছে পিস্তল থেকে।

লোহার সাথে সংঘর্ষের শব্দ পেল গ্রে।

গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

গ্রে'র লাথি খেয়ে ইসকি কাঠের তক্তার ওপর ভূপাতিত হলো। হাতে ছুরি নিয়ে উঠে দাঁড়াল গ্রে। ওদিকে ইসকিও হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসেছে। ওদের দু'জনের মাঝখানে পড়ে আছে পিস্তলটা।

পিস্তলের দখল নেয়ার জন্য হামলে পড়ল দু'জন।

পেটে ওরকম একটা মোক্ষম লাথি খাওয়ার পরও ইসকি খুব দ্রুততার সাথে স্থান পরিবর্তন করল। তার হামলে পড়াটা অনেকটা ছোবল দেয়া সাপের মতো। গ্রে'র আগে পিস্তলের নাগাল পেল সে।

কিন্তু গ্রে'র হাতে আগে থেকেই একটা ছুরি আছে।

ইসকির কব্জির ভেতর দিয়ে ছুরির ফলা ঢুকিয়ে দিলো গ্রে। কাঠের তক্তার সাথে ইসকির হাত গেঁথে গেল। বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল সে, হাত থেকে পিস্তল ফেলে দিয়েছে। তক্তার ওপর ঢলে পড়ার সময় ইসকির কব্জি গাঁথা অবস্থায় ঝাঁকি খেয়ে উঠল কাঠের তক্তা।

এই ঝাঁকির দুলুনির ফাঁকে তক্তা থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিলো ইসকি। অন্য হাতের উপর ভর দিয়ে গ্রে'র মাথা বরাবার লাথি হাঁকাল সে।

লাথি আসতে দেখে গ্রে নিজেকে পেছনে সরিয়ে নিচ্ছিল কিন্তু টাইমিঙে হেরফের হয়ে যাওয়া লাথিটা ওর কাঁধে এসে লাগল। লাথিটা এতটাই জোরালো যে মনে হলো কোনো স্পিডকার এসে ধাক্কা দিয়েছে। গড়ানি খেলো গ্রে। আঘাত ওর হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সেরেছে, এই নারী তো অনেক শক্তিশালী।

গ্রে উঠে দাঁড়াবার আগেই ইসকি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাতের কব্জিতে গেঁথে থাকা ছুরির ফলা দিয়ে গ্রে'র মুখে আঘাত করার চেষ্টা করছে। উদ্দেশ্য গ্রে'র চোখ অন্ধ করে দেয়া। কোনোমতে গ্রে তার কনুইটা ধরল, ধরেই মুচড়ে দিল ও। দু'জন একসাথে ব্রিজের কিনারার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

গ্রে থামল না।

দু'জন একে অপরের সাথে লেপ্টে থাকা অবস্থায় ব্রিজ থেকে ছিটকে পড়ল।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাম হাঁটু একটা পোস্টের সাথে বাঁধিয়ে নিজের পতনরোধ করল গ্রে। আচমকা টান লেগে ওর শরীর ঝাঁকি খেল। পায়ের ওপর ভর করে ঝুলছে এখন। ইসকি ওর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে।

উল্টো হয়ে ঝুলে থাকা অবস্থায় গ্রে দেখল, কিছু ডালপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে ইসকির শরীরটা বশ জোরেশোরে আছড়ে পড়ল নিচের ঘাসযুক্ত জমির ওপর।

নিজেকে ব্রিজের উপর তুলে নিলো গ্রে।

উপরে উঠে অবিশ্বাসের সাথে দেখল ইসকি নিজের পায়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে! নিজেকে সামলে নিতে একটু খোঁড়াল সে, পায়ের গোড়ালিটা মচকে গেছে।

গ্রে'র পাশে শব্দ হলো।

গ্রে আর ইসকির মারামারির সময়ে খাঁচার ক্যাবল বেঁয়ে উঠে এসে কাঠের তক্তার ওপর ফিওনা অবতরণ করেছে। গ্রে'র দিকে দ্রুত এগোল ও। ইসকি বেচারির হাতের যেখানটা কেটে দিয়েছে রক্ত বেরোচ্ছে সেখান থেকে।

নিচে তাকাল গ্রে।

ইসকি উপরে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে খুনের নেশা।

কিন্তু নিচে মহিলা একা নয়।

পেছনে তারদিকে স্কাল্ড এগিয়ে আসছে। শরীর নিচু করে শিকার করার ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে দানবটা। এ যেন ডাঙ্গার হাঙর। রক্তের তৃষ্ণা পেয়ে বসেছে ওটাকে।

এবার বেশ হয়েছে, ভাবল গ্রে।

কিন্তু ইসকি তার সুস্থ হাতটা দানবটার দিকে বাড়িয়ে দিলো। থেমে গেল হায়নাটা। নাক বাড়িয়ে শুঁকল কী যেন। কাছে এসে ইসকির হাতের তালুতে এসে গাল ঘষল। মনে হলো ওটা কোনো পোষা বিড়াল। মনিবের কাছ থেকে আদর নিচ্ছে। নিচুস্বরে আওয়াজ করে বসে পড়ল দানবটা।

এরমধ্যে ইসকি কিন্তু একবার গ্রে'র দিক থেকে চোখ সরায়নি।

খুঁড়িয়ে সামনে এগোলো সে।

গ্রে নিচ দিকে তাকিয়ে আছে।

মহিলার পায়ের কাছে নিরীহভঙ্গিতে চুপচাপ পড়ে রয়েছে পিস্তলটা।

গ্রে উঠে দাঁড়াল। ফিওনার কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, 'দৌড়াও!'

ফিওনার জন্য ওই একটা শব্দই যথেষ্ট। ব্রিজের ওপর দিয়ে ছুটল ওরা। ভয়ের চোটে ফিওনা প্রায় উড়ে যাচ্ছে। এই বৃত্তাকার পথ থেকে বেরোনোর প্রান্তে পৌঁছে গেছে ওরা।

ওরা যেই সোজা রাস্তায় উঠতে যাবে ওমনি পেছন দিক থেকে গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

ইসকি পিস্তলটা তুলে নিয়েছে।

দ্রুত দৌড়ে খোঁড়া পিস্তলধারী আর নিজেদের মধ্যে যতদূর সম্ভব দূরত্ব তৈরি করতে চাচ্ছে ওরা। এক মিনিটের মাথায় ওরা দু'জন রাস্তার সংযোগস্থলে পৌঁছে গেল। গ্রে ভাবল ওরা এখন নিরাপদ।

এই সংযোগস্থলের যেখানটায় গ্রে এর আগে থেমেছিল ফিওনাকে ঠিক ওখানেই থামাল ও। এই সংযোগস্থল থেকে সবদিকে পথ চলে গেছে। কিন্তু ওরা এখন কোনদিকে এগোবে? এরমধ্যে ইসকি নিশ্চয়ই সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছে, অবশ্যই যদি তার রেডিও ঠিক থাকে তাহলে। কিন্তু সেটার ওপর তো আর গ্রে ভরসা করতে পারে না। ওকে ধরে নিতে হবে গার্ডরা ইতোমধ্যে ভেতরে-বাইরে সার্চ শুরু করে দিয়েছে।

আর মন্‌কের কী খবর? তখন গুলির আওয়াজটা কীসের ছিল? মন্‌ক কি মারা গেছে? বেঁচে আছে? নাকি ধরা পড়েছে আবার? অনেক সম্ভাবনা। নাহ, গ্রে'র এখন কোথাও গিয়ে লুকোতে হবে। ঠাণ্ডা হতে হবে ওকে।

কিন্তু লুকোবে কোথায়?

একটা রাস্তা মূল ভবনের দিকে চলে গেছে।

ওটা দিয়ে এগোনো যেতে পারে। কেউ ভাববে না ওরা আবার মূল ভবনের দিকে গেছে। তার ওপর ওখানে ফোনও আছে। যদি বাইরের পৃথিবীর সাথে সংযোগ স্থাপন করা যায়... তাহলে হয়তো এখানকার কার্যবিধি সম্পর্কে বিস্তারিত অনেক কিছু জানা যাবে...

কিন্তু এগুলো আপাতত আকাশ-কুসুম কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। পুরো জায়গাটা কঠিন নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা।

ফিওনা খেয়াল করে দেখল, গ্রে কিছু একটা ভাবছে।

ওর হাতে টোকা দিয়ে নিজের পকেট থেকে কী যেন বের করল মেয়েটা। একটা চেইনে থাকা দুটো তাসের কার্ডের মতো দেখতে ওটা।

না তাস খেলার কার্ড নয়।

কি (চাবি) কার্ড।

'আমি ওই কুত্তী মহিলার কাছ থেকে এটা ঝেড়ে দিয়েছি,' থুতু ফেলে বলল ফিওনা। 'আমার গায়ে আঁচড় দেয়ার প্রতিশোধ।'

গ্রে কার্ড দুটো নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। মন্‌কের খোঁচা মনে পড়ে গেল ওর। জাদুঘরে আটকা পড়ার পর ফিওনাকে মন্‌ক খোঁচা মেরে বলেছিল জাদুঘরের পরিচালকের পকেট থেকে চাবির গোছা চুরি না করে কি কার্ড চুরি করলেই বেশি কাজে দিতো। দেখা যাচ্ছে, মেয়েটা মন্‌কের কথাটাকে বেশ গুরুত্বের সাথে নিয়েছে।

চোখ সরু করে আবার মূল ভবনের দিকে তাকাল গ্রে।

ওর সাথে থাকা পকেটমারকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেই হয়। ক্যাসলে ঢোকার কি কার্ড এখন হাতের মুঠোয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কীভাবে কী করবে?

তেরো.

জেরাম-৫২৫

সকাল ১০টা ৩৪ মিনিট।
হুলুহুলুই-আমফলোজি প্রিজার্ভ
জুলুল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা।

কাদা-মাটি দিয়ে বানানো কুঁড়েঘরে বসে আছে পেইন্টার ক্রো। ওর চারপাশে বিভিন্ন রকম ম্যাপ আর নকশা ছড়িয়ে আছে। পশুর মলের দুর্গন্ধ আর ধুলো ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। কিন্তু সুবিধে হলো জুলুদের এই ক্যাম্প থেকে ওয়ালেনবার্গ এস্টেটের দূরত্ব মাত্র দশ মিনিট।

রুটিন মোতাবেক নির্দিষ্ট সময় পর পর সিকিউরিটি হেলিকপ্টার ক্যাম্পের ওপর দিয়ে উড়ে এস্টেটের সীমানায় টহল দিচ্ছে। কিন্তু পলা কেইন ঘাগু মহিলা। হেলিকপ্টার থেকে কেউ যদি এই গ্রামের ওপর দিয়ে টহল দিয়ে যায় তাহলে এটাকে একটা সাধারণ জুলু গ্রাম ছাড়া আর কিছুই ভাববে না। কেউ ভুলেও চিন্তা করবে না জুলুদের একটা কুঁড়েঘরে এতবড় মিটিং হচ্ছে।

এখানে উপস্থিত সবাই বিভিন্ন তথ্য ও পরিকল্পনা জড়ো করেছে।

একসাথে বসে আছে পেইন্টার, অ্যানা ও গানথার। পেইন্টারের কনুইয়ের কাছে রয়েছে লিসা... আফ্রিকায় আসার পর থেকে ক্রো'র সাথে লেগে রয়েছে সে। লিসার চেহারায় উদাসীন ভাব থাকলেও চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ ঠিকই ফুটে উঠেছে। ওদের পেছনে ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মেজর ব্রুকস। সে হোলস্টারে থাকা পিস্তলের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

সাবেক গেম ওয়ার্ডেন খামিশি এখন ফাইনাল ডিব্রিফিং করবে। ওরা সবাই তার কথা শোনার জন্য মনোযোগী হয়ে আছে। তার সাথে এখানে চমক হিসেবে আরও একজন যোগ দান করেছে।

মন্‌ক।

পেইন্টারকে অবাক করে দিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত এক তরুণকে সাথে এনেছে মন্‌ক। ওদের দু'জনকে এই ক্যাম্পে নিয়ে আসার কাজটা খামিশি করেছে। তরুণটিকে পাশের আরেকটি কুঁড়েঘরে রাখা হয়েছে, বিশ্রাম নিচ্ছে সে। তবে মন্‌ক বিশ্রাম নিতে যায়নি। মিটিঙে উপস্থিত থেকে পুরো ঘটনা বোঝার চেষ্টা করেছে, প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে, অজানা জিনিস জানিয়েছে।

এইমাত্র মনক একসেট প্রতীক আঁকা শেষ করল। সেগুলোর দিকে তাকালেন অ্যানা। তাঁর চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। কাঁপা হাতে কাগজটা তুলে নিয়ে বললেন, 'হিউগো হিরজফিল্ডের বইতে এগুলো পাওয়া গেছে?'

মনক মাথা নাড়ল। 'এবং সেই বুড়ো ভাম বিশ্বাস করে এগুলো নাকি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার পরবর্তী পরিকল্পনায় নাকি এগুলোর অনেক বড় ভূমিকা আছে।'

পেইন্টারের দিকে তাকালেন অ্যানা। 'মূল ব্ল্যাক সান প্রজেক্টের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন ড. হিউগো হিরজফিল্ড। আপনার মনে আছে, আমি বলেছিলাম, হিউগো বিশ্বাস করতেন বেল-এর রহস্যের সমাধান করে ফেলেছেন তিনি। সেই বিশ্বাসের ওপর ভর করে শেষবারের মতো একটা পরীক্ষা চালিয়ে ছিলেন। একদম গোপনে, পরীক্ষার সময় শুধু নিজে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সেই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল এমন একটা শিশুর জন্ম দেয়া, যেটা একদম নিখুঁত হবে। শিশুটির কোনোরকম সমস্যা থাকবে না, বাহ্যিক... অভ্যন্তরীণ... কোনো ধরনের সমস্যাই নয়। সূর্যের এক নিখুঁত বীর। কিন্তু তাঁর সেই পদ্ধতি... কীভাবে পরীক্ষাটা করেছিলেন... সেটা কেউ জানে না।'

'আর তিনি তাঁর মেয়েকে উদ্দেশ্য করে যে চিঠিটা লিখেছিলেন,' বলল ক্রো, 'তাতে উল্লেখ ছিল, এমন কিছু একটা তিনি আবিষ্কার করেছেন যেটা তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। একটা সত্য... যেটা এতটাই সুন্দর যে মেরে ফেলা যাচ্ছে না... আবার এতটাই দানবীয় যে মুক্তও করা যাচ্ছে না। যার ফলে তিনি সেই গোপন জিনিসটাকে প্রাচীন বর্ণমালার প্রতীক দিয়ে কোডে লুকিয়ে ফেলেন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অ্যানা। 'ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গ খুবই আত্মবিশ্বাসী যে তিনি সেই কোড ভাঙতে সক্ষম। আর সেজন্যই তিনি আমাদের বেল ধ্বংস করে দিয়েছেন।'

'আমার মনে হয় বিষয়টা এত ছোট নয়,' ক্রো বলল। 'আপনি এর আগে হয়তো ঠিকই বলেছিলেন। আপনার ওখানে থাকা বিজ্ঞানীরা বাইরের পৃথিবীর বিজ্ঞানযাত্রায় সামিল হতে চাচ্ছিল। সেটা রুখে দিতেই আপনাদের হিমালয়ের ক্যাসলে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল ব্যালড্রিক। সফলতার এত কাছে এসে তিনি বাড়তি কোনো ঝামেলা কিংবা ঝুঁকি নিতে চাননি।'

মনকের আঁকা ছবির দিকে তাকিয়ে অ্যানা বললেন, 'যদি হিউগো সাহেবের কথা সত্য ধরে নিই তাহলে তাঁর কোডগুলো আমাদের এই অসুখের বিরুদ্ধে কাজে আসলেও আসতে পারে। বেল এখনও আমাদের এই দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দিতে পারবে যদি আমরা এই কোড ভাঙতে পারি।'

আলোচনাটা বেশি কল্পনাপ্রবণ হয়ে যাওয়ায় লিসা বাস্তবসম্মত একটা কথা বলল। 'কিন্তু তার আগে আমাদেরকে তো ওয়ালেনবার্গদের বেল-এ ঢোকার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর নাহয় অসুখ সারার ব্যাপারটা ভাবা যাবে।'

'ভাল কথা, গ্রে'র কী খবর?' মনক প্রশ্ন করল। 'আর সেই মেয়েটা?'

চোখ-মুখ শক্ত করে রাখল ক্রো। 'গ্রে কী লুকিয়ে আছে নাকি ধরা পড়েছে, নাকি মারা গেছে সে-সম্পর্কে আমাদের কাছে কোনো তথ্যই নেই। এইমুহূর্তে কমান্ডার পিয়ার্স এখন দলছুট অবস্থায় আছে।'

মন্‌ক মুখ হাঁড়ি করে বলল, 'আমি তাহলে আবার ফিরে যাই। খামিশির তৈরি করা ম্যাপ ধরে এগোলে ভেতরে ঢুকে যেতে পারব।'

'না। এখন আমাদের আর আলাদা হওয়া চলবে না।' ডান কানের পেছনে মাথাব্যথা হওয়ায় সেখানে হাত দিয়ে ডলতে ডলতে বলল পেইন্টার।

মন্‌ক ওর দিকে তাকাল।

হাত নাড়িয়ে মন্‌ককে আশ্বস্ত করল গ্রে। কিন্তু মন্‌ক আশ্বস্ত হতে পারল না। বসের শারীরিক অবস্থা নিয়ে এখন মাথা ঘামাচ্ছে না ও। মন্‌ক ভাবছে, পেইন্টার কী সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে? তার মানসিক অবস্থা কেমন? সন্দেহটা ওকে নাড়া দিল। পেইন্টার প্রকৃতপক্ষে এখন কতটা পরিষ্কারভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারছে?

অবস্থা বুঝে ক্রো'র হাঁটুর ওপর হাত রাখল লিসা।

'আমি ঠিক আছি।' লিসাকে নয় যেন নিজেকে বিড়বিড় করে শোনাল ও।

আপাতত আলোচনায় ছেদ পড়ল। ঘরের দরজা খুলে যাওয়ায় বাইরের আলো আর তাপ দুটোই ঢুকল ভেতরে। সেইসাথে পলা কেইনও ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পেছন পেছন একজন পূর্ণবয়স্ক জুলু তাদের সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে হাজির হলো। জুলুর বয়স ৬৫ হলেও চেহারায় সেভাবে বলিরেখা পড়েনি, পাথরের মতো শক্ত মুখ তাঁর, মাথায় কোনো চুল নেই, একদম কামানো। পালকযুক্ত একটা কাঠের বস্তু তার হাতে শোভা পাচ্ছে। এছাড়াও একটা প্রাচীন অস্ত্র আছে তাঁর সাথে। তবে অস্ত্রটা দেখে মনে হলো এটা যতটা না কাজের তারচেয়ে বেশি ঐতিহ্যমণ্ডিত।

অস্ত্রটা চিনতে পেরে উঠে দাঁড়াল ক্রো। 'ব্রাউন বিস,' বলল ও। নেপোলিয়নিক যুদ্ধে এই পাথুরে অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল।

জুলুকে পরিচয় করিয়ে দিলেন পলা। 'ইনি হলেন মশি ডি'গানা, জুলু প্রধান।'

বয়স্ক জুলু চোস্ত ইংরেজিতে বললেন, 'সবকিছু তৈরি।'

'আপনার সহায়তার জন্য ধন্যবাদ,' সৌজন্যবোধ থেকে বলল ক্রো।

মশি একটু মাথা নেড়ে ধন্যবাদ গ্রহণ করলেন। 'তবে এই অস্ত্র আপনাদের জন্য নয়। আপনাদেরকে বর্শা-বল্লম ধার দেব। ব্লাড রিভারের ব্যাপারে ওদের সাথে আমাদের বিশেষ বোঝাপড়া আছে।'

জুলুর কথার পুরোটা বুঝতে না পেরে পেইন্টার ভ্রু কুঁচকাল। পলা কেইন বিষয়টাকে খোলাসা করার জন্য মুখ খুললেন, 'কেপ টাউন থেকে ইংরেজরা যখন ডাচদেরকে বিতারিত করছিল তখন এখানে বিস্তর ঘটনা ঘটেছিল। অভিবাসী আর স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছিল তখন। ক্সোসা, পন্ডো, সোয়াজি এবং জুলু সম্প্রদায়। ১৮৩৮ সালে, শাসকদের দ্বারা বাফেলো রিভারে জুলুরা বিশ্বাসঘাতকার স্বীকার হয়। হাজার হাজার জুলু প্রাণ হারিয়েছিল। ভিটেমাটি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছিল ওরা। নির্দয়ভাবে নরহত্যা ছিল ওটা। তারপর থেকে বাফেলো রিভারকে ব্লাড রিভার বলে ডাকা হয়। অর্থাৎ, রক্তাক্ত নদী। আর সেই বিশ্বাসঘাতকতার নেতৃত্বে যিনি ছিলেন তাঁর নাম পাইট ওয়ালেনবার্গ।'

প্রাচীন অস্ত্রটা পেইন্টারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মশি বললেন, 'আমরা সেটা কখনও ভুলিনি।'

পেইন্টারের মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না সেই যুদ্ধে নিশ্চয়ই এই অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। অস্ত্রটা গ্রহণ করল ও। খুব ভাল করেই জানে, অস্ত্রের এই হাতবদলের সাথে সাথে ওদের সাথে জুলুদের একটা সন্ধি-চুক্তি হয়ে গেল।

দুই পা আড়াআড়ি রেখে অবলীলায় বসে পড়ল মশি। 'আমাদেরকে অনেক পরিকল্পনা করে নিতে হবে।'

পলা খামিশির দিকে মাথা নেড়ে একটা চাদর উঁচু করে ধরে বললেন, 'খামিশি, আপনার ট্রাক রেডি। তাউ আর নজঙ্গো ইতোমধ্যে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।' হাতঘড়িতে একবার চোখ বুলালেন তিনি। 'তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

উঠে দাঁড়াল সাবেক গেম ওয়ার্ডেন। ওদের প্রত্যেককে যার যার দায়িত্ব রাতের মূল মিশনের নামার আগেই পালন করতে হবে।

মন্‌কের সাথে পেইন্টারের চোখাচোখি হয়ে গেল। মন্‌কের চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা যাচ্ছে। অবশ্য এই দুশ্চিন্তা পেইন্টারের জন্য নয়, এটা গ্রে'র জন্য। সূর্যাস্ত হতে আর ৮ ঘণ্টা বাকি। আপাতত অন্ধকার না নামা পর্যন্ত অ্যাকশন নেয়ার কিছু নেই।

ওদিকে গ্রে তো দলছুট হয়ে রয়েছে।

দুপুর ১২ টা ০৫ মিনিট।

'মাথা নিচু করে রাখো,' ফিসফিস করে ফিওনাকে বলল গ্রে।

হলের শেষপ্রান্তে থাকা গার্ডের দিকে এগোচ্ছে ওরা। গ্রে'র পরনে একটা ইউনিফর্ম, সাথে জ্যাকবুট আর কালো ক্যাপ, ক্যাপের ব্রিম চোখের ওপর নামানো। একটু আগে এক গার্ডকে অজ্ঞান করে গ্রে পোশাকটা বাগিয়ে নিয়েছে। উপরতলার এক বেডরুমের ক্লোজিটে গার্ডকে আটকে রেখে এসেছে ওরা।

শুধু ইউনিফর্মই নয় গার্ডের রেডিওটাও নিয়ে এসেছে গ্রে। কোমরের বেল্টের সাথে রেডিও রেখে একটা ইয়ারপিস ঢুকিয়েছে কানে। রেডিওতে যা কথা হচ্ছে সব ডাচ ভাষায়। অর্থ উদ্ধার করতে বেশ বেগ পেতে হলেও কোনমতে কাজ চলে যাচ্ছে আরকি। নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

গ্রে'র ছায়ার আড়ালে থেকে এগোচ্ছে ফিওনা। ওর পরনে কাজের মেয়ের (মেইড) পোশাক। ক্লোজিটে গার্ডের শরীর রেখে আসার সময় পোশাকটা সংগ্রহ করেছে ওরা। মেইডের পোশাকটা একটু বড় হলেও তাতে শাপে বর হয়েছে। ফিওনার শরীরের আকার ও বয়স ঢাকা পড়ে গেছে ওতে। এস্টেটের ভেতরে যারা কাজ করে তাদের অধিকাংশই স্থানীয় এবং তাদের গায়ের রং বিভিন্ন রকমের কালো। আফ্রিকায় যেমনটা হয়ে থাকে। ফিওনার ত্বকের রং বাদামি-কফির মতো, মেয়েটা পাকিস্তানি, এখানকার জন্য বেশ মানিয়ে গেছে। মাথায় থাকা চ্যাপ্টা টুপির নিচে সোজা চুলগুলোকে লুকিয়ে রেখেছে ও। খুব কাছ থেকে না দেখলে ওকে যে কেউ স্থানীয় মেয়ে হিসেবে মেনে নেবে। ছদ্মবেশের ষোলআনা পূর্ণ করতে মেয়েটা একটু বশ্যতামূলক ভঙ্গিতে হাঁটছে। হাঁটার ভঙ্গিতে একধরনের "জ্বী হুজুর" ভাব স্পষ্ট। কাঁধ নামিয়ে, মাথা নিচু করে হাঁটছে ফিওনা।

তবে ওদের ছদ্মবেশকে কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলো না।

খবর ছড়িয়ে পড়েছে ফিওনা আর গ্রে'কে জঙ্গলে দেখা গেছে। তাই সব গার্ড জঙ্গল, ভবনের বাইরে আর সীমান্তে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। মূল ভবনের এখানে একটা প্যাট্রল ছাড়া কেউ নেই।

এখানে সিকিউরিটি একটু ঢিলে হলেও বাইরে কোনো ফোন রাখেনি কেউ। ইসকির কি কার্ড ব্যবহার করে মূল ভবনের পেছন দিক দিয়ে ঢুকল ওরা। কয়েকটা ফোন পরীক্ষা করল গ্রে। সংযোগ পেতে হলে কোড করা সিকিউরিটি নেটের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। আর ওই নেট দিয়ে কথা বলতে যাওয়া মানেই নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করে দেয়া।

হাতে বিকল্প রাস্তা একদম কম।

লুকিয়ে পড়া যেতে পারে। কিন্তু তারপর? শেষপর্যন্ত কী হবে? কে জানে, কবে কিংবা কখন মনক এখানকার খবর নিয়ে বাইরের দুনিয়ায় পৌঁছুতে পারবে? তাহলে পা আরও হিসেব করে ফেলতে হবে এখন। প্রথমেই এই অট্টালিকার নকশা দরকার। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, নিচ তলায় থাকা সিকিউরিটির ডেরায় হানা দিতে হবে। অস্ত্র বলতে গ্রে'র কাছে আছে একটা সাইডআর্ম আর ফিওনার পকেটে একটা হ্যান্ড টেজার।

সামনে হলের শেষপ্রান্তে বেলকুনিতে একজন সেন্ট্রিকে দেখা যাচ্ছে। অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে মূল প্রবেশপথ পাহারা দিচ্ছে সে। গ্রে সেই সেন্ট্রির দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোতে শুরু করল।

লোকটা বেশ লম্বা, চেহারার হাবভাবে শুকরের সাথে মিল আছে, বেশ লোভী বলে মনে হলো। মাথা নেড়ে সিঁড়ির দিকে এগোল গ্রে। ফিওনা ওকে অনুসরণ করল।

সবঠিক আছে। কোনো গোলমাল হলো না।

হঠাৎ লোকটা ডাচ ভাষায় কী যেন বলল। গ্রে কথাগুলো বুঝতে পারল না তবে একটু ভয় পেল। নিচুস্বরের হাসিও শোনা গেল কথার শেষে।

একটু ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে ফিরল গ্রে। দেখল, গার্ডটা ফিওনার পাছায় হাত দিয়ে চিমটি দিচ্ছে। কনুই ধরার জন্য বাড়িয়ে দিয়েছে আরেক হাত।

ফিওনার সাথে এরকম আচরণ করা মোটেও উচিত হয়নি।

গার্ডের দিকে ফিরল ফিওনা। 'সর, হারামজাদা!'

ওর স্কার্ট লোকটার হাঁটুর সাথে ঘষা খেল। পকেট থেকে নীল রঙের ঝলসানির কী যেন বের করে লোকটার ঊরুতে ঠেসে ধরল ও। চিৎকার করে লোকটা পিছু হটল।

গার্ড আছড়ে পড়ার আগেই গ্রে তাকে ধরে ফেলল। শরীরটাকে টেনে নিয়ে পাশের একটা রুমে রাখল ও। মেঝেতে শুইয়ে রশি দিয়ে বেঁধে রাখল।

'ওরকম করলে কেন?' ফিওনাকে প্রশ্ন করল গ্রে।

পেছনে গিয়ে গ্রে'র পাছায় শক্ত করে চিমটি কাটল।

'অ্যাই!' ফিওনার চিমটি খেয়ে গ্রে পেছন ফিরল।

'কেমন লাগল তোমার?' রাগে ফিওনা অগ্নিশর্মা হয়ে আছে।

কথা সত্য। তারপরও গ্রে বলল, 'কিন্তু বারবার এই বেজন্মাদেরকে তো বেঁধে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

দুই হাত আড়াআড়ি রেখে দাঁড়াল ফিওনা। ওর চোখে একই সাথে ভয় ও রাগ দুটোই দেখা যাচ্ছে। অবশ্য গ্রে এই মেয়েটার এরকম আচরণের জন্য দোষারোপও

করতে পারছে না। নিজের চোখের ভ্রু'র ওপর জমা ঘাম মুছল গ্রে। এখন ওদের লুকিয়ে পড়াটাই ভাল হবে। বাকিটা সময়ই বলে দেবে।

গ্রে'র রেডিও ঘড়ঘড় করে উঠল। মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করল ও। সিঁড়িতে ওরা যে ঘটনা ঘটিয়েছে সেটা কারও চোখে পড়ে যায়নি তো? রেডিওতে যা শুনতে পাচ্ছে সেটার অনুবাদ করল ও, ' বন্দীকে... মূল দরজায় নিয়ে আসো...'

আরও কথা হচ্ছে কিন্তু আসল কথা গ্রে শুনে ফেলেছে।

বন্দী!

তার মানে একটাই হতে পারে।

'মনককে ওরা ধরে ফেলেছে...' ভয়ে ফিসফিস করল গ্রে।

আড়াআড়ি করে রাখা হাত দুটো ফিওনা এখন সোজা করল, বেচারি এখন সিরিয়াস।

'চলো,' দরজার দিকে এগোল গ্রে। ধরাশায়ী হওয়া গার্ডের কাছ থেকে রাইফেলটা নিলো ও।

সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে ওরা। নিচে নামতে নামতে গ্রে ফিওনাকে প্ল্যানটা শুনিয়ে দিলো। এই সিঁড়ি ধরে ওরা নিচের হলের মূল প্রবেশপথে যাবে। নিচ তলা ফাঁকা, সামনে খোলা জায়গাও আছে।

পলিশ করা মেঝের ওপর দিয়ে পা ফেলে এগোচ্ছে ওরা। ওদের পা ফেলার শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

সামনের খোলা অংশের দিকে এগোল গ্রে। একটা পালকযুক্ত ডাস্টার তুলে নিলো ফিওনা। ওর ছদ্মবেশটা আরও মজবুত হলো এবার। দরজার এক পাশে দাঁড়াল ফিওনা। হাতে রাইফেল নিয়ে অন্যপাশে গ্রে দাঁড়াল।

মনকের সাথে এখন কতজন গার্ড আছে?

তবে যা-ই হোক, ও জীবিত আছে এটাই বড় কথা।

মূল প্রবেশপথে থাকা ধাতব শাটার উঁচু হতে শুরু করল। নিচু হয়ে ঝুঁকে পা গুনল গ্রে। ফিওনাকে দুই আঙুল দেখাল। সাদা জাম্পস্যুট পরিহিত বন্দীর সাথে দু'জন গার্ড আছে।

পুরো শাটার খোলার পর গ্রে'কে দেখা গেল।

গার্ড দু'জন দেখতে পেল ওদের মতোই একজন হাতে রাইফেল নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা সতর্ক হওয়ার কোনো প্রয়োজনবোধ করল না। এমনকি খেয়ালও করল না গ্রে'র হাতে টেজার আছে অন্যদিকে ফিওনাও প্রস্তুত।

মুহূর্তের মধ্যে হামলা হয়ে গেল।

দুই গার্ডের মাথায় আচ্ছামতো কষিয়ে লাথি মারল গ্রে। যতটুকু জোরে মারার দরকার ছিল তারচেয়েও জোরে মেরে ফেলেছে। গার্ডদের ওপর ওর অনেক রাগ, রাগটুকু এখন আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। লাথির ভেতর দিয়ে উগরে দিয়েছে সেটা।

কিন্তু বন্দী তো মনক নয়।

পাশের ক্লোজেটে একটা গার্ডকে রেখে আসতে আসতে গ্রে প্রশ্ন করল, 'কে আপনি?'

ধূসর চুলের অধিকারিণী মহিলাটি তাঁর এক হাত দিয়ে আরেক গার্ডের ব্যবস্থা করতে ফিওনাকে সাহায্য করছে। তাকে দেখতে যেরকম মনে হয় আদতে সে তারচেয়েও শক্তিশালী। তাঁর বাঁ হাতে ব্যান্ডেজ দেয়া। কাঁধে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে

সেটা। চেহারার বামপাশটায় অনেক খামচির দাগ দেখা যাচ্ছে। কিছু একটা তাকে আক্রমণ করেছিল। এই ক্ষতগুলো ছাড়া সে একদম ঠিক আছে। আত্মবিশ্বাসী চোখ নিয়ে গ্রে'র দিকে তাকাল সে।

'আমার নাম ড. মারশিয়া ফেয়ারফিল্ড।'

দুপুর ১২ টা ২৫ মিনিট।

ফাঁকা লেনে নামল জিপটা।

হুইলের পেছনে বসা ওয়ার্ডেন জেরাল্ড কেলজ তাঁর ভ্রু-তে জমা ঘাম মুছলেন। তার দুই পায়ের মাঝে একটা ড্রিংক্সের বোতল রাখা আছে।

সকালে যথেষ্ট ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও রুটিন ভাঙতে তিনি নারাজ। অবশ্য এখন তাঁর করার মতো তেমন কিছু ছিলও না। ওয়ালেনবার্গ এস্টেটদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পার্ক রেঞ্জারদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন কেলজ। প্রত্যেকটা গেটে গার্ড বসিয়েছেন। ওয়ালেনবার্গ এস্টেটের ভেতর থেকে তাঁর কাছে বিভিন্ন ছবি ফ্যাক্স করে পাঠানো হয়েছে।

আপাতত কেলজের অফিসে ফিরতি খবর না আসা পর্যন্ত বাসায় গিয়ে দুই ঘণ্টার লাঞ্চ সেরে নেয়া ছাড়া তাঁর কোনো কাজ নেই। আজ মঙ্গলবার, অর্থাৎ লাঞ্চের মেনুতে থাকবে রোস্ট করা মুরগি আর মিষ্টি আলু। পুরো এক একর জমির ওপর নির্মিত দোতলা ভবনের সামনে এসে জিপ থামালেন। এত বড় ভবনটা শুধু তাঁর জন্য। বয়স হয়েছে ঠিকই কিন্তু বিয়ে করার কোনো তাড়া নেই তাঁর।

বাসায় নতুন একটা মেয়ে কাজ করছে। নাম আইনা, বয়স মাত্র ১১ বছর। নাইজেরিয়ার মেয়ে, একদম কুচকুচে কালো। জেরাল্ড অবশ্য এরকম আলকাতরা রঙের মেয়েদেরই পছন্দ করেন। কালো চামড়ায় আঘাতের দাগ সেভাবে ফুটে ওঠে না, তাই। এখানে কেলজকে কোনো কিছুতে মানা করার কেউ নেই।

পুরুষ কাজের মানুষও আছে এখানে। নাম ম্যাক্সালি। জেল থেকে ধরে এনে কেলজ ওকে এখানে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। ম্যাক্সালির কাজ হলো বাড়িতে ভীতি বজায় রেখে পুরো বাড়ি পরিচালনা করা। বাড়ির ভেতরের কোনো সমস্যা দূর করতে সে যেমন দক্ষ তেমনি বাইরের সমস্যা দূর করতেও তার জুড়ি নেই। ওয়ালেনবার্গদের জন্য কেউ সমস্যা হয়ে দাঁড়ালে সেটাকে যদি কেউ গায়েব করে দিতে সাহায্য করে তাহলে যারপরনাই খুশি হয় বার্গরা। হেলিকপ্টারে করে ওয়ালেনবার্গ এস্টেটে এসে নামার পর কী হয়েছে না হয়েছে সেটা জানার কোনো অধিকার নেই জেরাল্ডের। কিন্তু গুজব তাঁর কানে এসেছে।

মধ্যদুপুরের তপ্ত আবহাওয়ার ভেতরেও তাঁর শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল।

জানার দরকারই নেই, প্রশ্ন যত কম করা যায় ততই মঙ্গল।

গাছের ছায়ার নিচে গাড়ি পার্ক করে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন তিনি। পাশের দরজা দিয়ে রান্নাঘরে গেলেন। দুইজন মালি বাগানের ফুল পরিচর্চা করছে। জেরাল্ডকে দেখে দুইজন চোখ নিচু করে রাখল। মনিবকে দেখে চোখ নিচু করে রাখতে হবে—এটাই শিখানো হয়েছে তাদের।

মুরগির রোস্টের ঘ্রাণ নাকে আসতেই কেলজের খিদে আরও বেড়ে গেল। রান্নাঘরে ঢুকলেন তিনি। পেটের ভেতরে যেন খাবারের জন্য আন্দোলন চলছে।

রান্নাঘরে ঢুকে তিনি দেখলেন, কুক (যে রান্না করে) কাঠের তক্তার ওপর পড়ে রয়েছে, মাথাটা ওভেনে ঢোকানো। এরকম আজব পরিস্থিতি দেখে ভ্রু কুঁচকালেন জেরাল্ড। কয়েক মুহূর্ত পর তিনি বুঝতে পারলেন এটা কুক নয়।

'ম্যাক্সালি...?' রোস্টের ঘ্রাণ ছাড়াও নতুন একটা গন্ধ তাঁর নাকে এলো। বিষাক্ত ক্ষতের গন্ধ। ম্যাক্সালির হাতে ক্ষতটা হয়েছে। একটা পালকঅলা ডার্ট। ম্যাক্সালির পছন্দের অস্ত্র এটা। সাধারণত এটায় বিষ মাখানো থাকে।

মারাত্মক গোলমাল হয়েছে কোথাও।

পিছু হটলেন কেলজ।

বাগানে থাকা দুই মালি তাদের কাজ বাদ দিয়ে এখন দুটো রাইফেল কেলজের চওড়া ভুড়ির দিকে তাক করে রেখেছে। হাত উঁচু করলেন তিনি, ভয়ে তাঁর চামড়া ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

কাঠের শব্দ শুনে ঘুরে তাকালেন তিনি।

পাশের রুমের ছায়া থেকে একটি কালো অবয়ব বেরিয়ে এলো।

আগন্তুককে চিনতে পেরে ঢোঁক গিলল কেলজ... আগন্তুকের চোখে তীব্র ঘৃণা।

সে কোনো সাধারণ ডাকাত নয়। তারচেয়েও জঘন্য কিছু।

জ্বলজ্যান্ত ভূত।

'খামিশি...'

দুপুর ১২ টা ৩০ মিনিট।

'আসলে ওর হয়েছেটা কী?' মন্‌ক জিজ্ঞেস করল। এইমাত্র ড. পলার স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে পাশের কুঁড়েঘরে গেছে ক্রো। লোগ্যান গ্রেগরির সাথে কথা বলে যোগাযোগ করবে।

লিসা জবাব দিলো। 'অ্যানার ভাষ্যমতে, ওর কোষগুলো অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে ভেতর থেকে। অ্যানা অতীতে বেল-এর রেডিয়েশনের প্রভাব স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁর ভাই গানথার এই রোগের দীর্ঘস্থায়ী ভার্সনে আক্রান্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু গানথারের অতিরিক্ত রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকায় তার শারীরিক অবনতি তুলনামূলকভাবে ধীরে ধীরে হচ্ছে। অ্যানা ও পেইন্টার একদম রেডিয়েশনের খপ্পরে পড়েছিল, কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকায় ওরা অনেক বেশি আক্রান্ত হয়েছে।'

বিস্তারিত আরও কিছু জানাল লিসা। কারণ ও জানে মেডিসিন সম্পর্কে মন্‌কের বেশ পড়াশোনা করা আছে।

সব শোনার পর একটা প্রশ্নই উত্থাপিত হলো।

'কতদিন সময় পাচ্ছে ওরা?' বলল মন্‌ক।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পেইন্টার যে কুঁড়েঘরে ঢুকেছে সেদিকে তাকাল লিসা। 'একদিনের বেশি নয়। যদি আজকেও চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হয় তারপরও হয়তো কিছু স্থায়ী ক্ষতি সারানো সম্ভব হবে না।'

'আপনি ওর কথা বলার ধরন লক্ষ্য করেছেন... শব্দগুলো কীরকম ছাড়া ছাড়া? এটা কী ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নাকি.... নাকি অন্যকিছু...?'

মন্‌কের দিকে ফিরল লিসা। 'এটা ওষুধের চেয়েও বেশি কিছু।'

ভয় ও হতাশার বিষয়। মন্‌ক দেখল লিসাও এটা নিয়ে অনেক ভুগেছে। লিসার দুশ্চিন্তা দেখে বোঝা যায় সে পেইন্টারের ব্যাপারে স্রেফ একজন ডাক্তার কিংবা সাধারণ বন্ধু হিসেবেই দুশ্চিন্তা করছে না... আরও বেশি কিছু আছে এতে। লিসা পেইন্টারকে যত্ন নিয়ে দেখভাল করে, অন্যদিকে নিজের আবেগকেও বাইরে বের হতে দেয় না। হৃদয়কে খুব সংযমে রেখেছে বেচারি।

দরজায় পেইন্টারের আবির্ভাব ঘটল। মন্‌ককে বলল, 'ক্যাট লাইনে রয়েছে...'

দ্রুত উঠল মন্‌ক। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো হেলিকপ্টার আছে কি-না। তারপর পেইন্টারকে পাশ কাটিয়ে স্যাটেলাইট ফোনটা তুলে নিলো। মাউথপিসটা হাত দিয়ে ঢেকে বলল, 'বস, আমার মনে হয় ড. লিসাকে কেউ সঙ্গ দেয়া উচিত।'

চোখ মটকাল ক্রো। চোখ দুটো লাল হয়ে রয়েছে। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে লিসার দিকে এগোল ও।

ওকে যেতে দেখার পর মন্‌ক ফোনে কথা শুরু করল। 'হেই, বেবি!'

'আমাকে বেবি বলবে না! আফ্রিকাতে কী করছ তুমি, হুম?'

মন্‌ক হেসে ফেলল। ক্যাটের কপট রাগ ওর কানে মধুর মতো মনে হলো। তবে প্রশ্নটা কিন্তু সে ঠিকই করেছে। নিশ্চয়ই ক্যাট জেনে ফেলেছে বিষয়টা।

'তুমি বলেছিলে এই মিশনটা নাকি অনেক সহজ?' বলল ক্যাট।

অপেক্ষা করল মন্‌ক। বেচারির রাগগুলোকে বের হওয়ার সুযোগ দিলো।

'বাসায় আসো। তোমাকে আমি তালা মেরে আটকে...'

আরও মিনিট খানেক বকা-ঝকা করল সে।

মান-অভিমান পর্ব শেষ হওয়ার পর মন্‌ক জবাবে বলল, 'আমিও তোমাকে অনেক মিস করেছি, বাবু।'

আহ্লাদে পাত্তা না নিয়ে ক্যাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি শুনলাম গ্রে'কে নাকি এখনও পাওয়া যায়নি।'

'আশা করি, সে ভাল আছে।'

'ওকে খুঁজে বের করো। যে-কোনোভাবে হোক খুঁজে বের করো।'

বিষয়টার সাথে মন্‌কও একমত। ক্যাট পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছে। তাই *সাবধানে থাকতে হবে, হেন তেন* এসব কোনো প্রমিজ চায়নি। এরপর ক্যাট যে শব্দগুলো বলল তার সাথে কান্নার আওয়াজও শোনা গেল।

'আই লাভ ইউ।'

যে-কোনো পুরুষকে সাবধান হওয়ার জন্য এই শব্দগুলোই যথেষ্ট।

'আই লাভ ইউ, *ঠু*।' গলা নিচু করে বলল, 'তোমাদের দু'জনকেই ভালবাসি।'

'বাসায় আসো।'

'অবশ্যই আসব, পারলে *ঠেকাও!*'

এবারও ক্যাট আহ্লাদে পাত্তা দিলো না। 'লোগ্যান আমাকে তাড়া দিচ্ছে। ফোন রাখব। ৭টার সময় সাউথ আফ্রিকান অ্যাম্বাসির সাথে আমাদের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। দেখি আমরা এখান থেকে কোনো চাপ প্রয়োগ করতে পারি কি-না।'

‘ফাটিয়ে দাও, বেবি!’

‘দেব, বাই, মন্‌ক।’

‘ক্যাট, আমি...’ কিন্তু লাইন ততক্ষণে কেটে গেছে। ধুর।

ফোন রেখে লিসা আর পেইন্টারের দিকে তাকাল মন্‌ক। সামনে ঝুঁকে কথা বলছে দু’জন। মন্‌ক খেয়াল করে দেখল, কথা বলার জন্য এতটা না ঝুঁকলেও চলতো। ফোনের দিকে তাকাল ও। যা-ই হোক, ক্যাট তো নিরাপদে আছে।

দুপুর ১২ টা ৩৭ মিনিট।

‘ওরা আমাকে নিচের একটা সেল রুমে নিয়ে যাচ্ছিল,’ বললেন ড. মারশিয়া। ‘আরও জিজ্ঞাসাবাদ করতো। কিছু একটা ওদেরকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।’

ড. মারশিয়াকে উদ্ধার করে ওরা দোতলার ল্যান্ডিঙে চলে এসেছে। ফিওনাকে যে গার্ডটা ইভটিজিং করেছিল সে এখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে, রক্ত ঝরছে নাক থেকে।

ড. ফেয়ারফিল্ড অল্পকথায় তাঁর কাহিনি শোনালেন। কীভাবে ওয়ালেনবার্গদের পোষা প্রাণী তাঁর ওপর হামলে পড়েছিল, টেনে-হেঁচড়ে এনেছিল... সব বললেন তিনি। ওয়ালেনবার্গরা কোনো এক উৎস থেকে জানতে পেরেছিল মারশিয়া ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের সাথে যুক্ত। তাই তারা ‘সিংহ কর্তৃক আক্রমণ’-এর নাটক সাজিয়ে তাঁকে কিডন্যাপ করে আনে। তাঁর শরীরের ক্ষতগুলো এখনও ফুলে রয়েছে। ‘আমি ওদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম—আমার সাথে যে সঙ্গী ছিল সেই গেম ওয়ার্ডেন দানবের আক্রমণে মারা গেছে। বেচারা হয়তো আক্রমণের ঘটনাটা বাইরের দুনিয়ায় পৌঁছে দিতে পেরেছিল।’

‘আচ্ছা। কিন্তু ওয়ালেনবার্গরা কী লুকোচ্ছে?’ জানতে চাইল গ্রে। ‘কী করছে তারা?’

মাথা নাড়লেন মারশিয়া। ‘ম্যানহ্যাটন প্রজেক্টের ভয়ঙ্কর সংস্করণ করছে হয়তো। এরচেয়ে বেশি কিছু আমি জানি না। তবে আমার ধারণা আরও কিছু করছে ওরা। এই প্রজেক্টের পাশাপাশি অন্য একটা পার্শ্বপ্রজেক্ট আছে। সেটা কোনো “হামলা” হতে পারে। আমি গার্ডদেরকে বলতে শুনেছি। সেরাম নামের কিছু একটা নিয়ে ওরা কথা বলছিল। জেরাম-৫২৫, এরকম কিছু একটা বলছিল ওরা। এই বিষয়ে কথা বলতে বলতে ওরা ওয়াশিংটন ডি.সি-এর নামও উচ্চারণ করেছিল।’

গ্রে ভ্রু কুঁচকাল। ‘কোনো টাইমটেবিল সম্পর্কে শুনতে পেরে ছিলেন?’

‘না। কিন্তু ওদের কথা বলার ধরন আর হাসাহাসি দেখে আন্দাজ করতে পারছি যা হওয়ার সেটা হতে খুব বেশি দেরি নেই। শীঘ্রই হবে।’

থুতনিতে হাত বুলাতে বুলাতে পা চালাল গ্রে। সেরাম... এটা হয়তো কোনো প্রাণনাশকারী কোনো এজেন্ট... রোগবালাই... কিংবা ভাইরাসও হতে পারে... মাথা ঝাঁকাল ও। খুব দ্রুত আরও তথ্য লাগবে ওর।

‘আমাদেরকে বেসমেন্টে থাকা ল্যাবগুলোতে ঢুকতে হবে।,’ গ্রে বিড়বিড় করল। ‘দেখতে হবে ওখানে কী হচ্ছে।’

‘ওরা আমাকে শিবিরে নিয়ে যাচ্ছিল,’ বললেন মারশিয়া।

গ্রে বিষয়টা বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল। 'আমি যদি আপনার একজন গার্ডের বেশ ধরে যাই, তাহলে হয়তো নিচে সুবিধে করতে পারব।

'দ্রুত করতে হবে। ওরা হয়তো ভাবছে আমার আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন।'

ফিওনার দিকে ফিরল গ্রে। তর্ক সামাল দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছে ও। ফিওনা যদি এই রুমের কোথাও লুকিয়ে থাকে সেটাই নিরাপদ হবে। তাছাড়া বন্দী ও গার্ডের পাশে একজন মেইডের উপস্থিতি দৃষ্টিকটু ও অপ্রয়োজনীয়। তাতে বরং অন্য গার্ডদের সন্দেহ দেখা দেবে।

'আমি জানি! কাজের মেয়েদের কোনো দাম নেই,' গ্রে'কে চমকে দিয়ে বলল ফিওনা। পা দিয়ে গার্ডটাকে গুঁতো মারল ও। তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি এই হারামিটাকে দেখে রাখব।'

মুখে সাহসী কথা বললেও ফিওনার চোখে ভয়ের ছায়া দেখা গেল।

'আমরা বেশি সময় নেব না,' কথা দিলো গ্রে।

'না নিলেই ভাল।'

ফিওনার সাথে কথা শেষ করে নিজের রাইফেল তুলে নিলো গ্রে। ড. ফেয়ারফিল্ডকে দরজার দিকে এগোতে ইশারা করে বলল, 'চলুন, যাওয়া যাক।'

কয়েক মুহূর্ত পর দেখা গেল, মারশিয়ার দিকে রাইফেল তাক করে রেখে গ্রে তাঁকে কেন্দ্রীয় লিফটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ওদেরকে কেউ বাধা দিলো না। ভূগর্ভস্থ লেভেলে ঢোকার সময় একটা চেক পোস্ট পড়ল। ইসকির পকেট থেকে চুরি করা ২য় কার্ডটা ব্যবহার করল গ্রে। চেক পোস্টের লাল আলো নিভে সবুজ আলো জ্বলে উঠল।

'কোথা থেকে শুরু করব সে-সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে?'

'গুপ্তধন যত বড় হয় সেটা মাটির তত গভীরে লুকোনো থাকে।' বললেন মারশিয়া। ভূগর্ভস্থ লেভেলের সবচেয়ে শেষ লেভেল অর্থাৎ ৭ম লেভেলের বাটনে চাপ দিলেন তিনি। লিফট নিচ দিকে নামতে শুরু করল।

নিচে নামতে নামতে মারশিয়ার কথাগুলো গ্রে'র মাথায় ঘুরতে লাগল।

একটা হামলা। সম্ভবত ওয়াশিংটনে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো—হামলাটা কীরকম? কোন ধরনের?

সকাল ৬ টা ৪১ ইএসটি।
ওয়াশিংটন, ডি.সি.।

ন্যাশনাল মল থেকে অ্যাম্বাসির দূরত্ব মাত্র ২ মাইল। গাড়িতে করে সাউথ আফ্রিকান অ্যাম্বাসির দিকে এগোচ্ছে ওরা। লোগ্যানের সাথে গাড়ির পেছনের সিটে বসেছে ক্যাট। ফাইনাল নোটগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। সূর্য উঠেছে বেশিক্ষণ হয়নি। দেখতে দেখতে অ্যাম্বাসি (দূতাবাস) এসে গেল।

অ্যাম্বাসি ভবন চারতলা। অ্যাম্বাসির আবাসিক শাখার দিকে এগোল ড্রাইভার। এত সকালে অ্যাম্বাসেডর (রাষ্ট্রদূত) ওদের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত স্টাডিতে দেখা করার জন্য রাজি হয়েছে। ওয়ালেনবার্গদেরকে নিয়ে তিনি একটু গোপনে আলোচনা করতে চান।

এ বিষয়ে অবশ্য ক্যাটের কোনো আপত্তি নেই।

ওর গোড়ালির গাঁটের হোলস্টারে পিস্তল রাখা আছে।

গাড়িতে থেকে বেরিয়ে ক্যাট লোগ্যানের জন্য অপেক্ষা করল। ওদের গাড়িকে দেখে সামনের দরজা খুলে দিলো ডোরম্যান।

সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে লোগ্যান সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন। তাঁরচেয়ে দু'কদম পেছনে থেকে এগোল ক্যাট। পথের দিকে সতর্ক নজর রেখেছে সে। ওয়ালেনবার্গদের টাকার গরম অনেক বেশি। তারা যে টাকা দিয়ে কাকে কাকে কিনে রেখেছে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই ক্যাট এখানকার কাউকেই বিশ্বাস করে না... এমনকী স্বয়ং অ্যাম্বাসেডর জন হাউরিগ্যান'কেও নয়।

চওড়া হলে ঢুকল ওরা। নেভি বিজনেস স্যুট পরিহিত একজন সেক্রেটারি ওদেরকে স্বাগত জানাল।

'অ্যাম্বাসেডর হাউরিগ্যান একটু পরেই নিচে চলে আসবেন। আমি আপনাদেরকে স্টাডিতে নিয়ে যাব। ততক্ষণ পর্যন্ত কী খাবেন? চা? কফি?'

লোগ্যান ও ক্যাট দু'জনই মাথা নাড়ল। কিছুই খাবে না।

কিছুক্ষণ পর সেক্রেটারি ওদেরকে স্টাডিরুমে নিয়ে এলো। ডেস্কের পাশে বসলেন লোগ্যান। ক্যাট দাঁড়িয়ে রইল। তবে ওদেরকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

দরজা খুলে হালকা-পাতলা গড়নের লম্বা একজন ব্যক্তি রুমে প্রবেশ করলেন। তাঁর মাথার চুলের রঙ বাদামি-সাদা। তাঁর কাছে নেভি স্যুট থাকলেও সেটা গায়ে না পরে তিনি হাতে রেখেছেন। ক্যাট সন্দেহ করল অ্যাম্বাসেডরের এরকম আনঅফিসিয়াল ও বন্ধুত্বপূর্ণ হাবভাব পুরোটাই মেকি। তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন এটা তাঁর বাসায় একটা ব্যক্তিগত মিটিং মাত্র।

ক্যাট অবশ্য এসবে পটলো না।

লোগ্যান পরিচয়পর্ব সারতে সারতে রুমটাকে পর্যবেক্ষণ শুরু করল ক্যাট। ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে ও আন্দাজ করতে পারছে, এই রুমে এখন যা যা কথাবার্তা হবে সেটা রেকর্ড করা হচ্ছে কোথাও। রেকর্ডারটা কোথায় লুকোনো আছে সেটাই খুঁজছে ক্যাট।

অ্যাম্বাসেডর সাহেব চেয়ারে বসার পর বললেন, 'ওয়ালেনবার্গ এস্টেট সম্পর্কে আপনারা জানতে এসেছেন... আমি তো সেরকমটাই শুনেছি। তো বলুন, আপনাদেরকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'আমরা মনে করছি তাদের কোনো লোক জার্মানিতে কিডন্যাপিঙের সাথে জড়িত।'

অ্যাম্বাসেডর জন হাউরিগ্যানের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। 'এরকম অভিযোগ শুনে আমি আশ্চর্য হলাম। জার্মান বিকেএ, ইন্টারপোল কিংবা ইউরোপোল থেকে তো এরকম খবর আসেনি।'

'আমাদের সোর্স একদম নিখাঁদ,' জোর দিয়ে বললেন লোগ্যান। 'আমরা চাচ্ছি আপনাদের **স্করপিয়ন** যেন আমাদেরকে সাউথ আফ্রিকায় সাহায্য সহযোগিতা করে।'

ক্যাট খেয়াল করে দেখল অ্যাম্বাসেডর তাঁর চেহায়ায় বিষণ্ণতা ফুটিয়ে তোলার ভান করলেন। সাউথ আফ্রিকার স্করপিয়ন আমেরিকার এফবিআই-এর মতো। সাহায্য করবে না সেটা জানা কথা। লোগ্যানের আসল চাওয়া হলো, সিগমা'র কাজে যেন

স্করপিয়নরা কোনো বাধা না দেয়। ওয়ালেনবার্গদের মতো বিত্তবান ও ক্ষমতাশালীদের সাথে তো আপসে কিছু করা সম্ভব না তাই স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনী যেন সিগমা'র মিশনে কোনো বাধা না দেয় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। আপাততদৃষ্টিতে এই *বাধা না দেয়ার* বিষয়টা বেশ ছোট বলে মনে হলেও এর প্রভাব অনেক বড়।

ক্যাট বসেনি, এখনও দাঁড়িয়ে আছে। দুই ব্যক্তির লড়াই দেখছে ও... দু'জনই একে অপরের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা লোটার মতলবে ব্যস্ত।

'দেখুন, ওয়ালেনবার্গরা অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার। আন্তর্জাতিক, সরকারি পরিমণ্ডলে তারা বেশ সম্মানিত। বিভিন্ন ত্রাণ, দাতব্য সংস্থা ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের সাথে তারা জড়িত। এছাড়াও সম্প্রতি তারা তাদের উদারতার নিদর্শনস্বরূপ পৃথিবীর সব জায়গায় অবস্থিত সাউথ আফ্রিকান অ্যাম্বাসিতে সোনার তৈরি ঘণ্টা উপহার দিয়েছে। সাউথ আফ্রিকায় প্রথম সোনার কয়েন চালু করার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই মহাযজ্ঞ।'

'তা নাহয় বুঝলাম, তারা অনেক ভাল ভাল কাজ করে, কিন্তু তার মানে এই নয়...'

লোগ্যানকে থামিয়ে দিয়ে এই প্রথমবারের মতো মুখ খুলল ক্যাট। 'আপনি একটু আগে কী বললেন? সোনার ঘণ্টা? অর্থাৎ, গোল্ড বেল?'

ক্যাটের দিকে তাকালেন অ্যাম্বাসেডর। 'হ্যাঁ, স্যার ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গ এই উপহার দিয়েছেন সবাইকে। একশ'টা সোনার বেল। আমাদের এখানে যে বেলটা আছে সেটাকে আবাসিক ভবনের পাঁচ তলায় বসানো হয়েছে।'

লোগ্যান আর ক্যাটের মধ্যে চোখাচোখি হয়ে গেল।

'আমরা কী সেটা দেখতে পারি?' বলল ক্যাট।

কথার মোড় হঠাৎ এভাবে ঘুরে যাওয়ার কারণে অ্যাম্বাসেডর কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেছেন। তবে "না" করার মতো উপযুক্ত কারণ তিনি খুঁজে পেলেন না। ক্যাট মনে মনে ভাবল, তিনি হয়তো ভাবছেন, ওয়ালেনবার্গদেরকে নিয়ে আলোচনা করার চেয়ে বেল দেখানোই ভাল এবং সহজ।

'আপনাদেরকে দেখাতে পারলে আমি বরং খুশিই হব।' উঠে দাঁড়িয়ে হাতঘড়ি দেখলেন তিনি। 'আমাদেরকে একটু দ্রুত করতে হবে। সকালের নাস্তা করতে করতে আমাকে আরেকটা মিটিং সেরে নিতে হবে। দেরি হলে বিপদ।'

ক্যাটও মনে মনে এরকমটাই ভাবছিল। হাউরিগ্যান এখন বেল দেখানোর উসিলায় কথাবার্তা এখানেই শেষ করে দিতে চাচ্ছেন। এদিকে স্করপিয়ন সম্পর্কে কোনো কথাও তিনি দিলেন না। চোখ-মুখ শক্ত করে ক্যাটের দিকে তাকালেন লোগ্যান। ক্যাট আশা করল ওর সিদ্ধান্ত যেন ভুল না হয়।

লিফটে চড়ে ভবনের সবচেয়ে উঁচুতলায় চলে এলো ওরা। হলওয়ে পার হওয়ার পর বিশাল একটা হল পড়ল সামনে। থাকার জায়গার চেয়ে এটাকে জাদুঘর বললেই বেশি মানাবে। ডিসপ্লে ক্যাবিনেট, লম্বা টেবিল, বড় বড় সিন্দুকসহ বিভিন্ন জিনিস আছে এখানে। একসারি জানালা আছে, ওগুলো দিয়ে পেছনের বাগানের ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়া যায়। এক কোণায় একটা বিশাল ঘণ্টা ঝুলছে। সোনার তৈরি। গোল্ডেন বেল। বেলটাকে দেখে মনে হচ্ছে এটা একদম আনকোরা নতুন। লম্বায় পুরো এক মিটার। মুখ আর চওড়ায় হবে আধ মিটার। সাউথ আফ্রিকার প্রতীকস্বরূপ *কোট অভ আর্মস* খোদাই করা আছে বেলের গায়ে।

কাছে এগোল ক্যাট। একটা মোটা পাওয়ার ক্যাবল বেলের মাথার ওপর থেকে বেরিয়ে মেঝেতে প্যাঁচানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

ক্যাটকে উদ্দেশ্য করে অ্যাম্বাসেডর বললেন, 'দিনের নির্দিষ্ট একটা সময়ে এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেজে উঠবে। ইঞ্জিনিয়ারিঙের এক দারুণ নিদর্শন। যদি বেলের ভেতরে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন ভেতরে অনেক গিয়ার ও কলকজা আছে। একটা রোলেক্স ঘড়িতে যেরকম থাকে অনেকটা সেরকম।'

লোগ্যানের দিকে ফিরল ক্যাট। লোগ্যানের মুখ শুকিয়ে গেছে। অ্যানা স্পোরেনবার্গ মূল বেল-এর যে ছবি এঁকে পাঠিয়ে ছিল সেটা তিনি দেখেছেন। এই সোনার বেল সেই ছবির সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। দুটো বেল থেকেই রেডিয়েশন বেরোয় সন্দেহ নেই। পাগলামো আর মৃত্যু। উপরে থাকা একটা জানালার দিকে তাকাল ক্যাট। এই উচ্চতা থেকে ক্যাপিটোলের সাদা গম্বুজ ছাড়া আর কিছু ওর চোখে পড়ল না।

অ্যাম্বাসেডর একটু আগে যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো আতঙ্ক সৃষ্টি করল এখন।

পুরো পৃথিবীতে... ১০০টা সোনার বেল।

'এটা সেট করতে স্পেশাল টেকনিশিয়ান লেগেছে,' বললেন অ্যাম্বাসেডর। তাঁর কণ্ঠে বিরক্তির সুর পাওয়া যাচ্ছে, হয়তো মিটিং খুব শীঘ্রই শেষ করে দেবেন। 'সেই টেকশিয়ান বোধহয় এখানেই কোথাও আছে।'

ওদের পেছনে থাকা দরজাটা খুলে গেল। একটু জোরেই খুলেছে সেটা।

তিনজন ঘুরল সেদিকে।

'এই যে, চলে এসেছে,' বললেন হাউরিগ্যান। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর দমে গেল যখন তিনি দেখতে পেলেন আগন্তুকের হাতে একটা সাব-মেশিন গান শোভা পাচ্ছে। তার চুলগুলো ধবধবে সাদা। রুমের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়েও ক্যাট তার অস্ত্র ধরে থাকা হাতের কালো ট্যাটুটা দেখতে পেল।

গোড়ালিতে থাকা হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল ক্যাট।

কোনো কথা না বলে আততায়ী গুলি ছুঁড়তে শুরু করল।

কাঁচ ও কাঠের গায়ে এসে মুখ গুঁজতে শুরু করল বুলেট।

বুলেটের ছিটে আসা টুকরো ওর পেছনে থাকা সোনার বেলের গায়ে এসে লাগায় বেলটা ঢং ঢং করে বাজতে শুরু করল।

দুপুর ১২টা ৪৪ মিনিট।
সাউথ আফ্রিকা।

ভূগর্ভস্থ লেভেল সাতে এসে খুলে গেল লিফটের দরজা। গ্রে বেরিয়ে এলো লিফট থেকে, হাতে রাইফেল। ধূসর হলওয়ের দু'দিকে চোখ বুলাল ও। ফ্লোরেসেন্ট লাইটে আলোকিত হয়ে আছে হলওয়ে। দেয়ালগুলো ধূসর রঙের, ছাদ বেশ নিচু। ইলেকট্রনিক লকগুলোর আলো মসৃণ স্টিল দরজাগুলোর গায়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। এছাড়া অন্য যেসব দরজা আছে ওগুলো একদম সাধারণ।

একটা দরজার ওপর হাতের তালু রাখল গ্রে।

কম্পন অনুভূত হলো। ছন্দময় গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

পাওয়ার প্লান্ট? আকারে নিশ্চয়ই বড় হবে।

মারশিয়া ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন। 'আমরা বোধহয় অনেক নিচে চলে এসেছি,' ফিসফিস করে বললেন তিনি, 'স্টোরেজ (সংরক্ষণ কেন্দ্র) এবং ইউটিলিটি (পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহ কেন্দ্র) বলে মনে হচ্ছে এটাকে।'

গ্রে তাঁর সাথে একমত। তারপরও...

লক করা একটা স্টিলের দরজাকে পাশ কাটাল গ্রে। 'কিন্তু প্রশ্ন হলো, তারা কী স্টোর করছে?'

দরজার ওপরে লেখা আছে: embryonaal.

'ভ্রুণ সংক্রান্ত ল্যাব,' মারশিয়া অনুবাদ করে শোনালেন।

চারদিকে সতর্ক নজর রেখেছেন তিনি। হাতের ব্যান্ডেজটা একটু সরাতেই তাঁর মুখ কুঁচকে গেল।

ইসকির কার্ডটা গ্রে আবার ব্যবহার করল। ইনডিকেটর সবুজ হয়ে খুলে গেল ম্যাগনেটিক লক। দরজা ধাক্কা দিলো ও। রাইফেলটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে এবার পিস্তল হাতে নিয়েছে।

মাথার ওপরে থাকা লাইটগুলো একটু দপদপ করে স্থির হলো।

রুম না বলে এটাকে বড় একটা হল বলাই ভাল। প্রায় ৪০ মিটার লম্বা। গ্রে খেয়াল করল এখানকার বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। দেয়ালের একপাশ জুড়ে মেঝে থেকে ওপরের ছাদপর্যন্ত লম্বা স্টিলের ফ্রিজার দেখা যাচ্ছে। গুঞ্জন করছে কমপ্রেসরগুলো। অন্যপাশে আছে দু'চাকার কার্ট, তরল নাইট্রোজেন বোঝাই ট্যাঙ্ক আর বড়সড় মাইক্রোস্কোপ টেবিল।

দেখে মনে হচ্ছে এটা এক ধরনের ক্রাইয়োনিক ল্যাব।

মাঝখানে ওয়ার্কস্টেশনে একটা কম্পিউটার বসানো আছে। স্ক্রিনসেভার ঘুরছে এলসিডি মনিটরে। কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের সামনে একটা রুপোলি প্রতীক। প্রতীকটা পরিচিত। উইউইলসবার্গ ক্যাসলে গ্রে এই প্রতীক দেখে এসেছে।
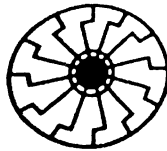
'দ্য ব্ল্যাক সান। কালো সূর্য।' বিড়বিড় করল গ্রে।

মারশিয়া ওর দিকে তাকালেন।

ঘুরতে থাকা সূর্যের দিকে নির্দেশ করে গ্রে বলল। 'এই প্রতীক হিমল্যারের ব্ল্যাক অর্ডারের পরিচয় বহন করে। ঠুলি সোসাইটি নামের এক গুপ্ত সংঘ... যাদের সদস্য ও বিজ্ঞানীরা সুপারম্যান দর্শনে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতো। ব্যালড্রিকও নিশ্চয়ই সেখানকার সদস্য।'

গ্রে অনুভব করল ওরা একটা পূর্ণ বৃত্ত রচনা করে ফেলেছে। রায়ানের প্রপিতামহ থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত। কম্পিউটারের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'মূল তালিকা খোঁজা যাক। দেখুন প্রয়োজনীয় কিছু পান কি-না।'

মারশিয়া ওয়ার্কস্টেশনের দিকে এগোতেই গ্রে একটা ফ্রিজারের দিকে পা বাড়াল। ফ্রিজ খুলল ও। ঠাণ্ডা বাতাস বেরিয়ে এলো ফ্রিজ থেকে। ভেতরে অনেক ড্রয়ার দেখা যাচ্ছে। সবকটি নির্দেশক ও নাম্বার দেয়া। ওর পেছনে কম্পিউটারে খটাখট শব্দ তুলে কাজ শুরু করেছেন মারশিয়া। গ্রে একটা ড্রয়ার টান দিয়ে বের করল। ভেতরে সুন্দর সারি সারি কাঁচের ছোট স্ট্র-তে হলুদ তরল পদার্থ দেখা গেল।

'হিমায়িত ভ্রুণ,' ওর পেছন থেকে মারশিয়া বললেন।

ড্রয়ার বন্ধ করে হলে থাকা অন্যান্য ফ্রিজার গুনতে শুরু করল গ্রে। যদি মারশিয়ার কথা সত্য হয়ে থাকে তাহলে এখানে হাজার হাজার ভ্রুণ সংরক্ষণ করা আছে।

মারশিয়া বললেন, 'এই কম্পিউটার হলো একটা ডেটাবেজ। জেনোম ও জিন্যেলজি সম্পর্কে তথ্য আছে এতে। মানুষ ও প্রাণী.. দুটোরই। স্তন্যপায়ী প্রজাতিও আছে। এটা দেখুন।'

মনিটরে অদ্ভুত সব লেখা উঠে রয়েছে।

NUCLEOTIDE VERANDERING (DNA)
[CROCUTA CROCUTA]
Thu Nov 6 14:56:25 GMT

Schema V.1.I6

VERANDERING	CODE RANGSCHIKKEN
Loci A.0.2 Dipyrimidine to Dithymidine (c[CT]>TT)	ATGGTTACGCGCTCATG GAATTCTCGCTCATG GA ATTCTCGCTCGTCAACT
Loci A.3. Gedeekelijk A.3.3.4. Dinucleotide (transcriptie)	CTAGAAATTACGCTCTTA CGCTTCTCG CTTGTTAC GCGCTCA
Loci B.5 B.5.1.3. Cryptische plaatsacivering	GTTACGCGCTCGCGCTCA TG G4ATTCTCGC TCATG
Loci B.7. B.7.5.1. Pentanucleotide (g[TACAGATTC] verminderde stabiliteit	ATGGTTACGCGCTUCGC TGGAATTCTCGCTC ATG GAATTCTCGCTC

'মিউটেশন করার পর কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে এটা হলো তার তালিকা,' মারশিয়া বললেন।

উপরের দিকে থাকা একটা নামের ওপর টোকা দিলো গ্রে। 'ক্রোকুটা ক্রোকুটা,' পড়ল ও। 'ছোপঅলা হায়না। কিন্তু রিসার্চের পর ওটার কী হাল হয়েছে সেটা দেখেছি আমি। ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গ বলেছিলেন তিনি কীভাবে প্রজাতিগুলোকে নিখুঁত করছেন। এমনকি জানোয়ারগুলোর মগজে মানুষের কোষ পর্যন্ত ঢুকিয়েছেন তিনি!'

বিস্মিত হয়ে মারশিয়া মূল ডিরেক্টরিতে ফিরলেন। 'পুরো ডেটাবেজের নামকরণের সার্থকতা এবার বুঝলাম। *Hersenschim*, যাকে অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'কিইমিরা'; সিংহের মাথা, ছাগলের দেহ ও সাপের লেজঅলা এক দানব। অর্থাৎ, এখানে বিভিন্ন প্রাণীর কোষ এনে একটা ভ্রুণে প্রবেশ করানো হচ্ছে। কিন্তু এর শেষ কোথায়?'

গ্রে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভ্রুণ ল্যাবের বিশাল পরিসরের ওপর চোখ বুলাল। এখানকার সবকিছুতে তাহলে সেই অর্কিড আর বনসাই গাছের মতো পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে? প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার আরেকটা উপায় এটা? নিজের মনগড়া "নিখুঁত" ডিজাইন করার চেষ্টা।

'হুম...' বিড়বিড় করলেন মারশিয়া। 'অদ্ভুত।'

তাঁর দিকে ফিরল গ্রে। 'কী?'

'আমি তো বলেছিলাম এখানে মানুষের ভ্রুণ আছে। জিন্যেলজির ক্রস রেফারেন্স অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে এখানকার সব ভ্রুণ জিনগত দিক থেকে ওয়ালেনবার্গদের সাথে সম্পর্কযুক্ত।'

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অবাক হওয়ার খবর সামনে আছে।

মারশিয়া বললেন, 'ওয়ালেনবার্গদের প্রত্যেকটা ভ্রুণের একটা স্টিম কোষের সাথে সম্পর্ক আছে যেটা ধরে এগোলে আমরা ক্রোকুটা ক্রোকুটা'কে পাচ্ছি।'

'হায়না?'

মাথা নাড়লেন মারশিয়া। হ্যাঁ।

বিষয়টা বুঝতে পেরে আতঙ্ক বেড়ে গেল। 'তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন নিজের সন্তানদের স্টিম কোষ ওই দানবগুলোর ভেতরে প্রবেশ করানো হয়েছে?' ধাক্কাটা লুকোতে পারল না গ্রে।

এই ব্যালড্রিকের জঘন্য কাজ-কারবার, নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান ভাবার কী কোনো শেষ নেই?

'শুধু তা-ই নয়,' মারশিয়ার কথা এখনও শেষ হয়নি।

অসুস্থবোধ করল গ্রে। কারণ মারশিয়া এখন যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা ও ইতোমধ্যে আন্দাজ করতে পেরেছে।

মনিটরে ভেসে ওটা জটিল চার্ট দেখালেন তিনি। 'এই চার্ট বলছে, হায়নাদের স্টিম কোষগুলো আবার পরবর্তী প্রজন্মের মানব ভ্রুণের সাথে সম্পর্কযুক্ত।'

'হে খোদা...'

গ্রে'র মনে পড়ে গেল খেপে যাওয়া হায়নাকে স্রেফ একটা হাত উঁচু করে ইসকি থামিয়ে দিয়েছিল। ওটা শুধু মনিব আর পোষা প্রাণীর সম্পর্ক ছিল না। ওটা ছিল পারিবারিক সম্পর্ক। ব্যালড্রিক সাহেব তাঁর নিজের সন্তানদের কোষ হায়নাদের ভেতরে ঢোকানোর পর হায়নাদের কোষ আবার নাতি-নাতনীদের ভেতরে ঢুকিয়েছেন!

'খারাপের এখানেই শেষ নয়...' মারশিয়া ফ্যাঁকাসে হয়ে গেছেন। 'ওয়ালেনবার্গদের...'

গ্রে তাঁকে থামিয়ে দিলো। যথেষ্ট শোনা হয়েছে। আরও অনেক কিছু সার্চ করতে হবে। 'আমাদের এগোতে হবে।'

কম্পিউটারের দিকে তাকালেন মারশিয়া, উঠতে ইচ্ছে করছে না। তবুও মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। দৈত্যাকার ল্যাব থেকে বেরিয়ে হলের পথ ধরল ওরা। পরের দরজায় লেখা রয়েছে : foetussen, ফিটাল ল্যাব। কোনো জায়গায় না থেমে গ্রে এগিয়ে চলল। ভেতরের ভয়াবহ কাহিনি জানার কোনো শখ নেই ওর।

'তারা এরকম ফলাফল হাসিল করছে কীভাবে?' মারশিয়া প্রশ্ন করলেন। 'মিউটেশন, সফল কিইমিরা...? নিশ্চয়ই কোনো না কোনো উপায়ে তারা জেনেটিক রূপান্তরটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।'

'হতে পারে,' বিড়বিড় করল গ্রে। 'কিন্তু এটা নিখুঁত নয়... এখনও নয়।'

হিউগো হিরজফিল্ডের প্রতীকগুলোর কথা মনে পড়ল ওর। ওগুলোর ভেতরে তিনি কোড লুকিয়ে রেখেছেন। এবার ও বুঝতে পারল ব্যালড্রিক কেন ওই কোডের জন্য এতটা উন্মাদ হয়েছেন। ওই কোডের মধ্যে নিখুঁত হওয়ার উপায় লুকোনো আছে। সেটা এতই সুন্দর যে মেরে ফেলা সম্ভব না, আবার এতটাই দানবীয় যে মুক্ত করে দেয়াও অসম্ভব।

আর এখানে ব্যালড্রিক সাহেব দানবদের ব্যাপারে কোনো ভয়ই পাচ্ছেন না। পাবেন কেন? দানবগুলোকে তো তিনি নিজের পরিবারের সদস্য বানিয়ে ফেলেছেন। এবার শুধু হিউগো'র কোডটা ভাঙতে হবে। কোড ভাঙার পর ব্যালড্রিক এরপর কী করবেন? তার ওপর সিগমা ফোর্স এখন তাঁর পিছু নিয়েছে। আর এজন্যই তিনি এখন পেইন্টার ক্রো'র খবর জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন।

আরেকটা দরজার কাছে পৌঁছুলো ওরা। দরজার ওপাশে থাকা রুমটাও নিশ্চয়ই বিশাল হবে। ফিটাল ল্যাব থেকে এটার দূরত্ব দেখে সেরকমটাই মনে হচ্ছে। দরজার উপরে থাকা নামটা খেয়াল করল গ্রে।

জেরাম-৫২৫।

মারশিয়ার দিকে তাকাল ও।

'সেরাম নয়।'

'জেরাম,' বোঝার ভুল ছিল বুঝতে পেরে মাথা নাড়লেন মারশিয়া।

চুরি করা কার্ড গ্রে ব্যবহার করল। সবুজ বাতি জ্বলে খুলে গেল তালা। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ও। দপদপ করেলাইট জ্বলে উঠল। উঠল রুমের বাতাসে ক্ষার ও ওজোনের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। রুমের মেঝে আর দেয়ালগুলো কালো রঙের।

‘সীসা।’ দেয়াল স্পর্শ করে বললেন মারশিয়া।

কথাটা গ্রে’র কাছে সুবিধের মনে হলো না। তবুও ওকে আরও জানতে হবে না। ভেতরটা দেখে মনে হচ্ছে বিপজ্জনক পদার্থ রাখার কোনো এক স্টোরেজ এটা। রুমের ভেতর পর্যন্ত তাক সাজানো রয়েছে। হলুদ রঙের দশ গ্যালন ড্রাম রাখা আছে ওগুলোতে। প্রত্যেকটার গায়ে **৫২৫** ছাপ দেয়া।

প্রাণনাশকারী এজেন্ট সম্পর্কে নিজের সন্দেহের কথা ভাবল গ্রে। কিংবা এমনও তো হতে পারে, এতে বিস্ফোরক পদার্থ আছে, নিউক্লিয়ার বর্জ্যও তো হতে পারে? পুরো রুম সীসা দিয়ে ঘিরে রাখার মানে কী?

মারশিয়া একটু আগ্রহী হয়ে তাকগুলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করলেন। প্রত্যেকটা তাকে লেবেল লাগানো আছে। এছাড়াও ড্রামের গায়ে নাম লেখা আছে। পড়লেন তিনি, ‘আলবেনিয়া... ’ পরের ড্রামের পাশে থামলেন। ‘আর্জেন্টিনা...’

অক্ষর অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের নাম লেখা আছে।

তাকগুলোর দিকে তাকাল গ্রে। এখানে কম করে হলেও ১০০টা ড্রাম আছে।

মারশিয়া ওর দিকে তাকালেন। এবার গ্রে বুঝতে পেরেছে কেন মারশিয়া আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

ওহ নো...

রুমের ভেতরে দ্রুত এগোল গ্রে। একটু পর পর তাকের লেবেল পড়ার জন্য থামছে। বেলজিয়াম.... ফিনল্যান্ড... গ্রিস...

দৌড়ে চলল ও।

অবশেষে যেটা খুঁজছিল সেটা পেয়ে গেল।

আমেরিকা।

ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে হামলা সম্পর্কে মারশিয়া কিছু একটা শুনেছিলেন। গ্রে ড্রাম ভরা তাকগুলো দেখল। হুমকির মুখে শুধু ওয়াশিংটনই নয়, আরও অনেক দেশ আছে। পেইন্টার ক্রো ও সিগমা ফোর্সকে নিয়ে ব্যালড্রিকের মাথাব্যথা আছে। কারণ সিগমা তাঁকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে।

সেজন্য ব্যালড্রিক নিশ্চয়ই তাঁর টাইম-টেবিল বদলে ফেলেছেন।

যে তাকের গায়ে **আমেরিকা** লেখা আছে সেটা খালি পড়ে রয়েছে!

জেরাম-৫২৫-এর ড্রামটা সেখানে নেই।

সকাল ৭ টা ৪৫ ইএসটি।
জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল,
ওয়াশিংটন, ডি.সি.।

‘ইটিএ অন মিডস্টার?’ প্রশ্ন করল রেডিও অপারেটর। হাসপাতালের টাচ-স্ক্রিন প্রোগ্রামের সাথে ওয়্যারলেস হেডসেট নিয়ে বসে আছে সে।

হেলিকপ্টার থেকে জবাব এলো। ‘আসছি, আর দুই মিনিট।’

‘ইআর আপডেট জানতে চাচ্ছেন।’ অ্যাম্বাসি এলাকায় গোলাগুলির ঘটনা সবাই জেনে গেছে। কাজে লেগে পড়েছে দেশের নিরাপত্তা বাহিনী। সতর্ক ও হুশিয়ারি সংকেত জারি করা হয়েছে পুরো শহরে। সব জায়গায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

‘অ্যাম্বাসির মেডিক্যাল পার্সন জানিয়েছেন ঘটনাস্থলে তাদের দু’জন আক্রান্ত হয়েছে। দু’জনই সাউথ আফ্রিকান। তাদের মধ্যে একজন অ্যাম্বাসেডর স্বয়ং। সেইসাথে দুইজন আমেরিকানও আক্রান্ত হয়েছে।’

‘তাদের কী অবস্থা?’

‘একজন মৃত... আরেকজনের অবস্থা গুরুতর।’

চৌদ্দ.

মেনাজিরি

দুপুর ১টা ৫৫ মিনিট।
সাউথ আফ্রিকা।

দরজায় কান পাতলো ফিওনা। হাতে টেজার নিয়ে প্রস্তুত। দোতলার ল্যান্ডিংঙে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। ভয় পেল ও। গত চব্বিশ ঘণ্টায় একের পর এক ঘটনার পর ওর যতটুকু সহ্যশক্তি ছিল সেটা এখন একদম শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। ওর হাত কাঁপতে শুরু করল, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে গেছে।

ওকে যে গার্ডটা ইভটিজিং করেছিল সে একটু গুঙিয়ে উঠতেই টেজার দিয়ে শক দিলো ফিওনা।

ও এখন যেখানে লুকিয়ে আছে কণ্ঠগুলো সেদিকেই আসছে।

ফিওনা ভয় পাচ্ছে।

গ্রে কোথায়? একঘণ্টা হয়ে গেল তার কোনো খবর নেই।

ফিওনার দরজার দিকে এগোল দু'জন। তাদের একজনের কণ্ঠস্বর ফিওনা চেনে। সাদাচুলওয়ালি কুত্তীটার কণ্ঠ ওটা। কুত্তীটা ওর হাতের তালু কেটে দিয়েছিল। ইসকি ওয়ালেনবার্গ। ইসকি আর তার সাথের জন ডাচ ভাষায় কথা বলছে। ফিওনা এই ভাষা খুব ভাল করেই বোঝে।

'... কি কার্ড,' রেগে বলল ইসকি। 'যখন পড়ে গিয়েছিলাম যখন হয়তো হারিয়ে ফেলেছি।'

'সমস্যা নেই, *zuster* , তুমি এখন নিরাপদ।'

zuster, অর্থাৎ বোন। তাহলে ইসকির সাথে যে ব্যক্তি আছে সেটা তার ভাই।

'নিরাপত্তার খাতিরে আমরা কোড চেঞ্জ করে দেব,' বলল ইসাক।

'কেউ এখনও ওই দুই আমেরিকান আর মেয়েটাকে খুঁজে পায়নি?'

'এস্টেটের সব সীমান্তে আমরা দ্বিগুণ গার্ড বসিয়েছি। আমি নিশ্চিত ওরা এখনও নিচেই আছে। খুঁজে বের করে ফেলব। আর হ্যাঁ, দাদু একটা চমক রেখেছেন।'

'কেমন চমক?'

'এস্টেট থেকে কেউ যাতে প্রাণ নিয়ে ফিরতে না পারে সেটা নিশ্চিত করেছেন তিনি। মনে আছে, ওরা যখন প্রথম এসেছিল তখনই উনি সবার ডিএনএ স্যাম্পল রেখে দিয়েছিলেন।'

হেসে উঠল ইসকি। হাসি শুনে ফিওনার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কণ্ঠ দুটো আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে।

'এসো।' সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে বলল ইসাক। 'দাদু আমাদেরকে নিচে যেতে বলেছেন।'

ওরা দু'জন সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে থেমে গেছে। দরজায় কান পেতে ফিওনা বুঝতে পারল কিছু একটা নিয়ে তর্ক করছে ভাই-বোন। তবে যা শোনার ফিওনা তা শুনে ফেলেছে।

এস্টেট থেকে কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না। কী পরিকল্পনা করেছে ওরা? ইসকির ঠাণ্ডা হাসির আওয়াজ এখনও ওর কানে বাজছে। সন্তুষ্টি ও আনন্দের হাসি। তারা যা-ই পরিকল্পনা করে থাকুক না কেন সেটা হয়তো সফল হতে যাচ্ছে। কিন্তু ডিএনএ স্যাম্পল দিয়ে কী করবে তারা?

ফিওনা জানে, উত্তরটা জানার মাত্র একটাই উপায় আছে। গ্রে কখন ফিরবে না ফিরবে সেটা ও জানে না। এদিকে হাত থেকে সময় চলে যাচ্ছে। সামনে কী বিপদ আসছে সেটা যদি জানা সম্ভব হয় তাহলে হয়তো... ওরা সেটাকে এড়িয়ে যেতে পারবে।

তার মানে রাস্তা এখন একটাই।

টেজার পকেটে ঢুকিয়ে পালকযুক্ত ঝাড়ু বের করল ও। দরজার নব ঘুরিয়ে তালা খুলল। রাস্তায় থাকা অবস্থায় ও যা যা শিখেছিল এই মিশনে সেইসব দক্ষতার প্রয়োজন হবে। আজকের মতো এতটা একা ওর কখনওই লাগেনি। তাই খুব বেশি ভয় হচ্ছে। দরজা খুলে বাইরে বের হলো ফিওনা। চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করল। না, ঈশ্বরের কাছে নয়। যে ওকে শিখিয়েছিলেন সাহস কীভাবে ধরে রাখতে হয়, কীভাবে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়.. তাঁর কাছে প্রার্থনা করল।

'মাট্টি...'

গ্রিট্টি নেয়ালকে খুব মিস করে ও। অতীতের গোপন কাহিনির কারণে মহিলার প্রাণ গেল আর এখন নতুন গোপন কাহিনি ফিওনাসহ বাকিদের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। বেঁচে থাকতে হলে ফিওনাকে তাঁর মতো সাহসী ও নিঃস্বার্থ হতে হবে।

সিঁড়ির গোড়া থেকে কণ্ঠস্বরগুলো সরে গেল।

আস্তে করে সামনে পা বাড়াল ফিওনা। ঝাড়ুকে সামনে ধরে রেখেছে। ল্যান্ডিং বেলকুনিতে আসতেই দুই যমজের সাদাচুল ওর নজরে পড়ল। এখান থেকে ওদের কথা শোনা যাচ্ছে।

'দাদুকে অপেক্ষা করিয়ো না।' বলল ইসাক।

'আমি এখুনি আসছি। স্কান্ডকে দেখে আসি। দেখি ও ওর ঘরে ফিরে গেছে কি-না। ও খুব উত্তেজিত। হতাশার ফলে হয়তো নিজেই নিজের ক্ষতি করে ফেলবে।'

'একই কথা তোমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বোন।'

আরেকটু সামনে এগোল ফিওনা। ইসকি তার বোনের গাল স্পর্শ করেছে। বাড়াবাড়ি রকমের ঘনিষ্ঠ।

ভাইয়ের হাতের দিকে গাল বাড়িয়ে দিলো ইসকি, তারপরেই আবার সরিয়ে নিলো। 'আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না।'

মাথা নেড়ে ইসাক সেন্ট্রাল লিফটের দিকে পা বাড়াল। 'ঠিক আছে, আমি দাদুকে জানিয়ে রাখছি।' সে একটা বাটন চাপতেই দরজা খুলে গেল।

ভিন্ন দিকে এগোল ইসকি। মূল ভবনের পেছনের দিকে।

ফলো করার জন্য ফিওনা দ্রুত পা চালাল। পকেটে থাকা টেজার আকড়ে ধরল ও। যদি কুত্তীটাকে একলা পাওয়া যায়, তাহলে হয়তো কথা বলানো যাবে...

সিঁড়ির ধাপগুলো দ্রুত নেমে এসে থামল ফিওনা। এখান থেকে আরও সাবধানে এগোতে হবে। ইসকি সেন্ট্রাল হলের দিকে এগোচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে মূল ভবনের একদম ভেতর দিয়ে চলে গেছে ওটা।

মাথা নিচু করে দূর থেকে ফলো করল ও। ঝাড়ুটাকে এমনভাবে হাতে রেখেছে যেন ও একজন নান আর ঝাড়ুটা হলো বাইবেল। ছোট ছোট করে পা ফেলছে ও, কাজের মেয়েরা এভাবেই পা ফেলে থাকে। ৫টা সিঁড়ির একটা সেট পার হলো ইসকি, তারপর আর একজোড়া গার্ড পার হওয়ার পর হলওয়ের বাঁ দিকে চলে গেল।

জোড়া গার্ডদের দিকে এগোল ফিওনা। গতি বাড়িয়ে দিলো, যেন ওর কাজে খুব তাড়া আছে। এখনও ওর মাথা নিচু করা আছে। সাইজে বড় মেইডের ইউনিফর্ম রয়েছে পরনে।

গার্ড দু'জন ওকে পাত্তাই দিলো না। ভেবেছে ইসকির পর পর যেহেতু মেয়েটা যাচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই কোনো কাজ আছে। তাই সেটা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। সামনে হলে গিয়ে ফিওনা দেখল সব ফাঁকা।

থামল ও।

ইসকি গায়েব।

একই সাথে স্বস্তি ও ভয় ওকে গ্রাস করল।

এখন কী আমার রুমে ফিরে যাবো?

কিন্তু ইসকির ঠাণ্ডা হাসির আওয়াজ ওর মনে পড়ে গেল। ডানপাশের আয়রন ও গ্লাস ডোরের ওদিক থেকে ইসকির ক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো হঠাৎ।

কিছু একটা তাকে রাগিয়ে দিয়েছে।

তাড়াতাড়ি এগোল ফিওনা। কান পাতল দরজায়।

'মাংস অবশ্যই রক্তাক্ত ও টাটকা হওয়া চাই!' খেঁকিয়ে উঠল ইসকি। 'নইলে তোকে ওর ঘরে ঢুকিয়ে দেব!'

বিড়বিড় করে কে যেন মাফ চাইল। দূরে সরে গেল পায়ের শব্দ।

কাঁচের সাথে আরও ভাল করে কান পাতল ফিওনা।

ভুল কাজ।

দরজা খুলতেই মাথায় আঘাত পেল ও। হনহন করে বেরিয়ে এলো ইসকি, একদম ফিওনার দিকে এগোল সে।

কনুই মেরে ফিওনাকে একপাশে সরিয়ে দিলো।

সাথে সাথে কাজ করল ফিওনা, ওর পুরোনো দক্ষতা কাজে লাগানোর সময় হয়েছে। নিজেকে সামলে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও... খুব সাবলীলভাবে করায় মোটেও মেকি মনে হলো না বিষয়টা।

'দেখে-শুনে চলবি!' আগুন ঝরছে ইসকির কণ্ঠ থেকে।

'*Ja, maitresse,*' মাথা আরও নুইয়ে ফেলল ও।

'সর সামনে থেকে!'

ঘাবড়ে গেল ফিওনা। এবার ও কোথায় যাবে? ফিওনাকে এখানে দেখে ইসকি কী ভাবছে? ফিওনা এখানে কী করছিল। ইসকি এখনও দাঁড়িয়ে থাকায় দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়নি। ইসকিকে জায়গা করে দিয়ে ফিওনা একটু ভেতরে ঢুকে পড়ল।

লুকোনো টেজারে ফিওনার হাত চলে গেল কিন্তু একটু আগে ইসকির সোয়েটারের পকেট থেকে যে জিনিসটা চুরি করেছে সেটার জন্য দেরি হয়ে গেলো। ওর চুরি করার কোনো ইচ্ছে ছিল না কিন্তু হয়ে গেছে। বদঅভ্যাস। এখন এই দেরিটাই ওর কাল হলো। টেজার বের করার আগেই বড় বড় পা ফেলে চলে গেল ইসকি। ওদের দু'জনের মাঝে আয়রন ও গ্লাসের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

নিজের ওপরেই রাগ হলো ফিওনার। এবার কী হবে? এখান থেকে বের হওয়ার আগে ওকে কিছুটা সময় অপেক্ষা করা উচিত। ইসকির পেছন পেছন আবার রওনা হলে বিষয়টা অস্বাভাবিক দেখাবে। তবে ও জানে ইসকি কোনদিকে গেছে। লিফটের দিকে এগোচ্ছে সে। দুর্ভাগ্যবশত ফিওনা এই ভবনটা ভাল করে চেনে না। নইলে বিকল্প কোনো দিক দিয়ে গিয়ে ইসকিকে আক্রমণ করার চেষ্টা করতে পারতো।

ভয় আর হতাশায় কান্না পেল ওর।

ফিওনা সবকিছু এলোমেলো করে ফেলেছে।

অপেক্ষা করার ফাঁকে চেম্বারে নজর দিলো ও। ভেতরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। ছাদে লাগানো কাঁচ দিয়ে প্রাকৃতিক আলো নামছে। বড় বড় স্তম্ভগুলো ঠেকিয়ে রেখেছে ছাদকে। চমৎকার তিনটা হল আছে। চার্চের মূল অংশের মতো দেখতে ওগুলো। একটা ক্রসের আকৃতি নিয়েছে।

কিন্তু এটা তো প্রার্থনার জায়গা নয়।

গন্ধ পেল ফিওনা। শবঘরে থাকা মৃতদেহের তীব্র দুর্গন্ধ। ছোট ছোট গোঙানি আর গর্জন ভেতরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কৌতূহল জাগল ওর। সামনে এগিয়ে দেখল তিনটা সিঁড়ি দিয়ে নিচের মূল ফ্লোরে নামা যাবে। ইসকি যে ব্যক্তিকে একটু আগে ধমক লাগিয়েছে তাকে কোথাও দেখা গেল না।

ফিওনা রুম ঘুরে দেখতে শুরু করল।

বড় বড় খাঁচা দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকটার সামনে আয়রন ও গ্লাসের তৈরি ঝাঝরি দেয়া। দরজা বলে মনে হলো। খাঁচার ভেতরে বিশালাকৃতির প্রাণী দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা শুয়ে বিশ্রাম করছে আর ঘুরছে ফিরছে বাকিগুলো। পায়ের হাড়ের ওপর হামলে পড়ে কামড়াচ্ছে একটা প্রাণী। এগুলো সব দানবাকৃতির হায়না।

তবে এখানেই শেষ নয়।

ফিওনা অন্য খাঁচায় ভিন্নরকম দানব দেখতে পেল। খাঁচার সামনের অংশে একটা গরিলা বসে আছে। ফিওনার দিকে সোজা তাকিয়ে আছে ওটা, দেখেই বোঝা যায় দানবটা মাথায় অনেক বুদ্ধি রাখে। তবে জঘন্য বিষয় হলো, মিউটেশনের ফলে গরিলার গায়ের লোমগুলো গায়েব হয়েছে। হাতির চামড়ার মতো ভাঁজ পড়া অবস্থায় গা থেকে ঝুলছে সেগুলো।

অন্য আরেকটা খাঁচায় একটা সিংহকে দেখা গেল। এদিক-ওদিক হাঁটছে ওটা। এটার গায়ে লোম আছে কিন্তু সেগুলোর সামঞ্জস্য নেই। কোথাও হালকা তো কোথাও

জমাট বাঁধা। হাঁপাচ্ছে সিংহটা। চোখগুলো লাল। বড় বড় দাঁতগুলো বাইরে বেরিয়ে এসেছে। দাঁতগুলো কাস্তের মতো বাঁকা।

অন্যান্য খাঁচায় যেসব প্রাণী আছে সবটারই বৈশিষ্ট্য অস্বাভাবিক। ডোরাকাঁটা হরিণ যার শিং দুটো প্যাঁচানো, লম্বা টিংটিঙে শিয়াল, অদ্ভুত রঙের শূকর ইত্যাদি।

তবে এগুলোর মধ্যে ফিওনার কাছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লেগেছে দানবাকৃতির হায়নাকে। কামড়ে ধরা পায়ের দিকে তাকাল ও। বড় কোনো প্রাণীর পা হবে ওটা। বিশাল মহিষ কিংবা হরিণের। হাড়ের সাথে এখনও একটু কালো লোম আর মাংস লেগে রয়েছে। ওটা খেয়ে নিলে পুরো হাড় নগ্ন হয়ে যাবে। ফিওনা ভাবল, গ্রে যদি ওকে না বাঁচাতো তাহলে ওই হাড়ের জায়গায় হয়তো ওর শরীর থাকতো...

কেঁপে উঠল বেচারি।

দাঁতের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য হায়নাটা কামড় দিয়ে হাড়কে ভেঙ্গে ফেলল। হাড় ভাঙ্গার আওয়াজটা হলো গুলি ছোঁড়ার মতো।

চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠল ফিওনা।

দরজার দিকে এগোল ও। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে। যে মিশন নিয়ে এসেছিল সেটা ব্যর্থ হয়ে গেছে, এখন যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে।

দরজা ধাক্কা দিলো ও।

লক্‌ড।

তালাবন্ধ হয়ে গেছে।

দুপুর ২টা ৩০ মিনিট।

ভারি লিভারগুলোর দিকে তাকাল গ্রে। হৃদপিণ্ড যেন ওর গলায় উঠে এসেছে। ইলেকট্রিক্যাল বোর্ডের ভেতর থেকে মাস্টার সার্কিট সুইচ খুঁজে পেতে অনেক সময় লেগেছে ওর। ও জানে বড় ক্যাবলের ভেতর দিয়ে অনেক পাওয়ার সরবরাহ হচ্ছে। গলার কাছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স অনুভূত হচ্ছে ওর।

ইতোমধ্যে গ্রে অনেক সময় অপচয় করে ফেলেছে।

জেরাম-৫২৫ রাখা একটা ড্রামকে জায়গা মতো না পেয়ে গ্রে চিন্তিত হয়ে পড়ল। ড্রামটাকে আমেরিকার ক্ষতি করার কাজে ব্যবহার করা হবে। ওয়াশিংটনকে এ-বিষয়ে জানানো জরুরি। অন্যান্য ড্রামের দিকে আর সময় নষ্ট না করে ওয়াশিংটনকে কীভাবে সতর্ক করে দেয়া সম্ভব সেটা নিয়ে ভাবল গ্রে।

মারশিয়াকে যখন তাঁর সেল থেকে বের করা হয়েছিল তখন তিনি সিকিউরিটি ব্লকে একটা ইমার্জেন্সি শর্টওয়েভ রেডিও দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি জানেন ওটা দিয়ে কার সাথে কথা বলতে হবে। ড. পলা কেইন, তাঁর পার্টনার। ওয়াশিংটনে সতর্কবাণী পৌঁছে দিতে পারবেন পলা। গ্রে ও মারশিয়া দু'জনই জানে এখন সেই রেডিও আনতে যাওয়া আত্মহত্যার সামিল। কিন্তু তাছাড়া আর কীইবা করার আছে?

যা-ই হোক, ফিওনা অন্তত নিরাপদ আছে।

'দেরি করছেন কেন?' মারশিয়া প্রশ্ন করলেন। স্টোরেজ থেকে অ্যাপ্রন বের করে পরলেন তিনি। অন্ধকারে তাঁকে হয়তো গার্ডরা ল্যাবের গবেষক ভেবে ছেড়ে দেবে।

গ্রে'র পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। হাতে একটা ইমার্জেন্সি ফ্ল্যাশলাইট।

প্রথম লিভারের দিকে গ্রে হাত বাড়াল।

ইতোমধ্যে ওরা সাববেজমেন্টে যাওয়ার জন্য ইমার্জেন্সি সিঁড়িটা কোথায় আছে সেটা বের করে ফেলেছে। সেই সিঁড়ি ধরে ওরা মূল ভবনে চলে যেতে পারবে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে সিকিউরিটি ব্লকে পৌঁছুতে হলে ওদেরকে একটা কাণ্ড ঘটাতে হবে, যাতে সবার মনোযোগ সেদিকে চলে যায়।

সেটা কীভাবে সম্ভব? উত্তরটা একটু আগেই পাওয়া গেছে। হলওয়ের একটা দরজার সাথে গ্রে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন ও পাওয়ার প্ল্যান্টের কারণে গুঞ্জন ও কাঁপুনি টের পেয়েছে। যদি ওরা মেইন বোর্ডটাকে পুড়িয়ে দিয়ে... হৈচৈ বাঁধিয়ে দিতে পারে... কিছুটা সময়ের জন্য হলেও চোখে ধুলো দেয়া যাবে শত্রুদের চোখে... তখন রেডিওটা সংগ্রহ করা সহজ হবে।

'রেডি?' প্রশ্ন করল গ্রে।

মারশিয়া ফ্ল্যাশলাইট অন করলেন। গ্রে'র চোখের দিকে তাকালেন তিনি। গভীর দম নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'চলুন, করে ফেলি।'

'লাইন বন্ধ,' বলতে বলতে প্রথম লিভারটা টান দিলো গ্রে।

তারপর পরেরটাও টান দিলো... এভাবে পরেরটা... তারপরেরটা।

দুপুর ২ টা ৩ মিনিট।

ফিওনা দেখল সবকটি লাইট দপ দপ করে অফ হয়ে যাচ্ছে।

ও খোদা...

সেন্ট্রাল কোর্টইয়ার্ডে একটা ছোট ঝরনার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ও। দরজা তালা বন্ধ হয়ে গেছে দেখতে পেয়ে ভিন্ন পথ খোঁজার জন্য এদিকে এসেছিল। বের হওয়ার বিকল্প আরেকটা পথ তো থাকার কথা।

কিন্তু এখন ও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

পুরো রুম জুড়ে হঠাৎ সুনসান নীরবতা। খাঁচায় থাকা প্রাণীগুলো হয়তো কোনো পরিবর্তন টের পেয়েছে। এতক্ষণ পাওয়ারের মৃদু গুঞ্জন আওয়াজ ছিল এখন সেটা নেই। কারেন্টের পাওয়ার নেই... হয়তো এখন ওদের পাওয়ার চালু হবে।

ওর পেছনের একটা দরজা আওয়াজ করে উঠল।

ধীরে ধীরে ঘুরল ফিওনা।

দানবীয় হায়না নাক দিয়ে ঠেলা দিতেই একটা খাঁচার দরজা খুলে গেছে। পাওয়ার চলে যাওয়ায় অকেজো হয়ে গেছে দরজার তালাগুলো। খাঁচা থেকে বের হয়ে এলো দানবটা। ওটার ঠোঁট থেকে রক্ত চোঁয়াচ্ছে। এই হায়না নিশ্চয়ই এতক্ষণ মাংস খাচ্ছিল। মৃদুস্বরে গর্জন করল ওটা।

ফিওনার পেছনে অন্যান্য প্রাণী মৃদু আওয়াজ করে নিজেদের মধ্যে চুপচাপ যোগাযোগ সেরে নিলো। দানব সমৃদ্ধ চিড়িয়াখানার সব দরজা খুলে গেল এক এক করে।

ফিওনা তবুও ঝরনার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। পানির পাম্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন ঝরনার পানিও বন্ধ। নিথর, স্তব্ধ পানি দেখেও ভয় করল ওর।

নিচের কোথাও থেকে বিকট চিৎকার ভেসে এলো। মানুষের চিৎকার। ফিওনা ভাবল, এটা হয়তো সেই লোকটার... যাকে ইসকি একটু আগে ধমকে গেছে। মনে হচ্ছে সে নিজেই প্রাণীগুলোর জন্য রক্তমাখা টাকটা মাংস হয়ে যাচ্ছে। ফিওনার দিকে কারও এগিয়ে আসার শব্দ শোনা গেল। তারপর আবার চিৎকার, আর্তনাদ... গর্জন।

নিজের কান চেপে ধরল ফিওনা। দানবগুলো এখন লোকটাকে খেতে শুরু করেছে।

প্রথমে যে দানবটা বেরিয়েছে সেটার দিকে এখনও তাকিয়ে আছে ফিওনা।

রক্তাক্ত মুখ নিয়ে এগোল ওটা। ফিওনা দানবটার গায়ে থাকা সাদা স্পট দেখে চিনতে পারল। সাদা পশমের ওপর সাদা স্পট, প্রায় বোঝাই যায় না। জঙ্গলে এই দানবটাকে দেখেছিল ও।

ইসকির পোষা জানোয়ার।

স্কান্ড।

এর আগে খাঁচায় রাখা খাবারটা (ফিওনাকে) স্কান্ড খেতে পারেনি।

এবার আর সেটা হচ্ছে না।

দুপুর ২টা ৪০ মিনিট।

'আমাদেরকে সাহায্য করুন...' মেজর ব্রুকসকে সাথে নিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকলো গানথার।

লিসা পেইন্টারের বুক থেকে স্টেথোস্কোপ সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। পেইন্টারের বুকের আওয়াজ পর্যবেক্ষণ করছিল ও। গত ১২ ঘণ্টায় পেইন্টারের অনেক অবনতি হয়েছে। স্বাস্থ্যের এতদ্রুত অবনতি লিসা এর আগে কখনও দেখেনি। লিসা আশংকা করল ক্রো'র হৃদপিণ্ডের ভালবের আশেপাশে কিছু জমেছে। সেটার প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে শরীরে, এমনকি ওর চোখের তরলেও সেটার প্রভাব পড়েছে।

পেইন্টার এতক্ষণ শুয়েছিল, কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বলল, 'কী হয়েছে?'

জবাব দিলো মেজর ব্রুকস, 'ওনার বোন, স্যার। তাঁর... হার্টঅ্যাটাক টাইপের কিছু একটা হয়েছে।'

মেডি কিট নিলো লিসা। পেইন্টার একা উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল কিন্তু ব্যর্থ হয়ে লিসার সাহায্য নিতেই হলো ওকে। 'তুমি এখানেই থাকো।' বলল লিসা।

'সমস্যা নেই, আমি ম্যানেজ করে নিতে পারব।'

তর্ক করার মতো সময় নেই লিসার। পেইন্টারের হাত ছেড়ে দিলো ও। পেইন্টার টলে উঠল। লিসা গানথারকে বলল, 'চলুন।'

ব্রুকস দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতে পারছে না কী করবে। লিসা ও গানথারের পিছু পিছু যাবে নাকি পেইন্টার ক্রো'র হাত ধরে সাহায্য করবে।

ইশারা করে মেজরকে চলে যেতে বলল ক্রো।

তারপর ওদের পিছু পিছু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোতে লাগল।

দৌড়ে পাশের কুঁড়েঘরে যাচ্ছে লিসা। বাইরে বের হতেই প্রচণ্ড গরমের হলকা অনুভব করল ও। মনে হলো, একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে।

বাতাসে কোনো গতি নেই, তপ্ত বাতাস থেকে শ্বাস নেয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সূর্যের আলোর প্রখরতা এত বেশি যে প্রায় অন্ধ হওয়ার দশা। অবশেষে ঘরের ছায়ায় পৌঁছুল ও।

মাদুরের ওপর অ্যানা শুয়ে আছেন। তাঁর শরীর গুটিয়ে রয়েছে, শক্ত হয়ে আছে মাংসপেশি। লিসা দ্রুত তাঁর কাছে এগিয়ে গেল। অ্যানার হাতে ইতোমধ্যে একটা নল লাগানো আছে। এরকম নল পেইন্টারের হাতেও ছিল। শরীরে তরল পদার্থ প্রবেশ করানোর সহজ উপায় এটা।

হাঁটু গেড়ে বসল লিসা। একটা সিরিঞ্জ বের করল। ইনজেকশন পুশ করার কয়েক সেকেন্ড পর অ্যানার শরীর স্বাভাবিক হলো, মাদুরের ওপর শরীর মেলে দিলেন তিনি। কয়েকবার পিটপিট করার পর চোখ খুলে তাকালেন, জ্ঞান ফিরেছে। অসুস্থ হলেও এখন তাঁর মস্তিষ্ক সচেতন।

পেইন্টার হাজির হয়ে গেছে। ওর সাথে মন্‌কও হাজির।

'কী অবস্থা?' পেইন্টার জানতে চাইল।

'তোমার কী মনে হয়?' রেগে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল লিসা।

বোনকে ধরে উঠে বসাল গানথার। অ্যানার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ঘেমে গেছেন তিনি। একঘণ্টা পর পেইন্টারেরও এই একই দশা হবে। পেইন্টার ও অ্যানা দু'জনই খুব বাজেভাবে আক্রান্ত হয়েছে। তবে ক্রো'র বিশালদেহি শরীর ওকে একটু বাড়তি সুবিধা দিলেও মোটের ওপর হাতে আছে মাত্র কয়েক ঘণ্টা।

জানালা দিয়ে আসা সূর্যের আলোর দিকে তাকাল লিসা। সন্ধ্যা নামতে এখনও অনেক দেরি।

মন্‌ক নীরবতা ভাঙল। 'খামিশির সাথে কথা বলেছি। সে বলল এইমাত্র এস্টেটের ভেতরকার আলোগুলো সব নিভে গেছে।' একটু একটু হাসছে সে। ভাবছে, এই সুখবর দেয়ার জন্য ওকে অভিনন্দন জানানো হবে। 'আমার মনে হচ্ছে, এটা গ্রে'র কাজ।'

ভ্রু কুঁচকালো পেইন্টার। 'কাজটা যে সে-ই করেছে সেটা তো আমরা জানি না।'

'কাজটা যে সে করেনি, সেটাও আমরা জানি।' নিজের টাক মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল মন্‌ক। 'স্যার, আমাদের মনে হয় টাইম-টেবিল এগিয়ে এনে কাজ করা উচিত। খামিশি বলছিল...'

'খামিশি এই অপারেশন পরিচালনা করছে না,' বলল ক্রো। কেশে উঠল।

লিসার দিকে তাকাল মন্‌ক। ওরা দু'জন ২০ মিনিট আগে একটা ব্যক্তিগত আলোচনা করেছে। এজন্যই খামিশিকে কল করেছিল মন্‌ক। অভিযানে রদবদল আনতে হলে অনুমতি নিয়ে রাখা উচিত। লিসার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল মন্‌ক।

লিসা পকেট থেকে আরেকটা সিরিঞ্জ বের করল। পেইন্টারের পাশে এলো সে।

'তোমার নলটা পরিষ্কার করে দিই,' বলল লিসা। 'ওতে রক্ত জমে গেছে।'

হাত উঁচু করল পেইন্টার। কেঁপে উঠল ওটা।

ওর কব্জি ধরে নিয়ে সিরিঞ্জ পুশ করল লিসা। মন্‌ক ক্রো'র পাশে চলে এসে ধরে ফেলল, কারণ পা সরে গিয়ে আছড়ে পড়তে যাচ্ছিল ক্রো।

'কী???' পেইন্টারের মাথা পেছনে হেলে গেছে।

একহাত দিয়ে তাকে সাহায্য করল মন্‌ক। 'আপনার ভালোর জন্যই করা হলো, স্যার।'

লিসার দিকে তাকিয়ে পেইন্টার ভ্রু কুঁচকালো। এক হাত ওর দিকে বাড়িয়ে দিল ক্রো। বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য হয়তো লিসাকে আঘাত করতে চাইছে। লিসা সন্দেহ করল, এমনটা হয়তো ক্রো আন্দাজও করতে পারেনি। সিডেটিভ পেইন্টারকে অবশ করে দিলো।

মেজর ব্রুকস এসব দেখে হাঁ হয়ে গেছে।

তার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল মন্‌ক। 'এর আগে কখনও বিদ্রোহ দেখোনি?'

নিজেকে সামলে নিলো ব্রুকস। 'স্যার, আমি শুধু একটা কথা বলতে পারি... সময়টা খুবই খারাপ।'

মাথা নাড়ল মন্‌ক। 'প্যাকেজ নিয়ে খামিশি আর তিন মিনিটের মধ্যে চলে আসছে। সে আর ড. কেইন এখান থেকে গ্রাউন্ড সাপোর্ট নেবে।'

লিসা গানথারের দিকে ফিরল। 'তুমি তোমার বোনকে তুলে নিতে পারবে?'

কথা বলল না। গানথার বোনকে কোলে তুলে উঠে দাঁড়িয়ে কাজে প্রমাণ করল।

'আপনারা কী করছেন এসব?' দুর্বল কণ্ঠে জানতে চাইলেন অ্যানা।

'রাত নামা পর্যন্ত আপনারা দু'জন টিকতে পারবেন না,' লিসা বলল। 'তাই আমরা বেল-এর দিকে এগোচ্ছি।'

'কীভাবে...?'

'আপনার ছোট মাথা দিয়ে আর এসব চিন্তা করার কষ্ট করবেন না, প্লিজ।' পেইন্টারকে ও আর মেজর মিলে সাহায্য করছে। 'আমরা একটা ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

লিসার সাথে মন্‌কের আবার চোখাচোখি হয়ে গেল। মন্‌কের চোখের ভাষা পড়ল লিসা।

হয়তো ইতোমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

দুপুর ২টা ৪১ মিনিট।

হাতে পিস্তল নিয়ে এগোচ্ছে গ্রে। যতটুকু সম্ভব চুপিসারে এগোচ্ছে ও আর মারশিয়া। ফ্ল্যাশলাইটের উপরে মারশিয়া একহাতের তালু রাখলেন। আলোর বিচ্ছুরণ কম রাখতে চান, ঠিক যতটুকু তাদের দরকার ঠিক ততটুকু। বাড়তি আলো বিপদের কারণ হতে পারে। লিফটগুলো যেহেতু এখন বন্ধ হয়ে গেছে... তাই গ্রে ভাবল হয়তো সিঁড়িতে নড়াচড়া করছে গার্ডরা।

যদিও গ্রে নিজেই এখন একজন গার্ডের ছদ্মবেশে আছে। ভাবটা এমন—একজন মহিলা গবেষককে গার্ড দিয়ে গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছে সে। কিন্তু তারপরও গ্রে কোনো সত্যিকার গার্ডের সামনে পড়ে গিয়ে বাড়তি ঝামেলায় জড়াতে চায় না।

ষষ্ঠ সাবলেভেল পার হলো ওরা। নিচের লেভেলের মতো এটাও ঘুটঘুটে অন্ধকার।

চলার গতি বাড়িয়ে এগোচ্ছে গ্রে। ওর মনে ভয় হচ্ছে, কখন না জানি ব্যাকআপ জেনারেটর চালু হয়ে যায়। পরবর্তী ল্যান্ডিঙে পৌঁছে একটু আলোর আভা দেখা গেল।

এক হাত উঁচু করে পেছনে থাকা মারশিয়াকে থামাল গ্রে।

আলোটা নড়ছে না, চুপচাপ স্থির হয়ে আছে।

তাহলে ওটা কোনো গার্ড নয়। হয়তো কোনো ইমার্জেন্সি লাইট।

তারপরও...

'এখানেই থাকুন।' ফিসফিস করে মারশিয়াকে বলল গ্রে।

মারশিয়া মাথা নাড়লেন।

গ্রে সামনে এগোলো। হাতে পিস্তল নিয়ে একদম প্রস্তুত। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে আলোর উজ্জ্বলতা বাড়লো। আরও সামনে এগোনোর পর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল গ্রে। এই লেভেলের উপরের লেভেলগুলো এখনও অন্ধকার... নিচের লেভেলগুলোও অন্ধকার... তাহলে এখানে কারেন্ট আছে কীভাবে? এই লেভেলের জন্য নিশ্চয়ই আলাদা সার্কিট আছে।

করিডোর দিয়ে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

পরিচিত কণ্ঠ। ইসাক ও ব্যালড্রিক।

তাদের দু'জনকে এখান থেকে সরাসরি দেখা যাচ্ছে না। রুমের ভেতরে রয়েছে হয়তো। গ্রে নিচে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল আধো আলোতে মারশিয়ার চেহারা ফ্যাঁকাসে দেখাচ্ছে। ইশারা করে মারশিয়াকে ওপরে আসতে বলল ও।

কণ্ঠস্বরগুলো তিনিও শুনতে পেয়েছেন।

ইসাক ও ব্যালড্রিক কারেন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টা সম্পর্কে এখনও জানে না। এখানে দিব্যি কারেন্ট আছে, তাই ওরা হয়তো জানে না মূলভবনের কোথাও কারেন্ট নেই। নাকি জানে? উত্তরটা জানার কৌতূহল দমন করল গ্রে। ওয়াশিংটনকে সতর্ক করে দিতে হবে।

গ্রে শুনতে পেল ব্যালড্রিক বলছেন। 'বেল ওদের সবাইকে মেরে ফেলবে।'

থামল গ্রে। তারা কী ওয়াশিংটনকে নিয়ে কথা বলছে? যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে তাদের প্ল্যানটা কী? যদি বিস্তারিত জানা যেত...

দুই আঙুল উঁচু করে মারশিয়াকে দেখাল গ্রে। দুই মিনিট। এর মধ্যে যদি ও না ফেরে তাহলে মারশিয়াকে নিজের বুদ্ধি খাঁটিয়ে এগোতে হবে। ওর কাছে থাকা আরেকটি পিস্তল মারশিয়াকে দিয়ে দিলো। এখানকার বেল-টাকে যদি ও দেখতে পারে তাহলে হয়তো অনেক মানুষের জীবন-বাঁচানো সম্ভব হলেও হতে পারে।

আবার দুই আঙুল দেখাল গ্রে।

মারশিয়া মাথা নাড়লেন। বুঝতে পেরেছেন, গ্রে যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে মারশিয়াকেই নিজের দায়িত্ব নিতে হবে।

সন্তর্পণে এগোচ্ছে গ্রে। একটু টু শব্দ করলে হয়তো ভেতরে থাকা লোকজন সতর্ক হয়ে উঠবে। নিচের লেভেলের মতো এখানে ফ্লুরোসেন্ট লাইট দিয়ে হলওয়ে আলোকিত করা হয়েছে। একটু সামনে এগিয়ে জোড়া স্টিলের দরজার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে হলওয়ে। তার ঠিক বিপরীত দিকে অন্ধকার লিফটের দরজা খুলে রয়েছে।

জোড়া স্টিল দরজার একটা দরজা এখন খোলা।

পা টিপে দ্রুত এগোল গ্রে। দরজার কাছে পৌঁছে দেয়াল জড়িয়ে ধরল। হাঁটু গেড়ে বসে নিয়ে পার হলো দরজা।

এটা একটা চেম্বার। ছাদটা বেশ নিচু। সাবলেভেলের পুরোটা জায়গা জুড়ে রয়েছে এই চেম্বার। সাধারণ চেম্বার নয়, এটা হলো মূল ল্যাবরেটরি চেম্বার। দেয়ালের পাশ দিয়ে সারি সারি কম্পিউটার রাখা আছে। সারি সারি কোড আর নাম্বার যাচ্ছে মনিটরগুলোতে। কম্পিউটারগুলোর জন্য নিশ্চয় আলাদা সার্কিটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

এখানে এখনও কারেন্ট যায়নি বলে হয়তো ওরা এখনও বিষয়টা টের পায়নি। তবে যেকোনো মুহূর্তে টের পেয়ে যাবে।

দাদা ব্যালড্রিক আর নাতি ইসাক একটা স্টেশনের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। ৩০ ইঞ্চি ফ্ল্যাট স্ক্রিন মনিটর ঝুলছে দেয়ালে, একটার পর একটা প্রাচীন বর্ণমালা তাতে ভেসে উঠছে। হিউগো সাহেবের বই থেকে পাওয়া ৫টি বর্ণ ঘুরে ফিরে দেখা যাচ্ছে মনিটরে।

'কোড এখনও খুলতে পারিনি,' বলল ইসাক। 'এরকম পরিস্থিতিতে কী বেল প্রোগ্রামকে পুরো পৃথিবী জুড়ে পরিচালনা করা ঠিক হবে?'

'কোড খোলা হয়নি তো কী হয়েছে? খোলা হবে।' টেবিলে চাপড় দিলেন ব্যালড্রিক। 'কোড খোলা সময়ের ব্যাপার মাত্র। তাছাড়া, আমরা নিখুঁত করার প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। তুমি নিজেকে আর তোমার বোনকে দেখ। অনেকদিন বাঁচবে তোমরা। শেষ দশকে যাওয়ার আগে তোমাদের স্বাস্থ্যের কোনো অবনতি হবে না। এখন আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। সময় এসে গেছে।'

ইসাক মেনে নিলো।

সোজা হলেন ব্যালড্রিক। হাত দিয়ে ওপরের দিকে ইশারা করে বললেন, 'দেখ, দেরি করে কী ফল পাওয়া যাচ্ছে। পুরো দুনিয়ার দৃষ্টি হিমালয়ের দিকে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, সেটাই এখন আমাদের দিকে বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে।'

'কারণ আমরা অ্যানা স্পোরেনবার্গকে ছোটো করে দেখেছিলাম।'

'এবং সিগমাকেও।' যোগ করলেন ব্যালড্রিক। 'যা-ই হোক, সেটা ব্যাপার না। সোনা দিয়ে আমরা সরকারের কাছ থেকে নিরাপত্তা কিনে নেব। তবে যা করার এখুনি করতে হবে। প্রথমে ওয়াশিংটনকে দিয়ে শুরু করব, তারপর পুরো পৃথিবী। আর সেই হট্টগোলের ফাঁকে কোড ভাঙার জন্য যথেষ্ট সময় পাব আমরা। নিখুঁতের উৎকর্ষতা আমরা অর্জন করেই ছাড়ব।'

'আফ্রিকার বাইরে নতুন এক পৃথিবী গড়ে উঠবে,' বলল ইসাক। ওর বলার ধরন শুনে মনে হলো যেন কোনো প্রার্থনা করছে।

'একদম নিরেট মানবজাতি পাব আমরা। কোনো মিশ্রণ কিংবা শংকর জাত থাকবে না।' ব্যালড্রিক তাঁর নাতির সাথে যোগ করলেন।

লাঠিতে ভর দিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন ব্যালড্রিক। গ্রে লক্ষ করে দেখল নিজের নাতির সামনে তিনি যথেষ্ট নরম মানুষ। শুধু বাইরের লোক উপস্থিত থাকলে সেখানে তিনি বাড়তি শক্ত-সামর্থ্য হবার ভান করেন। গ্রে ভাবল, ব্যালড্রিক যেভাবে দাবার ছক কেটে এগোচ্ছেন সেটা কী তিনি সচেতনভাবে করছেন নাকি অবচেতনভাবে? সামনে তিনি যা করতে চাচ্ছেন সেটা সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ধারণা আছে? ন্যায়-অন্যায়বোধ আছে?

আরেকটি ওয়ার্কস্টেশনে গিয়ে ইসাক মুখ খুলল। 'বোর্ডে সবুজ আলো দেখতে পাচ্ছি। বেল-এ পাওয়ার আছে... চালু করার জন্য তৈরি। আমরা এখন এস্টেট থেকে পালিয়ে যাওয়া বন্দিদেরকে সাফ করতে পারব।'

কপাল কুঁচকালো গ্রে। ওরা কী বলছে এসব? মানে কী?

মনিটরের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন ব্যালড্রিক। রুমের ঠিক মাঝখানে তাকালেন তিনি। 'তাহলে চালু করার জন্য তৈরি হও।'

একটু সরলো গ্রে, যাতে রুমের মাঝে কী আছে সেটা দেখতে পায়।

রুমের মাঝখানে বিরাটাকার শেল রাখা। সিরামিক ও ধাতু দিয়ে নির্মিত ওটা। আকৃতিতে একটা ঘণ্টার মতো। গ্রে'র সমান উচ্চতা হবে বেলটার। বেল-এর পরিধি দেখে গ্রে'র সন্দেহ হলো, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ওটার অর্ধেক নাগাল পাবে কি-না।

মোটরের গুঞ্জন শোনা গেল। একটা ধাতব পর্দা নেমে গেল সিলিং থেকে। বিভিন্ন গিয়ারকে আবৃত করে বাইরের বড় একটা শেলে গিয়ে পড়ল। ঠিক সেইসময় পাশে থাকা একটা হলুদ ট্যাঙ্ক খুলে গ্যাসকিট রক্তবর্ণের তরল প্রবেশ করতে শুরু করল বেল-এর ভেতর।

লুব্রিক্যান্ট? জ্বালানি?

গ্রে'র কোনো ধারণা নেই। তবে ট্যাঙ্কের পাশে থাকা নাম্বারটা ঠিকই ওর চোখে পড়ল। ৫২৫। সেই রহস্যসময় জেরাম।

'ব্লাস্ট শিল্ড তোলো!' নির্দেশ দিলেন ব্যালড্রিক। কথাটি বলতে গিয়ে রীতিমতো চিৎকার করতে হলো তাঁকে। কারণ মোটর আর গিয়ারের আওয়াজে কথা শুনতে পাওয়া কঠিন।

এই লেভেলের পুরোটা ধূসর টাইল দেয়া, শুধু একটা বৃত্তাকার কালো অংশ বাদে। বেল-এর চারদিকে প্রায় ৯০ ফুট জুড়ে আছে সেটা। ৯০ ফুট অংশ জুড়ে দেয়াল তুলে দেয়া হলো। দেয়ালের পুরুত্ব প্রায় ১ ফুট। দেখতে অনেকটা সার্কাস রিঙের মতো। মেঝের উপরে থাকা সিলিং দেখতে হুবহু মেঝের মতোই... তবে সিলিঙে একটা খাঁজ কাটা বর্ডার আছে।

পুরোটা সীসার তৈরি।

গ্রে বুঝতে পারল দেয়ালটাকে নিশ্চয়ই সিলিঙ পর্যন্ত তুলে দেয়া হবে। বেল-এর চারিদিকের মোট ৯০ ফুট অংশ একদম সিলিন্ডার বন্দী হবে তাহলে।

'কী সমস্যা?' আবার গলা ফাটালেন ব্যালড্রিক।

ইসাক একটা সুইচ বারবার চাপ দিলো। 'ব্লাস্ট শিল্ড মোটরে আমরা কোনো পাওয়ার পাচ্ছি না!'

গ্রে নিজের পায়ের দিকে তাকাল। মোটরগুলো নিশ্চয়ই নিচের লেভেলে রয়েছে। অন্ধকার লেভেল। রুমের ভেতরে কোথাও ফোন বেজে উঠল। গ্রে বুঝতে পারল কে ফোন করেছে। আসল কাহিনি অবশেষে সিকিউরিটির লোকজন জানতে পেরেছে।

এখান থেকে কেটে পড়তে হবে।

সোজা হয়ে ঘুরল গ্রে।

একটা পাইপ ওর কব্জিতে এসে আঘাত করল। পিস্তলটা পড়ে গেল ওর হাত থেকে। পরের আঘাতটা এলো ওর মাথা বরাবর। কোনোমতে আঘাত থেকে নিজের মাথা বাঁচাল গ্রে।

ইসকি ওর দিকে ধেয়ে এলো। তার পেছনে অন্ধকার লিফটের দরজা খোলা অবস্থায় রয়েছে। কারেন্ট বন্ধ করে দেয়ার ফলে এই মহিলা নিশ্চয়ই লিফটে আটকা পড়েছিল। তারপর লিফটের ওপরের অংশ খুলে ধীরে ধীরে এখানে এসে হাজির হয়েছে। মোটরের আওয়াজের কারণে গ্রে এসবের কিছুই টের পায়নি।

আবার পাইপ তুলল ইসকি। তার ভাবভঙ্গি দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এসবে সে খুবই দক্ষ।

ইসকির দিকে চোখ রেখে ধীরে ধীরে বেল-এর চেম্বারের দিকে পেছালো গ্রে। ও আর মারশিয়া ইমার্জেন্সি সিঁড়ি দিয়ে এখানে উঠে এসেছিল, পেছানোর সময় গ্রে একবারও সেদিকে তাকালো না। মনে মনে প্রার্থনা করল, মারশিয়া এতক্ষণে সেখান থেকে চলে গিয়ে যেন শর্টওয়েভ রেডিও যোগাড় করে ওয়াশিংটনকে সতর্ক করে দেয়।

ইসকির পোশাকে তেল, ময়লা, আর কালিতে মাখামাখি। গ্রে'র সাথে সাথে সে-ও বেল-এর চেম্বারে ঢুকছে।

গ্রে'র পেছন থেকে ব্যালড্রিক মুখ খুললেন। 'আরে, কী ব্যাপার? দেখা যাচ্ছে আমার ইসকি দাদু একটা ইঁদুর ধরেছে, হুম?

ঘুরল গ্রে।

ওর কাছে কোনো অস্ত্র নেই। বিকল্প কোনো রাস্তাও নেই।

'অনলাইনে আসছে জেনারেটরগুলো...' জানালো ইসাক। তার কণ্ঠে কোনো প্রাণ নেই, গ্রে'কে এখানে দেখে সে মোটেও খুশি হয়নি।

একাধিক মোটর চালু হওয়ায় গ্রে'র পায়ে কাঁপুনি অনুভূত হলো। ব্লাস্ট শিল্ড উঠতে শুরু করল মেঝে থেকে।

'এবার বাকি ইঁদুরগুলোকে মারার পালা।' বললেন ব্যালড্রিক।

দুপুর ২টা ৪৫ মিনিট।

হেলিকপ্টার রোটরের আওয়াজকে ছাপিয়ে চিৎকার করল মন্‌ক। 'আপনি এই মেশিন ওড়াতে জানেন?' ওদের চারপাশে ধুলো-বালি উড়ছে।

কপ্টারের স্টিক ধরতে ধরতে মাথা নাড়ল গানথার, জানে।

গানথারের কাঁধ চাপড়ে দিলো মন্‌ক। আপাতত নাৎসির উপরে ওকে ভরসা করতেই হচ্ছে। কারণ মন্‌ক হেলিকপ্টার চালাতে জানে না। তার উপর ওর এক হাত নেই। এদিকে গানথার ওর বোনকে বাঁচাতে মরিয়া, সে-হিসেবে পরিস্থিতি এখন নিরাপদ বলা যায়।

পেছনে লিসা ও অ্যানা একসাথে বসেছে। ওদের দু'জনের মাঝখানে বসানো হয়েছে পেইন্টারকে, ওর মাথা ঝুঁলছে। অল্প করে সিডেটিভ দেয়া হয়েছে ওকে। একটু পরপর শব্দ করছে, গোঙাচ্ছে... সামনে বালুঝড় আসছে বলে সতর্ক করছে কাকে যেন। পুরানো স্মৃতি সব।

কপ্টারের পাখার প্রকোপ থেকে নিজেকে বাঁচাতে মাথা নিচু করল মন্‌ক, কপ্টারের চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে এলো। অপরদিকে খামিশি ও মশি পাশাপাশি একে অন্যের কনুই ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী পোশাক ছেড়ে মশি এখন খাকি পোশাক পরেছেন। তাঁর মাথায় ক্যাপ আর কাঁধে অটোমেটিক রাইফেল শোভা যাচ্ছে। কালো বেল্টে একটা পিস্তলও রেখেছেন তিনি। তবে গোত্রীয় ঐতিহ্য পুরোপুরি ত্যাগ করেননি। একটা খাটো বর্শা আছে তাঁর পিঠে।

'আপনাদেরকে তো ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে,' মন্ক এদিকে আসতেই খামিশিকে বললেন মশি।

'জ্বি, জনাব।'

মাথা নেড়ে খামিশির কনুই ছাড়লেন মশি। 'তোমার সম্পর্কে অনেক ভাল কথা শুনেছি, ফ্যাট বয়।'

মন্ক ওদের সাথে যোগ দিলো। ফ্যাট বয়? মানে কী?

খামিশির চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। একই সাথে লজ্জা ও সম্মানের ছাপ পড়েছে ওর চোখে। মাথা নেড়ে পিছু হটল সে। মশি হেলিকপ্টারে চড়লেন। হামলার প্রথম ধাপে থাকছেন তিনি। মন্কের এখানে করার কিছু নেই। মশিকে সুযোগটা দেয়া ছাড়া ওর হাতে বিকল্প কোনো রাস্তা ছিল না।

পলা কেইনের দিকে গেল খামিশি। ওরা দু'জন ভূমিতে হামলা পরিচালনা করবে।

ধুলো-বালির ভেতর দিয়ে চোখ বুলাল মন্ক। জনবল সব জড়ো হচ্ছে। পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে, মরিচা ধরা মোটরসাইকেলে আর ট্রাকে করে আসছে সবাই। মশির ঘোষণা শুনে জুলু গোত্রের লোকজন হাজির হচ্ছে। পূর্বপুরুষ বিখ্যাত সাকা জুলুর মতো মশি-ও একদল সেনাবাহিনি জড়ো করে ফেলেছেন। নর-নারী সবাই আছে এতে। সবার পরনে ঐতিহ্যবাহী জুলু পোশাক। এছাড়াও আরও জনবল আসছে।

এস্টেট দখল করার জন্য ওয়ালেনবার্গ আর্মিদের সাথে লড়বে ওরা। জুলু বনাম আধুনিক সিকিউরিটি ফোর্সদের লড়াইটা কেমন হবে? সামনে কী আরেকটা রক্তাক্ত নদী'র পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে? আগেভাগে কোনো মন্তব্য করা সম্ভব নয়। মোকাবেলা করার পরই সেটা জানা যাবে।

কপ্টারের পেছনের জনবহুল অংশে উঠল মন্ক। মেজর ব্রুকসের পাশে মশি বসেছেন। অ্যানা, লিসা আর পেইন্টারের ঠিক বিপরীত পাশের বেঞ্চে বসে আছেন তাঁরা। আরও একজন আছে এখানে। অর্ধ-নগ্ন জুলু—তাউ। কপ্টারের কো-পাইলটের গলায় বর্শার ফলা ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে ও।

বাধাবস্থায় প্রধান ওয়ার্ডেন জেরাল্ড কেলজ বসে আছেন গানথারের পাশে। তাঁর এক চোখ ফুলে গিয়ে রক্তবর্ণ ধারণ করেছে।

মন্ক গানথারের কাঁধে টোকা দিয়ে কপ্টারটাকে ওড়ানোর জন্য ইশারা করল। মাথা নেড়ে সায় দিলো গানথার। ইঞ্জিনে গর্জন তুলে হেলিকপ্টার বাতাসে ভর করল।

ভূমি দূরে সরে যেতেই এস্টেটকে সামনে দেখা গেল। মন্ক জানতে পেরেছে ওখানে ভূমি থেকে আকাশে ছোঁড়া যায় এরকম মিসাইল আছে। এদিকে ওদের কমার্শিয়াল কপ্টারে কোনো গোলা-বারুদ নেই। এই কপ্টার নিয়ে এগিয়ে যাওয়া অনেকটা আত্মহত্যার সামিল।

কিন্তু আপাতত এটাই করতে হবে। হাতে বিকল্প কোনো উপায় নেই।

সামনে ঝুঁকল মন্ক।

‘ওয়ার্ডেন সাহেব, সময় হয়ে গেছে।’

ফাটা হাসি হাসল মন্‌ক। জানে পরিস্থিতি খুব একটা অনুকূলে নেই, তবে ফন্দিটা কাজে দেবে।

সোজা হলো কেলজ।

সন্তুষ্ট হয়ে মন্‌ক একটা রেডিও মাউথপিস এসে ওয়ার্ডেনের মুখের সামনে ধরল। ‘আমাদেরকে সিকিউরিটি ব্যান্ডে লাইন দিন।’

খামিশি ইতোমধ্যে কোড নিয়ে রেখেছে। সেটা করতে গিয়েই কেলজের এক চোখ রক্তবর্ণ হয়েছে।

‘যেভাবে শিখিয়েছি সেভাবে বলবেন,’ সতর্ক করে দিলো মন্‌ক, এখনও হাসছে।

একটু পেছনে ঝুঁকল কেলজ।

মন্‌কের হাসি কী এতটাই ভয়ানক?

হুমকির জোর বাড়াতে তাউ ওয়ার্ডেনের গলার নরম মাংসের ভেতরে বর্শার ফলা খানিকটা ঢুকিয়ে দিলো।

রেডিও চালু হতেই শিখিয়ে দেয়া কথাগুলো বলল কেলজ। ‘আমরা আপনাদের এক পালিয়ে যাওয়া বন্দীকে ধরেছি।’ সিকিউরিটি বেজের সাথে কথা বলছে সে। ‘তার নাম—মন্‌ক কক্যালিস। তাকে নিয়ে ছাদের হেলিপ্যাডে আসছি আমরা।’

ওপাশ থেকে কী জবাব দিলো সেটা খেয়াল করছে গানথার।

‘ওকে, রজ্যার দ্যাট। ওভার অ্যান্ড আউট।’ কেলজ কথা শেষ করলেন।

খুশিতে গানথার চিৎকার করে উঠছিল প্রায়। ‘আমরা অনুমতি পেয়ে গেছি। এবার নো প্রবলেম।’

নির্ভীকভাবে কপ্টারকে এস্টেটের দিকে নিয়ে চলল ও। উপর থেকে এস্টেটের ভবনটাকে দেখতে আরও বিশাল লাগছে।

লিসার মুখোমুখি বসে আছে মন্‌ক। অ্যানা জানালার সাথে ঠেস দিয়ে বসে রয়েছেন। ব্যথায় তাঁর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আছে। সিট বেল্টে বাঁধা অবস্থায় সামনে ঝুঁকে গোঙাচ্ছে পেইন্টার। ওর সিডেটিভের প্রভাব কেটে যাচ্ছে।

লিসা ওকে ঠিক করে বসিয়ে দিলো।

মন্‌ক খেয়াল করে দেখল, লিসা পেইন্টারের হাত ধরে আছে... কপ্টারে ওঠার পর থেকেই ধরে ছিল... এখনও আছে।

মন্‌কের দিকে তাকাল লিসা।

লিসার চোখে ভয়।

তবে ভয়টা নিজের জন্য নয়।

দুপুর ২টা ৫৬ মিনিট।

‘ব্রডকাস্টের রড উঠেছে?’ প্রশ্ন করলেন ব্যালড্রিক।

সায় দিলো ইসাক।

‘বেল-কে চালু হওয়ার জন্য তৈরি করো।’

ব্যালড্রিক গ্রে’র দিকে ফিরলেন। ‘আপনার সাথীদের ডিএনএ কোডগুলো আমরা বেল-এ ঢুকিয়ে দিয়েছি। বেল থেকে এখন যে আউটপুট বেরোবে সেটা ওই ডিএনএ-

গুলোর সাথে যাদের মিল পাবে ধ্বংস করে দেবে তাদেরকে। এছাড়া আর কারও কোনো ক্ষতি হবে না। একদম পরিষ্কার হিসেব। আমরা এভাবেই হিসেব মিটিয়ে থাকি।'

গ্রে ভাবল, ফিওনা তো সেই একটা রুমে লুকিয়ে রয়েছে। আর মন্‌ক এখন কোথায় দৌড়াচ্ছে কে জানে।

'ওদেরকে মেরে ফেলার কোনো প্রয়োজন নেই,' বলল গ্রে। 'আমার সঙ্গীকে তো আপনারা আবার ধরে ফেলেছেন। বাকিদেরকে ছেড়ে দিন।'

'গত কয়েকদিনে আমি কিছুই জানতে পারিনি, তবে এতটুকু শিখেছি কোনো কাজের শেষ ঝুলিয়ে রাখতে নেই।' ইসাককে ইশারা করলেন ব্যালড্রিক। 'বেল চালু করো!'

'থামুন!' সামনে এগিয়ে এসে গ্রে চিৎকার করে উঠল।

পিস্তল তাক করে ওকে পিছিয়ে যাওয়ার জন্য ইশারা করল ইসাক।

ব্যালড্রিক পেছন ফিরে তাকালেন, বিরক্ত হচ্ছেন।

গ্রে'র হাতে খেলার মতো একটা কার্ড-ই আছে। 'আমি জানি, হিউগো'র কোড কীভাবে ভাঙতে হবে।'

কথাটা শুনে চমকে উঠলেন ব্যালড্রিক, একটু নরম হয়ে ইসাকের দিকে হাত তুলে ইশারা দিলেন, *অপেক্ষা করো*। 'আপনি পারবেন? যেখানে এক ঝাঁক উন্নতমানের ক্রে কম্পিউটার কোড ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে আপনি একাই হিউগো'র কোড ভাঙবেন?'

ব্যালড্রিকের কণ্ঠে সন্দেহ।

গ্রে বুঝতে পারছে, ব্যালড্রিকে এমনকিছু বলতে হবে যাতে তিনি এখুনি বেল চালু না করতে পারেন। মনিটর দেখাল ও। ওখানে ঘুরে ফিরে সেই ৫টি প্রাচীন বর্ণ প্রদর্শিত হচ্ছে।

'আপনারা নিজেদের কারণেই ব্যর্থ হবেন।' বলল গ্রে।

'কারণ?'

নিজের শুকনো ঠোঁট চাটলো গ্রে, ভয় পাচ্ছে। তবে কথা...কথা ওকে বলতেই হবে। ও জানে কম্পিউটার কোড ভাঙতে ব্যর্থ। কারণ কোডটা ও নিজে ভাঙতে পেরেছে। কিন্তু ভেঙে যে উত্তরটা পেয়েছে সেটা গ্রে বুঝে উঠতে পারছে না। বিশেষ করে হিউগো হিরজফিল্ডের ইহুদি পরিচয়টা বিবেচনায় রাখলে আরও দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছে বিষয়টা।

কিন্তু তারপরও হাল তো ছাড়া যাবে না। দর কষাকষি ওকে করতেই হবে। সত্য আর আসল উত্তরের সমন্বয় ঘটাতে নিজের সর্বোচ্চটা দিতে হবে ওকে।

'ডারউইন বাইবেল থেকে ভুল বর্ণ নিয়েছেন আপনারা।' সততার সাথে গ্রে জানাল। 'মোট ৬টা বর্ণ নিতে হবে। আপনারা নিয়েছেন ৫টা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ব্যালড্রিক। গ্রে'র কথায় তাঁর বিন্দু পরিমাণ বিশ্বাস নেই। 'এর আগে সূর্য চক্র এঁকেছিলেন সেরকম বর্ণ, তাই না?'

'না!' জোর দিয়ে বলল গ্রে। 'দেখাচ্ছি...'

এদিক-ওদিক খুঁজে একটা মার্কার দেখতে পেল ও। 'ওটা দিন, দেখাচ্ছি।'

ভ্রু কুঁচকে ব্যালড্রিক ইসাকের দিকে মাথা নাড়লেন।

ইসাক মার্কারটা নিয়ে গ্রে'র দিকে ছুড়ে দিলো।

লুফে নিলো গ্রে। হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে টাইলসের ওপর আঁকতে শুরু করল।

'ডারউইন বাইবেল থেকে বর্ণ আঁকছি।'

'এটা তো *Mensch* বর্ণ।' ব্যালড্রিক বললেন।

বর্ণের ওপর টোকা দিলো গ্রে। 'এই বর্ণ মানুষের ভেতরে থাকা ঈশ্বরের মতো ক্ষমতার নির্দেশ করে। মানুষের এক উন্নত অবস্থা, এটা আমাদের সবার ভেতরে লুকিয়ে আছে।'

'তো?'

'হিউগো সাহেবের চূড়ান্ত লক্ষ্য তো এটাই ছিল তাই না? এই লক্ষ্যেই তিনি পৌঁছুতে চেয়েছিলেন?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন ব্যালড্রিক।

'হিউগো হয়তো চূড়ান্ত ফলাফলকে কোড হিসেবে তৈরি করেননি। তাঁর কোড অনুসরণ করে আমরা এটা পেয়েছি।' বর্ণের ওপর জোরে টোকা দিলো গ্রে। 'কিন্তু এটা মূল কোড নয়।'

কথাগুলোকে বৃদ্ধ ব্যালড্রিকের মাথা ভাল করে ঢোকার জন্য একটু সময় দিলো গ্রে, তারপর ধীরে ধীরে ধীরে বলল, 'ডারউইন বাইবেলের আরেকটা বর্ণ হলো...'

মেঝেতে নতুন একটা চিত্র আঁকল গ্রে।
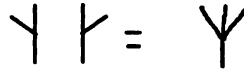
'এই দুটো বর্ণ মিলে তৃতীয় বর্ণের সৃষ্টি। প্রথম দুটো বর্ণ মানুষের একদম সাধারণ অবস্থার নির্দেশ করে। আর তৃতীয় বর্ণটা সম্পর্কে তো আগেই বলেছি। তাহলে প্রথম দুইটি বর্ণ কোড হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে।'

প্রচলিত ধারাবাহিকতায় বর্ণগুলো আঁকল গ্রে। 'এটা ভুল।'

এবার সঠিকভাবে আঁকল।

ব্যালড্রিক সামনে এগিয়ে এলেন। 'এটা সঠিক? তার মানে শেষ বর্ণটাকে ভাগ করতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

ব্যালড্রিক মাথা নাড়লেন। গ্রে'র ব্যাখ্যায় তিনি বোধহয় সন্তুষ্ট।

'আমার মনে হয়, আপনি ঠিক বলেছেন, কমান্ডার পিয়ার্স।'

গ্রে উঠে দাঁড়াল।

'যা-ই হোক,' ইসাকের দিকে ফিরলেন ব্যালড্রিক। 'বেল চালু করে ওনার বন্ধুদেরকে খতম করে দাও।'

বিকাল ৩টা ০৭ মিনিট।

রোটরের গতি কমার পর লিসা পেইন্টারকে নিয়ে কপ্টার থেকে নামলো। পেইন্টারের আরেকপাশ ধরেছে জুলু তাউ। সিডেটিভের প্রভাব আর কয়েক মিনিটের মধ্যে কেটে যাবে।

অ্যানাকে সাহায্য করছে গানথার। অ্যানার চোখ কাঁচের মতো স্বচ্ছ দেখাচ্ছে। তিনি নিজেই এক ডোজ মরফিন শরীরে পুশ করেছিলেন কিন্তু পরে কাশতে কাশতে রক্ত বেরিয়েছে গলা থেকে।

ওদের সামনে রয়েছে মনক ও মশি। হেলিপ্যাডে তিনজন সেন্ট্রি দাঁড়ানো ছিল তবে তারা এখন মৃত। এখানকার নিরাপত্তা অতটা জোরদার করা ছিল না। কারণ সবাই আশা করছিল মাত্র একজন বন্দিকে ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে। সাইলেন্সারঅলা দুটো পিস্তল দিয়েই হেলিপ্যাডের সেন্ট্রিদের পরপারে পাঠিয়ে দিতে কোনো সমস্যাই হয়নি।

তাউ'র সাথে স্থান বদল করল মনক। 'এখানে থাকো। কপ্টার আর বন্দিকে পাহারা দাও।'

ওয়ার্ডেন কেলজকে কপ্টার থেকে নামিয়ে ছাদের উপরে এনে ফেলা হয়েছে। দুই হাত পেছনে নিয়ে কব্জিতে হ্যান্ডকাফ আর পায়ের গোড়ালিতে বাঁধন দেয়া। সে চাইলেও কোথাও যেতে পারবে না।

মেজর ক্রুকস ও মশিকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ইশারা করল মনক। পলা কেইনের যাবতীয় নকশা পর্যালোচনা করে ভূগর্ভস্থ লেভেলে যাওয়ার জন্য সেরা রাস্তার ছক কেটে রাখা হয়েছে। সেদিকে এগোতে হবে এখন। এই হেলিপ্যাডের অবস্থান মূলভবনের পেছন দিকে।

ক্রুকস ও মশি মূলভবনে যাওয়ার জন্য ছাদের দরজার দিকে এগোলো। ওদের দু'জনের কাঁধে রাইফেল শোভা যাচ্ছে। দু'জন এত গোছানোভাবে কাজ করছে যেন একে অন্যের কত চেনা, এর আগেও একসাথে মিশন পরিচালনা করেছে! সুন্দর বোঝাপড়া আছে মেজর আর মশির মধ্যে। গানথারের হাতে পিস্তল আছে, এছাড়া খাটো নাকঅলা একটা রাইফেল শোভা পাচ্ছে পিঠে। অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ওরা দরজার কাছে পৌঁছে গেল।

সামনে এগোল ক্রুকস। সেন্ট্রিদের কাছ থেকে কি-কার্ড সংগ্রহ করেছে সে। লক খুলে নিচের দিকে এগোল দু'জন : মশি ও ক্রুকস। বাকিরা দাঁড়িয়ে রইল।

ঘড়ি দেখল মনক। সঠিক সময়ে সঠিক কাজটা করতে হবে। টাইমিংটাই আসল।

নিচ থেকে শিস দেয়ার আওয়াজ শোনা গেল।

সংকেত।

'এবার আমরা নিচে যাব।' বলল মনক।

সামনে এগিয়ে ওরা দেখল সাত তলায় একটা সিঁড়ি চলে গেছে। ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়ে আছে ক্রুকস। আরেকটা গার্ড পড়ে আছে সিঁড়িতে। গলা ফাঁক হয়ে রয়েছে তার, গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। মশি পরবর্তী ল্যান্ডিঙে নিচু হয়ে বসে রয়েছেন, হাতে রক্তাক্ত ছুরি।

সিঁড়ি বেয়ে নামছে সবাই। প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে নেমে গেছে সিঁড়িটা। আর কোনো গার্ডের মুখোমুখি হতে হলো না ওদের। ওরা আশা করল, অধিকাংশ গার্ড বাইরের দিকে রওনা হয়েছে। কারণ, জুলু গোত্রের লোকজন দৃষ্টিআকর্ষণ করেছে তাদের।

মন্‌ক আবার ঘড়ি দেখল।

তিন তলায় পৌঁছে পালিস করা কাঠের লম্বা করিডোরের দিকে এগোল ওরা। করিডোরটা ছায়াময়, বেশ অন্ধকার। দেয়ালে মোমদানি জ্বলছে। পাওয়ার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর হয়তো মোম জ্বালানো হয়েছে। কোনো এক কারণে পাওয়ার বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা এমনকিছু চালু করা হয়েছে যেটা অনেক পাওয়ার গ্রহণ করছে।

বাতাসের দুর্গন্ধটা খেয়াল করল লিসা।

একটা আড়াআড়ি ক্রস প্যাসেজে গিয়ে করিডোরটা শেষ হয়েছে। ডান দিকে এগোল ক্রুকস। পরিকল্পনা মতে, ওদেরকে ডান দিকেই যেতে হবে। একটু পরেই দ্রুত ফিরে এলো মেজর।

'পিছু হটুন... পিছু হটুন সবাই!'

কোণা থেকে রক্তহিম করা গর্জন ভেসে এলো। তারপর আরও কয়েকটা গর্জন... উত্তেজিত হুঙ্কার।

'উকুফা।' বললেন মশি। ইশারা করে সবাইকে পিছু সরতে বললেন।

'দৌড়ান!' মেজর বলল। 'আমরা ওগুলোকে ভয় পাইয়ে দেয়ার চেষ্টা করব, তারপর এগোব।'

লিসা ও পেইন্টারকে নিয়ে মন্‌ক পিছু হটল।

'কী...?' লিসা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও আটকে গেল। শব্দ হারিয়ে ফেলেছে। 'কেউ আমাদের উপরে ওগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছে,' বলল মন্‌ক।

অ্যানাকে নিয়ে চলছে গানথার। বোনকে রীতিমতো উঁচু করে নিচ্ছে সে, অ্যানার পা দুটো আলগোছে মেঝে স্পর্শ করছে।

হঠাৎ ওদের পেছনে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।

গর্জন আর হুঙ্কারগুলো পরিণত হলো রাগ আর আর্তনাদে।

দ্রুত দৌড়াল ওরা।

'ধুর!' গলা উঁচিয়ে বলল মেজর।

লিসা পেছন ফিরে তাকাল।

ক্রুকস আর মশি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু এখন পেছন দিকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে তারাও ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

'যান, এগোন... তাড়াতাড়ি...' চিৎকার করল মেজর। 'সংখ্যায় ওগুলো অনেক!'

ওদের পেছনে তিনটে সাদা রঙের দানব উদয় হলো। মেঝের সাথে মাথা ঠেকিয়ে এগোচ্ছে ওগুলো। থাবা দিয়ে কাঠের মেঝে আকড়ে ধরে এগোচ্ছে। বুলেট হজম করছে ঠিকই কিন্তু বুদ্ধি খাঁটিয়ে মারাত্মক বুলেটগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছে, ওগুলো গায়ে

ঢুকলে মারা পড়তো। দানব তিনটার শরীর থেকে রক্ত ঝরলেও নিস্তেজ হওয়ার বদলে উল্টো আরও জেদ নিয়ে এগিয়ে আসছে।

পেছনে তাকানো অবস্থায় একটু চোখ বুলালো লিসা। দেখল ওরকম আরও দুটো দানব করিডোরের দু'পাশ থেকে বেরিয়ে আসছে।

অ্যামবুশ। হামলা।

হাতে থাকা বিশাল পিস্তল থেকে গানথার গুলি ছুড়ল কিন্তু সামনে এগিয়ে থাকা দানবটার গায়ে গুলি লাগলো না। গুলির লাইন বরাবর থেকেও হঠাৎ করে চোখের পলকে একপাশে সরে গেল দানবটা।

নিজের অস্ত্র তুলল মন্‌ক, দানবগুলোকে থামানোর চেষ্টা করবে।

দৌড়ের গতি সামলাতে না পেরে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল লিসা। পড়ার সময় পেইন্টারকেও টেনে নামালো। আছড়ে পড়ার ধাক্কায় একটু জ্ঞান ফিরল ক্রো'র।

'কী...? কোথায়...?'

পেইন্টারকে টেনে আরও নিচে নামাল লিসা। গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে। নিচু হয়ে থাকাই নিরাপদ।

তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার ভেসে এলো ওর পেছন থেকে। ভারি দেহের কিছু একটা পাশের দরজা থেকে বেরিয়ে এসে মেজর ব্রুকসকে দেয়ালে আছড়ে ফেলল।

দৃশ্যটা দেখে চিৎকার করে উঠল লিসা।

মেজরকে বাঁচাতে মশি এগিয়ে এলেন। মাথার উপরে একটা বর্শা নিয়ে হুঙ্কার দিলেন তিনি।

ভয়ে লিসা পেইন্টারকে জড়িয়ে ধরল।

দানবগুলো সবজায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে।

লিসার চোখে কিছু একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। বাঁ পাশের একটা দরজার পেছন থেকে আরেকটা দানব বেরিয়ে আসছে। ওটার মুখ তাজা রক্তে মাখামাখি। রুমের অন্ধকারের ভেতরে ওটার লাল টকটকে দুটো চোখ যেন ইট ভাটার মতো জ্বলছে। অতীতে ফিরে গেল লিসা। এরকম চোখ ও আগেও দেখেছে। নেপালে বুদ্ধ সন্ন্যাসীর চোখে ঠিক এরকম ভয়ঙ্কর বুনো চাহনি ছিল, চাহনিতে অস্বাভাবিকতা থাকলেও বুদ্ধি কিংবা চালাকিতে কেউ-ই কম নয়। বুদ্ধ সন্ন্যাসী আর এই দানব দুটোই জাতে মাতাল তালে ঠিক।

দানবটা লিসার দিকে এগোচ্ছে... পেছন দিকে বেঁকে রয়েছে ওটার ঠোঁট দুটো। গরগর আওয়াজ করে বিজয়ের উল্লাস প্রকাশ করছে।

পনেরো.

হর্নস্ অফ দ্য বুল

বিকাল ৩টা ১০ মিনিট।
সাউথ আফ্রিকা।

তেরপল দিয়ে ঢাকা একটা পয়োনালীর ভেতরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে খামিশি।

'তিন মিনিট,' বললেন পলা কেইন, তিনিও পেটে ভর দিয়ে শুয়ে আছেন।

ওরা দু'জন বাইনোকুলার দিয়ে কালো বেড়ার ওপর নজর রাখছে।

পার্কের সীমানা দিয়ে খামিশি ওর জনবল ছড়িয়ে দিয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে গরু চড়াচ্ছে কিছু জুলু লোক। বংশের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে রয়েছেন একঝাঁক বয়স্ক জুলু। গ্রামে উচ্চশব্দে ঢোল বাজিয়ে গান-বাজনা শুরু হয়ে গেছে। স্টেশনের দিকে এগোচ্ছে তারা। শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য পুরো আয়োজনটাকে বিয়ের অনুষ্ঠানের মতো করে সাজানো হয়েছে।

মোটরসাইকেল, এটিভি বাইক এবং ট্র্যাক জড়ো করা হয়েছে এলাকার আশেপাশে। অল্পবয়স্ক জুলু যোদ্ধা ও নারীরা পর্যন্ত উঠছে সেগুলোতে। কয়েকজন জুলু দম্পতি যুদ্ধের আগে একে অপরকে শেষবারের তো দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করছে। যুদ্ধে কী হবে সেটা তো কেউ জানে না। একঝাঁক জুলু খালি গায়ে রং-চং মেখে বিয়ের অনুষ্ঠানের ভেঁক ধরেছে, হাতে গদা নিয়ে ঐতিহ্যবাহী নাচও করছে তারা। বাকি লোকজনরা যে যার মতো করে তৈরি হচ্ছে। কয়েকজনের গায়ে ভারি কম্বল, এটাও বিয়ের ঐহিত্যবাহী পোশাকের অন্তর্ভুক্ত।

এই গদাগুলো ছাড়া আর কোনো অস্ত্র চোখে পড়ছে না।

খামিশি বাইনোকুলারের ফোকাস ঠিক করে নিলো। কাঁটাতারের বেড়া দেয়া অংশে নজর দিলো ও। বেড়ার ওপাশে জঙ্গলের সামিয়ানার ওপরে ঝুলন্ত রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। ওয়ালেনবার্গ এস্টেটের গার্ডরা সেই রাস্তার ওপর এসে জড়ো হয়ে বেড়ার দিকে নজর রাখছে। পাহারা দিচ্ছে সীমানার ওপর।

'এক মিনিট,' তেরপলের নিচে একটা স্নাইপার নিয়ে শুয়ে আছেন পলা। তবে স্নাইপারটাকে বসানোর যে ট্রাইপড স্ট্যান্ড ব্যবহার করেছেন সেটা তেরপলে ঢাকা নেই। গাছের ছায়ার আড়ালে রয়েছে সেটা। পলা কেইন অলিম্পিকে সোনা জেতা শুটার, বিষয়টা জানতে পেরে খামিশি অবাক না হয়ে পারেনি।

বাইনোকুলার নামাল খামিশি। জুলুদের ঐতিহ্যবাহী আক্রমণকে "ষাঁড়" বলা হয়। আক্রমণের বড় অংশের নাম "বুক," এই অংশ একদম মুখোমুখি হামলায় অংশ নেবে। অন্যদিকে "ষাঁড়ের শিং" নামের অংশটি আক্রমণ করবে দু'পাশ থেকে। শত্রুপক্ষের কেউ যাতে পালিয়ে ফিরতে না পারে সেটা নিশ্চিত করবে। দু'পাশ দিয়ে গিয়ে ঘিরে ফেলবে শত্রুদের। তবে আধুনিক অস্ত্রের সাহায্যে খামিশি এই যুদ্ধকৌশলে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে। সেই পরিবর্তন আনতে গিয়ে সারারাত ঘুমায়নি বেচারা। শত্রুপক্ষের জন্য চমক রেখেছে ও।

'দশ সেকেন্ড,' ঘোষণা করলেন পলা। তারপর চুপচাপ উল্টোদিকে গুনতে শুরু করলেন। স্নাইপারে গাল ঠেকালেন তিনি। সময় হলে ফায়ার করবেন।

ট্রান্সমিটার তুলে নিলো খামিশি, চাবি ঘুরিয়ে এক সারি বাটনের ওপর নিজের বুড়ো আঙুল রাখল।

'জিরো,' পলা গোনা শেষ করলেন।

প্রথম বাটনে চাপ দিলো খামিশি।

সারারাত জেগে বেড়ার ওপাশে খামিশি যেসব চার্জ সেট করে এসেছিল সেগুলোর একটা বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো। ঝুলন্ত ব্রিজের কাঠের তক্তা উঠে গেল শূন্যে, বিস্ফোরণের আওয়াজে আতঙ্কিত হয়ে জঙ্গলের সব পাখি আকাশে ডানা মেলল। বিভিন্ন রঙের পাখিকে একসাথে উড়তে দেখে মনে হলো রংধনু ছড়াচ্ছে।

ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাওয়া সি-৪ প্যাকেট সেট করেছিল খামিশি। ঝুলন্ত ব্রিজের বিভিন্ন সংযোগস্থল আর পোলের গায়ে বসিয়েছিল ওগুলো। একে একে সব বিস্ফোরক ফাটতেই পুরো ব্রিজ ধসে পড়ল। ওয়ালেনবার্গ গার্ডদের মধ্যে একই সাথে ভয়, আতঙ্ক ও দ্বিধা জেগে উঠেছে। দিশেহারা হয়ে পড়ছে তারা।

এবার বিয়ের অনুষ্ঠানের সাজে থাকা জুলুরা তাদের আসল চেহারা প্রকাশ করতে শুরু করল। গায়ে থাকা কম্বল ফেলে রাইফেল বের করল তারা। যার আছে যা অস্ত্র লুকোনো ছিল সব একযোগে যার যার হাতে চলে এলো। হামলা করার জন্য ষাঁড়ের "বুক"-এ রূপান্তরিত হয়ে গেল তারা। তাদের দু'পাশ থেকে গর্জে উঠল ইঞ্জিন। জুলু যোদ্ধারা মোটরবাইক আর ট্র্যাক নিয়ে হামলার জন্য তেড়ে যাচ্ছে। এরা হলো "ষাঁড়ের শিং"।

'এবার,' বললেন পলা।

খামিশি ওর হাতে থাকা ট্রান্সমিটারের অন্য বাটনগুলোতে চাপ দিলো।

বিস্ফোরিত হয়ে কাঁটাতার দেয়া বেড়া ধুলোয় মিশে গেল, পুরো আধা মাইল। বেড়া সরে যেতেই যেন শত্রুপক্ষের পেট উন্মুক্ত হয়ে গেল।

তেরপল সরিয়ে উঠে দাঁড়াল খামিশি। ওর পেছনে থাকা একটা মোটর সাইকেল চালু হয়ে এগিয়ে এলো। ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে এসে থামল ওর পাশে। নজঙ্গো ওকে বাইকে উঠতে বলল কিন্তু তার আগে খামিশিকে একটা কাজ সারতে হবে। একটা সাইরেন হর্ন মাথার ওপর তুলে ওটার ট্রিগার টিপল ও। বিকট আওয়াজ বেরোল হর্ন থেকে। সাইরেন হর্নের আওয়াজ পুরো এলাকা কাঁপিয়ে দিলো। জানিয়ে দিলো জুলুদের "ষাঁড়" "শিং" উঁচিয়ে ধেয়ে আসছে।

বিকাল ৩ টা ১৩ মিনিট।

বিস্ফোরণের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে নেমে এলো ওপর থেকে। বেল চেম্বারে থাকা লাইটগুলোর আলো দপদপ করে কেঁপে উঠল। একদম স্থির হয়ে গেল সবাই। নাতি ইসাককে নিয়ে ব্যালড্রিক কন্ট্রোল বোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একটু দূরে ইসকি গ্রে'কে পাহার দিচ্ছে, ওর হাতে একটা পিস্তল, একদম গ্রে'র বুকের দিকে তাক করা। উপর দিকে তাকাল ইসকি। কীসের শব্দ বোঝার চেষ্টা করছে।

তবে গ্রে তাকায়নি।

গ্রে'র দৃষ্টি আটকে রয়েছে কনসোলে থাকা পাওয়ার মিটারের ওপর। ওটার ইনডিকেটর আস্তে আস্তে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। গ্রে'র আকুতি ব্যালড্রিক কানে নেননি। বেল চালু করেছেন তিনি। বেল-এর চারপাশ থেকে গুঞ্জন ভেসে আসছে। ভিডিও মনিটরে দেখা যাচ্ছে নীল হয়ে গেছে বেল-এর বাইরের শেল।

পাওয়ার মিটার তার সর্বোচ্চে পৌঁছে গেলে এই বেল থেকে যে আউটপুট বেরোবে সেটা ছড়িয়ে যাবে ৫ মাইল। মন্‌ক, ফিওনা, রায়ান... যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন মারা পড়বে ওরা। শুধু গ্রে নিরাপদ।

'কী হচ্ছে গিয়ে দেখো তো,' নাতিকে নির্দেশ দিলেন ব্যালড্রিক। বিস্ফোরণের শব্দ এখন মিলিয়ে গেছে।

ইতোমধ্যে লাল ফোনের দিকে হাত বাড়িয়েছে ইসাক।

হঠাৎ পিস্তলের শব্দে সবাই চমকে উঠল। বিস্ফোরণের শব্দ থেমে যাওয়ার পর সবকিছু মাত্র সুনসান হচ্ছিল ঠিক এমন সময় এরকম বিকট আওয়াজে সবাই বিস্মিত।

অন্যদিকে ঘুরল গ্রে, টাইলসের মেঝেতে রক্ত ছিটকে পড়েছে।

তাজা রক্তে লাল টকটকে হয়ে গেছে ইসকির বাঁ কাঁধ। গুলির ধাক্কায় সে-ও ঘুরে উঠেছে। পেছন থেকে গুলি করা হয়েছে ওকে। দুর্ভাগ্যবশত ইসকির ডান হাতে পিস্তলটা ধরা ছিল। গুলির ধাক্কা খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে আততায়ীর দিকে নিজের পিস্তল তাক করল ইসকি।

হাঁটু গেড়ে বসে আছেন ড. মারশিয়া ফেয়ারফিল্ড। ডান হাতে ব্যান্ডেজ থাকায় বাধ্য হয়ে বাঁ হাত দিয়ে গুলি ছুড়েছেন। তাই এক গুলিতে ইসকিকে পরপারে পাঠাতে পারেননি।

তবে ইসকি কঠিন চিজ। আচমকা গুলিতে আহত হয়েও তেজ কমেনি কিংবা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার দক্ষতা হারায়নি। গ্রে শেষমুহূর্তে বাধা না দিলে নিখুঁতভাবে সে আঘাত করতে পারতো।

ইসকির গুলিতে মারশিয়ার হাত থেকে পিস্তল ছুটে গেল। এদিকে গ্রে'র ধাক্কার ফলে ইসকির হাতেও পিস্তল নেই।

ইসকি ও মারশিয়া দু'জনই তাদের টার্গেট মিস করেছে।

ইসকিকে ভাল্লুকের মতো পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছে গ্রে। মারশিয়ার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে। কিন্তু ইসকি অত্যন্ত তেজি, সে বুনো বেড়ালের মতো লড়ছে। গ্রে কোনোমতে ইসকির ডানহাতটাকে বাগে আনতে পারল।

হাতে জার্মান স্টিলের ছোঁরা নিয়ে সামনে এগোলো ইসাক। হাতের ছোরাটা নিচু করে ধরে রেখেছে।

মারশিয়া ইতোমধ্যে নিজের পিস্তল কুড়িয়ে নিয়েছেন কিন্তু গ্রে আর ইসকির ধস্তাধস্তির জন্য ইসাককে গুলি করার মতো ক্লিন শট পাচ্ছেন না।

ইসকির কাঁধের আহত অংশে নিজের থুতনি শক্ত করে গ্রে ঠেসে ধরল। গুঙিয়ে উঠল ইসকি, একটু দুর্বল হয়েছে। পড়ে থাকা পিস্তলটা হাতে তুলে নিতেই গ্রে ওর হাত তুলে নিয়ে আঙুলগুলো মুচড়ে দিলো। গুলি বেরিয়ে গেল পিস্তল থেকে। কিন্তু নিচ দিকে তাক করা থাকায় বুলেট কারও গায়ে লাগলো না। ইসাকের পায়ের কাছে মেঝেতে গিয়ে মুখ গুঁজল সেটা। তবে গুলির আঘাতে মেঝে থেকে কয়েক টুকরো টাইলস ছিটকে গিয়ে ইসাকের কয়েক জায়গার চামড়া তুলে নিয়েছে। সামনে এগোতে গিয়ে ইসাক একটু দুলে উঠল।

ভাইকে আঘাত পেতে দেখে আরও মারমুখী হয়ে উঠল ইসকি। ক্ষীপ্রতার সাথে এক হাত ঘুরিয়ে কনুই দিয়ে আঘাত করল গ্রে'র পাজরে। হুক করে গ্রে'র ফুসফুস থেকে সব বাতাস বেরিয়ে গেল, চোখে লাল-নীল ফুটকি দেখতে লাগল ও। ইসকি এখন মুক্ত।

ওদিকে ইসাক নিজেকে সামলে নিয়েছে। চোখে খুনের নেশা আর হাতে ছোরা নিয়ে এগিয়ে আসছে সে।

গ্রে-ও নিজেকে সামলে নিলো। পেছন থেকে ইসকিকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল ও। গ্রে'র বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে আহত ইসকি তখনও পুরোপুরি টাল সামলে উঠতে পারেনি উপরন্তু এখন গ্রে'র ধাক্কা খেয়ে রীতিমতো উড়ে যেতে লাগল ইসাকের দিকে।

একদম ইসাকের ছোরার দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে জার্মান স্টিল ব্লেড এসে ইসকির বুকে বিঁধল।

ব্যথায় গগণ বিদারি চিৎকার করল ইসকি। ইসাকও চিৎকার করে উঠল। অবিশ্বাস নিয়ে ভাইয়ের দিকে তাকাল বোন, হাত থেকে পড়ে গেল পিস্তলটা।

ইসকির হাত থেকে পিস্তলটা ভূমিতে আছড়ে পড়ার আগেই ঝাঁপ দিয়ে ওটাকে তালুবন্দি করল গ্রে। মেঝেতে শুয়ে থেকেই ইসাককে টার্গেট করল।

ইসাক সরে যেতে পারতো, ওর সরে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু বোনকে আঁকড়ে ধরে সে বেদনায় কাতর।

ফায়ার করল গ্রে। একদম ক্লিন হেডশট। ইসাকের মগজে গুলি পৌঁছে গিয়ে ওকে বোনের মৃত্যুশোক থেকে রেহাই দিলো।

মেঝেতে আছড়ে পড়ল যমজ ভাই-বোন। একে অন্যের রক্তে মাখামাখি।

উঠে দাঁড়াল গ্রে।

রুমে ঢুকলেন মারশিয়া, ব্যালড্রিকের দিকে পিস্তল তাক করেছেন তিনি।

বৃদ্ধ তাঁর মৃত নাতি-নাতনির দিকে চেয়ে রয়েছেন। কিন্তু তাঁর চোখে কোনো শোক নেই।

পুরো লড়াইটা হতে এক মিনিটেরও কম সময় লেগেছে।

গ্রে লক্ষ করল রেড জোনে প্রবেশ করেছে বেল-এর পাওয়ার মিটার। ওর হাতে হয়তো আর বড়জোর দুই মিনিট আছে। পিস্তলের গরম মাজল বৃদ্ধ ব্যালড্রিকের গালে ঠেসে ধরল ও। 'বন্ধ করতে বলেছি।'

ওর চোখে চোখ রাখলেন বৃদ্ধ। 'করব না।'

বিকাল ৩ টা ১৩ মিনিট।

বিস্ফোরণের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই ওয়ালেনবার্গ ভবনের উপরের হলওয়েতে থাকা স্থবিরতা ধীরে ধীরে কাটতে শুরু করল। বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে কতগুলো দানবাকার হায়েনা শুয়ে পড়েছিল মেঝেতে, কয়েকটা লেজ গুঁটিয়ে পালিয়ে গেলেও বাকিগুলো ঠিকই শিকার ধরার আশায় রয়ে গেছে। এক এক করে উঠে দাঁড়াতে শুরু করল হায়েনাগুলো।

'কেউ গুলি করবেন না!' জরুরি ভিত্তিতে ফিসফিস করল মন্‌ক। 'সবাই ওই রুমে ঢুকুন!' পাশের একটা দরজা দেখাল, ওখানে যেতে পারলে একটু সুবিধে করতে পারবে। আড়াল পাওয়া যাবে খানিকটা। অ্যানাকে নিয়ে এলো গানথার। বর্শা দিয়ে একটা দানবকে খতম করে জুলু সর্দার মশি সরে এলেন। মেজর ব্রুকসকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন তিনি। মেজরের উরু থেকে রক্ত ঝরছে। দানবটা গভীরভাবে কামড়ে দিয়েছে ওখানে।

ওরা সবাই রুমের দিকে এগোতে যাবে এমন সময় মন্‌কের অপরপাশ থেকে হিংস্র গর্জন ভেসে এলো।

ওর নাম উচ্চারণ করল কেউ। 'মন্‌ক...'

পেইন্টারের অজ্ঞান দেহের পাশে ঝুঁকে রয়েছে লিসা। ওদের দু'জনের পেছনে একটা বিশালদেহি দানব উদয় হলো।

কাঁধ উঁচু করে দাঁড়াল ওটা, শিকার দুটোকে দেখছে। ঠোঁট দুটো পেছন দিকে সরে যাওয়া ধাঁরাল দাঁতের চোয়াল প্রায় উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে ওটার। গরগর আওয়াজ করছে, রক্ত ও লাল ঝরছে ঠোঁট থেকে। চোখ দুটো টকটকে লাল।

মন্‌ক বুঝতে পারল এখন ও যদি অস্ত্র ব্যবহার করতে যায় দানবটা সাথে সাথে পেইন্টার আর লিসাকে ছিঁড়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে। কিন্তু তারপরও ওকে একটা চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু মন্‌ক আর কিছু ভাবার আগেই হলের পেছন দিক থেকে একটা নির্দেশ ভেসে এলো।

'স্কাল্ড! না!'

ঘুরল মন্‌ক। নির্দেশটা ফিওনা দিয়েছে। উদয় হলো সে। দুটো দানবের পাশ দিয়ে অবলীলায় হেঁটে চলে এলো ফিওনা, দানবগুলো অনেকটা বিড়ালের মতো মিউ মিউ করে ওকে জায়গা করে দিলো। ফিওনার হাতে একটা টেজার দেখা যাচ্ছে, নীল ফুলকি দেখা যাচ্ছে ওতে। ওর অন্য হাতে আরেকটি জিনিস আছে, অ্যান্টিনাঅলা। অ্যান্টিনাটা লিসা ও পেইন্টারের পাশে থাকা দানবটার দিকে তাক করা।

'ব্যাড ডগ!' বলল ফিওনা।

মন্‌ক অবাক হয়ে লক্ষ করল, পিছিয়ে গেল দানবটা। গর্জন কমে গেল, এতক্ষণ দাঁত খিঁচাচ্ছিল এখন আর সেটা করছে না। দরজার দিকে সরে গেল ওটা। ওটার লাল টকটকে চোখে এখন আর আগের হিংস্রতা নেই। মেঝেতে শুয়ে পড়ল দানব। আনন্দের গোঙানি ছাড়ল।

ফিওনা এসে গেছে।

হলের দিকে তাকাল মন্‌ক। সবক'টা হায়েনা একদম কুপোকাত।

'ওয়ালেনবার্গরা এই হারামিগুলোর ভেতরে চিপ বসিয়ে রেখেছে,' ব্যাখ্যা করল ফিওনা, হাতে ধরা ডিভাইসটা দেখিয়ে বলল, 'এটা দিয়ে দুটো অপশন সিলেক্ট করা যায়। হিংস্র আর ভদ্র।'

দরজার কাছে থাকা একটা দানব মিউ মিউ করে বশ্যতা প্রকাশ করছে।

ভ্রু কুঁচকে ফিওনার হাতে থাকা ট্রান্সমিটারের দিকে তাকাল মন্‌ক। 'এটা কোথায় পেয়েছ?'

ফিওনা মন্‌কের দিকে চোখ তুলে তাকাল, ডিভাইস ধরা হাতে তুলে ওর পিছু পিছু আসতে ইশারা করল ওদের।

'চুরি করেছ,' বলল মন্‌ক।

ফিওনা কাঁধ ঝাঁকিয়ে হলের দিকে পা বাড়াল। 'এক বুড়ির সাথে ধাক্কা খেয়েছিলাম, পরে দেখি এই ডিভাইসটা আমার পকেটে চলে এসেছে। বুড়ি এটা ব্যবহার করছিল না।'

মন্‌ক ভাবল, "বুড়ি" বলতে ফিওনা ইসকিকে বোঝাচ্ছে। সবাইকে ডেকে নিলো ও। লিসা আর পেইন্টারকে সাহায্য করল মন্‌ক। ওদিকে গানথার বোনের এক হাত ধরে সামনে এগোতে শুরু করেছে। একে অন্যের সাহায্য নিয়ে এগোচ্ছে মশি আর ক্রুকস। প্রাথমিকভাবে তাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে।

সমস্যা নেই, ব্যাকআপ আছে।

এক ডজন দানব এগিয়ে আসছে ওদের পিছু পিছু। আসলে ওরা এখন ফিওনাকে প্রভু মানছে।

'এদেরকে পিছু ছাড়ানোর চেষ্টা করেছি, পারিনি' বলল ফিওনা। মন্‌ক খেয়াল করল বেচারির হাত কাঁপছে। দানবগুলোকে যতই পোষ মানাক ভয় ঠিকই পাচ্ছে ফিওনা।

'বাটন চাপ দেয়ার পর থেকে আমার পিছু নিয়েছিল ওরা। আমি ওদেরকেসহ একটা জায়গায় গিয়ে লুকিয়েছিলাম, গ্রে আমাকে সেখানে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছিল... কিন্তু তারপরও হলে আর বিভিন্ন রুমে কয়েকটা দানব ছিল।'

খুব ভাল কথা! ভাবল মন্‌ক। একদম সেই কয়েকটা দানবের খপ্পরে এসে পড়লাম আমরা!

'তারপর আমি আপনাদের চিৎকার আর বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পাই। তারপর...'

'বেশ।' মন্‌ক ফিওনাকে থামিয়ে দিলো। 'গ্রে'র কী খবর? সে কোথায়?'

'নিচ দিকে যাওয়ার জন্য লিফটে চড়েছিল। সেটাও এক ঘণ্টা আগের কথা।' সামনের দিকে দেখাল ও। ওখানে করিডোর শেষ হয়ে বেলকুনিতে রূপ নিয়েছে। বড় একটা হল দেখা যাবে ওখান থেকে। 'চলুন দেখাচ্ছি।'

দ্রুত এগোল ফিওনা। পেছন পেছন বাকি সবাই এগোচ্ছে, বারবার পেছনে ফিরে দেখছে দানবগুলোকে। ফিওনা এক সারি সিঁড়ি বেয়ে নিচের মূল হলে নিয়ে এলো ওদের। লিফটের দরজাগুলো বন্ধ, ওটার ঠিক বিপরীত দিকে ওয়ালেনবার্গ ভবনের বিশাল সদর দরজা অবস্থান করছে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ইলেকট্রনিক লকের দিকে এগোল মেজর ক্রুকস। একগাদা কি-কার্ড পাঞ্চ করল... কিন্তু কাজ হচ্ছে না। অবশেষে একটা কার্ড কাজ করল। লাল বাতি

সরে গিয়ে সবুজ হলো। মোটরের আওয়াজ ভেসে এলো কোথা থেকে। নিচের কোথাও থেকে কিছু একটা সরে যাচ্ছে।

অপেক্ষা করছে ওরা। তখন দেখা গেল হায়েনাগুলোও সিঁড়িতে এসে হাজির হয়ে গেছে। ফিওনার হাতে থাকা ডিভাইসে বুঁদ হয়ে আছে ওগুলো। হলের মেঝেতে চলে এলো কয়েকটা। দানবগুলোর ভেতরে সেই স্কান্ড নামের হায়েনাটাও আছে।

কেউ কিছু বলল না, চুপচাপ দেখছে দানবগুলোকে।

মূল ভবনের দরজার ওপাশ থেকে চিৎকার আর গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। লড়াইয়ে নেমে পড়েছে খামিশি। এখানে পৌঁছুতে ওর কতক্ষণ লাগতে পারে?

মন্‌কের মনের কথা বুঝতে পেরেই হয়তো সামনের দরজা দড়াম করে খুলে গেল। গোলাগুলির আওয়াজ আগে দূরে ছিল এখন প্রতিনিয়ত কাছে আসছে। আরও প্রকট হচ্ছে চিৎকার, আর্তনাদ। দরজা দিয়ে লোকজন ভেতরে ঢুকতে শুরু করল। ওয়ালেনবার্গের গার্ডরা লড়াই ছেড়ে দিয়ে পিছু হটছে। গার্ডদের পাশাপাশি ওয়ালেনবার্গদের তৈরি প্রায় এক ডজন যমজ ভাই-বোনকে দেখল মন্‌ক।

বাইরে যুদ্ধ চলছে। কিন্তু দুই পক্ষ একদম মুখোমুখি পড়ে গেছে হলের ভেতর।

এটা কোনো ভাল খবর নয়।

নিজের টিমকে নিয়ে মন্‌ক একদম কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

ওদের তুলনায় শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বেশি।

বিকাল ৩টা ১৫ মিনিট।

ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গের কাছ থেকে সরে এলো গ্রে।

'এর ওপর নজর রাখুন,' মারশিয়াকে নির্দেশ দিলো ও।

গ্রে ইসাকের ওয়ার্কস্টেশনের দিকে গেল, বেল-এর পাওয়ার মিটারের ওপরেও নজর রেখেছে ও। একটা টগল সুইচের দিকে হাত বাড়াল ও, এর আগে ইসাককে এই সুইচ ব্যবহার করতে দেখেছে। ব্লাস্ট শিল্ড নিয়ন্ত্রণ করে এটা।

'কী করছেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন ব্যালড্রিক।

যাক এই বুড়োকে ভয় পাইয়ে দেয়ার মতো কিছু একটা অন্তত পাওয়া গেল। বুলেট দেখে ভয় পায়নি কিন্তু এখন ঠিকই ভয় পাচ্ছে। ভাল খবর। টগল পেছনে টানল গ্রে। মোটরের গুঞ্জন বেড়ে গেল, নিচে নেমে গেল শিল্ড। শিল্ড নেমে যেতেই তীক্ষ্ণ নীল আলো দেখা গেল।

'না! আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবেন আপনি! থামুন!'

বুড়োর দিকে তাকাল গ্রে। 'তাহলে এই জিনিস বন্ধ করুন।'

কনসোল আর নিচে নেমে যাওয়া শিল্ডের দিকে তাকালেন ব্যালড্রিক। 'আমি এটা বন্ধ করতে পারব না। বেল চালু হয়ে গেছে। এটা ডিসচার্জ করবেই!'

গ্রে কাঁধ ঝাঁকাল। 'তাহলে আমরা এখন চেয়ে চেয়ে দেখব।'

নীল আলোর বৃত্ত আরও গভীর, পুরু হলো।

ব্যালড্রিক কনসোলের দিকে ঘুরলেন। 'তবে আমি মানুষ মারার বিষয়টাকে মুছে দিতে পারি। তাহলে আপনার বন্ধুদের কেউ মারা পড়বে না।'

'করুন।'

দ্রুত টাইপ করতে শুরু করলেন ব্যালড্রিক। 'আপনি শিল্ড তুলুন!'

'আগে আপনি আপনার কাজ শেষ করবেন, তারপর।' বৃদ্ধের কাঁধের ওপর দিয়ে নজর রাখছে গ্রে। ও দেখল স্ক্রিনে ওদের সবার নাম ভেসে উঠেছে, আলফানিউমেরিক কোডে জেনেটিক্স প্রোফাইল দেখাচ্ছে নামের পাশে। ব্যালড্রিক চারবার ডিলিট বাটন চাপলেন... চারজনের নামের পাশ থেকে জেনেটিক্স প্রোফাইল মুছে গেল।

'করেছি!' গ্রে'র দিকে ফিরে জানালেন ব্যালড্রিক। 'এবার ব্লাস্ট শিল্ড তুলুন!'

টগল সুইচ ঠেলে দিয়ে গ্রে ব্লাস্ট শিল্ড আগের মতো তুলে দিলো।

আবার মোটরের গুঞ্জন বেড়ে গেল... কিন্তু এবার গোলমাল হয়েছে। শিল্ড উঠতে গিয়েও উঠছে না।

ওদিকে নীল আলোর বৃত্ত গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে তো হচ্ছেই। বাতাস তৈরি হচ্ছে বেল-এর চারপাশে। বেল-এর বাইরের শেল ঘুরছে একদিকে, ভেতরের শেল ঘুরছে অন্যদিকে।

'কিছু একটা করুন!' আকুতি জানালেন ব্যালড্রিক।

'হাইড্রোলিকগুলো জ্যাম হয়ে গেছে।' গ্রে বিড়বিড় করে জবাব দিলো।

পিছু হটলেন ব্যালড্রিক, প্রতিবার পা ফেলতে গিয়ে তাঁর চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে। 'আপনি আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিলেন! বেল যখন ডিসচার্জ করবে তখন এরকম শিল্ড নামানো অবস্থায় এখান থেকে ৫ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা সবাই মারা যাবে... কিংবা আরও খারাপ কিছুও হতে পারে।'

শিল্ড তোলা থাকলে যাবতীয় চার্জ ব্রডকাস্ট রড হয়ে চারপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়তো কিন্তু শিল্ড নামতে থাকায় চার্জের পুরোটা এই চেম্বার থেকে ছড়াতে শুরু করবে।

"আরও খারাপ" কী হতে পারে সেটা জিজ্ঞেস করার মতো সাহস পেল না গ্রে।

বিকাল ৩ টা ১৬ মিনিট।

মন্‌ক দেখল ওদের দিকে রাইফেল তাক করা হয়েছে।

সংখ্যায় অগণিত।

লিফট এখনও এই তলায় এসে পৌঁছেনি। আর পৌঁছুলেও ওটাতে চড়ে দরজা বন্ধ হতে হতে ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে যাবে।

গোলাগুলি থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই।

তবে...

ফিওনার দিকে ঝুঁকল মন্‌ক। 'অনেকক্ষণ তো "ভদ্র" হলে এখন একটু "হিংস্র" হলে কেমন হয়...'

হায়েনাগুলো সিঁড়ির যেদিকে চলে গেছে সেদিকে ইশারা করল ও।

মন্‌ক কী বলতে চাচ্ছে সেটা ফিওনা বুঝতে পারল, চাপ দিলো ডিভাইসে। "ভদ্র" থেকে "হিংস্র" করার সুইচ।

ফলাফল পাওয়া গেল হাতেনাতে। হায়েনাগুলো এমনভাবে গর্জন ও চিৎকার করে উঠল যেন কেউ ওদের লেজে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। উপরের বেলকুনি থেকে

দানবগুলো লাফিয়ে এসে মেঝেতে নামল। বাকিগুলো উঠে এলো সিঁড়ি দিয়ে। ওদের ধারে কাছে যে-ই নড়ে উঠছে তাকেই দাঁত দিয়ে খুবলে দিচ্ছে। আর্তচিৎকার ছাড়ল ওয়ালেনবার্গের লোকজন। বুলেট বেরোতে শুরু করল রাইফেল থেকে।

মন্‌কের পেছনে অবশেষে লিফটের দরজা খুলল।

ওতে ঢুকল মন্‌ক, সাথে ফিওনাকেও টেনে নিলো। ওর পিছু পিছু ঢুকল লিসা ও পেইন্টার।

কিছু বুলেট ওদের দিকে ছুটে এলেও অধিকাংশ ওয়ালেনবার্গদের টার্গেট হলো হায়েনাদের দিকে। পাল্টা বুলেট ছুঁড়ে জবাব দিলেন মশি আর মেজর, ফায়ার করতে করতে লিফটে ঢুকলেন দু'জন।

আপাতত বেঁচে গেলেও এখন কী হবে? ওয়ালেনবার্গরা তো ওদের সম্পর্কে জেনে গেছে, পুরোপুরি সতর্ক এবার। নিঃসন্দেহে ওদের পিছু নেবে।

মন্‌ক অন্ধের মতো ভূগর্ভে যাওয়ার বাটনগুলোতে চাপ দিলো।

এসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে।

তবে এখানকার খেলা এখনও শেষ হয়নি। অ্যানাকে মন্‌কের হাতে তুলে দিলো গানথার। 'ওকে ধরুন! আমি হারামিগুলোকে ঠেকিয়ে রাখব!'

ভাইকে থামানোর জন্য এগিয়ে এলেন অ্যানা। গানথার আস্তে করে বোনের হাত নিচে নামিয়ে দিলো। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে লিফটের দরজা। ঘুরে দাঁড়াল গানথার। এক হাতে পিস্তল, আরেক হাতে রাইফেল। শেষবারের জন্য মন্‌কের দিকে তাকাল গানথার। ওর চোখ চুপচাপ একটা কথাই বলছে...

অ্যানাকে দেখে রাখবেন।

লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বিকাল ৩টা ১৬ মিনিট।

মোটরসাইকেলে বসে মাথা নিচু করে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটছে খামিশি। ওর পিছনে পলা কেইন বসে আছেন। তাঁর কাঁধে রাইফেল শোভা যাচ্ছে। একজন জুলু যোদ্ধা আরেকজন ব্রিটিশ এজেন্ট, অদ্ভুত জুটি। কারণ ঊনিশ শতকে ইংরেজ আর জুলুদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল।

তবে সেটা অতীত।

এখন এরা দু'জন এক টিমের হয়ে কাজ করছে। বোঝাপড়াও ভাল।

'বাঁয়ে!' চিৎকার করলেন পলা।

খামিশি বাইক সরালো। কাঁধের এক পাশ থেকে অন্য পাশে রাইফেল সরালেন পলা। রাইফেল হাতে পৌঁছুতেই ফায়ার করলেন। এক ওয়ালেনবার্গ সেন্ট্রি চিৎকার করে পরপারে চলে গেল।

জঙ্গলের দু'পাশে গোলাগুলি ও বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

এস্টেটের গার্ডরা সব কোণঠাসা হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।

হঠাৎ ওদের বাইকটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দশ একর বাগানের ভেতরে এসে পড়ল। ব্রেক চাপল খামিশি। নরম গুল্ম গাছের ভেতর দিয়ে বাইকটা স্কিড করে চলে যাচ্ছে।

সামনেই ওয়ালেনবার্গ ভবন।

গলায় ঝুলানো বাইনোকুলার চোখে লাগাল খামিশি। ছাদের হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টার পার্ক করে রাখা আছে। কিন্তু ছাদের কিনারায় নড়াচড়া করছে কী যেন। পরিচিত একজনকে দেখতে পেল ও। তাউ। খামিশির জুলু বন্ধুটি ছাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে নিচের লড়াই পর্যবেক্ষণ করছে।

বাম পাশ থেকে একটা নতুন অবয়ব প্রবেশ করল। তাউ-এর ঠিক পেছনেই। নতুন আগন্তুকের হাতে একটা পাইপ ধরা। তাউ-এর মাথায় আঘাত হানতে যাচ্ছে সে। আগন্তুকের নাম: জেরাল্ড কেলজ।

'নড়বেন না।' বললেন পলা।

খামিশির মাথার ঠিক উপরে রাইফেলের নল রেখে স্নাইপার স্কোপের দিকে তাকালেন তিনি।

'দেখতে পাচ্ছি,' পলা জানালেন।

খামিশি একটু নিচু হলো তবে কাঁপলো না। এখনও বাইনোকুলার ধরে উপরে তাকিয়ে রয়েছে।

ট্রিগার চাপলেন পলা। রাইফেলের আওয়াজে খামিশির কানে তালা লাগার দশা। মাথায় ঝাঁকি খেয়ে কেলজ পেছনে আছড়ে বলল। গুলির আওয়াজে তাউ শুয়ে পড়েছে... আর একটু হলে ছাদ থেকে পড়েই যেত বেচারা। ও জানেও না এইমাত্র ওর জীবন বাঁচানো হয়েছে।

তাউ'র এরকম অবস্থা দেখে ভয় পেল খামিশি। তাউ নাহয় অল্পের জন্য বেঁচে গেল কিন্তু বাকিদের কী অবস্থা?

বিকাল ৩টা ১৭ মিনিট।

'আপনি আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিলেন!' একই কথা আবার বললেন ব্যালড্রিক।

কিন্তু গ্রে হাল ছাড়তে নারাজ। 'ডিসচার্জ করা থেকে বেলকে আরও কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব? তাহলে আমি বাড়তি কিছু সময় পেয়ে নিচে গিয়ে দেখতে পারতাম হাইড্রোলিক্সের কোথায় জ্যাম হয়েছে। শিল্ডের সমস্যাটা দূর করা যেত।'

স্থির হয়ে থাকা ব্লাস্ট শিল্ডের দিকে তাকিয়ে আছেন বৃদ্ধ ব্যালড্রিক। ওটার ওপর দিয়ে নীল আলো দেখা যাচ্ছে। বৃদ্ধের চেহারায় আতঙ্ক। 'একটা উপায় আছে, কিন্তু... কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'কাউকে ভেতরে ঢুকতে হবে।' হাতে থাকা লাঠিটাকে কাঁপতে কাঁপতে ব্লাস্ট চেম্বার দেখালেন বৃদ্ধ। সেইসাথে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলেন তিনি নিজে ভেতরে ঢুকতে নারাজ।

দরজা খোলার পর একটা কণ্ঠ ভেসে এলো। 'আমি যাব।'

পিস্তল হাতে নিয়ে পাঁই করে ঘুরল গ্রে ও মারশিয়া।

রুমে সুন্দর এক দৃশ্যের অবতারণা হলো। প্রথমে মন্‌ককে দেখা গেল। কালো চুলের অধিকারিণী এক নারীকে সাহায্য করছে সে। কণ্ঠটা এই নারীর। ওদের দু'জনের

সাথে আরও কয়েকজনকে দেখা গেল, অধিকাংশই অপরিচিত। একজন বয়স্ক ব্যক্তি ক্লিন সেইভ করা এক মিলিটারি ধাঁচের ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে ঢুকলেন। তাদের পেছন পেছন ফিওনা ও একজন লম্বা দেহের অধিকারিণী নারী মূর্তির উদয় হলো। নারীকে দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র ম্যারাথন দৌড় শেষ করে এসেছেন। ওরা দু'জন একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোককে সাহায্য করছে। এতক্ষণ লোকটি ওদের কাঁধের ওপর ভর দিয়ে মাথা নিচু করে থাকলেও কিন্তু এখন ধীরে ধীরে মাথা তুলে গ্রে'র সেই চিরচেনা নীল চোখ দেখতে পেল।

'গ্রে...' বিড়বিড় করে বলল সে।

গ্রে রীতিমতো ধাক্কা খেয়েছে। 'ডিরেক্টর ক্রো?' দ্রুত এগোলো ডিরেক্টরের দিকে।

'হাতে সময় নেই,' বললেন কালো চুল। মন্‌কের সহায়তায় তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তবে তাঁর অবস্থা পেইন্টারের চেয়ে ভাল। পরিচিত দৃষ্টিতে শিল্ড আর বেল দেখলেন তিনি। 'ভেতরে ঢোকার জন্য আমাকে সাহায্য করুন। আর উনাকেও আমার সাথে যেতে হবে।' একটা কাঁপা হাত তুলে ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গকে দেখালেন তিনি।

গুঙিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। 'না...

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন নারী। 'আপনি খুব ভাল করেই জানেন ভেতরে কাজ করার জন্য দুই জোড়া হাত প্রয়োজন।'

কালো ব্যক্তির দিকে ফিরল মন্‌ক। 'মশি, আপনি অ্যানাকে নিয়ে ভেতরে যান।' তারপর গ্রে'র দিকে ফিরল ও, আন্তরিকতার সাথে শক্ত করে হাত মিলাল। আরও ঘনিষ্ঠ হলো একে অপরের সাথে বুক মিলিয়ে।

'আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই,' মন্‌কের কানে কানে বলল গ্রে। মন্‌ককে দেখে ও নতুন করে আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছে।

'যা করতে হবে জানিয়ো।' একটা রেডিও বের করে গ্রে'র হাতে দিলো ও। 'যন্ত্রটা চলতে থাকুক। বাকিটা আমি দেখছি।'

রেডিওটা হাতে নিয়ে সামনে এগোল গ্রে। ওর মনে হাজারটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু উত্তরগুলো পেতে হলে অপেক্ষা করতে হবে। রেডিও চ্যানেল খোলা রাখল ও। বিভিন্ন শব্দ, কণ্ঠ, তর্কাতর্কি আর চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে পেল। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে ওর দিকে। পেছন ঘুরল ও। ফিওনা।

'আমিও তোমার সাথে যাব!' দ্রুত এগোতে এগোতে চিৎকার করল বেচারি।

সিঁড়ি ধরে গ্রে নামতে শুরু করেছে।

একটা ট্রান্সমিটার বের করে ওটার অ্যান্টিনা বড় করল ফিওনা। 'যদি ওই দানবগুলোর ভেতর দিয়ে তোমাকে এগোতে হয়...'

'নিজের কাছেই রাখো ওটা।'

'চুপ করো, তুমি!'

বাকি পথটুকু ওরা দু'জন একসাথে দৌড়াল। নিচের লেভেলের হলওয়েতে পৌঁছে ইউটিলিটি রুমের সামনে গেল ওরা।

মন্‌ক রেডিওতে কথা বলছে। 'অ্যানা আর বুড়ো শয়তানটা চেম্বারের ভেতরে ঢুকেছে। বুড়োটা বেজায় নাখোশ।'

'মনক...' রসিকতা বাদ দিয়ে সহকর্মীকে কাজের কথা বলার জন্য তাগাদা দিলো গ্রে।

'আমি অ্যানাকে রেডিওটা দিয়ে দিচ্ছি। তিনি তোমার সাথে যোগাযোগ রাখবেন। আর হ্যাঁ, তোমার হাতে সবমিলিয়ে আছে মাত্র ১ মিনিট।'

মাথা নেড়ে গ্রে ইউটিলিটি রুমে দরজা ধাক্কা দিলো।

লক্‌ড।

ওকে আবার চেষ্টা করতে দেখে ফিওনা বলল, 'কি-কার্ড নেই?'

ভ্রু কুঁচকালো গ্রে। ওয়েস্টব্যান্ড থেকে পিস্তল বের করে তালা বরাবর ফায়ার করল। পুরো হল কেঁপে উঠল গুলির শব্দে। যেখানে এতক্ষণ তালাটা ছিল ওখানে এখন একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল গ্রে।

ওর পিছু পিছু ফিওনাও ঢুকল। 'আমিও তাই ভাবছিলাম, কি-কার্ড না থাকলে পিস্তল দিয়েও কাজ চালানো যায়।'

সামনে এগোতেই মোটর আর উপরে-নিচে ওঠানামা করার পিস্টন দেখতে পেল গ্রে। এই পিস্টনগুলোর সাহায্যেই ব্লাস্ট শিল্ড ওঠানো কিংবা নামানো হয়।

রেডিওতে একধরনের অদ্ভুত গুঞ্জন ভেসে এলো। গ্রে বুঝতে পারল বেল-এর কারণে হচ্ছে সেটা। মনক নিশ্চয়ই অ্যানার কাছে রেডিও দিয়ে ফেলেছে।

ওর ধারণাকে সত্য প্রমাণ করতেই যেন গুঞ্জনের ভেতরে একটা নারী কণ্ঠ ভেসে এলো। জার্মান আর ডাচ ভাষায় কারিগরি বিভিন্ন দিক দিয়ে তর্ক হচ্ছে। রেডিওর ভলিউম বাড়িয়ে টিউন করল গ্রে। মোটরগুলোর কাছে চলে এসেছে ও। এমন সময় পরিষ্কার ইংরেজিতে নারী কণ্ঠ ভেসে এলো রেডিওতে।

'কমান্ডার পিয়ার্স?'

গলা পরিষ্কার করল গ্রে। 'বলুন...'

তাঁর গলায় ক্লান্তি। 'আপাতত হাত ব্যবহার করে আমরা কোনোমতে কাজ চালিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু এটা তো বেশিক্ষণ টিকবে না।'

'শক্ত করে ধরে থাকুন।'

ইতোমধ্যে সমস্যাটা কোথায় হয়েছে সেটা খুঁজে পেয়েছে গ্রে। একটা পিস্টনের ফিউজ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। গ্রে শার্টের এক অংশ দিয়ে ধরে ফিউজটাকে বের করল। ফিওনাকে বলল, 'আরেকটা ফিউজ লাগবে। এখানে কোথাও অতিরিক্ত ফিউজ থাকার কথা।'

'কমান্ডার, তাড়াতাড়ি করুন।'

রেডিও'র গুঞ্জন আরও বাড়তে শুরু করলেও ব্যালড্রিকের কণ্ঠ ঠিকই শোনা গেল এপাশ থেকে। জরুরি ভিত্তিতে অ্যানার সাথে কথা বলছেন তিনি। ' আমাদের সাথে যোগ দাও। আমরা দক্ষ লোকবল ব্যবহার করে আরেকটা বেল তৈরি করতে পারব।'

ভয়ে সিঁটিয়ে থাকার পরও বুড়ো ভাম কূটচাল দিয়েই চলেছে।

ভাল করে কান পাতল গ্রে। অ্যানা কী ওদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে? ফিওনার দিকে ফিরল ও, 'ট্রান্সমিটারটা দাও তো।'

ফিওনা ট্রান্সমিটার দিলো। ট্রান্সমিটার থেকে অ্যান্টিনা খুলে ফেলল গ্রে। বাড়তি ফিউজ খুঁজে বের করার মতো যথেষ্ট সময় নেই। যা করার দ্রুত করতে হবে। অ্যান্টিনা

দিয়ে সংযোগ ঘটিয়ে দিলো। ফিউজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল, অ্যান্টিনা দিয়ে আপাতত সমস্যার সমাধান হলো। বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরায় জুড়তেই উপরে-নিচে উঠতে শুরু করল পিস্টন।

রকেট সাইন্স নয়, স্রেফ উপস্থিত বুদ্ধি খাঁটিয়ে সমস্যার সমাধান করল গ্রে।

'অ্যানা, আপনি ও ব্যালড্রিক ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন।' গ্রে রেডিওতে বলল।

'সম্ভব না, কমান্ডার। আমাদের যে-কোন একজনকে আঙুল রাখতে হবে নালায়। নালা থেকে আঙুল সরানো মাত্র বেল বিস্ফোরিত হবে।'

চোখ বন্ধ করল গ্রে। কোনভাবেই ব্যালড্রিকের ওপর ভরসা করা যাবে না।

গুঞ্জন বেড়েই চলছে। কানের সহ্য ক্ষমতা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

'কমান্ডার, আপনি জানেন আপনাকে এখন কী করতে হবে।'

অ্যানার কথা মতো কাজ করল গ্রে।

আবছাভাবে অ্যানার শেষ কয়েকটি কথা ভেসে এলো। 'আমার ভাইটাকে বলবেন... তাকে আমি ভালবাসি।'

রেডিও নামাতে নামাতে আরও একটা কথা বললেন অ্যানা। কথাটা ব্যালড্রিকের প্রস্তাবের জবাব হতে পারে কিংবা পৃথিবীর উদ্দেশে কোনো বার্তা বা স্রেফ নিজের সন্তুষ্টির জন্য।

'আমি নাৎসি নই।'

বিকাল ৩টা ১৯ মিনিট।

পেইন্টারকে নিয়ে মেঝেতে বসে আছে লিসা। হঠাৎ ও মেঝেতে ভারি মেশিনের কম্পন টের পেল। সেইসাথে ওর সামনে থাকা শিল্ড উঠতে শুরু করল ওপর দিকে। নীল আলো ধীরে ধীরে শিল্ডের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

বসা থেকে উঠতে যাচ্ছিল লিসা। অ্যানা এখনও ভেতরে রয়েছেন। এমনকি মন্‌কও পা বাড়িয়েছে শিল্ডের দিকে।

শিল্ডের ভেতর থেকে তীব্র আর্তনাদ ভেসে এলো।

বুড়ো ব্যালড্রিক। লিসা দেখল বুড়োর কয়েকটা আঙুল উন্মাদের মতো শিল্ডের দেয়াল আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। এখন আর তাঁর পক্ষে শিল্ডের দেয়াল টপকে এপাশে আসা সম্ভব নয়। শিল্ডের দেয়াল উঠতে উঠতে সিলিঙে থাকা বৃত্তাকার অংশে মসৃণভাবে লেগে গেল।

ব্যালড্রিকের চিৎকার এখনও শোনা যাচ্ছে। উন্মাদের মতো চিৎকার করছেন তিনি।

হঠাৎ লিসা একটা শক্তির প্রভাব অনুভব করল। অনুভূতিটা কীরকম সেটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। একটা ঝাঁকুনি... তারপর সব চুপ। নিশুতি সুনসান হয়ে গেল সব।

গুঙিয়ে উঠল পেইন্টার। ওর মাথা লিসার কোলে রাখা। ওকে পরীক্ষা করল লিসা। পেইন্টার চোখ দুটো উল্টে ভেতরে ঢুকে গেছে। শ্বাস-প্রশ্বাস একদম

অস্বাভাবিক। লিসা ওকে ঝাঁকুনি দিলো। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। হারিয়ে যাচ্ছে পেইন্টার।

'মন্‌ক...!'

বিকাল ৩টা ২৩ মিনিট।

'গ্রে, তাড়াতাড়ি!' রেডিওতে বলল মন্‌ক।

ফিওনার পিছু পিছু গ্রে পা চালালো। নিচে ফিউজের বিকল্প খুঁজতে গিয়ে ওর বেশ দেরি হয়ে গেছে। মন্‌ক কেন এত তাগাদা দিচ্ছে তার কারণ পুরোটা না জানলেও আন্দাজ করতে পারছে গ্রে। পেইন্টার ক্রো রেডিয়েশনে আক্রান্ত আর তাঁকে সারিয়ে তোলার একমাত্র উপায় এই বেল।

ছয় তলার ল্যান্ডিঙের কাছাকাছি আসতেই পা ফেলার ভারি আওয়াজ ভেসে এলো। কিছুটা টলতে টলতে এগিয়ে আসছে কেউ। পিস্তল বের করল গ্রে। এবার?

বিশালদেহি এক ব্যক্তি হাজির হলো। তার শার্ট রক্তে ভিজে গেছে। সিঁড়ির ওপর প্রায় বসে পড়ল আগন্তুক। মুখের এক পাশ থেকে গলা পর্যন্ত চিড়ে গেছে তার। একটা ভাঙ্গা কব্জি পেটের কাছে ধরে রেখেছে।

পিস্তল উঁচু করল গ্রে।

ফিওনা ওর পাশ কাটিয়ে সামনে এলো। 'না। ইনি তো আমাদের পক্ষে।' নিচুস্বরে গ্রে'কে বলল, 'অ্যানার ভাই।'

বিশালদেহি চোখ তুলে তাকাল। ফিওনাকে চিনতে পেরেছে। ক্লান্ত থাকার পরও চোখ সরু করে সন্দেহ নিয়ে গ্রে'র দিকে তাকাল বেচারা। কিন্তু রাইফেল উঁচিয়ে সিঁড়ির পেছনের অংশ দেখাল সে। ঘোঁতঘোঁত করে বলল, '*Blockiert.*'

তার মানে এই বিশালদেহি ব্যক্তি নিজের রক্তের বিনিময়ে ওদের জন্য বাড়তি সময়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

ওরা তিনজন বেল চেম্বারের দিকে এগোলো। গ্রে জানে গানথারকে ওর বোন সম্পর্কে জানিয়ে রাখা ভাল। নইলে বেচারা খুব ধাক্কা খাবে। অ্যানা ওদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন তাঁর শেষ কথাগুলো গানথারকে জানিয়ে দেয়া গ্রে'র দায়িত্ব। গানথারের কনুই স্পর্শ করল গ্রে।

'অ্যানা...'

গানথার ওর দিকে ঘুরল। ওর চোখে-মুখে বেদনার ছাপ স্পষ্ট। আন্দাজ করে নিয়েছে খারাপ কিছু হয়েছে হয়তো।

কঠিন কথাটা কীভাবে সহজভাবে জানাবে ভেবে পেল না গ্রে। অবশেষে সরাসরি জানিয়ে দিলো, 'তাঁর চেষ্টার কারণে বাকি সবাই বেঁচে গেছে।'

কথাটুকু শুনতে শুনতে গানথারের চলার গতি কমে গেল। রক্তক্ষরণ আর ক্লান্তি ওকে ধীর করতে পারেনি যতটা বোনের মৃত্যু সংবাদ করতে পেরেছে। ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও।

গ্রে'ও থামল। 'তাঁর শেষ কথাগুলো আপনার উদ্দেশে বলা। তিনি আপনাকে ভালবাসেন।

গানথার নিজের মুখ ঢেকে মেঝেতে শুয়ে পড়ল।

'আমি দুঃখিত...' সমবেদনা জানাল গ্রে।

দরজার সামনে মন্‌ক হাজির। 'গ্রে, এত সময় ধরে কী করছ? কোথায় ছিলে?...' কিন্তু শোকে কাতর গানথারকে দেখে থামল ও। আর কিছু বলল না।

গ্রে মন্‌কের দিকে পা বাড়াল।

ওদের কাজ এখনও শেষ হয়নি।

বিকাল ৩ টা ২২ মিনিট।

'শিল্ড নিচে নামান!'

লিসা দেখল কমান্ডার পিয়ার্স ও মন্‌ক একসাথে চেম্বারে প্রবেশ করছে। মাথা নিচু করে রেখেছে দু'জন। লিসা এখন বেল-এর কন্ট্রোল প্যানেলের ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিগত কয়েক মিনিট ধরে এখানে দাঁড়িয়ে বেল কীভাবে পরিচালনা করতে হবে সেটা জানার চেষ্টা করেছে ও। ওদের পক্ষে থাকা লোকদের মধ্যে একমাত্র অ্যানা বেল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখতেন। আপদকালীন সময়ে কাজে লাগতে পেরে ভেবে লিসাকে কিছু টিপস দিয়ে গেছেন তিনি। তবে লিসার ভয় ছিল ও হয়তো তালগোল পাকিয়ে ফেলবে। যা-ই হোক, অ্যানার কাছ থেকে শেখা বিদ্যা লিসা এখন কাজে লাগাচ্ছে।

'শিল্ড!' মন্‌কের পাশ থেকে আবার হাঁক ছাড়ল গ্রে।

মাথা নেড়ে লিসা সুইচ চাপল।

গুঞ্জন হলো মোটরে। কন্ট্রোল প্যানেল থেকে ঘুরে তাকাল লিসা। ব্লাস্ট শিল্ড নামছে। বেল এখন শান্ত, তাই কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না। লিসার পাশেই একটা তেরপলের ওপর শুয়ে আছে পেইন্টার। ওর পাশে রয়েছেন ড. মারশিয়া। মশি আর মেজর রয়েছেন ডান দিকে। যমজ ভাইবোনের মৃতদেহ দুটোকে তেরপল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছেন।

ওদের দাদুর কী খবর? ব্যালড্রিক?

শিল্ড আরও নিচে নামছে। কোমড় সমান হয়েছে এখন। চেম্বারের ঠিক মাঝখানে বেল চুপচাপ বসে আছে, আবার চালু হওয়ার অপেক্ষায় আছে ওটা। অ্যানার মুখে বেল সম্পর্কে যা শুনেছিল সেটা মনে পড়ে গেল লিসার। পরম কোয়ান্টাম পরিমাপক যন্ত্র। ভয়াবহ জিনিস। লিসা এই যন্ত্রটাকে খুব ভয় পায়।

বাঁ পাশে রয়েছে মন্‌ক। খামিশির কাছ থেকে রেডিও মেসেজ নিচ্ছে সে। জুলু যোদ্ধারা এস্টেটের দখল নিয়ে নিয়েছে। এর বাইরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ওয়ালেনবার্গ গার্ডদেরকে তাড়িয়ে এনে ভবনে জড়ো করছে ওরা। সামনে আরেকটা বন্দুকযুদ্ধ হবে, নিশ্চিত।

'জরুরি সিঁড়ির অংশটুকু গানথার নিজে আটকে দিয়ে এসেছে,' বলল গ্রে। 'আর খোলা রেখে জ্যাম করে দেয়া হয়েছে লিফটের দরজাগুলো। এর ফলে আমাদের হাতে বেশকিছু সময় থাকবে।' মশি ও মেজরের দিকে ফিরল ও। 'এখন শুধু বাইরের হলের দিকে নজর রাখুন। তাতেই হবে।'

মশি আর মেজর অস্ত্র নিয়ে সেদিকে এগোলো।

ওরা দু'জন বেরিয়ে যাওয়ার পর গানথার ধীরে ধীরে ভেতরে প্রবেশ করল। ওর চেহারা দেখেই লিসা বুঝতে পারল বোনের খবরটা বেচারা ইতোমধ্যে জানতে পেরেছে। নিজের শরীরে থাকা অস্ত্রগুলো এক এক করে খুলে মেঝেতে ফেলল গানথার। নিচু হতে থাকা শিল্ডের দিকে এগোচ্ছে। বোনের কী অবস্থা দেখতে চায়।

নামতে নামতে শিল্ড থেমে গেল। মোটরের গুঞ্জনও নেই। ভেতরে কী অবস্থা হয়েছে সেটা দেখার কথা ভাবতে গিয়ে ভয় হলো লিসার। কিন্তু ওকে তো দেখতেই হবে। কারণ বিষয়টা ওর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

বেল-এর দিকে এগোলো ও।

ডিভাইসের ছায়ার আড়ালে একপাশে অ্যানার দেহ পড়ে রয়েছে। ছোট বাচ্চার মতো কুঁকড়ে রয়েছেন তিনি। তাঁর চামড়া ছাইয়ের মতো সাদাটে আর কালো চুলগুলো বরফ-সাদা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তিনি যেন এক মার্বেলের মূর্তি। শিল্ড পেরিয়ে বোনের কাছে গেল গানথার। হাঁটু গেড়ে বসল। কোনো কথা না বলে চুপচাপ মৃত বোনকে কোলে তুলে নিলো বেচারা।

বোনকে কোলে নিয়ে বেল-এর দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল গানথার, রওনা হয়ে গেল বাইরের দিকে।

কেউ ওকে থামানোর চেষ্টা করল না।

দরজার বাইরে গানথার অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্লাস্ট চেম্বারের ভেতরে থাকা আরেকটা লাশের দিকে তাকাল লিসা। ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গ। অ্যানার মতো এর চামড়ারও অস্বাভাবিক রকম সাদা হয়ে গেছে। রেডিয়েশনের প্রভাবে তাঁর মাথায় কোনো চুল নেই। এমনকি চোখের ভ্রু, চোখের পাতা সেগুলোও গায়েব। শরীরের মাংসগুলো লেপ্টে গেছে হাঁড়ের সাথে। অনেকটা মমির মতো লাগছে। তাঁর অস্থিগত গঠনে কিছু একটা হয়েছে...

ভয়ে লিসা আর সামনে এগোতে পারছে না।

মাথায় কোনো চুল না থাকায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে খুলির আকৃতি আর স্বাভাবিক নেই। ওটার কিছু অংশ গলে গিয়ে আবার জমাট বেধে গেছে। হাত মুচড়ে গেছে ব্যালড্রিকের। আঙুলগুলো অদ্ভুত দেখাচ্ছে, অনেকটা গরিলাদের মতো। বিকেন্দ্রীকরণের কথা মনে পড়ল লিসার।

'ওকে বের করতে হবে,' বিরক্তি নিয়ে বলল গ্রে। তারপর লিসার দিক তাকাল। 'পেইন্টারকে ভেতরে নিতে আমি আপনাকে সাহায্য করব।'

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে লিসা পিছু হটল। 'আমরা পারব না...' ওয়ালেনবার্গের মরহুম সর্বেসর্বা ব্যালড্রিক সাহেবের ভয়াবহ পরিণতির ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না লিসা। ও চায় না পেইন্টারেরও এইরকম ভয়াবহ অবস্থা হোক।

লিসার কাছে এলো গ্রে। 'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?'

লিসা ঢোঁক গিলল। দেখল মন্‌ক ব্যালড্রিকের মৃত দেহ সরাচ্ছে কিন্তু দেহের গায়ে স্পর্শ করছে না। শার্টের হাতা ধরে টানছে সে। ব্যালড্রিকের শরীরের সাথে সরাসরি স্পর্শ করতেও ভয় পাচ্ছে মন্‌ক। 'পেইন্টার অনেক দূরে চলে গেছে। বেল-এর মাধ্যমে আমরা স্রেফ এই বিকেন্দ্রীকরণকে ঠেকিয়ে রাখা কিংবা গতি কমিয়ে রাখতে পারতাম।

কিন্তু পুরোপুরি উল্টো ফলাফল তো আনা সম্ভব নয়। আপনি কী চান আপনাদের ডিরেক্টর এখনই মারা যাক?'

'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। আমরা হাল ছাড়তে রাজি নই।' নরম সুরে বলল গ্রে।

এরকম মিথ্যা আশার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে গেল লিসা।

কিন্তু ব্যালড্রিকের ওপর ওর চোখ পড়ল। ধপ করে দু'চোখ খুলল বুড়ো ওয়ালেনবার্গ। তাঁর দুটো চোখ এখন দুধের মতো সাদা। ওগুলোকে পাথরের মতো স্থবির দেখাচ্ছে। মুখ হাঁ করে চিৎকার করতে চাইলেন ব্যালড্রিক কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়ে গেছে। জিহ্বাও নেই। ভয় আর যন্ত্রণা ছাড়া তাঁর ভেতরে আর কিছুই নেই এখন।

বুড়োর এই দশা দেখে চিৎকার করে উঠল লিসা। পেছাতে পেছাতে একেবারে কন্ট্রোল প্যানেলের সাথে গিয়ে ধাক্কা খেল। এতক্ষণে মন্‌কের চোখেও পড়েছে বিষয়টা। ব্যালড্রিককে ব্লাস্ট চেম্বারের বাইরে ফেলে দূরত্ব বাড়াল সে।

পড়ে রইল বুড়ো ওয়ালেনবার্গ। তাঁর পুরো শরীর নিশ্চল হলেও মুখটা বারবার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। ডাঙায় তোলা মাছ যেরকম পানির জন্য খাবি খায় অনেকটা সেরকম অবস্থা। দুটো অন্ধ চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছেন ব্যালড্রিক।

ব্যালড্রিক আর লিসার মাঝে এসে গ্রে দাঁড়াল। লিসার কাঁধ ধরল গ্রে। 'ড. কামিংস,' ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকাল লিসা। 'ডিরেক্টর ক্রো'র আপনার সাহায্য প্রয়োজন।'

'আমার করার মতো কিছুই... নেই।'

'আছে, অবশ্যই আছে। আমরা বেলকে ব্যবহার করতে পারি।'

'না, আমি পারব না।' লিসার গলা চড়ে গেল। 'পেইন্টারকে আমি ওটা করতে পারব না।'

'আপনি যেমনটা ভাবছেন ওরকম হবে না। মন্‌ক বলল অ্যানা নাকি আপনাকে বেল পরিচালনা করা শিখিয়ে গেছেন। আপনি বেলকে একদম সর্বনিম্ন আউটপুটে সেট করবেন। যাতে ওখান থেকে প্রশমনকারী রেডিয়েশন বের হয়। একটু আগে এখানে যেটা হলো সেটা ভিন্ন বিষয়। কারণ ব্যালড্রিক বেলকে সর্বোচ্চতে সেট করেছিল যাতে সবাইকে খুন করতে পারে। তারপর তাঁর অবস্থা কী হলো... যেমন কর্ম তেমন ফল।'

দু'হাতে মুখ ঢাকল লিসা। 'কিন্তু আমরা কী ফল পেতে চাচ্ছি?' গুঙিয়ে উঠল বেচারি। 'পেইন্টার ওর জীবনের একদম শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওকে কেন আরও বেশি কষ্ট দেব?'

গ্রে ওর হাত দুটো টেনে নিচে নামাল। লিসার চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমি ডিরেক্টর ক্রো'কে চিনি আর আপনিও তো চেনেন। শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার মতো ক্ষমতা ওনার আছে।'

মেডিক্যাল ডাক্তার হওয়ার সুবাদে এরকম তর্ক লিসার কাছে নতুন নয়। কিন্তু ও নিজে একজন বাস্তববাদী মানুষ। তাই যেখানে আশা নেই সেখানে একজন ডাক্তার যেটা করতে পারে সেটা হলো রোগীর জন্য শান্তির ব্যবস্থা করা।

'যদি ওকে সারিয়ে তোলার কোনো সুযোগ থাকতো,' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল লিসা। 'যদি একটা ছোট্ট সুযোগও থাকতো আমি সেটা নিতাম। হিউগো সাহেব তাঁর

মেয়েকে ওই কোডগুলো দিয়ে কী বলতে চেয়েছিলেন সেটা যদি জানতে পারতাম। কোডটা যদি ভাঙা সম্ভব হতো...' আবার মাথা নাড়ল ও।

আঙুল দিয়ে লিসার চিবুক স্পর্শ করল গ্রে। সরে যেতে চাইল লিসা, অস্বস্তিবোধ করছে। কিন্তু গ্রে শক্ত করে ধরে রইল।

'আমি জানি, হিউগো ওই কোডের মধ্যে কী লুকিয়ে রেখেছেন।'

ভ্রু কুঁচকে গ্রে'র দিকে তাকাল লিসা। কিন্তু গ্রে'র চোখে সততা দেখতে পেল ও।

'আমি উত্তরটা জানি।' বলল গ্রে।

ষোলো.

রিড্‌ল অফ দ্য রুনস

বিকাল ৩ টা ২৫ মিনিট।
সাউথ আফ্রিকা।

‘এটা কোড নয়,’ বলল গ্রে। ‘এটা কখনও কোড ছিলই না।’

হাতে মার্কার নিয়ে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসল ও। ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গকে দেখানোর জন্য ও যে প্রাচীন বর্ণগুলো লিখেছিল ওগুলো কেন্দ্রে রেখে একটা বৃত্ত আঁকল।

ᛚ ᛁ ᚷ ᛗ ᛉ ᚴ

ওর চারপাশে এসে দাঁড়াল বাকি সবাই। তবে গ্রে’র দৃষ্টি শুধু লিসার দিকে। গ্রে যে উত্তরটা পেয়েছে সেটার কোনো মানে ওর জানা নেই। কিন্তু এতটুকু বুঝতে পেরেছে এটা হলো **তালা** আর লিসা যেহেতু বেল সম্পর্কে ধারণা রাখে তাই সে হলো **চাবি**। ওদের দু’জনকে একসাথে কাজ করতে হবে।

‘আবার সেই প্রাচীন বর্ণ,’ বলল লিসা।

ব্যাখ্যা শোনার জন্য লিসার দিকে গ্রে ভ্রু কুঁচকে তাকাল।

মেঝের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল লিসা। ‘আমি এর আগে ভিন্ন ধরনের বর্ণ দেখেছি। ওগুলো রক্তে আঁকা ছিল। উচ্চারণ করলে দাঁড়াল *Schwarze Sonne.*’

‘*ব্ল্যাক সান।* কালো সূর্য।’ গ্রে অনুবাদ করল।

‘নেপালে অ্যানার প্রজেক্টের নাম ছিল এটা।’

কথাটা গুরুত্ব সহকারে নিলো গ্রে। নিচের ওয়ার্কস্টেশনে দেখে আসা কালো সূর্যের প্রতীকের কথা ভাবল ও। হিমল্যারের মূল সংঘটি নিশ্চয়ই যুদ্ধের পর ভেঙে গিয়েছিল। অ্যানার দল গিয়েছিল উত্তরে। ব্যালড্রিক দক্ষিণে। আলাদা হওয়ার পর দূরত্ব বাড়তে বাড়তে পরিস্থিতি এমন পর্যায় চলে গেল যে একসময়ের মিত্র হয়ে গেল শত্রু।

মেঝেতে আঁকা বর্ণগুলোর ওপর টোকা দিলো লিসা। ‘আমি সেই রক্তে আঁকা বর্ণগুলোর অর্থ একটু এদিক-ওদিক করে খুব সহজেই বের করেছিলাম। এটাও কী সেরকম কিছু?’

গ্রে মাথা নাড়ল। 'আপনার মতো ব্যালড্রিকও একইভাবে চিন্তা করেছিল। আর সেজন্যই এতদিনেও সফল হতে পারেনি। গুরুতর গোপন কোনো তথ্যকে হিউগো সাহেব এত হালকাভাবে লুকিয়ে রাখবেন না।'

'আচ্ছা, এটা যদি কোড না হয়, তাহলে কী?' মন্‌ক প্রশ্ন করল।

'জিগস' পাজল।'

'কী?'

'রায়ানের বাবার সাথে আমরা যখন কথা বলেছিলাম, মনে আছে?'

মন্‌ক মাথা নাড়ল, আছে।

'তিনি বলেছিলেন, একটু অদ্ভুত প্রকৃতির ছিলেন তাঁর দাদা। উদ্ভট বিষয়গুলো নিয়ে পড়ে থাকতেন, ঐতিহাসিক রহস্যগুলো নিয়ে তাঁর ব্যাপক আগ্রহ ছিল।'

'আর সে কারণেই তিনি নাৎসিতে যোগ দিয়েছিলেন।' বলল ফিওনা।

'অবসর সময়েও তিনি নিজেকে বিশ্রাম দিতেন না। ধাঁধা, জিগস' পাজল, মগজের খেলা নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। এই বর্ণগুলো তেমনি এক মগজের খেলা। কোড নয়... জিগস' পাজল। বর্ণগুলোকে এদিক-ওদিক সরিয়ে, ঘুরিয়ে, সাজিয়ে সমাধান করতে হবে।'

বিগত দিন জুড়ে গ্রে এই বর্ণগুলোকে ওর মাথায় এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে সাজানোর চেষ্টা করেছে। চেষ্টা করতে করতে একটা নির্দিষ্ট আকৃতি পাওয়ার সময় ক্ষান্ত দিয়েছে ও। এখন ও উত্তরটা জানে। বিশেষ করে, হিউগো সাহেবের জীবনের শেষ অংশ জানার পর উত্তরটার ওপর ওর আত্মবিশ্বাস আরও বেড়েছে। নাৎসিদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য আফসোস করেছিলেন হিউগো। কিন্তু কেন? মানে কী? লিসার দিকে তাকাল গ্রে।

বর্ণগুলোকে গ্রে আবার মেঝেতে আঁকল। তবে এবার পাশাপাশি না এঁকে একটু ভিন্নভাবে আঁকল ও। জিগস' পাজলের সমাধান এটা।

অন্ধকার থেকে আলোর জন্ম।

পাপ থেকে প্রায়শ্চিত্তের পথ।

অপবিত্র থেকে পবিত্রকরণ।

পেগান ধর্মের বর্ণগুলো ব্যবহার করে নিজের আসল রূপ প্রকাশ করেছেন হিউগো।

'এটা তো একটা স্টার,' বলল মন্‌ক।

লিসা চোখ তুলল। 'কোনো সাধারণ তারকা নয়... এটা হলো স্টার অফ ডেভিড।' (ডেভিড—বাইবেলের একটি চরিত্র। জুদাহ রাজ্যের দ্বিতীয় রাজা।)

মাথা নাড়ল গ্রে।

এই মুহূর্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি করল ফিওনা। 'কিন্তু এটার মানে কী?'

গ্রে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আমি জানি না। আমি এটাও জানি না এই স্টারের সাথে বেল-এর কী সম্পর্ক কিংবা এটা কীভাবে এই ডিভাইসের সাথে নিখুঁত করার কাজ করে। হতে পারে এটা হিউগোর শেষ বার্তা। নাৎসিদের সাথে কাজ করলেও তিনি তাঁর আসল পরিচয়টা হয়তো পরিবারকে জানাতে চেয়েছিলেন।'

অ্যানার শেষ কথাটা মনে পড়ল গ্রে'র।

আমি নাৎসি নই।

হিউগো কী এই বর্ণগুলো দিয়েও একই কথা জানাতে চেয়েছেন?

'না,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল লিসা। 'যদি আমরা এটার সমাধান করতে চাই তাহলে আমাদেরকে উত্তরের দেখানো পথে কাজ করতে হবে।'

লিসার চোখে কী যেন দেখতে পেল গ্রে। একটু আগে সেটা ছিল না।

আশা।

'অ্যানার মতে,' বলল লিসা, 'একটা বাচ্চা নিয়ে হিউগো একা একা বেল চেম্বারে ঢুকেছিলেন। তাঁর সাথে কোনো বিশেষ যন্ত্র ছিল না। পরীক্ষা শেষ করে দেখা গেল তাঁর এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়েছে। প্রথমবারের মতো সূর্যের বীর-এর জন্ম হয়েছিল তখন।'

'ভেতরে ঢুকে কী করেছিলেন তিনি?' ফিওনা প্রশ্ন করল।

স্টার অফ ডেভিডে টোকা দিলো লিসা। 'ওটার সাথে কোনো না কোনোভাবে এটা জড়িত। কিন্তু আমি এই চিহ্নের সঠিক মর্মার্থটা ধরতে পারছি না।'

তবে গ্রে পেরেছে। তরুণ বয়সে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বিষয় ও ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করেছে গ্রে। এছাড়াও সিগমার ট্রেনিং নেয়ার সময়ও সেই জ্ঞানগুলো আরেকবার ঝালাই হয়েছিল। 'এই স্টারের মানে, নানা রকম। এটা প্রার্থনা ও বিশ্বাসের প্রতীক। তারচেয়ে বেশিও হতে পারে। খেয়াল করে দেখুন ৬টা শীর্ষের কী অবস্থা। প্রত্যেকটা একে অন্যের বিপরীত দিক নির্দেশ করছে। একটা উপরের দিকে, আরেকটা নিচের দিকে। ইহুদিদের কেবলা অনুযায়ী... স্টারে থাকা দুটো ত্রিভুজ ইন ও ইয়াং, আলো ও আঁধার, শরীর ও আত্মা নির্দেশ করে। একটা ত্রিভুজ নির্দেশ করে বস্তু ও শরীরকে। আর আরেকটা নির্দেশ করে আত্মা, আধ্যাত্মিক জগৎ আর মনকে।'

'আর সবমিলিয়ে, দুটো জিনিস দাঁড়ায়।' বলল লিসা। 'শুধু কণা কিংবা তরঙ্গ নয়... দুটোই... একসাথে।'

গ্রে বুঝতে বুঝতেও ঠিক বুঝতে পারছে না। 'কী?'

ব্লাস্ট চেম্বারের দিকে তাকাল লিসা। 'অ্যানা বলেছিলেন বেল হচ্ছে একধরনের কোয়ান্টাম পরিমাপক যন্ত্র। বেল দিয়ে বিবর্তনে প্রভাব ফেলা যায়। কোয়ান্টাম বিবর্তন। এসব কিছুই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিষয়। চাবি এটাই।'

ভ্রু কুঁচকাল গ্রে। 'মানে কী?'

অ্যানা লিসাকে যা শিখিয়েছিলেন সেটা জানালো লিসা। জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের ওপর পর্যাপ্ত পড়াশোনা করা আছে গ্রে'র। স্রেফ একটু বিস্তারিত জানার দরকার ছিল। চোখ বন্ধ করে স্টার অফ ডেভিড আর কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মধ্যে ভারসাম্য খোঁজার চেষ্টা করল গ্রে। এই দুটোর মধ্যে কী উত্তরটা আছে?

'আপনি বললেন, হিউগো শুধু সেই বাচ্চাটাকে নিয়ে চেম্বারে ঢুকেছিল?' প্রশ্ন করল গ্রে।

'হ্যাঁ,' লিসা নরমভাবে জবাব দিলো। ও বুঝতে পারল গ্রে'কে চিন্তা-ভাবনা করতে দিতে হবে। প্রয়োজন আছে।

মনোযোগ দিলো গ্রে। হিউগো সাহেব ওকে **তালা** দিয়েছেন। লিসা **চাবি** দিয়েছে। এবার ওর পালা। যাবতীয় চাপ মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে মনকে এপর্যন্ত পাওয়া সব

তথ্য, উপাত্ত, সূত্র পর্যালোচনা করার সুযোগ দিলো ও। তথ্য, উপাত্ত পরীক্ষা করছে, প্রয়োজনে বাতিলও করে দিচ্ছে।

এ যেন হিউগোর আরেকটা জিগস' পাজল।

স্টার অফ ডেভিডকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে অবশেষে ওর মাথায় আসল বিষয়টা উদয় হলো। এত পরিষ্কার, এত নিখুঁত। বিষয়টা আরও আগে মাথায় আসা উচিত ছিল।

চোখ খুলল গ্রে।

ওর চেহারায় লিসা কিছু একটা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

উঠে দাঁড়াল গ্রে। 'বেল চালু করুন,' কনসোলের পাশ দিয়ে এগোলো ও, 'এক্ষুনি!'

লিসা ওর পিছু পিছু এগোলো। বেল চালু করবে। 'প্রশমনকারী পালস্-এ পৌঁছুতে চার মিনিট লাগবে।' কাজ করতে করতে গ্রে'র দিকে তাকাল লিসা। 'আমরা কী করছি?'

গ্রে বেল-এর দিকে ফিরল। 'হিউগো কোনো যন্ত্র ছাড়াই চেম্বারে ঢুকেছিলেন।'

'কিন্তু সেটা অ্যানার বক্তব্য...'

'না।' লিসাকে থামিয়ে দিলো গ্রে। 'তিনি স্টার অফ ডেভিডকে সাথে নিয়ে ঢুকেছিলেন। প্রার্থনা ও বিশ্বাস নিয়ে ঢুকেছিলেন তিনি। আর সবচেয়ে বড় কথা তাঁর সাথেই নিজস্ব কোয়ান্টাম কম্পিউটার ছিল।'

'কী?'

দ্রুত বলতে শুরু করল গ্রে। 'চেতনা বিষয়টা বিজ্ঞানীদেরকে শত বছর ধরে ঘোল খাইয়ে আসছে। সেই ডারউইন থেকে শুরু করে...। চেতনা জিনিসটা কী? সেটা কী শুধুই আমাদের মস্তিষ্ক? নার্ভ ফায়ার করে চলেছে? মস্তিষ্ক আর মনের মাঝে সীমারেখাটা কোথায়? জাগতিক আর আধ্যাত্মিক-এর সীমানা কোনটা? দেহ আর আত্মার সীমা কী?'

চিহ্নের দিকে নির্দেশ করল গ্রে।

'বর্তমান গবেষণা বলছে সবকিছু ওখানে। আমরা দুটোই। কণা ও তরঙ্গ; দুটোই আমরা। দেহ ও আত্মা। আমাদের জীবনটাই একটা কোয়ান্টাম ঘটনা কিংবা বিষয়।'

'খুব ভাল কথা। কিন্তু তোমার কথা সব আমার মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে,' মন্ক নিজের মতামত জানালো।

গভীর দম নিলো গ্রে, উত্তেজিত। 'আধুনিক বিজ্ঞান আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোকে বাতিল করে দিয়েছে। বিজ্ঞান অনুযায়ী, আমাদের মস্তিষ্ক একটা জটিল কম্পিউটার ছাড়া কিছুই নয়। নিউরনের (স্নায়ুকোষ) ফায়ারিঙের ফলে আমাদের চেতনা জাগ্রত থাকে। সহজ ভাষায় বললে, আমাদের ব্রেন একটা নিউর‍্যাল-নেট কম্পিউটার যেটা কোয়ান্টাম লেভেলে চালিত হয়।'

'কোয়ান্টাম কম্পিউটার,' বলল লিসা। 'আপনি বিষয়টা ইতোমধ্যে একবার বলেছেন। কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটার জিনিসটা কী এবার সেটা বলুন।'

'আপনি দেখেছেন কম্পিউটার কোডগুলোকে একদম বেসিক পর্যায়ে নিলে কী দেখা যায়। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জিরো আর ওয়ান। এই **শূন্য** আর **এক** দিয়ে আধুনিক কম্পিউটার চিন্তা করে থাকে। একটা সুইচ বন্ধ নাকি চালু। শূন্য কিংবা এক। তাত্ত্বিক কোয়ান্টাম কম্পিউটার... যদি সেটা তৈরি করা সম্ভব হতো তাহলে সেখানে তৃতীয় একটা অপশন থাকতো। শূন্য বা এক, সাথে তৃতীয় অপশন। শূন্য ও এক দুটোই।'

'কোয়ান্টাম দুনিয়ার ইলেকট্রনের মতো। সেগুলো কণা হতে পারে, তরঙ্গ হতে পারে আবার একই সাথে দুটোই হতে পারে।'

'তৃতীয় অপশন,' মাথা নেড়ে গ্রে বলল, 'এটা শুনতে খুব একটা সুবিধের মনে না হলেও এই অপশনটাকে যদি কম্পিউটারে যোগ করা যেত তাহলে একই সাথে একাধিক অ্যালগরিদম কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হতো।

'কিছুই বুঝতে পারছি না। পকেটে চুইংগাম নেই, নইলে ওটা চিবিয়ে সময় কাটাতাম।' বিড়বিড় করল মন্‌ক।

'যে কাজগুলো করতে আধুনিক কম্পিউটারগুলো বছর বছর সময় নেয় সেগুলো কয়েক সেকেন্ডে করা সম্ভব হতো তখন।'

'কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মতো আমাদের ব্রেন এই কাজ করে?' লিসা বলল।

'বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন... জটিল নিউরন সংযোগের মাধ্যমে আমাদের ব্রেন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করতে সক্ষম। কয়েকজন বিজ্ঞানীর ধারণা সেই ফিল্ডের মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্ক কোয়ান্টাম দুনিয়ায় সংযোগ ঘটাতে পারে। ফিল্ডটা একটা সেতু হিসেবে কাজ করে থাকে।'

'আর কোয়ান্টাম বিষয় নিয়ে বেল খুবই সংবেদনশীল,' বলল লিসা। 'সেজন্য হিউগো নিজেও বাচ্চাটির সাথে বেল চেম্বারে ঢুকেছিলেন যাতে এক্সপেরিমেন্টের ফলাফলে নিজে প্রভাব ফেলতে পারেন।'

'দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করলে অনেককিছু দেখতে অন্যরকম লাগে। কিন্তু আমার কাছে বিষয়টাকে আরও বড় বলে মনে হয়।' স্টার অফ ডেভিডের দিকে তাকাল গ্রে। 'এটা কেন? প্রার্থনার প্রতীক কেন?'

লিসা মাথা নাড়ল, জানে না।

'প্রার্থনা জিনিসটা কী? মনকে একাগ্রচিত্তে আনা, চেতনা জাগ্রত করা... আর চেতনা যদি কোয়ান্টাম বিষয় হয় তাহলে প্রার্থনা করাটাও কোয়ান্টাম বিষয়।'

এবার লিসা বুঝতে পেরেছে। 'আর কোয়ান্টাম সংবেদনশীল হওয়ায় সেটাকে পরিমাপ করে ফলাফলে অবশ্যই প্রভাব ফেলবে।'

'সহজে বললে...' গ্রে থামল।

উঠে দাঁড়াল লিসা। 'প্রার্থনা কাজ করে।'

'ঠিক এই বিষয়টাই আবিষ্কার করেছিলেন হিউগো। বইগুলোর ভেতরে এটাই লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। বিষয়টা খুবই ভয়ঙ্কর আর খুব সুন্দরও।'

লিসার পাশে কনসোলের ওপর ঝুঁকল মন্‌ক। 'তারমানে তুমি বলতে চাচ্ছো, হিউগো সাহেব প্রার্থনা করেছিলেন বাচ্চাটা যাতে নিখুঁত হয়?'

গ্রে মাথা নাড়ল। 'বাচ্চাটিকে নিয়ে হিউগো সাহেব চেম্বারে ঢোকার পর নিখুঁত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। চিন্তা, চেতনা একত্র করে.... একাগ্রচিত্তে, নিঃস্বার্থভাবে, খাঁটি মনে প্রার্থনা করেছিলেন তিনি। মানুষ যখন প্রার্থনা করে তখন তার চেতনা একটা নিখুঁত কোয়ান্টাম পরিমাপক যন্ত্র হিসেবে কাজ করতে শুরু করে। আর বেল-এর ভেতরে থাকা অবস্থায় বাচ্চাটির সম্ভাবনা পরিমাপ করা হচ্ছিল কিন্তু হিউগো তাঁর প্রার্থনা ও চেতনার সাহায্যে বাচ্চাটিকে একদম নিখুঁত করতে সক্ষম হোন। একটা নিখুঁত জেনেটিক ছক তৈরি হয়।'

ঘুরল লিসা। 'তাহলে আমরাও সেভাবে পেইন্টারের কোয়ান্টাম ক্ষতিকে উল্টোদিকে চালিত করতে পারব।'

নতুন একটা কণ্ঠ ভেসে এলো। মারশিয়ার। তিনি মেঝেতে বসে পেইন্টারের সেবা করছেন। 'যা করার তাড়াতাড়ি করুন।'

বিকাল ৩টা ৩২ মিনিট।

একটা তেরপলে করে পেইন্টারকে ব্লাস্ট চেম্বারের ভেতরে নিয়ে গেল।

'ওকে বেল-এর কাছে রাখুন।' বলল লিসা।

ওরা লিসার কথামতো কাজ করল। বেল ইতোমধ্যে ঘুরতে শুরু করেছে। বেল-এর ব্যাপারে গানথার একটা কথা বলেছিল সেটা মনে পড়ল লিসার। বেল একটা মিক্সমাস্টার। ভালই বলেছিল গানথার। বেল-এর বাইরের সিরামিক শেল থেকে অল্প করে আলোর দ্যুতি বের হচ্ছে এখন।

পেইন্টারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল লিসা। ক্রো'কে পরীক্ষা করে দেখল।

'আমি আপনার সাথে থাকতে পারি,' লিসার কাঁধে হাত রেখে বলল গ্রে।

'না। একাধিক কোয়ান্টাম কম্পিউটার থাকলে ফলাফল বিগড়ে যেতে পারে।'

'অধিক সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট,' সায় দিলো মন্‌ক।

'তাহলে আপনি যান, আমি থাকি স্যারের সাথে।' গ্রে প্রস্তাব দিলো।

মাথা নাড়ল লিসা। 'আমাদের হাতে মাত্র একটাই সুযোগ আছে। ঠিকভাবে একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা না করলে পেইন্টারকে সুস্থ করা সম্ভব হবে না। আর কাজটা একজন মেডিক্যাল ডাক্তার করলেই বোধহয় বেশি ভাল হয়।'

মেনে নিলো গ্রে।

'আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। আমাদেরকে উত্তরটা জানিয়েছেন, আশার আলো দেখিয়েছেন।' গ্রে'র দিকে তাকাল লিসা। 'এবার আমাকে আমার কাজ করতে দিন।'

গ্রে মাথা নেড়ে সরে গেল।

লিসার দিকে ঝুঁকল মন্‌ক। 'কী প্রার্থনা করছেন সেটার ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকবেন।' বলল ও। কথাটার পেছনে একধরনের ভয় কাজ করছিল ওর।

গ্রে আর মন্‌ক বেরিয়ে এলো বেল চেম্বার থেকে।

মারশিয়া কনসোল থেকে ঘোষণা করলেন, 'এক মিনিটের মধ্যে পালস্‌ পাওয়া যাবে।'

ঘুরল লিসা। 'ব্লাস্ট শিল্ড তুলে দিন।'

পেইন্টারের ওপর ঝুঁকল লিসা। ক্রো'র চামড়া এখন নীল হয়ে আছে, হয়তো বেল-এর আলোর কারণে এরকম দেখাচ্ছে এখন। এক অন্তিম মুহূর্তে আছে ক্রো। ঠোঁট ফেটে গেছে, শ্বাস নিচ্ছে অস্বাভাবিকভাবে, ওর হৃদপিণ্ড আর ধ্‌কধ্‌ক করছে না... এখন যেরকম আওয়াজ করছে সেটা অনেকটা গুঞ্জনের মতো। চুলের অবস্থাও খারাপ। চুলের গোড়াগুলো বরফ-সাদা দেখাচ্ছে। খুব করুণ অবস্থা পেইন্টারের।

লিসার চারপাশে ব্লাস্ট শিল্ড উঠতে শুরু করল। বাকি সবার থেকে আলাদা করে ফেলছে ওদের দু'জনকে। ধীরে ধীরে শিল্ড উঠে গিয়ে ছাদের সাথে গিয়ে ঠেকল।

লক্‌ড।

ওদের দু'জনকে এখন আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। পেইন্টারের বুকে কপাল ঠেকিয়ে রেখেছে লিসা। প্রার্থনা করার জন্য বিশেষ কোনো পন্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই ওর। একটা কথা আছে, খুব বেকায়দায় পড়লে নাকি কেউ-ই আর নাস্তিক থাকে না। বর্তমান পরিস্থিতি অনেকটা সেরকম। তবে লিসা জানে না ঠিক কোন ঈশ্বরের কাছে ও প্রার্থনা করবে।

বিবর্তন ও ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন সম্পর্কে অ্যানার কথাগুলো লিসার মনে পড়ল। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী কল্পনা করল লিসা।

অ্যামিনো অ্যাসিড... প্রথম প্রোটিন... প্রথম জীবন... চেতনা

কিন্তু চেতনা-এর পর কী আছে? এভাবে কতদূর? শেষটা কোথায়?

অ্যামিনো অ্যাসিড... প্রথম প্রোটিন... প্রথম জীবন... চেতনা... ???

অ্যানার আরেকটা কথা মনে পড়ল লিসার। এই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের হাত কোথায় ও জানতে চেয়েছিল। জবাবে অ্যানা বলেছিলেন, আপনি ভুল দিকে, ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবছেন। লিসা তখন ভেবেছিল মহিলা হয়তো শ্রান্তিতে ভুল বকছে। কিন্তু এখন ওর মনে হচ্ছে, অ্যানার মনেও হয়তো একই প্রশ্ন জেগেছিল। বিবর্তনের শেষে কী আছে? কী হবে? কোনো একটা নিখুঁত কোয়ান্টাম পরিমাপক যন্ত্র থাকবে তখন?

আর যদি তাই হয়, তাহলে সেটাই কী ঈশ্বর?

লিসা পেইন্টারের বুকে মাথা রেখেছে, ওর কাছে এসবের কোনো জবাব নেই। ও শুধু এতটুকুই জানে পেইন্টারকে জীবিত দেখতে হবে। হয়তো অন্য সবার আড়ালে লিসা নিজের আবেগ, অনুভূতি আর ভালবাসাকে লুকিয়ে রাখতে পেরেছে কিন্তু নিজের কাছ থেকে? নিজের কাছ থেকে আর ওগুলোকে লুকোতে পারবে না।

নিজের হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিলো লিসা। যত আবেগ আছে সব বেরিয়ে আসতে দিলো। বেল-এর গুঞ্জন আর আলো বাড়ছে। বাড়ুক।

হয়তো এতদিন এই বিষয়টাই ওর জীবনে অনুপস্থিত ছিল। এজন্য হয়তো পুরুষ মানুষকে ওর কাছে অত ইন্টারেস্টিং লাগতো না। কোনো সম্পর্ক টিকাতে পারছিল ও। কারণ, পেশাগত ব্যস্ততা আর বাহ্যিক সৌজন্যতাবোধের আড়ালে ও নিজের হৃদয়কে, নিজের মনকে আড়াল করে রেখেছিল। তাই এত বয়স হয়ে যাওয়ার পরও পাহাড়ের ওপরে পেইন্টার যখন ওর জীবনে আসে তখনও একা ছিল ও। কোনো জীবন-সঙ্গী ছিল না।

কিন্তু আর একা থাকা নয়।

মাথা উঁচু করল লিসা, সামনে সরাল। আস্তে করে চুমো খেলো পেইন্টারের ঠোঁটে। এই আবেগটাই লুকিয়ে রেখেছিল ও।

আর দশ সেকেন্ডের মধ্যে বেল ডিসচার্জ করবে। চোখ বন্ধ করল লিসা। মন খুলে প্রার্থনা করতে শুরু করল পেইন্টারের জন্য। সুন্দর ভবিষ্যৎ, সুস্থ-সবল দেহ আর ওর সাথে আরও কিছু সময় কাটানোর জন্য প্রার্থনা করল।

এটাই কী বেল-এর বিশেষ দিক? একটা কোয়ান্টাম নালার ভেতর দিয়ে কোয়ান্টাম পরিমাপক যন্ত্রকে বিবর্তনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দেয়া, মূল নকশাকারীর সাথে একটা ব্যক্তিগত সংযোগ-স্থাপন করা।

লিসা জানে ওকে কী করতে হবে। নিজের ভেতরে থাকা বিজ্ঞানমনস্ক সত্তা ও নিজের সহজাত স্বভাবকে দূর করে দিলো। চেতনা কিংবা প্রার্থনা নয়...

এটা স্রেফ বিশ্বাস আর আস্থার বিষয়।

এরকম মুহূর্তে চোখ ধাঁধানো আলো বিচ্ছুরিত হলো বেল থেকে। লিসা আর পেইন্টারকে একত্রিত করে দিলো সেটা। বাস্তবতা রূপান্তরিত হতে শুরু করল নিখুঁত সম্ভাবনায়।

বিকাল ৩টা ৩৬ মিনিট।

সুইচ চাপল গ্রে, শিল্ড নিচে নামতে শুরু করল। দম নিতে ভুলে গেল সবাই। কী দেখতে পাবে ওরা? মোটরের গুঞ্জন থেমে গেছে। সবাই শিল্ডের দেয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

চিন্তিত চোখে ওর দিকে তাকাল মন্‌ক।

নিস্তবব্ধতার মাঝে ছোট্ট তীক্ষ্ণ একটা শব্দ আসছে বাঁ পাশ থেকে। ধীরে ধীরে ব্লাস্ট চেম্বার দেখতে পেল ওরা। বেল এখন চুপ করে রয়েছে। অন্ধকার, স্থির হয়ে আছে। এরপরে ওরা লিসাকে দেখতে পেল। পেইন্টারের ওপর ঝুঁকে আছে সে। ওর পিঠটা ওদের দিকে ঘোরানো।

কেউ কিছু বলল না।

আস্তে আস্তে ঘুরল লিসা। মাথা তুলল। ওর চোখের পানি গড়িয়ে গাল ভিজিয়ে দিয়েছে। পেইন্টারকে ধরে তুলল ও। পেইন্টারকে দেখতে এখনও আগের মতো ফ্যাকাসে আর দুর্বল লাগছে। তবে সে ঠিকই গ্রে'কে চিনতে পারল।

চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও সজাগ।

স্বস্তির পরশ বয়ে গেল গ্রে'র শরীরে।

সেই তীক্ষ্ণ শব্দটা শোনা গেল আবার।

চট করে সেদিকে তাকাল পেইন্টার ক্রো... তারপর গ্রে'র দিকে ফিরল। ঠোঁট নাড়াল কিন্তু কোনো শব্দ বেরোল না। ভাল করে শোনার জন্য ক্রো'র কাছে এগিয়ে গেল গ্রে।

চোখ সরু করে কঠিন দৃষ্টিতে ক্রো ওর দিকে তাকাল। বলার চেষ্টা করল আবার। খুব নিচু লয়ে একটা শব্দ বেরোল এবার। কিন্তু সেটা অর্থবহ নয় বোধহয়। গ্রে ভাবল পেইন্টারের মানসিক অবস্থা পুরোপুরি ভাল নয়।

'বোম...' আবার বলল ক্রো।

এবার লিসাও ওর কথা শুনতে পেয়েছে। পেইন্টার যেদিকে তাকিয়েছিল সেদিকে তাকাল ও। ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গের লাশ রয়েছে ওখানে। পেইন্টারকে নিয়ে মন্‌কের দিকে এগোল লিসা।

'ওকে ধরুন।'

বুড়ো ওয়ালেনবার্গের দিকে এগোল ও। ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গ অবশেষে তাঁর দেহ ত্যাগ করেছেন।

লিসার সাথে গ্রে'ও যোগ দিলো।

হাঁটু গেড়ে বসল লিসা, বুড়োর হাতা সরাল। কব্জিতে বড় একটা ঘড়ি পরে আছেন ব্যালড্রিক। ঘড়িটা নিজের দিকে ঘোরাল লিসা। ডিজিটাল ফরম্যাটে সেকেন্ড কাউন্ট ডাউন হচ্ছে।

'আমরা এর আগেও এটা দেখেছি,' বলল লিসা। 'হৃদপিণ্ডের সাথে মাইক্রোট্রান্সমিটার জুড়ে দেয়া থাকে। হৃদপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেলেই উল্টোদিকে কাউন্ট শুরু হয়।'

ব্যালড্রিকের কব্জি মোচড় দিলো লিসা, যাতে গ্রে'ও ঘড়িতে ওঠা নাম্বারগুলো দেখতে পায়।

০২:০১ সেকেন্ড।

গ্রে আরও এক সেকেন্ড কমে গেল। পরিচিত তীক্ষ্ণ আওয়াজটাও শোনা গেল আবার।

০২:০০ মিনিট।

'আমাদের হাতে দুই মিনিটের মতো সময় আছে। তার মধ্যে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে!' বলল লিসা।

'সবাই বেরিয়ে পড়ুন! মন্‌ক, রেডিওতে খামিশিকে ডাকো! তাকে বলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে যেন তার লোকজন নিয়ে ভবনের কাছ থেকে দূরে যায়।' গ্রে নির্দেশ দিলো।

কথামতো কাজ করতে শুরু করল মন্‌ক।

'ছাদে একটা হেলিকপ্টার আছে,' লিসা জানালো।

মুহূর্তের মধ্যে ছুটল সবাই। মন্‌কের কাছ থেকে পেইন্টারকে নিলো গ্রে। মশি মেজরকে সাহায্য করছেন। ওদের পিছু পিছু এগোলো লিসা, ফিওনা আর মারশিয়া।

'গানথার কোথায়?' ফিওনা জানতে চাইল।

'সে তাঁর বোনকে নিয়ে চলে গেছে।' জবাব দিলো মেজর।

গানথারকে খোঁজার সময় নেই। লিফট দেখাল গ্রে। মন্‌কের দল লিফটের দরজায় চেয়ার ঢুকিয়ে রেখেছিল যাতে দরজা বন্ধ হতে না পারে। ফলে লিফটটাকে কেউ-ই ব্যবহার করতে পারেনি। মশি এক হাতে চেয়ারটাকে টান দিয়ে বের করে হলের দিকে ছুড়ে মারলেন।

ভেতরে ঢুকল সবাই।

উপরের বাটনে লিসা চাপ দিলো। সাত তলা। ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল লিফট।

মন্‌ক বলতে শুরু করল। 'উপরে আমি আমার লোককে রেডিওতে খবর জানিয়ে দিয়েছি। সে কপ্টার উড়াতে পারে না তবে ইঞ্জিন চালু করে গরম রাখতে পারবে।'

'বোম,' বলল গ্রে, লিসার দিকে ফিরল ও। 'বিস্ফোরণটা কীরকম হতে পারে?'

'হিমালয়তে যেরকম দেখে এসেছি এটাও যদি সেরকম হয় তাহলে ব্যাপক বিস্ফোরণ হবে। জেরাম-৫২৫ দিয়ে এরা কোয়ান্টাম বোম টাইপের কিছু একটা বানিয়েছে।'

নিচের ভূগর্ভস্থ লেভেলে থাকা ট্যাংকগুলোর কথা গ্রে'র মনে পড়ে গেল।

সর্বনাশ...

লিফট ধীরে ধীরে উপরে উঠছে।

পেইন্টার এখনও দুর্বল। নিজের ওজন বহন করতে অক্ষম। তবে গ্রে'র চোখে ঠিকই চোখ রাখল সে। 'পরেরবার...' ভাঙা স্বরে বলল, ' তুমি নিজে নেপালে যাবে।'

হাসল গ্রে। পেইন্টার ক্রো ফিরেছে।

কিন্তু কতক্ষণের জন্য?

সাততলায় এসে পৌঁছুল লিফট, দরজা খুলে গেল।

'এক মিনিট,' বললেন মারশিয়া। মনে মনে সময়ের দিকে খেয়াল রাখছেন তিনি।

সিঁড়ি ধরে ছাদে পৌঁছে গেল সবাই। হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। ব্লেড ঘুরছে। একে অপরকে সাহায্য করতে করতে এগোল সবাই। রোটরের নিচে পৌঁছুনোর পর পেইন্টারকে মন্‌কের হাতে তুলে দিলো গ্রে। 'সবাইকে নিয়ে উঠে পড়ো।'

অপরপাশে ঘুরে গিয়ে গ্রে পাইলটের সিটে গিয়ে বসল।

'১৫ সেকেন্ড!' জানিয়ে দিলেন মারশিয়া।

গ্রে ইঞ্জিনের স্পিড বাড়িয়ে দিলো। চিৎকার করে উঠল ব্লেডগুলো। কন্ট্রোল প্যানেল ব্যবহার করে গ্রে কপ্টারটাকে ছাদ থেকে শূন্যে তুলল। এর আগে কোনো জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পেরে গ্রে'র এত খুশি লাগেনি। বাতাসে ভর করেছে কপ্টার। উপরে উঠে যাচ্ছে। বিস্ফোরণের প্রভাব থেকে বাঁচতে কতটা দূরে সরতে হবে ওদের?

আরও পাওয়ার যোগ করে ব্লেডের গতি বাড়িয়ে দিলো গ্রে।

উপরে উঠতে উঠতে গ্রে কপ্টারের নাকটাকে একটু নিচ দিকে রাখল। এস্টেটের ভূমিতে নজর ওর। জিপ, মোটরসাইল সবকটি ভবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

কাউন্ট ডাউন শুরু করলেন মারশিয়া। 'পাঁচ, চার...'

কিন্তু তাঁর হিসেবে একটু গলদ ছিল।

হঠাৎ ওদের নিচে দৃষ্টিশক্তি অন্ধ করে দেয়ার মতো আলো ঝলসে উঠল। মনে হলো ওরা যেন সূর্যের উপরে উড়ছে। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব: সুনসান নীরবতা। কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছে না। চোখে কিছু দেখতে না পারার ফলে গ্রে কপ্টারটাকে বাতাসে উড়িয়ে রাখতে খুব কসরত করছে। মনে হচ্ছে, বাতাসও নেই। ও টের পেল কপ্টার নিচ দিকে ছুটে যাচ্ছে।

তারপর হঠাৎ করেই শব্দ ও আলো দুটোই ফিরে এলো।

অনেকক্ষণ আকাশে খাবি খাওয়ার পর কপ্টারের রোটরগুলো অবশেষে আঁকড়ে ধরতে পারল বাতাসকে।

কপ্টারকে স্থির করল গ্রে, খুব ভয় পেয়েছে। ভবনটা যেখানে থাকার কথা সেদিকে তাকাল। কিন্তু ওখানে এখন একটা বড় গর্ত দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোনো বিশাল দৈত্য, বিরাটাকার চামচ দিয়ে ওখান থেকে মাটি তুলে নিয়েছে।

কিচ্ছু নেই ওখানে। নেই কোনো ধ্বংসাবশেষ। শুধুই শূন্যতা।

গর্ত থেকে দূরে তাকাল গ্রে। দূরে সরতে থাকা যানবাহনগুলো থেমে দাঁড়িয়ে পেছন দিকে তাকাচ্ছে। অনেকে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে গর্তের দিকে। ওরা সবাই খামিশির সৈন্যবাহিনি। সবাই নিরাপদ। সীমানার কাছে দাঁড়িয়েছে জুলুরা। অনেকদিন আগে ওরা যেটা হারিয়েছিল আজ সেটা আবার ফিরে পেয়েছে।

ওদের ওপর দিয়ে গ্রে কপ্টার উড়িয়ে নিলো। নিখোঁজ একটা ড্রামের কথা মনে পড়ল ওর। ওতে জেরাম-৫২৫ আছে, আমেরিকার নাম লেখা ছিল ড্রামটায়। রেডিও অন করল ও। একগাদা সিকিউরিটি কোড জানিয়ে সিগমা কমান্ডে পৌঁছুতে হলো।

লোগ্যান-এর জায়গায় অন্য কারও কণ্ঠ শুনে অবাক হলো গ্রে। এখন কথা বলছেন শ্যেন ম্যাকনাইট, সিগমা'র সাবেক ডিরেক্টর। গ্রে'র শরীর দিয়ে ভয়ের শীতল স্রোত বয়ে গেল। ওখানে যা যা হয়েছে চটপট সবকিছু জানিয়ে দিলেন ম্যাকনাইট। সর্বশেষ খবরটা গ্রে'কে বড়সড় ধাক্কা মারল।

অবশেষে রেডিওতে কথা বলা শেষ হলো। গ্রে স্তম্ভিত। সামনে ঝুঁকল মন্‌ক।

'কী হয়েছে?'

ঘুরল গ্রে।

'মন্‌ক... বিষয়টা ক্যাট সংক্রান্ত।'

বিকাল ৫টা ৪৭ মিনিট।
ওয়াশিংটন, ডি.সি।

তিন দিন কেটে গেছে। দীর্ঘ তিনটি দিন কেটে গেছে সাউথ আফ্রিকার বিষয়গুলোকে শেষ করতে।

জোহান্সবার্গ এয়ারপোর্ট থেকে ডিরেক্ট ফ্লাইটে চড়ে অবশেষে ডালেস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছেছে ওরা। মন্‌ক টার্মিনালেই বাকিদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। একটা ট্যাক্সিক্যাব নিয়ে ছুটেছে ও। পার্কে কাছে গিয়ে জ্যামে পড়তেই মন্‌কের ইচ্ছে হলো দরজা খুলে পায়ে হেঁটেই রওনা দেয়! কিন্তু নিজেকে সামাল দিলো ও। একটু পরে জ্যাম ছোটার পর ট্যাক্সি আবার চলতে শুরু করল।

সামনে ঝুঁকল মন্‌ক। 'যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারো তাহলে ৫০ বাকস্ পাবে।'

দুই মিনিটের মধ্যে মন্‌ক তার গন্তব্যে পৌঁছে গেল। জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি হসপিটাল।

ড্রাইভারের দিকে এক মুঠো বিল ছুড়ে দিয়েই বেরিয়ে গেল মন্‌ক। অটোমেটিক দরজার সামনে গিয়ে ছটফট করছে... অটোমেটিক দরজাগুলো এত আস্তে আস্তে খোলে কেন! রোগী আর স্টাফদের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে হল দিয়ে ছুটল ও। আইসিইউ-এর কোন রুমে যেতে হবে ওর জানা আছে।

নার্সিং স্টেশনের পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটল ও, কয়েকজন চিৎকার করে থামতে বললেও ও সেগুলো কানে তুলল না।

আজকে আর কিছু শুনছি না...

কোণায় পৌঁছে মন্‌ক বেডটা দেখতে পেল। দৌড়ে গেল ও। শেষ মুহূর্তে হাঁটু গেড়ে বসল... ওর সোয়েটপ্যান্টের কারণে পিছলে একদম বিছানার পাশে পৌঁছে গেল। বেডের পাশে গিয়ে ধাক্কা খেল বেশ জোরেশোরে। এক চামচ সবুজ জেলি মুখে পুড়তে গিয়েও থমকে তাকাল ক্যাট। 'মন্‌ক...?'

'আমার পক্ষে যতদ্রুত আসা সম্ভব আমি চেষ্টা করেছি,' মন্‌ক হাঁপাচ্ছে।
'কিন্তু ৯০ মিনিট আগেও তো আমি তোমার সাথে স্যাটেলাইট ফোনে কথা বলেছি।'
'ওটা শুধু কথা বলা ছিল।'
উঠল মন্‌ক, বিছানার ওপর ঝুঁকে ক্যাটের ঠোঁটে গভীরভাবে চুমো খেলো। বেচারির বাঁ কাঁধ আর শরীরের উপরের অংশে ব্যান্ডেজে জড়ানো। হাসাপাতালের নীল গাউনের ফলে অর্ধেক ব্যান্ডেজ ঢাকা পড়ে গেছে। তিনটা বুলেট এসে ঢুকেছিল ওর শরীরে। ২ ইউনিট রক্তক্ষরণ, ক্ষতিগ্রস্ত ফুসফুস, ভেঙে যাওয়া কাঁধের হাঁড় আর কিছু ক্ষত নিয়ে ক্যাট এখনও বেঁচে আছে।
ক্যাট সত্যিই খুব ভাগ্যবতী।
লোগ্যান গ্রেগরির শবসৎকার অনুষ্ঠিত হবে আজ থেকে ৩ দিন পর।
তারপরও ক্যাট ও লোগ্যান ওয়াশিংটনকে সন্ত্রাসী আক্রমণের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছেড়েছে। ওয়ালেনবার্গের সেই আততায়ীকে খতম করে দিয়েছিল ওরা। নইলে অনেক ক্ষতি হয়ে যেত। সেই সোনার বেলটা এখন সিগমা'র রিসার্চ ল্যাবে শোভা পাচ্ছে। আর বেল-এর জন্য আসা জেরাম-৫২৫-এর জাহাজটাকে নিউ জার্সির শিপিং ইয়ার্ডে পাওয়া গিয়েছিল।
এই ফাঁকে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিরা শিপমেন্টের সূত্র ধরে জানতে পেরেছে জেরামটা ওয়ালেনবার্গদেরই একটা কর্পোরেশন পাঠাচ্ছিল। তবে দীর্ঘক্ষণ রোদের আলোতে থাকার ফলে জেরাম-৫২৫ তার কার্যক্ষমতা হারিয়েছে। জ্বালানি ছাড়া বেল চালানো অসম্ভব। তাই অন্যান্য দূতাবাস থেকে উদ্ধার করা বেলগুলো আর কখনই বাজবে না।
ভাল খবর।
পুরোনো আমলের বিবর্তনই মন্‌কের পছন্দ।
ক্যাটের পেটের ওপর হাত বুলাল ও। প্রশ্নটা করতে ভয় পাচ্ছে।
তবে প্রশ্নটা ওকে করতে হলোও না। ক্যাট ওর হাতের ওপর হাত রাখল। 'আমাদের বাবু ভাল আছে। ডাক্তার বলেছেন, কোনো সমস্যা হবে না।'
ক্যাটের পেটের ওপর মন্‌ক মাথা রাখল। চোখ বন্ধ করল ও। এক হাত দিয়ে ক্যাটের কোমরে হাত বুলাল, তবে আঘাতের কথা ভেবে সাবধানতা অবলম্বন করতে ভুলল না।
'ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'
ক্যাট ওর গাল ছুঁয়ে দিলো।
পকেট হাতড়ে মন্‌ক একটা কালো বক্স বের করল। আংটির বক্স। বেচারা এখনও চোখ খোলেনি।
'আমাকে বিয়ে করো।' বলল ও।
'ওকে।'
ঝট করে চোখ খুলল মন্‌ক। যে নারীকে সে ভালবাসে তার দিকে তাকাল। 'কী?'
'বললাম তো ওকে।'
'তুমি শিওর?'
'তুমি কী চাও আমি মত বদলে ফেলি?'

'না, তোমাকে তো ওষুধ দিয়ে রেখেছে। থাক সুস্থ হও পরে জিজ্ঞেস করব...'

'আংটিটা দাও তো।' বলতে বলতে মন্‌কের হাত থেকে বক্সটা নিয়ে নিলো ক্যাট। খুলল। নিস্পলক তাকিয়ে থাকল খোলা বক্সের দিকে। 'এটা তো খালি!'

মন্‌ক বক্সটা হাতে নিয়ে দেখল, কথা সত্য। ভেতরে কোনো রিং নেই!

মাথা নাড়ল বেচারা।

'কী হয়েছে?' ক্যাট জানতে চাইল।

মন্‌ক দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ফিওনা।'

সকাল ১০ টা ৩২

পরদিন সকালে জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি হসপিটালের আরেকটি অংশে শুয়ে আছে পেইন্টার। একঘণ্টা ধরে সিটি স্ক্যান করা হয়েছে ওর। ও প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল, বিগত কয়েক দিনে খুব একটা বিশ্রাম করতে পারেনি। উদ্বেগে কাটিয়েছে রাতগুলো।

দরজা খুলে একজন নার্স ভেতরে প্রবেশ করল।

ওর পিছু পিছু ঢুকল লিসা।

পেইন্টার উঠে বসল। রুমটা বেশ ঠাণ্ডা। অথচ ওর পরনে একটা পাতলা হসপিটাল গাউন ছাড়া কিছুই নেই। ভদ্রতা ও সৌজন্যবশত নিজের গাউনটাকে একটু টানা-হেঁচড়া করল ক্রো... কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিলো।

ওর পাশে এসে বসল লিসা। মনিটরিং রুমের দিকে মাথা নাড়ল ও। ওখানে একঝাঁক গবেষক রয়েছেন। জন হপকিন্স ও সিগমা থেকে এসেছেন তাঁরা। তাঁদের সবার নজর পেইন্টারের স্বাস্থ্যের ওপর।

'অবস্থা ভাল।,' বলল লিসা। 'সবকিছু প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তোমার হৃদপিণ্ডের ভালবে ছোটখাটো কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে... তবে সেটা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেরে ওঠার হার খুবই ভাল... অলৌকিক ব্যাপার।

'তা তো বলতেই পারো।' বলল ক্রো। 'কিন্তু এগুলো কী?'

কানের ওখানে থাকা কয়েকটা পাকা চুলে হাত বুলাল ও।

লিসাও হাত বাড়িয়ে ওর চুলগুলোতে আঙুল চালিয়ে দিলো। 'পাকা চুল আমার ভাল লাগে। তুমি একদম ঠিক হয়ে যাবে।'

ওর কথা বিশ্বাস করল ক্রো। প্রথমবারের মতো, একদম মনের গভীর থেকে ও বিশ্বাস করল... হ্যাঁ, ও ঠিক হয়ে যাবে। স্বস্তির শ্বাস ফেলল ও। বাঁচবে। ওর সামনে এখনও একটা জীবন আছে।

লিসার হাত ধরল ক্রো, হাতের তালু চুমো খেয়ে নামিয়ে রাখল। লজ্জায় লিসার চেহারা উদ্ভাসিত হলো, মনিটরিং জানালার দিকে তাকাল ও। তবে নার্সের সাথে বিভিন্ন কারিগরি বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেও ক্রো'র কাছ থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিলো না।

পেইন্টার ওকে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করল। নিজে একটা কেস তদন্ত করতে নেপালে গিয়েছিল পেইন্টার। কিন্তু পরিস্থিতি খারাপ হতে হতে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ঘুরে আসতে হয়েছে ওকে।

নিজের আঙুলগুলো দিয়ে আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ক্রো।

লিসাকে পেয়েছে ও। বিগত কয়েকদিন ওরা অনেক কাছাকাছি ছিল। কিন্তু তারপরও একে অপরকে খুব একটা চেনে না। কে লিসা? ওর পছন্দের খাবার কী? কী শুনলে ও হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে? ওর সাথে নাচতে কেমন লাগবে? কিংবা রাতে 'গুড নাইট' ও কীভাবে বলে? ফিসফিস করে? সেটা শুনতে কেমন লাগবে?

পেইন্টার ওর পাশে গাউন পরে বসে রইলেও আসলে নগ্ন হয়ে রয়েছে। কারণ হৃদয়-মন থেকে শুরু করে ডিএনএ পর্যন্ত খুলে রেখেছে ও।

লিসার সবকিছু ও জানতে চায়।

২টা ২২ মিনিট।
দুই দিন পর। জাতীয় কবরস্থান।

রাইফেল থেকে শেষ গুলি ছোড়া হলো আকাশের দিকে। লোগ্যান গ্রেগরির শবসৎকার অনুষ্ঠান আজ।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর একপাশে সরে দাঁড়াল গ্রে। দেশের জন্য কাজ করতে গিয়ে এই কবরস্থানে ঠাঁই হয়েছে অনেকের। অথচ কেউ তাদের নামটাও জানতে পারে না।

লোগ্যান গ্রেগরি এখন তাঁদের একজন। একজন অপরিচিত ব্যক্তি। খুব কম লোকই তাঁর বীরত্বপূর্ণ মৃত্যু সম্পর্কে জানতে পারবে। সবাইকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়ার বীরত্বগাঁথা লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে যাবে আজীবন।

গ্রে দেখল ভাইস প্রেসিডেন্ট লোগ্যানের মায়ের হাতে একটা ভাঁজ করা পতাকা তুলে দিচ্ছেন। লোগ্যানের বাবাও আছেন সাথে। লোগ্যান গ্রেগরির কোনো স্ত্রী, সন্তান ছিল না। সিগমা-ই ছিল তাঁর জীবন... আর মরণ।

সান্ত্বনার বাণী দেয়া শেষ হওয়ার পর ধীরে ধীরে কবরস্থান ফাঁকা হয়ে গেল।

পেইন্টারের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল গ্রে। ক্রো একটা লাঠিতে ভর করে এগিয়ে আসছে। যত দিন যাচ্ছে সুস্থ ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে সে। ড. লিসা আছে তাঁর পাশে। ক্রো'র একটা কনুই ধরে এগোচ্ছে। না, পেইন্টারকে এখন আর ধরে রাখতে হয় না, লিসা স্রেফ ওর সংস্পর্শে আছে।

মনককে সাথে নিয়ে ওরা সবাই অপেক্ষমাণ গাড়িগুলোর দিকে এগোল।

ক্যাট এখনও হাসপাতালে। শবসৎকার অনুষ্ঠানে আসার মতো অবস্থা নেই ওর।

পার্কিং করা গাড়িগুলোর কাছে গিয়ে পেইন্টারের দিকে এগোল গ্রে। কয়েক বিষয় নিয়ে ওদের আলোচনা করতে হবে।

ডিরেক্টরের গালে চুমো দিলো লিসা। 'তোমরা কথা বলো। ওখানে গিয়ে দেখা হবে।' মনকের সাথে রয়ে গেল সে। ওরা দু'জন অন্য একটা গাড়িতে চড়ে গ্রেগরির বাসায় যাবে। কয়েকজন লোক আসছেন সেখানে।

গ্রে যখন জানতে পারল লোগ্যানের বাবা-মা ওর বাবা-মায়ের বাসার মাত্র কয়েক ব্লক পাশেই বাস করছেন তখন অবাক না হয়ে পারেনি। বুঝতে পারল, একসাথে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলেও লোগ্যান সম্পর্কে জানাশোনা কত কম ছিল।

গাড়ির দরজা খুলে পেছনের সিটে বসল পেইন্টার।

'গ্রে, তোমার রিপোর্ট পড়েছি, ইন্টারেস্টিং। রিপোর্টটাকে ফলো-আপ করো। তবে সেটার জন্য ইউরোপে আরেকবার ঢুঁ মারতে হবে।'

'ব্যক্তিগত কাজেও আমাকে ওখানে যেতেই হতো। সেজন্যই আমি আলোচনা করতে এসেছি। অতিরিক্ত কয়েকটা দিন হাতে পেলে ভাল হয়।'

এক ভ্রু উঁচু করল পেইন্টার। 'আবার আরেকটা ছুটি হয়তো দেয়া সম্ভব হবে না।'

গ্রে'ও বিষয়টা বুঝতে পারল।

একটু নড়ল পেইন্টার... এখনও হালকা অসুস্থ আছে। 'ড. মারশিয়া ফেয়ারফিল্ডের কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়েছ? সেটার কী খবর? তুমি কী ওয়ালেনবার্গদের বংশতালিকায় বিশ্বাস করো...?' মাথা নাড়ল ক্রো।

গ্রে নিজেও সেই রিপোর্ট পড়ে দেখেছে। ভূগর্ভস্থ ভ্রূণ-ল্যাবে ঢোকার আগে মারশিয়া বলেছিলেন যে গুপ্তধন যত মূল্যবান সেটা তত গভীরে লুকোনো থাকে। একই কথা গোপন বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও খাটে। আর সেই গোপনীয়তাটা যদি ওয়ালেনবার্গরা করে তাহলে তো কথাই নেই। যেমন তারা ব্রেনের ভেতরে মানুষ আর জানোয়ারের কোষ মিশিয়েছিল।

তবে কাহিনি ওখানেই শেষ নয়।

'আমরা ১৯৫০ সালের শুরুর দিককার কর্পোরেট মেডিক্যাল রেকর্ডগুলো চেক করে দেখেছি,' বলল গ্রে। 'সেখান থেকে নিশ্চিত হয়েছি, ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গের সন্তান জন্ম দেয়ার কোনো ক্ষমতা ছিল। তিনি অক্ষম ছিলেন।'

পেইন্টার মাথা নাড়ল। 'জেনেটিক্স আর প্রজনন প্রক্রিয়া নিয়ে বুড়ো ভামটার রীতিমতো নেশা ছিল। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাচ্ছিল সে। ওয়ালেনবার্গ পরিবারের শেষ পুরুষ ছিল ব্যালড্রিক। কিন্তু তাঁর নতুন সন্তান... সেটাকে সে এক্সপেরিমেন্টের কাজে ব্যবহার করেছিল? বিষয়টা সত্য?'

কাঁধ ঝাঁকাল গ্রে। 'নাৎসিদের প্রজনন প্রোগ্রামের সাথে ব্যালড্রিক জড়িত ছিল। প্রজনন প্রজেক্টের পাশাপাশি ডিম ও বীর্য সংরক্ষণ করত তাঁরা। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল জেরাম-৫২৫-ই ব্যালড্রিকের একমাত্র গোপন প্রজেক্ট নয়। সংরক্ষিত বীর্যগুলো কাঁচের স্ট্রয়ের ভেতরে হিমায়িত করত সে। তারপর সেটা যখন গলত তখন সেটাকে নিষিক্ত করার জন্য নিজের যুবতী স্ত্রীর ভেতরে সেই বীর্য ঢোকাত।'

'তুমি নিশ্চিত?'

মাথা নেড়ে গ্রে সায় দিলো। ভূগর্ভস্থ ল্যাবে ড. মারশিয়া ওয়ালেনবার্গদের নতুন ও উন্নত বংশতালিকা দেখেছিলেন। সেখানে ব্যালড্রিক ওয়ালেনবার্গের স্ত্রীর নামের পাশে হেনরিক হিমল্যারের নাম ছিল। ব্ল্যাক অর্ডার-এর প্রধান ছিলেন হিমল্যার। যুদ্ধের পর হেনরিক আত্মহত্যা করলেও আর্য সুপারম্যান তৈরির পরিকল্পনা করে রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর নিজের জঘন্য ঔরস থেকে জন্ম নেবে... নতুন প্রজন্মের জার্মানরা।

'ওয়ালেনবার্গদেরকে সমূলে উৎপাটন করা হয়েছে,' বলল গ্রে। 'ওদের বংশ নির্বংশ হয়েছে।'

'আমরা তো সেরকমটাই আশা করছি।'

মাথা নাড়ল গ্রে। 'আমি খামিশির সাথে যোগাযোগ রাখছি। সে জানিয়েছে এস্টেটের চিড়িয়াখানা থেকে হয়তো কয়েকটা জানোয়ার জঙ্গলের গভীরে ঢুকে গেছে। তবে বিস্ফোরণের ফলে তাদের অধিকাংশই মারা পড়েছে হয়তো। তবে অনুসন্ধান চলছে।'

খামিশি এখন **হুলুহুলুই-আমফলোজি প্রিজার্ভ**-এর প্রধান ওয়ার্ডেন।

ড. মারশিয়া আর ড. পলা কেইন দু'জন তাঁদের বাসায় ফিরে গেছেন। তবে তাদের সাথে একজন সঙ্গী জুটেছে, ফিওনা। দুই নারী স্পাই ফিওনাকে অক্সফোর্ডে ভর্তি হওয়ার জন্য সাহায্য করছেন।

গ্রে ভাবল অক্সফোর্ডে ফিওনা নিরাপদে থাকবে। ইউনিভার্সিটির আশেপাশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ ভাল।

ফিওনার কথা ভাবতে গিয়ে রায়ানের কথাও ওর মনে পড়ল। বাবার মৃত্যুর পর রায়ানা ওদের পুরো এস্টেটকে নিলামে তুলে দিয়েছে। সে চায় না উইউইলসবার্গ-এর কোনো ছায়া ওর সাথে থাকুক।

সঠিক সিদ্ধান্ত।

'মন্ক আর ক্যাটের কী খবর?' জানতে চাইল ক্রো। 'শুনলাম গতকাল নাকি ওদের এঙ্গেজমেন্ট হয়েছে?'

আজ সারাদিনে এই প্রথমবারের মতো গ্রে'র মুখে হাসি ফুটল। 'হ্যাঁ হয়েছে তো।'

'ভালই। ওরা সুখী হোক।'

কথা বলতে বলতে ওরা গন্তব্যে চলে এসেছে।

গাড়ি থেকে নামল পেইন্টার।

লিসা ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে।

'আমাদের কাজ শেষ?' পেইন্টার গ্রে'কে প্রশ্ন করল। গাড়ি থেকে বেরোল গ্রে। মন্কও ওর পাশে যোগ দিল।

'জি, স্যার।'

'ইউরোপ থেকে কী জানতে পারলে সেটা আমাকে জানাবে। আর অতিরিক্ত দিনগুলো নিয়ো, সমস্যা নেই।'

লিসার হাত ধরে ক্রো লোগ্যানের বাড়িতে ঢুকল।

মন্ক ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দই জমে ক্ষীর। কোনো সন্দেহ আছে?'

গ্রে ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে। ওয়ালেনবার্গ এস্টেট থেকে এপর্যন্ত তাদের দু'জনকে আলাদা করা যাচ্ছে না। অ্যানা ও গানথার যেহেতু নেই তাই একমাত্র লিসা-ই বেল সম্পর্কে তথ্য জানাতে সক্ষম। তাই ওকে নিয়ে সিগমায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সেই উসিলায় ক্রো আর লিসা দু'জন দু'জনের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

দেখে মনে হচ্ছে, বেল শুধু ক্রো'র শারীরিক ক্ষতিপূরণ করেনি মনে প্রেমের ফুলও ফুটিয়েছে।

মন্কের প্রশ্নটা এতক্ষণে ওর মাথায় ঢুকল। এই মুহূর্তে কোনোকিছু বলা কঠিন। জীবন আর চেতনা যদি বিষয় হয় তাহলেও ভালবাসাও কোয়ান্টাম বিষয়।

তার মানে... ভালবাসা কিংবা ভালবাসা নয়।

কণা ও তরঙ্গ দুটোই।

পেইন্টার আর লিসার ক্ষেত্রে বিষয়টা এখনও দুটো অপশনেই যেতে পারে। সময়ই বলে দেবে শেষমেশ ওরা কোনটা হবে। ভালবাসা... নাকি ভালবাসা নয়।

'জানি না,' বিড়বিড় করে গ্রে জবাব দিলো। গ্রে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবছে।

ওর কপালে কী আছে, কে জানে।

পরিসমাপ্তি

সন্ধ্যা ৬ টা ৪৫ মিনিট।
রোক্ল, পোল্যান্ড।

ওর দেরি হয়ে গেছে।

ঘড়ি দেখল গ্রে। কিছুক্ষণের মধ্যে র‍্যাচেলের ফ্লাইট ল্যান্ড করবে। একটা কফিহাউজে দেখা করবে ওরা। সবকিছু ঠিকঠাক করা হয়েছে। তবে তার আগে একটু কাজ আছে গ্রে'র। একটা সাক্ষাৎকার নিতে হবে।

রোক্ল একসময় ব্রিসলাউ নামে পরিচিত ছিল। ২য় বিশ্ব যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জার্মান আর রাশিয়ানরা লড়েছিল এখানে।

এগোচ্ছে গ্রে। সামনে ক্যাথেড্রাল আইল্যান্ড দেখা গেল। ওটার লোহার গেট পেরিয়ে পাথুরে রাস্তায় পা রাখল ও।

দ্য চার্চ অফ সেইন্ট পিটার অ্যান্ড পল। এখানেই কী সেই বাচ্চাটি হেসে খেলে বড় হয়েছে।

সেই নিখুঁত বাচ্চাটি?

সিলমুক্ত থাকা রাশিয়ান রেকর্ড থেকে গ্রে জানতে পেরেছে চার্চের অধীনে থাকা একটা এতিমখানায় মা হারা এক বাচ্চা ছিল। অবশ্য যুদ্ধের পর অনেক বাচ্চাই ছিল যারা তাদের বাবা-মা হারিয়েছে। কিন্তু গ্রে বয়স, লিঙ্গ আর চুলের রং বিবেচনা করে পর্যবেক্ষণ করেছে। বিশেষ করে সাদা চুলের ছেলে বাচ্চাদের রেকর্ড ঘেঁটেছে ও।

এছাড়াও গ্রে আরও জানতে পেরেছে, সেসময় ওয়েনসেলস্ মাইনে রাশিয়ান রেড আর্মি নাৎসিদের ভূগর্ভস্থ অস্ত্রাগার ও ল্যাবগুলোতে হামলা চালায়। তখন *SS-Obergruppenführer* জ্যাকব স্পোরেনবার্গ; তিনি হলেন অ্যানা ও গানথারের দাদু; রাশিয়ানদের হাত থেকে বেলকে রক্ষা করে সাথে নিয়ে পালাচ্ছিলেন। লিসা অ্যানার কাছ থেকে শুনেছে, এটাই সেই শহর। এখানকার নদীতে হিউগো সাহেবের মেয়ে টোলা সেই বাচ্চাটিকে নিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল।

আসলেই কী তাই?

বিষয়টা সম্পর্কে জানার জন্য সিগমার রিসার্চ এক্সপার্টদের শরণাপন্ন হয়েছিল গ্রে। তারপর এক যাজকের ডায়েরি থেকে জানা গেছে... তিনি তখন এখানে এতিমখানা চালাচ্ছিলেন। তাঁর ডায়েরিতে একটা ছেলে শিশুর কথা লেখা আছে। মৃত মায়ের সাথে নদী থেকে উদ্ধার করেছিলেন তিনি। পাশের কবরস্থানে সেই নারীকে সমাধিত করা হলেও এখনও পর্যন্ত তাঁর নাম জানা যায়নি।

তবে বাচ্চাটি সেই যাজকের অধীনে সুন্দরভাবে বড় হয়ে উঠেছিল। সেই বাচ্চাটি এখন নিজেও একজন যাজক। নাম ফাদার পাইটোর। তাঁর বয়স এখন

৬২ বছর। ফাদার পাইটোরের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্যই গ্রে এখানে হাজির হয়েছে।

চার্চে ঢোকার মুখে একজন এসে গ্রে'কে স্বাগত জানাল। ভাঁজবিহীন চেহারা আর সাদা চুল দেখেই গ্রে চিনতে পারল ইনি কে। ফাদার পাইটোরের পরনে জিন্স, কালো শার্ট, পেশার চিহ্ন হিসেবে রোমান কলার আর বোতামঅলা হালকা সোয়েটার রয়েছে।

পোলিশ ভাষার টান আছে তাঁর ইংরেজি উচ্চারণে। 'আপনি নিশ্চয়ই নাথান সয়্যার?'

না, গ্রে তো নাথান নয় তারপরও মাথা নাড়ল। হ্যাঁ। এভাবে একজন ফাদারের সাথে মিথ্যা কথা বলতে গ্রে'র অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু কাজের প্রয়োজনে মিথ্যা বলতেই হবে।

গলা পরিষ্কার করল গ্রে। 'সাক্ষাৎকার নেয়ার অনুমতি দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

'অবশ্যই। প্লিজ, ভেতরে আসুন।'

ভেতরে গেল ওরা দু'জন। ফাদারের টেবিলে বাইবেলসহ বেশ কিছু জীর্ণ রহস্যপন্যাস দেখা গেল।

'আপনি ফাদার ভেরিক সম্পর্কে জানতে এসেছেন,' মন থেকে অমায়িক হাসি হেসে জানতে চাইলেন পাইটোর। 'উনি একজন মহান ব্যক্তি।'

মাথা নাড়ল গ্রে। 'আপনার এতিমখানার জীবন সম্পর্কেও জানতে চাই।'

যদিও গ্রে ইতোমধ্যে সবই জেনে ফেলেছে। র‍্যাচেলের চাচা ভিগোর, তিনি ভ্যাটিক্যান ইন্টেলিজেন্স-এর প্রধান, সিগমাকে যাবতীয় তথ্য দিয়েছেন।

সাথে মেডিক্যাল রেকর্ড দিতেও ভোলেননি।

অমায়িকভাবে জীবন কাটিয়ে আসছেন ফাদার ভেরিক। জীবনে কখনও ডাক্তার দেখাতে হয়নি তাঁকে। তবে কৈশোরে একবার টিলা থেকে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল। চিকিৎসা নিয়েছিলেন তখন। এছাড়া আর কোনো অসুখে পড়েননি। শারীরিকভাবে একদম সুস্থ তিনি। ওয়ালেনবার্গদের জানোয়ারগুলোর মতো পাগলা, বিরাটাকার কিংবা গানথারের মতো বিশালদেহিও নন। স্রেফ স্বাস্থ্যবান।

সাক্ষাৎকার থেকে নতুন তেমন কিছু জানা গেল না।

গ্রে ঠিক করল, র‍্যাচেলের চাচার সাহায্য নিয়ে পাইটোর রক্ত ও ডিএনএ স্যাম্পল নিয়ে রাখবে। অবশ্য সেখান থেকেও নতুন কিছু জানা যাবে কিনা সন্দেহ আছে।

রুমের এক কোণে একটা টেবিলের ওপর অমীমাংসিত জিগস' পাজল পড়ে থাকতে দেখল গ্রে। ওদিকে মাথা নেড়ে বলল, 'আপনি পাজল পছন্দ করেন?'

ফাদার পাইটোর যেন একটু লজ্জা পেলেন। অপরাধীর মতো মুখ করে বললেন, 'এমনি শখ আরকি।'

মাথা নেড়ে ফাদারের কাছ থেকে বিদেয় নিলো গ্রে। হিউগো হিরজফিল্ডের শখটা বেল-এর মাধ্যমে বাচ্চাটির ভেতরে প্রবেশ করেছে তাহলে? বিষয়টা কী শুধু জেনেটিক্স? নাকি তারচেয়েও বেশি কিছু? কোয়ান্টাম লেভেলের কিছু?

বাবা-ছেলের কথা ভাবতে গিয়ে নিজের বাবার কথা মনে পড়ে গেল গ্রে'র। ওর সাথে ওর বাবার সম্পর্ক কখনই ভাল ছিল না। তবে বর্তমানে একটু উন্নতির পথে। আচ্ছা, ও নিজে কেমন বাবা হবে? ও কি ওর বাবার মতোই হবে?

মন্‌ক বাবা হবে শুনে ওর নিজেরই আতঙ্কবোধ হয়েছিল।

ও কী মন্‌কের চ্যালেঞ্জ নিতে পারবে?

স্ত্রী, বন্ধন, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সংসার করতে পারবে ও?

সাহস হবে?

এসব ভাবতে ভাবতে কফিহাউজের কাছে চলে এসেছে গ্রে। ভেতরে ঢুকে দেখল র‍্যাচেল ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে। গ্রে ওকে দেখতে পেলেও র‍্যাচেল ওকে এখনও দেখতে পায়নি। একটু আগেই এসে পৌঁছেছে হয়তো। থেমে দাঁড়িয়ে গ্রে র‍্যাচেলকে দেখতে শুরু করল। কী সুন্দরী! যতবার দেখে প্রথম দেখার মতো অনুভূতি হয়। লম্বা একহারা দেহ, আকর্ষণীয় ঢেউ, কোমর, গলা, বুক... সবই সুন্দর। র‍্যাচেল ঘাড় ঘুরিয়ে এবার গ্রে'কে দেখতে পেয়েছে। হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। ওর চোখ ছুঁয়ে গেল হাসিটা। লজ্জায় আলগোছে নিজের চুলে হাত বুলাল র‍্যাচেল।

কে এই নারীর সাথে জীবন কাটাতে চাইবে না? সবাই চাইবে।

ওর দিকে গ্রে এগিয়ে গেল। হাত ধরল দু'জন।

গ্রে মন্‌কের চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত। সংসার করবে ও। আর ভয় পাওয়া নয়।

ভালবাসা কিংবা ভালবাসা নয়...

কণা কিংবা তরঙ্গ... কিংবা কণা তরঙ্গ দুটোই...

কিন্তু সম্পর্কের ক্ষেত্রে ওসব থিওরি কাজ করবে না। হয় "হ্যাঁ" নয় তো "না"। একসাথে "হ্যাঁ ও না" হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

র‍্যাচেলকে নিয়ে একটা টেবিলে গিয়ে বসল ও। র‍্যাচেলের চোখে চোখ রেখে ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমাদের কথা বলা দরকার।'

ওর চোখের দিকে তাকাল গ্রে। দু'জনের দুটো ভিন্ন পেশা, ভিন্ন দেশ, ভিন্ন, দু'জন ভিন্ন পথের যাত্রী।

গ্রে'র হাতের আঙুলে চাপ দিলো র‍্যাচেল। 'আমি জানি।'

●●●

ফাদার পাইটোর পায়ের কাছে ডোরা-কাটা বিড়াল এসে মিউ মিউ করছে। এই জাতের বিড়াল ফাদার ভেরিক পুষতেন এখনও তিনি পোষেন।

হঠাৎ নদীর পাশে নজর পড়ল তাঁর। একটা বাদামি চড়ুই পাখি ঘাড় ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে।

মাথা নেড়ে পাখিটাকে দু'হাতে তুলে নিলেন ফাদার। মুখের কাছে নিয়ে ওটার পালকে ফুঁ দিলেন। ডানাগুলো মেলে ধরলেন তিনি। তাঁর হাতের তালু থেকে চড়ুইটি বাতাসে ডানা মেলল। উড়ে গেল আকাশ পানে।

পাখিটার ওড়া দেখতে দেখতে হাত ঝাড়লেন ফাদার পাইটোর। তারপর দুই পাশে দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন।

জীবন মানেই এক বিস্ময়কর রহস্য।

এমনকি তাঁর জন্যও।

লেখকের বক্তব্য

বেল সত্য নাকি কল্পনা

নতুন এই যাত্রায় আমার সঙ্গী হওয়ার জন্য ধন্যবাদ। শেষ মুহূর্তে এসে আমি আপনাদেরকে এই উপন্যাসের কতটুকু সত্য আর কতটুকু কল্পনা সেটা জানিয়ে দেয়ার প্রয়োজনবোধ করছি।

প্রথমে ছোটখাটো বিষয়...

ডারপা (DARPA) সত্যি সত্যিই সংযোজনযোগ্য কৃত্রিম অঙ্গ তৈরি করেছে। তবে হ্যাঁ, ওরা তাতে ফ্ল্যাশ চার্জ করার অপশন রেখে কি-না সেটা আমার জানা নেই।

বইয়ের উকুফা'র ব্যাপারে বলব... স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাস্তবে এমন এক ধরনের ইঁদুর উদ্ভাবন করেছিল যাতে মানব নিউর‍্যাল কোষ ঢোকানো ছিল। বিজ্ঞানীরা এখন চেষ্টা করছেন কীভাবে একশভাগ মানব নিউর‍্যাল কোষযুক্ত ইঁদুর তৈরি করা যায়।

২০০৪ সালে মিউটেশনের প্রভাবযুক্ত একটি জার্মান ছেলের জন্ম হয়েছিল। যার ফলে ছেলেটার শরীরে স্বাভাবিকের চাইতে দ্বিগুণ পরিমাণে পেশি ও অতিরিক্ত শক্তি ছিল। এই ছেলেটাকে কী তাহলে প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেয়া প্রথম *Sonnekonig?*

১৯৯৮ সালে হিমালয়ে সাংরি-লা আবিষ্কৃত হয়। সেখানে বরফে ঢাকা পাহাড়ের মধ্যে প্রাকৃতিক পানির প্রবাহ আর সবুজ গাছপালা রয়েছে। ওখানে আর কী কী লুকিয়ে রয়েছে কে জানে?

এবার বড় বিষয়গুলোতে আসি...

বইয়ের শুরুতে যেরকম বলেছি... বেল সত্যি সত্যিই ছিল। মাঝেমাঝে বাস্তব কাহিনি কল্পনাকেও হার মানায়। বেল নিজেই সেটার প্রমাণ। নাৎসিরা একটা অদ্ভুত ডিভাইস তৈরি করেছিল, সেটার জ্বালানি ছিল জেরাম-৫২৫ নামের একটি অজ্ঞাত বস্তু। ডিভাইসটা কীভাবে চালানো হতো সে সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। তবে এতটুকু জানা গেছে, ওটায় যখন পাওয়ার সঞ্চালিত হতো তখন প্রজেক্টের সাথে জড়িত বিজ্ঞানীরা ও কাছের গ্রামগুলোর লোকজন আক্রান্ত হয়েছিল। যুদ্ধের পর বেল গায়েব হয়ে যায়, ওটার সাথে জড়িত বিজ্ঞানীদের খুন করা হয়। বেল-এর শেষ পরিণতি কী হয়েছিল সেটা আজও অজানা। এ-ব্যাপারে যদি আপনি আরও কিছু জানতে চান তাহলে আমি আপনাকে নিক কুক-এর লেখা **দ্য হান্ট ফর জিরো পয়েন্ট** বইটা পড়ার পরামর্শ দেব।

এই উপন্যাসে আমি অনেকটা সময় জুড়ে হেনরিক হিমল্যারের প্রাচীন বর্ণ প্রীতি, গুপ্ত সংঘ ও হিমালয়ে আর্য জাতিদের জন্মস্থান খোঁজা নিয়ে ব্যয় করেছি। সবই তথ্যগতভাবে সত্য। এমনকী উইউইলসবার্গের হিমল্যারের ব্ল্যাক কেইমলটটাও সত্য। এ-বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে আপনি ক্রিস্টোফার হেইল-এর লেখা হিমল্যার'স ক্রুসেড এবং পিটার লেভেনডা'র আনহোলি অ্যালাইন্স পড়ুন।

সর্বশেষ, জনোজি ম্যাকফ্যাডেন-এর লেখা **কোয়ান্টাম এভ্যুলুশন** বইটা এই উপন্যাসের প্রাণ হিসেবে কাজ করেছে। এই বইতে মিউটেশন ও বিবর্তনবাদে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা আছে। চেতনার বিবর্তন নিয়েও লেখা আছে ওতে। বইয়ের শেষ অংশে আপনি সেটার প্রভাব দেখবেন। এরপরও যদি আপনি আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে বইটি সংগ্রহ করে পড়ুন।

এবার আসি বইয়ের শেষ অংশের মতবাদ বিষয়ে। *ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন বনাম বিবর্তন*। আমার মনে হয় এই বই যত প্রশ্ন তৈরি করেছে তত উত্তরও জুগিয়েছে। বর্তমান বিতর্ক ভুল দিকে পরিচালিত হচ্ছে বলে আমি মনে করি। আমরা কোথা থেকে এসেছি? সেটার চেয়ে আমরা কোথায় যাচ্ছি? সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা বেশি জরুরি।

আর সেটার উত্তর জানতে হলে যে পরিমাণ রহস্য ও রোমাঞ্চের সম্মুখীন হতে হবে সেটা যেকোন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট।

কৃতজ্ঞতা

উপন্যাস লেখা মানে ফাঁকা পৃষ্ঠার সাথে সময় কাটানো। এই বইয়ে অনেক ব্যক্তির ছোঁয়া জড়িয়ে আছে। তাঁদের মধ্যে চার জনের নাম উল্লেখ করছি: আমার সম্পাদক Lyssa Keusch, তাঁর সহকর্মী May Chen, আমার এজেন্ট Russ Galen এবং Danny Baror।

আর বরাবরের মতো বইতে তথ্য, সিকোয়েন্স ও বর্ণনাজনিত যেকোন ধরনের ভুলের জন্য দোষ সম্পূর্ণ আমি নিজের কাঁধে নিচ্ছি।

অনুবাদকের কৃতজ্ঞতা

আমার অনুবাদকৃত বইটি পড়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই বইয়ের অনুবাদের পেছনে আমার কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষীদের অবদান আছে।

ভোকাবিল্ডার বইয়ের লেখক ফরহাদ হোসেন মাসুম ভাইকে ধন্যবাদ বিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল বিষয় অনুবাদে সাহায্য করার জন্য। বইটিকে যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার বান্ধবী আফসানা আক্তার বিন্দু'র কাছে কৃতজ্ঞ। নিজের পড়াশোনার চাপ থাকার পরও বইটির বিভিন্ন বানান ভুল ও বাক্যে থাকা ত্রুটিগুলো দূর করার দুরূহ কাজটি সে সম্পন্ন করেছে। বইটিতে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি ছবির কোয়ালিটি উন্নত করতে সাহায্য করেছেন *জিরো টু ইনফিনিটি* ম্যাগাজিনের বিভাগীয় সম্পাদক সিরাজাম মুনির শ্রাবণ, তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রকাশক রিয়াজ ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ ঢাউস সাইজের এই বইটির অনুবাদক হিসেবে আমার ওপর আস্থা রাখার জন্য। নির্ধারিত সময়ের ২ মাস পর পাণ্ডুলিপি জমা দেয়ার পরও তিনি কোনো আপত্তি করেননি কিংবা অসন্তোষ প্রকাশ করেননি, বিষয়টা আমাকে একই সাথে লজ্জা দিয়েছে ও সম্মানিত করেছে। বিশেষ কৃতজ্ঞতা আমার মা শাহনাজ পারভীনের কাছে। এই বইটি অনুবাদের সময় আমার ওপর দিয়ে অনেক চড়াই-উৎরাই গেছে। ব্যক্তিগত জীবনে মানসিকভাবে অনেক দুর্দশাগ্রস্ত ছিলাম। কঠিন সময়ে শক্ত হাতে আমাকে সমর্থন দিয়ে বইটির কাজ শেষ করার তাগাদা ও উৎসাহ দেয়ার জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সন্তান হিসেবে এরকম মা পেয়ে আমি গর্বিত।

এছাড়া অনুবাদে যেকোন ধরনের গড়মিল, অসংগতি কিংবা ভুল চোখে পড়লে নির্দ্বিধায় আমাকে জানান। এ ব্যাপারে গঠনমূলক সমালোচনা সাদরে গৃহীত হবে।

ফেসবুক পেইজ: www.facebook.com/sayeemshams
ইমেইল: sayeemshams@gmail.com

সাঈম শামস্-এর আরও কিছু কাজ...

 # নাটক :

১. ঈদের নাটক "শার্ট"; ভূমিকা : চিত্রনাট্য ও সংলাপ। পরিচালনা : অঞ্জন আইচ
২. ধারাবাহিক নাটক "মায়ার বাঁধন"; ভূমিকা সহকারী পরিচালক। পরিচালনা সুস্ময় সুমন।

অনূদিত বইসমূহ :
১. শক ট্রিটমেন্ট—জেমস হ্যাডলি চেজ—রোদেলা প্রকাশনী।
২. চার বন্ধুর অভিযান—স্টিফেন কিং—রাত্রী প্রকাশানী।
৩. ব্ল্যাক অর্ডার—জেমস রোলিন্স—রোদেলা প্রকাশনী।
৪. দ্য লটারি টিকেট—জুল ভার্ন—সেবা প্রকাশনী।

সংকলন :

১. থ্রিলার গল্প সংকলন ৩ (গল্প দ্য মিরাকল—ফ্রেডারিক ফরসাইথ) বাতিঘর প্রকাশনী।

পত্রিকায় লেখালেখি :
১. ফাউন্টেনপেন, সংখ্যা ১, ২০১৪ গল্প : সাল ২৮৮৯, জুল ভার্ন।
২. রহস্যপত্রিকা, আগস্ট সংখ্যা, ২০১৫, ফিচার ভয়ঙ্কর দশ নারী।
৩. রহস্যপত্রিকা, অক্টোবর সংখ্যা, ২০১৫, সাক্ষাৎকার : মুখোমুখি ড্যান ব্রাউন।
৪. রহস্যপত্রিকা, জুন সংখ্যা, ২০১৬, মুক্তিযুদ্ধের গল্প : নষ্টা (মৌলিক)।

বাংলা সাবটাইটেল :
1. Shoot Em Up
2. Perfume
3. Gladiator
4. Spider-Man
5. Spider-Man 2
6. Spider-Man 3
7. Casino Royale (James Bond 007)
8. Tom and Jerry meet Sherlock Holmes (Animated)
9. The Gold Rush (Charlie Chaplin)
10. The General
11. Dracula Untold (English, Trailer)
12. The Evil Dead
13. Need For Speed
14. Game of Thrones (Season 01, Episode 01)
15. Terminator Genisys (Trailer)
16. The Legend of Hercules
17. Modern Times (Charlie Chaplin)
18. Justice Leauge War (Animated)
19. Baby's Day Out
20. Jodhaa Akbar (Bollywood)
21. Detective Byomkesh Bakshy (Bollywood)
22. The Martian (Trailer)

রেফারেন্স :
১. নাটক শার্ট :
https://www.youtube.com/watch?v=kQJ_si8sqqE&feature=youtu.be
২. মায়ার বাঁধন :
http://www.jugantor.com/online/entertainment/2016/05/02/11638
৩. বই সমূহ:
https://www.goodreads.com/author/show/9758107.Sayeem_Shams
৪. সাবটাইটেল :
https://subscene.com/u/793090

সাঈম শামস্

লেখক, অনুবাদক ও নাট্যকার। পড়ালেখা করছেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙে। জন্ম : ৬ এপ্রিল, ১৯৯৫। বাবা **মোঃ শফিকুল ইসলাম** ও মা **শাহ্নাজ পারভীন**-এর বড় ছেলে।

অনুবাদচর্চা শুরু করেছিলেন বিদেশি চলচ্চিত্রের বাংলা সাবটাইটেল নির্মাণের মাধ্যমে। অস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র **গ্ল্যাডিয়েটরসহ পারফিউম, নিড ফর স্পিড, স্পাইডারম্যান ট্রিলজি, জেমস বন্ড : ক্যাসিনো রয়্যাল** ইত্যাদি তাঁর বাংলা সাবটাইটেলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। একে একে ২০টি ব্লকবাস্টার সিনেমার সাবটাইটেল উপহার দিয়ে ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা অর্জনের পর উপন্যাস অনুবাদের কাজ শুরু করেন।

লিখেছেন **থ্রিলার গল্প সংকলন ৩, ফাউন্টেনপেন** ও **রহস্যপত্রিকা'**য়। এপর্যন্ত বেশ কয়েকটি উপন্যাস অনুবাদ করেছেন : *জেমস হ্যাডলি চেজ*-এর **শক ট্রিটমেন্ট**, *স্টিফেন কিং*-এর **দ্য বডি : চার বন্ধুর অভিযান**, *জুল ভার্ন*-এর **দ্য লটারি টিকেট** ইত্যাদি। **"শার্ট"** নামক ঈদের বিশেষ টিভি নাটকের চিত্রনাট্য লেখার মাধ্যমে নাট্যকার হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে চিত্রনাট্য লেখার পাশাপাশি পরবর্তী অনুবাদ ও মৌলিক উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

ফেসবুক:
www.facebook.com/sayeemshams
বাংলা সাবটাইটেল:
www.subscene.com/u/793090
গুডরিডস:
www.goodreads.com/author/show/9758107.Sayeem_Shams